কবীন্দ্র মহাভারত

কবীন্দ্র মহাভারত

লিপিতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ও

সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা

কবীন্দ্র মহাভারত

লিপিতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা
ও
সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা

দ্বিতীয় খণ্ড

ডক্টর কল্পনা ভৌমিক
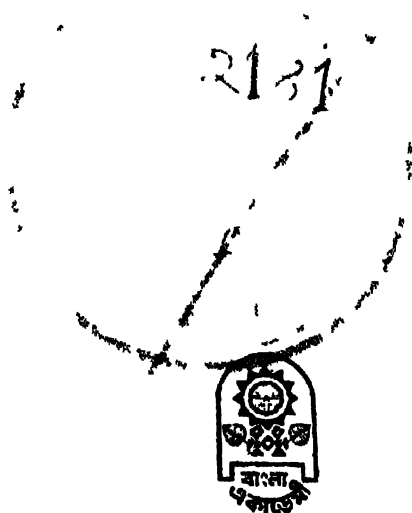
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৫৬/জুলাই ১৯৪৯

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

চিত্র অলংকরণ
গৌতম বিশ্বাস
সেঁজুতিশোভা ভৌমিক (তিতি)

KAVINDRA MAHABHARAT : LIPITATTVIK-BHASATATTVIK SAMIKSHA O SANSKRITA MAHABHARATER SANGE TULANA (Kavindra Mahabharat : A Calligraphic-Linguistic Study and A Comparison with the Sanskrit Mahabharat) [Second Part]. By Dr. Kalpana Bhowmik. Published by : Gholam Mayenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka , Bangladesh.

ISBN-984-07-3842-6

উৎসর্গ

মানবতা ও ধর্মতত্ত্বের সম্প্রচারক
জ্ঞানতাপস, বিদ্যোৎসাহী
আমার অধ্যাত্ম-আচার্য
স্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ

এবং

আত্মবিশ্বাস ও মননে স্বনিষ্ঠ
বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐকান্তিক সাধক
চেতনায় দীপ্র অজেয় পৌরুষদীপ্ত
সতত স্মরিত
অধ্যাপক আহমদ শরীফ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে-কোন মহৎ ও সুন্দর সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা ও প্রযত্ন। আর এই সাধনা ও প্রযত্ন যখন সফল হয় তখন অনুভূত হয় এক অপূর্ব আনন্দ। আমার বর্তমান গ্রন্থকে মহৎ কিংবা সুন্দর বলা যাবে কি-না এবং এ রচনায় আমি কতটুকু সফল তা জানি না। এর মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত বিচার করবেন সুধীজনেরা। আমি কেবল চেষ্টা করেছি এক অনালোচিত অধ্যায়কে আলোচনার টেবিলে আনতে। চেষ্টা করেছি প্রাচীন পুথির ধূলি-ধূসরিত আবরণের ভিতর থেকে শব্দরাজিকে আহরণ করে নতুনভাবে রূপদান করতে। এতেই আমার আনন্দ। আর এই আনন্দানুভূতির পিছনে আছে অনেকের অবদান। গ্রন্থটি প্রকাশেব সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যে-কোনভাবেই যাঁদের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি তাঁদের সকলের অবদান আমি স্বীকার করি সশ্রদ্ধ চিত্তে।

গ্রন্থটি রচনার প্রথম প্রেবণা পাই অধ্যাপক আহমদ শরীফের নিকট থেকে। আমার দুর্ভাগ্য যে তিনি এখন প্রয়াত। এ ধরনের একটি দুরূহ কাজ করার ব্যাপারে তিনি আমাকে উৎসাহিত করে বলতেন, 'কল্পনা, একমাত্র তুমিই পারবে এ কাজটি করতে'। অনেক যত্ন করে গ্রন্থেব সূচি-বিন্যাসের একটি খসড়াও তিনি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে এরপর আমি যাঁর নাম পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ। তাঁব প্রেরণা ও আশীর্বাদ এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তাঁর সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ড. শর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান অতুলনীয়। তিনি বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর এই অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক শ্রীমৃণাল কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও আমি নানা প্রকার সাহায্য পেয়েছি। তাঁর সহযোগিতা এবং পরামর্শদানও আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সতানারায়ণ চক্রবর্তী আমার অনেক লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন এবং আমাকে নানারকম পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার স্বামী ড. দুলাল ভৌমিক । গ্রন্থটি রচনায় তাঁর অবদানের কথা অধিক বলার অবকাশ নেই । কেবল এটুকুই বলি, তাঁর সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ গ্রন্থ রচনা সম্ভব হত না। আমার বোন শাশ্বতী, ভাই তিমির, দিদি অপর্ণা এবং জামাইবাবু নিতাই পালের সহযোগিতা স্মরণ করি। বোন শাশ্বতী এবং মেয়ে সেঁজুতি গ্রন্থটির কম্পিউটার কম্পোজে আমাকে সাহায্য করেছে। গ্রন্থ সম্পর্কিত কাজে কলকাতায় অবস্থানকালে ভাই মিহির এবং ভ্রাতৃবধূ লিপির সাহচর্যে দিনগুলি ছিল আনন্দময়। এদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে প্রথাগত কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অবকাশ নেই। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে অগ্রজতুল্য ডেভিড অনিল হালদার দূরভাষের মাধ্যমে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহে আমি উপকৃত হয়েছি, শক্তি পেয়েছি। আমার মা-বাবা সর্বক্ষণ আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁদের প্রতি জানাই আমার প্রণাম।

আমাদের দুই মেয়ে, সেঁজুতি (তিতি) ও ভাস্বতী (ঋতি) আমার প্রেরণা, আমার আনন্দ। আমার সকল কাজে, সকল লেখায় দেখি ওদের সুন্দর দুটি কোমল মুখ। আমাকে ওরা শক্তি যোগায় প্রতিক্ষণ। গ্রন্থটি প্রকাশের এই আনন্দঘনমুহূর্তে ওদের জন্য রইল আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমি একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং পরিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিনকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বাংলা একাডেমীর সহপরিচালক জনাব আবদুল ওয়াহাবের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তিনি বইটির শিল্পসজ্জা এবং অন্যান্য দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পাদন করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশে তাঁর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করি।

প্রচ্ছদ-শিল্পী মামুন কায়সার এবং গ্রন্থটি মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত অন্য সকলকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে প্রণাম জানাই আমার ইষ্ট দেবতাকে। তাঁর মঙ্গল আশিস আমি অন্তরে অনুভব করি অনুক্ষণ । আমার সফলতায়, এগিয়ে চলায় তিনিই দিশারি, আঁধার পথে আলোকবর্তিকা।

বিনীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — কল্পনা ভৌমিক

জুন ১৯৯৭

ভূমিকা

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি দুটির সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালির সংখ্যা বিরল। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালিমাত্রই শুনেছেন অবিনাশী এই উক্তি। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুমা-দিদিমা-মা-মাসীমাদের কাছ থেকে শুনেছি কাশীরাম দাসের অমর কথা, অমৃতসমান *মহাভারতের* কথা। পরে নিজেও শুনিয়েছি অনেককে। *মহাভারত* পড়েছি আর তা শুনে পুণ্যবান হওয়ার জন্য সম্মুখে অনেকে বসেছেন দলবদ্ধভাবে। কাশীরাম দাসকে জেনেছি *মহাভারতের* রচয়িতা হিসেবে। আরও পরে জেনেছি, *মহাভারতের* মূল রচয়িতা ব্যাসদেব এবং তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এর পর দীর্ঘকাল ধরে কাশীরাম দাসকেই বাংলা ভাষায় *মহাভারতের* একমাত্র রচয়িতা হিসেবে জেনেছি। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি বিভাগে কাজ করার সময় বাংলা ভাষায় রচিত *মহাভারতের* বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি চোখে পড়ে । তখন থেকে মনে প্রশ্ন জাগে বাংলা ভাষায় রচিত *মহাভারতের* সংখ্যা কত, এর রচয়িতা কারা এবং বিশেষভাবে কে প্রথম বাংলা *মহাভারত* রচনা করেন? এর সঙ্গে প্রশ্ন জাগে মূল সংস্কৃত *মহাভারতের* সঙ্গে অনূদিত বিভিন্ন বাংলা *মহাভারতের* সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য কতটুকু? এ সকল অনুসন্ধিৎসা থেকে *কবীন্দ্র মহাভারত* নিয়ে গবেষণা করার এই বিনীত প্রয়াস। গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস রচিত *মহাভারতই* বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম *মহাভারত* এবং এটি রচিত হয়েছে কাশীরাম দাসের *মহাভারত* রচনারও প্রায় দু'শ বছর পূর্বে। যুগ যুগ ধরে এ অমূল্য সম্পদটি সকলের অগোচরে পাণ্ডুলিপির ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ পাতায় আবদ্ধ ছিল। আমি সেই অনালোকিত সম্পদকে আলোর মাঝে আনতে পেরে আনন্দিত। কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি এটি সহজসাধ্য নয়, বরং দুরূহ এবং জটিল। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমি আন্তরিক চেষ্টা করেছি সকল প্রশ্নের সমাধানে, আমার বক্তব্য উপস্থাপনে। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারের ভার সুধীজনের উপর ।

মহাভারত সম্পর্কে বলা হয় 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে', অর্থাৎ *মহাভারতে* যা নেই তা ভারতবর্ষেও নেই। *মহাভারতের* গভীরতা, জ্ঞান ও তথ্যের বিশালতা এবং জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা যে কতটা তা কোন বক্তব্য দ্বারা নির্ধারণ করা দুরূহ। এক কথায় *মহাভারতকে* মানবজীবনের কোষগ্রন্থরূপে আখ্যায়িত করা যায়। দধির মধ্যে যেমন নবনী, মনুষ্যকুলে যেমন ব্রাহ্মণ (জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, ধর্ম, ত্যাগ, চরিত্র ও স্বভাবে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই ব্রাহ্মণ), বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যেমন আরণ্যক, ওষধির মধ্যে যেমন অমৃত, হ্রদের মধ্যে যেমন সমুদ্র—তেমনি ইতিহাস বা গ্রন্থের মধ্যে *মহাভারত* শ্রেষ্ঠ। এমন কোন দিক নেই যা এই *মহাভারতে* আলোচিত হয় নি। রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্য-বিদ্যা, ভক্তিবাদ, যুদ্ধবিদ্যা, রোমান্টিক কল্পগাথা, জোতির্বিদ্যা, সম্মোহনীবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা— সমস্ত কিছুর সমাবেশ ঘটেছে *মহাভারতে*।

মহাভারত—কাহিনীর প্রাণকেন্দ্র হল কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সৈনিকসমূহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-পাওয়া, লোভ-মোহ, আশা-নিরাশা, লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্যের প্রতীক। এ কাহিনীর দুর্যোধন-চরিত্র ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন ফল ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন তার স্কন্ধ, ভীম শাখা, নকুল-সহদেব পুষ্প ও ফল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণগণ তার মূল।

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্তরাষ্ট্রদিগের দুর্বৃত্ততার প্রতীকে দৈনন্দিন মানব জীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষই প্রতিফলিত হয়েছে।

যে-গ্রন্থ সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ, যা নানা শাস্ত্রের সার-সংকলনরূপে রচিত, যার মধ্যে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, যার মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের সমাধান নিহিত রয়েছে তা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ বা পাঠ করলে জীবন গঠনের সূত্র উপলব্ধ হয়।

বর্তমানে আমরা *মহাভারতের* যে আকার দেখি প্রথমাবস্থায় তা ছিল না। বেশ কয়েকশ বছরের সংযোজনের ফল লক্ষশ্লোকাত্মক এই *মহাভারত*। লস্কর পরাগল সেই বিস্তৃত *মহাভারতের* গল্প শুনে সংক্ষিপ্তাকারে বাংলা ভাষায় *মহাভারত* রচনার জন্য পরমেশ্বর দাসকে অনুরোধ জানান । পরমেশ্বর সংক্ষিপ্ত আকারে কাব্য রচনা করতে গিয়ে সংস্কৃত *মহাভারতের* ঠিক কোন প্রতিলিপিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা দুষ্কর। ঐ সময়ে কোন ছাপানো বই ছিল না । তুলট কাগজে, গাছের বাকলে অথবা তাল পাতায় হাতে লেখা হত তখনকার গ্রন্থসমূহ এবং

প্রতিলিপি-পরম্পরায় প্রচারিত হত সর্বত্র। তখন শিক্ষিত, ব্রাহ্মণ, জমিদার এবং রাজাদের ঘরে ঘরে *মহাভারতের* পুথি সংগৃহীত থাকত। এসব কারণে একটি কাব্যের অসংখ্য প্রতিলিপি হত নানা লিপিকরের হাতে। সুতরাং কবীন্দ্র তাঁর কাব্য রচনার সময় ব্যাস *মহাভারতের* কোন পুথি অবলম্বন করেছিলেন তার বিচার দুঃসাধ্যহেতু বর্তমান গবেষণায় সুকথানকর সম্পাদিত মূল *মহাভারতের* সঙ্গে *কবীন্দ্র মহাভারতের* তুলনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটি প্রস্তুতকরণে আমাকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। *মহাভারতের* বিশালতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই সকলে জ্ঞাত থাকবেন। যখন প্রথম এ কাজ আরম্ভ করি তখন এর বিশালতা, জটিলতা এবং দুরূহ বিষয় সম্যক্ অনুধাবন করতে পারিনি। সহজভাবেই আরম্ভ করেছিলাম। কিছুকাল পরেই অনুধাবন করতে পেরেছি যে, এ সত্যিই *মহাভারত*, বিশাল পারাবার সদৃশ। আর সেখানে আমার কর্মতরণী যথার্থই পারাপারের উপযোগী নয়। দুরু দুরু বক্ষে হাল চালনা করেছি। উত্তাল তরঙ্গে একটু একটু করে অনেক কষ্টে অগ্রসর হয়েছি। আঠারটি পর্বের পাঠ সম্পাদনায় আমাকে ছুটতে হয়েছে ভারত-বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। সাধারণত কোন বহুল প্রচলিত এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রতিলিপি ছড়ানো থাকে বিশ্বের সর্বত্র। মহাভারতের প্রতিলিপিও সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বের নানা জায়গায়। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে *মহাভারতের* অসংখ্য প্রতিলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। আঠারটি পর্বের পাঠ সম্পাদনে ব্যবহার করা হয়েছে আটষট্টিটি পুথি। তবে সত্তরটিরও বেশি পুথির পাঠ দেখা হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত জীর্ণতা এবং অন্যান্য নানারূপ অসুবিধার জন্য আটষট্টিটির বেশি পুথির পাঠ মূল পাঠের সঙ্গে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।

বক্তব্য উপস্থাপনের সুবিধার্থে গ্রন্থটিকে ষোলটি অধ্যায়ে বিভাজিত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় পৃথক পৃথক বিষয় দ্বারা সম্পূর্ণ। কোন কোন অধ্যায়ে রয়েছে একাধিক উপ-অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *কবীন্দ্র মহাভারতের* ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এই অধ্যায়টিকে **ক** এবং **খ** নামে দুটি পর্বে বিভাজিত করা হয়েছে। **ক**-পর্বে আলোচিত হয়েছে পরমেশ্বর দাসের কাব্য-রচনার পটভূমি। তখন আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শাসনকাল। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন বঙ্গ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির এক স্বর্ণ-যুগের জনক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা সানন্দ-চিত্তে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অমূল্য রত্নের জন্ম দিয়ে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের সম্ভারকে করেছেন প্রসারিত এবং পরিপুষ্ট। পণ্ডিতেরা তাঁদের যোগ্য সম্মানে হয়েছেন

সম্মানিত। পরমেশ্বর দাসও এই সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

খ-পর্বে উপস্থাপিত হয়েছে লস্কর পরাগল খান ও *মহাভারত* রচনায় তাঁর অবদান। হোঁসেন শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করে লস্কর পরাগল খানকে সে স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং কবীন্দ্রকেও লস্করের অধীনে চাকরি দিয়ে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরাগল খান ছিলেন অত্যন্ত সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা। তিনি সংস্কৃত *মহাভারতের* প্রতি কৌতূহলী ছিলেন এবং লোকমুখে সেই কাহিনী শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা এবং *মহাভারতের* বিশালতা বাধার সৃষ্টি করে। তাই তিনি পরমেশ্বর দাসকে বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে *মহাভারত* রচনার অনুরোধ করেন । তিনি বলেছিলেন কেবল সংক্ষিপ্ত নয়, এমনভাবে লিখতে হবে যেন একদিনে সম্পূর্ণ *মহাভারত* পড়ে শেষ করা যায় :

দরিদ্র বরণ করে অনাথের গতি।
লস্কর পরাগল খান অতি সে সুমতি॥
কুতূহলে পুছিলেক ভারত কাহিনী ।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
যেন মতে বনে ছিল বাড়স বৎসর।
কোন কর্ম্ম কৈল গিয়া বনের ভিতর॥
কোন মতে করিলেক অজ্ঞাত বসতি ।
কোন মতে পাণ্ডবে পাইল বসুমতি॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী পড়িয়া॥

পরমেশ্বর পরাগলের এই নির্দেশ অনুযায়ী 'দিনেকে শ্রবণযোগ্য' অষ্টাদশ পর্ব *মহাভারত* রচনা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে পরমেশ্বর দাসের পরিচিতি এবং বাংলা ভাষায় তাঁর *মহাভারত* রচনার উদ্দেশ্য। পরমেশ্বর দাস ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পৃষ্ঠপুষ্ট কবি। তাঁর আবাসস্থল ছিল হুগলির বালাগুায়। তাঁর পিতা ছিলেন জমিদার এবং গুণরাজ উপাধিধারী। পরমেশ্বর নিজেও জমিদার ছিলেন । তাঁর সভাগৃহ ছিল। তিনি পিতার মত গুণিজনদের সমাদর করতেন। তাঁর ছত্রছায়ায় এবং নির্দেশে চন্দ্রমিশ্র রচনা করেন *গৌরীমঙ্গল* কাব্য। এই *গৌরীমঙ্গল* কাব্যের ভণিতায় পরমেশ্বরের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরমেশ্বর নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত। গুণবানদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র । সম্ভবত কবীন্দ্রের গুণের পরিচয় পেয়ে

সুলতান তাঁকে পরাগলের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্তি দেন। এই পরাগলের নির্দেশেই পরমেশ্বর *মহাভারত* রচনা করেন।

পরমেশ্বর দাসের সময়কাল সম্পর্কে সরাসরি কিছু লেখা না থাকলেও একটি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয়া কষ্টকর নয়, কারণ কবীন্দ্র ঐতিহাসিক ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, কবীন্দ্র ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পৃষ্ঠপুষ্ট কবি। লস্কর পরাগল খানের সভাগৃহ তিনিই অলঙ্কৃত করেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। জমিদার হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি নিজেও কবি-পণ্ডিতদের প্রতিপোষণ করেছেন। তাঁর সভাকবি চন্দ্রমিশ্রের কাব্য *গৌরীমঙ্গলের* ভণিতার কালাঙ্ক থেকে কবির জন্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কবির জন্ম হয়েছিল পনের শতকে এবং তিনি *মহাভারত* রচনা করেছেন ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত *মহাভারতের* প্রাচীনত্ব। পরমেশ্বর আদি *মহাভারত* রচয়িতা কি-না এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে নানা মত। অনেকে বলেন সঞ্জয় বাংলা ভাষায় আদি *মহাভারত* রচয়িতা । আবার কেউ বলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর আদি রচয়িতা। দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম বলেছেন– সঞ্জয়ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম *মহাভারত* রচয়িতা, কবীন্দ্র তাঁকেই অনুকরণ এবং অনুসরণ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে মুনীন্দ্র কুমারও সঞ্জয়কে আদি *মহাভারত* রচয়িতা বলেছেন। কিন্তু এঁদের মতকে খণ্ডন করে সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, আহমদ শরীফ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীজন বলেছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বরই *মহাভারতের* আদি রচয়িতা এবং সঞ্জয় কবীন্দ্রের অনেক পরবর্তী সময়ের অনুকাবক কবিমাত্র। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন বিজয় পণ্ডিত আদি *মহাভারত* অনুবাদক। মূলত বিজয় পণ্ডিতের অস্তিত্বই সন্দেহাতীত নয়। বিজয় পণ্ডিতের *বিজয় পাণ্ডব* মূলত কবীন্দ্রেরই *মহাভারত*। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসই বাংলা *মহাভারতের* আদি জনক। সঞ্জয় সেই *মহাভারতকেই* নকল করে কিছু বর্জন এবং কিছু সংযোজনের মাধ্যমে নিজের নামে চালিয়েছেন। এ অধ্যায়ে *মহাভারতের* এই প্রাচীনত্বের পক্ষে-বিপক্ষের মতামত আলোচিত হয়েছে।

পরমেশ্বরের কালাঙ্কের মতো তাঁর কাব্যের নামকরণ নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কেউ বলেছেন এর নাম *পরাগলী মহাভারত*, কেউ বলেছেন — *পাণ্ডববিজয়*, কারুর মতে — *বিজয়পাণ্ডব*, আবার কেউ কেউ বলেছেন — *কবীন্দ্র মহাভারত*। পরাগল খান কবীন্দ্রকে দিয়ে *মহাভারত* লিখিয়েছেন এবং সেই

মহাভারতের পাঠ তিনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। কবীন্দ্রও তাঁর কাব্যে পৃষ্ঠপোষক পরাগলের নাম, তাঁর *মহাভারত* শ্রবণের আগ্রহ সবই লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব কারণে পরবর্তী পাঠকগণ হয়ত *পরাগলী মহাভারত* বলে থাকবেন। আবার কোন লিপিকর হয়তো পরাগলের প্রতি সম্মানবশত *পরাগলী মহাভারত* লিখে থাকবেন। ঐ সময় সংস্কৃত *মহাভারতের* দুর্বোধ্যতার জন্য তা ছিল সাধারণ জনের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। এমনই অবস্থায় বাংলা-ভাষীদের কাছে বাংলায় *মহাভারত* ছিল অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এ কারণে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লস্কর পরাগলের কৃতিত্ব কোন অংশে গৌণ ছিল না। *মহাভারতে* পাণ্ডবদের বিজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে বলে একে *বিজয়পাণ্ডব* বা *পাণ্ডববিজয়* বলা হয়। মূলত পরমেশ্বরের কাব্যের নাম *কবীন্দ্র মহাভারত*। এ বিষয়টি সার্বিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

সাধারণত লিপিকর-ভেদে পুথির বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে থাকে। কবীন্দ্রের পুথির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য । কবীন্দ্র সংস্কৃতের আঠারটি পর্ব অনুসারেই তাঁর *মহাভারত* রচনা করেছেন। কবীন্দ্রের একটি প্রতিলিপি আছে যাতে আদি থেকে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত লিখিত আছে। এ ক্রটি লিপিকরের । আর এ ক্রটিপূর্ণ প্রতিলিপি অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক নয়। কবীন্দ্রের অনেক প্রতিলিপি আছে যেখানে আদি থেকে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্তই লিখিত হয়েছে। কবীন্দ্র সংস্কৃতের সব পর্বই লিখেছেন, তবে পর্বের নামকরণে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এ বিষয়সমূহের আলোচনাও উপস্থাপিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যিক মূল্য। কবীন্দ্র বাংলায় প্রথম *মহাভারত* রচনা করলেও তার পূর্বে *রামায়ণ, ভাগবত, মনসামঙ্গল* প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের কোন অনুবাদ গ্রন্থই আক্ষরিকভাবে অনূদিত হয় নি। মূলকে গ্রহণ করে কবিরা নিজের মত করেই রচনা করেছেন। কবীন্দ্রের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। কবীন্দ্র সুবিস্তৃত সংস্কৃত কাহিনীকে স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করেছেন নিজের মত করে। ছোট বিষয়কে কল্পনার রং মিশিয়ে বড় করা যতটা সহজ, কোন সুপরিসর বিষয়ের সারবস্তু অক্ষুণ্ন রেখে অল্পকথায় পরিবেশন করা ততটা সহজ নয়। পাণ্ডিত্য না থাকলে তা মোটেই সম্ভব নয়। কবীন্দ্র সেই কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি নিঃসন্দেহে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্য মধ্যযুগের কাব্য-বিচারে অতুলনীয়। তাঁর ভাষা সহজ, সাবলীল এবং পরিচ্ছন্ন। তাঁর কাব্য সংক্ষিপ্ত হলেও *মহাভারত* পাঠের রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটে না। তিনি সুপরিসর *মহাভারতকে* এমনইভাবে সংক্ষিপ্ত করে লিখেছেন যে তাঁর কাব্য পাঠ করলে মনে হয় *মহাভারত* বোধহয় এরূপই। তিনি কাব্যের বিষয়কে পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে অসংখ্য উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সম্ভবত এ জন্যই তাঁর কাব্যে তৎসম শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কবীন্দ্র-কাব্যে বিধৃত তৎকালীন সমাজের নানা ছবি। সাধারণত কোন প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বনে রচিত কাব্যে মূল কাব্যের সমসাময়িক সমাজের চিত্রই থাকে অধিক । কবীন্দ্র সংস্কৃত *মহাভারত* অবলম্বনে নিজস্ব রীতিতে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। ফলে মূল কাব্যের সমাজচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সময়েরও কিছু সমাজচিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কবীন্দ্র মূল কাব্যের অনেক উপকাহিনী যেমন বর্জন করেছেন, তেমনি কিছু কিছু উপকাহিনী তিনি নতুন আঙ্গিকে সংযোজনও করেছেন। এরূপ নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের সমাজচিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। সাধারণত হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির রীতি-নীতি প্রাচীন যুগে যেমন ছিল, মধ্যযুগেও দেখা যায় তারই প্রতিফলন। কেবল মধ্যযুগেই নয়, বর্তমানেও অনেক স্থানে একই রকম সংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে। এর ভিতরেও আবার অনেক রীতি-নীতি আছে যা যুগ ভেদে হয়েছে ভিন্ন প্রকৃতির। কবীন্দ্র-কাব্যে বিধৃত এ-সব সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সম্পাদনার জন্য গৃহীত পুথির লিখন-রীতি ও বৈশিষ্ট্য। *কবীন্দ্র মহাভারত* লিখিত হয়েছে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে। শতকানুযায়ী লিখন-রীতিতে সৃষ্টি হয়েছে নানারূপ প্রভেদ । *মহাভারতের* এই বিভিন্ন শতকের প্রতিলিপির লিখন-রীতি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রথম দিকের প্রতিলিপির লিখন-রীতি শুদ্ধ এবং সংস্কৃতানুগ, আর শেষ দিকের প্রতিলিপিগুলির লিখন-রীতি অশুদ্ধ অর্থাৎ নানারূপ ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কবীন্দ্র-কাব্যের লিপিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। কবীন্দ্র-কাব্যে ব্যবহৃত ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের প্রয়োগ-রীতির উপর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে।

কবীন্দ্র সংস্কৃত *মহাভারত* অবলম্বনে তাঁর কাব্য রচনা করতে গিয়ে কতটুকু গ্রহণ এবং কতটুকু বর্জন করেছেন তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নবম অধ্যায়ে । এ উদ্দেশ্যে প্রথমে পর্বানুসারে আলোচনার মাধ্যমে তুলনা দেখানো হয়েছে এবং পরে তালিকার মাধ্যমে সংস্কৃত ও কবীন্দ্র *মহাভারতের* তুলনা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কবীন্দ্র সংস্কৃত *মহাভারতের* মূল বিষয় কোনটিই বর্জন করেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বর্ণনাবহুল অংশকে উপস্থাপন করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে। তিনি সংস্কৃতের অধিকাংশ উপকাহিনী বর্জন করেছেন। তবে প্রধান প্রধান কিছু উপকাহিনী তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন স্বল্পপরিসরে। কবীন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল অল্পকথায় সম্পূর্ণ বিষয়কে প্রকাশ করা এবং সে ক্ষেত্রে তিনি চমৎকারভাবে সফল হয়েছেন।

সংস্কৃত *মহাভারতের* সুবিস্তৃত কলেবরকে কবীন্দ্র কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে রচনা করলেও *মহাভারত* নামের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কবীন্দ্র সংস্কৃত শ্লোককে পয়ার ও ত্রিপদীতে রূপ দিয়েছেন। *মহাভারত* পাঠে আগ্রহী সকলের পক্ষে বিস্তৃত বর্ণনা পাঠের সময় ও ধৈর্য সর্বদা না-ও থাকতে পারে। এ অভিপ্রায়ে কাহিনীটিকে সংক্ষিপ্তভাবে গদ্যাকারে দশম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের মূল বিষয় *কবীন্দ্র মহাভারত* সম্পাদনা ও সংস্কৃত *মহাভারতের* সঙ্গে তুলনা। একাদশ অধ্যায়ে *কবীন্দ্র মহাভারতের* মূল পাঠ গ্রথিত হয়েছে। পাঠ সম্পাদনায় গৃহীত হয়েছে আটষট্টিটি পুথি। এই পুথিসমূহের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি সমন্বিত পাঠ। সংস্কৃতের আঠারটি পর্ব অনুসারেই কবীন্দ্র আঠারটি পর্ব রচনা করেছেন। প্রতিটি পর্ব একাধিক প্রতিলিপির সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল পাঠে সম্ভাব্য পাঠটি রেখে অন্য পাঠ দেখানো হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে । প্রতিপর্বের তথ্যপঞ্জি প্রতিপর্ব শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। সাধারণত অতিরিক্ত পাঠ বা ভিন্ন পাঠ রাখা হয় পাদটীকায়। এখানে তা স্থানান্তরিত করা হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে। বিশালতার কারণে গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে একাদশ অধ্যায়ের মূল পাঠের আদি থেকে ভীষ্ম পর্বে। দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হয়েছে মূল পাঠের দ্রোণ পর্ব থেকে।

পুথি সম্পাদনায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের উপর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। পুথি সম্পাদনায় যে-যে পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন গ্রহণ করা হয়েছে তার নমুনা এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। *কবীন্দ্র মহাভারত*-এর আঠারটি পর্বের সম্পূর্ণ পাঠ কোন একটি প্রতিলিপিতে পাওয়া যায় নি। কোনটির আদি পর্ব নেই, কোনটির ভীষ্ম পর্ব নেই, আবার কোনটির স্বর্গারোহণ পর্ব নেই । এ কারণে অনেকগুলি পুথির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি সমন্বিত পাঠ। একাধিক পুথির পাঠ মূল পাঠে সংযোজিত হয়েছে । কিন্তু একাধিক পুথির লিখন-রীতি মূল পাঠে সংযোজন করা সম্ভব নয়। তাই মূলানুগ একটি লিখন-রীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ পাঠটি সাজানো হয়েছে। পাঠ সংশোধনে তৎসম শব্দের অশুদ্ধ বানান সংশোধন করা হয়েছে । একই পর্বের একাধিক পুথির সমন্বিত পাঠের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য এবং সংশোধিত পাঠ মূল পাঠে রেখে অন্য পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে তথ্য-পঞ্জিতে।

সম্পাদনার জন্য গৃহীত **ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ** নামাঙ্কিত পুথিসমূহের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে । প্রতিটি পুথি ভিন্ন ভিন্ন লিপিকর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শতকে লিখিত হয়েছে। এ পুথিগুলির লিপিকর এবং শতক ভিন্ন ভিন্ন হলেও বিষয়বস্তু ও বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রয়েছে

এক চমৎকার সাদৃশ্য। লিপিকর-ভেদে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তা শব্দ-প্রয়োগে এবং কিছু কিছু লিখন-রীতিতে। সাধারণত শতকানুযায়ী লিখন-রীতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই অনেক ক্ষেত্রে লিপিকর-ভেদে লিখন-রীতির ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রতিটি লিপির পৃথক বৈশিষ্ট্য এবং তুলনা আলোচিত হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতি। সম্পাদনায় গৃহীত আটষট্টিটি পুথিকে **ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ** এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত পুথিসমূহের সার্বিক বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি পুথির বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম, মধ্যভাগ এবং শেষের কিছু অংশের অবিকল পাঠ নমুনাস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা লিপির বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস নির্ধারণে কবীন্দ্র মহাভারত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারতের প্রাপ্ত ১৫৬৮ ও ১৬১০/১১ শতকের প্রতিলিপির লিখন-রীতিতে লিপির পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিদৃষ্ট হয়। একই সময়ের মুসলিম পুথির লিখন-রীতির সঙ্গে মহাভারত পুথির লিখন-রীতির তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় মুসলিম পুথির লিখন-রীতি অনেক প্রাচীন বলে মনে হয়। বিশেষ করে বর্ণগুলোর গঠন অপরিপক্ক ও দুর্বল। এ বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে পঞ্চদশ অধ্যায়ে।

গ্রন্থারম্ভে এবং অধ্যায়শেষে কবি যে আত্মবিবরণীমূলক অংশ লিপিবদ্ধ করেন তা ভণিতা নামে পরিচিত এবং লিপিকর অধ্যায়শেষে বা গ্রন্থশেষে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থসম্বন্ধীয় যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন তা পুষ্পিকা নামে অভিহিত। *মহাভারতের* আটষট্টিটি পুথি পাঠ সম্পাদনে গৃহীত হয়েছে যে, সে-সবের ভণিতা এবং পুষ্পিকাংশ ষোড়শ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

কোন অচেনা-অজানা প্রাচীন যুগের কাহিনী পাঠের সময় বর্ণনা অনুযায়ী যে চিত্রটি মানসপটে ভেসে ওঠে সেই চিত্রটি গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হলে বর্ণনীয় বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় হয়, অতীত যেন চোখের সামনে বর্তমানরূপে বিচরণ করে। এ অভিপ্রায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে কিছু চিত্র। এ চিত্রসমূহ বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

দু'টি খণ্ডের পরিশিষ্ট নিম্নবর্ণিতরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রথম খণ্ডে পাঁচটি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিশিষ্ট ক-এ উপস্থাপিত হয়েছে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত মূল পথির পাঠ এবং সংশোধিত রূপ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে মূল পাঠে অশুদ্ধ বা ভুলরূপে বিবেচিত তৎসম শব্দ সংশোধন করা হয়েছে। এ পরিশিষ্টে যে-সকল শব্দ সংশোধিত করা হয়েছে এবং কোন শব্দকে কিভাবে সংশোধিত করা হয়েছে তা বর্ণানক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে। পরিশিষ্ট খ-এ উল্লিখিত হয়েছে গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাচীন

শব্দের পরিচিতি। গ-এ বর্ণিত হয়েছে মহাভারতে উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য চরিত্রাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ঘ-এ সন্নিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা—পুথির উৎস। ঙ-তে উপস্থাপিত হয়েছে নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জির পূর্বে অতিরিক্ত চারটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। ঙ-তে উল্লিখিত হয়েছে গ্রন্থে বর্ণিত স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরিশিষ্ট চ-এ সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থে উল্লিখিত অস্ত্রাদির পরিচিতি। পরিশিষ্ট ছ-এ উপস্থাপিত হয়েছে মহাভারতের কিছু পুথির নমুনা চিত্র। পরিশিষ্ট জ-এ সন্নিবেশিত হয়েছে কবীন্দ্র মহাভারত সম্পর্কে বিদগ্ধজনের অভিমত এবং পরিশিষ্ট ঝ-এ উপস্থাপিত হয়েছে নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি।

এ গ্রন্থে যে-বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমিই প্রথম নই, আমার পূর্বসূরী অনেকে আছেন — তাঁরা খ্যাতিমান, নমস্য। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি, আবার অনেকের সঙ্গে একমত হয়েছি। সার্বিক বিচারে যুক্তিসিদ্ধভাবে আমি আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। পণ্ডিতজনেরা এর মূল্যায়ন করবেন। ভবিষ্যতে যদি এ বিষয়ের প্রতি আরও গবেষক আগ্রহী হন, অনেকের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। সবশেষে কবীন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে আমিও কামনা করি — *মহাভারত* পাঠে সকল অকল্যাণ দূরীভূত হোক:

ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবন্ত।
আয়ুর্যশ বাঢ়ে কীর্ত্তি তার নাই অন্ত॥
বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরী॥
সংগ্রামে বিজয় হএ বাড়এ আয়ুর্যশ।
পুণ্য কথা ভারতের মধু সম রস॥
ভারতের পুণ্য কথা যেবা শুনে গাএ।
আয়ুর্যশ বাড়ে [তার] দারিদ্র্য পালাএ॥

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার			[৭]
ভূমিকা			[৯]
নবম অধ্যায়	:	**সংস্কৃত মহাভারত ও কবীন্দ্র মহাভারত : তুলনামূলক আলোচনা** (দ্রোণ-স্বর্গারোহণ)	১
দশম অধ্যায়	:	**কবীন্দ্র মহাভারত : গল্পসংক্ষেপ** (দ্রোণ – স্বর্গারোহণ)	১৫৭
একাদশ অধ্যায়	:	**কবীন্দ্র মহাভারত : মূল অংশ** (দ্রোণ-স্বর্গারোহণ)	১৭৯
		দ্রোণপর্ব	১৭৯
		কর্ণপর্ব	৩৭৫
		শল্যপর্ব	৪৪৫
		গদাপর্ব	৪৪৩
		সৌপ্তিকপর্ব	৪৯৯
		ঐষীকপর্ব	৫১১
		স্ত্রীপর্ব	৫২৩
		শান্তিপর্ব	৫৪৭
		অশ্বমেধপর্ব	৫৬০
		আশ্রমিকপর্ব	৬০৩
		মহাপ্রস্থানিকপর্ব	৬৩৭
		স্বর্গারোহণপর্ব	৬৮৩
		চিত্রাবলি	৬৯৫
দ্বাদশ অধ্যায়	:	**পুথি সম্পাদনায় অনুসৃত পদ্ধতি**	৭৩৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	**নির্বাচিত পুথিসমূহের তুলনামূলক আলোচনা**	৭৪২
চতুর্দশ অধ্যায়	:	**বর্ণনামূলক পুথি-পরিচিতি**	৭৫১
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	**মহাভারত ও মুসলিম পুথি : লিখনরীতির প্রভেদ**	৭৭০
ষোড়শ অধ্যায়	:	**ভণিতা ও পুষ্পিকা**	৭৭৬
পরিশিষ্ট	:	ক. বর্ণানুক্রমে সজ্জিত মূল পুথির পাঠ এবং সংশোধিত রূপ	৭৯১
		খ. গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রাচীন শব্দ-পরিচিত	৮০৭
		গ. মহাভারতে উল্লিখিত চরিত্রাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৮১২
		ঘ. পুথির উৎস	৮৫৩
		ঙ গ্রন্থে বর্ণিত স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮৫৯
		চ. গ্রন্থে বর্ণিত অস্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮৬১
		ছ. মহাভারত লিখিত কতিপয় পুথির নমুনা চিত্র	৮৬৪
		জ. কবীন্দ্র মহাভারত সম্পর্কে বিদগ্ধজনের অভিমত	৮৮০
		ঝ. নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	৯০২
		শব্দসূচি	৯০৭
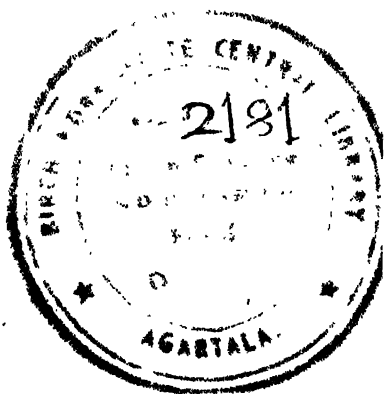
বিস্তারিত সূচিপত্র

দ্রোণপর্ব

ভীষ্মের পতনে শোকের ছায়া ১৮১

কৌরব কর্তব্য প্রশ্ন ১৮২

দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবগণের কর্ণ-স্মরণ ১৮২

কৌরবগণের সেনাপতি মনোনয়ন এবং দ্রোণাচার্যকে
সেনাপতিরূপে নির্বাচন ১৮৩

সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে জীবিত যুধিষ্ঠিরকে ধরে দেয়ার
অনুরোধ এবং দ্রোণাচার্যের মন্ত্রণা ১৮৪

দুর্যোধন-দুরভিসন্ধি প্রকাশে অর্জুনের সতর্কতা ১৮৪

দ্রোণ-পাণ্ডব সমর ১৮৫

কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ ১৮৫

অভিমন্যুর যুদ্ধ ১৮৫

দ্রোণ ও অর্জুনের যুদ্ধ ১৮৮

অর্জুনবধে সুশর্মাদির প্রতিজ্ঞা ১৮৯

যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় পরামর্শ ১৮৯

দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ ১৯০

দ্রোণাচার্য সত্যজিতের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বৃক-বধ ১৯০

শতালিক বধ ও যুধিষ্ঠিরের পলায়ন ১৯১

দ্রোণের সঙ্গে পাণ্ডব পক্ষের যুদ্ধ ১৯১

ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধ ও ভীমহস্তে অঙ্গ বধ ১৯২

ভীম ও ভগদত্তের যুদ্ধ ১৯২

যুধিষ্ঠির ভগদত্ত এবং সত্যজিৎ-ভগদত্ত যুদ্ধ ১৯৩

সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ ১৯৩

অর্জুনশরে সুশর্মার ভ্রাতৃগণ বিনাশ ১৯৫

অর্জুন-ভগদত্ত যুদ্ধ ১৯৫

ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণববাণ সংবরণ	১৯৭
কৃষ্ণের গুপ্ত আত্মপরিচয়	১৯৭
হস্তীবাহনসহ ভগদত্তবধ	১৯৮
সুবলনন্দন বৃষল ও সৌবল বধ	১৯৮
অর্জুনের সঙ্গে শকুনির মায়া যুদ্ধ ও শকুনির পরাজয়	১৯৯
অশ্বত্থামাকর্তৃক নীল-বধ	১৯৯
ভীমসহ পাণ্ডবগণের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ এবং পাণ্ডব নিবন্ধন	২০০
অর্জুনকর্তৃক দ্রোণাদি কৌরবগণের পরাভব	২০০
অভিমন্যু বধ : দুর্যোধনের খেদোক্তি	২০০
দ্রোণের আশ্বাসবাণী ও চক্রব্যূহ রচনা	২০১
অর্জুনের সঙ্গে সংশপ্তকগণের যুদ্ধ	২০১
চক্রমুখে দুইবল	২০২
অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদার্থে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ	২০২
ব্যূহে-প্রবেশার্থে অভিমন্যুর আগ্রহে	২০৩
সারথি সুমন্ত্রের বাধাদান	২০৩
অভিমন্যুর দ্রোণাভিমুখে গমন	২০৪
অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশ ও শত্রু সংহার	২০৪
দুর্যোধনাদির সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ	২০৫
দ্রোণকর্তৃক মণ্ডলি করে সপ্তবীরের	
একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ	২০৬
অভিমন্যু-দুঃশাসন যুদ্ধ	২০৭
দুঃশাসনের পরাজয়	২০৮
অভিমন্যুর সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ	২০৮
অভিমন্যু-রণে কর্ণের পরাজয়	২০৯
জয়দ্রথকর্তৃক চক্রব্যূহ রক্ষা	২১০
জয়দ্রথের শিববর প্রাপ্তি প্রসঙ্গে	২১০
অভিমন্যুকর্তৃক শল্যপুত্র রুক্মরথ বিনাশ	২১১

অভিমন্যু-রণে দুর্যোধনতনয় লক্ষ্মণ বধ ২১১
দ্রোণ ও কৃপাচার্যের পুত্রের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ ২১২
বৃহদ্বল বধ ২১৩
শল্যের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ ২১৩
অভিমন্যু বধ মন্ত্রণা ২১৪
সপ্ত মহারথীকর্তৃক অভিমন্যুকে আক্রমণ ২১৪
অভিমন্যু বধ ২১৫
অভিমন্যু বধ বিলাপ ২১৬
উভয়পক্ষের সমর বিশ্রাম ২১৬
অভিমন্যু বধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ২১৭
যুধিষ্ঠির সমীপে ব্যাসের আগমন ও
ব্যাসকর্তৃক মৃত্যুৎপত্তি কথন ২১৮
ব্যাসের বচনে যুধিষ্ঠিরের শোকশান্তি ২১৯
নানা অমঙ্গল দর্শনে অর্জুনের অন্তর শোকাচ্ছন্ন ২১৯
সভায় অর্জুনের প্রবেশ ২২০
অভিমন্যু নিধনে অর্জুনের বিলাপ ২২০
অভিমন্যু বধে কৌরবগণের ভীতি ২২৪
অর্জুনের অভিমন্যু নিধন শ্রবণেচ্ছা ২২৫
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অভিমন্যুর নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা ২২৬
জয়দ্রথ বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ২২৬
জয়দ্রথের ভীতি : দ্রোণাচার্যের অভয় দান ২২৭
দ্রোণাদি কৌরবগণকে অর্জুনের ক্ষোভ বাণী ২২৮
অভিমন্যুর সৎকার কার্য ২২৮
কৃষ্ণের সান্ত্বনা এবং পাঞ্চাল গমনের পরামর্শ ২২৯
অভিমন্যুর শ্রাদ্ধের উপদেশ ২২৯
পাঞ্চাল নগরে বিদুর ও মুনিগণের গমন ২৩০
ধৌম্য-ব্যাসকর্তৃক কুন্তীকে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণন ২৩০

সুভদ্রার বিলাপ	২৩২
কৌরবদের যুদ্ধ-সজ্জা	২৩৫
সূচীব্যূহে জয়দ্রথ সংস্থাপন	২৩৬
অর্জুনের যুদ্ধ-যাত্রা এবং অর্জুনের যুদ্ধ	২৩৭
দুঃশাসন-অর্জুন যুদ্ধ	২৩৮
শ্রুতাউধ বধ	২৪২
সুদক্ষিণ বধ	২৪৪
শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুবধ	২৪৫
অশ্রুতাক্ষ ও শ্রুতাক্ষ বধ	২৪৫
নিমতাক্ষ ও দীর্ঘআইউ বধ	২৪৬
দাক্ষিণাত্য নৃপতি বধ	২৪৭
দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনের অভিযোগ	২৪৯
দ্রোণ ও দুর্যোধনের বাক্যলাভ	২৫০
দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ	২৫১
কৌরব ও পাণ্ডব বীরগণেব পবস্পব যুদ্ধ	২৫২
দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ	২৫৩
উভয়পক্ষেব তুমুল যুদ্ধ	২৫৪
দুঃশাসন ও সাত্যকির যুদ্ধ	২৫৪
শকুনি ও মাদ্রী পুত্রের যুদ্ধ	২৫৫
শল্য ও যুধিষ্ঠিরেব যুদ্ধ	২৫৬
উভয় বলের বীরগণের তুমুল যুদ্ধ	২৫৬
দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নেব তুমুল যুদ্ধ	২৫৭
ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত্যকিব সাহায্য দান	২৫৭
দ্রোণ ও সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ	২৫৮
দ্রোণকর্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংসা	২৬০
অর্জুনের যুদ্ধ	২৬১
বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ	২৬২

কৌরবগণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ	২৬৩
যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকর্তৃক জলাশয় নির্মাণ	২৬৪
কৃষ্ণের অশ্ব পরিচর্যা	২৬৪
জয়দ্রথাভিমুখে রথ চালনা	২৬৫
জয়দ্রথরক্ষক দুর্যোধনের যুদ্ধে কৃষ্ণের ইঙ্গিত	২৬৬
অর্জুন দুর্যোধন অভিমুখে গমন	২৬৬
অর্জুন-দুর্যোধন যুদ্ধ	২৬৭
দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ প্রশংসা	২৬৮
অর্জুন-বাণে কৌরবগণের নিপীড়ন	২৬৯
কর্ণ প্রমুখ অষ্ট মহারথীসহ অর্জুনের যুদ্ধ	২৬৯
জয়দ্রথ রক্ষক সর্ব সৈন্যের যুদ্ধ	২৭০
উভয় পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজচিহ্ন বর্ণন	২৭০
কৌরব পরীখায় অষ্ট মহারথীর সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ	২৭১
দ্রোণ বধার্থ পাণ্ডব পক্ষের সমবেত সমর	২৭৩
যুধিষ্ঠির ও দ্রোণের যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	২৭৩
কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমাধৃতি বধ	২৭৬
বীরধর্ণার নিধন	২৭৬
সহদেবকর্তৃক নিরমিত্র বধ	২৭৭
সাত্যকিসহ যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয়	২৭৮
সোমদত্ত বধ	২৭৮
ভীম-অলম্বুষের যুদ্ধ	২৭৮
ভীম সমরে অলম্বুষের পরাজয়	২৭৯
ভীম-দ্রোণ যুদ্ধ	২৮০
দুর্যোধন-ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ	২৮১
ভীমের যুদ্ধে অর্জুনের হর্ষ	২৮২
অর্জুন-যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম-প্রবেশে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	২৮২
ভীম-কর্ণ যুদ্ধ	২৮২

ভীমকর্তৃক কর্ণ পরাজয় ২৮৩
দ্রোণসমীপে দুর্যোধনেব জয়োপায প্রার্থনা ২৮৪
ব্যূহপথে দুর্যোধনসহ সুধামন্যু প্রভৃতিব যুদ্ধ ২৮৪
ভীম-কর্ণযুদ্ধ : কর্ণেব পলায়ন ২৮৫
কর্ণ-সাহায্যার্থে দুর্যোধনাদিব বণে প্রবেশ ২৮৬
কর্ণেব সাহায্যকাবী দুর্মুখ বধ ২৮৬
কর্ণ-সাহায্যার্থে পুনবায দুর্যোধন ভ্রাতাগণেব বণে প্রবেশ ২৮৭
দুর্যোধন ভ্রাতাগণ বধ ২৮৮
ভীমেব বিশৃঙ্খল যুদ্ধে কর্ণেব কটূক্তি ২৯০
ভীম-নিন্দায় ক্রুদ্ধ অর্জুনেব কর্ণ-আক্রমণ ২৯০
সাত্যকিকর্তৃক অলম্বুষ নৃপতি বধ ২৯১
যুদ্ধজয়ী সাত্যকিব অর্জুন অভিমুখে গমন
এবং সাত্যকি সম্পর্কে কৃষ্ণার্জুনেব কথোপকথন ২৯১
ভূরিশ্রবার সাত্যকি আক্রমণ ২৯২
সাত্যকি রক্ষার্থে অর্জুনেব প্রতি কৃষ্ণেব আজ্ঞা ২৯৩
ছিন্ন-বাহু ভূবিশ্রবাব অর্জুন তিবস্কাব ২৯৩
ভূবিশ্রবার যোগাবলম্বন ২৯৪
সাত্যকিকর্তৃক ভূবিশ্রবাব শিবশ্ছেদ ২৯৫
জয়দ্রথ-বধে অর্জুনেব ব্যগ্রতা ২৯৬
অর্জুন প্রতিবোধে দুর্যোধনেব অধ্যবসায ২৯৬
অর্জুন বধার্থে কর্ণেব প্রতিজ্ঞা ২৯৭
অর্জুন-কর্ণেব তুমুল যুদ্ধ ২৯৮
অর্জুন-কৃষ্ণ পরামর্শ ২৯৮
সূর্য আবরণের জন্য কৃষ্ণেব যোগমায়া বিস্তার ২৯৯
জযদ্রথের শিবশ্ছেদে কৃষ্ণেব সতর্কীকরণ ২৯৯
জয়দ্রথের প্রতি বৃহক্ষেত্রেব বব প্রযোগ বৃত্তান্ত ৩০০

জয়দ্রথ-বধে কৌবব-ক্রন্দন	৩০১
কৃপাচার্য-অশ্বত্থামাব সঙ্কল্প	৩০২
কৃপাচার্য পীড়নে অর্জুনের সবিলাপ	৩০২
কর্ণের অর্জুন আক্রমণ	৩০২
কর্ণ-সাত্যকিব সমর কৌবব পবাজয	৩০৩
অর্জুনেব প্রতি কৃষ্ণেব উৎসাহবাণী	৩০৪
অর্জুনেব কর্ণ তিবস্কাব বৃষসেন বধ প্রতিজ্ঞা	৩০৪
জযদ্রথ বধে পাণ্ডবপ্রীতি, কৃষ্ণাভিবাদন	৩০৫
ঘটোৎকচ বধ পর্বাধ্যায	৩০৬
দুর্যোধনেব সবিলাপ ত্রাস	৩০৬
দ্রোণাচার্যেব পুনবায যুদ্ধযাত্রা	৩০৬
পাণ্ডবগণেব দ্রোণ আক্রমণ প্রতিহতকবণ	৩০৭
ভীমকর্তৃক কলিঙ্গেব পুত্রবধ	৩০৭
ভীমকর্তৃক কর্ণপুত্র সংহার	৩০৮
ভীমকর্তৃক বৃষসেন ও দুষ্কর্ণ সংহাব	৩০৮
ভীম নিবাবণে কৌববগণেব প্রচণ্ড আক্রমণ	৩০৮
সোমদত্তেব সাত্যকি সংহাব প্রতিজ্ঞা	৩০৯
পাণ্ডবসহায সাত্যকি, কৌববসহায় সোমদত্তেব যুদ্ধ	৩১০
ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামার যুদ্ধ	৩১১
ঘটোৎকচ-অলম্বুষ যুদ্ধ	৩১১
কৌবব সৈন্যেব অর্জুন আক্রমণে গমন	৩১২
দ্রোণপুত্র ও ঘটোৎকচেব ভীষণ যুদ্ধ	৩১২
অশ্বত্থামাকর্তৃক অঞ্জন-সুরথ এবং কুন্তভোজ বধ	৩১৩
সাত্যকিকর্তৃক সোমদত্তের পরাজয়	৩১৪
ভীমকর্তৃক বাহ্লিক বধ	৩১৪
কর্ণপুত্র ও শকুনিপুত্র বধ	৩১৫
দ্রোণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ	৩১৬

কর্ণের আত্মশ্লাঘা : কৃপাচার্যের নিন্দাবাণী	৩১৬
সাত্যকি-সোমদত্তের যুদ্ধ এবং সোমদত্ত বধ	৩১৭
সোমদত্ত বধে সাত্যকির প্রতি কৌববগণেব ক্রোধ এবং আক্রমণ	৩১৭
সাত্যকির সমরে ভূবিব নিধন	৩১৮
অশ্বত্থামা-সাত্যকিব যুদ্ধ	৩১৮
কর্ণ-সহদেব সমর : সহদেবেব পলায়ন	৩১৯
সাত্যকি-অশ্বত্থামা যুদ্ধ	৩১৯
ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামা যুদ্ধ	৩১৯
ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধে দুর্যোধনেব পবাজয়	৩২০
কর্ণ-সহদেব যুদ্ধ	৩২০
সহদেবের প্রতি কর্ণেব আদেশ	৩২০
উভয় পক্ষেব যুদ্ধ	৩২১
কৌরবগণের চতুরঙ্গ সজ্জা	৩২১
গজযুদ্ধে ভীমেব গমন	৩২২
দ্রোণাচার্যবধে কৃষ্ণার্জুনের পবামর্শ	৩২৩
সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব পরাজয়	৩২৩
কর্ণের উৎকণ্ঠা	৩২৫
কর্ণ-সাত্যকি যুদ্ধ	৩২৬
কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণযুদ্ধে ঘটোৎকচ নিযোগ	৩২৭
ঘটোৎকচের কর্ণ নিধনের প্রতিজ্ঞা	৩২৮
ঘটোৎকচ বধার্থ দুঃশাসন সহ অলম্বুষ নিযোগ	৩২৮
ঘটোৎকচকর্তৃক অলম্বুষ বধ	৩২৮
ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ	৩৩০
কৌরব পক্ষীয় বাক্ষস অলায়ুধের অভিযান	৩৩২
অলায়ুধের ঘটোৎকচ আক্রমণ : ভীমসহ যুদ্ধ	৩৩৩
ঘটোৎকচকর্তৃক অলায়ুধ বধ	৩৩৪
কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধে কৌরব ত্রাস	৩৩৫

কর্ণ-শরে ঘটোৎকচ বধ ৩৩৬
ঘটোৎকচ বধঘটিত রহস্য ৩৩৭
ঘটোৎকচবধে পাণ্ডবগণের বিলাপ ৩৩৯
ব্যাসকর্তৃক পাণ্ডবগণেব প্রবোধ ৩৪০
দ্রোণবধ পর্বাধ্যায ৩৪০
শোকক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিবেব অভিযান ৩৪০
দুর্যোধনেব দ্রোণাচার্য তিবস্কাব ৩৪১
দ্রোণাচার্যেব পাণ্ডব সংহাবে প্রতিজ্ঞা ৩৪১
উভয পক্ষেব যুদ্ধ ৩৪২
দ্রোণকর্তৃক বিবাট ও দ্রুপদ সংহাব ৩৪৩
ভীমেব উত্তেজনায সমবেত দ্রোণ আক্রমণ ৩৪৩
উভয পক্ষেব তুমুল যুদ্ধে বহু সৈন্য ক্ষয ৩৪৪
দ্রোণাচার্যেব ভযঙ্কর যুদ্ধে পাণ্ডব ভীতি ৩৪৪
'অশ্বত্থামা হত' বং। তে কৃষ্ণেব প্ররোচনা ৩৪৫
দ্রোণ-সাত্যকি যুদ্ধ ৩৪৭
দ্রোণেব দুর্নিমিত দর্শন : প্রাণ ত্যাগে ইচ্ছা ৩৪৮
দ্রোণপুত্র নাশের প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ
যুধিষ্ঠিরেব বাক্য শোনাব আহ্বান ৩৪৮
যুধিষ্ঠিবকে মিথ্যা কথা বলাব জ. ন কৃষ্ণেব প্রবোচনা ৩৪৯
যুধিষ্ঠিবেব 'অশ্বত্থামা হত' বলা ৩৪৯
দ্রোণাচার্যের অস্ত্রবর্জন ও মুনিগণেব প্রবোধ ৩৫০
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক দ্রোণের শিরশ্ছেদ ৩৫১
কৃষ্ণকর্তৃক দ্রোণবধের বৃত্তান্ত বথন ৩৫২
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ৩৫২
দ্রোণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপণ ৩৬০

কর্ণপর্ব

সেনাপতিরূপে কর্ণের অভিষেক	৩৭৭
তারকাক্ষ-মকরাক্ষ পর্বাধ্যায়	৩৮২
পরশুরাম কাহিনী	৩৮৪
সেনাপতিরূপে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ	৩৮৪
কর্ণের মকরব্যূহ তৈরি	৩৮৫
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কর্ণ-নিধনে অর্জুনকে আজ্ঞা	৩৮৬
ধনঞ্জয়কর্তৃক অর্ধচন্দ্র ব্যূহ তৈরি	৩৮৬
উভয় দলের যুদ্ধ	৩৮৭
ভীমের যুদ্ধ	৩৮৭
ভীমকর্তৃক ক্ষেমাধৃতি নিধন	৩৮৮
কৃতবর্মাকর্তৃক চিত্রসেন বধ	৩৯০
প্রতিবিন্দ, চিত্রবীর ও বিচিত্র বীরগণের যুদ্ধ	৩৯০
অশ্বত্থামা-ভীমসেনের যুদ্ধ	৩৯১
অর্জুন-সংশপ্তক যুদ্ধ—বহু সংশপ্তক ক্ষয়	৩৯১
অর্জুন-যুদ্ধে মগধাধিপতি বধ	৩৯২
অশ্বত্থামার অস্ত্রে পাণ্ডরাজ বধ	৩৯২
কর্ণ ও নকুলের যুদ্ধ : নকুলের পরাজয়	৩৯২
কর্ণকর্তৃক নকুলের উপহাস	৩৯৩
নকুলের প্রতি কর্ণের উপদেশ	৩৯৪
উলূকের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় যুযুৎসুর পরাজয়	৩৯৪
কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ	৩৯৫
কৌরবগণের পরাভবে কর্ণের ক্রোধ	৩৯৬
অর্জুন-নিধনে কর্ণের সুদৃঢ় সংকল্প	৩৯৬
দুর্যোধন সমীপে কর্ণকর্তৃক স্বীয় শক্তি বর্ণনা	৩৯৬
শল্যকে কর্ণের সারথি করার কামনা	৩৯৭

কর্ণের সারথ্যে শল্যের সম্মতি যুদ্ধযাত্রা	৩৯৯
অর্জুন নিধনে কর্ণের প্রতিজ্ঞা	৪০০
কর্ণ দর্পে শল্যের বিদ্রূপকরণ : অর্জুনের শৌর্যপ্রশংসা	৪০১
কর্ণের শল্য-ভর্ৎসনা	৪০১
শল্যের কর্ণ-তিরস্কার	৪০২
সঙ্কুল যুদ্ধ : বহু সৈন্য ক্ষয়	৪০২
ভীমকর্তৃক সুষেণ ও ভানুসেন বধ	৪০৩
অর্জুন দর্শনার্থে কর্ণের পুরস্কার ঘোষণা	৪০৩
শল্যকর্তৃক কর্ণকে তিরস্কার	৪০৪
শল্য-কর্ণ বিসম্বাদ	৪০৪
কৌরবগণসহ কর্ণের যুদ্ধে অগ্রসর	৪০৫
যুধিষ্ঠিরের স্ব পক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ	৪০৫
উভয়পক্ষের আক্রমণ	৪০৬
কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং যুধিষ্ঠিরকে আঘাত : পাণ্ডব পলায়ন	৪০৬
কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ এবং কর্ণের মূর্চ্ছা	৪০৭
পুনরায় কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	৪০৭
কর্ণকর্তৃক পলায়নরত যুধিষ্ঠির উপহাস	৪০৮
ভীম-কর্ণ যুদ্ধ : কর্ণ-পরাজয়	৪০৮
ভীমবাণে কর্ণের মূর্চ্ছা	৪০৯
ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কৌরবগণের নাশ : কৌরব-পরাজয়	৪০৯
দুর্যোধন-অপমানে কর্ণের পুনঃপ্রতিজ্ঞা	৪১০
অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধ প্রতিজ্ঞা	৪১০
শল্যকর্তৃক কর্ণের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেয়া	৪১১
যুধিষ্ঠির ছেড়ে কর্ণের অর্জুন-উদ্দেশে যাত্রা এবং কর্ণের বিক্রম প্রদর্শন	৪১২
পার্থকর্তৃক ভীমের নিকট যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা	৪১৩
সংশপ্তকের ভার ভীমের উপর অর্পণ করে যুধিষ্ঠির সমীপে অর্জুনের গমন	৪১৩

অর্জুন-যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎকার : স্বপ্নদৃষ্টবৎ প্রশ্ন	৪১৪
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অর্জুনকে ধিক্কার	৪১৫
যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে অর্জুনের অগ্নিমূর্তি ও যুধিষ্ঠির হত্যার চেষ্টা	৪১৬
অর্জুনের প্রতি ধিক্কারপূর্বক কৃষ্ণের উপদেশ	৪১৬
ধর্মবিষয়ক উপদেশ	৪১৭
অর্জুনকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার	৪১৭
অর্জুনের আত্মহননের চেষ্টা : কৃষ্ণের প্রবোধ	৪১৮
যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা	৪১৮
কর্ণ-নিধনে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা	৪১৯
অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ প্রদান	৪১৯
অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ ; পঞ্চপাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ	৪১৯
দুর্যোধনকর্তৃক সৌবলকে ভীম-নিবারণে প্রেরণ	৪২০
সৌবলের পরাজয়	৪২১
কর্ণকে সমবেত আক্রমণ	৪২১
কর্ণ-নিধনে অর্জুনের যাত্রা	৪২২
দুর্যোধনের আদেশে কৌরবগণের অর্জুনকে নিবারণ করার চেষ্টা	৪২২
দুঃশাসন-ভীম যুদ্ধ : দুঃশাসন বধ	৪২৩
ভীমকর্তৃক দুঃশাসনের রুধির পান	৪২৪
ভীমকর্তৃক চিত্রসেন বধ এবং দুর্যোধনের দশভ্রাতা বধ	৪২৫
কর্ণের যুদ্ধ	৪২৫
কর্ণ-অর্জুন যুদ্ধ	৪২৬
কর্ণ- শল্য কথোপকথন	৪২৬
কৃষ্ণ-পার্থ কথোপকথন	৪২৮
কর্ণ-অর্জুন ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ	৪২৮
অর্জুনকে কৃষ্ণকর্তৃক উত্তেজনা সৃষ্টি	৪২৯
অর্জুনের বায়ব্যবাণ নিক্ষেপ : বহু কুরু সৈন্য ক্ষয়	৪৩০
পার্থ-বধার্থ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রের বিফলতা	৪৩১

অশ্বসেন-নাগের পরিচয় : অর্জুনের অশ্বসেন নাগ সংহার	৪৩২
মেদিনীকর্তৃক কর্ণের রথচক্র গ্রাস : রথচক্র উদ্ধারচেষ্টা	৪৩৪
কৃষ্ণের কর্ণ তিরস্কার : যুদ্ধে অর্জুনের উদ্বোধন	৪৩৫
কৃষ্ণের আজ্ঞায় নিরস্ত্র কর্ণকে অর্জুনকর্তৃক বাণ নিক্ষেপ	৪৩৬
অর্জুনবাণে কর্ণের প্রাণসংহার	৪৩৭
কর্ণ-নিধনে কৌরব পলায়ন	৪৩৮
শল্যকর্তৃক দুর্যোধন সমীপে কর্ণ-বধ সংবাদ দান	৪৩৮
দুর্যোধনের পাণ্ডব-সংহার আদেশ	৪৩৯
রোদনপরায়ণ দুর্যোধনাদির স্বশিবির গমন	৪৩৯
অর্জুনের যুধিষ্ঠির সমীপে কর্ণ বধ বার্ত্তা নিবেদন	৪৩৯
কর্ণবধে যুধিষ্ঠিরের প্রীতি	৪৪০

শল্যপর্ব

সেনাপতি পদে শল্যের নির্বাচন	৪৪৭
শল্যের সেন পতি পদে অভিষেক	৪৪৮
শল্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ	৪৪৯
নকুল ও চিত্রসেনের যুদ্ধ ঃ চিত্রসেন বধ	৪৫১
নকুলকর্তৃক সত্যসেন ও সুষেণ বধ	৪৫২
সঙ্কুল যুদ্ধ	৪৫২
শল্যের সঙ্গে পাণ্ডবগণের যুদ্ধ	৪৫৩
ভীম-শল্য সমর	৪৫৩
ভীমের গদাযুদ্ধ	৪৫৫
দুর্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ	৪৫৬
ধনঞ্জয়-অশ্বত্থামা যুদ্ধ	৪৫৭
শল্য-অর্জুন যুদ্ধ	৪৫৭
শল্যকে পাণ্ডবগণের সমবেত আক্রমণ	৪৫৮
কৌরবগণের পাণ্ডব আক্রমণ প্রতিরোধ	৪৫৮

পলায়িত সৈন্যগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ ৪৫৯
শল্য-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ ৪৫৯
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক শল্য সংহার ৪৬১
সমস্ত মদ্রক বধে কৌরব পলায়ন ৪৬১
সাত্যকি কৃতবর্মার যুদ্ধ ৪৬২
দুর্যোধনের যুদ্ধ ৪৬২
শকুনি পাণ্ডব সমর : শকুনির পরাজয় ৪৬৩
ভীমকর্তৃক দুর্যোধন ভ্রাতা বধ ৪৬৪
কৃষ্ণকর্তৃক সৌবল বধ বিষয়ক উদ্বোধ : পুনরায় যুদ্ধ ৪৬৪
সুশর্মার যুদ্ধ-সৈত্য ধর্ম বধ ৪৬৫
ভীমকর্তৃক সুদর্শন বধ ৪৬৫
উলূক বধ ৪৬৬
শকুনির যুদ্ধ ও মৃত্যু ৪৬৬
দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের আত্মগোপন ৪৬৭
সঞ্জয়ের সঙ্গে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কৃপ—তিন মহারথীর কথোপকথন ৪৬৮
তিন মহারথীর দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বিলাপ ৪৬৮
কৌরবগণের বিলাপ ৪৬৮

গদাপর্ব

দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমজ্জিত দুর্যোধন সমীপে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ৪৭৫
ব্যাধমুখে ভীমের দুর্যোধনের সংবাদ শ্রবণ ৪৭৬
দ্বৈপায়ন হ্রদ উদ্দেশ্যে পাণ্ডবগণের যাত্রা ৪৭৭
হ্রদস্থ দুর্যোধন বধে কৃষ্ণের উপদেশ ৪৭৭
হ্রদস্থ দুর্যোধন ও তীরস্থ যুধিষ্ঠিরের উক্তি-প্রত্যুক্তি ৪৭৮
হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরের দুর্যোধনাহ্বান ৪৭৯
ধর্মযুদ্ধে উভয়ের অঙ্গিকার ৪৮০
ভীম-কৃষ্ণ কথোপকথন ৪৮১

ভীমকর্তৃক দুর্যোধনকে তিরস্কার	৪৮২
ভীমের তিরস্কারে দুর্যোধনের আস্ফালন	৪৮৩
কৃষ্ণ-বলভদ্রের যুদ্ধ দর্শন	৪৮৩
ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ-দুর্যোধনের উরুভঙ্গ	৪৮৪
কৃষ্ণ-পার্থ কথোপকথন	৪৮৭
দুর্যোধন বধ	৪৮৮
ভীম-কর্তৃক দুর্যোধনকে উপহাস	৪৮৮
দুর্যোধনকে ভীমের পদাঘাত	৪৮৯
দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	৪৮৯
গদাযুদ্ধের নিয়মভঙ্গের জন্য ভীমের প্রতি বলভদ্রের ক্রোধ	৪৯১
কৃষ্ণ-কর্তৃক বলভদ্রের ক্রোধ নিবারণ	৪৯১
বলভদ্রের দ্বারিকায় গমন	৪৯২
ভীম-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা	৪৯২
যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা	৪৯৩
কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের কোপ	৪৯৩
দুর্যোধন বাক্যে কৃষ্ণের উত্তর	৪৯৪
দুর্যোধনের প্রতি উত্তর	৪৯৫
পাণ্ডবগণের প্রস্থান	৪৯৫
পাণ্ডব নাশে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা	৪৯৬
সেনাপতি পদে অশ্বত্থামার অভিষেক	৪৯৬

সৌপ্তিকপর্ব

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্নে অশ্বত্থামাদির শেষ চেষ্টা	৫০১
অরণ্য মধ্যে অশ্বত্থামাদির বিশ্রাম	৫০১
শত্রুনাশে পেচকপ্রয়াস দর্শনে অশ্বত্থামার উদ্বোধ	৫০২
কৃপকর্তৃক দৈব-পুরুষকারে দোষগুণ বর্ণন	৫০২
পিতৃশত্রু নাশে অশ্বত্থামার যুক্তি	৫০৩

অশ্বত্থামার পাণ্ডবশিবির অভিমুখে যাত্রা ৫০৩
শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার অদ্ভুত দর্শন ৫০৪
অশ্বত্থামার শিব-শরণাগতি এবং শিব উদ্দেশে
অশ্বত্থামার আত্মদান ৫০৫
অশথামার শিবির প্রবেশ : ধৃষ্টদ্যুম্ন বধ ৫০৫
উত্তমৌজা ও যুধামন্যু প্রমুখ বীরগণ বধ ৫০৬
শিখণ্ডীর প্রাণসংহার ৫০৬
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বধ ৫০৭
কৃতবর্মা ও কৃপকর্তৃক পলায়ন সৈন্যসংহাব
এবং অশ্বত্থামাদির দুর্যোধন সমীপে গমন ও বিলাপ ৫০৭
ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধে দুর্যোধনের দুঃখাবসান ৫০৯
দুর্যোধনের স্বর্গে গমন ৫০৯

ঐষীকপর্ব

স্বজনবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ৫১৩
দ্রৌপদীর বিলাপ-অশ্বত্থামা বধের অনুরোধ ৫১৩
ভীমকর্তৃক অশ্বত্থামার অনুসরণ ৫১৪
কৃষ্ণকর্তৃক ভীমের জীবনাশঙ্কা ৫১৪
অস্ত্রবল প্রকাশ ৫১৫
ভীম সাহায্যার্থে কৃষ্ণের গমন ৫১৫
পাণ্ডবনাশার্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ৫১৬
অশ্বত্থামার অস্ত্রনাশার্থ অর্জুনের বহ্মাস্ত্র ত্যাগ ৫১৬
মুনিরমান রক্ষার্থে অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রোপসংহার ৫১৭
অশ্বত্থামার পরাজয় স্বীকার : অস্ত্র নিবারণে অক্ষমতা ৫১৭
কৃষ্ণ অশ্বত্থামা বাক-বিতণ্ডা : অশ্বত্থামার নিগ্রহ ব্যবস্থা ৫১৮
অশ্বত্থামার মস্তকমণি প্রদান ৫১৮
অশ্বত্থামার মস্তকমণি লাভে দ্রৌপদীর শোকশান্তি ৫২০

স্ত্রীপর্ব

ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়কর্তৃক শোক সান্ত্বনা ৫২৫

সঞ্জয়ের সান্ত্বনা ৫২৭

সঞ্জয়কর্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন ৫২৮

বিদুরের উপদেশ ৫২৯

দেহের অসারতা গর্ভবাস বিবরণ ৫২৯

মরণকামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের উপদেশ ৫৩০

ব্যাসের উপদেশ নিয়তির নিয়োগে দুর্দৈব সঞ্চয় ৫৩০

সঞ্জয়ের কালোচিত কর্তব্য উপদেশ ৫৩১

দৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে অশ্বত্থামাদির সাক্ষাৎকার ৫৩৩

কৃষ্ণকর্তৃক গান্ধারীকে প্রবোধ ৫৩৪

যুধিষ্ঠিরাদির ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাৎকার ৫৩৪

ধৃতরাষ্ট্র করে লৌহভীম চূর্ণ ৫৩৪

লৌহভীম ভঙ্গে কৃষ্ণের তিরস্কার ৫৩৫

অভিশাপে উদ্যতা গান্ধারীর প্রতি ব্যাস উপদেশ ৫৩৬

গান্ধারীর নিকট ভীমের ক্ষমা প্রার্থনা ৫৩৭

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা প্রার্থনা ৫৩৮

যুধিষ্ঠিরাদির কুন্তীদর্শন : দ্রৌপদীর বিলাপ ৫৩৯

সমরভূমি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ ৫৪০

গান্ধারীর দুর্যোধন দর্শন : শোকোচ্ছ্বাস ৫৪১

দুর্যোধনাদির দোষানুস্মরণে গান্ধারীর বিলাপ ৫৪১

কর্ণ ও অভিমন্যুর জন্য গান্ধারীর শোক ৫৪১

কৃষ্ণের প্রতি শোক-সন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ ৫৪২

শ্রাদ্ধ পর্বাধ্যায় : কৃষ্ণের উপদেশ ৫৪৩

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক যোধদিগের সদ্‌গতি বর্ণন ৫৪৩

যুদ্ধে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠান ৫৪৪

কুন্তীকর্তৃক কর্ণ পরিচয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক ৫৪৫

শান্তিপর্ব

রাজধর্মানুশাসন পর্বাধ্যায় ৫৪৯
সমস্ত কুলধ্বংসে যুধিষ্ঠিরের বিষাদ ৫৪৯
কর্ণবধে যুধিষ্ঠিরের খেদ ৫৫০
ব্যাসকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা ৫৫১
কৃষ্ণোক্ত নারদ-সঞ্জয় সংবাদ ৫৫৪
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপে গমনে ব্যাস উপদেশ ৫৫৪

অভিষেকপর্ব

কৃষ্ণের অনুমোদনে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় যাত্রা ৫৫৫
যুধিষ্ঠিরের পুরপ্রবেশ অভিনন্দন ৫৫৬
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ৫৫৭
যুধিষ্ঠিবকর্তৃক সকলের প্রতি কর্তব্য কথন ৫৫৯
যুধিষ্ঠিরের রাজকার্য চিন্তা, সন্ধিরূপে বিদুরকে নিয়োগ ৫৫৯
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কৃষ্ণ স্তুতি ৫৬০
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক চার ভাইয়ের কর্তব্য কর্ম নিবারণ ৫৬০

অশ্বমেধপর্ব

ভীষ্মের শরপীড়া সম্ভাবনায় যুধিষ্ঠিরের খেদ ৫৬৭
শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা ৫৬৭
কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা : যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ ৫৬৮
কবন্ধার , অবিক্ষিতের এবং মরুত্তের যজ্ঞ ৫৭০
ব্যাসকর্তৃক মরুত্তের ধন-সম্পদ আহরণ কাহিনী বর্ণন ৫৭১
মরুত্ত পৌরোহিত্যে ইন্দ্রের বাধাদান ৫৭২
মরুত্তের পৌরোহিত্যে বৃহস্পতির বাধাদান ৫৭২
বৃহস্পতি প্রত্যাখ্যাত মরুত্তের নারদ সাক্ষাৎকার ৫৭৩

মরুত্তের সংবর্ত সাক্ষাৎকার : পৌরোহিত্য প্রার্থনা ৫৭৪
সংবর্তের পৌরোহিত্য প্রত্যাখ্যান ৫৭৫
সমূর্তের যজ্ঞীয় নিয়মবন্ধন : পৌরোহিত্য স্বীকার ৫৭৫
ভ্রাতৃসমৃদ্ধিতে অসহিষ্ণু বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্র সান্ত্বনা ৫৭৬
অগ্নির বৃহস্পতি পৌরোহিত্যে অনুরোধ ৫৭৭
মরুত্তের বৃহস্পতি পৌরোহিত্য প্রত্যাখ্যান ৫৭৭
ইন্দ্রক্রোধশাপভয়ে অগ্নির দৌত্যে অনিচ্ছা ৫৭৮
ইন্দ্রভীত মরুত্তের প্রতি সংবর্তের অভয়বাণী ৫৭৯
ইন্দ্রের মরুত্ত যজ্ঞে আগমন : যজ্ঞভাগ গ্রহণ ৫৮০
যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ ৫৮০

অনুশাসনপর্ব

যুধিষ্ঠিরের মনঃশান্তি : রাজ্যপালন
এবং কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় বিহার ৫৮১
অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পুনরায় গীতা উপদেশ ৫৮১
কৃষ্ণার্জুনের হস্তিনায় প্রবেশ ৫৮২
যুধিষ্ঠিরানুমোদনে কৃষ্ণের দ্বারকা যা ত্রা ৫৮২
শাপপ্রদানোদ্যত উতঙ্কের প্রতি কৃষ্ণের বিনয় ৫৮৪
উতঙ্ক নিকটে কৃষ্ণের অধ্যাত্ম কথন ৫৮৪
উতঙ্ক প্রার্থনায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ৫৮৫
কৃষ্ণের বর দান ৫৮৫
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা পুরী প্রবেশ ৫৮৬
বসুদেব সমীপে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বর্ণনা ৫৮৬
অভিমণ্যু নিধন শ্রবণে বসুদেবের বিলাপ ৫৮৮
কৃষ্ণের বসুদেব সান্ত্বনা ৫৮৮
পরীক্ষিৎ জন্মপর্ব ৫৮৯
যজ্ঞকার্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্বোধন ৫৮৯

মরুত্ত পরিত্যাক্ত ধনাহরনার্থ পাণ্ডব যাত্রা ৫৮৯
হিমালয়স্থ ধন সংগ্রহে যুধিষ্ঠিরাদির যত্ন ৫৯০
ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের শিবপূজা ৫৯১
যুধিষ্ঠিরের সংগৃহীত সুবর্ণ
হস্তিনায় আনয়ন ৫৯২
হস্তিনায় কৃষ্ণের আগমন ৫৯২
উত্তরার গর্ভ হতে মৃত অবস্থায় পরীক্ষিতের জন্ম ৫৯৩
পরীক্ষিতের প্রাণদানে কুন্তীর কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা ৫৯৩
পরীক্ষিতের প্রাণদানে সুভদ্রার কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা ৫৯৪
উত্তরার বিলাপ ৫৯৫
পুত্র রক্ষার্থে পুন : পুন প্রার্থনা ৫৯৫
কৃষ্ণকর্তৃক পরীক্ষিতের প্রাণ দান ৫৯৬
পরীক্ষিতের জন্মোৎসব : নামকরণ ৫৯৭
সুবর্ণাদি ধনসহ পাণ্ডবগণের পুর প্রবেশ ৫৯৭
অশ্বমেধ যজ্ঞে বেদব্যাসের অনুমতি ৫৯৯
কৃষ্ণসহ যজ্ঞ বিষয়ক পরামর্শ ৫৯৯
যজ্ঞায়োজন দ্বিগবিজয়ে অর্জুন-নির্বাচন ৬০০
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দীক্ষা : অর্জুনের দ্বিগবিজয় যাত্রা ৬০১

আশ্রমিকপর্ব

কক্তুদাতা ব্রাহ্মণ নকুলরূপী ধর্ম ৬০৫
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পালন এবং যুধিষ্ঠিরাদির
সেবায় ধৃতরাষ্ট্রাদির তুষ্টিসাধন ৬১০
ভীমের ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক শোক ৬১২
ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় দুঃখ জ্ঞাপন ৬১২
বাণপ্রস্থধর্মে ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা ৬১৩
ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য : বনবাসের অভিলাষ ৬১৩

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা : বনবাস
সংকল্প ত্যাগে অনুরোধ ৬১৪
ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসে ব্যাসের অনুমোদন ৬১৫
বনবাসোদ্যত ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যপালনোপদেশ ৬১৫
ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক বিবিধ রাজনীতি কথন ৬১৫
ধৃতরাষ্ট্রের প্রজা সম্ভাষণ ৬১৬
ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম -দ্রোণ - বাহ্লিক
এবং শতপুত্রের শ্রাদ্ধ করার ইচ্ছা ৬১৬
ধৃতরাষ্ট্রপ্রার্থিত ধনদানে ভীমের অনিচ্ছা ৬১৬
ধনদানে যুধিষ্ঠিরাদির অনুমতি ৬১৭
ভীমের কটূক্তি ৬১৭
ভীমকে ধনঞ্জয়কর্তৃক প্রবোধদান ৬১৮
ভীমবাক্য ব্যক্ত না করার জন্য
যুধিষ্ঠিরে বিদুরকে অনুরোধ ৬১৮
ধৃতরাষ্ট্রের যথেচ্ছ ধনদান ৬১৯
ধৃতরাষ্ট্রের বনযাত্রা : যুধিষ্ঠিরাদির অনুতাপ ৬১৯
বনবাসার্থ কুন্তীর ধৃতরাষ্ট্র সহগমন ৬২০
বনবাসে যধিষ্ঠিরাদির নিষেধ : কুন্তীর উপেক্ষা ৬২১
ধৃতরাষ্ট্রাদির বনপ্রবেশ : যুধিষ্ঠিরাদির নিবৃত্তি ৬২১
মাতা প্রভৃতির অদর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির বিষাদ ৬২৩
ধৃতরাষ্ট্র দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদযোগ ৬২৩
ধৃতরাষ্ট্র দর্শনার্থে সপরিবার যুধিষ্ঠিরের যাত্রা ৬২৩
যুধিষ্ঠির- ধৃতরাষ্ট্রের পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর ৬২৩
যুধিষ্ঠিরের বিদুর দর্শনে যাত্রা ৬২৪
বিদুরের সূক্ষ্মদেহ যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ ৬২৪
যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর বিষয়ক দৈববাণী ৬২৫
যুধিষ্ঠিরাদির আশ্রম ভ্রমণ : তাপস তৃপ্তি সাধন ৬২৫

ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্র তপঃসূচক প্রশ্ন ৬২৫
ধৃতরাষ্ট্রাদির স্ব স্ব মৃতসন্তান দর্শনাকাঙ্ক্ষা ৬২৬
কুন্তীর কর্ণ-দর্শন কামনা ৬২৬
ব্যাসের বর দান ৬২৭
ব্যাস আদেশে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির ভাগীরথী তীরে গমন ৬২৮
ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিশক্তি ৬২৮
সকলের মৃত আত্মীয় দর্শন ৬২৮
মৃত ব্যক্তিগণের স্বর্গ স্থানে প্রস্থান ৬২৯
ব্যাস পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক যুধিষ্ঠিরাদিকে
হস্তিনা গমনে অনুরোধ ৬২৯
হস্তিনা প্রত্যাবর্তনে পরাঙ্মুখ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ ৬৩০
কুন্তী সান্ত্বনায় যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন ৬৩১
নারদাগমন পর্বাধ্যায় ৬৩১
নারদকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রাদির তনুত্যাগ কথন ৬৩২
যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ ৬৩৩
জ্ঞাতিসহ গঙ্গাতীরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন ৬৩৫
যুধিষ্ঠিরের বিবিধ অনিষ্ট দর্শন ৬৩৫
যদুবংশ ধ্বংস শ্রবণে পাণ্ডবদিগের উদ্বেগ ৬৩৬

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

পাণ্ডব কর্তব্য নির্ণয় : মহাপ্রস্থানে ব্যাসের উপদেশ ৬৩৯
পরীক্ষিৎকে রাজ্য দান ৬৪০
পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ৬৪০
পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানে উদযোগ ৬৪৩
মহাপ্রস্থান যাত্রা ৬৪৩
পাণ্ডবগণের পৃথিবী পরিক্রমা ৬৪৫
অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ ৬৪৫

পাণ্ডবগণের হিমালয় পর্বতে প্রবেশ	৬৪৬
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক দুর্গম পথে যেতে ভীমাদি সকলকে নিষেধাজ্ঞা	৬৪৭
যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান	৬৪৮
মালাধর গিরিতে প্রবেশ	৬৪৯
মেঘনাধবধকর্তৃক দ্রৌপদী হরণ	৬৪৯
দ্রৌপদী হরণে ভীমের ক্রোধ	৬৪৯
যুধিষ্ঠির-অর্জুনকর্তৃক ভীমকে নিরোধ	৬৫২
দ্রৌপদীর মুক্তি	৬৫৩
পুনরায় মহাপ্রস্থান যাত্রা	৬৫৩
দ্রৌপদীর পতনে পঞ্চপাণ্ডবের বিলাপ	৬৬০
যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা : দ্রৌপদীর পাপ কথন বর্ণন	৬৬০
পুনরায় মহাপথে যাত্রা	৬৬১
ভীমকর্তৃক কিরাত নিধন	৬৬৩
সহদেবের পতন : পাণ্ডবগণের বিলাপ	৬৬৫
পুনরায় মহাপথ যাত্রা	৬৬৭
নকুলের পতন : পাণ্ডবদিগের বিলাপ	৬৬৯
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক : নকুলের অধর্ম কথন	৬৭০
তিন পাণ্ডবের পুনরায় মহাপথ যাত্রা	৬৭০
অর্জুনের পতন : পাণ্ডবদের বিলাপ	৬৭১
ধর্মকর্তৃক অর্জুনের পাপ কথন	৬৭৩
পাণ্ডবদ্বয়ের পুনরায় মহাপথ যাত্রা	৬৭৪
পাণ্ডবদ্বয়ের সোমপুরে গমন	৬৭৪
ভীমের পতন : যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	৬৭৬
ভীমের পাপ কথন	৬৭৮
পুনরায় যুধিষ্ঠিরের যাত্রা : ধর্মরূপ কুকুরকে সঙ্গে পাওয়া	৬৭৯
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমন এবং ভ্রাতৃশোকে বিলাপ	৬৭৯
পুরন্দরকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা : স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ	৬৮০

যুধিষ্ঠিরের আশ্রিতবাৎসল্যে কুকুর ত্যাগে অনিহা ৬৮০
ইন্দ্রকর্তৃক কুকুরের দোষ দর্শন ৬৮১
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম পরীক্ষান্তে সশরীরে স্বর্গারোহণ ৬৮২

স্বর্গারোহণপর্ব

দুর্যোধনসহ একত্রবাসে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা ৬৮৫
বিদ্বেষবুদ্ধিত্যাগে দেবর্ষি নারদের উপদেশ ৬৮৬
যুধিষ্ঠিরের কর্ণাদি ভ্রাতৃ-দর্শন বাসনা ৬৮৬
যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন ৬৮৬
যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের কারণকথন ৬৮৮
অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ মিথ্যাকথনের শাস্তি ৬৮৮
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম-পরীক্ষান্তে মায়ানরক নিরাস
ইন্দ্রকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে আরোহণের আবেদন ৬৮৯
ধর্মকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের মায়া কথন ৬৮৯
দিব্যতনুতে যুধিষ্ঠিরের ব্রহ্মলোকে গমন ৬৯০
যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণদর্শনেচ্ছা ৬৯০
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণ-দর্শন ৬৯১
কৃষ্ণকর্তৃক দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয় প্রদান ৬৯২
দ্রৌপদীর স্ব স্ব কর্মগত গতি সাফল্য ৬৯২
যুদ্ধমৃত কুরুপাণ্ডব সৈন্যগণের গতি ৬৯৩
মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ৬৯৩
মহাভারত-শ্রবণ- বিধান : শ্রবণ-ফল ৬৯৩

নবম অধ্যায়

সংস্কৃত মহাভারত ও কবীন্দ্র মহাভারত
তুলনামূলক আলোচনা
(দ্রোণ—স্বর্গারোহণ)

ভূমিকা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস সুবিশাল সংস্কৃত *মহাভারতকে* সংক্ষিপ্তাকারে বাংলা ভাষায় তাঁর স্বকীয় ধারায় রচনা করেছেন। সংস্কৃত *মহাভারতের* মূল বিষয়কে অক্ষুণ্ন রেখে বিস্তৃত বিষয় পরিস্ফুটিত করেছেন স্বল্প কথায়। বিশালাকৃতির সংস্কৃত *মহাভারতকে* বাংলা ভাষায় 'দিনেকে শ্রবণযোগ্য'রূপে নির্মাণ করতে কবীন্দ্র যেমন মূলের কিছু বর্জন করেছেন তেমনি কিছু নতুন সংযোজনও করেছেন। তিনি মূল বিষয় সংক্ষিপ্ত করেছেন, এবং অনেক উপকাহিনী নির্দ্বিধায় বর্জন করেছেন। *মহাভারতের* আঠারটি পর্বের অধিকাংশ উপকাহিনী বাদ দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার প্রধান প্রধান উপকাহিনী গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। যেমন, সংস্কৃত *মহাভারতের* 'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা' উপকাহিনী কবীন্দ্র লিখেছেন মাত্র ছয়টি ছত্রে। কোন বিষয় বা কাহিনী বর্ণনার আবশ্যকতা অনুসারে অপ্রধান উপকাহিনীও কখনও কখনও অল্পকথায় মূল কাহিনী-মধ্যে সংযোজন করেছেন। কবীন্দ্র সংস্কৃত *মহাভারতের* কোন বিষয় বাদ দিয়েছেন, কোন বিষয় নতুন সংযোজন করেছেন, কোন বিষয় সামান্য পরিবর্তন করেছেন, কোন বিষয় অল্প সংক্ষিপ্ত করেছেন, কোন বিষয় অধিক সংক্ষিপ্ত করেছেন, কোন কোন বিষয় সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখেছেন—তা আঠারটি পর্ব অনুসারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে পর্বানুসারে একটি তুলনামূলক তালিকা। তালিকাটি আলোচনা শেষে উপস্থাপন করা হলো।

দ্রোণপর্ব

দ্রোণপর্বে সংস্কৃত ও কবীন্দ্র মহাভারতে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই অধিক। তবে দুটি পর্বের পর্ব বিভাগে রয়েছে পার্থক্য। সংস্কৃতে ভীষ্মপর্বের দশমদিবসীয় যুদ্ধের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে দ্রোণপর্বের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে একাদশদিবসীয় যুদ্ধ নামে। কবীন্দ্রে দ্রোণপর্ব সম্পূর্ণ পৃথকরূপে অর্থাৎ প্রথমদিবসীয় যুদ্ধারম্ভ এভাবে পর্ব আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ এখানে একাদশ দিবস বলা হয়নি।

কবীন্দ্রে প্রথম দিবসীয় যুদ্ধে ভীমের যুদ্ধ, ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ, সাত্যকি-ভগদত্ত যুদ্ধ–এ বিষয়সমূহ লিখিত হয়েছে। সংস্কৃতের একাদশ দিবসীয় যুদ্ধে এ বিষয়গুলি অনুপস্থিত। সংস্কৃতের সংশপ্তক পর্বাধ্যায়ের বিষয় কবীন্দ্র প্রথম দিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন কিন্তু মাঝের দিক থেকে শেষাবধি কোন অংশই বাদ দেন নি। সংস্কৃতের ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধাংশে সুবলের পুত্র বৃষক ও অচল বধের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং কবীন্দ্রে উল্লিখিত হয়েছে বৃষক ও সৌবল বধের কথা। সংস্কৃতে অভিমন্যুবধ চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধের দিন সংঘটিত হয়েছে। কবীন্দ্রে অভিমন্যু বধ পর্বাধ্যায় তৃতীয় দিবসীয় যুদ্ধরূপে নির্দেশিত হয়েছে। সংস্কৃতে সংশপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধ দ্বাদশ দিবস যুদ্ধেই কেবল দেখানো হয়েছে। কবীন্দ্রে তৃতীয় দিবস যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে সংশপ্তকগণের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে অভিমুন্যবধের পরে । সংস্কৃতে অর্জুনকর্তৃক জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। কবীন্দ্রে জয়দ্রথবধ পর্বাধ্যায়ের পূর্বে লিখিত হয়েছে–অভিমন্যুর সৎকার কার্য, কৃষ্ণের সান্ত্বনা এবং পাঞ্চাল-নগরে গমনের পর অভিমন্যুর শ্রাদ্ধের উপদেশ, পাঞ্চাল নগরে বিদুর ও মুনিগণের গমন, ধৌম্য-ব্যাসকর্তৃক কুন্তীকে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণন, ব্যাসের সান্ত্বনা বাণী বিষয়সমূহ। এর কিছু পরে কবীন্দ্রে দাক্ষিণাত্য নৃপতিবধ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে যা সংস্কৃতে অনুপস্থিত। সংস্কৃতের ভীমকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্মদ সংহার সংঘটিত হয়েছে। কবীন্দ্রে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্মসেনবধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃতের অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ যুদ্ধস্থলে কবীন্দ্রে লিখিত হয়েছে অশ্বত্থামা-সাত্যকির যুদ্ধ। সংস্কৃতে দ্রোণবধের পরে আরও বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কবীন্দ্রে দ্রোণবধের পরে দ্রোণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে দ্রোণপর্ব। এ সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত হলেও অসম্পূর্ণ মনে হয় না। সংস্কৃত দ্রোণপর্বে লিখিত হয়েছে ৪২২ টি বিষয়। এর মধ্য থেকে ২৩৭ টি বিষয় কবীন্দ্রের

সঙ্গে অভিন্ন এবং ১৭৭ টি বিষয় কবীন্দ্র বর্জন করেছেন। অবশিষ্ট বিষয়গুলি কবীন্দ্র লিখেছেন সামান্য পরিবর্তন করে।

কর্ণপর্ব

সংস্কৃত কর্ণপর্বের বিস্তৃত যুদ্ধ কাহিনীকে কবীন্দ্র সামান্য সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করেছেন। সংস্কৃতে ভীষ্মপর্বে প্রথম দিবস যুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয় এবং একাদিক্রমে তা দ্রোণ, কর্ণ, শল্য পর্বে গিয়ে শেষ হয়েছে। কবীন্দ্রে এই ক্রম রক্ষিত হয় নি। সংস্কৃতে ভীষ্মপর্ব শেষ হয়েছে দশম দিবস যুদ্ধ শেষে। দ্রোণপর্ব আরম্ভ হয়েছে একাদশ দিবস যুদ্ধরূপে এবং কর্ণপর্ব আরম্ভ হয়েছে ষোড়ষ দিবস যুদ্ধ নামে। কবীন্দ্র ভীষ্মপর্বের পরে নতুন করে যুদ্ধের দিন গণনা করা হয়েছে। যেমন, দ্রোণপর্বে সংস্কৃতের একাদশ দিবসের পরিবর্তে লিখিত হয়েছে প্রথম দিবস যুদ্ধ। কর্ণপর্বেও সংস্কৃতের ষোড়শদিবসীয় যুদ্ধের পরিবর্তে লিখিত হয়েছে প্রথম দিবস যুদ্ধ। অর্থাৎ কবীন্দ্র প্রতিপর্বেই পৃথক রূপে যুদ্ধের দিন গণনা করেছেন। কবীন্দ্র ও সংস্কৃত কর্ণপর্বের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই অধিক। কবীন্দ্র সংস্কৃতের ৭৯ টি বিষয় বর্জন করেছেন এবং অভিন্নরূপে উপস্থাপন করেছেন ১০০টি বিষয়। সংস্কৃত কর্ণপর্বের প্রথম অধ্যায়ের দ্রোণ বিনাশে কৌরব বিমর্ষ, কর্ণের সেনাপতিত্ব—এ বিষয় দুটি কবীন্দ্রে লিখিত হয়েছে দ্রোণপর্বের শেষে। সংস্কৃতে জনমেজয়ের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেন বৈশম্পায়ন, কবীন্দ্রে জয়মুনি (জৈমিনি)। সংস্কৃতে তৃতীয় অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট থেকে কর্ণবধ বার্তা শ্রবণ করেন। কবীন্দ্রে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট

থেকে দ্রোণবধ বার্তা শ্রবণ করেন। কবীন্দ্র কোন কোন বিষয় সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তন করে লিখেছেন। কৃষ্ণ কৌশলে অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রদর্শন, ভীমসেন সমরে কৌরব পরাজয়, ভীমশরে নিষঙ্গি প্রমুখ বীরগণ বধ, কর্ণভীতি, কর্ণপুত্র বৃষসেনসহ যুদ্ধে নকুলের পরাজয়, কর্ণসহ অর্জুনের যুদ্ধে কৃষ্ণের অভয়বাণী, অন্তরীক্ষে কর্ণার্জুন পক্ষপাতিগণের সম্মেলন, ইন্দ্রসূর্য দ্বন্দ্ব, কর্ণার্জুনের জয়-পরাজয়-প্রশ্ন পভৃতি বিষয় কবীন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে লিখেছেন। এপর্বের অধিকাংশ যুদ্ধের বর্ণনা তিনি উপস্থাপন করেছেন সংস্কৃতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের বর্ণনা তিনি একেবারেই বর্জন করেছেন। কবীন্দ্র-কাব্যের

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের পুথিতে ' তারকাক্ষ মকরাক্ষ পর্বাধ্যায়' ও 'পরশুরাম কাহিনী' এ উপ-কাহিনী দুটি লিখিত হয়েছে। কবীন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের দুটি পুথিতে এ অংশ অনুপস্থিত। সংস্কৃত মহাভারতেও এ অংশ দুটি লিখিত হয়েছে ভিন্নরূপে। এ থেকে অনুমিত হয় এ বিষয় দুটি কবীন্দ্রকৃত নয়। লিপিকরের অতিরিক্ত সংযোজন এবং সম্ভবত তা সংঘটিত হয়েছে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সাদৃশ্যে। এ ছাড়া কবীন্দ্র এ পর্বে যে বিষয়সমূহ অভিনব রূপে উপস্থাপন করেছেন তা হল–নকুলের প্রতি কর্ণের উপদেশ, দুর্যোধনকর্তৃক সৌবলকে ভীম নিবারণে প্রেরণ, সৌবলের পরাজয়, কৌরব সৈন্যভঙ্গে কর্ণের যুদ্ধত্রাস, কর্ণকে সমবেত আক্রমণ, দুর্যোধন-আদেশে কৌরবগণের অর্জুন-নিবারণ চেষ্টা, কর্ণবধে যুধিষ্ঠিরের প্রীতি প্রভৃতি। কবীন্দ্র সংস্কৃতের ত্রিপুরাসুর প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। কিছু বর্জন এবং সংক্ষিপ্তকরণ হলেও কবীন্দ্র যে সংস্কৃত মহাভারতের মূল বিষয়কে অক্ষুণ্ন রেখেছেন তা সহজেই অনুমেয়।

শল্যপর্ব

সংস্কৃত ও কবীন্দ্র মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় এ পর্বে বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই অধিক। এ পর্বে কবীন্দ্র ১৭টি বিষয় বর্জন করেছেন এবং ৩৪টি বিষয় লিখেছেন অভিন্নরূপে। কবীন্দ্রের শল্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে 'সেনাপতি পদে শল্যের নির্বাচন' থেকে। এর পূর্বে সংস্কৃতের–পরাজিত দুর্যোধনানুষ্ঠেয় বিষয়ে প্রশ্নোত্তর, ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়ের সমর সংবাদ, পুরনারীসহ ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বিলাপ, ধৃতরাষ্ট্রের শোকোচ্ছ্বাস, শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমরবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা, কৌরব-পাণ্ডবদের পুন:সমর, কৌরব-পলায়ন,শঙ্কুল যুদ্ধ, দুর্যোধনের পরাজয়, দুর্যোধনের প্রাণপণ যুদ্ধ, দুর্যোধন সমীপে কৃপাচার্যের সন্ধি প্রস্তাব, সন্ধিকার্যে দুর্যোধনের সযৌক্তিক অনিচ্ছা– বিষয়াবলী কবীন্দ্র বর্জন করেছেন এ পর্বে অপ্রধান যুদ্ধের ঘটনাগুলি লিখিত হয়েছে কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে। অর্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ, অশ্বত্থামার অস্ত্রে সুরথ সংহার, শল্যশরে পাণ্ডব নিপীড়ন, শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে শল্য-পরাজয়–প্রভৃতি প্রধান যুদ্ধের বর্ণনাও কবীন্দ্র লিখেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে। কবীন্দ্র সংস্কৃত শল্যপর্বকে বিভক্ত করেছেন দুই ভাগে। দুর্যোধনের হ্রদমধ্যে প্রবেশ, দুর্যোধন-দুর্দশায় অশ্বত্থামাদির বিলাপ, অমাত্যগণসহ যুযুৎসুর হস্তিনায় প্রবেশ–পর্যন্ত লিখে কবীন্দ্র শল্যপর্ব শেষ করেছেন।

গদাপর্ব

সংস্কৃত মহাভারতের শল্যপর্বের শেষাংশ অর্থাৎ ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবীন্দ্র লিখেছেন গদাপর্ব। 'দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমজ্জিত দুর্যোধন সমীপে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা' থেকে গদাপর্ব আরম্ভ হয়েছে। এ পর্বে সংস্কৃতের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যই অধিক। কবীন্দ্র এপর্বে সংস্কৃতেব ৩৮টি বিষয় বাদ দিয়েছেন এবং ২২টি বিষয় লিখেছেন অভিন্নরূপে। কবীন্দ্র মূলত এ পর্বে ভীম - দুর্যোধনেব পতন বিষয়টিই উপস্থাপন করেছেন । জনমেজয়-প্রশ্নে বলরামের তীর্থসেবা বিবরণ, কুরুক্ষেত্র তীর্থ প্রসঙ্গে প্রভাসাদি তীর্থ কথা, দক্ষ কোপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগাক্রমণ, প্রভাসতীর্থ স্নানে চন্দ্রের রোগ মুক্তি, ত্রিতঋষিকৃত উপদান তীর্থ, বিনশনাদি তীর্থকথা, সরস্বতী নদীর পূর্ববাহিনীত্ব বর্ণন, সপ্ত সারস্বত তীর্থ বর্ণন, মঙ্কণক মুনির উপাখ্যান, মঙ্কণক-মহাদেব সংবাদ,ঔশনস কপাল-মোচনাদি তীর্থ- বিবরণ, আদিত্য তীর্থ, সরস্বতী-দধীচি সংবাদ, ইন্দ্র প্রার্থনায় দধীচির স্বীয় অস্থিদান, সারস্বত বিপ্র প্রশংসা, বৃদ্ধকন্যাক তীর্থ, বৃদ্ধকন্যা-নারদ সংবাদ–প্রভৃতি উপাখ্যান বা উপকাহিনীসমূহ কবীন্দ্র সম্পূর্ণরূপেই বর্জন করেছেন। দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমজ্জিত দুর্যোধন সমীপে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা, হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরের দুর্যোধনাহ্বান, ভীম-কৃষ্ণ কথোপকথন, বলরামের দ্বারকায় গমন, ভীমকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা, যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা, কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের কোপ, দুর্যোধন বাক্যে কৃষ্ণের উত্তর, দুর্যোধনের প্রতি উত্তর, পাণ্ডবগণের প্রস্থান, পাণ্ডবনাশে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা, সেনাপতি পদে অশ্বত্থামার অভিষেক এ বিষয়াবলী কবীন্দ্র সংস্কৃত থেকে অভিনবরূপে উপস্থাপন করেছেন।

সৌপ্তিকপর্ব

সংস্কৃত মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব এবং কবীন্দ্রের সৌপ্তিকপর্ব বলতে গেলে হুবহু এক। সংস্কৃতের ১৮টি উপ-অধ্যায়ের মধ্যে ১৫টিই কবীন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন। তিনটি উপ-অধ্যায় যেমন— অশ্বত্থামার ক্রোধ শান্তির জন্য কৃপের কৌশল, কৃপ-কৌশলের বিফলতা-উপদেশ উপেক্ষা, ভৌতিক বিভীষিকা জ্ঞানে সৈন্যগণের বিক্ষোভ-এ বিষয়ত্রয় কবীন্দ্র তাঁর বর্ণনায় রাখেন নি। এছাড়া অন্যান্য বিষয় কবীন্দ্র সংস্কৃত অনুসরণেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঐষিকপর্ব

সংস্কৃতে ঐষিকপর্ব কোন পৃথক পর্ব নয়। সৌপ্তিকপর্বের শেষাংশে ঐষিক পর্বাধ্যায় নামে লিখিত হয়েছে, অর্থাৎ সংস্কৃতের ঐষিকপর্ব দুটি পর্বাধ্যায়ে বিভক্ত। অষ্টাদশ পর্ব গণনায় ঐষিকপর্ব অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীন্দ্র সৌপ্তিকপর্ব এবং ঐষিকপর্বকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে সংস্কৃত ঐষিকপর্বেও 'স্বজনবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ' থেকে 'অশ্বত্থামারমস্তকমণি লাভে দ্রৌপদীর শোকশান্তি ' পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিষয় অভিন্ন। সংস্কৃতের তেরটি উপাধ্যায়ের মধ্যে কবীন্দ্র 'রুদ্রবরে অশ্বত্থামার অলৌকিক শক্তিকথা, রূদ্রপ্রভাব প্রদর্শনে যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা'- এ বিষয় দুটি বর্জন করেছেন।

স্ত্রীপর্ব

সংস্কৃতে স্ত্রীপর্বে সতেরটি উপ-অধ্যায়ে বিবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে । কবীন্দ্র সংস্কৃতের এ বিষয়গুলি অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনায় বর্জন করেছেন ৪ টি উপ-অধ্যায় এবং সংস্কৃতের সঙ্গে অভিন্নরূপে রচনা করেছেন ১২ টি উপ-অধ্যায়। 'সঞ্জয়ের সান্ত্বনা, সঞ্জয়কর্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন, ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে অশ্বত্থামাদির সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণকর্তৃক গান্ধারীকে প্রবোধ'- এ বিষয়সমূহ কবীন্দ্র তাঁর কাব্যে সামান্য অভিনবরূপে উপস্থাপন করেছেন।

শান্তিপর্ব

মহাভারতে শান্তিপর্ব লিখিত হয়েছে দুটি ভাগে, যেমন– পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ। পূর্বার্ধকে বিভক্ত করা হয়েছে ৩২৮ টি উপ-অধ্যায়ে এবং উত্তরার্ধকে ২৯৬ টি উপ-অধ্যায়ে। সংস্কৃতে শান্তিপর্ব লিখিত হয়েছে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে এবং কবীন্দ্র লিখেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তরূপে। মূলত সংস্কৃতের শান্তিপর্ব উপকাহিনী ভিত্তিক। উত্তরার্ধের সম্পূর্ণাংশই নানারূপ উপ-কাহিনী দ্বারা পূর্ণ। কবীন্দ্র সংস্কৃতের এ উত্তরার্ধ সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন। পূর্বার্ধকে অবলম্বন করে কবীন্দ্র লিখেছেন শান্তিপর্ব এবং অভিষেকপর্ব। এ অভিষেকপর্ব- নামকরণ কবীন্দ্রের অভিনব হলেও ভেতরের বিষয়াবলী শান্তিপর্ব থেকে গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত শান্তিপর্বের ৩২৮ টি ঘটনার মধ্যে ১৬ টি ঘটনা কবীন্দ্র লিখেছেন অভিন্নরূপে এবং তিনি বর্জন করেছেন ৩১২ টি উপ-অধ্যায়। সংস্কৃতের 'যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপে গমনে ব্যাসের উপদেশ' পর্যন্ত লিখে কবীন্দ্র শান্তিপর্ব শেষ করেছেন। কৃষ্ণের অনুমোদনে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় যাত্রা'-র ঘটনা থেকে 'যুধিষ্ঠিরাদেশে ভীমাদির বিশ্রাম-সুখোভোগ' ঘটনাবলী অবলম্বনে

কবীন্দ্র লিখেছেন 'অভিষেকপর্ব'। সংস্কৃতের পূর্বার্ধ শান্তিপর্বের মূল ঘটনা কবীন্দ্র সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেছেন এবং সম্পূর্ণ পার্শ্ব ঘটনা এবং উপ-কাহিনী পরিত্যাগ করেছেন।

অশ্বমেধপর্ব

সংস্কৃতে অশ্বমেধপর্ব রচিত হয়েছে ১৫০ টি উপ-অধ্যায় নিয়ে বিস্তৃতাকারে। কবীন্দ্র সংস্কৃতের অশ্বমেধপর্বকে তিনটি নামে অভিহিত করেছেন, যেমন - যাগ, অনুশাসন ও পরীক্ষিতজন্মপর্ব। সংস্কৃতের অশ্বমেধপর্বের মূল বিষয়ের সঙ্গে কবীন্দ্রের যাগ, অনুশাসন ও পরীক্ষিতজন্মপর্বের যথাযথ মিল রক্ষিত হয়েছে। অশ্বমেধপর্বের ১৫০ টি উপ-অধ্যায়ের মধ্যে ৫২ টি যাগ ও পরীক্ষিতজন্মপর্বের সঙ্গে অভিন্ন। ৪৬টি উপ-অধ্যায় কবীন্দ্র সম্পূর্ণ-রূপে বাদ দিয়েছেন। ৪৯ টি উপ-অধ্যায় তিনি লিখেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে। এ ৪৯ টি উপ-অধ্যায় জুড়ে সংস্কৃতে লিখিত হয়েছে 'গীতাপর্বাধ্যায়' অর্থাৎ অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পুনরায় গীতা উপদেশ। এ ঘটনাটি কবীন্দ্র উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। কবীন্দ্র অশ্বমেধপর্বের শেষাংশ অর্থাৎ 'অর্জুনের ত্রিগর্ত দেশ জয়' থেকে 'যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে প্রকটিত নকুলের পরিচয়' পর্যন্ত বিষয়াবলী বর্জন করেছেন। কবীন্দ্র 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষা গ্রহণ এবং অর্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা'র মাধ্যমে শেষ করেছেন 'যাগ, অনুশাসন ও পরীক্ষিতজন্মপর্ব'। অর্জুনের দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত কাহিনী, দিগ্বিজয় শেষে অর্জুনের প্রত্যাবর্তন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ঘটনাবলী কবীন্দ্র লেখেন নি। 'শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা' থেকে 'যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ' অবধি বিষয়সমূহ নিয়ে লিখেছেন 'যাগ পর্ব', 'যুধিষ্ঠিরের মনঃশান্তি পূর্বক রাজ্য পালন' থেকে 'অভিমন্যু-শোকে যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি ব্যাসের সান্ত্বনা' পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে লিখেছেন 'অনুশাসনপর্ব' এবং 'যজ্ঞকার্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্বোধন' থেকে 'যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-দীক্ষা, অর্জুনের দিগ্বিজয়যাত্রা' পর্যন্ত বিষয়সমূহ নিয়ে লিখেছেন 'পরীক্ষিতজন্মপর্ব'। এভাবে কবীন্দ্র সংস্কৃত অশ্বমেধপর্বকে তিন অংশে বিভক্ত করে রচনা করেছেন তিনটি পর্ব। আশ্বমেধিকপর্বের শেষাংশ কবীন্দ্র লিখেছেন আশ্রমবাসিকপর্বের আরম্ভে 'নকুল-বৃত্তান্তম্' অধ্যায় নামে।

আশ্রমিকপর্ব

সংস্কৃত আশ্রমবাসিকপর্বের সঙ্গে কবীন্দ্র আশ্রমবাসিকপর্বের বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই অধিক। কবীন্দ্র আশ্রমবাসিকপর্বের আরম্ভে লিখেছেন অশ্বমেধ পর্বের নকুল-বৃত্তান্ত অংশ। এ অংশে বর্ণিত হয়েছে নকুলকর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অপ্রশংসা কাহিনী। এর পরে ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয়েছে আশ্রমবাসিকপর্ব। সংস্কৃত আশ্রমবাসিকপর্বে রয়েছে ৫৬ টি উপ-অধ্যায়। এর মধ্যে ৪৩ টি উপ-অধ্যায় কবীন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন। এ পর্বে কবীন্দ্র বর্জন করেছেন ১২ টি উপ-অধ্যায়। মূলত সংস্কৃতের প্রধান ঘটনাসমূহ কবীন্দ্র সবই উপস্থাপন করেছেন, তবে কখনও কখনও তা সামান্য সংক্ষিপ্ত করেছেন। সংস্কৃতে আশ্রমবাসিকপর্বের পরে লিখিত হয়েছে মৌষলপর্ব। কবীন্দ্র পৃথকরূপে এপর্ব লেখেন নি। তিনি মৌষল পর্বের প্রথমাংশ লিখেছেন আশ্রমবাসিকপর্বের শেষাংশে, এবং শেষাংশ লিখেছেন মহাপ্রস্থানিকপর্বের প্রারম্ভে। তিনি মৌষলপর্বের মূল বিষয়বস্তু লিখেছেন আশ্রমবাসিকপর্বের শেষভাগে। কোন ঘটনারই তিনি বিস্তৃত বর্ণনা দেন নি। তিনি বৃষ্ণিবংশ পতন হয়েছে এ কথা লিখেছেন কিন্তু পতনের ইতিহাস লেখেন নি। দ্বারকার যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে কিন্তু যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হয় নি।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

সংস্কৃত মহাপ্রস্থানিকপর্ব এবং কবীন্দ্র মহাপ্রস্থানিকপর্বের বিষয়বস্তু, ঘটনা প্রবাহ অভিন্ন। পূর্বে আলোচিত ১৬ টি পর্বে কবীন্দ্র মহাভারতের বর্ণনা ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এ পর্বে সংস্কৃত মহাভারতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। সংস্কৃতে এ পর্বে উপ-অধ্যায় রয়েছে বারটি, কবীন্দ্রে উপ-অধ্যায় রয়েছে ২৩টি। সংস্কৃতের এ বারটি উপ-অধ্যায়ের বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত কিন্তু কবীন্দ্রের প্রতিটি ঘটনাই বর্ণনাবহুল। কবীন্দ্রে মহাপ্রস্থান যাত্রাপথের নানা দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে, সংস্কৃতে যাত্রাপথের কোন দৃশ্যের বর্ণনা নেই। কবীন্দ্র সংস্কৃতের বারটি উপ-অধ্যায় ব্যতীত অতিরিক্ত যে বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করেছেন তা হলো মহাপ্রস্থানে ব্যাসের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরকর্তৃক দুর্গম পথে যেতে ভীমাদি সকলকে নিষেধাজ্ঞা, ভীমাদিকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান, যুধিষ্ঠিরাদির মালাধর গিরিতে প্রবেশ, মেঘনাদকর্তৃক দ্রৌপদীহরণ, দ্রৌপদীহরণে ভীমের ক্রোধ, যুধিষ্ঠির-অর্জুনকর্তৃক ভীমকে নিরোধ, দ্রৌপদীর মুক্তি, পুনরায়

মহাপ্রস্থানে যাত্রা, কিরাতপর্বাধ্যায়, ভীমকর্তৃক কিরাত নিধন। সংস্কৃতে দ্রৌপদী পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যে অধিক ভালবাসত অর্জুনকে। কবীন্দ্রে দ্রৌপদী বেশি ভালবাসত ভীমকে। এ হেতু দ্রৌপদী মহাপ্রস্থান যাত্রায় প্রথমে দেহত্যাগ করেন। অর্থাৎ পক্ষপাতিত্বের পাপে দ্রৌপদী সশরীরে স্বর্গগমনের যোগ্যতা হারিয়েছেন।

স্বর্গারোহণপর্ব

সংস্কৃত স্বর্গারোহণপর্বের সঙ্গে কবীন্দ্র স্বর্গারোহণপর্বের বৈসাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্যই অধিক। সংস্কৃতের ১৮ টি উপ-অধ্যায়ের মধ্যে ১৬ টি কবীন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন। সংস্কৃতের পারণ দিন কর্তব্য এবং পর্বানুষ্ঠান নির্ণয়–এ বিষয় দুটি কবীন্দ্র বর্জন করেছেন। সংস্কৃতে 'যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ দর্শন প্রসঙ্গে নরক দর্শন' লিখিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে। কবীন্দ্র নরক দর্শন প্রসঙ্গ লিখেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। সংস্কৃতে ইন্দ্রকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করা হয়। কবীন্দ্রে কৃষ্ণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হয়। সংস্কৃত এবং কবীন্দ্র মহাভারতের তুলনামূলক পর্যালোচনা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কবীন্দ্র বিশালাকৃতির সংস্কৃত মহাভারতের মূল ঘটনাকে অক্ষুণ্ন রেখে রচনা করেছেন 'দিনেকে শ্রবণযোগ্য' এক সুখপাঠ্য মহাভারত।

পর্ব বিভাগ

কবীন্দ্র মহভারতও সংস্কৃত মহাভারতের মত ১৮টি পর্বে সম্পূর্ণ। আদিপর্ব থেকে শল্যপর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত ও কবীন্দ্র অভিন্ন। এর পর থেকে কবীন্দ্রে পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন-

সংস্কৃত	কবীন্দ্র
আদি	আদি
সভা	সভা
বন	বন
বিরাট	বিরাট
উদ্যোগ	উদ্যোগ
ভীষ্ম	ভীষ্ম

সংস্কৃত	কবীন্দ্র
দ্রোণ	দ্রোণ
কর্ণ	কর্ণ
শল্য	শল্য
সৌপ্তিক	গদা
স্ত্রী	সৌপ্তিক
শান্তি	ঐষিক
অনুশাসন	স্ত্রী
অশ্বমেধ	শান্তি +অভিষেক
আশ্রমিক	অশ্বমেধ
	মৌষল (যাগ,অনুশাসন, পরীক্ষিতজন্ম)
	আশ্রমিক
মহাপ্রস্থানিক	মহাপ্রস্থানিক
স্বর্গারোহণ	স্বর্গারোহণ

সংস্কৃত মহাভারতের শল্যপর্বের শেষাংশ অর্থাৎ ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ নিয়ে কবীন্দ্র লিখেছেন গদাপর্ব। কবীন্দ্র সংস্কৃত মহাভারতের শান্তিপর্বকে বিভক্ত করে লিখেছেন শান্তি ও অভিষেক নামে দুটি পর্ব। তিনি অর্জুনের দ্বিগ্বিজয় যাত্রাব মাধ্যমে অশ্বমেধপর্ব শেষ করেছেন। অর্জুনের দিগ্বিজয় বর্ণনা এবং দ্বিগ্বিজয় শেষে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন-পূর্বক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপন, নকুলকর্তৃক যজ্ঞ সমালোচনা বিষয়সমূহ কবীন্দ্র বর্জন করেছেন। কবীন্দ্র অশ্বমেধ পর্বকে বিভক্ত করেছেন যাগ, অনুশাসন, পরীক্ষিতজন্ম-পর্ব- এ তিনটি অংশে। সংস্কৃত অনুশাসনপর্বের বিষয়াবলী কবীন্দ্র লিখেছেন অশ্বমেধপর্বে। সংস্কৃত অশ্বমেধপর্বের বর্জিতাংশের নকুলসংবাদ উপাধ্যায় লিখেছেন আশ্রমবাসিক পর্বের প্রথমদিকে। কবীন্দ্র পৃথকভাবে মৌষলপর্ব লেখেন নি । মৌষলপর্বের মূল বিষয় লিখেছেন আশ্রমবাসিকপর্বের শেষে এবং মহাপ্রস্থানিকপর্বের প্রারম্ভে। কবীন্দ্র মৌষলপর্বের বৃষ্ণিবংশ পতনের কথা লিখলেও তার পতন বা ধ্বংসের ইতিহাস বর্ণনা করেন নি। সংস্কৃত এবং কবীন্দ্র মহাভারতের পর্ব সংখ্যায় উক্ত পরিবর্তন ব্যতীত অন্য সবই অভিন্ন। নিম্নে তুলনামূলক তালিকাটি উপস্থাপন করা হলো :

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
দ্রোণপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণাভিষেক পর্বাধ্যায কৌরব কর্তব্য প্রশ্ন	√	×	×	×		কবীন্দ্র ও সংস্কৃত পর্বাধ্যাযের মধ্যে পার্থক্য রযেছে
দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবগণেব কর্ণ স্মরণ	√	×	×	√	×	
ভীষ্ম নিধন শ্রবণে কর্ণেব বিলাপ	×	×	×	×	√	×
কৌরব সৈন্যগণেব প্রতি কর্ণের উৎসাহ প্রদান	√	×	^	×	×	×
যুদ্ধ শয্যায় সুসজ্জিত কর্ণেব ভীষ্ম সমীপে গমন	√	×	×	×	√	×
কৌরবপক্ষ গ্রহণে কর্ণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধন সাহায্যার্থে কর্ণের প্রতি ভীষ্মের অনুজ্ঞা	×	×	×	×	×	×
কৌরবগণের সেনাপতি মনোনয়ন	√	√	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণাচার্যের সৈনাপত্যে রাজগণের অনুমোদন	√	×	×	×	√	×
দ্রোণাচার্যের সেনাপতি পদে অভিষেক	×	×	×	×	√	×
দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ যাত্রা	×	×	×	×	×	×
দ্রোণাচার্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ	√	×	×	×	√	×
পাণ্ডব সৈন্যগণের পলায়ন	×	×	×	×	√	×
পাণ্ডবগণের হস্তে দ্রোণাচার্য নিধন	×	×	×	×	√	×
দ্রোণবধ বৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি	×	×	×	×	√	×
শোককাতর ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রূষা	×	×	×	×	√	×
ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ সমর সংবাদ প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের প্রভাব চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের হতাশা	×	×	×	×	√	×
দ্রোণবধ বৃত্তান্ত দুর্যোধনের দুষ্ট চেষ্টা	×	×	×	×	√	×
দ্রোণাচার্যের বুদ্ধি নৈপুণ্যে দুর্যোধনের বিফলতা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দুর্যোধন, দুরভিসন্ধি প্রকাশে অর্জুন সতর্কতা	×	×	×	×	×	×
একাদশ দিবসীয় যুদ্ধ, দ্রোণ-পাণ্ডব সমর	√	×	×	×	×	×
কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
হার্দিকা-জয়দ্রথ প্রমুখ কৌরব পরাজয়	√	×	×	×	√	×
ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
কৌরবপক্ষীয় বৃষসেনসহ পাণ্ডব যুদ্ধ	√	×	×	ভীমের যুদ্ধ, ভীম ও ভগদত্তের যুদ্ধ, সাত্যকি ভগদত্ত যুদ্ধ	√	×
বৃষসেন প্রমুখ কৌরব পলায়ন	×	×	×	×	√	অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপে দুই এক ছত্রে লিখিত হয়েছে
পাঞ্চাল, রাজকুমার বধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণ-অর্জুন যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
সংশপ্তক বধপর্বাধ্যায়	√	×	×	×	√	×
অর্জুন বধে সুশর্মাদির প্রতিজ্ঞা	×	×	×	×	×	×
দ্বাদশ দিন যুদ্ধ, অর্জুন সুশর্মাভিযান	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জুনেব যুদ্ধ	√	সংশপ্তক পর্বের প্রথমে কবীন্দ্র সংক্ষিপ্ত করেছেন কিন্তু মাঝেব দিক থেকে শেষ পর্যন্ত কোন অংশ বাদ দেন নি	×	×	×	×
অর্জুনকর্তৃক সুধন্বাব প্রাণ-সংহার	×	×	×	×	√	×
অর্জুন সংশপ্তকের পরস্পর মায়া যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
অর্জুনকর্তৃক মালবাদি ত্রিগর্ত বধ	√	×	×	×	×	×
ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ, ব্যূহ রচনা	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের সতর্কতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্মুখ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
দ্রোণের সাঙ্গে সত্যজিতের যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণকর্তৃক সত্যজিতের প্রাণ সংহার	×	×	×	×	√	×
শতানীক বধ, যুধিষ্ঠির পলায়ন	×	×	×	×	√	×
দ্রোণকর্তৃক দৃঢ়সেন প্রমুখ বীরগণের বিনাশ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পাণ্ডব-পরাজয়ে দুর্যোধনের হর্ষ	×	✓	×	✓		×
কর্ণের কালোচিত উপদেশ	×	×	×	×	✓	×
বিবিধ বর্ণ অশ্বযোজিত বথে সসৈন্য পাণ্ডব নির্বাণ	×	×	×	×	✓	×
সসৈন্য পাণ্ডবগণের যুদ্ধার্থ আয়ুধ	×	×	✓	×	✓	×
ধৃতরাষ্ট্রের খেদ্-পুনঃ যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা	✓	×	×	✓	✓	×
ভীম-দুর্মষণ যুদ্ধ	✓	×	×	×	✓	×
ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধ	✓	×		✓	×	×
ভীম-হস্তে দুর্যোধন সাহায্যকারী অঙ্গ নৃপতি বধ	✓	×	×	×	×	×
ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ	✓	×	×	×	×	×
সাত্যকি-ভগদত্ত যুদ্ধ, পাণ্ডব পলায়ন	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ভগদত্ত সাহায্যকারী রুচিপর্বার প্রাণসংহার	√	×	×	×	×	×
ভগদত্তের হস্তী প্রভাব বর্ণন	√	অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত	×	×	√	খুব সংক্ষিপ্তরূপে আছে
অর্জুনকর্তৃক বহু সংশপ্তক সংহার	√	×	×	×	×	×
অর্জুনশরে সুশর্মার ভ্রাতৃগণ বিনাশ	√	×	×	×	×	অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত
অর্জুন-ভগদত্ত যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ভগদত্তশরে অর্জুনের কিরীট স্খলন	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র সংবরণ	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণের গুপ্ত আত্মপরিচয়	√	×	×	×	×	×
হস্তীবাহনসহ ভগদত্ত বধ	√	×	×	×	×	×
সুবল নন্দন বৃষক ও অচল বধ	√	কবীন্দ্রে বৃষক ও সৌবল	×	×	×	×
অর্জুনসহ শকুনির মায়াযুদ্ধ, শকুনি পলায়ন	√	×	×	×	×	×
কৌরব পরাভব, পলায়ন	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণাচার্যের অভিযান, ভীষণ যুদ্ধ	√	সংক্ষিপ্ত রূপে আছে	×	×	×	×
অশ্বত্থামার হস্তে নীল নিহত	√	×	×	×	×	×
ভীমসহ দ্রোণ-দুর্যোধনাদির যুদ্ধ	√	×	√	×	×	×
দ্রোণকর্তৃক পাণ্ডব বিমর্দন	√	×	×	×	×	×
অর্জুনকর্তৃক শত্রুঞ্জয়াদি কর্ণের-ভ্রাতৃবধ	√	সংক্ষিপ্ত করে অর্জুনেব বিক্রমের কথা বলা হয়েছে	×	×	×	খুব সংক্ষিপ্ত রূপে আছে
উভয়পক্ষের ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
উভয় পক্ষের বহু লোক ক্ষয়, যুদ্ধ বিশ্রাম	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যু বধপর্বাধ্যায়:দুর্যোধন-খেদোক্তি	√	×	×	×	×	×
দ্রোণের আশ্বাস বাণী, চক্রব্যূহ রচনা	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যু বধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখ প্রকাশ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধ, পাণ্ডব-কৌরব সমর	×	কবীন্দ্রে অভিমন্যু পর্বাধ্যায় তৃতীয় দিবসীয় যুদ্ধ রূপে লিখিত হয়েছে	×	অর্জুনের সঙ্গে সংশপ্তকগণের যুদ্ধ	√	×
দ্রোণাক্রমণে ভীমসেনাদির অকৃতকার্যতা	√	×	×	×	×	×
চক্রব্যূহ ভেদার্থ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ	√	×	×	×	×	×
যুদ্ধার্থ দ্রোণানুসরণে অভিমন্যুর আগ্রহ	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যুর দ্রোণাভিমুখে গমন	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যুর চক্রব্যূহ প্রবেশ, শত্রু-সংহার	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনাদির সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যুরণে শল্য ভ্রাতৃবধ	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যু আক্রমণকারী শল্য সৈন্য পরাজয়	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যু-দুঃশাসন যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
দুঃশাসন-পরাজয়	√	×	×	×	×	×
কর্ণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অভিমন্যুরণে কর্ণ পরাজয়	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথকর্তৃক চক্রব্যূহ রক্ষা	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথের শিববর প্রাপ্তি প্রসঙ্গ	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথসহ যুদ্ধে পাণ্ডব পরাজয়	√	×	×	·	×	×
অভিমন্যুর শরে বসাতীয় বধ	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যুকর্তৃক শল্যপুত্র রুক্মরথ বিনাশ	√	×	×	×	·	×
অভিমন্যুরণে দুর্যোধনতনয় লক্ষ্মণ বধ	×	×	×	×	×	×
কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
বীরবর বৃন্দারক বধ	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ বৃহদ্বল বধ	√	×	×	×	×	×
অশ্বকেতু প্রমুখ মগধগণের বধ সাধন	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যুকর্তৃক চন্দ্রকেতু প্রমুখ বীরগণ বধ	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যুবধ মন্ত্রণা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ছয় মহারথীকর্তৃক অভিমন্যু আক্রমণ	√	×	×	×	×	×
কালিকেয় প্রমুখ সৌবলগণ বধ	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যু সংহার	√	×	×	×	×	×
উভয়পক্ষের সমর বিশ্রাম	√	×	×	×	×	×
অভিমন্যু বধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির সমীপে ব্যাসের আগমন	√	×	×	×	×	×
ব্যাসকর্তৃক মৃত্যুৎপত্তি কথন	√	×	×	×	×	×
অকম্পন নৃপতির পুত্র শোক কথা অকম্পন-নারদ সংবাদ	√	×	×	×	×	×
সৃষ্টি সংহার বিষয়ে রুদ্র ব্রহ্মার কথোপকথন	√	×	×	×	×	×
নারী রূপিণী মৃত্যুমূর্তির প্রাদুর্ভাব	√	×	×	×	×	×
প্রাণিসংহারার্থ নারী মূর্তির প্রতি ব্রহ্মাব আদেশ	√	×	×	×	×	×
কন্যা রূপিণী মৃত্যুর তীব্র তপস্যা	√	×	×	×	×	×
মৃত্যুর প্রতি ব্রহ্মার বরদান ব্যবস্থা	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মৃত্যুর কালগ্রাসের অঙ্গীকার	√	×	×	×	√	×
পুনঃ মৃত্যু বিষয়ক প্রশ্ন, সঞ্জয়-উপাখ্যান	√	×	×	×	×	×
সঞ্জয়ের সুবর্ণবর্ষী পুত্রলাভ	×	×	×	×	×	×
সুবর্ণলোভী দৈত্যগণ হস্তে সঞ্জয়পুত্র বধ	×	×	×	×	√	×
মরুত্তের মরণ সংবাদে সঞ্জয়ের শোক শান্তি	×	×	√	×	√	×
পুণ্যাত্মা সুহোত্রের মৃত্যু সংবাদ	×	×	√	√	√	×
অঙ্গরাজ পৌরবের পরলোক-বার্তা বর্ণন	×	×	×	√	√	×
মহাপুণ্যশালী শিবি রাজের মৃত্যু কথা	×	×	×	×	√	×
নৃপতি দশরথের পুত্রশোক কথা	×	×	×	×	√	×
ভগীরথের মৃত্যু কথা	×	×	×	×	√	×
বিখ্যাত দিলীপ নৃপতি-কথা	×	×	×	×	√	×
মহনীয় কীর্তি মান্ধাতার মৃত্যু কথা	×	×	×	×	√	×
যযাতির মৃত্যু কথা	×	×	×	×	√	×
অম্বরীষের মৃত্যু বার্তা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নৃপতি শশবিন্দুর মবণ বার্তা	×	×	×	×	√	×
গয় নৃপতির গুণগানসহ মৃত্যু সংবাদ	×	×	×	×	√	×
রন্তিদেবেব জীবনান্ত বার্তা	×	×	×	×	√	×
দুষ্মন্ততনয় ভরত কথা	×	×	×	×	√	×
প্রখ্যাত নৃপ পৃথেব পুণ্য কথা	×	×	×	×	√	×
পরশুরামকর্তৃক ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস কথা	×	×	×	×	√	×
সঞ্জয়ের মৃত পুত্র প্রাপ্তি, শোকশান্তি	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের শোক শান্তি	×	×	×	×	√	×
প্রতিজ্ঞা পর্বাধ্যায়, অর্জুনেব অন্তব শোকাকুল	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের অর্জুন সান্ত্বনা	√	×	×	×	√	×
অভিমন্যু-অদর্শনে অর্জুনের সশোক আশঙ্কা	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক অভিমন্যু নিধন বার্তা জ্ঞাপন	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের অভিমন্যু সমরক্রম শ্রবণেচ্ছা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অভিমন্যুর নিধন বৃত্তান্ত বর্ণন	×	×	×	অভিমন্যুব সংকাব কার্য, কৃষ্ণেব সান্ত্বনা এবং পাঞ্চাল নগবে গমনেব পবামর্শ অভিমন্যুর শ্রাদ্ধের উপদেশ, পাঞ্চাল নগরে বিদুব ও মুনিগণেব গমন ধৌম্য ব্যাসকর্তৃক কুন্তীকে যুদ্ধেব বৃত্তান্ত বর্ণন, ব্যাসেব সান্ত্বনা	√	×
জয়দ্রথ বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথের ভীতি, দ্রোণাচার্যের অভয় দান	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে অর্জুনেব দৃঢ়তা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুভদ্রাকে সান্ত্বনা প্রদান	√	×	×	×	×	×
সুভদ্রার বিলাপ	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপায় বিধান	×	×	×	×	√	×
অর্জ্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণের মহাদেবের নিকট গমন	√	×	×	×	×	×
মহাদেবের স্তব	×	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ	×	√	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের প্রসাধন ক্রিয়া	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা	×	×	×	×	√	×
অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা	×	×	×	×	√	×
জয়দ্রথ বধপর্ব্বাধ্যায়	×	×	√	√	√	×
সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার	×	×	×	×	×	×
চতুর্দশ দিন যুদ্ধ, সূচি ব্যূহে জয়দ্রথ সংস্থাপন	√	×	×	×	×	×
উভয় পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধোদ্যোগ	√	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌবব সৈন্যগণেব পরাজয়	√	×	×	×	√	×
দুঃশাসনেব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
দ্রোণার্জুনের যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অর্জুন ও কৃতবর্মাব যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
শ্রুতায়ু বধ	√	×	×	×	×	×
সুদক্ষিণ বধ	√	×	×	×	×	×
শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বধ	√	×	×	×	×	×
অম্বররাজ শ্রুতায়ু বধ	√	×	×	×	×	×
দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনেব অভিযোগ	√	×	×	দণ্ড ক্রান্তা নৃপতি বধ	×	×
দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ	√	×	×	×	×	×
দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
দ্রোণসহ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নেব পরাজয়	×	×	×	×	×	×
দ্রোণ সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণকর্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংসা	√	×	×	×	×	×
বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ	√	×	×	×	×	×
যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকর্তৃক জলাশয় নির্মাণ	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণের অশ্ব পরিচর্যা, জয়দ্রথাভিমুখে যাত্রা	√	×	×	×	×	×
যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়দ্রথের দর্শন লাভ	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথরক্ষক দুর্যোধনসহ যুদ্ধে কৃষ্ণের ইঙ্গিত	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের দুর্যোধনাভিমুখে গমন	√	×	×	×	√	×
দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ প্রশংসা	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনবাণে কৌরবগণের নিপীড়ন	√	×	×	×	×	×
কর্ণপ্রমুখ অষ্ট মহারথীসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
উভয়পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজ-চিহ্ন বর্ণন	√	×	×	×	×	×
কৌরব-আক্রমণে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে কোলাহল	×	×	×	×	×	×
দ্রোণবধার্থ পাণ্ডবপক্ষের সমবেত সমর	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ · যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	√	×	×	×	×	×
কৌরব পক্ষীয় ক্ষেমধূর্তি বধ	√	×	[illegible]	×	×	×
কৌরব পক্ষীয় বীরধন্বার নিধন	√	×	×	×	√	×
সহদেবকর্তৃক নিরমিত্র বধ	√	×	×	×	√	×
সাত্যকিসহ যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয়	√	×	×	×	×	×
সৌমদত্তি বধ, কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	√	×
রাক্ষস অলম্বুসহ ভীমের ভীষণ যুদ্ধ	√	×	×	×	√	×
ভীম সমরে অলম্বুষ পরাজয়	√	×	×	×	√	×
ঘটোৎকচ-অলম্বুষ পরাজয়	×	×	×	×	√	×
ঘটোৎকচ অলম্বুষ যুদ্ধ	×	ঘটোৎকচের যুদ্ধে অনুপস্থিতি	×	×	√	
ঘটোৎকচকর্তৃক অলম্বুষ বধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণ-সাত্যকি সমরে যুধিষ্ঠির সাহায্য	×	×	×	×	√	×
দ্রোণকর্তৃক বহু পাঞ্চাল কৈকেয় বীরবধ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুন সাহায্যার্থে যুধিষ্ঠিরের সাত্যকি আমন্ত্রণ	×	×	×	×	√	×
সাত্যকিকর্তৃক অর্জুনের গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
অর্জুন সাহায্য যুধিষ্ঠিরের একান্ত আগ্রহ	×	×	×	×	√	×
অর্জুন সাহায্যার্থে সাত্যকির গমনেচ্ছা	×	×	×	×	√	×
সাত্যকির সামরিক রথসজ্জা অভিযান	×	×	×	×	×	×
ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠির রক্ষার ভারার্পণ	×	×	×	×	√	×
সাত্যকিকর্তৃক বহু কৌরব বীর বধ	×	×	×	×	√	×
ব্যূহ প্রবিষ্ট সপাণ্ডব সাত্যকিসহ দ্রোণযুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
কৌরব সৈন্য পলায়ন	×	×	×	×	×	×
অর্জুন সাত্যকি ভীত ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
সঞ্জয়ের সতিরস্কার যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন	×	×	×	×	√	×
পাণ্ডবগণসহ কৃতবর্মার তুমুল যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
শিখণ্ডী প্রমুখ পাণ্ডবগণের পরাজয়	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাত্যকিসহ সমরে কৃতবর্মার পরাজয়	×	×	×	×	√	×
সাত্যকিশরে ত্রিগর্ত দেশীয় রাজগণের পরাজয়	×	×	×	×	√	×
সাত্যকিকর্তৃক জলসন্ধ বধ	×	×	×	×	[illegible]	×
সমবেত কৌরবসহ সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ	×	×	[illegible]	×	×	×
সাত্যকিসহ রণে কৃতবর্মার পরাজয়	×	×	×	×	×	×
সাত্যকি-দ্রোণ যুদ্ধ		×	×	×	√	×
সাত্যকি শরে সুদর্শন-সংহার	×	×	×	×	√	×
সমর জয়ী সাত্যকির অর্জুনাভিমুখে গমন	×	×	×	×	√	×
সাত্যকি শরে দুর্যোধন পক্ষীয় যবন সৈন্য বধ	×	×	×	×	×	×
ব্যূহ পথে সাত্যকিসহ দুর্যোধনাদির যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
কৌরব পরাজয় পলায়ন	×	×	×	×	√	×
ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধ প্রশ্ন	×	×	×	×	×	×
সঞ্জয়ের সতিরস্কার উত্তর কৌরব পরাজয়	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পলায়মান দুর্যোধন সৈন্যের দ্রোণাশ্রয় গ্রহণ	×	×	×	×	√	×
পলায়মান দুঃশাসন প্রতি দ্রোণ তিরস্কার	×	×	×	×	√	×
পাণ্ডব পক্ষীয় বীরকেতু প্রমুখ পাঞ্চাল বধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ: পাণ্ডব পরাজয়	×	×	×	×	√	×
ত্রিগর্ত রক্ষিত দুঃশাসনসহ সাত্যকির যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
সাত্যকিকর্তৃক পঞ্চশত ত্রিবর্গবীর বধ	×	×	×	×	√	×
দুঃশাসন-পরাজয়-পলায়ন	×	×	×	×	√	×
ব্যূহ মধ্যে অর্জুনসহ সাত্যকির মিলন	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনসহ যুধিষ্ঠিরাদির যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণকর্তৃক বৃহৎক্ষেত্র বধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণকর্তৃক ধৃষ্টকেতু বধ	×	×	×	×	√	×
দ্রোণকর্তৃক চেদিবীরগণ বধ	×	×	×	×	√	×
ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় ক্ষেত্রবর্মার নিধন	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুনাদির অনুসন্ধানে যুধিষ্ঠিরের ভীম প্রেরণ	×	×	×	×	√	×
ভীমের অর্জুন অনুসরণে যাত্রা	×	×	×	×	√	×
ব্যূহপথে ভীমসহ কৌরবগণের যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
দ্রোণ-ভীমের সমর সম্ভাষণ	√	×	[illegible]	×	×	×
ভীমকর্তৃক দুর্যোধন-ভ্রাতা অভয়াদি বধ	√	×	×	×	×	×
ব্যূহমধ্যে দ্রোণ ভীম যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ব্যূহ সমীপে ভীমাগমণে অর্জুনেব হর্ষ	√	×	×	×	×	×
অর্জুন-যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম প্রবেশে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	√	×	×	×	×	×
কর্ণকর্তৃক ভীমের পথরোধ : কর্ণ পরাজয়	√	×	×	×	×	×
দ্রোণ সমীপে দুর্যোধনের জয়োপায় প্রার্থনা	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনের প্রতি শান্তি রক্ষার উপায় প্রার্থনা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দুর্যোধনের প্রতি শান্তি রক্ষার উপায় কথন	√	×	×	×	×	×
ব্যূহপথে দুর্যোধনসহ সুধামন্যু প্রভৃতির যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ভীম-কর্ণ সমর : কর্ণ পলায়ন	√	×	×	×	×	×
পুনর্বার ভীম কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ভীম-কর্ণ যুদ্ধ : কর্ণ পরাজয়	√	×	×	×	×	×
ভীম-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ	√	×	×	×	√	×
কর্ণ সাহায্যকারী দুর্মুখ বধ : কর্ণ পলায়ন	×	×	×	×	√	×
ভীমহস্তে কর্ণ পরাজয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস	×	×	×	×	×	×
ভীমহস্তে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুমর্ষণাদি বধ	√	×	×	×	×	×
ভীম-কর্ণের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ : কর্ণ পরাজয়	√	×	×	×	×	×
কর্ণ সাহায্যকারী চিত্রাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবধ	√	×	×	×	×	×
কর্ণ-ভীম যুদ্ধ, শত্রুঞ্জয়াদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বধ	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পুনঃ পুনঃ ভীম-কর্ণ সমর : কৌরব পরাজয়	√	×	×	×	×	×
ভীম-কর্ণের পুনঃ সমর - কর্ণ নিপীড়ন	√	×	×	×	×	×
ভীমের বিশৃঙ্খল যুদ্ধে কর্ণের কটূক্তি	√	×	×	×	×	×
ভীম নিন্দায় ক্রুদ্ধ অর্জুনের কর্ণ আক্রমণ	√	×	×	×	×	×
সাত্যকিকর্তৃক অলম্বুষ নৃপতি বধ	√	×	×	×	×	×
যুদ্ধজয়ী সাত্যকির অর্জুন অভিমুখে গমন	√	×	×	×	×	×
ভূরিশ্রবার সাত্যকি-আক্রমণ, ভীষণ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
সাত্যকি রক্ষার্থে পার্থের প্রতি কৃষ্ণের ইঙ্গিত	√	×	×	×	×	×
অর্জুনশরে ভূরিশ্রবার বাহু কর্তন	√	×	×	×	×	×
ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার অর্জুন তিরস্কার	√	×	×	×	×	×
বাহুচ্ছেদে নির্বিঘ্ন ভূরিশ্রবার যোগাবলম্বন	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণাদেশে ভূরিশ্রবার সদ্‌গতি	√	×	×	×	×	×
সাত্যকি-ভূরিশ্রবার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বৃষ্ণিবংশে প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের সত্বরতা	√	×	×	অর্জ্জুন বধার্থে কর্ণের প্রতিজ্ঞা	×	×
অর্জ্জুন প্রতিরোধ দুর্যোধনের অধ্যাবসায়	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথবধার্থী অর্জ্জুনের কৌরবাক্রমণ	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের ভীষণ কৌরবাক্রমণ	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের জয়দ্রথ অনুসন্ধান-যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
সূর্য্যাবরণের জন্য কৃষ্ণের যোগমায়া বিস্তার	√	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের জয়দ্রথ-রক্ষক কৃপাদির আক্রমণ	×	×	×	×	√	×
জয়দ্রথের শিরচ্ছেদ কৃষ্ণের সতর্কীকরণ	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথের শিরচ্ছেদে কৃষ্ণের সতর্কীকরণ	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথের প্রতি বৃদ্ধ ক্ষেত্রের প্রয়োগ বৃত্তান্ত	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথ-শিরচ্ছেদ : বৃদ্ধক্ষত্র নিধন	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জয়দ্রথ বধান্তে সূর্যের পুনঃ প্রকাশে কৌরব ক্রন্দন	√	×	×	×	×	×
কৃপাচার্য-অশ্বত্থামার যুগপৎ অর্জুন আক্রমণ	√	×	×	×	×	×
কৃপাচার্য পীড়নে অর্জুনের সবিলাপ খেদ	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণসহ যুদ্ধে অর্জুনকে নিবারণ	√	×	×	×	×	×
কর্ণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ, কৌরব পরাজয়	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের কর্ণ-তিরস্কার, বৃষসেন বধ প্রতিজ্ঞা	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহ বাণী	√	×	×	×	×	×
জয়দ্রথ বধে পাণ্ডব প্রীতি, কৃষ্ণভিনন্দন	×	×	×	×	√	×
শত্রুজয়ী ভীম-সাত্যকির অভিনন্দন	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনের সবিলাপ ত্রাস	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণের দুর্যোধন পাপ পরিণাম কথন	√	×	×	×	×	×
দ্রোণাচার্যের পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনের দ্রোণ নিন্দা, পুনঃ যুদ্ধার্থ উদ্বোধন	×	×	×	×	√	অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে বিষয়েব ইঙ্গিত আছে
দ্রোণাবাক্যে অপক্ষপাত কর্ণোপদেশ যুদ্ধারম্ভ	×	×	×	×	√	×
ঘটোৎকচ বধ পর্বাধ্যায়-উভয়পক্ষে ভীষণযুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনের ভীষণ আক্রমণ, পাণ্ডব পরাজয়	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরাক্রান্ত দুর্যোধনের দ্রোণ সাহায্য লাভ	×	×	×	×	×	×
পাণ্ডবগণের সমবেত দ্রোণাক্রমণ	√	×	×	×	√	×
দ্রোণাচার্যকর্তৃক শিবি বধ	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ভীমকর্তৃক ধ্রুবাদি কলিঙ্গরাজপুত্র সংহার	√	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্র তনয় দুর্মদ দুষ্কর্ণ সংহার	√	কবীন্দ্রে দুর্মসেন দুর্মদ স্থলে	×	×	×	×
সোমদত্তের সাত্যকি-সংহার প্রতিজ্ঞা	√	×	×	×	×	×
সাত্যকির সোমদত্ত বধ প্রতিজ্ঞা	√	×	×	×	×	×
পাণ্ডব সহায় সাত্যকি-কৌরব সহায় সোমদত্তযুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার শরে অঞ্জন পর্বার সংহার	√	×	×	×	×	×
ঘটোৎকচসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামার ভীষণ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার শরে দ্রুপদ পুত্র সুরথাদি-বধ	√	×	×	×	×	×
সাত্যকিকর্তৃক সোমদত্ত পরাজয়	√	×	×	×	×	×
ভীমকর্তৃক বাহলকী বধ	√	×	×	×	×	×
ভীম করে নাগদত্তাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ	√	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের অজয়াদি বীরগণের বিনাশ	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্ণের আত্মশ্লাঘা, কৃপাচার্যের নিন্দাবাণী	√	কর্ণপুত্র ও শকুনি পুত্রবধ	×	দ্রোণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ	×	×
কৃপাচার্যের প্রতি কর্ণের কটূক্তি	√	×	×	×	×	×
কৃপানিন্দায় অশ্বত্থামার কর্ণবধোদ্যম	×	×	×	×	×	×
দুর্যোধনাদিকর্তৃক অশ্বত্থামার সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	×
কর্ণ-পাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ	√	×	×	×	√	×
কর্ণার্জুন যুদ্ধ, কর্ণ পরাজয়	×	×	×	×	√	×
সমর পরাজয়ে ভীত দুর্যোধনের ধিক্কার	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার অভিযান	×	×	×	×	√	×
ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
দ্রোণযুদ্ধে পাণ্ডব পরাজয়, ভীমার্জুন অভিযান	×	×	×	×	×	×
সাত্যকি-সোমদত্ত সমর	√	×	×	×	√	×
সাত্যকি-শরে সোমদত্ত সংহার	√	×	×	×	√	×
দ্রোণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-কৃষ্ণের সামরিক উপদেশ	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দীপালোকে অতিমাত্র শোভাসম্পন্ন নৈশ সমর	×	×	×	×	×	×
বহু রথী রক্ষিত দ্রোণের পাণ্ডবসহ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুল যুদ্ধ, যুধিষ্ঠির পলায়ন	√	×	×	×	×	×
সাত্যকি-সমরে ভূরিশ্রবার নিধন	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার শরে ঘটোৎকচ পরাজয়	√	অশ্বত্থামা-সাত্যকির যুদ্ধ	×	×	√	×
ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধে দুর্যোধন পরাজয়	√	×	×	×	×	×
কর্ণ-সহদেব সমর, সহদেব-পলায়ন	×	×	×	×	×	×
শল্যকর্তৃক বিরাট ভ্রাতা শতানীক সংহার	√	×	×	×	√	×
সঙ্কুল যুদ্ধ, পাণ্ডব-পরাজয়	√	×	×	×	√	×
সঙ্কুল যুদ্ধে, কৌরব পরাজয়	×	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক দ্রুমসেন বধ	×	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক সাত্যকি বধে কর্ণের কূটকল্পনা	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুল যুদ্ধে কৌরব পরাজয়	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণ-কর্ণশরে নিপীড়িত পাণ্ডব সৈন্য পলায়ন	√	×	×	×	×	×
কর্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ, পাণ্ডব সৈন্য পলায়ন	√	×	×	×	×	×
কর্ণ পরাক্রম দর্শনে যুধিষ্ঠিরের ত্রাস	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণ যুদ্ধে ঘটোৎকচের নিয়োগ	√	×	×	×	×	×
ঘটোৎকচের অভিযান, কর্ণসহ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ঘটোৎকচবধার্থ দুঃশাসনসহ অলম্বল নিয়োগ	√	×	×	×	×	×
ঘটোৎকচকর্তৃক অলম্বল বধ	√	কবীন্দ্রে অলম্বুষ	×	×	×	×
কর্ণ-ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
কৌরব পক্ষীয় রাক্ষস অলায়ুধের অভিযান	√	×	×	×	×	×
অলায়ুধের ঘটোৎকচ-আক্রমণ—ভীমসহ যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ঘটোৎকচকর্তৃক অলায়ুধ বধ	√	×	×	×	×	×
কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধে কৌরব-ত্রাস	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্ণশরে ঘটোৎকচ বধ	√	×	×	×	√	×
ঘটোৎকচবধ ঘটিত রহস্য	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণবধোপায় নির্ধারণ	×	×	×	×	×	×
জরাসন্ধাদির বিনাশ, কৌশল প্রকাশ	√	×	×	×	×	×
পার্থপ্রতি শক্তি প্রয়োগে কর্ণের ঔদাসীনের কারণ	√	×		×	×	×
কৌরবগণকর্তৃক পাণ্ডব সৈন্য নিপীড়ন	√	×	×	×	√	×
ঘটোৎকচশোকে যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	×
শোকক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের অভিযান –ব্যাস সান্ত্বনা	×	×	×	×	×	×
দ্রোণ বধপর্বাধ্যায়, উভয়পক্ষের যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
সাময়িক যুদ্ধবিরতি, অর্জুনের অভিনন্দন	√	×	×	×	×	×
দ্রোণাচার্যের দুর্যোধন-তিরস্কার	√	×	×	×	×	×
দ্রোণকর্তৃক বিরাট ও দ্রুপদসংহার	√	×	×	×	×	×
ভীমের উত্তেজনায় সমবেত দ্রোণ আক্রমণ	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ, উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্য ক্ষয়	√	×	×	×	√	×
সহদেব-দুঃশাসন ও কর্ণ-ভীম যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অর্জুন-দ্রোণাচার্য যুদ্ধের প্রশংসাবাদ	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুল যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
সাত্যকিকে দুর্যোধনের স্ববশে আনয়ন কৌশল	√	×	×	×	×	×
সাত্যকির প্রেবোক্তি পরস্পর যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
'অশ্বত্থামা হত' বলাতে কৃষ্ণের প্ররোচনা	×	×	×	×	√	×
পার্থের উপেক্ষা, যুধিষ্ঠিরাদির অঙ্গীকার	×	×	×	×	√	×
দ্রোণান্তর্ধানে বিশ্বামিত্রাদির মন্ত্রণা প্রয়োগ	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরসমীপে দ্রোণের পুত্র নিধন প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের সকৌশল মিথ্যা উক্তি	×	×	×	×	√	×
দ্রোণাচার্যের আত্মজীবনে হতাশা	×	×	×	×	√	×
দ্রোণপরাভবে ধৃষ্টদ্যুম্নের কৌশল	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণের প্রতি পাণ্ডবগণের সঙ্কুল আক্রমণ	√	×	×	×	×	×
দ্রোণের দুর্নিমিত্ত দর্শন, প্রাণত্যাগে ইচ্ছা	√	×	×	×	×	×
দ্রোণ-পুত্র নাশের প্রকৃত প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন	√	×	×	×	×	×
দ্রোণাচার্যের অস্ত্র বর্জন, যোগে তনুত্যাগ	√	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক গতায়ু দ্রোণের শিরচ্ছেদ	√	×	×	×	×	×
নরায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্বাধ্যায়, কৌরব পলায়ন	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার অভিযান	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার নিকট পিতৃবধ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন	×	×	×	×	√	×
পিতৃবধে অশ্বত্থামারকর্তব্য জিজ্ঞাসা	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার সমস্ত পাঞ্চালবধে প্রতিজ্ঞা	×	ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা	×	×	√	×
অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র মাহাত্ম্য প্রকাশ	×	দ্রোণ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন, দুর্যোধনকর্তৃক সৈন্যগণকে উৎসাহ দান, কর্ণেরসেনা-পতিত্ব গ্রহণ	×	×	√	কবীন্দ্র দ্রোণ পর্বের শেষ ঘটনা বাদ দিয়ে দ্রোণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে কর্ণের সেনাপতিত্বে বরণের মাঝে শেষ করেছেন দ্রোণ পর্ব। এ সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত হলেও অসম্পূর্ণ মনে হয় নি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ যুধিষ্ঠির ত্রাস	×	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার শৌর্য্য বিষয়ে অর্জ্জুনের সখেদ উক্তি	×	×	×	×	×	×
অর্জ্জুনের করুণায় ভীমের কটূক্তি	×	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্নের নির্দোষিতা জ্ঞাপন	×	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সাত্যকি-তিরস্কার	×	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্নের সাত্যকি প্রত্যুক্তি	×	×	×	×	×	×
ধৃষ্টদ্যুম্ন-আক্রমণোদ্যত সাত্যকির সান্ত্বনা	×	×	×	×	×	×
সমবেত কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধারম্ভ	×	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র ত্যাগে যুধিষ্ঠিরের ভয়	×	×	×	×	×	×
অস্ত্র পরিত্যাগে কৃষ্ণের পরামর্শ ভীমের অনিচ্ছা	×	×	×	×	×	×
নারায়াণাস্ত্র দগ্ধ ভীম রক্ষার্থে বিষ্ণুমায়া বিস্তার	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পাণ্ডবাস্ত্র ত্যাগে নারায়ণাস্ত্র, বিফলতা	×	×	×	×	×	×
যুদ্ধে অশ্বত্থামাব পুনঃ অভ্যুত্থান পাণ্ডব পরাজয	×	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার শরে সুদর্শনাদি সংহার	×	×	×	×	×	×
ভীম-অশ্বত্থামার যুদ্ধ, পাণ্ডব পরাজয	×	×	×	×	×	×
অর্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ, কৌরব পরাজয়	×	×	×	×	×	×
অস্ত্র ব্যর্থতার কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাসের উত্তর	×	×	×	×	×	×
কৃষ্ণ-অর্জুন-অশ্বত্থামার পূর্ব বৃত্তান্ত	×	×	×	×	×	×
অর্জুনের নিজ জয় কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাসোক্তি	×	×	×	×	×	×
ব্যাসকর্তৃক রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্তন	×	×	×	×	×	×
দক্ষযজ্ঞ বিনাশ বৃত্তান্ত	×	×	×	×	×	×
ত্রিপুরাসুরসংহার সংবাদ	×	×	×	×	×	×
শক্তিক্রোড়স্থ শিশুরূপী হরের ইন্দ্রবাহু স্তম্ভন	×	×	✓	×	×	×
হরের কৃপায় ইন্দ্রের পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি	×	×	×	×	×	×
শিবমাহাত্ম্য-শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা	×	×	×	×	×	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
কর্ণপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রোণ বিনাশে কৌরব বিমর্ষ, কর্ণের সেনাপতিত্ব, যুদ্ধে নিধন, জনমেজয়ের যুদ্ধবৃত্তান্ত সবিস্তার শ্রবণেচ্ছা	√	এ বিষয়সমূহ কবীন্দ্রে লিখিত হয়েছে দ্রোণ পর্বের শেষে	×	×	×	×
বৈশম্পায়ন-প্রত্যুত্তর-সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	√	জয়মুনির প্রত্যুত্তর দ্রোণ বধ বার্তা শ্রবণ	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণবধবার্তা শ্রবণ	×	×	×	×	×	√
ভীমের দুঃশাসন সংহার, রক্তপান	×	×	×	×	×	√
কৌরবগণের আদ্যোপান্ত বধ বৃত্তান্ত	×	×	×	×	×	√
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বধবৃত্তান্ত	×	×	×	×	×	√
কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণবৃত্তান্ত	×	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্রের শোকজনিত মহামোহাবেশ	×	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্ণবধে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ	×	×	×	×	×	√
কর্ণনাশে ধৃতরাষ্ট্রের শেষ-আশাভঙ্গ, দুঃশাসন-শোকে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মগ্লানি	×	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্রের সবিস্তার কর্ণবধবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা	×	তাবকাক্ষ-মকরাক্ষ পর্বাধ্যায, পরশুরাম কাহিনী	×	×	×	×
যুদ্ধার্থ অশ্বত্থামাদির মন্ত্রণা	×		×	×	×	×
কর্ণের সৈন্যাপত্যে অশ্বত্থামাদির অনুমোদন, কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণ	×	সেনাপতিরূপে কর্ণের যুদ্ধারম্ভ	×	×	×	×
ষোড়শদিবসীয় যুদ্ধ ব্যূহরচনা	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূর্তি বধ	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, কৌরবপক্ষীয় বিন্দ অনুবিন্দ বধ	×	×	×	×	×	×
কৌরবপক্ষীয় চিত্রসেনাদি নিধন	√	×	×	×	×	×
ভীম-অশ্বত্থামার যুদ্ধ, উভয়ের পলায়ন	√	×	×	×	×	×
অর্জুন সংশপ্তক সমর বহু সংশপ্তক ক্ষয়	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়	√	×	×	×	×	×
অর্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বত্থামার পলায়ন	√	×	×	×	×	×
অর্জুন যুদ্ধে মগধাধিপ দণ্ডধার বধ	√	×	×	×	×	×
মগধরাজ দণ্ডবধ, কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের যুদ্ধ প্রশংসা, রণভূমি প্রদর্শন	√	×	×	×	×	×
পাণ্ড্যরাজ প্রবীরসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার অস্ত্রে পাণ্ড্যরাজ বধ	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, বহু সৈন্যক্ষয়	×	×	×	×	√	×
তুমুল সঙ্কুলযুদ্ধ কৌরবপক্ষীয় পুণ্ড্রপ্রমুখ নৃপতি নিধন	√	×	×	×	√	×
সহদেবসহ সমরে দুঃশাসন পরাজয়	√	×	×	×	√	×
কর্ণনকুল যুদ্ধ, নকুল পরাজয়	×	×	×	×	×	×
কর্ণকর্তৃক নকুলের উপহাস, কর্ণসমরে পাণ্ডব পলায়ন	×	×	×	নকুলের প্রতি কর্ণের উপদেশ	×	×
উলূকযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় যুযুৎসুর পরাজয়	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সঙ্কুলযুদ্ধ-সুতসোমের আলৌকিক অসিযুদ্ধ	√	×	×	√	√	×
কৃপাচার্য-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ	√	×	×	×	√	×
পলায়মান ধৃষ্টদ্যুম্নের পশ্চাদপসারণ	√	×	×	×	√	×
হার্দিক্য-শিখণ্ডীসমর, পাণ্ডব পলায়ন	×	×	×	×	×	×
অর্জুনযুদ্ধে শত্রুর প্রমুখ বহুবীরবধ	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, উভয়পক্ষের বহু সৈন্যক্ষয়	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির দুর্যোধন যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধন পরাজয়	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ—পাণ্ডব পরাজয়	√	×	×	×	×	×
রাত্রিযুদ্ধে ভীত কৌরবগণের পলায়ন	√	×	×	×	×	×
শিবিরে বিশ্রামাবসরে কর্ণের সুচাতুরী আশ্বাস	√	×	×	×	×	×
অর্জুনবধে কর্ণের সুদৃঢ় সঙ্কল্প	√	×	×	×	×	×
শল্যকে সারথি করিতে কর্ণের কামনা	√	×	×	×	[illegible]	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দুর্যোধনকর্তৃক শল্যের কর্ণসারথ্যপ্রার্থনা	√	×	×	×	×	×
কর্ণের সারথ্য প্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনস্তবতুষ্ট শল্যেব কর্ণসাথ্যস্বীকার	√	×	×	×	×	×
শল্যসন্তোষার্থ ত্রিপুরাসুর প্রসঙ্গে ত্রিপুর উৎপত্তি	×	×	×	×	√	×
ত্রিপুরনাশে ইন্দ্রের অসামর্থ্য-বজ্রের ব্যর্থতা	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মার বাক্যে দেবগণের মহাদেব স্তুতি	×	×	×	×	√	×
মহাদেবের অসুরবধ-স্বীকার, ত্রিপুরাসুরের বধকৌশল নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
দেবগণকর্তৃক মহাদেবের রথ নির্মাণ	×	×	×	×	√	×
মহাদেবের সারথ্য নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মার মহাদেব সারথ্য গ্রহণ মহাদেবের সমরযাত্রা	×	×	×	×	√	×
শিবশরে ত্রিপুরধ্বংসে পরশুরামশিষ্য কর্ণ ইতিহাসে শল্যসন্তোষ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্ণপ্রভাবশ্রবণে শল্যের অবজ্ঞা-অপনয়ন শল্যের সবিশেষ সন্তোষ জন্য দুর্যোধনের স্তব	×	×	×	×	√	×
শল্য-সারথ্যে কর্ণের যুদ্ধযাত্রা কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের জয়াশীর্বাদ	√	×	×	×	√	×
দুর্নিমিত্ত দর্শন, অশুভ সূচনা	√	×	×	×	×	×
শল্যপ্রমুখ কৌরবগণের প্রতি কর্ণের আশ্বাস	√	×	×	×	×	×
শল্যকর্তৃক কর্ণসমীপে অর্জুনের শৌর্যপ্রশংসা	√	×	×	×	×	×
যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পুরস্কার ঘোষণা	√	×	×	×	×	×
শল্যের কর্ণ তিরস্কার	×	×	×	×	√	×
ক্রুদ্ধ কর্ণকর্তৃক মদ্রবংশের নিন্দাবাদ	×	×	×	×	√	×
শল্যের প্রত্যুত্তর, হংসবায়স ইতিহাস	×	×	×	×	√	×
পক্ষীদিগের বিবিধ বিচিত্র গতি	×	×	×	×	√	×
হংসে কাকের আকাশগতি	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কাকের দর্পচূর্ণ, হংস হতে তার উদ্ধার	×	×	×	×	√	×
যুদ্ধদৌর্বল্য উল্লেখ কর্ণের প্রতি শল্য কটূক্তি	×	×	×	×	√	×
কর্ণের ধৈর্যগুণগৌরব, পরশুরাম শাপ	√	×	×	×	×	×
নির্ভীক কর্ণের অর্জুনসহ যুদ্ধে দৃঢ়তা কর্ণের শল্যভর্ৎসনা	×	×	×	×	√	×
বিপ্রশাপ, বিড়ম্বিত কর্ণেব দৈন্য	√	×	×	×	×	×
শল্যের প্রতি কটাক্ষসহ কর্ণের আত্মশ্লাঘা	×	×	×	×	×	×
কর্ণকর্তৃক শল্য বংশগ্লানি প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
মদ্রাদিদেশেব দুষ্টাচারের ইতিহাস	×	×	×	×	√	×
শল্যের কর্ণশাসিত অঙ্গদেশ-নিন্দা	×	×	×	×	√	×
সপ্তদশদিবসীয যুদ্ধ, ব্যূহব্যবস্থা	√	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের স্বপক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা, শল্যের কর্ণ-সতর্কতা	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ—বহু সৈন্যক্ষয়	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্ণকর্তৃক ভানুসেনাদি বীরগণবধ ভীষণ সঙ্কুলযুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ভীমকর্তৃক ভানুসেন বধ	√	×	×	×	×	×
সমরপীড়িত পাণ্ডব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
কর্ণযুধিষ্ঠির যুদ্ধ, কৌরব পলায়ন	√	কর্ণের মোহপ্রাপ্ত হওয়া	×	×	×	×
কর্ণকরে চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার বধ কর্ণযুদ্ধে নিপীড়িত যুধিষ্ঠির পলায়ন	√	×	×	×	×	×
কর্ণকর্তৃক উপহসিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধাদেশ	√	×	×	×	×	×
বহুবীরক্ষয়, কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	√	×
কর্ণ-ভীম মহাসমর, কর্ণপরাজয়	√	×	×	×	√	×
ভীমকরে বিবিৎসুপ্রমুখ ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ পুনঃ কর্ণভীম সমর ভীমের ভীষণ প্রহারে কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	√	×
পলায়মান যুধিষ্ঠিরের ভীম সাহায্য সঙ্কুলযুদ্ধ	√	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সঙ্কুলযুদ্ধ, কৌরব পরাজয়	√	×	×	×	√	×
অর্জুনযুদ্ধে কৌরবপক্ষের বহু লোকক্ষয়	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধে, কৃপকরে সুকেতু সংহার	×	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৃত্রিম বীরদর্প	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনসহ নকুল সহদেব যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধন, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ দুর্যোধন পরাজয় সঙ্কুল যুদ্ধ-কর্ণকরে জিষ্ণুপ্রমুখ মহারথ বধ	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, কর্ণকর্তৃক পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়ণ	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণবাক্যে অর্জুনকর্তৃক বহু শত্রুসৈন্য বধ	√	×	×.	×	√	×
অর্জুন যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্নবধ-প্রতিজ্ঞা	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকৌশলে অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রদর্শন	√	×	×	×	×	খুব সংক্ষিপ্তাকারে
কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বত্থামার যুদ্ধ	√	×	×	×	√	×
কর্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামা, উভয়ের বিমুখতা	√	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠির রক্ষার্থ কৃষ্ণের অর্জুন সতর্কতা	/	×	×	×	×	×
কৃষ্ণের কৌরব পরাজয় বিষয়ক আশ্বাসবাণী	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, কৌরব পরাজয়	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ উভয়পক্ষীয় বহু লোকক্ষয়	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ-পাণ্ডব পরাজয়° শল্যকৌশলে কর্ণের যুধিষ্ঠির সহ যুদ্ধ ত্যাগ	√	×	×	×	×	×
অর্জুনযুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয় কর্ণের সর্বসংহারক অস্ত্রপ্রয়োগ	×	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকৌশলে অর্জুনের যুধিষ্ঠিরান্বেষণ	√	×	×	×	×	×
অর্জুন-যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎকার,-স্বপ্নদৃষ্টবৎ প্রশ্ন	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠির প্রযুক্ত ধিক্কার	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরধিকৃত অর্জুনের তদীয় বধোদ্যম	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুনের প্রতি ধিক্কারপূর্বক কৃষ্ণের উপদেশ	×	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক বলাক ব্যাধবৃত্তান্ত বর্ণন কৌশিক-বিপ্র-বৃত্তান্ত, কৃষ্ণের ধর্মবিষয়ক বিবিধ উপদেশ	×	×	×	×	×	×
কৃষ্ণের অর্জুন প্রতিজ্ঞাপলন মধ্যস্থতা	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরপ্রতি পার্থের তুমি শব্দ প্রয়োগ	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের আত্মঘাত অনুকল্প আত্মপ্রশংসা	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনাপমানিত যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির নিকটে অর্জুনের অপরাধক্ষমা-পণ	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের কর্ণবিজয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশ	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা, ভলভক্ষণ প্রকাশ কৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণের সমর উৎসাহদান	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুনের বীরদর্পসহ কৃষ্ণবাক্যে অনুমোদন	×	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, কৌরবপক্ষীয় সুষেণ সংহার	×	অর্জুনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ	×		✓	×
ভীমের সারথী সতর্কীকরণ	×			দুর্যোধনকতক সৌবলকে ভীম নিবারণে প্রবণ ৩ যুগের পরাজয় কৌরব সৈনা ভঙ্গে কর্ণের ত্রাস, কর্ণকে সমবেত আক্রমণ দুর্যোধন আদেশে কৌরবগণের অর্জুন নিবারণ চেষ্টা	✓	×
যুদ্ধে অর্জুন, মিলনাশায় ভীমের আনন্দ	×	×	×	×	✓	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুনবাণে বিধ্বস্ত কৌরবগণের পলায়ন	×	×	×	×	√	অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে আছে
ভীমসেন সমরে কৌরবপরাজয়	√	×	×	×	√	×
ভীম-শকুনি সমর, শকুনি পলায়ন	×	×	×	×	√	×
কর্ণসমরে পাণ্ডব পরাজয়	√	×	×	×	√	×
পরস্পর সৈন্যসংহারী অর্জুন কর্ণাভিযান, কর্ণের প্রতি শল্যের সমরোৎসাহ-বাণী	√	×	×	×	×	×
শল্যবাক্যে সন্তুষ্ট কর্ণের অর্জুন প্রশংসা	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামাদিসহ অর্জুনের যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনসহ ভীমের মিলন	×	×	×	×	×	×
সংসপ্তকগণসহ অর্জুনের ভীষণ যুদ্ধ, ভীমার্জুন নিপীড়িত কৌরবগণের পলায়ন	√	×	×	×	√	×
কর্ণ-শরে বিশোক, সাত্যকি-শরে প্রসেন সংহার	√	×	×	×	√	×
দুঃশাসন ভীমসেন সমর	√	×	×	×	×	×
ভীমকর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান, চিত্রসেন বধ	√	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দুঃশাসন প্রতি ভীমের আক্রোশ	√	×	×	×	×	×
ভীমশরে নিষঙ্গিপ্রমুখ বণবগণবধ, কর্ণভীতি, কর্ণপুত্র	√	×	×	×	×	×
বৃষসেনসহ যুদ্ধে নকুল-পরাজয়	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ-উভয়পক্ষীয় বহুবীরক্ষয়	√	×	×	×	×	×
অর্জুনশরে কর্ণতনয় বৃষসেন বধ	√	×	×	×	×	×
কর্ণসহ অর্জুনযুদ্ধে কৃষ্ণের অভয়বাণী	√	×	×	×	×	×
রণক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছু কর্ণার্জুন সমাগম	×	×	×	×	×	×
অন্তরীক্ষে কর্ণার্জুন পক্ষপাতিগণের সম্মেলন,	×	×	×	×	×	×
ইন্দ্র-সূর্যদ্বন্দ্ব, কর্ণার্জুনের জয়-পরাজয়-প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
দেবগণের অর্জুনজয় সিদ্ধান্ত, কর্ণার্জুন যুদ্ধ	×	×	×	×	×	×
রথী-সারথির সরস সমরালাপ	×	×	×	×	√	×
সমবেত কৌরবগণের অর্জুন আক্রমণ, সন্ধির জন্য	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অশ্বত্থামার দুর্যোধন অনুরোধ	√	×	×	×	√	×
সন্ধিসম্বন্ধে দুর্যোধনের দোষ প্রদর্শন	√	×	×	×	×	×
কর্ণার্জুন যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহুবীর বধ	√	×	×	×	×	×
কর্ণবধার্থ ভীমের অর্জুন উত্তেজনা	√	×	×	×	×	×
অর্জুন প্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বহু বিপক্ষবীক্ষয়	√	×	×	×	×	×
কর্ণশরে পাণ্ডব নিপীড়ন	√	×	×	×	×	×
অর্জুন যুদ্ধে কৌরবপলায়ন	√	×	×	×	×	×
মাতৃবধ প্রতিহিংসার্থ অশ্বসেনের কর্ণপক্ষাশ্রয়	√	×	×	×	×	×
পার্থবধার্থ কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রের বিফলতা	√	×	×	×	×	×
কর্ণার্জুনসহ অশ্বসেন নাগের পরিচয়, অর্জুনের অশ্বসেন সংহার-পুন: কর্ণসহযুদ্ধ, অর্জুনশরে কর্ণের মূর্চ্ছা	√	×	×	×	×	×
বসুন্ধরার কর্ণরথচক্রগ্রাস-কর্ণের আক্ষেপ, কর্ণের রথচক্র উদ্ধারচেষ্টা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষ্ণের কর্ণ তিরস্কার-যুদ্ধে অর্জুন উদ্বোধন, কৃষ্ণ বাক্যে কোপপরায়ণ কর্ণের পুনঃসমর	√	×	×	×	×	×
অর্জুনবাণে কর্ণের প্রাণসংহার, কর্ণমরণে কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
শল্যকর্তৃক দুর্যোধনসমীপে কর্ণবধ-সংবাদদান	√	×	×	×	×	×
কৌরব সৈন্যগণের পলায়ন বিভীষিকা	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনের অর্জুনবধে উদ্যম-সঙ্কুলযুদ্ধ, পাণ্ডব-পক্ষের নিপীড়ণে কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনের প্রতি শল্যের সাময়িক উপদেশ,	√	×	×	×	×	×
রোদনপরায়ণ দুর্যোধনাদির স্বশিবিরে গমন	√	×	×	×	×	×
কর্ণবধে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভাব, কর্ণমরণে পাণ্ডবপক্ষে প্রসন্নতা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌরবগণের সবিষাদ সমর-বিশ্রাম	✓	×	×	×	×	×
অর্জুনের যুধিষ্ঠির সমীপেকর্ণবধবার্তা নিবেদন	✓	×	×	×		×
যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মৃতদেহ দর্শন, কর্ণমরণ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীবিলাপ		×	×	×		×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
শল্যপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পরাজিত দুর্যোধনানুচরের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর	×	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্র সমীপে সঞ্জয়ের সমগ্র সংবাদ	×	×	×	×	×	√
পুরনারীসহ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বিলাপ	×	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্রের শোকোচ্ছ্বাস	×	×	×	×	×	√
শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমরবৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা	×	×	×	×	×	√
কৌরব পাণ্ডবের পুন: সমর, কৌরব পলায়ন	×	×	×	×	×	√
সঙ্কুলযুদ্ধ, দুর্যোধনের পরাজয়	×	×	×	×	×	√
মরিয়া হয়ে দুর্যোধনের যুদ্ধ	×	×	×	×	×	√
দুর্যোধনসমীপে কৃপাচার্যের সন্ধি প্রস্তাব প্রকাশ	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সন্ধিকার্যে দুর্যোধনের সযৌক্তিক অনিচ্ছা	√	×	×	×	×	×
সেনাপতিপদে শল্যের নির্বাচন	√	×	×	×	×	×
শল্যের সেনাপতি পদে অভিষেক	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির জাগরণ, কৃষ্ণের সাবধানতা	√	×	×	×	×	×
সমর নিয়মনির্ধারণ-বূহরচনা	√	×	×	×	×	×
অষ্টাদশ দিবসীয় যুদ্ধ, সমবেত সমর	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোকক্ষয়	√	×	×	×	×	×
নকুলকর্তৃক কর্ণপুত্র চিত্রসেন সংহার	√	শল্যের সঙ্গে পাণ্ডবগণের যুদ্ধ	×	×	×	×
কর্ণনন্দন সত্যসেন সংহার-কর্ণতনয় সুষেণ সংহার	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, সমরক্ষেত্রে বিবিধ উৎপাত উৎপত্তি	√	×	×	×	×	×
শল্যসহ সমবেত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ-ভীম-শল্য সমর	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ভীম -শল্যের গদাযুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুল যুদ্ধে দুর্যোধনহস্তে চেকিতান নিহত	√	×	×	×	×	×
শল্য-যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যুধিষ্ঠির পরাজয়	√	×	×	×	×	×
শল্য-সমরে সমস্ত পাণ্ডব পরাজয়	√	×	×	×	×	×
সমবেত কুরুবীরগণ সহ অর্জুন-যুদ্ধ- অর্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ-- অশ্বত্থামার অস্ত্রে সুরথ সংহার	√	×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধ, শল্য শরে পাণ্ডব নিপীড়ণ	√	×	×	×	×	×
শল্যসহ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের দৃঢ়তা	√	×	×	×	×	×
শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে শল্য-পরাজয়	√	×	×	×	×	×
শল্য-পাণ্ডব যুদ্ধ,বহু বীরক্ষয়	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক শল্য সংহার	√	×	×	×	×	×
শল্যানুজ বধ, কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	×	×
সমস্ত মদ্রকবধে কৌরব পলায়ন	√	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌরব পলায়নে পাণ্ডবগণের জয়োল্লাস দুর্যোধনের বিজয়ী পাণ্ডবসৈন্য অনুসরণ	√	×	×	×	√	×
পলায়িত সৈন্যগণের প্রতি দুর্যোধনের আশ্বাস	√	×	×	×	√	×
শাল্বরাজের অভিযান, সাত্যকি হস্তে নিহত	√	×	×	×	√	×
দুর্যোধন পক্ষীয় ক্ষেমাধুর্ত্তিবধ	√	×		×	√	×
সাত্যকি সমরে কৃতবর্মার পরাজয়	√	×	×	×	×	×
পাণ্ডবগণসহ দুর্যোধনের একক যুদ্ধ	√	×	×	×	×	×
ভীষণ সঙ্কুলযুদ্ধ, বহু লোকক্ষয়	√	×	×	×	×	×
শকুনি পাণ্ডব মহাসমর-শকুনি পরাজয়	×	×	×	×	√	×
শকুনির পুন: যুদ্ধ, উভয় পক্ষীয় লোকক্ষয়	×	×	×	×	√	×
শকুনির পুন: যুদ্ধায়োজন	×	×	×	×	√	×
যুদ্ধসমাপ্তি বিষয়ক অর্জুন-কৃষ্ণ পরামর্শ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অর্জুন যুদ্ধে কৌরব-পলায়ন-	×	×	×	×	×	
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে দুর্যোধন পরাজয়	√	×	×	×	×	
ভীমকরে দুর্মর্ষণাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবধ	√	×	×	×	×	
কৃষ্ণকর্তৃক দুর্যোধনবধ বিষয়ক উদ্যোগ	√	×	×	×	×	
সঙ্কুলযুদ্ধ, অর্জুনশরে সত্যকর্মাদি সংহার	√	×	×	×	×	
ভীমহস্তে সসৈন্য সুদর্শন সংহার		×	×	×	×	×
সঙ্কুলযুদ্ধে সহদেবকর্তৃক উলূকবধ	√	×	×	×	×	×
সহদেব শরে শকুনি বধ	√	×	×	×	×	×
হ্রদ প্রবেশপর্বাধ্যায়- দুর্যোধনসৈন্য নিঃশুন্য দুর্যোধনের পলায়নে প্রযত্ন-	√	×	×	×	×	×
ব্যাস বাক্যে সঞ্জয়বধে সাত্যকি নিবৃত্তি	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনের হ্রদমধ্যে প্রবেশ- দুর্যোধন-দুর্দশায়	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধন, দুর্দশায় অশ্বত্থামাদির বিলাপ	√	×	×	×	×	×
অমাত্যগণসহ যুযুৎসুর হস্তিনা প্রবেশ	√	×	×	×	×	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
গদাপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	অভিন্ন	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরাদির দুর্যোধন অন্বেষণ	×	×	×	দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমজ্জিত দুর্যোধন সমীপে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা	×	×
কৃপাচার্যাদির জলমধ্যগত দুর্যোধনাহবান	√	×	×	×	×	×
ব্যাধগণ মুখে ভীমের দুর্যোধন সন্ধানলাভ	√	×	×	×	×	×
পাণ্ডবগণের হ্রদসমীপে গমন	√	×	×	×	×	×
হ্রদস্থ দুর্যোধনবধে কৃষ্ণের উপদেশ	√	×	×	×	×	×
হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরের উক্তি-প্রত্যুক্তি	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
গদাযুদ্ধ পর্বাধ্যায়- দুর্যোধনের জল হতে বহিরাগমন	√	হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরেব দুর্যোধনাহ্বান	×	×	×	×
দুর্যোধনের যুদ্ধ নিয়ম নির্ধারণ	√	×	×	×	×	×
গদাহস্তে দুর্যোধনের উত্তরণ রণনীতি ঘোষণা	√	ভীম-কৃষ্ণ কথোপকথোন	×	×	×	×
ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধোদ্‌যোগ	√	×	×	×	√	×
ভীমকর্তৃক গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের আহ্বান	√	×	×	×	√	×
ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, বলরাম আগমন	√	×	×	×	√	×
জনমেজয় প্রশ্নে বলরামের তীর্থসেবা বিবরণ	×	×	×	×	√	×
কুরুক্ষেত্রতীর্থ প্রসঙ্গে প্রভাসাদি তীর্থকথা	×	×	×	×	√	×
দক্ষকোপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগাক্রমণ	×	×	×	×	√	×
প্রভাসতীর্থস্নানে চন্দ্রের রোগমুক্তি	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ত্রিতঋষিকৃত উপদান তীর্থ	×	×	×	×	√	×
বিনশনাদি তীর্থকথা	×	×	×	×	√	×
সরস্বতী নদীর পুর্ববাহিনীব বর্ণন	×	×	×	×	√	×
সপ্তসারস্বত-তীর্থ বর্ণন .	×	×	×	×	√	×
মঙ্কণক, মুনির উপাখ্যান- মঙ্কণক-মহাদেবে সংবাদ	×	×	×	×	×	×
ঔশনস-কপালমোচনাদি তীর্থ- বিবরণ	×	×	×	×	×	×
আষ্টিষেণ তপস্বীর মাহাত্মকথা- সিন্ধুদ্বীপ	×	×	×	×	×	×
দেবাদি-বিশ্বামিত্র বিববণ	×	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রধ্বংসার্থ বকঋষিব অভিচাব ক্রিয়া কথা	×	×	×	×	×	
ঋষাতির যজ্ঞ প্রসূত ঋষাতীর্থ	×	×	×	×	×	
বশিষ্ঠাপবাহতীর্থ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শত্রুতা	×	×	×	×	×	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সরস্বতী শাপমুক্তির জন্য মুনিগণের তপঃপ্রবৃত্তি	×	×	×	×	×	×
অরুণাতীর্থে রাক্ষসাদি দেহমুক্তি মাহাত্ম্য	×	×	×	×	×	×
ইন্দ্রের ব্রহ্মবধপাপ বিবরণ অরুণামাহাত্ম্য	×	×	×	×	×	×
কার্তিকেয় উৎপত্তিকথা	×	×	×	×	×	×
দেবসেনাপতিপদে কার্তিকেয়ের অভিষেক	×	×	×	×	×	×
কার্তিকেয়ের সভাসদ নিয়োগ	×	×	×	×	×	×
কার্তিকেয়ের অস্ত্রসজ্জা সেনাপতিত্ব প্রাপ্তি	×	×	×	×	√	×
কার্তিকেয় মাতৃগণ অসুরনাশার্থ কার্তিকেয়ের যুদ্ধযাত্রা	×	×	×	×	√	×
বাণরাজের সহিত কার্তিকেয়ের যুদ্ধ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তৈজসতীর্থমাহাত্ম্য, বরুণের জলাধিপত্য অগ্নিতীর্থ	×	×	×	×	√	×
মহিমা-অগ্নির প্রতি অভিশাপ কুবের তীর্থ	×	×	×	×	√	×
কুবেরের ধনাধিপত্য	×	×	×	×	√	×
বদরপাচনতীর্থ, শ্রুবাবতীর ইন্দ্রো পালনা	×	×	×	×	√	×
শ্রুবাবতীর তপস্যায় তুষ্ট-ইন্দ্রের বরদান	×	×	×	×	√	×
শ্রুবাবতীকে ইন্দ্রের দ্বিতীয় বরদান	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রতীর্থাদি মাহাত্ম্য	×	×	×	×	√	×
আদিত্যতীর্থ, দেবল জৈগীষব্যসংবাদ	×	×	×	×	√	×
মোক্ষধর্ম্ম প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
সোমতীর্থমাহাত্ম্য, সরস্বতী দধীচ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্র প্রার্থনায় দধীচের স্বীয় অস্থিদান	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সারস্বত বিপ্র প্রশংসা	×	×		×	✓	×
বৃদ্ধকণ্যকতীর্থ, বৃদ্ধকণ্যা-নারদ সংবাদ	×	×	✓	×	✓	×
কুরুক্ষেত্রতীর্থ, কুরুরাজের ক্ষেত্র নির্মাণ	×	×	×	×	✓	×
বলরামের মুক্ষপ্রস্রবণাদি তীর্থদর্শন	×	×	×	×	✓	×
সমর সংবাদ শ্রবণে কুরুক্ষেত্রে বলরামের আগমন	✓	×	×	×	✓	×
বলরামের সমরক্ষেত্রে গমন	×	×		✓	✓	×
ভীম দুর্যোধনের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন সমরাহ্বান	✓	×	×	×	✓	✓
গদাযোধি ভীম দুর্যোধনের বাগযুদ্ধ	×	×	×	×	✓	×
ভীম দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ	×	×	×	×	✓	×
কৃষ্ণকর্তৃক উরুভঙ্গের ইঙ্গিত	×	×	×	×	✓	×
অর্জুন-সঙ্কেতে দুর্যোধন উরুভঙ্গে ভীম উদ্যম	×	×	×	×	✓	×

২য় — ১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দুর্যোধনের উরুভঙ্গ	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনমুণ্ডে ভীমের পদাঘাত	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনমরণে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	×	×	×	×	√	×
অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনবধে বলরামের ক্রোধ	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের বলরাম সান্ত্বনা	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধনবধে ভীম প্রশংসা	×	বলরামের দ্বারকায় গমন	×	×	√	×
কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের কটূক্তি	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের দুর্যোধন তিরস্কার	×	×	×	×	√	×
দুর্যোধন তনুত্যাগে বিবিধ শুভলক্ষণ প্রকাশ	×	×	√	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পাণ্ডবগণের দুর্যোধন শিবির প্রবেশ	×	×	×	ভীমকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা যধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা, কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের কোপ, দুর্যোধন বাক্যে কৃষ্ণের উত্তর, দুর্যোধনের প্রতিউত্তর পাণ্ডবগণের প্রস্থান, পাণ্ডব নাশে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা, সেনাপতি পদে অশ্বত্থামার অভিষেক	√	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
সৌপ্তিকপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	অভিন্ন	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্নে অশ্বত্থামাদির শেষ চেষ্টা বর্ণন	✓	×	×	×	×	×
অরণ্য মধ্যে অশ্বত্থামাদির বিশ্রাম	✓	×	×	×	×	×
শত্রুনাশে পেচক প্রয়াসদর্শনের অশ্বত্থামার উদ্বোধ	✓	×	×	×	×	×
কৃপকর্তৃক দৈব-পুরুষকারের দোষগুণ বর্ণন	✓	×	×	×	×	×
পিতৃশত্রুনাশে অশ্বত্থামার যুক্তি	✓	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার ক্রোধ শান্তির জন্য কৃপের কৌশল	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবির অভিমুখে যাত্রা	✓	×	×	×	×	×
শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার অদ্ভুত দর্শন	✓	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অশ্বত্থামার শিব শরণাগতি	√	×	×	×	×	×
শিববিভূতি, গণদেবতাগণের আবির্ভাব শিব উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামার আত্মদান-খড়্গ লাভ	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার শিবির প্রবেশ, ধৃষ্টদ্যুম্নবধ উত্তমৌজা ও যুধামন্যু প্রমুখ বীরগণবধ	√	×	×	×	×	×
দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্রবধ	√	×	×	×	×	×
শিখণ্ডীর প্রাণসংহার	√	×	×	×	×	×
ভৌতিক বিভীষিকাজ্ঞানে সৈন্যগণের বিক্ষোভ	×	×	×	×	×	×
কৃতবর্মা ও কৃপকর্তৃক পলায়মান সৈন্য সংহার	√	×	×	×	×	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
ঐষিকপর্ব	অভিন্ন			অভিনব	বর্জিতছে	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য	×		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঐষীকপর্বাধ্যায় স্বজনবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	√	×	×	×	×	×
দ্রৌপদীর বিলাপ- অশ্বত্থামা বধে অনুরোধ	√	×	×	×	×	×
ভীমকর্তৃক অশ্বত্থামার অনুসরণ	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক ভীমের জীবনাশঙ্কা- অস্ত্রবল প্রকাশ	√	×	×	×	×	×
ভীমসাহায্যার্থ কৃষ্ণের যাত্রা	√	×	×	×	√	×
পাণ্ডবনাশার্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ	×	×	×	×	√	×
অশ্বত্থামার অস্ত্রনাশার্থ অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগ	×	×	×	×	×	×
মুনিমানরক্ষার্থ অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রোপ সংহার	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অশ্বত্থামার পরাজয় স্বীকার, মস্তকমণি প্রদান	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণকর্তৃক অশ্বত্থামার নিগ্রহব্যবস্থা	√		×	×	×	×
অশ্বত্থামার মস্তকমণিলাভে দ্রৌপদীর শোকশান্তি	√	×	×	×	×	×
জ্রবরে অশ্বত্থামার অলৌকিক শক্তিকথা	×	×	×	×		√
রুদ্রপ্রভাব প্রদর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির সান্ত্বনা	×	×	×	×		√

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত				
স্ত্রীপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য		
১	২	৩	৪	৫	৬
	√	×	×	×	×
বিদুরের উপদেশ	√	×	×	সঞ্জয়ের সান্ত্বনা, সঞ্জয়কর্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন	×
বিদুরকর্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন	√	×	×	×	×
দেহের অসারতা, গর্ভবাস বিবরণ	√	×	×	×	√
সংসারাসক্তির স্বরূপ নির্দেশ	√	×	×	×	√
রূপকথায় সংসারের চিত্র প্রদর্শন	×	×	×	×	×
দুঃখ পরিহারে সংসারে শান্তি	×	×	×	×	×
মরণকামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের উপদেশ	√	×	×	×	×
নিয়মিত নিয়োগে দুর্দ্দৈব সঞ্চয়	√	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬
সঞ্জয়ের কালোচিত কর্তব্য উপদেশ	√	×	×	×	×
মৃতগণের অনুসরণে সমরাঙ্গন যাত্রা	×	×	×	×	×
পাণ্ডবহস্তে অশ্বত্থামার পরাজয়	√	×	×	ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে অশ্বত্থামাদির সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণকর্তৃক গান্ধারীকে প্রবোধ	√
যুধিষ্ঠিরাদির ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাৎকার ধৃতরাষ্ট্রকরে লৌহভীম চূর্ণ	√	×	×	×	√
লৌহভীম ভঙ্গে কৃষ্ণের তিরস্কার	√	×	×	×	×
অভিশাপে উদ্যতা গান্ধারীর প্রতি ব্যাস উপদেশ	√	×	×	×	×
গান্ধারীর নিকট ভীমের ক্ষমা প্রার্থনা	√	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা প্রার্থনা যুধিষ্ঠিরাদির কুন্তী দর্শন- দ্রৌপদীর বিলাপ	√	×	×	×	×
স্ত্রী বিলাপ পর্বাধ্যায়	√	×	×	×	×
সমরভূমিদর্শনে গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ	√	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬
গান্ধারীর দুর্যোধনদর্শন, শোকোচ্ছ্বাস	√	×	×	×	×
দুর্যোধনাদির দোষানুস্মরণে গান্ধারী বিলাপ	√	×	×	×	×
অভিমন্যুর জন্য যসস্বিনী গান্ধারীর শোক	√	×	×	×	×
কর্ণের জন্য গান্ধারীর শোক	√	×	×	×	√
বহুবান্ধবসহ জামাতা জয়দ্রথের জন্য শোক	√	×	×	×	×
শল্য ভগদত্তাদির জন্য শোক ভীমের জন্য গান্ধারীর শোক দ্রোণাচার্যের জন্য শোক	×	×	×	×	×
বিবিধ বান্ধব শোকচ্ছলে শকুনি তিরস্কার	√	×	×	×	×
কৃষ্ণের প্রতি শোকসন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ	√	×	×	×	×
শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায় কৃষ্ণের উপদেশ	√	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬
যুধিষ্ঠির কর্তৃক যোধদিগের সদ্‌গতি বর্ণন যুদ্ধে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠান	√	×	×	×	×
কৌরবগণের গঙ্গায় শ্মশানান্ত স্নান তর্পণাদি	√	×	×	×	×
কুন্তী কর্তৃক কর্ণপরিচয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক	√	×	×		
ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধে দুর্যোধনের দু:খাবসান	√	×	×	দুর্যোধনের স্বর্গগমন	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
শান্তিপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজধর্মানুশাসন পর্বাধ্যায়, ঋষি সমাগম	√	×	×	×	×	×
কর্ণবধে যুধিষ্ঠির বিমর্ষ	√	×	×	×	×	×
কর্ণের পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন	√	×	×	×	×	×
কর্ণের রথচক্রগ্রাস বিষয়ক অভিশাপ	×	×	×	×	×	×
কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রবৈকল্যে দুর্যোধনসহ যোগদান	×	×	×	×	√	×
কর্ণসাহায্যে দুর্যোধনের স্বয়ম্বর সভায়	×	×	×	×	√	×
কর্ণবলবীর্য প্রসঙ্গে জরাসন্ধ পরাজয় কথা	×	×	×	×	×	×
স্ত্রীজাতির প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ	√	×	×	×	×	×
সমস্ত কুলধ্বংসে যুধিষ্ঠিরের বিষাদ	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির বিষাদে অর্জুনের সক্রোধ উক্তি	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরের অপ্রবোধ বৈরাগ্যের অবতারণা	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির প্রতি ভীমের সখেদ কর্মানুষ্ঠান উক্তি	×	×	×	×	×	×
কর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজক পক্ষী ইন্দ্র ঋষি সংবাদ	×	×	×	√	√	×
মানুষ জন্মে গৃহস্থধর্মে সিদ্ধির সার্থকতা	×	×	×	×	√	×
নকুলের কর্মের অনুকূলে প্ররোচনা	×	×	×	×	√	×
সহদেবের সবিনয় যোগতত্ত্বের অবতারণা	×	×	×	×	√	×
দ্রৌপদীর সখেদ উত্তেজক উক্তি	×	×	×	×	√	×
দণ্ডপ্রশংসা প্রসঙ্গে অর্জুনের হিংসা সমর্থন	×	×	×	×	√	×
দণ্ডের গুণ দণ্ডাভাবে বিবিধ দোষ দর্শন	√	×	×	×	√	×
ভীমের অর্জুনবাক্য সমর্থনার্থ উত্তেজনা উক্তি	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরের পুনঃ সন্ন্যাসধর্ম প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
দেবস্থান ঋষির অর্জুনবাক্য সমর্থন	×	×	×	×	√	×
যজ্ঞার্থ দেবস্থান ঋষির যুধিষ্ঠির অনুরোধ	×	×	×	×	×	×
অর্জুনের পুনঃ যুধিষ্ঠিরানুযোগ	×	×	×	×	√	×
অর্জুনবাক্যে মহর্ষি ব্যাসের সমর্থন	√	×	×	×	√	×
সুদ্যুম্নসিদ্ধি প্রসঙ্গে মহর্ষি শঙ্খ লিখিত সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ব্যাসপ্রদত্ত রাজ্য পালন বিষয়ক উপদেশ	×	×	×	×	√	×
নৃপতি হয়গ্রীবের গৃহধর্মনিষ্ঠা	×	×	×	×	√	×
ব্যাসকর্তৃক দৈবপ্রভাব কীর্তন	×	×	×	×	×	×
সুখদুঃখ প্রসঙ্গে শ্যেনজিৎ রাজার উপাখ্যান	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের যযাতিকথিত ধর্মসিদ্ধান্ত নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদি নিমিত্ত শোক সমুচ্ছ্বাস	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বেদব্যাসের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠির শোকাপনোদনে অশ্মা ও জনক সংবাদ	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের শোক সান্ত্বনা	×	×	×	×	×	×
কৃষ্ণোক্ত নারদ সঞ্জয় সংবাদ—সরুত্ত মাহাত্ম্য	×	×	×	×	√	×
সুহোত্রাদি নৃপতি বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
শিবি ও দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বিবরণ	×	×	×	×	√	×
দশরথতনয় রামচন্দ্রের বিবরণ	×	√	×	√	√	×
ভগীরথ দিলীপাদি নৃপতি বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
অম্বরীষ প্রমুখ নৃপতি বিবরণ	√	×	×	×	×	×
রন্তিদেব সগরাদি নৃপতি বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
যযাতি মান্ধাতা নৃপতি বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
অম্বরীষ প্রমুখ নৃপতি বিবরণ	×	×	×	×	√	×
রন্তিদেব সগরাদি নৃপতি বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
পৃথুরাজ বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বর্ণষ্ঠীবীর বৃত্তান্ত পর্বত নারদ সংবাদ	×	×	×	×	×	×
নারদ পর্বতের পরস্পর শাপ প্রত্যাহার	×	×	×	×	√	×
নারদকর্তৃক সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরশোকোচ্ছ্বাসে পুনঃ ব্যাস উপদেশ	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের পুনঃ শোক ব্যাসের পুনঃ সান্ত্বনা	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের অশ্বমেধ উপদেশ	×	×	×	×	√	×
বেদব্যাসকর্তৃক বিবিধ পাপ প্রায়শ্চিত্ত কথন	×	×	×	×	×	×
বিবিধ পাপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা	√	√	×	×	√	√
ভক্ষ্য অভক্ষ্য পাত্র-অপাত্র দেয়- অদেয় নির্ণয়						
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপে গমনে ব্যাস উপদেশ	×	×	×	×	√	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
অভিষেকপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চার্বাক মন্ত্রীর মিথ্যা চতুরতা যুধিষ্ঠির আক্রোশ	×	×	×	×	×	×
ব্রহ্মশাপদগ্ধ চার্বাকের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের রাজোচিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরকৃত যুদ্ধমৃতের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া	×	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণবন্দনা, কৃষ্ণের প্রত্যভিনন্দন	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরাদেশে ভীমাদির বিশ্রাম সুখোপভোগ	×	×	×	×	×	কবীন্দ্রে এর পরে চার ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য কর্মের উপদেশ দানঅন্তে শান্তিপর্ব শেষ হয়েছে
দানাদি সৎকারান্তে যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার	×	×	×	×	√	×
ধ্যানস্থ কৃষ্ণদর্শনে যুধিষ্ঠিরের কারণ জিজ্ঞাসা	√	×	×	×	√	×
কৃষ্ণকর্তৃক ভীষ্মের শরণাগতি প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণসহ যুধিষ্ঠিরের ভীষ্ম সাক্ষাৎকারোদ্-যোগ	×	×	×	×	√	×
ভীষ্মের তনুত্যাগ বার্তা—ঋষিগণ সমাগম	×	×	×	×	√	×
শরশয্যা—শয়ান ভীষ্মের কৃষ্ণস্তব	×	×	×	×	√	×
ভীষ্মদর্শন প্রসঙ্গে পরশুরাম প্রভাব প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
ক্ষত্রিয়নাশ প্রসঙ্গে পরশুরাম জন্মবৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কার্তবীর্যার্জুনের প্রতি বশিষ্ঠশাপ	×	×	×	×	√	×
পরশুরামকর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ	×	×	×	×	√	×
পরশুরামভয়ে গোপনে ক্ষত্রিয়শিশু রক্ষা	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্ম-সাক্ষাৎকার	×	×	×	×	√	×
সনাতন ধর্মকথনে কৃষ্ণের ভীষ্ম অনুরোধ	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের ভীষ্মাভিনন্দন	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণবরে ভীষ্মের দৈহিক অবসাদের অবসান	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরাদির পুনরায় ভীষ্মসমীপে গমন	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণের ভীষ্ম সম্ভাষণ	×	×	×	×	√	×
ভক্ত ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের গৌরব প্রদর্শন	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণবাক্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের অভয়বাণী	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্মের রাজধর্ম কীর্তন	×	×	×	×	√	×
দেব দ্বিজাদির গৌরবে রাজধর্মের উৎকর্ষ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজনীয়তা	×	×	×	×	√	×
উদ্যমাদির উৎকর্ষ কীর্তন	×	×	×	×	√	×
প্রজারক্ষার প্রশংসা, রক্ষার উপায়	×	×	×	×	√	×
পুরুষকারের উপকারিতা	×	×	×	×	√	×
'রাজা' পদের উৎপত্তি নিদান সার্থকতা	×	×	×	×	√	×
কালভেদে নীতিশাস্ত্রের সংহিতা প্রণয়ন	×	×	×	×	√	×
বেণরাজের জন্ম, বেণ হতে পৃথুর উৎপত্তি	×	×	×	×	√	×
পৃথুর রাজ্যাভিষেক, পৃথিবীপালন	×	×	×	×	√	×
চারিবর্ণের সাধারণ, অসাধারণ ধর্ম	×	×	×	×	√	×
আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্মনির্দেশ	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয়ধর্ম জিজ্ঞাসা	×	×	×	×	√	×
ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ ধর্ম	×	×	×	×	√	×
ক্ষত্রিয়ের আচরণীয় ধর্ম	×	×	×	×	√	×
ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রসঙ্গে ইন্দ্র-মান্ধাতার উপাখ্যান					√	
ইন্দ্রকর্তৃক ক্ষত্রিয়ধর্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষায় সর্বধর্ম রক্ষা	×	×	×	✓	✓	×
প্রজাপালনে রাজার চতুরাশ্রম পালন ফল	×	×	×	×	✓	×
রাজার প্রয়োজনীয়তা, অরাজক রাজ্যে দোষ	×	×	×	[illegible]	✓	×
অরাজক রাজ্যে ব্রহ্মার রাজ নিয়োগ-মনু-মন্তব্য	×	×	×	×	✓	×
মনুর প্রজাপালনার্থ রাজত্ব গ্রহণ	×	×	×	✓	✓	×
রাজাভাবে বিপদ—বসুমনা ও বৃহস্পতি সংবাদ	×	×	×	×	✓	×
নৃপতির ক্রূর-সৌম্যাদিমূর্তির আবশ্যকতা	×	×	×	×	✓	×
নৃপতির চরনিয়োগ ব্যবস্থা	×	×	×			×
রাজার যুদ্ধযাত্রাদির নিয়ম	×	×	×	✓	✓	×
দণ্ডনীতি কীর্তন	×	×	×	×	✓	×
নৃপতির বর্জনীয় নীতি	×	×	×	×	✓	×
উত্তম প্রজাপালন রীতি	×	×	×	×	✓	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, বায়ু পুরুরবা সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্বন্ধ, ঐল -কাশ্যপ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা, মুচুকুন্দ -কুবের সংবাদ	×	×	×	×	√	×
প্রজার পাপ-পুণ্যে রাজার পাপপুণ্য	×	×	×	×	√	×
প্রজারক্ষায় রাজার ধর্মরক্ষা	×	×	×	×	√	×
নিন্দিত ব্রাহ্মণ লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
বেদহীন ব্রাহ্মণের ধনে রাজার অধিকার	×	×	×	×	√	×
স্বধর্মসেবীর রাক্ষসাদির ভয়নাশ	×	×	×	×	√	×
আপৎকালের জীবিকা কথন বৈশ্যবৃত্তি বিবরণ	×	×	×	×	√	×
প্রজাবিদ্রোহে রাজার কর্তব্য	×	×	×	×	√	×
পুরোহিতের পরিচয়, তপস্যার গৌরব	×	×	×	×	√	×
রাজমন্ত্রী নিরূপণ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জ্ঞাতি বাধ্য করার উপায়, কৃষ্ণ-নারদ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
মন্ত্রণামাহাত্ম্যে কালকবৃক্ষীয় ঋষির রাজমন্ত্রিত্ব	×	×	×	×	√	×
পারিষদ্, সুহৃদ ও মন্ত্রী প্রভৃতির লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
প্রজাপ্রিয়তা ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ	×	×	×	×	√	×
মন্ত্রণা নৈপুণ্যে প্রজাপালন রীতি	×	×	×	×	√	×
বিচারবিষয়ক বিবিধ নীতি	×	×	×	×	√	×
দূত, দ্বারপাল ও দুর্গরক্ষাকারীদিগের বিবরণ	×	×	×	×	√	×
দুর্গাদি ব্যবস্থা দ্বারা রাজধানী রক্ষা	×	×	×	×	√	×
রাজ্যবিস্তার সামন্ত দ্বারা রাজ্যপালন	×	×	×	×	√	×
বাণিজ্যবিষয়ক ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×
ধনাগমের সুগম পথ	×	×	×	×	√	×
দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন	×	×	×	×	√	×
ভোগীর তিরস্কার ও ত্যাগীর পুরস্কার	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধর্মহীন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উতথ্য মান্ধাতার কথা	×	×	×	×	√	×
মান্ধাতার প্রতি উতথ্যের ধর্মবিষয়ক উক্তি					√	
রাজার পুণ্যে প্রজাবৃদ্ধি, পাপে প্রজাক্ষয়	×	×	×	×	√	×
উতথ্যের বিবিধ রাজকর্তব্য উপদেশ	×	×	×	×	√	×
রাজার ধার্মিকতা বামদেব বসুমনা কথা	×	×	×	×	√	√
প্রিয়ব্যবহার প্রশংসা প্রসঙ্গে বিবিধ নীতি ইঙ্গিত	×	×	×	×	√	×
সাম নীতিতে নৃপতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা	×	×	×	×	√	×
ধর্মযুদ্ধের প্রশংসা অধর্ম যুদ্ধের নিন্দা	×	×				×
বিজিত রাজার প্রতি বিজেতা নৃপতির ব্যবহার	×	×		×		×
প্রজাপালনে নৃপতির যুদ্ধ- হিংসাদি পাপনাশ	×	×	×			×
সমরে অপরাজয় রাজার প্রশংসা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুদ্ধমৃত ক্ষত্রিয়ের গতি ইন্দ্র অম্বরীষ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
রণপরাঙ্মুখের অধোগতি উন্মুখের ঊর্ধগতি	×	×	×	×	√	×
ভয়াবহ যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ	×	×	×	×	√	×
যোদ্ধা বীরপুরুষের লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
বিজয়ী সেনার লক্ষণ, বিবিধ যুদ্ধনীতি	×	×	×	×	√	×
শত্রুভেদে সামাদি প্রয়োগ ইন্দ্র বৃহস্পতি সংবাদ	×	×	×	×	√	×
অর্থাভাব কালে কর্তব্য, ক্ষেমদর্শীর অবস্থা	×	×	×	×	√	×
কালকবৃক্ষীয় মহর্ষির উপদেশ	×	×	×	×	√	×
মিত্রতাদি দ্বারা পররাজ্য জয়ের কৌশল	×	×	×	×	√	×
কালকবৃক্ষীয়ের উপায়ান্তর উপদেশ জনকবৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
ভেদবুদ্ধির ভীষণতা	×	×	×	×	√	×
পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন, সেবা প্রশংসা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধর্মপথে প্রতিষ্ঠা, সত্য মিথ্যার প্রশস্ততা	×	×	×	×	√	×
সংসার ক্লেশনাশের উপায়	×	×	×	×	√	×
পুরুষের প্রকৃতি পরিচয়, শৃগাল-ব্যাঘ্র বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
চরিত্রবলে চিত্তের উৎকর্ষ, শৃগালের উদার বুদ্ধি	×	×	×	×	√	×
শৃগাল ব্যাঘ্রের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠা	×	×	×	×	√	×
সিংহানুচরগণের শৃগাল হিংসা ষড়যন্ত্র	×	×	×	×	√	×
সিংহকর্তৃক শৃগালের চরিত্র পরীক্ষা মুক্তিদান	×	×	×	×	√	×
আলস্যের দোষ, উষ্ট্র-শৃগাল বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
বিনয়-নম্রের নিরাপত্তা-বেত্রনদী সাগরকথা	×	×	×	×	√	×
অসার তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষার ফল সহ্য গুণ	×	×	×	×	√	×
রাজ্যের উন্নতিকারণ নীতি	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জাতিপরিবর্তনে পূর্বাভ্যাস ত্যাগ	×	×	×	×	√	×
অকৃতজ্ঞের অধোগতি- কুক্কুর শরভ বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
নীচসম্পর্ক নিন্দা- উচ্চ সম্পর্কের উৎকর্ষ	×	×	×	×	√	×
জাতি গুণের অনুরূপ কার্যে নিয়োগ	×	×	×	×	√	×
রাজ্যের উন্নতিজনক বিবিধ নীতি	×	×	×	×	√	×
দণ্ডের স্বরূপ নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
ব্যবহারশাস্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
দণ্ডোৎপত্তি বসুহোম মান্ধাতার বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রাদুর্ভূতদণ্ডের প্রয়োগ প্রক্রিয়া	×	×	×	×	√	×
মোক্ষের ধর্ম-অর্থ-কাম সাপেক্ষতা	×	×	×	×	√	×
ধর্মাদি ত্রিবর্গসেবা, কামন্দক আঙ্গরিষ্ঠ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
সচ্চরিত্রের প্রশংসা দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নাবদকথিত সচ্চরিত্র ইন্দ্র প্রহলাদ বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রহলাদসমীপে চবিত্রশিক্ষা	×	×	×	×	√	×
প্রহলাদবরে ইন্দ্রেব চবিত্রাদি শক্তিলাভ	×	×	×	×	√	×
ধৃতবাষ্ট্রকর্তৃক সচ্চরিত্রতা কীর্তন	×	×	×	×	√	×
আশাব আকর্ষণ, সুমিত্রের মৃগ-অনুসরণ	×	×	×	×	√	×
মুনিসমীপে সুমিত্রেব আশাক্লেশ-বিষযক প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
আশাবিষযক আলোচনা ঋষভ-সুমিত্র সংবাদ	×	×	×	×	√	×
আশার মানুষেব কৃশতা আশাত্যাগে সরলতা	×	×	×	×	√	×
পিতৃ ঋণমুক্তির উপায় সত্যধর্ম প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
আপৎকালের বাজধর্মনীতি	×	×	×	×	√	×
আপদ্ধর্মপর্বাধ্যায়, সন্ধি বিগ্রহেব ক্ষেত্রনির্ণয়	×	×	×	×	√	×
বিজ্ঞানবলের প্রশংসা প্রসঙ্গে বিবিধ নীতি	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বলে ধনসংগ্রহ, বুদ্ধিতে রক্ষাবিধান	×	×	×	×	√	×
বহু অর্থবলের আবশ্যকতা	×	×	×	×	√	×
লোকসেবায় দস্যুদোষশোধন কায়ব্যাধবার্তা	×	×	×	×	√	×
ধর্মপ্রভাবে কায়ব্যাধের নেতৃত্ব-ধর্ম প্রচার	×	×	×	×	√	×
ধনসঞ্চয়ের ধর্মসম্মত উপায়	×	×	×	×	√	×
দীর্ঘসূত্রীর বিপদ শকুল মৎস্য বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
সন্ধিবিগ্রহের সময় মার্জার মুষিক বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
বিপৎকালে কৃত উপকারের উপযোগিতা	×	×	×	×	√	×
মার্জার মুষিকের পরস্পর আলাপ মিত্রনীতি	×	×	×	×	√	×
শত্রুমিত্র ব্যবহারবিষয়ক বিবিধ নীতি	×	×	×	×	√	×
অবিশ্বাসের পাত্র ব্রহ্মদত্ত পূজনী বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
মিত্রতা ভঙ্গের দোষ ব্রহ্মদত্ত পূজনী কথোপকথন	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগোচিত ব্যবস্থা ভরদ্বাজ শত্রুঞ্জয় সংবাদ	×	×	×	×	√	×
অধর্মনষ্ট রাজ্যকথা, বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল সংবাদ	×	×	×	×	√	×
দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত রাজ্যের অবস্থা	×	×	×	×	√	×
ক্ষুধাক্লিষ্ট বিশ্বামিত্রের চণ্ডালগৃহে গমণ	×	×	×	×	√	×
মাংসগ্রহণে বিশ্বামিত্র চণ্ডালের উক্তি প্রত্যুক্তি	×	×	×	×	√	×
বিশ্বামিত্রের কুক্কুরমাংস গ্রহণ	×	×	×	×	√	×
সংসারনির্বাহের লৌকিক নীতি	×	×	×	×	√	×
শরণাগত বাৎসল্য ভার্গব মুচুকুন্দ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
কপোতী-ব্যাধ বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
কপোতীর বিরহে কপোতের শোক	×	×	×	×	√	×
অতিথিরূপে ব্যাধসেবায় কপোতীর অনুরোধ	×	×	×	×	√	×
কপোতের অতিথি সৎকার	×	×	×	×	√	×
অতিথিসেবার্থ কপোতের দেহদান ব্যাধের ধিক্কার	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ব্যাধের ধর্মবুদ্ধি তনুত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্প	×	×	×	×	√	×
পতির উদ্দেশ্যে কপোতীর অগ্নিপ্রবেশ দিব্যগতি	×	×	×	×	√	×
শরণাগত বাৎসল্য প্রশংসা ব্যাধের দিব্যগতি	×	×	×	×	√	×
পাপমুক্তি প্রশ্ন, ইন্দ্রোত জনমেজয় সংবাদ	×	[illegible]	×	×	√	×
ব্রহ্মঘাতী জনমেজয়ের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা	×	×	×	×	√	×
অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×
পাপনাশক তীর্থ যযাতি মনু সত্যবানের মত	×	×	×	×	√	×
প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে বিবিধ রাজনীতি নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
বৃহস্পতির পাপনাশক মত জনমেজয়ের যজ্ঞ	×	×	×	×	√	×
মৃতের পুনর্জীবন—গৃধ্র-জম্বুক সংবাদ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শবরক্ষার্থ শৃগালের অনুরোধ, মমতাকর্ষণ	×	×	×	×	√	×
গৃধের অনুরোধ, দহেব অনিত্যতাপ্রদর্শন	×	×	×	×	√	×
শৃগালের প্রত্যুক্তি জীবনাশায় প্রলোভন	×	×	×	×	√	×
গৃধের প্রত্যুক্তি, মৃতেব পবিণাম প্রদর্শন	×	×	×	×	√	×
মৃতশিশুব জীবন বিষযে শৃগালেব আশ্বাস বাক্য	×	×	×	×	√	×
গৃধের নৈরাশ্যসূচক উক্তি	×	×	×	×	√	×
শৃগালের পুনরুক্তি-কপট-বৈবাগ্য	×	×	×	×	√	×
গৃধের পুনরুক্তি শ্মশান-বিভীষিক' কীর্তন	×	×	×	×	√	×
ধূর্তের ব্যর্থতা-শিববরে বালকের জীবন লাভ	×	×	×	×	√	×
প্রবল শত্রুর প্রতিক্রিয়া শাল্মলী পবন সংবাদ	×	×	×	×	√	×
শাল্মলীর গর্বপ্রকাশে দেবর্ষিব রক্ষব'ক্য	×	×	×	×	√	×
নারদকর্তৃক বৃক্ষ পবনের বিবাদ সংঘটন	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পবনের শাল্মলী আক্রমণে উদ্যোগ	×	×	×	×	√	×
বিনয়ে বলবানের দোষশান্তি	×	×	×	×	√	×
পাপ উৎপত্তির স্থান, লোভের প্রভাব	×	×	×	×	√	×
শিষ্টজনের লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
অজ্ঞান উৎপত্তির স্থান, অজ্ঞান- লোভের সম্বন্ধ	×	×	×	×	√	×
ধর্মের সার–ইন্দ্রিয়সংযম			×	×	√	×
সংযমীর সুগতি	×	×	×	×	√	×
সর্বধর্মের মূল তপস্যা–তৎপ্রশংসা	×	×	×	×	√	×
সত্যধর্ম প্রশংসা সত্যের বিবিধ লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
কামক্রোধাদি কুকার্য প্রবৃত্তির প্রশমন পন্থা	×	×	×	×	√	×
নির্দয়দিগের দোষ প্রদর্শন	×	×	×	×	√	×
ব্রাহ্মণ প্রতিপালনের পারিপাট্য	×	×	×	×	√	×
হীন ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ প্রসঙ্গে বিবিধ নীতি	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
খড়্গোৎপত্তি বিবরণ —অসুরগণের উপদ্রব	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মার শান্তিকারক যজ্ঞে অসিরূপ পুরুষোৎপত্তি	×	×	×	×	√	×
রুদ্রকর্তৃক অসিগ্রহণ, অসুর পীড়ন	×	×	×	×	√	×
অসুরনাশান্তে অসির নিয়োগ ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×
ভীষ্মের বিশ্রামকালে বিদুরের যুধিষ্ঠিরোপদেশ	×	×	×	×	√	×
কর্মকরণে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরানুরোধ	×	×	×	×	√	×
ভীম নকুলসহদেবাদির ধর্মাচরণে অনুরোধ	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের নিষ্কাম ধর্ম প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
ভীষ্মের পুনর্ব্বার সন্ধিবিগ্রহাদি রাজনীতি কথন	×	×	×	×	√	×
সংসর্গের দোষ, গৌতমের অধোগতি	×	×	×	×	√	×
নাড়ীজঙ্ঘনামক বকসহ গৌতম-সম্ভাষণ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
গৌতমের বক আতিথ্য গহণ	×	×	×	×	√	×
রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ হতে গৌতমের ধনপ্রাপ্তি	×	×	×	×	√	×
কৃতঘ্ন গৌতমকর্তৃক মিত্রবধ	×	×	×	×	√	×
রাক্ষসকর্তৃক মিত্রঘাতী গৌতমের বধসাধন	×	×	×	×	√	×
বকের পুনর্জীবন বক গৌতম পূর্ববৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়	×	×	×	×	√	×
শোকনাশের উপায় বিপ্র-শ্যেনজিৎ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
সুখ দুঃখের কারণ, সহিষ্ণুতায় দুঃখনিবৃত্তি	×	×	×	×	√	×
বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগে শান্তি, পিঙ্গলার উপাখ্যান	×	×	×	×	√	×
ভববন্ধনচ্ছেদনের উপায় পিতাপুত্র সংবাদ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাসনাবিহীনের সুখশান্তি-শম্পাক্-বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
অর্থাভাবে মঙ্কি মহর্ষির অশান্তি–ত্যাগে শান্তি	×	×	×	×	√	×
শান্তিপ্রদ উপদেশ, জনক বোধ্য সংবাদ	×	×	×	×	√	×
সংসারের অনিত্যতাবোধে বৈরাগ্যোদয়	×	×	×	×	√	×
কামনাত্যাগে আসক্তিত্যাগ	×	×	×	√	√	×
প্রজ্ঞার প্রশংসা, ইন্দ্র কাশ্যপ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
বৈশ্যবঞ্চিত বিপ্র ও শৃগালরূপী ইন্দ্রবৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
আশাবৃদ্ধিতে আসক্তি বৃদ্ধি, প্রজ্ঞায় আসক্তি নাশ	×	×	×	×	√	×
শৃগালরূপী ইন্দ্রের উপদেশে কাশ্যপের মোহনাশ	×	√	×	√	√	×
পাপপুণ্যের কুফল সুফল, কর্মগতি	×	×	×	×	√	×
সৃষ্টিপ্রকরণ ভৃগু, ভরদ্বাজ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ভুবনের সংস্থান পরিমাণ, আকাশের অসীমতা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ব্রহ্মার সৃষ্টি, সৃষ্টির ক্রমবিকাশ	×	×	×	×	√	×
ক্ষিতি আদি পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি	×	×	×	×	√	×
পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশ্লেষণ	×	×	×	×	√	×
শরীরস্থ অগ্নি বায়ুর বিবরণ	×	×	×	×	√	×
দেহ জীবাত্মার সম্বন্ধবিষয়ক প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
জীবাত্মার লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
সৃষ্টির জাতিগত সত্ত্বাদি গুণসন্নিবেশ	×	×	×	×	√	×
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের স্বরূপ	×	×	×	×	√	×
মিথ্যার অভিনিবেশে সুখদুঃখের অনুভব	×	×	×	×	√	×
বর্ণাশ্রমধর্ম ব্রহ্মচর্য আশ্রম	×	×	×	×	√	×
গার্হস্থ্য আশ্রম সংসার	×	×	×	×	√	×
বানপ্রস্থ আশ্রম	×	×	×	×	√	×
ভিক্ষু আশ্রম সন্ন্যাস	×	×	×	×	√	×
কর্মভূমি ভারতের পবিত্র উত্তরাখণ্ড প্রভাব	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিবিধ সদাচার অনুষ্ঠান	×	×	×	×	✓	×
সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী বুদ্ধি-গুণত্রয়ের বৃত্তি	×	×	×	×	✓	×
বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ	×	×	×	×	✓	×
মুমুক্ষুর আত্মদর্শনের উপায়	×	×	×	×	✓	×
যোগজ সিদ্ধিলাভের পথ	×	×	×	×	✓	×
পাত্রভেদে প্রণব জপের ফল পার্থক্য					✓	
জপকাবীর জপত্রুটিজন্য গতি	×	×	×	×	✓	×
স্বর্গাদি গতিব অপেক্ষাকত ন্যূনতা-ভাল-মন্দ	×	×	×	×	✓	×
জাপক-দ্বিজ বৃত্তান্ত, কাল-যম-মৃত্যু-নৃপ সংবাদ	›	×	×	×	✓	×
জাপকের সাবিত্রীবর লাভ, ধর্মকর্তৃক পরীক্ষা	×	×	×	×	✓	×
যম, কাল ও মৃত্যুকর্তৃক জাপক দ্বিজের পরীক্ষা	×	×	×	×	✓	×
দ্বিজের স্বধর্মনিষ্ঠাবিষয়ে ইক্ষ্বাকুর পরীক্ষা	×	×	×	×	✓	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ইক্ষ্বাকু প্রার্থনায় জপফল প্রদানে দ্বিজের অঙ্গীকার	×	×	×	×	√	×
জপফল প্রত্যাখ্যানে নৃপ দ্বিজের উক্তিপ্রত্যুক্তি	×	×	×	×	√	×
বিবদমান বিপ্র ভূপ মধ্যে মূর্তিদ্বয় আবির্ভাব	×	×	×	×	√	×
রাজার জিজ্ঞাসায় বিরূপ বিকৃতের অভিযোগ	×	×	×	×	√	×
বিচারব্যাপারে রাজার চৈতন্য-দ্বিজের দানগ্রহণ	×	×	×	×	√	×
পুরুষরূপী কামক্রোধের আত্মজ্ঞান দান	×	×	×	×	√	×
জপফলতুল্যতায় রাজা ও দ্বিজের দিব্যগতি	×	×	×	×	√	×
জাপক দ্বিজ ও ইক্ষ্বাকুর যুগপৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি	×	×	×	×	√	×

শান্তিপর্ব (উত্তরার্ধ)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানযোগ জিজ্ঞাসা–মনু বৃহস্পতি সংবাদ	×	×	×	×	√	×
মনুকথিত কর্মলব্ধ সুখ দুঃখ বিবরণ	×	×	×	×	√	×
মোক্ষের স্বরূপ-জীব ঈশ্বর নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
আত্মদর্শনের উপায় নির্দেশ	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রিয় প্রভাব বাসনাবশে জীবেব পুনঃ পুনঃ জন্ম	×	×	×	×	√	×
চিত্তচাঞ্চল্যকারক দুঃখনাশের উপদেশ	×	×	×	×	√	×
যোগসাধনায় মনের সমাধি	×	×	×	×	√	×
সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণু হতে সৃষ্টি তদীয় নাভি পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মার প্রতিকূলকারী মধুদানব বধ	×	×	×	×	√	×
কালব্যবস্থা সত্যাদি যুগধর্ম	×	×	×	×	√	×
প্রজাপতি বিবরণ সৃষ্টিবিস্তার	×	×	×	×	√	×
দেবতা বিবরণ দেবতার জাতিভেদ	×	×	×	×	√	×
ঋষি বিবরণ লোকপালক সপ্তর্ষিমণ্ডল	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণের প্রভাব অসুরবধে শান্তি স্থাপন	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ভগবানের বরাহ অবতার অসুরবধ	×	×	×	×	√	×
মুক্তি বিবরণ গুরু শিষ্য সংবাদ	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুর বিশ্বরক্ষা ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×
জীবাত্মা প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধ	×	×	×	×	√	×
দেহচক্র জীবাত্মার আবর্তন নিবর্তন	×	×	×	×	√	×
গুণত্রয়ের প্রবাহ —জীবজন্ম	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রিয়জয়ে গুণজন্ম	×	×	×	×	√	×
গুণপ্রবাহরোধের উপায় ব্রহ্মচর্য-যুক্ত যোগ	×	×	×	×	√	×
মনঃসংযমের বিশেষ উপায়	×	×	×	×	√	×
নিদ্রাদির সংযম —স্বপ্নতত্ত্ব	×	×	×	×	√	×
নিবৃত্তিমূলক ধর্ম নিষ্কাম কর্ম প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
জ্ঞানলাভের উপায় যোগিচর্যা	×	×	×	×	√	×
মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায়	×	×	×	×	√	×
জনদেব পঞ্চশিখ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
আত্মার নানাত্ববাদ দেহাত্মবাদে দোষদর্শন	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মরণের পর পুনরায় জন্ম, মোক্ষাদি বিবরণ	×	×	×	×	√	×
মোক্ষবিষয়ে সন্ন্যাসের উৎকর্ষ	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রিয়ের ভোগ বৈষম্যে আত্মার নানাত্ব জ্ঞান	×	×	×	×	√	×
গুণসাম্যে তত্ত্বজ্ঞানোদয়	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রিয়সংযমের উৎকর্ষে সিদ্ধিলাভ	×	×	×	×	√	×
আহার নিদ্রার সংযম সাধনোপায়	×	×	×	×	√	×
প্রকৃতি পুরুষবিবেক কথা, ইন্দ্র প্রহলাদ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
কর্মের প্রভাব ইন্দ্র বলি সংবাদ	×	×	×	×	√	×
গর্দভরূপী বলির সঙ্গে ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার	×	×	×	×	√	×
বলিকর্তৃক অহঙ্কার ত্যাগের প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
কালকর্তৃক সম্পত্তি বিপত্তির সংঘটনা	×	×	×	×	√	×
কালরূপী মহাপুরুষের পরিচয়	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ইন্দ্রের প্রতি বলিদেহনির্গতা লক্ষ্মীর উপদেশ	×	×	×	×	√	×
লক্ষ্মীমুখে তদীয় অধিষ্ঠান স্থান নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
দৈবনির্ভরশীলের শাস্তি, ইন্দ্র নমুচি সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ধৈর্যধারণের সাফল্য, বলি ইন্দ্র সংবাদ	×	×	×	×	√	×
অহঙ্কার পরিহারার্থ ইন্দ্রের প্রতি বলির উপদেশ	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রকর্তৃক ধৈর্যশীল বলির প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
লক্ষ্মীলাভের লক্ষণ, লক্ষ্মীবাসর বিবরণ	×	×	×	×	√	×
লক্ষ্মীচর্যায় লক্ষ্মীলাভ, ইন্দ্র লক্ষ্মী সংবাদ	×	×	×	×	√	×
অলক্ষ্মীচর্যায় অবনতি	×	×	×	×	√	×
আচারভ্রষ্ট অসুর গৃহ হতে লক্ষ্মীর অন্তর্ধান	×	×	×	×	√	×
প্রজ্ঞায় পরমপদ প্রাপ্তি জৈগীষব্য দেবল সংবাদ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সর্বলোকপ্রিয়তা উগ্রসেন কৃষ্ণ নাবদ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যা, ব্যাস শুক সংবাদে কালনিরূপণ	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয প্রসঙ্গে সৃষ্টিপ্রকরণ	×	×	×	×	√	×
যুগধর্ম সৃষ্ট জীবেব ধর্ম কর্ম নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
প্রলয প্রসঙ্গে জগতেব অবস্থা	×	×	×	×	√	×
আশ্রমধর্ম ব্রাহ্মণেব কর্তব্য	×	×	×	×	√	×
ব্রাহ্মণরক্ষার্থে ক্ষত্রিয নপতিগণেব দান	×	×	×	×	√	×
গার্হস্থ্য ধর্ম সংসাব সাগব পাবের উপায	×	×	×	×	√	×
জ্ঞানপথে মুক্তিব উপায	×	×	×	×	√	×
যোগ অবলম্বনে মুক্তিপথে প্রবেশ	×	×	×	×	√	×
যোগলব্ধ বিভূতিতে জীবাত্মা পবমাত্মার জ্ঞান	×	×	×	×	√	×
যোগপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি	×	×	×	×	√	×
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্মে অভিকারিভেদ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্মসাপেক্ষ মোক্ষধর্ম ব্যাখ্যা	×	×	×	×	√	×
পরমাত্মার পরিচয় অনুভবের উপায়	×	×	×	×	√	×
যোগজ্ঞান বিবরণ, যোগ ক্রিয়ার কৌশল	×	×	×	×	√	×
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ দুর্জ্ঞেয় কর্মগতি নিরূপন	×	×	×	×	√	×
গুরুসেবাদি দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ উপায়	×	×	×	×	√	×
গুরুসেবার বিধি বর্ণন	×	×	×	×	√	×
গার্হস্থ্য ধর্ম নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
বানপ্রস্থ ধর্মনিরূপণ	×	×	×	×	√	×
চতুরাশ্রম সন্ন্যাস নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
সন্ন্যাসীর লক্ষণ উপাসনা প্রণালী	×	×	×	×	√	×
যৌগিক সাধনার সহজ কৌশল	×	×	×	×	√	×
পঞ্চভূত প্রসঙ্গে সত্ত্বাদি গুণগত কার্যভেদ	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রিয় বিকারে বুদ্ধি ও আত্মার বিকার	×	×	×	×	√	×
নিষ্কাম কর্মে পূর্বকৃত সকাম কর্মের ক্ষয়	×	×	×	×	√	×
ভবনদী পারের উপায় মোক্ষধর্ম	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাসনাত্যাগে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ	×	×	×	×	√	×
সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের কার্য	×	×	×	×	√	×
যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়	×	×	×	×	√	×
বাসনাময় সংসারের মোহপাশ	×	×	×	×	√	×
ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
মৃত্যুর উৎপত্তি লক্ষণ, নৃপ নারদ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
প্রজাসংহারার্থ ব্রহ্মার উপায় উদ্ভাবন	×	×	×	×	√	×
সৃষ্টি সংরক্ষণে ব্রহ্মার প্রতি রুদ্রের অনুনয়	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মাকর্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তি	×	×	×	×	√	×
মৃত্যুর ভূতসংহারে অসম্মতি জ্ঞাপন	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মাশাপভীত মৃত্যুর তপশ্চরণ	×	×	×	×	√	×
মৃত্যু সহকারী জরাব্যাধি প্রভৃতির উদ্ভব	×	×	×	×	√	×
ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মানুরোধ	×	×	×	×	√	×
ধর্মসন্দেহ সূচনা, ধর্ম ও আচারের আলোচনা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধর্মসিদ্ধান্ত তুলাধার, জাজলি রাক্ষস সংবাদ	×	×	×	×	√	×
জাজলির তপস্যা বৃত্তান্ত	×	×	×	×	√	×
দৈববাণী প্রবুদ্ধ জাজলির তুলাধার সাক্ষাৎকার	×	×	×	×	√	×
তুলাধারকর্তৃক বিবিধ ধর্মব্যাখ্যা	×	×	×	×	√	×
অভয়দানের শ্রেষ্ঠতা অহিংসার প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
নিষ্কাম ও সকাম যজ্ঞের গুণাগুণ বর্ণন	×	×	×	×	√	×
হিংসা অহিংসাতত্ত্ব, জাজলি পক্ষিগণ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা মহর্ষি ধর্মদর্শনের ব্রহ্মগীতি	×	×	×	×	√	×
গোমেদ যজ্ঞের নিন্দা, বিচখ্যু নৃপ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
আশুকারী ও চিরকারীর দোষগুণ প্রদর্শন	×	×	×	×	√	×
মাতৃবধে পিতৃ আজ্ঞাপ্রাপ্ত চিরকারীর চিন্তাধারা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিচারান্তে চিরকারীর মাতৃবধ ব্যাপারে নিবৃত্তি	×	×	×	×	√	×
পত্নীদোষ বিষয়ে গৌতমের মত পরিবর্তন	×	×	×	×	√	×
পত্নীর উদ্দেশ্যে স্বগতবাক্যে গৌতমের বিলাপ	×	×	×	×	√	×
বহু বিচারপূর্বক কার্য করার সাফল্য	×	×	×	×	√	×
অহিংসনীতি দ্যুমৎসে সত্যবানের শাসন	×	×	×	×	√	×
অধিকারিভেদে যজ্ঞদ্রব্য বিধান—গো-কপিল সংবাদ	×	×	×	×	√	×
সমস্ত আশ্রমমধ্যে গার্হস্থ্যের সর্বাধিক প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
কর্মী ও জ্ঞানীর উপাসনা পথের পার্থক্য	×	×	×	×	√	×
কপিলকথিত মোক্ষধর্মে জ্ঞান কর্মের সমাধান	×	×	×	×	√	×
অর্থপ্রার্থনার সার্থকতা কুণ্ডধার দ্বিজ সংবাদ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রাবিদ্বিজের প্রতি কুণ্ডধারে অর্থপ্রাপ্তির ইঙ্গিত	×	×	×	×	√	×
যক্ষ সংসর্গে বৈরাগ্য প্রাপ্ত দ্বিজের ধর্মোপাসনা	×	×	×	×	√	×
ভোগকামনায় নরক ক্লেশ	×	√	×	×	√	×
অহিংস যজ্ঞের প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
কাম্যকর্মে স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা	.		×	×	√	×
মোক্ষলাভের উপায়	×	×	×	×	√	×
দেহ জীবাত্মার সম্বন্ধ নারদ দেবল সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্রিয় সংযোগে বন্ধন, ইন্দ্রিয় নিরোধে মোক্ষ	×	×	×	×	√	×
নিস্পৃহতার নিদান জনক মাণ্ডব্য সংবাদ	×	×	×	×	√	×
কালগতি প্রদর্শনে ধর্মের উপাসনার উদ্‌বোধ	×	×	×	×	√	×
মুক্তিকামীর আচার সমদর্শিতা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্মফলানুসারিণী গতি	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুভক্ত বৃত্রের বিচিত্র বৃত্তান্ত বৃত্র শুক্র সংবাদ	×	×	×	√	√	×
সনৎকুমারকর্তৃক বিষ্ণু মাহাত্ম্য কীর্তন	×	×	×	×	√	×
গুণভেদে বর্ণভেদ গুণানুরূপ বর্ণ	×	×	×	×	√	×
গুণভেদে গতিভেদ গুণানুসারিণী গতি	×	×	×	×	√	×
বৃত্রাসুরের বৈষ্ণবী গতি	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণ কি নারায়ণ?	×	×	×	×	√	×
কর্মগতিভীত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের আশ্বাস	×	×	×	×	√	×
ইন্দ্র বৃত্র বিরোধ, বৃত্রসহ যুদ্ধে ইন্দ্রের মোহ	×	×	×	×	√	×
মোহমুক্ত বাসবের যুদ্ধার্থ পুনরভ্যুত্থান	×	×	×	×	√	×
যুদ্ধে উদ্যত বৃত্রের দুর্নিমিত্তাদি সন্দর্শন	×	×	×	×	√	×
বৃত্রদেহ নিঃসৃত ব্রহ্মহত্যার ইন্দ্রানুসরণ	×	×	×	×	√	×
ব্রহ্মাকর্তৃক ব্রহ্মহত্যা নিরাস ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সলিলকর্তৃক ব্রহ্মহত্যার শেষাংশ ধারণ	×	×	×	×	√	×
যুধিষ্ঠিরের জ্বরোৎপত্তি জিজ্ঞাসা	×	×	×	×	√	×
শিবরহিত দক্ষযজ্ঞের ব্যর্থতা	×	×	×	×	√	×
শিবরোষে জ্বরোৎপত্তি জ্বরের বহু বিভাগ	×	×	×	×	√	×
শিবহীন দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ	×	×	×	×	√	×
দক্ষযজ্ঞে দধীচি ও নারদের অনাদর প্রদর্শন	×	×	×	×	√	×
অনিমন্ত্রিত শিব ক্রোধে যজ্ঞে বীরভদ্র উৎপত্তি	×	×	×	×	√	×
গৌরীরোষজাত কালী সহায়ে বীরভদ্রের উৎপত্তি	×	×	×	×	√	×
গৌরীরোষজাত কালী সহায়ে বীরভদ্রের যজ্ঞভঙ্গ	×	×	×	×	√	×
শিবশরণাগত দক্ষের যজ্ঞসাফল্য	×	×	×	×	√	×
দক্ষের শিবসহস্র নাম স্তব	×	×	×	×	√	×
দক্ষের কবচপাঠরূপ শিবস্তুতি ক্ষমা প্রার্থনা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দক্ষের প্রতি শিববর পাশুপত মত উপদেশ	×	×	×	× •	√	×
যোগবিজ্ঞানানুসারে অধিকারি নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
যোগজ্ঞানে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্তি	×	×	×	×	√	×
শাস্ত্রজ্ঞানের সর্বার্থসিদ্ধি পালন, নারদ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
বর্ণাশ্রম ধর্মের বিস্তৃত উপদেশ	×	×	×	×	√	×
সাংসারিক বন্ধন অবিষ্টনেমি সগব সংবাদ	×	×	×	×	√	×
স্নেহপাশচ্ছেদনেব উপায়	×	×	×	×	√	×
শুক্রেব সুরশক্রতা রুদ্রকবলে প্রবেশ	×	×	×	×	√	×
শুক্র নামের উৎপত্তি কারণ	×	×	×	×	√	×
শুভলোকগতি জনক পরাশর সংবাদ	×	×	×	×	√	×
কঠিন পাপ দুরপনেয় অকাঠ্য	×	×	×	×	√	×
দানাদি কর্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ	×	×	✓	×	√	×
শূদ্রের সেবাধর্মে সিদ্ধিলাভ	×	×	×	×	√	×
ন্যায়তঃ উপার্জিত অর্থেব উৎকর্ষ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তপস্যার প্রবৃত্তিজনক কারণ	×	×	×	×	√	×
সংযম সাধনে সর্ববর্ণের অধিকার	×	×	×	×	√	×
তপোবলে উৎকর্ষ-তপস্যাভাবে অপকর্ষ	×	×	×	×	√	×
ব্রাহ্মণাদির সাধারণত ও অসাধারণ ধর্ম্ম	×	×	×	×	√	×
ব্যক্তিভেদে কর্ত্তব্যের বিভিন্নতা	×	×	×	×	√	×
মনুষ্যজন্মের প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
সংসারে অনাসক্তি মোক্ষের মূল	[illegible]	[illegible]	×	×	√	×
ত্যাগধর্ম, বাসনাত্যাগে সংসার নিবৃত্তি	×	×	×	×	√	×
সৎকর্ম নির্ণয়, হংসরূপী ব্রহ্মার উপদেশ	×	×	×	×	√	×
সাংখ্য ও বিষয়ক বিচার মীমাংসা	×	×	×	×	√	×
যোগবলে প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
যোগীর সমাধি অবস্থা, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য	×	×	×	×	√	×
যোগিগণের আহারাদি আচরণ	×	×	×	×	√	×
সাংখ্যমতের সারসঙ্কলন	×	×	×	×	√	×
মুক্তির পরবর্তী অবস্থা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্ষর ও অক্ষরব্যাখ্যা, করাল বশিষ্ঠ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
জীবাত্মার গুণগত দেহধারণ, বিবিধ অবস্থা	×	×	×	×	√	×
প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের কল্পনার উদয়	×	×	×	×	√	×
অজ্ঞানতায় বার বার সংসারে গতাগতি	×	×	×	×	√	×
জীব-জীবাত্মার উৎপত্তিগত স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ	×	×	×	×	√	×
যৌগিক উপায়ে জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যসাধন	×	×	×	×	√	×
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বনির্ণয়	×	×	×	×	√	×
বিদ্য অবিদ্যা বিবরণ	×	×	×	×	√	×
জীবাত্মা-পরমাত্মার পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদ	×	×	×	×	√	×
বুদ্ধ-অবুদ্ধ বিবরণ, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাধন	×	×	×	×	√	×
ধর্মকর্ম দ্বারা জ্ঞানপথ প্রস্তুতের উপায়	×	×	×	×	√	×
যোগ প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদ	×	×	×	×	√	×
সৃষ্টি প্রসঙ্গ কালসংখ্যা নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
সংহার বিবরণ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাব বিবরণ	×	×	×	×	√	×
সত্ত্বাদি গুণস্থ গতি	×	×	×	×	√	×
প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব নিরূপণ	×	×	×	×	√	×
যোগ সাধনায় সিদ্ধি দশার অবস্থা	×	×	×	×	√	×
জীবাত্মার তনুত্যাগ লক্ষণ দ্বারা গতিনির্ণয়	×	×	×	×	√	×
আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ	×	×	×	×	√	×
যাজ্ঞবল্ক্যের প্রকৃতিপুরুষ বিবেক	×		×	×	√	×
বিশ্বাবসুকর্তৃক যাজ্ঞবল্ক্যমতের প্রচার	×	×	×	×	√	×
মৃত্যু জরাজয় প্রসঙ্গে দেহের অহিনত্যতা কথন	×	×	×	×	√	×
গৃহস্থের মোক্ষধর্ম ধর্মধ্বজ সুলভ সম্ভাষণ	×	×	×	×	√	×
আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে ধর্মধ্বজের যোগকথা	×	×	×	×	√	×
স্থূলদর্শী ধর্মধ্বজের গার্হস্থ্য যোগমুক্তি	×	×	×	×	√	×
সুলভার সূক্ষ্ম যোগমুক্তি	×	×	×	×	√	×
শুকের প্রতি ব্যাসের জ্ঞান উপদেশ	×	×	×	×	√	×
পিতার উপদেশে শুকের মোক্ষলাভার্থ সংকল্প	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্মানুরূপ ফলভোগ	×	×	×	×	√	×
শুকের জন্মবৃত্তান্ত যোগসিদ্ধি প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
সৎপুত্রলাভার্থ ব্যাসের তপস্যা বরলাভ	×	×	×	×	√	×
শুকের জন্ম, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষাভিলাষ	×	×	×	×	√	×
পিতার আদেশে শুকের জনক সমীপে গমন	×	×	×	×	√	×
শুকের সংযম পরীক্ষায় নারী নিয়োগ	×	×	×	×	√	×
শুককর্তৃক পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন	×	×	×	×	√	×
শুকের প্রতি রাজর্ষি জনকের যোগ উপদেশ	×	×	×	×	√	×
শুকের সংসারত্যাগ হিমালয়ে গমন	×	×	×	×	√	×
মিথিলা প্রত্যাবৃত্ত শুকের পিতৃসাক্ষাৎকার	×	×	×	×	√	×
শুকাদি শিষ্যের প্রতি ব্যাসের বেদপ্রচারাজ্ঞা	×	×	×	×	√	×
ব্যাসশিষ্যগণের বেদবিভাগ প্রস্তাব	×	×	×	×	√	×
বায়ুর উৎপত্তি ও কার্যবিবরণ	×	×	×	×	√	×
নারদ শুক সাক্ষাৎকার নারদের উপদেশ	×	×	×	×	√	×
সুখ দুঃখের কারণ প্রতিকার উপায়	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অজ্ঞাত দৈব প্রভাব	×	×	×	×	√	×
নারদের উপদেশে শুকের বৈরাগ্য	×	×	×	×	√	×
শুকের যোগাবলম্বন আত্মদর্শন	×	×	×	×	√	×
পুত্রস্নেহে ব্যাসের চিত্তচাঞ্চল্য	×	×	×	×	√	×
ব্যাস শুকের যোগপ্রভাব তারতম্য	×	×	×	×	√	×
শিবকর্তৃক ব্যাসের সান্ত্বনা, বরপ্রদান	×	×	×	×	√	×
নর- নারায়ণতত্ত্ব, নারায়ণ নারদ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
নারদস্তবে তুষ্ট নারায়ণের আত্মতত্ত্ব প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
আদি বিষ্ণুমূর্তিদর্শনার্থী নারদের শ্বেতদ্বীপ গমন	×	×	×	×	√	×
শ্বেতদ্বীপ প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্ত উপরিচর চরিত্র	×	×	×	×	√	×
ঋষিগণের শাস্ত্রপ্রণয়ন বিবরণ	×	×	×	×	√	×
উপরিচরের অশ্বমেধ যজ্ঞ	×	×	×	×	√	×
যজ্ঞে বৃত মহর্ষিগণের প্রতি আকাশবাণী	×	×	×	×	√	×
মহর্ষিগণের শ্বেতদ্বীপ দর্শন	×	×	×	×	√	×
দেবশাপে উপরিচরের ভূগর্ভে প্রবেশ বার্তা	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উপরিচরের অভিশাপ কারণ	×	×	×	×	√	×
অভিশপ্ত উপরিচরের জন্য বসুধারা ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুর আদেশে উপরিচরের উর্দ্ধগতি	×	×	×	×	√	×
নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন বিষ্ণুস্তব	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুর কৃপায় নারদের বিশ্বরূপ দর্শন	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুর চারি মূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ অবতার পরিচয়	×	×	×	×	√	×
কৃষ্ণাবতার বিবরণ	×	×	×	×	√	×
শ্রবণপরম্পরা বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ক প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
মহর্ষি বেদব্যাসের ধর্মমীমাংসা	×	×	×	×	√	×
সংক্ষেপ সৃষ্টিতত্ত্ব	×	×	×	×	√	×
অগ্নিমুখ দেবগণের তপস্যা- বিষ্ণুর স্তব	×	×	×	×	√	×
বিষ্ণুর আদেশে দেবগণের যজ্ঞভাগ ব্যবস্থা	×	×	×	×	√	×
অধিকারী নিরূপণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পথ	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্ষীণপুণ্য কলিকালের কর্তব্য নির্ণয়	×	×	×	×	√	×
হয়গ্রীবমূর্তির আবির্ভাব	×	×	×	×	√	×
নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ ফল	×	×	×	×	√	×
নারায়ণের বিভিন্ন নামোৎপত্তি বিবরণ	×	×	×	×	√	×
অগ্নি ব্রাহ্মণের তুল্যস্বরূপতা ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য	×	×	×	×	√	×
ভগবানের হরি প্রভৃতি অন্যান্য নাম	×	×	×	×	√	×
রুদ্র নর নারায়ণ সমরে নর নারায়ণের জয়	×	×	×	×	√	×
বদরিকাশ্রমে নারদ নারায়ণ কথোপকথন	×	×	×	×	√	×
নারদকর্তৃক নর নারায়ণ স্তব	×	×	×	×	√	×
নারায়ণকর্তৃক স্বীয় তপশ্চরণ কারণ কথন	×	×	×	×	√	×
নারদের দেবপিতৃ কার্যের অনুষ্ঠান	×	×	×	×	√	×
নারদসমীপে নারায়ণের পিতৃকার্য প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
হয়গ্রীবমূর্তির আবির্ভাব প্রশ্নে সৃষ্টি প্রসঙ্গ	×	×	×	×	√	×
সৃষ্টি প্রলয় প্রসঙ্গে মধুকৈটভের উৎপত্তি কথা	×	×	×	×	√	×
বেদ উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার নারায়ণ স্তব	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
হয়গ্রীব মূর্তিতে নারায়ণের বেদ উদ্ধার	×	×	×	×	√	×
নারায়ণকর্তৃক মধুকৈটভবধ	×	×	×	×	√	×
পরম্পরাক্রমে একনিষ্ঠ ভক্তির প্রকাশ	×	×	×	×	√	×
সাত্ত্বিক লোক মোক্ষলাভের অধিকারী	×	×	×	×	√	×
বেদব্যাসের পূর্বজন্ম	×	×	×	×	√	×
নারায়ণের উপাসনায় সাংখ্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত	×	×	×	×	√	×
পরমপুরুষের একত্বনির্ণয়	×	×	×	×	√	×
অনিরুদ্ধাদি চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণের ঐক্য	×	×	×	×	√	×
ভীষ্ম যুধিষ্ঠির সংবাদে আশ্রমধর্ম প্রশ্ন	×	×	×	×	√	×
ধর্মসন্দেহে ব্রাহ্মণের মনে ব্যাকুলতা	×	×	×	×	√	×
প্রশ্নশ্রবণে গৃহাগত অতিথির ধর্মভাব স্ফুরণ	×	×	×	×	√	×
ধর্মসিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে পদ্মনাগ নামক নাগ সংবাদ	×	×	×	×	√	×
ধর্মজিজ্ঞাসু দ্বিজের নাগসমীপে যাত্রা	×	×	×	×	√	×
নাগদর্শনার্থ দ্বিজের গোমতী তীরে বাস	×	×	×	×	√	×
নাগপত্নীর অতিথিবাৎসল্য	×	×	×	×	√	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নাগ নিকটে পত্নীকর্তৃক দ্বিজবার্তা নিবেদন	×	×	×	×	√	×
ক্রোধের দোষ দর্শন নাগ-নাগপত্নী সংবাদ	×	×	×	×	√	×
দ্বিজনাগ সাক্ষাৎকার কথোপকথন	×	×	×	×	√	×
দ্বিজজিজ্ঞাসায় নাগকর্তৃক সূর্যলোক বর্ণন	×	×	×	×	√	×
উঞ্ছব্রতধারী বিপ্রের সূর্যলোক লাভ প্রশংসা	×	×	×	×	√	×
নাগবিপ্রের পরস্পর সম্ভাষণ পূর্বক বিদায়	×	×	×	×	√	×
মহর্ষি চ্যবন নিকটে বিপ্রের দীক্ষা গ্রহণ	×	×	×	×	√	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
অশ্বমেধপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায়	√	×	ভীষ্মেব শবপীড়া সম্ভাবনায যুধিষ্ঠিবের খেদ	×	×	×
শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রেব সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	×
কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা, যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাস সান্ত্বনা, কর্তব্যের উদ্বোধ	√	×	×	×	×	×
বেদব্যাসকর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান, উপদেশ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরেব যজ্ঞসাধক অর্থাভাবজ্ঞাপনের ব্যাসোক্তি	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মরুত্তরাজের যজ্ঞবৃত্তান্ত বংশানুকীর্তন	√	×	×	×	×	×
মরুত্তের পৌরোহিত্যে বৃহস্পতিকে অনুরোধ	√	×	×	×	×	×
মরুত্তের পৌরোহিত্যে ইন্দ্রের বাধাদান	√	×	×	×	×	×
বৃহস্পতি প্রত্যাখ্যাত মরুত্তের নারদ সাক্ষাৎকার	×	×	×	×	×	√
মরুত্তের সংবর্ত্ত সাক্ষাৎকার পৌরোহিত্য প্রার্থনা	×	×	×	×	×	√
সংবর্তের যজ্ঞীয় নিয়ম বন্ধন পৌরোহিত্য স্বীকার	×	×	×	×	×	√
সংবর্তের যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ ব্যবস্থা	×	×	×	×	×	√
ভ্রাতৃসমৃদ্ধিতে অসহিষ্ণুবৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্রসান্ত্বনা	×	×	×	×	×	√
অগ্নির বৃহস্পতি পৌরহিত্যে অনুরোধ	×	×	×	×	×	√
মরুত্তের বৃহস্পতি পৌরহিত্য প্রত্যাখ্যান	√	×	×	×	×	×
ইন্দ্রক্রোধে শাপভয়ে অগ্নির দৌত্যে অনিচ্ছা	√	×	×	×	×	×
ইন্দ্রপ্রেরিত ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে উপেক্ষা	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ইন্দ্রপ্রীত মরুত্তের প্রতি সংবর্তের অভয়বাণী	√	×	×	×	×	×
ইন্দ্রের মরুত্ত যজ্ঞে আগমন, যজ্ঞভাগ গ্রহণ	×	×	×	×	×	√
বহন্যাক্ষম বিপ্রগণের মরুত্তদত্ত স্বর্ণত্যাগ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণ উপদেশ, জীবাহঙ্কার কথা	√	×	×	×	×	×
যজ্ঞকার্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্‌বোধন	√	কবীন্দ্রে যজ্ঞকার্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্‌বোধন লিখিত হয়েছে মরুত্ত পরিত্যাক্ত ধনাহরণার্থ-পাণ্ডবযাত্রা অংশের পূর্বে পরীক্ষিত জন্ম পর্বাধ্যায়েব শুরুতে	×	×	×	×
কামনাত্যাগের উপদেশ কামগীতা	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের মনঃশান্তি রাজ্যপালন	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সদুপদেশদানান্তে কৃষ্ণের দ্বারকা গমনাভিলাষ	√	×	×	×	×	×
অনুগীতাপর্বাধ্যায়	√	×	×	×	×	×
অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পুনরায় গীতা উপদেশ	√	×	×	×	×	×
সিদ্ধিপথের উপদেশ– কাশ্যপ সিদ্ধ পুরুষ সংবাদ	√	×	×	×	×	×
জীবাত্মার দেহ আশ্রয় ও দেহত্যাগ বিবরণ	√	×	×	×	×	×
কর্মবশে স্বর্গ নরকগামী জীবের কর্মভেদ	√	×	×	×	×	×
জীবের গর্ভপ্রবেশ বিবরণ	√	×	×	×	×	×
মুক্ত মানবের লক্ষণ	√	×	×	×	×	×
যোগপথে মুক্তির উপায় প্রদর্শন	√	×	×	×	×	×
ধ্যানযোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার	√	×	×	×	×	×
জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি	√	×	×	×	×	√
যোগিগণের অন্তর প্রাণায়াম	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অন্তর্বাগ সূক্ষ্ম বায়ুর স্বরূপে পরিণতি	√	×	×	×	×	√
অন্তর্বাগসাধনোপায়	√	×	×	×	×	√
বায়ু সমীকরণ প্রাণাদি, বায়ুর প্রাধান্যে বিতর্ক	√	×	×	×	×	√
জীবদেহ গঠন বায়ুবিন্যাস ব্যবস্থা	√	×	×	×	×	√
শান্তির লক্ষণ পরমাত্মার পরিচয়	√	×	×	×	×	√
আধ্যাত্মিক যজ্ঞ	√	×	×	×	×	√
গুরুরূপে নারায়ণের জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠান	√	×	×	×	×	√
বৃদ্ধের গহন কানন মুক্তের আনন্দ কানন	√	×	×	×	×	√
হিংসার দোষ– কার্তবীর্য সমুদ্র সংবাদ	√	×	×	×	×	√
পরশুরামসহ সমরে কার্তবীর্যবধ	√	×	×	×	×	√
পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ	√	×	×	×	×	√
ঋচীক ঋষির উপদেশে পরশুরামের হিংসোত্যাগ	√	×	×	×	×	√
হিংসা প্রবর্তক লোভের দমন উপায়	√	×	×	×	×	√
মমতাত্যাগে সমতাবোধ জনক দ্বিজ সংবাদ	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চরম মুক্তির উপায়	√	×	×	×	×	√
পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার	√	×	×	×	×	√
জীবন্মুক্তি জীব ঈশ্বরের ঐক্য	√	×	×	×	×	√
মুক্তিকামীর কর্তব্য নির্ণয় বর্ণাশ্রমসেবা	√	×	×	×	×	√
গুণবৈষম্যে জীবের বদ্ধাবস্থা	√	×	×	×	×	√
তমোগুণের কার্য	√	×	×	×	×	√
রজোগুণের কার্য	√	×	×	×	×	√
সত্ত্বগুণের কার্য	√	×	×	×	×	√
একত্র মিলিত গুণত্রয়ের কার্য	√	×	×	×	×	√
ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি মহত্তত্ব	√	×	×	×	×	√
সৃষ্টির ক্রমবিকাশ অহঙ্কার	√	×	×	×	×	√
সূক্ষ্ম স্থূলভূতাদির সৃষ্টি বিস্তার	√	×	×	×	×	√
নিবৃত্তিধর্ম কথন	√	×	×	×	×	√
অসাধারণ বিভূতিযুক্ত পদার্থের পরিচয়	√	×	×	×	×	√
ইন্দ্রিয়দেবতা ও গুণধর্ম	√	×	×	×	×	√
সৃষ্ট পদার্থের আদিভূত বস্তু নির্ণয়	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কালচক্রের পরিচয়	√	×	×	×	×	√
ব্রহ্মচারী প্রভৃতির কর্তব্য নির্ণয়	√	×	×	×	×	√
সন্ন্যাস ধর্মের প্রশংসা	√	×	×	×	×	√
আত্মবিষয়ক সাংখ্য বেদান্তবাদ	√	×	×	×	×	√
আত্মার নানাত্ববাদ সাধনার বিবিধ পথ	√	×	×	×	×	√
অহিংস ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ	√	×	×	×	×	√
জ্ঞানলাভে যোগের প্রয়োজনীয়তা	√	×	×	×	×	√
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক, জীবাত্ম-পরমাত্মা বোধ	√	×	×	×	×	√
হস্তিনা প্রস্থিত কৃষ্ণার্জুনের প্রিয়ালাপ	√	×	×	×	×	√
কৃষ্ণার্জুনের যুধিষ্ঠিরাদি সাক্ষাৎকার	√	×	×	×	×	√
যুধিষ্ঠিরানুমোদনে কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা	√	×	×	×	×	√
শাপপ্রদানোদ্যাত উতঙ্কের প্রতি কৃষ্ণের বিনয়	√	×	×	×	×	√
উতঙ্ক নিকটে কৃষ্ণের অধ্যাত্ম তত্ত্ব কথন	√	×	×	×	×	√
উতঙ্ক প্রার্থনায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষ্ণের বরদান উতঙ্কের কৃষ্ণ বিশ্বাস পরীক্ষা	√	×	×	×	×	√
উতঙ্কের সমাবর্তন গুরুদক্ষিণাদানে প্রবৃত্তি	√	×	×	×	×	√
গুরুদক্ষিণার্থ উতঙ্কের সৌদাস সমীপে গমন	√	×	×	×	×	√
উতঙ্কভক্ষণোদ্যত রাক্ষস সৌদাসসহ সন্ধি	√	×	×	×	×	√
উতঙ্কের অভীষ্ট কুণ্ডলদ্বয় লাভ	√	×	×	×	×	√
নাগকর্তৃক উতঙ্কের কুণ্ডল অপহরণ	√	×	×	×	×	√
কুণ্ডল অন্বেষণার্থ উতঙ্কের নাগলোক গমন	√	×	×	×	×	√
উতঙ্কের কুণ্ডল উদ্ধার গুরুদক্ষিণা প্রদান	√	×	×	×	×	√
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী প্রবেশ	√	×	×	×	×	√
বসুদেবসমীপে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণন	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অভিমন্যু নিধন শ্রবণে বসুদেবের বিলাপ	√	×	×	×	×	√
কৃষ্ণের বসুদেব সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	√
বসুদেব শোকলাঘবার্থ সুভদ্রাদির শোক উল্লেখ	√	×	×	×	×	√
অভিমন্যু শোকে ব্যাসের যুধিষ্ঠিরাদি সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	√
মরুত্ত পরিত্যাক্ত ধনাহরণার্থ পাণ্ডবযাত্রা	√	×	×	×	×	√
হিমালয়স্থ ধনসংগ্রহে যুধিষ্ঠিরাদির যত্ন	√	×	×	×	×	√
ধনপ্রাপ্তির জন্য যুধিষ্ঠিরের শিবপূজা	√	×	×	×	×	√
যুধিষ্ঠিরের সংগৃহীত সুবর্ণ হস্তিনায় আনয়ন	√	×	×	×	×	√
উত্তরাগর্ভ হতে মৃতাবস্থায় পরীক্ষিতের জন্ম	√	×	×	×	×	√
পরীক্ষিতের প্রাণদানে সুভদ্রার কৃষ্ণ প্রার্থনা	√	×	×	×	×	√
উত্তরার বিলাপ পুত্ররক্ষার্থ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষ্ণকর্তৃক পরীক্ষিতের প্রাণদান	√	×	×	×	×	√
পরীক্ষিতের জন্মোৎসব নামকরণ	√	×	×	×	×	√
সুবর্ণাদি ধনসহ পাণ্ডবগণের পুর প্রবেশ	√	×	×	×	×	√
অশ্বমেধযজ্ঞে বেদব্যাসের অনুমতি	√	×	×	×	×	√
কৃষ্ণসহ যজ্ঞ বিষয়ক পরামর্শ	√	×	×	×	×	√
যজ্ঞায়োজন দিগ্বিজয়ে অর্জুনের নির্বাচন	√	×	×	×	×	√
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞদীক্ষা অর্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা	√	×	×	×	×	√
অর্জুনের ত্রিগর্তদেশ জয়	×	×	×	×	×	√
প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধশ বজ্রদত্তসহ যুদ্ধ	×	×	×	×	×	√
অর্জুনের প্রাগ্জ্যোতিষপুর জয়	×	×	×	×	×	√
দেবগণ সাহায্যে অর্জুনের সিন্ধু যুদ্ধ জয়	×	×	×	×	×	√
সিন্ধুবাসীদিগের সহিত অর্জুনের পুনর্যুদ্ধ	×	×	×	×	×	√
দুঃশলার অনুরোধে সিন্ধুযুদ্ধে সন্ধি	×	×	×	×	×	√
মণিপুরে অর্জুনযাত্রা, পুত্র বভ্রুবাহন সমাগম	×	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উলূপীর উত্তেজনায় বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	×	×	×	×	×	√
পুত্রহস্তে অর্জুনের পরাজয়	×	×	×	×	×	√
অর্জুন পতনে চিত্রাঙ্গদাবিলাপ উলূপী তিরস্কার	×	×	×	×	×	√
স্বকৃত যুদ্ধে পিতৃ পরাজয়ে বভ্রুবাহনের খেদ	×	×	×	×	×	√
উলূপীমায়া মোহিত অর্জুনের মোহাঁপনোদন	×	×	×	×	×	√
উলূপীর মুখে অর্জুনের পরাজয় কারণ প্রকাশ	×	×	×	×	×	√
পত্নী পুত্রের সম্ভাষণান্তে অর্জুনের প্রস্থান	×	×	×	×	×	√
অর্জুনের মগধজয়	×	×	×	×	×	√
চেদি আদি বিবিধ দেশ জয়	×	×	×	×	×	√
শকুনিতনয়ের পরাভব গান্ধার জয়	×	×	×	×	×	√
অর্জুনের প্রত্যাগমন যজ্ঞ স্থান নির্মাণ	×	×	×	×	×	√
নিমন্ত্রিত নৃপতিগণের আগমন অভ্যর্থনা	×	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নৃপতিগণের সভারোহণ	×	×	×	×	×	√
অর্জুনাগমনে কৃষ্ণের যজ্ঞ বিষয়ক আশ্বাস বাণী	×	×	×	×	×	√
অর্জুনের আজন্ম ভ্রমণ, ক্লেশের কারণ কথন	×	×	×	×	×	√
অশ্বসহ অর্জুনের যজ্ঞভূমিতে আগমন	×	×	×	×	×	√
মাতৃদ্বয়সহ বভ্রুবাহনের আগমন পাণ্ডব প্রীতি	×	×	×	×	×	√
ব্যাসের আগমন যজ্ঞ আরম্ভ	×	×	×	×	×	√
অশ্বমেধসামাপ্তি দক্ষিণাদানে দ্বিজাতি সন্তোষ	×	×	×	×	×	√
প্রভূত দক্ষিণাদানে পুরোহিত পরিতোষ সাধন	×	×	×	×	×	√
সমাগত নৃপতিগণের বিদায়	×	×	×	×	×	√
নকুল মুখে অশ্বমেধের অপ্রশংসা	×	×	×	×	×	√
দরিদ্র অথচ বদান্য ব্রাহ্মণের অতিথি সেবা	×	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
গময়ানুযায়ী অন্নদানে অনন্ত ফল	×	×	×	×	×	√
সপরিবার বিপ্রের সদ্‌গতিলাভ	×	×	×	×	×	√
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে নকুলের অশ্রদ্ধার কারণ জিজ্ঞাসা	×	×	×	×	×	√
যজ্ঞে পশুবধে বাদানুবাদ চেদিরাজের অবিচার	×	×	×	×	×	√
অকিঞ্চন অগস্ত্যের মহাযজ্ঞ	×	×	×	×	×	√
অগস্ত্যের যজ্ঞে বিঘ্ন অনাবৃষ্টি	×	×	×	×	×	√
অগস্ত্য তপঃ প্রভাবে দেবরাজের বারিবর্ষণ	×	×	×	×	×	√

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
আশ্রমিকপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আশ্রমবাসিক পর্বাধ্যায়, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপালন	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরাদির সেবায় ধৃতরাষ্ট্রের তুষ্টিসাধন	√	×	×	×	×	×
ভীমের ব্যবহার ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় দুঃখ জ্ঞাপন	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা	√	×	×	×	×	×
বাণপ্রস্থধর্মে ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা	√	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য, বনবাসে অভিলাষ	√	×	×	×	×	×
বনবাস সঙ্কল্পত্যাগে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ	√	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসে ব্যাসের অনুমোদন	√	×	×	×	×	×
বনবাসোদ্যত ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যপালনোপদেশ	×	×	×	×	×	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধৃতরাষ্ট্র আদিষ্ট বিবিধ রাজনীতি	×	×	×	×	×	×
যুদ্ধাদি রাজনীতি	√	×	×	×	×	×
বনগমনাভিলাষী ধৃতরাষ্ট্রের প্রজা সম্ভাষণ	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনের দুষ্টকার্য্যের ক্ষমাপ্রার্থনা	√	×	×	×	×	
প্রিয়বাক্যে প্রজাগণের অভিনন্দন জ্ঞাপন	√	×	×	×	×	
ধৃতরাষ্ট্র প্রার্থিত ধনদানে ভীমের অনিচ্ছা	√	×	×	×	×	×
ধনদানে যুধিষ্ঠিরাদির অনুমতি	√	×	×	×	×	×
ভীমের কটূক্তি ক্ষমাপণার্থ যুধিষ্ঠির নিবেদন	√	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রের যথেচ্ছ ধনদান	√	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্র বনযাত্রা যুধিষ্ঠিরাদির অনুতাপ	√	×	×	×	×	×
বনবাসে যুধিষ্ঠিরাদির নিষেধ কুন্তীর উপেক্ষা	×	×	×	×	×	×
বিলাপকারী পুত্রাদির প্রতি সান্ত্বনা	×	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রাদির বনপ্রবেশ যুধিষ্ঠিরাদির নিবৃত্তি	×	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বেদব্যাসসমীপে ধৃতরাষ্ট্রের আরণ্যক দীক্ষা	×	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রাদির তপশ্চরণ-বিদুরাদিকর্তৃক শুশ্রুষা	√	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে নারদের রাজর্ষি-স্বর্গ বর্ণন	√	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্রের ভাবী স্বর্গলোক লাভানন্দ	×	×	×	×	×	√
মাতা প্রভৃতির অদর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির বিষাদ	√	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্র দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্‌যোগ	√	×	×	×	×	×
সহদেবাদির সহগমনে সহানুভূতি	√	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রদর্শনার্থ সপরিবার যুধিষ্ঠিরের যাত্রা	√	×	×	×	×	√
যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাৎকার	√	×	×	×	×	×
ঋষিগণের যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় গ্রহণ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিদুরেব সূক্ষ্মদেহ যুধিষ্ঠির দেহে প্রবেশ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর বিষয়ক দৈববাণী	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরাদির আশ্রম ভ্রমণ— তাপস তৃপ্তিসাধন	√	×	×	×	×	×
ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্রতপঃ পরীক্ষা সূচক প্রশ্ন	×	×	×	×	×	×
পুত্রদর্শনপর্বাধ্যায়	×	×	×	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রাদির স্ব স্ব মৃত সন্তান দর্শনাকাঙ্ক্ষা	×	×	×	×	×	×
কুন্তীর কর্ণজন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ— কর্ণ দর্শন কামনা	×	[illegible]	×	×	×	×
ব্যাস আদেশে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিব গঙ্গাতীরে গমন	√	×	[illegible]	×	×	×
ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিশক্তি সকলেব মৃত আত্মীয় দর্শন	√	×	×	[illegible]	×	√
মৃত ব্যক্তিগণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান	√	×	×	[illegible]	×	√
কুরুকামিনীগণের কলেবরত্যাগ, পতিলোক লাভ	√	×	×	×	×	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মৃতশরীরে আত্মার আবির্ভাবের যুক্তি	√	×	×	×	×	√
জনমেজয়ের পরলোকগত পিতার দর্শন	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাগমনে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ	×	×	×	×	×	×
হস্তিনা প্রত্যাবর্তনে পরান্মুখ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ	×	×	×	×	×	×
কুন্তীসান্ত্বনায় যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন	√	×	×	×	×	×
নারদাগমনপর্বাধ্যায়	√	×	×	×	×	×
নারদকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রাদির তনুত্যাগ কথন	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ	√	×	×	×	×	×
নারদের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা	×	×	×	×	×	√
ধৃতরাষ্ট্রাদির ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া	√	×	×	×	×	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
মহাপ্রস্থানিকপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মহাপ্রস্থানিক পর্বাধ্যায়, পাণ্ডব-কর্তব্য নির্ণয়	√	×	×	মহাপ্রস্থানে ব্যাসেব উপদেশ	×	×
পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক	√	×	×		×	×
পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের উদ্‌যোগ	√	×	×		×	×
মহাপ্রস্থান যাত্রা	√	×	×		×	×
পাণ্ডবগণের পৃথিবী পরিক্রমা অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ	√	×	×	যুধিষ্ঠিরকর্তৃক দুর্গমপথে যেতে ভীমাদি সকলকে নিষেধাজ্ঞা ভীমাদিকর্তৃক যুধিষ্ঠিবেব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান, যুধিষ্ঠিবাদিব মালাধব গিবিতে প্রবেশ, মৈঘনাদকর্তৃক দ্রৌপদী-হরণে ভীমেব ক্রোধ, যুধিষ্ঠিব অর্জুনকর্তৃক ভীমকে নিবোদ, দ্রৌপদীর মুক্তি, পুণবায় মহাপ্রস্থান যাত্রা	×	কবীন্দ্র এপর্ব বর্ণনাবহুল রূপে লিখিত হয়েছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দ্রৌপদী প্রভৃতির পতন, প্রত্যেকতঃ হেতুনির্দেশ	√	কবীন্দ্রে দ্রৌপদীর পতনের কারণ হল ভীমেব প্রতি দ্রৌপদীব অধিক ভালবাসা আর সংস্কৃতে দ্রৌপদী অর্জুনকে অধিক ভালবাসত	কিরাত পর্বাধ্যায, ভীমকর্তৃক কিবাত নিধন	×	×	×
দ্রৌপদী প্রভৃতির স্বর্গারোহণ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত বাৎসল্যে কুকুরত্যাগে অনিচ্ছা	√	×	×	×	×	×
ইন্দ্রকর্তৃক কুকুরের দোষ দর্শন	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরীক্ষান্তে সশরীরে স্বর্গারোহণ	√	×	×	×	×	×
স্বর্গারূঢ় যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ অভ্যর্থনা	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবাৎসল্য	√	×	×	×	×	×

মূল (সংস্কৃত মহাভারত)	কবীন্দ্র মহাভারত					
স্বর্গারোহণপর্ব	অভিন্ন	পরিবর্তিত		অভিনব	বর্জিত	মন্তব্য
		উল্লেখ্য	অনুল্লেখ্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বর্গারোহণিকপর্বাধ্যায়	√	×	×	×	×	×
দুর্যোধনসহ একত্রবাসে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা	√	×	×	×	×	×
বিদ্বেষ বুদ্ধিত্যাগে দেবর্ষি নারদের উপদেশ	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের কর্ণাদি ভ্রাতৃগণদর্শন প্রসঙ্গে নরক দর্শন	√	×	×	×	×	×
নরকে পতিত ভীমাদি দর্শনে যুধিষ্ঠিরের দুঃখ		সংক্ষিপ্তরূপে				
যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের কারণ কথন	√	×	×	×	×	×
অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ মিথ্যাকথনের শাস্তি	√	×	×	×	×	×

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম পরীক্ষান্তে মায়ানরক নিরাস	√	×	×	×	×	×
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণ দর্শন	√	×	×	×	×	×
ইন্দ্রকর্তৃক দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয় প্রদান	×	কৃষ্ণকর্তৃক দ্রৌপদী প্র:ভৃতির পরিচয় প্রদান	×	×	√	×
কৌরবাদির স্ব স্ব কর্মগত গতি সাফল্য	√	×	×	×	×	×
যুদ্ধমৃত কুরুপাণ্ডব সৈন্যগণের গতি	√	×	×	×	×	×
ফলশ্রুতি মহাভারতের মাহাত্ম্য	√	×	×	×	×	×
মহাভারত শ্লোকসংখ্যা প্রকাশ পারম্পর্য	√	×	×	×	×	×
মহাভারত শ্রবণ বিধান, শ্রবণ ফল	√	×	×	×	×	×
পারণ দিন কর্তব্য	√	×	×	×	×	×
পর্বানুষ্ঠান নির্ণয়	√	×	×	×	×	×

দশম অধ্যায়

কবীন্দ্র মতাভারত : গল্পসংক্ষেপ

(দ্রোণ – স্বর্গারোহণ)

দ্রোণপর্ব

শরশয্যাগত ভীষ্মের অনুরোধে দুর্যোধন কর্ণপাত করলেন না । দুর্যোধন অটল। তাই শোক ভুলে পুনরায় যুদ্ধে উদ্যোগী হলেন।

সেনাপতি ভীষ্মের পতনের পর কৃপাচার্যের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে কৌরবগণ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। ভীষ্মদেবের সৈনাপত্যকালে কর্ণ যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন। ভীষ্মের পতনে কর্ণও সদর্পে যুদ্ধ করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। দ্রোণাচার্য অতুল বিক্রমে পাঁচ দিন যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রথম দিবস যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে জীবিত ধরে দেয়ার জন্য দুর্যোধন সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে অনুরোধ করেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলে বনবাসে প্রেরণ করবেন। দুর্যোধনের এ উদ্দেশ্য সফলে দ্রোণাচার্য প্রতিজ্ঞা করলেন।

দূতমুখে এসব খবর শ্রবণ করে অর্জুনও সতর্কতা অবলম্বন করলেন। উভয় পক্ষে সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু প্রথম দিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করা সম্ভব হল না। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে সুশর্মাদি অর্জুন বধের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ, কৌরবপক্ষের সকলকে পরাজিত করেন। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনাদি সকলকে ডেকে বললেন, অর্জুনকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখতে হবে।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে পরামর্শ অনুসারে সুশর্মার নেতৃত্বে সংশপ্তকগণ প্রচণ্ড বিক্রমে অর্জুনকে আক্রমণ করেন। অর্জুন এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যস্ত রইলেন। দ্রোণাচার্য সেই সুযোগে যুধিষ্ঠিরকে ধরার নিমিত্তে চক্রব্যূহ গঠন করেন। দ্রোণাচার্যের এ উদ্দেশ্য যুধিষ্ঠির জেনে ভীমকে সেনাপতি করে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ভীম তৈরি করেন মকরব্যূহ। পাণ্ডবপক্ষের ভীম, সাত্যকি, দ্রুপদ, চেকিতান, কুন্তীভোজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাণ্ডব প্রধানগণ অনেক চেষ্টা করেও দ্রোণাচার্যের ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহে কেউ প্রবেশ করতে পারলেন না। অর্জুন জানে– এ ব্যূহে প্রবেশের নিয়ম। আর জানে অভিমন্যু। অভিমন্যু সুভদ্রার গর্ভে অবস্থান কালে - অর্জুন সুভদ্রাকে চক্রব্যূহের কথা বলেছিলেন। সুভদ্রার নিদ্রার কারণে নির্গমের কথা আর অভিমন্যু শুনতে পারেন নি।

তাই অভিমন্যু প্রবেশ জানেন কিন্তু নির্গম জানেন না। তথাপিও যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে নির্দেশ দেন চক্রব্যূহ ভেদ করার জন্য। তাঁদের ধারণা ছিল, অভিমন্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারাও প্রবেশ করবেন এবং শত্রু সংহার করবেন। কিন্তু অভিমন্যুর ব্যূহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জয়দ্রথ ব্যূহমুখ এমনরূপে বন্ধ করে দেন যে অনেক চেষ্টা করেও পাণ্ডবপক্ষের অন্য কেউই ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না।

অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশের পথে উলুখ প্রভৃতি যোদ্ধাকে নিহত করলেন। অভিমন্যুর সঙ্গে এক এক করে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপার যুদ্ধ হল। কিন্তু অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সকলের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। অভিমন্যুকর্তৃক শল্যপুত্র রুক্মরথ, দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ, কৃপাচার্যতনয় বৃহদ্বলের মৃত্যু ঘটল। শল্য পুত্র হত্যার প্রতিশোধে প্রচণ্ড আক্রোশে অভিমন্যুকে আক্রমণ করেন কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অভিমন্যু তাঁকে পরাজিত করেন

বিক্রমে পিতৃতুল্য অভিমন্যুর এই পরাক্রম দেখে কৌরবগণ বুঝতে পারলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুদ্ধ করলে একে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন একত্রে আক্রমণের জন্য। পরামর্শ অনুযায়ী সপ্ত মহারথী মিলে একত্রে চারদিক থেকে অভিমন্যুকে আক্রমণ করল। সপ্তরথীর সঙ্গেও অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর অভিমন্যু পরাজিত হলেন। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিলেন।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হলেন পাণ্ডবগণ। অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যদের পরাজিত করে শিবিরে প্রবেশ করে পুত্র শোকে ব্যাকুল হয়ে সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সব বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক জয়দ্রথকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি বলেন, আগামীদিন সূর্যাস্তের মধ্যে যদি জয়দ্রথকে হত্যা করতে না পারেন তাহলে নিজেই অগ্নি জ্বেলে জীবন বিসর্জন দিবেন।

অর্জুনের এ প্রতিজ্ঞার কথা জেনে দ্রোণাদি জয়দ্রথকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখলেন যে অর্জুন অনেক চেষ্টা করেও জয়দ্রথের সম্মুখীন হতে পারলেন না। তখন কৃষ্ণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থের কোন উপায় না দেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করে রাখলেন। কৌরবগণ ভাবলেন দিনের অবসান ঘটেছে। তাঁরা সকলে উল্লাসিত হল। এখন অর্জুন নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা অনুসারে অগ্নিতে প্রবেশ করে জীবন ত্যাগ করবেন। অর্জুনের পতন অর্থাৎ কৌরবদের বিজয়।

কৃষ্ণার্জুনও কপটতা অবলম্বন করে অগ্নি জ্বাললেন। অর্জুন আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হন। এ দৃশ্য উপভোগ করার জন্য জয়দ্রথসহ কৌরবগণ আনন্দচিত্তে অর্জুনের অগ্নিকুণ্ডের নিকটে এলেন। কৃষ্ণ তখন সুদর্শন চক্র অপসারণ করলেন। দিন প্রকাশিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন জয়দ্রথকে হত্যা করলেন।

জয়দ্রথবধে কৌরবগণ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন। তাঁরা দ্বিগুণ আক্রোশে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। এই চতুর্থ দিনের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের কলিঙ্গপুত্র, দুর্মসেন, দুষ্কর্ণ,

বৃষরথ, বাল্মীক, শতচন্দ্র, সোমদত্ত, ভুরি, অলম্বুষ প্রভৃতি বীরযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন এবং পাণ্ডবপক্ষের অঞ্জন, সুরথ, কুন্তীভোজ, ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ প্রমুখ বীরগণের পতন ঘটে।

পঞ্চম দিনেও উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাণ্ডবেরা দ্রোণকে পরাস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিফল হচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ ছলের আশ্রয় নিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্তে ভীমকর্তৃক অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হয়। এই সুযোগে কৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে দ্রোণের নিকট 'অশ্বত্থামা হত' বলতে প্ররোচনা দেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে রাজি না হলেও দ্রোণের হাত থেকে রক্ষাকল্পে 'গজ' শব্দটি আস্তে বলে 'অশ্বত্থামা হত' উচ্চস্বরে বললেন। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে চিন্তা করে অস্ত্র ত্যাগ করলেন।

এই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে হত্যা করলেন। দ্রোণাচার্য হত্যায় পাণ্ডবপক্ষে জয়োল্লাসের বন্যা বয়ে যায় আর কৌরব শিবির ভরে উঠে হাহাকার ধ্বনিতে। অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। কৌরবগণ অর্জুন হত্যার সংকল্প নিয়ে কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কর্ণপর্ব

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কৌরবগণ কর্ণকে সেনাপতি করে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে কর্ণ তৈরি করেন মকরব্যূহ। আর ধনঞ্জয় তৈরি করেন অর্ধচন্দ্রব্যূহ। উভয় পক্ষের শঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুধিষ্ঠিরের আক্রমণে কর্ণ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে পাণ্ডবপক্ষকে আক্রমণ করেন। নকুল আস্ফালন করে যুদ্ধ আরম্ভ করেন কর্ণের সঙ্গে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ণ নকুলকে পরাস্ত করেন। কর্ণ নকুলকে বাণ দিয়ে বেঁধে অনেক উপহাস করেন। এবং সমমানের যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করার উপদেশ দানপূর্বক ছেড়ে দেন। কুন্তীর কথা স্মরণ করে প্রাণে মারেন না। কর্ণ কুন্তীকে অর্জুন ব্যতীত অন্য কোন ছেলেকে সংহার করবেন না বলে কথা দিয়েছিলেন। অন্যত্র ভীমের যুদ্ধে ক্ষেমাধৃত নিহত হন। অর্জুন শক্তিশালী সংশপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এ যুদ্ধে অর্জুনকর্তৃক মগধাধিপতি দণ্ডধর নিহত হন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু বীর ও সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংশপ্তক পরাস্ত করে অর্জুন আক্রমণ করেন কর্ণকে। কর্ণ অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। পরাজিত কর্ণ অর্জুন নিধনের প্রতিজ্ঞা জোরদার করেন

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের পূর্বে কর্ণ দুর্যোধনকে বলেন, শল্য যদি তাঁর সারথি হয় তাহলেই তিনি অর্জুনকে পরাজিত করে কৌরবদের জয় ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

দুর্যোধন শল্যকে অনুরোধ জানান কর্ণের সারথি হওয়ার জন্য কিন্তু শল্য এ প্রস্তাবে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। সূতপুত্রের সারথি হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক। শল্য যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হন। তখন কর্ণ নানাপ্রকারে শল্যকে শান্ত করলেন, শল্যও শেষ পর্যন্ত কর্ণের সারথি হতে সম্মত হলেন। সারথি হলেও তাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল পাণ্ডবদের প্রতি।

কর্ণ অর্জুন বধের প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধে যাত্রা করেন। কর্ণ যতই নিজের বীরত্বের কথা বলেন শল্য ততই অর্জুনের বীরত্বের কথা বলেন। শল্য বারংবারই বলেন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর হল অর্জুন। অর্জুন দুর্ধর্ষ সংশপ্তক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। কর্ণ অর্জুনের কাছে যাত্রাপথে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শল্যের সহযোগিতায় কর্ণের হাত থেকে যুধিষ্ঠির রক্ষা পান। যুধিষ্ঠির রথ নিয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। যুধিষ্ঠিরের দুরবস্থার কথা জেনে অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যের ভার ভীমের উপর ন্যস্ত করে শিবিরে আসেন যুধিষ্ঠিরকে দেখতে। যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন কর্ণকে হত্যা করে অর্জুন শিবিরে এসেছে কিন্তু যখন জানলেন কর্ণ এখনও জীবিত তখন অর্জুনকে অনেক তিরস্কার করলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে ক্ষিপ্ত হয়ে এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ উভয়কে শান্ত করেন। অর্জুন ভুল বুঝতে পেরে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং কর্ণকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেন।

দুঃশাসনের সঙ্গে ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দুঃশাসনের পরাজয় ঘটে। ভীম দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের রক্ত পানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে ভীম দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করেন। ভীমকর্তৃক কর্ণপুত্র চিত্র সেন ও দুর্যোধনের দশ ভ্রাতা নিহত হন। ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কৌরব বাহিনী পালাতে থাকে।

পুত্রহত্যার প্রতিশোধে কর্ণ অনলের মত জ্বলে ওঠেন। অর্জুনও কর্ণহত্যার প্রতিজ্ঞায় প্রচণ্ড বিক্রমে কর্ণকে আক্রমণ করেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পরে অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণ সংজ্ঞা হারিয়ে রথের উপর লুটিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় কৃষ্ণের প্রেরণা সত্ত্বেও অর্জুন কর্ণকে হত্যা থেকে নিবৃত্ত থাকলেন। কর্ণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। কর্ণ মাটিতে নেমে চাকা উত্তোলনের চেষ্টা করতে থাকেন। এই সুযোগে কৃষ্ণ কর্ণের পূর্বকৃত অপমানের কথা, দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনার কথা বলে অর্জুনকে উত্তেজিত করেন এবং কর্ণকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেন। অর্জুন উত্তেজিত হয়ে নিরস্ত্র কর্ণকে উদ্দেশ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। কর্ণ মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ণের মৃত্যুতে কৌরবগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দুর্যোধন হাহাকার করতে লাগলেন। অর্জুন কর্ণবধের বার্তা যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন করেন। যুধিষ্ঠির আনন্দে আত্মহারা হন।

শল্যপর্ব

শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে কৌরবগণ ভগ্নমনে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পঞ্চপাণ্ডব শল্যের আদরের ভাগ্নে হলেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে অথবা তাদেরকে মারতে হবে। এরূপ মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও শল্য বিক্রমের সঙ্গেই ভাগ্নেদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবিষ্ট হলেন।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শল্যের তুমুল যুদ্ধ হল। বহুক্ষণ যাবৎ উভয়ের যুদ্ধ চলল। কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারলেন না। নকুলের সঙ্গে যুদ্ধ হল চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুষেণের। নকুল বিক্রমের সঙ্গে সকলকেই হত্যা করলেন। ভীম ও শল্যের গদা যুদ্ধে শল্য পরাস্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যপ্রান্তে দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ হয় অর্জুনের । এর পরে অর্জুন আক্রমণ করেন শল্যকে। কিন্তু অর্জুন শল্যকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হলেন। তখন পাণ্ডবগণ সমবেতভাবে শল্যকে আক্রমণ করেন, তথাপিও শল্যকে পরাজিত করতে সমর্থ হলেন না। শল্যের ভয়ঙ্কর আক্রমণে পাণ্ডবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির ধৈর্য না হারিয়ে সহদেব নকুল এবং তাঁদের বাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করে প্রচণ্ড পরাক্রমে শল্যকে আক্রমণ করেন। শল্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে। কিন্তু এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠিরের খড়্গাঘাতেই শল্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়।

শল্যের মৃত্যুর পর কৌরববাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সৈন্যগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু দুর্যোধন শকুনিকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে দিলেন না। শকুনি ও দুর্যোধন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এ যুদ্ধে ভীমের হাতে দুর্যোধনের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ নিহত হলেন। সত্যধর্ম নিহত হল সুশর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করে। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে শকুনিপুত্র উলূক মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

পুত্র হত্যার প্রতিশোধের জন্য শকুনি অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে সহদেবকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সহদেবের বিক্রমের কাছে অল্পক্ষণের মধ্যেই শকুনি পরাস্ত হলেন। সহদেব শকুনিকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রথমে শকুনির আঙুল তারপরে হস্তদ্বয় এবং সবশেষে তাঁর গলা কেটে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

এ যুদ্ধে দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপ ব্যতীত কৌরবপক্ষের সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। আর জয়ের কোন আশা নেই দেখে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের জলের মধ্যে আশ্রয় নিলেন।

গদাপর্ব

অতি সংগোপনে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের জলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন। কেউ তাঁর খবর জানে না। ধৃতরাষ্ট্র খুবই কান্নাকাটি করছেন তাঁর পুত্র কোথায় হারিয়ে গেল ভেবে। এমন সময় অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপ সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয়েব কাছে দুর্যোধনের খবর জানতে চাইলেন। সঞ্জয় দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখতে পেলেন দুর্যোধনের অবস্থান। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপকে দ্বৈপায়ন হ্রদের কথা বললেন।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সর্বত্র খুঁজছেন । নানাদিকে লোক পাঠালেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলেন না। এদিকে কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপ সঞ্জয়ের নিকট থেকে জেনে জলস্তম্ভের নিকট আসলেন। তাঁরা দুর্যোধনের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা পাণ্ডবদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধনকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁবা যখন কথাবার্তা বলছিলেন তখন এক ব্যাধ জল খেতে এসে তাঁদেব কথা শুনে ফেলেন। ব্যাধ ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দুর্যধনের কথা বলেন।

দুর্যোধনের বার্তা শ্রবণ করে পাণ্ডবগণ উল্লসিত মনে হ্রদের নিকট উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বলেন – ক্ষত্রিয়কুলে জন্মলাভ করে প্রাণের ভয়ে এমনি করে পালালে কেন? সমস্ত কৌরবকুলকে নরকে পরিণত করে নিজের প্রাণের প্রতি মায়া হল। ধিক্! তোমার জীবনের। তীরে উঠে এসে ক্ষত্রিয়ের কাজ কর । যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে রাজ্য ভোগ কর নতুবা আমার শরে পরাজয় বরণ কর। তখন দুর্যোধন বলেন–প্রাণভয়ে আমি পালাইনি। যুদ্ধ করে তুমি শ্রান্ত। শিবিরে গিয়ে শান্ত হও। আগামী দিবসে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবে। আর যদি তা না কর-তাহলে আমি তোমাদের রাজ্য দিয়ে দিলেম তোমরা ভোগ কর। দুর্যোধনের এ কথায় যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন-তুমি রাজ্য দিবে আর আমরা তাই নিব-এমন কথা ভাবলে কেমন করে। পূর্বে সূচাগ্র মেদিনি ছাড়তে চাওনি-এখন সম্পূর্ণ রাজ্য দান করছ? তুমি নরাধম। সমস্ত কুলকে ধ্বংস করে এখন ধর্ম কথা শোনাচ্ছ?

পৃথিবী দিবারে যদি মোরে হৈত মন ।
তবে কেহ্নে নষ্ট হৈত এত বন্ধুগণ॥
জীবনের আশা এড়ি স্থির কর মন।
উঠ ২ যুদ্ধ কর গান্ধারী নন্দন॥

এর উত্তরে দুর্যোধন বলেন—তোমরা সবাই বলবন্ত এবং বহুজন। আর আমি একা হীনবল। তোমাদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ নিয়ম বিরুদ্ধ। তখন যুধিষ্ঠির বলেন ধর্মযুদ্ধ অনুসারে একজনই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তোমার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন

একজনকে নির্ধারণ করে যুদ্ধ কর। তখন দুর্যোধন জল থেকে তীরে উঠে আসেন। দুর্যোধন ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভীম ও দুর্যোধন গদা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। গদা যুদ্ধে দুজনেই সমান পারদর্শী। বহুক্ষণ যাবৎ কেই কাউকে পরাস্ত করতে পারলেন না। তখন কৃষ্ণ ভীমকে ইঙ্গিত করলেন দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করতে। গদা যুদ্ধে উরুতে আঘাত নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু ভীম দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করে দুর্যোধনকে পরাস্ত করেন। পূর্বে দুর্যোধন যখন উরু দেখিয়ে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিলেন তখন ভীম দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

দুর্যোধনের পতনে পাণ্ডবদের বিজয় হল। দুর্যোধনের জন্য যুধিষ্ঠির অনেক কান্নাকাটি করলেন। পূর্বের সমস্ত অপরাধের কথা বলে বিলাপ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের গোয়ার্তুমি আর লোভের জন্য কেমন করে সব ধ্বংস হলো এসব কথা বলে দুর্যোধনকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। ভীম ও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করলেন। দুর্যোধন অনেক কষ্টে মাথা উত্তোলন করে কৃষ্ণকে ধিক্কারপূর্বক কৃষ্ণের সমস্ত অপরাধ এক এক করে বর্ণনা করলেন। দুর্যোধন অভিযোগ করলেন-কৃষ্ণের অন্যায় পরামর্শে সমস্ত কৌরব বীর নিহত হয়েছে। তখন কৃষ্ণও দুর্যোধনের অপরাধ বিবৃত করলেন। এরপরে পাণ্ডবগণ চলে গেলেন শিবিরে আর উরুভগ্ন দুর্যোধন পড়ে রইলেন হ্রদের তীরে।

পাণ্ডবগণ হ্রদের তীর থেকে প্রস্থান করলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপ দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হন। তাঁরা দুর্যোধনের এই দুরবস্থা দেখে পাণ্ডবনাশের প্রতিজ্ঞা করেন। দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন রাতের অন্ধকারে শিবিরে উপস্থিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের মস্তক ছেদন করে দুর্যোধনকে খুশি করবেন।

সৌপ্তিকপর্ব

অশ্বত্থামার সৈনাপত্যে কৃতবর্মা ও কৃপ পাণ্ডব শিবির অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি শিবিরে প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। কারণ শিবিরদ্বার রক্ষার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং শিবের। অশ্বত্থামা বুঝতে পারলেন যুদ্ধ করে একে পরাস্ত করা যাবে না। তাই তিনি শিবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন, শিবের তুষ্টির জন্য রক্ত দিয়ে আত্মহুতি দিলেন। অশ্বত্থামার এই কঠোর স্তুতিতে শিব স্থির থাকতে পারলেন না। শিব অশ্বত্থামার ইচ্ছা অনুযায়ী দ্বার উন্মোচন করলেন। তখন অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করলেন। শিবিরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রথমে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন। পরে সব সৈন্যকে সংহার করলেন। শিখণ্ডীর সঙ্গে কিছুক্ষণ শর বিনিময় করে তাঁকে চির নিদ্রায় শায়িত করলেন।

ঐদিন রাতে পাণ্ডবগণ শিবিরের বাইরে ছিলেন। শিবিরের এক ঘরে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র একত্রে শুয়ে ছিলেন। অশ্বত্থামা অন্ধকারে পঞ্চপাণ্ডব মনে করে তাদের মস্তক ছেদন করে দুর্যোধনের জন্য নিয়ে চললেন।

তাঁরা উল্লসিত মনে পাঁচটি মস্তক দুর্যোধনের সন্নিকটে রেখে বললেন– পাণ্ডববংশ ধ্বংস হয়েছে। এবার তোমার বিজয় হলো। দুর্যোধন আনন্দিত হয়ে মাথায় হাত স্থাপন করে চমকে উঠলেন। তিনি বললেন এ পঞ্চপাণ্ডব নয়। তখন ভাল করে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন – সত্যিই এ পঞ্চপাণ্ডব নয় – দ্রৌপদীর পঞ্চতনয়। দুর্যোধন হাহাকার করে উঠলেন - বললেন একি সর্বনাশ করলে। কুরুবংশে প্রদীপ জ্বালানোর এবং পিণ্ডদান করার মত আর তো কেউ রইল না।

দুর্যোধন তখন সকলকে গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন এবং পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কাঁদতে কাদতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করলেন। দুর্যোধন যুদ্ধ করে বীরের মত প্রাণত্যাগ করেছেন এজন্য তাঁর স্বর্গে গতি হল।

ঐষিকপর্ব

অশ্বত্থামার প্রেতরূপ ধ্বংসযজ্ঞের মাঝে দ্রৌপদীতনয়ের এক সারথি মৃতের ভান করে মৃতের সারিতে শুয়ে ছিল। অশ্বত্থামা সকলপ্রাণ সংহার হয়েছে ভেবে প্রস্থান করলেন। তখন সেই সারথি যুধিষ্ঠিরের শিবিরে ছুটে গিয়ে সব বৃত্তান্ত পরিবেশন করলো। যুধিষ্ঠিরাদি তড়িৎগতিতে এসে সব অবলোকন করে শোকে বিহ্বল হলেন। দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রের জন্য কাঁদতে কাঁদতে সংজ্ঞা হারালেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন :

হৃদয় ফাটিয়া যাএ পুত্র শোক তাপ॥
পুত্র শোক অগ্নি মোর দহে কলেবর।
তভু অশ্বত্থামা জিএ পৃথিবী ভিতর॥
সর্বাংশে সংহার কর তাহার জীবন।
নহে পুনি এহি স্থানে মোহোর নিধন॥
যুদ্ধেত জিনিয়া তার শিরোমণি পাম।
তবে সে হৃদয় মুই শোক সান্ত্বাম॥

দ্রৌপদীর কথা শুনে বীর বৃকোদর রথে চড়ে তড়িৎ গতিতে চলল অশ্বত্থামাসংহার উদ্দেশ্যে। ভীমের রথের সারথি হল নকুল কুমার।

ভীমের প্রস্থানের পরে জনার্দন যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে বললেন -পুত্রশোকে ভীম হিতাহিত বিচার না করে একরথে যাত্রা করেছে। এটা ঠিক হয়নি। অশ্বত্থামার নিকট

যে ব্রহ্মাস্ত্র আছে তার দ্বারা এই পৃথবী দহন করতে পারে। এ অস্ত্র ব্রহ্মচর্য পালন না করে কেউ প্রয়োগ করলে তা আর নিবারণ করা সম্ভব নয়। তখন কৃষ্ণ ভীম সাহায্যার্থে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা ভীমকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকলেন।

অশ্বত্থামা আত্মগোপন উদ্দেশ্যে ভাগীরথী তীরে ব্যাসের আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। ব্যাসদেব অশ্বত্থামার সর্বাঙ্গে রুধির দেখে তৈল এবং ঘৃত দিয়ে স্নান করালেন। এমন সময় ভীম-যুধিষ্ঠিরাদি তথায় উপস্থিত হলেন।

অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের দেখে আত্মরক্ষার জন্য ব্রহ্মশির। মহাঅস্ত্র উত্তোলন করে বললেন :

আজি নিস্পাণ্ডব হৌক পৃথিবী ভিতরে।
এ বলিয়া অস্ত্র এড়ে দ্রোণ পুত্র বরে॥

এ অস্ত্র প্রলয়কালেব জগৎমর্দনের মত পাণ্ডব ধ্বংসের নিমিত্ত ছুটতে থাকে। কৃষ্ণ এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উপলব্ধি করে অর্জুনকে অতি সত্বর এ অস্ত্র প্রতিরোধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। অর্জুন :

গুরুপুত্র কুশল কুশল পাণ্ডুসুত।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারে ঁ মোর সমিহিত॥

এ কথা বলে অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। দুই মহাঅস্ত্রে পৃথিবীর প্রলয়ের কথা ভেবে নারদ ও ব্যাস মুনি তৎক্ষণাৎ দুই অস্ত্রের মাঝে দাঁড়ালেন।

দুই মুনি বোলন্ত দু-নে সম্বোধিয়া।
সৃষ্টি নাশ কর কেহ্নে মহাজন হইয়া॥

তাঁরা অশ্বত্থামা ও অর্জুনকে অস্ত্র সংবরণ করার জন্য অনুরোধ জানান। অর্জুন তখন মুনিদের প্রণাম করে বলেন :

মুই অস্ত্র এড়িলুম্ অস্ত্র নিবারিতে।
অশ্বত্থামাএ অস্ত্র এড়ে পাণ্ডব সংহারিতে॥
তোহ্মার আজ্ঞাএ আহ্মি সম্বরিলু বাণ।
কেমতে হইব বোল পাণ্ডব পরিত্রাণ॥

তখন মুনিগণ অশ্বত্থামাকে ক্রোধ নিবারণ করে অস্ত্র সংবরণ করার জন্য নানা হিত তত্ত্ব শোনালেন। অশ্বত্থামা ভুল বুঝতে পারলেন। তখন অশ্বত্থামা মুনিদের বললেন - এ অস্ত্র আমি নিক্ষেপ করতে জানি কিন্তু সংবরণ করতে তো জানি না। তখন মুনিদের আদেশে অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাব গর্ভের সন্তান সংহারপূর্বক অশ্বত্থামার অস্ত্র নিশ্চিহ্ন হল।

পাণ্ডববংশের ভবিষ্যৎ বংশধর বিনাশের জন্য কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ অনেক ক্ষিপ্ত হন। কৃষ্ণের সঙ্গে অশ্বত্থামা ও মুনিগণের অনেক বাক-বিতণ্ডা হল। কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অনেক অভিশাপ দিলেন এবং বললেন :

অস্ত্র অমোঘ হইব অস্ত্রপাত তাত।
উত্তরার না হইব গর্ভের নিপাত॥
জন্মিবেক পরীক্ষিত পৃথিবী ভিতর।

অর্থাৎ সময়মত কৃষ্ণ পরীক্ষিতের জীবন দান করবেন। অতঃপর ব্যাসদেব পাণ্ডবগণকে শান্ত করলেন, এবং অশ্বত্থামাকে হত্যা না করার জন্য অনুরোধ কবলেন। ব্যাসদেবের কথা শুনে অর্জুন বললেন - তোহ্মার বচন পালিব।

তোহ্মার বচনে আহ্মি তাহাকে রাখিব॥
কিন্তু যেই মণি তার মস্তক উপর।
তাহাকে দেউক আহ্মি চলি যাই ঘর॥

তখন ব্যাস মুনির নির্দেশে অশ্বত্থামা তার মস্তক থেকে মণি কেটে অর্জুনকে দান করলেন।

পাণ্ডবগণ মণি নিয়ে দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হন। মণি পেয়ে দ্রৌপদী আশ্বস্ত হলেন।

স্ত্রীপর্ব

ভ্রাতৃকলহ শেষ। কুরুক্ষেত্র নিস্তব্ধ। কৌরব বংশের শেষ প্রদীপ দুর্যোধনের জীবন শিখা নির্বাপিত হয়েছে জেনে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকের আর অন্ত রইল না। কুরুনারীদের হাহাকার ধ্বনিতে হস্তিনা নগর ভৌতিক পুরিতে পরিণত হল। সাদা কাপড় পরিহিতা পুর-নারীদের ব্যাকুল বিলাপ আর এলোমেলো পরিধানে প্রেতাত্মার মেলা সদৃশ হস্তিনা নগর এক ভয়ালমূর্তি ধারণ করল। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী সকলের নাম এবং গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বিলাপ করতে লাগলেন।

সঞ্জয় সকলকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্বের কথা এক এক করে বিবৃত করে ধৃতরাষ্ট্রের অপরাধকে তুলে ধরলেন। এর পরে জীবের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে বিবিধ প্রকার তত্ত্ব কথা বর্ণনা করলেন।

বিদুর এসে সান্ত্বনা দিলেন গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে। তিনি দেহের অসারতা - গর্ভবাস প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তিনি বললেন জীবনের সৃষ্টি হলেই তার মৃত্যু নির্ধারিত হয়। কেউ মরে গর্ভবাসে, কেউ মরে শিশুকালে, কেউ মরে বৃদ্ধকালে আবার কেউ মরে কর্মফলে। তোমাদের পুত্ররা নিজ নিজ কর্মফলে মৃত্যুবরণ করেছে। তবে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করেছে। যুদ্ধ করে মৃত্যুতে প্রত্যেকেই স্বর্গে গমন করেছে। কারুর অপঘাতে মৃত্যু হয়নি - বীবোচিত মৃত্যু ঘটেছে। অতএব শোক পরিত্যাগ করে তাঁদের আত্মার সদ্গতির কথা চিন্তা করা বিধেয়।

কৃষ্ণ এসে গান্ধাবীকে প্রবোধ দিলেন। তিনি তাঁর প্রতি পুত্রের কৃত অপবাধের নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। দ্রৌপদীকে অপদস্থ এবং লাঞ্ছনার কথা ব্যাখ্যা করলেন। অন্যায়ভাবে অভিমন্যুর বধের কথা বললেন। দ্রৌপদীর পঞ্চশিশুপুত্র নাশের কথা বললেন। এবং অবশেষে বললেন যা গেছে তা গেছে। কুরূক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় বেঁচে আছে যে পঞ্চপাণ্ডব, চলো সবাই সেথায় গমন করি।

তখন সকলে মিলে যাত্রা করে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ধৃতরাষ্ট্রের চরণ বন্দনা করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বাহুদ্বয় এবং বক্ষে ছিল অসীম শক্তি। ভীম দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করেছে এবং দুঃশাসনের রক্তপান করেছে - এ কারণে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনের ছলে ভীমকে বুকে চেপে মারার দুরভিসন্ধি কবলেন। কৃষ্ণ এ ধৃষ্টতার বিষয় আশঙ্কা করে লোহা দিয়ে ভীমের আকৃতি তৈরি করে রেখে ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গন কবতে চাইলে কৃষ্ণ সেই লৌহ ভীমকে এগিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধে লৌহভীমকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ নির্বাপিত করে ধৃতরাষ্ট্র তাব অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক তিরস্কার করলেন। বললেন - এত কিছুর পরেও ক্রোধকে দমন করতে পারলে না। পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে একবস্ত্র অবস্থায় যখন সভামাঝে এনে তোমার পুত্ররা বস্ত্রহরণ করছিল তখন কোথায় ছিল তোমার এত ক্রোধ। ধৃতরাষ্ট্র লজ্জিত হলেন। ক্ষমা চাইলেন। পুনরায় ভীমকে বক্ষে আলিঙ্গন করে আদর করলেন।

গান্ধারী পাণ্ডবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে ব্যাসদেব নিবৃত্ত করেন। ব্যাসদেবের কথায় গান্ধাবী বলেন :

পাণ্ডব তনয় ক্রোধ নাই মোর মতি।
পুত্রশোকে মোর মন পোড়া এ নিভৃতি॥

যেন কুন্তী মাও তার করএ লালন।
তেহেন তনয় মোর পাণ্ডু পঞ্চজন॥
কিন্তু এক অপরাধ যুক্ত বড় হৈল।

আমি জানি দুর্যোধন দুরাচার কিন্তু পাণ্ডবে কেন 'কৈল অপরাধ'। নাভির নীচে গদার প্রহার নিষিদ্ধ তবুও কেন ভীম উরুতে প্রহার করে দুর্যোধনকে মারল।

এতেকে ভীমেরে মোর ক্রোধ অনিবার।

ভীম গান্ধারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল - দ্রৌপদীকে উরু দেখিয়ে লাঞ্ছনা করলে আমি উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এ জন্যই এ কাজে ব্রতী হয়েছি। গান্ধারী তখন ক্রোধ ভুলে ভীমকে আদর করলেন।

পাণ্ডবগণ কুন্তীর পদবন্দনাপূর্বক সকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাঙ্গণে গমন করলেন। সমরভূমিতে প্রিয়জনদের মৃতদেহ দেখে সকলে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন।

গান্ধারী পুত্রদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ দর্শনে শোকে বিহ্বল হলেন। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন :

তোহ্মার কারণে হৈল বংশের সংহার॥

তুমি উপস্থিত থাকতে ভাই-ভাই দ্বন্দ্ব করে তারা কেন নাশ হল। স্বামীর অন্ধত্বের জন্য আমি অন্ধ থেকে যত পুণ্য করেছি - তা থেকে তোমাকে অভিশাপ দিলাম :

জ্ঞাতি পুত্র শোকে তুহ্মি পাইবা মহাতাপ॥
জ্ঞাতিসব নাশ হইব তোহ্মার পরস্পর।
পুত্র শোকে তোহ্মার দহুক কলেবর॥
যেন মতে কান্দয়ে আহ্মার বধূগণ।
তেন মতে কান্দৌক তোহ্মার যতজন॥

এরপরে মৃতদের শ্রাদ্ধ কার্যে নিয়োজিত হলেন। কুন্তী কর্ণকে অনুসন্ধান করে যুধিষ্ঠিরাদিকে কর্ণের পরিচয় প্রদান করে শ্রাদ্ধ কর্মের জন্য অনুরোধ করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি কর্ণের পরিচয় পেয়ে ভ্রাতৃহত্যার জন্য শোক করলেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে কর্ণের শ্রাদ্ধ কার্য সমাপন করলেন।

শান্তিপর্ব

যুধিষ্ঠির মৃত আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য বীরদের উদ্দ্যেশ্যে পিণ্ডদান করে ভাগীরথীর জলে তর্পণ করলেন। জ্ঞাতিযুদ্ধে সমস্ত কুলধ্বংসের ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখে যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিষাদাচ্ছন্ন। বিশেষত কর্ণবধে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি রাজ্যত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য মনস্থির করলেন। কৃষ্ণ ও ভ্রাতাগণ সান্ত্বনা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তখন ব্যাসদেব নানা হিত তত্ত্বের মাধ্যেমে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেন। যুদ্ধের পাপ স্খলনের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পরামর্শ দিলেন। তখন :

সবিনয়ে বলিলেক চারি সাহোদর।
মন শান্তি কৈল তবে ধর্ম্মনরবর॥
উঠিলেক নরপতি পরিহরি শোক।
আনন্দে পূর্ণিত তবে হৈল সর্ব্বলোক॥

এরপরে ব্যাসদেব, মুনিগণ, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদিকে ভীষ্মদেবের নিকট গমনের উপদেশ দেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভীষ্মের নিকট অবস্থান করে নানা হিততত্ত্ব সৎ উপদেশ শ্রবণ করেন। অবশেষে সর্যের উত্তরায়ণে ভীষ্মদেবের শেষকৃত্য সম্পাদন করেন।

অভিষেকপর্ব

কৃষ্ণের অনুমোদনে পাণ্ডবগণ দিব্যরথে চড়ে হস্তিনায় যাত্রা করেন। রথের সারথি হন ভীম। মাদ্রীপুত্রদ্বয় চামর বুলায়। কুন্তী গান্ধারীসহ সকলে মহা আড়ম্বরে হস্তিনায় যাত্রা করেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি চলে যান দ্বারকায়।

পুরবাসীগণ সমস্ত হস্তিনা সজ্জিত করে উৎসবমুখর করে তোলে। দীর্ঘকাল পরে পুরবাসীগণ পাণ্ডবদের ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পুরনারীগণ পাণ্ডবদের পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে সম্ভাষণ করেন। আড়ম্বরের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন যুধিষ্ঠির। যুবরাজ রূপে অভিষেক করেন বৃকোদরকে। অন্যান্য সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

এরপরে যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতাদের সন্নিবেশিত করে কর্তব্য কর্মের উপদেশ দেন। বলেন, ধৃতরাষ্ট্র আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। ইনিই আমাদের পিতা। কুন্তী যেমন মাতা গান্ধারীও তেমনি মাতা। সর্বদা তাঁরা প্রীতির কারণ হবে। তাঁর নির্দেশ পালন করবে। মায়ের মত তাঁর শুশ্রূষা করবে। বিশেষ করে বলেন :

জগতের নাথ ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
সকল পৃথিবী তান জানিয় নিশ্চয়।।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণকে কৌরবদের বিভিন্ন প্রাসাদ বণ্টনপূর্বক শান্তিতে বসবাসের নির্দেশ দেন।

অশ্বমেধপর্ব

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও যুধিষ্ঠিরের মন থাকে সর্বদা ভারাক্রান্ত। অনুক্ষণ জ্ঞাতি-বন্ধুদের শোক তাঁকে দহন করতে থাকে। শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনায় আহ্বান করেন। কৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্বক যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের বিষয়ে জানতে চান। যুধিষ্ঠির বলেন যুদ্ধ বিগ্রহে আমরা বলহীন এবং সম্পদহীন। অশ্বমেধ যজ্ঞের এ সম্পদ কিরূপে আহরণ করব।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ব্যাসদেব বলেন–হিমবন্ত পর্বতে অনেক ধন রত্ন রয়েছে। পূর্বকালে মরুত রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি এত ধন সম্পদ বিপ্রগণকে দান করেছিলেন যে বিপ্রগণ তা সব বয়ে আনতে পারেন নি। ধবল পর্বতে এখনও সে সব সঞ্চিত রয়েছে। সে ধন আহরণ করলে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন সম্ভব হবে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম বিধানসম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্যাসদেব কবন্ধার, অবিক্ষিত এবং মরুত্ত কিরূপে যজ্ঞ করেছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করেন। মরুত্ত কিরূপে বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হলেন তা যুধিষ্ঠিরের সমীপে বিবৃত করেন। এরপরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মনঃশান্তির নিমিত্ত নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। হস্তিনায় এসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে নিয়ে নানা বন-উপবন-নদী-পর্বত ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে অর্জুন কৃষ্ণকে বলেন :

পূর্বে মোত কহিলা অধ্যায়জ্ঞান অতি॥
সর্ব মুই পাসরিল সংগ্রাম কারণে।
পুনি কহ মহাশয় শুনম শ্রবণে॥

কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে অষ্টাদশ গীতার মর্মার্থ ব্যক্ত করেন। অতঃপর তারা হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন অবস্থানের পর কৃষ্ণ যাত্রা করেন দ্বারকার উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে উতঙ্ক, মুনি কুরুপাণ্ডবের ধ্বংসের কথা জানতে চান। কৃষ্ণ সব বিবরণ

বর্ণিত করলে উতঙ্ক কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করে শাপ দিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ উতঙ্ককে অধ্যাত্ম কথা শ্রবণ করান এবং কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করান।

কৃষ্ণ দ্বারাকায় উপস্থিত হয়ে পিতা বসুদেবকে কুরুপাণ্ডব নাশের কথা বর্ণনা করেন। বসুদেব সব ঘটনা শোনার পরে শোকে বিহ্বল হন। বিশেষ করে অভিমন্যুর মৃত্যু বসুদেবকে অধিক ব্যথিত করেছে। কৃষ্ণ যত্নসহকারে বসুদেবকে সান্ত্বনা দেন।

হস্তিনায় যুধিষ্ঠির যজ্ঞকার্যের জন্য তৎপর হলেন। তিনি ভ্রাতাদের সম্বোধন করে বললেন–চারদিকে চার ভ্রাতা প্রস্থান করে ধন আহরণ কর। ভ্রাতাগণ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ সম্পন্ন করলেন। এরপরে পঞ্চপাণ্ডব একত্রে মরুত্তের ধন আহরণের নিমিত্ত গিরিপথে যাত্রা করলেন। তাঁরা শিবকে অর্চ্চনা করে গিরি হতে সুবর্ণের অজস্র ধন সম্পদ সংগ্রহ করে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণও দ্বারকা থেকে পুনরায় হস্তিনায় উপস্থিত হলেন।

এমন সময় অন্তঃপুরে উত্তরা সন্তান প্রসব করেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরি আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তেই আবার সব নিঃশব্দ হয়ে যায়। কারণ অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পুত্রের জীবন নাশ করে। কান্নার রোলে পুরী ভরে উঠল। সভা থেকে কৃষ্ণ ছুটলেন অন্তঃপুরে। কৃষ্ণকে দেখে কুন্তী, সুভদ্রা ও উত্তরা পুত্রের জীবন দানের জন্য প্রচুর কান্নাকাটি করলেন। কৃষ্ণের হৃদয় শোকার্ত হল। আচমন করে কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করলেন, এবং বললেন :

যদি মোর সত্য ধর্ম আছয়ে অদ্ভুত।
সেই সত্যে জিআ উঠ অভিমন্যু সুত॥
কংশকে শরে বধি যেই ধর্ম্ম বলে।
জিব সঞ্চরৌক পরীক্ষিত কলেবরে॥

কৃষ্ণের প্রভাবে ধীরে ধীরে উত্তরার পুত্রের জীবন সচল হয়ে উঠল। পুরি আনন্দে পূর্ণ হল। সকলে মিলে কৃষ্ণের জয়গানপূর্বক পদবন্দনা করলেন। রাজ্যে নানারূপ মঙ্গল কার্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিবিধ উৎসবে মুখরিত হয় হস্তিনাপুরি। কুরুপাণ্ডু বংশের একমাত্র উত্তরসূরী। কৃষ্ণেরও আনন্দের অন্ত নাই–

পুত্র কোলে উত্তরাএ কৃষ্ণক বন্দিল।
আশীর্বাদ দিয়া কৃষ্ণে বহুরত্ন দিল॥

যুধিষ্ঠির উত্তরাপুত্রের নামকরণ উপলক্ষে মহা আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ নবজাত পাণ্ডব বংশধরের নাম করণ করলেন :

পরীক্ষা কুলেত জন্ম হৈল যে কারণ।
পরীক্ষিত নাম তার থুইল জনার্দ্দন॥

এর পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজনের জন্য ব্যাসদেব অনুমতি প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে দিগ্বিজয়রূপে অর্জুনকে নির্বাচিত করেন। সুলক্ষণ অশ্বসহ অর্জুনকে প্রেরণ করলেন দিগ্বিজয়ের জন্য। যুধিষ্ঠির শাস্ত্র বিধির মাধ্যমে যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

আশ্রমিকপর্ব

যজ্ঞ সমাপন করে মহারাজা যুধিষ্ঠির উল্লসিত মনে শ্রীকৃষ্ণসহ সভাজন নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় অদ্ভুত আকৃতির অর্ধাঙ্গ সুবর্ণে গঠিত নকুল নামে এক সুন্দর পুরুষ উপস্থিত হল। সে বার বার যুধিষ্ঠিরের নাম নিয়ে যজ্ঞের নিন্দা করেন এবং উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণের যজ্ঞের প্রশংসা করেন। তখন মুনিগণ এগিয়ে নকুলকে জিজ্ঞাসা করল উঞ্ছবৃত্তির বাড়ি কোথায়? কেনই বা তার যজ্ঞের প্রশংসা করছ?

নকুল তখন উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের যজ্ঞের বিবরণ বর্ণিত কথেন। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ কুরুক্ষেত্রে বসবাস করতেন। একদা ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূসহ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞের একপর্যায় দেশে খরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তারা উঞ্ছন করার কোনো সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ পরিবারসহ বনে বনে ভ্রমণ করেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলেই মৃতবৎ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন উপবাসের পর বৃষ্টি এসে দুর্ভিক্ষ দূর করে। ব্রাহ্মণের উঞ্ছ সংগৃহীত হয়। তারা সন্ধ্যা বেলা শক্তু চার অংশে বিভক্ত করে খেতে বসবে এমন সময় ক্ষুধায় জীর্ণ এক অতিথি উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে অতিথিকে তার ভাগের অংশ দিল, কিন্তু অতিথি তা খেয়ে তৃপ্ত হলেন না। তখন ব্রাহ্মণী তার অংশ দিতে চাইলে ব্রাহ্মণ বললেন স্ত্রীকে রক্ষা করা, পালন করা স্বামীর কর্তব্য। তোমার ক্ষুধার অন্ন আমি দিতে পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণী স্বামীর কর্তব্য পালনকে তার জীবনের থেকে অধিক মূল্যবান মনে করে স্বামীকে বুঝিয়ে তার ভাগের অংশ অতিথিকে দিয়ে দিলেন। তা গ্রহণ করেও অতিথি তৃপ্ত হল না। তখন এক এক করে পুত্র-পুত্রবধূর শক্তুভাগ অতিথি গ্রহণ করল। মূলত ধর্মদেব ব্রহ্মণদের পরীক্ষার জন্য অতিথির বেস ধরে উপস্থিত হয়েছিলেন। অতঃপর ধর্মদেবের আশীর্বাদে তাদের যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপে বিবেচিত হয় এবং তাদের স্বর্গে স্থান হয়। এরপর মুনি নকুলের কথা বলেন। একদা নকুল রাজা যজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু ক্রোধবশত তার যজ্ঞ পণ্ড হয়। এ কারণে অভিশপ্ত হয়ে নকুল সকল যজ্ঞে ভ্রমণ করেন, শাপমোচনার্থে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হন। এ যজ্ঞে নকুলের শাপমোচন হয়।

যজ্ঞ সমাপনের পর সকলে নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রস্থান করলেন। যুধিষ্ঠির পরম সন্তোষে রাজ্যপালন করেন। যুধিষ্ঠিরের সেবা যত্নে ধৃতরাষ্ট্র তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ভীমের ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভীমও অতীতের কথা স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্রের বর্তমান সুখ সহ্য করতে পারছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র এসব কারণে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তোমার সেবায় আমি অত্যন্ত তুষ্ট। কিন্তু অনেক বার্ধক্যে পরিণত হয়েছি। এখন গৃহকর্ম অনুচিত। বানপ্রস্থধর্ম পালনের জন্য বনবাস গমনের অনুমতি দাও। যুধিষ্ঠির বনগমন থেকে নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। ধৃতরাষ্ট্র মৃতপুত্রাদির শ্রাদ্ধাদি সমাপন অন্তে বনগমনে উদ্যোগী হন। অবশেষে সকলের অনুরোধ উপপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর বানপ্রস্থধর্ম পালনার্থে হস্তিনা ত্যাগ করেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, মাতা প্রভৃতি দর্শনে উদ্যোগী হন এবং সবাইকে নিয়ে তাঁদের আশ্রমে উপস্থিত হন। তারা সকলের পদবন্দনা এবং কুশল বিনিময় সমাপ্ত করলেন। বিদুর বনমাঝে একবৃক্ষছায়ায় শীর্ণদেহে তপে নিয়োজিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিব বিদুরের নিকট উপস্থিত হন। বিদুর সমাধিতে উপবেশন করলেন আর আত্মা প্রবিষ্ট হল যুধিষ্ঠিরের শরীরে। বিদুরের নিস্প্রাণ সূক্ষ্ম দেহ পড়ে রইল। ধর্মের অবতার বলে বিদুরেব শরীর দাহ করা হল না।

ধৃতরাষ্ট্রাদি ব্যাসের নিকট স্ব স্ব মৃত পুত্র সন্তান দর্শনের জন্য বর প্রার্থনা করেন। কুন্তী পুত্র কর্ণকে দেখার কামনা প্রকাশ করেন। ব্যাস সকলকে দিব্যচক্ষু দান করলেন। বধূগণসহ সকলে স্ব স্ব পরিজনের আত্মা দর্শন করলেন—বাক্য বিনিময় করলেন।

এরপরে ব্যাসের নির্দেশে যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি আশ্রমে বসে স্ব স্ব তপকার্যাদি সম্পাদন করেন। কিছুকাল পরে হঠাৎ করে অগ্নিদেব সব বন দহন করেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি স্বেচ্ছায় বন থেকে নির্গম না করে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করে ধ্যানে মগ্ন হন। অগ্নিদেব বনের সঙ্গে তাঁদের সকলকে দহন করেন।

নারদমুনি যুধিষ্ঠিরাদি সমীপে সকলের তনুত্যাগের বার্তা নিবেদন করেন। সকলে শোকে মুহ্যমান হন। জ্ঞাতিসহ সকলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রাদির ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

ভারাক্রান্ত মনে পাণ্ডবগণ রাজ্য পরিচালনা করলেন। যুধিষ্ঠিরের মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। চারদিকে কেবল অমঙ্গল দর্শন করছেন। এমন সময় দূত এসে যদুবংশ ধ্বংসের বার্তা পরিবেশন করে। দ্বারকার যুদ্ধে বৃষ্ণি বংশের সকলে এমনকি বাসুদেবও নিহত হয়েছেন। এ বার্তায় পঞ্চপাণ্ডব শোকে দুঃখে পাথরে পরিণত হলেন।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

আভিরের সমরে নিহত বৃষ্ণিবংশের সকলের শ্রাদ্ধ কার্য সমাপন করলেন যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের মন রাজকার্য পরিত্যাগে উৎসাহী। তিনি এক এক করে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে রাজ্যভার অর্পণ করে মহাপ্রস্থানে যেতে চাইলেন। কিন্তু কোন ভ্রাতাই রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হলেন না। বরং সকলেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মহাপ্রস্থানে যেতে উদ্যোগী হলেন। অবশেষে পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

পরীক্ষিতও প্রথমে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হলেন না এবং সকলের সঙ্গে তিনিও মহাপ্রস্থানে গমনের বাসনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতে যুধিষ্ঠির ক্ষিপ্ত হয়ে শাসনের সুরে বললেন যতদিন পর্যন্ত তোমার পুত্র জনমেজয় সাবালক না হবে ততদিন পর্যন্ত তোমাকে এ রাজ্যের ভার বহন করতে হবে, প্রজা পালন করতে হবে। এ কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরীক্ষিত সম্মত হলেন। যুধিষ্ঠির শাস্ত্রবিধি অনুসারে পরীক্ষিতকে অভিষেক অন্তে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কৃপাচার্যকে এনে পরীক্ষিত এবং রাজপরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করে মহাপ্রস্থানে গমনের উদ্যোগ করেন।

পাণ্ডবগণ স্নান সমাপনান্তে পিতৃপুরুষগণকে তর্পণ করে ব্রাহ্মণ, নগরবাসী ও ভৃত্যগণকে উপযুক্ত দান ধ্যান সমাপন করলেন। তারপরে উত্তর মুখ হয়ে তারা মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন। পুরবাসী, নগরবাসী, আত্মীয়-বন্ধুজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

যুধিষ্ঠির দুর্গম পথে যেতে ভীমাদি সকলকে নিষেধ করেন। কিন্তু ভ্রাতাগণ অটল। কোন অবস্থাতেই তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে ত্যাগ করতে সম্মত নয়। তাঁরা বলেন ভ্রাতৃসঙ্গ থেকে রাজ্যসুখ বড় নয়।

অনেক বন-উপবন পরিক্রমণ করে তাঁরা উপস্থিত হলেন মালাধর গিরিতে। এ গিরিতে বাস করতো মেঘনাধ নামে এক শক্তিশালী দানব। অর্জুনাদির পরিচয় জেনে মেঘনাধ দ্রৌপদীকে জোরপূর্বক হরণ করে নিতে থাকেন। ভীম-অর্জুন তা দেখে মেঘনাদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন কিন্ত যুধিষ্ঠির তাদের নিবৃত্ত করেন। বলেন, মহাপ্রস্থানে ক্রোধ অসমীচীন। ফলে তারা দ্রৌপদীকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না করে নীরবে চলতে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে মেঘনাদ ভাবলেন পৃথিবী বিজয়ী বীরেরা তাদের স্ত্রী হরণ করা সত্ত্বেও কিছু বলছে না –এরূপ মহানুভব এবং ধর্মের পথে যাত্রীর স্ত্রী হরণে আমার নরকেও স্থান হবে না। তখন মেঘনাদ দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠিরের হাতে দিয়ে কৃতকর্মের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

পুনরায় তারা যাত্রা করলেন মহাপ্রস্থানের পথে। এমনি করে বহু বন পর্বত পেরিয়ে তারা উপস্থিত হলেন মন্দাকিনী নদীর তীরে। এ নদীতে সকলে স্নান করে শিবের স্তব করে পুনরায় চলতে থাকেন।

চলতে চলতে উপস্থিত হন পুষ্প লতায় সুসজ্জিত অতি মনোরম হরগিরি পর্বতে। এ পর্বতের নিচ থেকে সুললিত কল্লোলিত নদী বয়ে গেছে। পর্বত শিখরে উঠতে গিয়ে দ্রৌপদী পাষাণের উপর পড়ে তনু ত্যাগ করলেন। সকলে হাহাকার করে উঠল। এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠির সকলকে শান্ত করলেন। তিনি বললেন–

নিজপাপে প্রাণ এড়ে দ্রুপদ নন্দিনী।
তাহাতে না কর শোক বেদের কাহিনী॥

যুধিষ্ঠিরের এরূপ বাক্যে ভীম বললেন

কোন পাপ কৈল প্রিয়া ভুবন ভিতর॥

ভীমসেনের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বললেন– দ্রৌপদী কখনও পঞ্চপাণ্ডবকে সমান চোখে দেখেন নি।

বিশেষ অধিক প্রেম ভীমসেন প্রতি।
আর সবে না আছিল তেহেন সংহতি॥

এই পাপে দ্রৌপদী মহাপথে সংহার হল। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া তার সম্ভব হল না। একথায় সকলে শোক পরিহার করে পুনরায় মহাপথে যাত্রা করলেন।

বহুপথ-নদী পর্বত অতিক্রান্ত করে উপস্থিত হলেন ধবল পর্বতে। পর্বত শিখর থেকে নামার সময় সহদেব পা পিছলে গড়িয়ে পড়লেন পর্বতের পাদদেশে। উঁচু থেকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই জীবন ত্যাগ করলেন সহদেব। সহদেবের মৃত্যুতে সকলে কেঁদে আকুল হলেন। যুধিষ্ঠির সংজ্ঞা হারালেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যুধিষ্ঠির বললেন–

ধার্ম্মিকে সে পারে সশরীরে যাইবার।
অধার্ম্মিক জনের যে নাইক নিস্তার॥

যুধিষ্ঠিরের এরূপ কথায় বৃকোদর বলেন–

কোন পাপ কৈল ভাই ভুবন ভিতর।

তখন যুধিষ্ঠির ভাইদের সম্বোধন করে বললেন, সহদেব জ্যোতির্বিদ্যায় পরম পারদর্শী ছিলেন। ভূত-ভবিষ্যৎ সকলই সে জানত। কিন্তু দুর্যোধন যখন বিষনাড়ু খাইয়ে

ভীমকে মারতে চাইল সহদেব তখন পূব থেকে ভীমকে কেন সতর্ক করে দিল না। এই পাপে সে পর্বতে প্রাণ বিসর্জন দিল। হোল না তার সশরীরে স্বর্গ গমন।

উত্তর মুখ করে পুনরায় তারা চলতে আরম্ভ করলেন। বহু যোজন পথ চলতে চলতে সকলেই ক্লান্ত। হঠাৎ করে চন্দ্রকান্ত পর্বত থেকে পতিত হলেন নকুল। নকুলের মৃত্যুতে ভীম-অর্জুন-যুধিষ্ঠির শোকে বিহ্বল হলেন। শোক সংবরণ করে ধর্মরাজ বললেন, অধর্মের কারণে নকুল তনু বিসর্জন দিল। আর আমাদের সঙ্গে যেতে পারল না। যথারীতি ভীম নকুলের পাপের কারণ জানতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন– নকুল নিজেকে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ মনে করত। যুদ্ধকালে তার তনু ক্ষত-বিক্ষত হবে ভেবে সমূহ যুদ্ধ থেকে একবার পালিয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রণ করে নি। এই অপবাধে নকুল সশবীরে স্বর্গমনের পুণ্য থেকে বঞ্চিত হল।

ব্যথিত হৃদয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে তারা আবার যাত্রা করলেন। নন্দি ঘোষ পর্বতে গিয়ে সুবর্ণ নির্মিতপুরি দেখে ভ্রাতাত্রয় আনন্দিত হল। শিখর চূড়ায় শিব মন্দিরে উপস্থিত হয়ে শিবের স্তব করলেন। পরে বন্দনা করলেন কৃষ্ণের। স্তব শেষে পর্বত থেকে অবতরণের এ পর্যায়ে অর্জুন পড়ে গেলেন। পাষাণের আঘাতে তার জীবনের অবসান ঘটল। ভীম-যুধিষ্ঠির হাহাকার করে চৈতন্য হারালেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে অর্জুনের মস্তক কোলে তুলে নিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ভীম বললেন ত্রিলোক বিজয়ী অর্জুনের পতন কেন হল? যুধিষ্ঠির বললেন---শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার। এ অহংকারে অর্জুন সকল যোদ্ধাকে হেয় মনে করত। একাদশ দিনে সব সৈন্য দহন করে বিজয় এনে দিবে বলে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে প্রতিজ্ঞা সে পালন করতে পারে নি। অষ্টাদশ দিবস অপেক্ষা করতে হয়েছে বিজয়ের জন্য। এ অপরাধে অর্জুন পর্বতে তনু বিসর্জন দিল। সশরীরে স্বর্গে গমন তার ভাগ্যে হলো না।

শোক নিবারণ করে ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় মহাপথেব উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিছুদূর গিয়ে এক রম্য সরোবর অবলোকন করে তাতে স্নান করে পথের ক্লান্তি নিবারণ করলেন। এরপরে তাঁরা উপস্থিত হলেন সুমেশ্বর গিরিতে। গিরি চূড়ার শিব মন্দিরে প্রবেশ করে শিবের স্তুতি করে মনস্তুষ্টি লাভ করলেন। সুমেশ্বর গিরি হতে অবতরণ প্রাক্কালে–

ভীমসেন পড়ে যেন বজ্রের নির্ঘাত।

ভীম পদ্মরাগ মহাশিলার উপর পড়ে তনু বিসর্জন দিলেন। ভীমের পতন শব্দে পৃথিবী কম্পিত হল। যুধিষ্ঠির অবশিষ্ট এই ভাইয়ের পতন সহ্য করতে পারলেন না। শোকে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রইলেন। বহুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভীমের পাপের কারণ চিন্তা করলেন। বুঝলেন–

পঞ্চভাই বরিলেক দ্রুপদ নন্দিনী।
অধিক যে প্রেমভাব ভীমে তাক শুনি॥

এ কারণে ভীম সরাসরি হেঁটে স্বর্গে যেতে পারলেন না।

যুধিষ্ঠির শোকাক্রান্ত মনে চিন্তা করতে করতে আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন। একা যুধিষ্ঠির। তার পা যেন চলে না। এমন সময় এক কুকুর এসে তাঁর সঙ্গ নিল। যুধিষ্ঠির কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে বহুপথ পরিক্রমা শেষে চন্দ্রকান্ত মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। এই আশ্রমে বসে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের জন্য কাঁদতে থাকলেন। স্বর্গে যাওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছা নেই। তখন ইন্দ্র রথ পাঠালেন বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে আসার জন্য।

ইন্দ্রদেবের অনেক অনুরোধে শোক পরিহার করে কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে বৈতরণী পার হতে গেলেন। ইন্দ্র বললেন–কুকুরকে নিয়ে স্বর্গে আসা চলবে না। ওকে ত্যাগ করে চলে এসো। কিন্তু যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন না। পথের সাথীকে ত্যাগ করে আমার স্বর্গগমনের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্র বললেন—স্ত্রী ভ্রাতাদের ত্যাগ করতে পারলে আর এই সামান্য কুকুরকে ত্যাগ করতে পারবে না? তখন যুধিষ্ঠির বললেন–স্ত্রী ভ্রাতাদের আমি ত্যাগ করিনি তারাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি আমার পথের বন্ধুকে পরিত্যাগ করতে পারব না।

অতঃপর ধর্মরাজ কুকুরের রূপ পরিত্যাগ করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম পরীক্ষার জন্য কুকুররূপে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির পদার্পণ করলেন স্বর্গরাজ্যে।

স্বর্গারোহণপর্ব

স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন দুর্যোধন আদিত্যের মত প্রভা বিস্তার করে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করছেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গরাজ্যে দুর্যোধনের সঙ্গে একত্র বসবাস করতে আপত্তি জানালেন। তিনি অনুসন্ধান করলেন স্ত্রী ও ভ্রাতাদের। তিনি ইন্দ্রকে অনুনয় করে বললেন—আমার স্ত্রী এবং ভ্রাতাগণ যে স্থানে অবস্থান করছেন আমাকেও সেই স্থানে স্থাপন করুন।

দেবরাজ তখন বললেন–তোমার অদৃষ্টে দিব্যমান পুরি নির্ধারিত হয়েছে। যা তোমার ভ্রাতাদের অদৃষ্টে সম্ভব হয় নি। কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গে স্থান নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির বারবার বললেন–

যথা মোর ভ্রাতৃগণ তথাত বসতি।
দেখিবার ইচ্ছা বড় ভ্রাতৃগণ স্থান॥

বারংবার অনুরোধে ইন্দ্রদেব যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে নরকে উপস্থিত হলেন। নরকের ভয়ঙ্কর অন্ধকার, দুর্গন্ধ, স্বজনদের আর্তনাদ প্রভৃতি দেখে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত কষ্ট পেলেন এবং ভাবলেন তার স্বজনগণ এতসব পুণ্যকর্ম করে কেন এরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন?

এমন সময় সমস্ত অন্ধকার অপসারিত হল, কষ্ট যন্ত্রণার চিৎকার স্তিমিত হল, দুর্গন্ধের পরিবর্তে প্রবাহিত হতে থাকে সুললিত ঘ্রাণ। যুধিষ্ঠির এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ইন্দ্রদেব বললেন—এটি ছিল মায়ানরক। মর্তলোকে তোমার কৃত পাপের নিমিত্ত তোমাকে এই নরক দর্শন করানো হলো। 'অশ্বত্থামা হত' এরূপ মিথ্যা কথা বলে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করানোর অপরাধে তোমার অদৃষ্টে এরূপ নরক দর্শন লিখিত হয়েছিল। তুমি এখন পাপমুক্ত হয়েছ।

এরপরে স্বর্গে এসে যুধিষ্ঠির স্ত্রী, ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও জ্ঞাতিগণকে সুখে স্বর্গভোগ করতে দেখলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কৃষ্ণের সঙ্গে দর্শনে তখন তাকে দিব্যতনুতে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাওয়া হল। কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হল। অনেক আনন্দে কৃষ্ণের পদবন্দনা করলেন। অবশেষে কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, স্ত্রী, ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলেন এবং সকলে একত্র স্বর্গে অবস্থান করলেন।

একাদশ অধ্যায়

কবীন্দ্র মহাভারত

(মূল অংশ : দ্রোণ—স্বর্গারোহণ)

দ্রোণপর্ব

ভীষ্মের পতনে শোকের ছায়া

ভীষ্মপৰ্ব্ব কথা যদি হৈল সমাধান।
দ্রোণপর্ব্ব কথা কহে নৃপতির স্থান॥
ভীষ্মপৰ্ব্ব কথা শুনি রাজা জনমেজয়।
কতূকে পুছএ রাজা মুনির পাশএ॥
কোনমতে ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রোণক মারি।
তাহা শুনি ধৃতরাষ্ট্রে কোন কৰ্ম্ম কৈল॥
দুৰ্য্যোধনে কি করিল কহ দ্বিজোত্তম।
পাণ্ডব মারিয়া রাজ্য চাহিল অধম॥
পুনরপি মুনি কহে রাজার গোচরে।
আরম্ভিল তবে দ্রোণপর্ব্ব কহিবারে॥
সঞ্জয়ের মুখে বাজা শুনি ভীষ্মবধ।
তাহা শুনি ধৃতরাষ্ট্রে হৈল স্তব্ধাৎ॥
তা দেখিয়া কি করি পুত্র দুৰ্য্যোধন।
কহত সঞ্জয় মোতে যত বিবরণ॥
সঞ্জএ আহ্মার পুত্র হয় মহামানী।
ভীষ্ম পড়িল যদি কি করিল পুনি॥
হেন পুত্র হৈল মোর অনাথের মতে।
সর্ব্ব কর্ত্তা ভীষ্ম বীর পড়িল রণেতে।
শুন কহি সঞ্জএ কহিএ মহারাজ
তোহ্মার কুবুদ্ধি হৈতে ফলে এথ (এত) কাজ॥
আগে এহি অমঙ্গল হইল প্রথমে।
ভীষ্মবীব সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সে পড়ে সংগ্রামে॥
কুরুসৈন্য প্রতি কাল উপস্থিত হৈল।
শুন কহি তারপরে যে কৰ্ম্ম করিল॥
ক্ষত্রিধৰ্ম্মে বীর সব নিন্দে নানামতে।
মৃত্যুকলা পুত্র তোহ্মার কান্দিতে কান্দিতে॥
রাহুপীড়া সূৰ্য্য যেন দিবসের শশী।
যেন মেঘে আচ্ছাদিছে বসন্তের নিশি॥
কমলের জল যেন করে টলমল।
ভয় শোকে পুত্র তোহ্মার হইল পাগল॥
পুনি পুনি কান্দে রাজা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
এই ভীষ্ম পড়িল যদি হইল হতাশ॥

কি করিলে কি হইব কিছু নাই জ্ঞান।
হইল তোহ্মার পুত্র উন্মত্ত সমান॥
পঞ্চদিন যুদ্ধ করি দ্রোণের মরণ।
এহিমতে জিনিল পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ধৃতরাষ্টে ` ` সূত কহ ভালমতে।
বিবেচিয়া কহ সূত মুঞি অভাগ্যাতে ॥
সঞ্জএ কহত রাজা শুনহ কথন।
শুন কহি যেইমতে হৈল পুনি রণ।
কৌরব সেনাতে যদি ভীষ্ম যে পড়িল।
অসুর কটকে যেন বালী বন্দী কৈল॥
ভীষ্ম পড়িল যদি পণ্ডবের জয়।
হাহাকার করি সবে চিৎকার ছাড়এ॥

কৌরব কর্তব্য প্রশ্ন

পৃথিবী পূজিত বীর নির্ভয় শরীর।
সংগ্রামে পড়িল যবে ভীষ্ম মহাবীর॥
বিস্তর করিল বীরে যুদ্ধ নিবারণ।
কালে পাইল দুর্য্যোধন না শুনে বচন॥
শিবিরেত গিয়া তবে মন্ত্রণা করিল।
পাণ্ডবকে জিনিতে কর্ণক আদরিল[১]॥

দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবগণের কর্ণ স্মরণ

নৌকা ভঙ্গ সমুদ্রেত দ্বীপে করে বাস।
ভীষ্ম যদি পড়িল কর্ণেরে করে আশ॥
কর্ণ বীরে করিব কৌরব পরিত্রাণ।
কুরুবলে ঘোষএ নৃপতি বিদ্যমান॥
অর্দ্ধরথী করিয়া গণিল ভীষ্ম বীরে।
অপমানে না যুঝিল কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
দশদিন না যুজিলেক ভীষ্ম মহারথী।
তে কারণে[২] না যুঝিল কর্ণ মহামতি॥
যদি কর্ণ দেখিলেক রণ বিদ্যমান।
দৃষ্টিমাত্র দেখিবা পাণ্ডব অপমান॥

উপরোধে ভীষ্ম বীরে পাণ্ডবক পালি।
দৃষ্টিমাত্র মাবিবেক কর্ণ মহাবলী॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কর্ণকে আনিয়া বোলে বিনয় বচন॥
পাণ্ডবকে সংহারিয়া রাজ্য দেয় মোক।
তোহ্মার প্রশংসা যেন কবে সর্ব্বলোক॥
মান্য দেখি ভীষ্মের করিল সেনাপতি।
উপবোধে না মারিল ভীষ্ম মহামতি॥
দশদিন অবধি তুহ্মি না কবিলা রণ।
ভীষ্মবীর পড়িল আকুল যোদ্ধাগণ॥
প্রতিজ্ঞা পালয়া কর পাণ্ডবের ক্ষয়।
পাণ্ডুবংশ জিনিয়া তুহ্মি আহ্মা দেয় জয়॥
কর্ণবীরে হাসিয়া কারল অঙ্গীকার।
উল্লসিত কুরুবল কবে জয়কাব॥
প্রভাতে সাজিল বীর ভুবন দুর্জ্জয়।
রথে চড়ি যুদ্ধে যাএ কর্ণ মহাশয়॥
দ্রোণ কণ অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীব।
মহা রাজা দুর্যোধন নিভয় শরীর॥
ভীষ্মক সম্ভাষা করি কর্ণ মহাবীব।
সিংহনাদ করি যাএ নির্ভয় শবীর॥

কৌরবগণের সেনাপতি মনোনয়ন এবং দ্রোণাচার্যকে সেনাপতিরূপে নির্বাচন

চতুরঙ্গ সাজিল সৈন্যের নাই অন্ত।
তবে রাজা দুর্য্যোধন কর্ণক বোলন্ত॥
ভীষ্মবীর পড়িল নাহিক সেনাপতি।
সেনাপতি হৈব কেবা চিন্ত শীঘ্রগতি[৩]॥
বিনি সেনাপতি দেখ না রহে তরণি।
বিনি সেনাপতি দেখ না রহে বাহিনী॥
চিন্তিয়া বলিল তবে কর্ণ মহামতি।
দ্রোণেরে আনিয়া রাজা কব সেনাপতি॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ভুবন পূজিত।
তাকে সেনাপতি কর শুনহ নিশ্চিত[৪]॥

উপদেশ কহিল গিয়া বিনয় বচন॥
মহাযোদ্ধা ভীষ্মবীরে উপেক্ষিল রণ।
অনুরোধে না মারিল পাণ্ডব নন্দন॥

সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে জীবিত যুধিষ্ঠিরকে ধরে দেয়ার অনুরোধ এবং দ্রোণাচার্যের মন্ত্রণা

সেনাপতি হও তুহ্মি বলে মহাবীর।
জিবমানে[৫] ধরি দেয় রাজা যুধিষ্ঠির॥
হাসিয়া ধরিতে যে চাহ মহাবীর দ্রোণ।
জিবমানে ধরিতে যে চাহ কি কারণ॥
তোহ্মার উপেক্ষা যদি যুধিষ্ঠির বধে।[৬]
নিঃশঙ্খে ভূঞ্জ রাজ্য কি ফল বিরোধ॥
শত্রুহীন যুধিষ্ঠির জগতে বাখানি।
তে কারণে তাহানে অজয় শক্র জানি॥
দ্রোণের বচন শুনি বোলে দুর্য্যোধন।
হৃদয়ে ভাবিয়া বোলে কপট বচন॥
যবে রাজা যুধিষ্ঠির পায়েন সংহার।
ক্রোধ হৈব ধনঞ্জয় বিক্রমে অপার॥
সর্ব্ব সৈন্য সংহারিব মারিব রাজচক্র।
অর্জ্জুন জিনিতে নারে যদি আইসে শক্র॥
বন্ধি করি যুধিষ্ঠির পুনি খেলি পাশা।
বনবাসে পাঠাইব এহি মোর আসা॥
শুনিয়া বোলয়ে তবে দ্রোণ মহামতি।
ধরিতে পারিব পার্থ না থাকে সংহতি॥
দ্রোণের বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
কপট মন্ত্রণা করি উল্লাসিত মন॥
সৈন্যেত ঘোষণা দিল কৌরবের রাজ।
দ্রোণে আজি ধরি দিব ধর্ম্ম মহারাজ॥

দুর্যোধন দুরভিসন্ধি প্রকাশে অর্জুনের সতর্কতা

সর্ব্ব সৈন্য সিংহনাদ শঙ্খ ভেরি বাজে।
এহি মতে মন্ত্রণা জানিল ধর্ম্মরাজে॥

অর্জ্জুনক আনিয়া বোলয়ে নৃপবর।
শুনিয়া বলিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দ্রোণ বধ করি আহ্মি পরাজিব রণে।
তোহ্মাকে আহ্মার কাছে রাখিব যত্নেনে॥
আকাশ ভাঙ্গয়ে যদি নক্ষত্র সহিত।
বসুমতি সম্ভ্রমে বিদারে কদাচিত॥
হেন যদি বিপরীত হএ সুনিশ্চিত।
তোহ্মা না পাইব দ্রোণে শুন মহাশএ॥
যাবত বসএ প্রাণ মোর কণ্ঠদেশ।
অর্জ্জুন বচনে শান্ত হৈল ধর্ম্মরাজ।
সর্ব্ববীর উল্লাসিত পাণ্ডব সমাজ॥
শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গ বাজয়ে বহুতর।
বাহিনীর সিংহনাদে পুরে দিগান্তর॥

দ্রোণ-পাণ্ডব সমর

গগনে পুরিয়া ওঠে ধনুর টঙ্কার।
দ্রোণ হৈল সেনাপতি বিক্রমে অপার॥
তৃণপুঞ্জ দহিতে অনল হেন জলে।[৭]
দহয়ে পাণ্ডব সৈন্য দ্রোণ মহাবলে॥
বিজুলি সঞ্চারে যেন ধনুর টঙ্কার।
গগন ছাহিল শরে বিক্রমে অপার॥
পাণ্ডবের সৈন্য পড়ে আচার্য্যের শরে।
রাখিতে না পারে সৈন্য পড়ে নিরন্তরে॥
অশ্ব গজ রথী পড়ে রক্তে নদী বহে।
কোন বীরে দ্রোণের বিক্রম নহি সহে॥
যুধিষ্ঠির আদি করি যত রাজাগণ।
অস্ত্র লৈয়া দ্রোণে তবে ধাইল ততক্ষণ॥

কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ

অতি ক্রোধে যোদ্ধাগণ হাতে ধনুঃ শর।
একে২ পরিছিল সব ধনুর্দ্ধর॥
সহদেব বলিয়া শকুনী বীর ধাইল।
সিংহসার দেখি যেন গজপতি আইল।[৮]

ধ্বজ ধনু অশ্ব কাটি রথের সারথি।
ষষ্ঠিবাণ শকুনিকে বিন্ধে মহামতি ॥[৯]
গদা হস্তে শকুনি ভূমিতে দিল ফাল।
মহাবীর সহদেব করে শর জাল॥
গদা লৈয়া পাড়ে বীর রথের সারথী।
রণে রথ হীন হৈল দুই মহারথী॥
দুই বীরে গদাযুদ্ধে করে সিংহনাদ।
এক শৃঙ্গ গিরি যেন নাহি অবসাদ॥
দ্রোণে দশ বাণে বিন্ধে দ্রোপদ নৃপতি।
কুড়ি বাণে ভীমসেনে মারে বিবিংশতি॥
বিবিংশতি কাটি পাড়ে ভীম শরাসন।
অশ্বসুত কাটিয়া হইল মহারণ॥
ধৃষ্টকেতু সমে যুঝে কৃপ মহাবল।
কৃতব্রহ্মা সাত্যকির সংগ্রাম অবিকল॥
কৃতব্রহ্মা মহাবীর ভোজ নরপতি।
সাত্যকিরে সপ্তবাণে বিন্দে শীঘ্রগতি॥
মহাবীর বিরাট কর্ণক[১০] বলি ধাইল।
প্রমত্ত হরিণী যেন মৃগেন্দ্র পাইল॥
ভগদত্তে রূষিলেক[১১] দ্রোপদ নৃপতি।
সোমদত্তে রূষিলেক শিখণ্ডীক প্রতি॥
অলম্বুষ রাক্ষস আইল ততক্ষণ।
মহাবীর ঘটোৎকচে নিবারিল রণ॥
অনুবিন্দ চেকিতান হৈল মহারণ।
কৌরবেন্দ্র[১২] পতি সমে সুভদ্রা নন্দন॥

অভিমন্যুর যুদ্ধ

অভিমন্যু কৌরবের হৈল মহারণ।
দেবাসুরে দিতে নারে তাহার তুলন॥
অভিমন্যু মহাবীর সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৌরবের সৈন্য কাটি কৈল খণ্ড ২॥
চারি অশ্ব কাটিল হাতের.শরাসন।
সাতবাণে কৌরবের বিন্দে ততক্ষণ॥
ক্রোধ হৈল কৌরব সান্ধিল পঞ্চশর।
এড়িলেক মহাঅস্ত্র সারথির উপর॥[১৩]

কৌরবে স্যান্ধল শর কাটে অভিমন্যু।
সারথির পরাভবে ক্রোধ হৈল তনু॥
কাটিল হাতের ধনু কৌরব মহাবীর।
হাতে খড়্গ অভিমন্যু নির্ভয় শরীর॥
দশ খণ্ড করিলেক রথের সারথি।
চুলে ধরি অভিমন্যু কৌরব লোটাইল।
কৌরব রাখিতে তবে জয়দ্রথ আইল॥
খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া বীর রথ হতে ধাএ।
হস্তী মরিবার যেন সিংহসার যাএ॥
অভিমন্যু বীরে তাক পরাজিল রণে :
সবিস্ময়ে চাহন্ত কৌরব যোদ্ধাগণে॥
শক্তি মেলি হানিলেক শল্য মহাবীরে।
ফাল দিয়া অভিমন্যু ধরে বাম করে॥
সেই শক্তি লৈয়া বীর শল্যক মারিল।
সারথি মারিয়া তার ভূমিত পাড়িল॥
'শক্তি মেলি হানিলেক শল্য মহাবীরে।
পুনি কাটে অভিমন্যু শত খণ্ড করে॥'[১৫]
কৌতুহলে পাণ্ডবে করএ সিংহনাদ।
শিশুর বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ॥
ক্রোধ হৈয়া কুরুবলে বরিষন্ত শর।
নিবারন্ত অর্জ্জুন তনয় একেশ্বর॥
সারথি পড়িল দেখি লজ্জাবন্ত হৈল।
গদা লৈয়া শল্যবীর কুমারকে ধাইল॥
দণ্ড হস্ত যম যেন শল্য আইসে ধাইয়া।
আগু হৈল ভীমসেন হাতে গদা লইয়া॥
দুই বীরের গদা যুদ্ধ চাহে সর্ব্ববলে।
বিজলী প্রকার যেন দেখি গগন মণ্ডলে॥
ভীমের গদার যাও যমের দোসর।
সংগ্রামে বিভোল হৈল শল্য ধনুর্দ্ধর॥
রুধির বহএ ধারে শল্যের শরীরে।
রণ হতে নিকালিল কৃতব্রহ্মা বীরে॥
গদা হস্তে ভীমসেনে সিংহনাদ করে।
ভীমক দেখিয়া ভঙ্গ দিল কুরুবলে॥

শল্য ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল দ্রোণবীর।
উচ্চস্বরে নাদ করে নির্ভয় শরীর॥
রণ ভঙ্গ দেয় সব কিসের কারণ।
উলটিয়া যুদ্ধ দেয় শুন যোদ্ধাগণ॥
এত কহি দ্রোণ বীরে প্রবেশিল রণে।
ঐরাবত আইল যেন গহন দ্রোণ মহাবীর।
এক রথে যাএ যথা আছে যুধিষ্ঠির॥
কাল দণ্ড হাতে যেন যম ভয়ঙ্কর।
বরিষএ যুধিষ্ঠির রাজার উপর॥
কাটিয়া হাতের ধনু ধরিবার যাএ।
চক্রবক্ষ কুমারে দ্রোণক বাহুড়াএ॥
পাণ্ডবের মহাবল পাণ্ডুসম শর।
শরবৃষ্টি আবরিল দ্রোণের উপর॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সম্ভ্রম পাইল।
কুমারক এড়িয়া সে সৈন্য মুখে ধাইল॥
সর্ব্ব সৈন্য নিবারিল[১৬] দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
কুতূহলে চাহে দুর্য্যোধন নৃপবর॥
আজি রণে জিনিয়া ধরিব যুধিষ্ঠির।
পাণ্ডবেরে পরাজিব দ্রোণ মহাবীর॥

দ্রোণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ

হেন মত কহন্ত কৌরব যোদ্ধাগণ।
ধনঞ্জয় বীর আইল ততক্ষণ॥
ভয় না করিয় বলি আশ্বাসিল বল।
হাতে ধনুঃ করি হাসে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
বাণে অন্ধকার কৈল ধনঞ্জয় বীর।
রথ ধ্বজ না দেখিএ দ্রোণের শরীর॥
দিগ বিদিগ নাহি সৈন্য পরিচয়।
শরে অন্ধকার কৈল পার্থ মহাশয়॥
শোণিতে বহএ নদী মাংস হৈল পঙ্ক।
অস্থিতে ভরিল মহী পড়ে গৃদ্ধ কঙ্ক॥
অস্ত গেল দিবাকর দিন অবসান।
সৈন্য অবহার কৈল কৌরব নন্দনে॥

প্রথম দিবস যুদ্ধ ধনঞ্জয় জিনি।
যার যে শিবিরে গেল দেখিয়া রজনি॥
দ্রোণ সেনাপতি প্রথম দিবস যুদ্ধঃ।॥:.ঃ॥

দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধ : অর্জ্জুন বধে সুশর্ম্মাদির প্রতিজ্ঞা

শিবিরেত গিয়া দ্রোণে রাজাক বোলন্ত।
পূর্ব্বেহ কহিল আহ্মি শুন মতিমন্ত॥
যুধিষ্ঠির ধরিবারে আহ্মি পারি তবে।
মহাবীর ধনঞ্জয় না থাকএ যবে॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের নাহিক পরাজয়।
কহিলাম দুর্য্যোধন জানিয় নিশ্চএ॥
দ্রোণের বচন শুনি সুশর্ম্মা নৃপতি।
পঞ্চভাই সমে আইল ত্রিগর্থের পতি॥
অগ্নি শাক্ষি করিয়া বলিল নরপতি।
আজুগা মারিব আহ্মি অর্জ্জুন মহাসত্ত্ব॥[১৭]
অথবা ত্রিগর্থ হয়ে শূন্য বসুমতি॥
যদি মুই না পালম প্রতিজ্ঞা মোহোর।
পরলোকে পাতকীর গতি হয়ে মোর॥

যুধিষ্ঠির-ধনঞ্জয় পরামর্শ

সুশর্ম্মার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ধনঞ্জয়।
যুধিষ্ঠির রাজাত আহ্মি ত্রিগর্থের পতি।
তোহ্মা রাখিবেন সত্যজিত[১৮] মহামতি॥
'যদি সত্যজিত রাজা পড়এ সমরে।
কদাচিত না থাকিবা রণের ভীতরে॥'[১৯]
হেন মতে দুই জনে মন্ত্রণা করিয়া।
প্রভাতে মিলিল রণে প্রতিজ্ঞা ধরিয়া॥
যেন গঙ্গা-যমুনা সলিলে গড়াগড়ি।
মিশামিশি দুই বলে হৈল জড়াজড়ি॥
আছিল অনেক যুদ্ধ দেবাসুর তুল।
রথী ২ মহাযুদ্ধ বাজিল তুমুল॥

অশ্ব রথ গজ-ধ্বজ পড়িল বিস্তর।
পাণ্ডুবলে পরাজিল কৌরব সকল॥

দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ

ক্রুদ্ধ হৈয়া দ্রোণবীরে প্রবেশিল রণে।
দণ্ড হস্তে আহিল যেন কাল সমনে॥
শরে অন্ধকারে কৈল না দেখি গগন।
পড়িল পাণ্ডব যোদ্ধা বড় ২ জন॥
বনে সিংহ দেখি যেন হরিণ পলাএ।
ভাঙ্গিল পাণ্ডব বল ফিরিয়া না চাএ॥
যুধিষ্ঠির ধরিবারে দ্রোণ বীর যাএ।
নির্ভয় শরীর বীর ধনুঃ লৈয়া ধাএ॥
মহাকোলাহল হৈল যুধিষ্ঠির বলে।
সিংহ যেন প্রবেশিল গহিন কাননে॥
আগু হৈল সত্যজিত হাতে লৈল ধনুঃ।
বাছি২ বাণে বিন্দে আচার্য্যের তনু॥

দ্রোণাচার্য্যের সত্যজিতের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বৃকেব নিধন

ইন্দ্র সমে বলি যেন কৈল মহারণ।
আচার্য্যের সনে যুঝে দ্রোপদ নন্দন॥
কাটিল দ্রোণের ধনুঃ সারথিক হানি।
দশ বাণে বিন্দে মর্ম্ম স্থান জানি॥
দশ বাণ সান্ধি মারে দ্রোণ মহাবীর।
সত্যজিতের ধনুঃ কাটি বিন্দিল শরীর॥
আর ধনুঃ হাতে লৈয়া দ্রোণক বিন্দিল।
বৃক নামে বীর আসি শরে আবরিল॥
আবরিল দ্রোণবীর না দেখএ রণে।
সত্যজিত বৃকনাম বীর দুই জনে॥
সিংহনাদে শঙ্খ বাজে পাণ্ডবের বলে।
ক্রোধ চক্ষু পাকায়নে দ্রোণ মহাবলে॥
সত্যজিত বীরের কাটিল শরাসন।
দশবাণ মারি কৈল বৃকের নিধন॥

আর ধনুঃ লৈয়া সত্যজিত মহাবীর।
অশ্বজুত সমে বিন্দে দ্রোণের শরীর॥
নিরন্তর বিন্দিলেক দ্রোণের শরীর।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভর॥
অর্দ্ধ চন্দ্রবাণ লয়ে দ্রোণ মহাবলে।
হাতে অস্ত্র লৈয়া যাএ পাণ্ডবের বলে॥
সহস্রে২ বীরে বেড়ি মারে দ্রোণ।
না চাহন্ত শর চাপ না চাহন্ত গুণ॥
সর্ব্ব সৈন্য দহন্ত আচার্য্য একেশ্বর।
তৃণ রাশি দহে যেন জ্বলন্ত আনল॥

শতালিক বধ ও যুধিষ্ঠির পলায়ন

বিরাটের সহোদর শতালিক বীব।
ছএ বাণে ভেদিলেক দ্রোণেব শরীর॥
খুর বাণ সান্ধিল আচার্য্য মহাবীব।
শতালিক বীরেব কাটিয়া পাড়ে শির॥
শত'লিক পড়িল মৎস রণে দিল ভঙ্গ।
বিপবীত বাতাসে যেন পলটে তবঙ্গ॥
দ্রোণ বাণে সব্ব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
বাতাসে উথলে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
দ্রোণক দেখি সব ধায়ন্ত চারি পাশে।
কুতূহলে দ্রোণ বীর বিশিখ বরিষে॥
তবে বেগবন্ত রথে চড়ি শীঘ্রগতি।
ভঙ্গ দিয়া ধায়ে যুধিষ্ঠির নরপতি॥
পাছে২ ধাইয়া যাএ দ্রোণ মহাবীর।
দ্রোপদের পুত্র আইল নির্ভয় শরীর॥

দ্রোণের সঙ্গে পাণ্ডব পক্ষের যুদ্ধ

এক বাণে দ্রোণ বীরে বিন্ধিল শরীর।
রথ সমে পড়িল পাঞ্চাল মহাবীর॥
পড়িল পাঞ্চাল দেখি রুষিল পাণ্ডব।
দ্রোণ মার ২ করি উঠিলেক রব॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি চেকিতান।
সেনাবিন্ধু ঘটোৎকচ রাক্ষস প্রধান॥
আচার্য্যেরে বেড়িয়া মারএ একবারে।
একে একে দ্রোণ বীরে বিন্দিলেক শরে॥
বৃদ্ধ হৈল রণেত তরুণ ততক্ষণ।
একা দ্রোণ বীরে সৈন্য ক্ষেভিলেক রণ॥
প্রধান ২ যত পাণ্ডবের বল।
সাজিয়া আইল সব রণে অবিকল॥
পরিখ ভূশণ্ডি গদা মুষল মুদ্গার।
খুর নারাচ শক্তি বিশিখ তোমর॥[২০]
না দেখিএ দ্রোণ বীর সংগ্রাম ভিতর।
নিরন্তর বাণ মারে দ্রোণের উপর।
কুরুবলে বোলন্ত পড়িল দ্রোণবীর।
ধরিবারে না পারিল রাজা যুধিষ্ঠির॥

ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধ ও ভীম হস্তে অঙ্গ বধ

ক্রোধ মনে ভীমসেন নারাচ বরিষে।
একে ২ কুরুবল সকল বিনাশে॥
হস্তীযুত পড়িল ভীমের শরঘাএ।
ভীমক দেখিয়া সবে উর্দ্ধ মুখে ধাএ॥
আপনে করএ যুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমসেনে কাটিল হাতের শরাসন॥
ধ্বজ ছত্র কাটিয়া মর্ম্মে বিন্ধে শর।
রাজাকে রাখিতে আইল অঙ্গ নরবর॥[২১]
গজেন্দ্র চড়িয়া আইল অঙ্গ মহাবীর।
একবাণে বিন্দে ভীম গজেন্দ্র শরীর॥

ভীম ও ভগদত্তের যুদ্ধ

ভীমের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
ইন্দ্র সম মহাবীর নির্ভয় শরীর॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র দানব সংহার।
সেই বংশে জন্ম হৈল মহামতি যার॥
পর্ব্বত সমান তনু বিক্রমে সাগর।
পূর্ব্বেহ সাজিয়া আইল দ্বারিকা নগর॥[২২]

মারে মিত্র বলিল আপনে পুরন্দর।
মহাবীর ভগদত্ত সমর ভিতর॥
গজেন্দ্র টুটাইয়া দিল বৃকোদর বলি।
গদা হস্তে ভীমসেন হাসে খলখলি॥
দুই পায়ে গজেন্দ্র ধরিল বৃকোদর।
আপনে মারিতে নারে ভীম মহাবল॥

যুধিষ্ঠির-ভগদত্ত এবং সত্যজিত ভগদত্ত যুদ্ধ

গজেন্দ্র করিতে নারে ভীমের সংহার।
ভীমে আক্রোশিল গজ না করে সঞ্চার॥
এস্ত হৈল যুধিষ্ঠির সর্ব্ব বলে ধাএ।
ভীম২ করি রাজা সংগ্রামেত যাএ॥
ভগদত্ত বেড়িয়া করএ শরজাল।
না করে সম্ভ্রম ভগদত্ত মহীপাল॥
ক্রোধ মনে ভগদত্ত গজেন্দ্র টুটাইল।
ভীমক এড়িয়া সাত্যকি রথে ধাইল॥
মহাগজদন্ত দিয়া চূর্ণ কৈল রথ।
ফাল দিয়া এড়াইল সাত্যকি মহাসত্ত্ব॥
একা ভগদত্তে সব করিল আকুল।
বেড়িয়া মারএ গজ সংগ্রামে তুমুল॥
হেন বীর না আছিল গজের তেজ সহে।
মন্দার পর্ব্বতে যেন মোহদধি মোহে॥

সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সংশপ্তক সহিত্তে অর্জ্জুনে করে রণ।
যুধিষ্ঠির গত চিত্ত নরনারায়ণ॥
শ্রী কৃষ্ণে বোলেন শুন পার্থ মহামতি
যুধিষ্ঠির রাজার না জানি কোন গতি॥

'দুর্য্যোধন ভগদত্ত প্রবেশিল রণে।
কোলাহল করএ পাণ্ডব যোদ্ধাগণে॥'
গগন ভরিয়া উঠে সংগ্রামের ধুলি।
ঝাটে রথ চালায় দ্রোণের সৈন্য বলি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ মহাবলে।
সংশপ্তক এড়িয়া দ্রোণের সৈন্যে চলে॥
সংশপ্তক সৈন্যে না পায় পার্থের লাগ।
ডাকিয়া২ আইসে সৈন্য সহস্র প্রধান।
ত্রিগর্থের দশ কোটি তার পাছে আন॥
বিশ সহস্র[২৪] আইসে সৈন্য নারায়ণী।
অর্জ্জুনক ধাইয়া আইসে কৌরব বাহিনী॥
বাহুড়িয়া অর্জ্জুনে বরিষে বাণগণ।
সর্ব্ব সৈন্য পরাজিল নরনারায়ণ॥
শরে বেড়ি মারএ অর্জ্জুন একশর।
শরজালে আবরিল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনক না দেখি না দেখি নারায়ণ।
না দেখিএ ধ্বজছত্র পবন[২৫] নন্দন॥
না দেখিএ রথ অশ্ব শরে অন্ধকার।
মোহো পাইল জনার্দ্দন বিক্রমে অপার॥
বজ্র হস্তে লৈল তবে পার্থ মহাবীর।
বিশিক কর্কশ মারে নির্ভয় শরীর॥[২৬]
শতে২ সহস্রে২ পড়ে যোধ।
মাংসে শোণিতে হৈল পৃথিবী বিরোদ॥
রথী সব পড়িলেক পর্ব্বত সমো শর।
গজবাজী রথ ধ্বজ পড়িল বিস্তর॥
পার্থেরে বোলয়ে কৃষ্ণ করিয়া অঞ্জলি।
মহাবল সংশপ্তক ত্রিভুবনে বলি॥
বড় কর্ম্ম কৈলা তুহ্মি শুন মহাবল।
মহাবল বাহিনীক জিনিলা সকল॥
ইন্দ্র যম বরুণেহ না পারে জিনিতে।
করিলা দুষ্কর কর্ম্ম আহ্মার বিদিতে॥

অৰ্জ্জুনে বোলএ তবে শুন নারায়ণ।
ভগদত্ত বলি রথ চালায় অখন॥
কৃষ্ণ রথ চালায়ন্ত চলে বাইউ গতি।
ভ্রাতিগণ সমে আইল ত্রিগর্থের পতি॥
অৰ্জ্জুনকে ডাকি পাড়ে যুঝিবার মনে।
মনে চিন্তি ধনঞ্জয় পুছে কৃষ্ণ স্থানে॥
মোর সমে সুশর্ম্মা করিতে চাহে রণ।
ভগদত্ত করে সোনা সৈন্যের নিধন॥
কোন কর্ম্ম করিতে যুয়াএ[২৭] নারায়ণ।
সুশর্ম্মার পাছে আইসে নারায়ণীগণ॥

অর্জুনশরে সুশর্মার ভ্রাতৃগণ বিনাশ

জনার্দ্দনে জানিল অর্জুন সমাহিত।
বাহুড়াইয়া রথ ধরে সুশর্ম্মার ভিত॥
ক্রোধ মনে অৰ্জ্জুনে সান্ধিল পঞ্চশর।
ধনুঃ কাটি সুশর্ম্মার বিন্দে কলেবর॥
ছয় বাণে তার ভাই অশ্বযুত সমে।
ধনঞ্জয় যমঘরে পাঠাএ অনুক্রমে॥
পার্থেরে মারিল শক্তি সুশর্ম্মা নৃপতি।
কৃষ্ণের তোমর হানে অতি শীঘ্রগতি॥
ছেদিল অৰ্জ্জুন বীর শক্তি তিন বাণে।
সুশর্ম্মাকে তিন বাণে আকর্ণ সন্ধানে॥
মোহ পাই সুশর্ম্মাহ রহিলেন্ত তবে।
কৌরবের বাহিনী মারএ বেড়ি শরে॥

অর্জুন-ভগদত্ত যুদ্ধ

মত্ত ২ গজ যেন ভাঙ্গে নলবন।
মর্দ্দিল সকল সৈন্য বীর ভগদত্ত॥
গজেন্দ্র চড়িয়া আইল অতুল মহত্ত॥

দুই বীরে রণ করে চাহে দুই বলে।
দুই মত্ত হস্তী যেন বনের ভিতরে॥
দুইশর বরিষন্ত দুই নিবারন্ত।
দুই বীর সম শর নাহি আদি অন্ত॥
শর বৃষ্টি নিবারিতে না পারিল যবে।
গজেন্দ্র টুটাইয়া দিল ভগদত্ত তবে॥
মহামত্ত গজ আইসে পর্ব্বত উপাম।
বামে রথ ভ্রমাইয়া গোবিন্দের গুণে
আর সব যত রথ চূর্ণ কৈল রণে॥
অর্জ্জুনের অগ্রেতে হস্তীএ মারে বল
ক্রোধে জ্বলে যেহেন দাবানল॥
কৃষ্ণক হানিল বাণে ভগদত্ত বীর।
পৃথিবী ভেদিল বাণে ভেদিয়া শরীর॥[১৮]
অর্জ্জুনে সান্ধিল শর তারা হেন ছুটে।
ভগদত্ত বীরের মর্ম্মেত গিয়া ফুটে॥
হস্তীর গলার মালা কাটে শরাসন।
তথাপিহ্ ভগদত্ত নহে নিবারণ॥
চতুর্দ্দশ তোমর মারএ একবারে।
তিন২ খান করে পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গজের কবচ কাটে বীর ধনঞ্জয়।
শরে জর্জ্জরিত হৈল গজের হৃদয়॥
রুধির বহএ ধারে গজেন্দ্র শরীর।
হাতে মহাশক্তি লৈল ভগদত্ত বীর॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে এড়ে যেন কালদণ্ড।
শরে হানি ধনঞ্জয় কৈল খণ্ড২॥
ধ্বজ ছত্র কাটিলেক পার্থক মহাবীর।
দশ বাণে বিন্ধে ভগদত্ত শরীর॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া মহাবীর বরিষন্ত শর।
'খশিল কিরিটি ধরে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাহুতানি বাণ মারে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
মর্ম্মে২ বিন্ধে ভগদত্ত কলেবর॥

ক্রুদ্ধ হৈল ভদগত্ত যমের দোসর।'[২৯]
সান্ধিল বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুর উপর॥

ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণব বাণ সংবরণ

তন্ত্রে মন্ত্রে আমন্ত্রিআ এড়ে মহাশর।
গগনে সঞ্চরে যেন প্রচণ্ড আনল॥
এস্ত্র হৈল বাসুদেব বাণ পরিছিল।
অর্জ্জুনক পাছ করি হৃদয় গছিল॥[৩০]
মেঘেত বিজুলি যেন দেখে শোভামান।
বাসুদেব হৃদএ শোভএ বিষ্ণুবাণ॥
লজ্জা পাইয়া ধনঞ্জয় কৃষ্ণক গঞ্জিলা।
কি কারণে বাণ তুহ্মি হৃদয় গছিলা॥
অপৌরুষ আহ্মার দেখিলা কোন ঠাই।
অশক্ত দেখিলা কথা অবসর পাই॥
ত্রিনলোক দহিবারে পারে মোর বাণে।
মোকে আচ্ছাদিআ বাণ ধর কি কারণে॥

কৃষ্ণের গুপ্ত আত্মপরিচয়

হাসিআ কহন্ত কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
চারি মূর্ত্তি আহ্মার জানিয় সুনিশ্চয়॥
একমূর্ত্তি তপস্যা করএ সর্ব্বক্ষণ।
আর মূর্ত্তি করি আহ্মি জগৎ রক্ষণ॥
আর মূর্ত্তি ধর্ম্মা ধর্ম্ম করিএ বিচার।
আর মূর্ত্তি যোগে নিদ্রা পৃথিবী[৩১] আহ্মার॥
আহ্মার প্রকৃতি মূর্ত্তি যখনে জানিল।
পুত্র কার্য্য কর এক পৃথিবী মাগিল॥
মোর পুত্র নরকে জিনুক সর্ব্বলোক।
যেহেন[৩২] অমোঘ অস্ত্র বর দেয় মোক॥

তবে আহ্মি এহি অস্ত্র তাকে বর দিল।
ত্রিভুবনে এহি অস্ত্রে নরকে জিনিল॥
নরক হতে পাইলেক ভগদত্ত বীরে।
এহিবাণ ব্যর্থ নাই সংসার ভিতরে॥
[illegible] হতে নহে জান তার নিবারণ।
আপনে ধরিল আহ্মি এহি সে কারণ॥
'এত শুনি ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
চরণে পড়িয়া স্তুতি করিল বিস্তর॥
তোহ্মার প্রসাদে প্রভু জিনিলুম এখন।
ভগদত্তে এড়াইলুম শুন নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বলে শুন এবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তার অস্ত্র নাহি আর ঝাটে মার শর॥'[৩]
শরে হানি ঝাটে বিন্দে তাহার শরীর॥

হস্তীবাহনসহ ভগদত্ত বধ

তবে বীর ধনঞ্জয় বরিষএ শর।
মেঘে যেন বরিষএ পর্ব্বত উপর॥
গজেন্দ্রের কুম্ভদেশে নারাচ[৩৪] মারিল।
পুরন্দরের বজ্র যেন গিরি বিদারিল॥
পৃথিবীত দন্ত দিয়া পড়ে গজরাজ।
পরম বিস্ময় চাহে বরেন্দ্র পরিমল।
ভগদত্ত বীরের হৃদয় আবরিল॥
ভগদত্ত পড়িল হাতের খসে ধনুঃ।
পৃথিবীতে আলিঙ্গিল ভগদত্ত তনু॥
ভগদত্ত বধ সমাপ্ত।

সুবল নন্দন বৃষল ও সৌবল বধ

ভগদত্ত পড়িল পাণ্ডব সিংহনাদ।
কৌরবের বলে হৈল বহুল বিষাদ॥

রাজার মাতুল দুই গান্ধার কুমার।
কৃষ্ণ সৌবল আইল যম অবতার॥
অর্জ্জুনের উপবে করএ শরজাল।
হাসএ অর্জ্জুন বীর বিক্রমে বিশাল॥
মহাযুদ্ধ করিয়া বিরথী হইল রণে।
এক বাণে দুই ভাই বিন্দিল অর্জ্জুন॥
রাজার মাতুল দুই পড়ে ভূমিতলে।
মাতুল নির্ধন শুনি কৌরব সকলে॥

অর্জুনের সঙ্গে শকুনির মায়া যুদ্ধ ও শকুনি পরাজয়

পড়এ চক্ষুর জল রাজা দুর্য্যোধন।
ভ্রাতি শোকে শকুনি আইল ততক্ষণ॥
মাএগ্রা[৩৫] যুদ্ধ জানএ শুকুনি দুরাচার।
অর্জ্জুন উপরে বাণ করিতে অপার॥
সর্ব্ব মাএগ্রা সংহারিল অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
রণ মধ্যে শকুনি পাইল পরাজয়॥
তবে শরবৃষ্টি করি সংগ্রামে কুরুবল।
কৌরব আকুল হৈল মহাকোলাহল॥
পুনি আইল দেখ সংশপ্তক দক্ষিণ বিগ্রহে
তাহার সমর দেখ কোন বীরে সহে॥
পুনি ধনঞ্জয় গেল করিবারে রণ।
শরে অন্ধকার হৈল সংশপ্তক গণ॥

অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক নীল বধ

এহি অবসরে বীর অশ্বত্থামা আইল।
শর মারি পাণ্ডবের সৈন্য খেদাইল॥
নিল নামে আছিল পাণ্ডব সেনাপতি :
বিস্তর যুঝিল দ্রোণ পুত্রের সংহতি॥

দ্রোণ পুত্র করিলেক নিলের সংহার।
তবে দ্রোণ মহাবীর আইল আরবার॥

ভীমসহ পাণ্ডবগণের সঙ্গে দ্রোণ যুদ্ধ এবং পাণ্ডব নিবন্ধন

ভীমসেন আদি করি পাণ্ডব প্রধান।
একে২ বেড়িয়া সকলে মারে বাণ॥
ক্রোধ হৈল দ্রোণ বীর লৈল ধনুর্বাণ।
বাণ সান্ধি সবারে করিল কম্পমান॥[৩৬]
সর্ব্ব সৈন্য নিবারিল আচার্য্য একেশ্বর।
ভাঙ্গিল পাণ্ডব বল সংগ্রাম ভিতর॥
সংশপ্তক জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
উত্তর বিগ্রহে আইল নির্ভয় শরীর॥

অর্জ্জুনকর্তৃক দ্রোণাদি কৌরবগণের পরাভব

দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কৌরব নৃপতি।
একে২ জিনিল অর্জ্জুন মহামতি॥
পুনি প্রবেশিয়া সৈন্য করএ সংহার।
মহাবীর ধনঞ্জয় বিক্রমে অপার॥[৩৭]
রজনী প্রবেশ কৈল সৈন্য আপনার॥
ইতি দ্রোণ সেনাপতি দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ॥[৩৮] ঃ॥

(তৃতীয় দিবস যুদ্ধ)

অভিমন্যু বধ দুর্যোধন খেদোক্তি

আর দিন প্রভাতে নৃপতি দুর্য্যোধন।
আচার্য্যেরে বলিলেক গঞ্জনা বচন॥

যুধিষ্ঠিরে ধরি দিতে মাগিলেক[৩৯] বর।
অঙ্গিকার কৈলা তুহ্মি সভার ভিতর॥
সে সব বচন ব্যর্থ কি বলিব আর।
পাণ্ডব সহিতে আছে সৌহার্দ্দ তোহ্মার॥

দ্রোণের আশ্বাস বাণী
ও চক্রব্যূহ রচনা

যুধিষ্ঠির ধরি দিতে প্রতিজ্ঞা করিল॥
কাছে যদি না থাকয়ে পার্থ মহাবীর।
তবে আহ্মি ধবি দিব ধর্ম্ম নৃপবর॥
আজুকার কর্ম্ম[৪১] মুই করিমু দুষ্কর।
ব্যূহ এক করিমু সে সংগ্রাম ভিতর॥
দেবাসুরে ভেদিবারে না পারে যাহাক।
হেন ব্যূহ ভেদিবেক কেমন বরাক॥
যদিবা ভেদএ ব্যূহ করিমু নিধন
আজু যুদ্ধ কৌতূহলে চাহ দুর্য্যোধন॥
কিন্তু পুনি অর্জ্জুন বীর না থাকএ রণে।
তাহাকে নিগ্রহ কর সংশপ্তক গণে॥
হেন ব্যূহ নাহিক না জানে ধনঞ্জয়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার নাহিক পরাজয়॥

অর্জ্জুনের সঙ্গে
সংশপ্তকগণের যুদ্ধ

দ্রোণের বচন শুনি সংশপ্তক ধাইল।
দক্ষিণ ভাগেত গিয়া রণে প্রবেশিল॥
অর্জ্জুনেরে ডাকএ করএ সিংহনাদ।
দুর্য্যোধনের বলে হৈল[৪২] বহুল প্রমাদ॥
রথে চড়ি অর্জ্জুন চলিল শীঘ্রগতি।
চক্রব্যূহ করিল আচার্য্য মহামতি॥

ব্যূহ মধ্যে নিযোজিল মহারথীগণ।
শ্বেত ছত্র বিভূষিত রাজা দুর্য্যোধন॥
কৃপা কর্ণ দুঃশাসন রাজাক রাখন্ত।
চক্রমুখে রহিল আচার্য্য মতিমন্ত॥
আচার্য্যের কাছে জয়দ্রথ মহাবীর।
তার পাছে অশ্বত্থামা নির্ভয় শরীর॥
তার কাছে রাজার ত্রিসপ্ত সহোদর।
ভূরিশ্রবা শকুনি নৃপতি মহীপাল॥[৪৩]

চক্রমুখে দুই বল

হেন মতে চক্রব্যূহ দ্রোণ বীরে কৈল।
সংগ্রামেত দুইবলে মুখামুখী হৈল॥
ভীমসেন সাত্যকি দ্রোপদ চেকিতান।
কুন্তভোজ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল প্রধান॥
চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু মাদ্রীর নন্দন।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিপক্ষ তর্পণ॥[৪৪]
উত্তমৌজা শিখণ্ডী বিরাট নরপতি।
সকল পাণ্ডব বল হৈয়া একমতি॥
দ্রোণক বেড়িয়া সব করএ বিক্রম।
এক ২ মহারাজা পুরন্দর সম॥
ব্যূহ ভঙ্গ করিতে না পারে কোন বীর।
লজ্জাএ আকুল হৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥

অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদার্থে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ

অভিমন্যু কুমারকে বলিল বিস্তর।
তুহ্মি বাসুদেব ধনঞ্জয় সম শর॥
ব্যূহ ভঙ্গ করি দেয় বিলম্ব না কর।
শুনিয়া হাসিব তোর বাপ ধনুর্দ্ধর॥

প্রণমিয়া অভিমন্যু রাজাত কহিল।
ব্যূহ ভঙ্গ উপদেশ বাপু হতে পাইল॥
নহি জানি নির্গম না পারি স্মরিতে।[৪৫]
এহিবাক্য মহাশয় জানাইল তোহ্মাতে॥
রাজাএ বোলেন্ত শুন তুহ্মি মহাবল।
ব্যূহ ভঙ্গ করি দেয় না হৈয় বিকল॥
পাছে ২ প্রবেশিব মহা ২ বীর।
শরবৃষ্টি আবরিব দ্রোণের শরীর॥
তবে ভীমসেনে বোলে করিয়া প্রতাপ।
পাছে মুই প্রবেশিমু না চিন্তিহ বাপ॥

ব্যূহে প্রবেশার্থে অভিমন্যুর আগ্রহে সারথি সুমন্ত্রের বাধা দান

শুনি অভিমন্যু বোলে করিয়া প্রণাম।
মাতুলের প্রিয় কর্ম্ম পিত্রি মনস্কাম॥
মহাব্যূহে প্রবেশিব দেখ সর্ব্বজন।
অগ্নিতে পতঙ্গ যেন দহিব অখন॥
এ বলিয়া অভিমন্যু সারথিক বোলে।
চক্রব্যূহ ভেদিয়া চালায় কৌতুহলে॥
সুমন্ত্র সারথি বোলে না দেখি প্রতিকার॥[৪৬]
পরম অমোঘ জানে আচার্য্য মহাবল।
এক ২ মহাবীর দুর্জ্জয় কুরুবল॥
তুহ্মি শিশু সুকুমার প্রথম শিক্ষিত।
দ্রোণ সমে তোহ্মার সংগ্রাম অনুচিত॥
হাসিয়া কুমারে বোলে ইন্দ্র আইসে যবে
মহাশর বৃষ্টি করি পরাজিমু তবে॥
কৃষ্ণ মোর মাতুল জনক ধনঞ্জয়।
ত্রিভুবনে সংগ্রামেত কারে মোর ভয়॥

অভিমন্যুর দ্রোণাভিমুখে গমন

শিঘ্র করি চালাও রথ না করিয় ব্যাজ।
আজি ব্যূহ ভেদিয়া মারিমু কুরুরাজ॥[৪৭]
সারথি চালাএ রথ চলে বাইউ বেগে।
চক্রব্যূহ সমুখে কুমাব গিয়া লাগে॥
কুমারের পাছে ২ পাণ্ডব সকল।
হাতে অস্ত্র কুরুবল ধাইল সকল॥[৪৮]
হস্তী দেখি বনে যেন ধাএ সিংহসার।
দ্রোণক ধাইয়া যাএ সিংহ অবতার॥

অভিমন্যুর চক্রব্যূহ প্রবেশ ও শত্রু সংহার

ব্যূহমুখে যোদ্ধা যাএ সিংহ অবতার॥
মূহূর্ত্তেক আছিল কুমার ধনুর্দ্ধর॥
চক্ষুর নিমিশে বীর করিল প্রবেশ।
শর বৃষ্টি আবরিল কৌরব বিশেষ॥
তুমুল আছিল যুদ্ধ ভূত ভয়ঙ্কর।
অভিমন্যু শরে ছাইল গগন মণ্ডল॥
নানা বাদ্য বাজএ সৈন্যের সিংহনাদ।
মহাবীর অভিমন্যু নাহি অবসাদ॥
তর্জ্জএ গর্জ্জএ আইসে গগন প্রকাশি॥[৪৯]
সুভদ্রা নন্দন বীর করিল অন্ধকার॥
নানা বর্ণ বাণ সব বাছি ২ মারে।
একশর মহাবীরে বিপক্ষ সংহারে॥
ধনুঃ সমে অস্ত্র কাটে বাণ সমে গুণ।
অসিচর্ম্ম সমে কাটে সংগ্রামে নিপুন॥
ষষ্টিছেল গদা আব পট্রিস তোমর।
শক্তি ভূষণ্ডি আর মুষল মুদ্গার॥
অস্ত্র সমে বীর পড়ে মহীতল ভবে।
কেজুর কুণ্ডল হার পড়ে নিরন্তরে॥

সহস্রে২ পড়ে মহাযোদ্ধা গণ।
লক্ষে২ বাণ মারে সুভদ্রা নন্দন॥
সর্প যেন গরুড়ে করিল খণ্ড২।
ক্ষুদ্র মৃগ মারে যেন কেশরী প্রচণ্ড॥
বীরের মস্তকসব পৃথিবী ভরিল।
বাইউ যেন তাল ফল একত্রে পাড়িল॥
মাথার মুকুট কাটে মণিরত্ন হার।
চন্দ্র সূর্য্য করে যেন পৃথিবী বিহার॥
রাজা সবের শিরে শোভে সুভাসিত কেশ
পবনে সুগন্ধি কৈল গগনে প্রবেশ॥
কাঞ্চনের মালা সব গড়াগড়ি যাহে।
স্নান করে পৃথিবী রুধিরে নদী বহে॥
অশ্বযুত সমে পড়ে যত অশ্ব ধারি।
গজারোহ সমে পড়ে গজ সারি২॥
নানা রূপ যোদ্ধা পড়ে অভিমন্যু বাণে।
'পরম বিস্ময় চাহে কৌরব নন্দনে॥

দুর্যোধনাদির সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ

ত্রাস পাইল কুরুবল ভঙ্গ দিল রণে।'
মহাসিংহনাদ করে সুভদ্রা নন্দনে॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া আপনে কুরুপতি।
অভিমন্যু মারিবারে আইল শীঘ্রগতি॥
দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ বৃহদ্বল।
'সর্ব্ব সৈন্য সহিতে সৌবল মহাবল॥
ভূরিশ্রবা বৃষসেন ভূরি মহাবল।'[৫১]
অভিমন্যু বেড়িলেক কৌরব সকল॥
সর্ব্ব বলে অর্জ্জুনতনয় একেশ্বর॥
কার রথ সারথি কার কাটে ধনুঃ।
কাহার কবচ কাটে কার কাটে তনু॥

সবারে বিমুখ করি করে সিংহনাদ।
লজ্জাএ বিখল দ্রোণ ভাবে অবসাদ॥

দ্রোণকর্তৃক মণ্ডলী করে
,ষট্‌বীরের
এক সঙ্গে অভিমন্যু আক্রমণ

মণ্ডলী করিয়া সবে বেড়ে আরবার।
পুনিহ বিমুখ কৈল সুভদ্রা কুমার॥
সমুদ্রের কুলে যেন উচ্চ তরুতীর।
সর্ব্ববল নিবারিল অভিমন্যু বীর॥
নব[৫২] বাণে বিন্দিলেক দুঃশাসন বীরে।
সাত বাণে কৃপ বিন্দে দ্রোণ তিন শরে॥
কুড়ি বাণে কৃতব্রহ্মা বিন্দে ততক্ষণে।
তিন বাণে ভূরিশ্রবা বিন্দে তরমনে॥[৫৩]
ছএ বাণে কৃপাচার্য্য বিন্দিল সত্বরে॥
তিন বাণ মারে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
চারিদিক থাকি মারে কৌরব দারুণ॥
বেড়িয়া মারএ সবে কুমারের প্রতি।
মধ্যে একেশ্বর অভিমন্যু মহামতি॥
বাণ হস্তে অভিমন্যু যেন নৃত্য করে।
তিন২ বাণ মারি সকল সংহারে॥
কর্ণরে মারিল শর কুমার প্রচণ্ড॥
শরীর ভেদিয়া গেল যেন কালদণ্ড॥
ব্যথা পাইয়া কর্ণবীর কাপে খর২।
পৃথিবী কম্পিত যেন চলে দিবাকর॥[৫৪]
পঞ্চ বিংশতি বাণ তবে মারে কর্ণবীর।
না কম্পিল অভিমন্যু নির্ভয় শরীর॥
বিংশ বাণে অশ্বত্থামা কৃপা তিন শত
কুমারক মারএ যেন বজ্রাঘাত॥
রুধির বহএ ধারে কুমার দুর্জ্জয়।
পাশ হস্তে যম যেন দেখিএ নির্ভয়॥

শল্যকে বিন্দিয়া শরে সিংহনাদ করে
মোহশ্চিত শল্য পড়ে রথের উপরে॥
শল্য মোহ পাইল পলাএ যোদ্ধাগণ
কুমারক প্রশংসা করএ দেবগণ॥
শল্যের কনিষ্ঠ ভাই অঞ্চলিক আইল [৫৫]
মরিতে পতঙ্গ যেন অগ্নিতে পড়িল॥
রথ ধ্বজ সারথি পতাকা ধনুঃ সমে।
কুমার তাহার ধনুঃ কাটিল সংগ্রামে॥
পড়িল শল্যের ভাই ভঙ্গ দিল রণে।
হাতে ধনুঃ অভিমন্যু হাসএ তখনে॥
দ্রোণ বীবে ডাকি বোলে শুন কুরুবলে
কুমারে বরিষে বাণ চলে অতিবলে॥
একেশ্বর কুমারে মর্দ্দিল কুরুবল।
সিংহনাদ কবি যাএ পাণ্ডব সকল॥
মহাৎ রথী সবে না চিন্তিলা লাজ।
কোন মুখে সভাতে বসিবা কুরুরাজ॥
দ্রোণেব বচন শুনি কৌরবেব পতি।
মহাবথী সকলেব বোলে শীঘ্রগতি॥
আচার্যের প্রিয় শিষ্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তাহার তনয় শিশু পরম সুন্দর॥
স্নেহ ভাবে আচার্যে না মারএ রণে।
তুাহ্মি সবে ক্ষমা কর কিসের কারণে॥

অভিমন্যু দুঃশাসন যুদ্ধ

দুঃশাসনে বোলে রাজা আজ্ঞা কর মোক
অভিমন্যু মারিয়া পাঠাম যম লোক॥ [৫৬]
প্রিয় পুত্রের শোকে মরিব ধনঞ্জয়।
ভাগিনেয় শোকে পুনি কৃষ্ণ পাইব ক্ষয়॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বিয়োগে পাণ্ডবে পাইল নাশ।
ভালহি প্রকার হৈল বিজয়ের আশ॥

এ বলিয়া দুঃশাসন নিল ধনুঃ শর।
অস্ত্র বরিষণ করে কুমার উপর॥
মহাসত্ত্ব দুঃশাসন করে মহারণ।
হাসিয়া বোলয়ে তবে সুভদ্রা নন্দন॥
যত পাপ কর্ম্ম কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
সভা মধ্যে পরাভব পাণ্ডব নন্দন॥
কহিল নিষ্ঠুর বাক্য বীর বৃকোদর।
পরবস্ত্র হরিয়াছ সভার ভিতর॥
তার ফল পাইবা আজি শুন দুঃশাসন।
এত কহি অভিমন্যু হাতে লৈল বাণ॥
মারিল কঠোর বাণ অর্জ্জুন নন্দন।
হৃদয়ে হানিল তার সুদৃঢ় সন্ধান॥

দুঃশাসনের পরাজয়

হৃদয় পাজর মধ্যে হানিলেক শরে।
সর্প যেন প্রবেশিল শরীর ভিতরে॥
পুনি পঞ্চবিংশ বাণ বজ্র সম শরে।
আকর্ণ পুরিয়া মারে তাহার শরীর॥
মোহ পাইয়া দুঃশাসন রথেত পড়িল।
রথ লৈয়া সারথি দূরেত বাহুড়াইল॥
সিংহ নাদ শঙ্খ রব পাণ্ডবের বলে।
নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় কৌতূহলে॥

অভিমন্যুর সঙ্গে
কর্ণের যুদ্ধ

দুর্য্যোধনে বোলে তবে কর্ণক বুঝাই।
মোহশ্চিত হইল মোর দুঃশাসন ভাই॥
সাজিল পাণ্ডব বল কুরুবল চাই।
কিসের অন্তরে আর তোহ্মার বড়াই॥

ক্রোধ হৈল কর্ণবীর রাজার বচনে।
রণ মধ্যে কুমারক আবারিল বাণে॥
কর্ণের হৃদয় হানে ত্রিসপ্ততি বাণে।
দ্রোণক বিন্ধিল তবে বিষম সন্ধানে॥
ক্রুদ্ধ হৈল কর্ণবীর সমর ভিতরে।
শত সংখ্য বাণ মারে কুমার উপরে॥

অভিমন্যু রণে কর্ণের পরাজয়

শরে শর নিবারএ কুমার দুর্জ্জয়।
অস্ত্রে অন্ধকার কৈল কর্ণ মহাশয়॥
কাটিয়া কর্ণের ধনুঃ বিন্ধিল শরীর।
সম্ভ্রম পাইল রণে কর্ণ মহাবীর॥
ধ্বজ ছএ কাটিয়া পাড়িল ভূমিত।
মহাবীর কর্ণ হৈল সংগ্রামে পীড়িত॥
কৌতূহলে পাণ্ডবে করএ সিংহনাদ।
বিজয় দুন্দভি বাজে জয়২ বাদ॥
কর্ণক রাখিতে সর্ব্ব সহোদর আইল।
মরিতে পতঙ্গ যেন অগ্নি প্রবেশিল॥
একবাণ মারিয়া কাটিয়া পাড়ে শির।
ভাইর নিধন দেখি রোষে কর্ণ বীর॥
কুমারে মারিল বাণ মর্ম্মেত বিন্দিল।
কর্ণবীর বিমুখে কৌরব ভঙ্গ দিল॥
একেশ্বর কুমারে মর্দ্দিল কুরুবল।
তৃণ রাশি দহে যেন হুতাশ প্রবল॥
রক্ত মাংসে কর্দ্দম রুধিরে নদী বহে।
কুমারের বিক্রম কৌরবে নহি সহে॥
নর গজ অশ্ব পড়ে রথ সারি২।
বড়২ বীর পড়ে লিখিতে না পারি॥

জয়দ্রথকর্তৃক চক্রব্যূহ রক্ষা

একেশ্বর অভিমন্যু রণে অনির্বার।
চিন্তা পাইয়া পাণ্ডুবল আইল রাখিবার॥
যেই পথে কুমার ব্যূহে প্রবেশিল।
সেই পথে পাণ্ডব বল সকল চলিল॥
যুধিষ্ঠির ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রোপদ মহাশয়॥
জ্যেষ্ঠ তাত মাতুল কুটুম্ব সহোদর।
হাহা অভিমন্যু বলি ধাইল সত্বর॥
কুমারের প্রবেশ আছিল যেই পথে।
সেই পথ বিরোধিল বীর জয়দ্রথে॥
দ্রোপদিঅ রণ কালে পাইল পরাজয়।

জয়দ্রথের শিববর
প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

রুদ্র আরাধিল জয়দ্রথ মহাশয়॥
একরথে জিনিবারে পাণ্ডব সুস্থির।[৫৭]
ধনঞ্জয় বিনে চারি পাণ্ডব নন্দন।
এক রথে জিনিবা করিয়া মহারণ॥
এহি বর রুদ্রে দিল জয়দ্রথে পাইল।
তে কারণে প্রবেশিতে পাণ্ডবে না পারিল॥
'রুদ্রবরে যুদ্ধ করে বীর জয়দ্রথ।
প্রবেশিতে না পারিল পাণ্ডব মহাসত্ত্ব॥'[৫৮]
ব্যূহের ভিতরে অভিমন্যু একেশ্বর।
মহাযুদ্ধ২ করে কুরু বল।
অনাআসে যুঝএ কুমার একেশ্বর॥

অভিমন্যুকর্তৃক শল্যপুত্র কর্ণরথ বিনাশ

তবে রুক্সরথ নামে শল্যের কুমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আইল তাকে মারিবারে॥
ক্রোধ হৈল অভিমন্যু হাতে লৈল শর।
তিন বাণ মারিয়া পাঠাইল যমঘর॥
শত সংখ্য আছে যত রাজার কুমার।
বহুল বিক্রম শালী প্রতাপে অপার॥'৬০
একবারে কুমারক বরিষন্ত শর।
যেহেন দুর্দ্দিন হৈল সংগ্রাম ভিতর॥
বেড়িয়া মারএ শর মহাবীর গণ।
'গন্ধ অস্ত্র মাঁআ কৈল সুভদ্রা নন্দন॥
একেশ্বর কুমার রাখিয়া সহস্রবীর।
তেন মত মাঁয়া কৈল কুমার মহাবীর॥
সকল রাজার পুত্র করিল সংহার।
মহারাজা দুর্য্যোধন আইল আববার॥'৬১
বিস্তর করিল যুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধন।
পুনিহ বিমুখ কৈল সুভদ্রা নন্দন॥

অভিমন্যু রণে দুর্যোধন তনয় লক্ষ্মণ বধ

দুর্য্যোধন রাজার পুত্র লক্ষ্মণ কুমার।
সর্ব্ব অস্ত্র জানএ জয়ন্ত সমশর॥
অহঙ্কারে রাজ পুত্র না হৈল বিমুখ।
বিধি মিলাইল যেন যমের সমুখ॥
পুত্রস্নেহে বাহুড়িল রাজা দুর্য্যোধন।
রাজাকে রাখিতে আইল মহারথীগণ॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষন্তে ধারে।
শর বৃষ্টি করিলেক লক্ষ্মণ কুমারে॥

যমের দোসর বীর কুমার দুর্জ্জয়।
একে২ করিল সকল পরাজঅ॥
বাপের সমুখে আছে লক্ষ্মণ কুমার।
অভিমন্যু উপরে করএ শরজাল॥
হাতে বাণ লৈহা বোলে সুভদ্রা নন্দন।
হিত উপদেশ কহি শুনরে লক্ষ্মণ॥
ভালমতে লোক চাহ পিতার নেহালে।
আজু তোর সমরে প্রসন্ন হইল কাল॥
এ বলিয়া অভিমন্যু বিন্দিলেক শর।
আকর্ণ পুরিয়া মারে বজ্রসম শর॥
কাঞ্চন মুকুট মণি যেন বিজুলি সঞ্চার।
আপনা গোচরে পড়ে লক্ষ্মণ কুমার॥
হাহাকার করে লোক শীঘ্রগতি॥
মার মার করি বোলে রাজা দুর্য্যোধন।
পবন[৬২] হিন্দোল যেন মেঘের গর্জ্জন॥
দ্রোণ পুত্র কৃপ কর্ণ আর বৃহদ্বল।
কৃতব্রহ্মা ছয় রথী ধাইল সকল॥
একে২ ছয় রথী করিল বিমুখ।
কেহ শক্ত না হইল কুমার সমুখ॥[৬৩]
নিসাদ কলিঙ্গ যোধ রুদ্রপুত্র[৬৪] সমে।
অভিমন্যু মহাবীর বেড়িল সংগ্রামে॥
নলবন ভাঙ্গে যেন গজেন্দ্র প্রচণ্ড।
গজ সৈন্য কাটিয়া করিল খণ্ড২॥

দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের
পুত্রের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ

কৃপা পুত্র মহাবীর বরিষন্ত শর।
কাটিল তাহার রথ কুমার সত্বর॥
ধ্বজ ছত্র কাটিল কাটিল শরাসন।
দুই বাহু কাটিল কাটিল বিচক্ষণ॥

মুকুট কুণ্ডল সমে কাটি পাড়ে শির।
ভূমিত পড়িল কৃপ পুত্র মহাবীর॥
পঞ্চবিংশ বাণ মারে অশ্বত্থামা বীর।
মহাবীর অভিমন্যু না কম্পে শরীর॥
ত্রিষষ্ঠিবাণ মারে কুমার প্রচণ্ড।
দ্রোণ পুত্র ভেদিল যেহেন কাল দণ্ড॥
পুত্র রাখিতে দ্রোণ মারে শতবাণ।
সমরে কুমার বীর ইন্দ্রের সমান॥

বৃহদ্বল বধ

গাণ্ডিবেত বাণ লৈয়া সান্ধে দিব্য শর।
পঞ্চবাণে দ্রোণ বীর করিল ফাফর॥
বৃহদ্বল রাজার কাটিল অশ্বঘাত।
খড়্গ চর্ম্ম ধরে রাজা বিক্রমে অদ্ভুত॥
আর বাণ সান্ধিল কুমার বিচক্ষণ।
বহদ্বল হৃদয় গড়িল ততক্ষণ॥
বৃহদ্বল পড়িল কৌরবে দিল ভঙ্গ।
অঘাধ সমুদ্রে যেন উঠিল তরঙ্গ॥

শল্যের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ

ধ্বজ ছত্র কাটিয়া সৈন্যের কাটে ধনুঃ
আর ছএ বাণ মারি বিন্দে শল্য তনু॥
অবসরে শল্য বীর পাইল বড় লাজ।
মনে ২ ত্রাস বড় পাইল কুরুরাজ॥
শত্রুঞ্জয় মেঘাকেতু চন্দ্রকেতু নাম।
সুবর্ণক সূর্য্য ভানু রণে অনুপাম॥
পঞ্চবীর সংহারিয়া বিন্ধিল সৌবল।
একেশ্বর কুমারে মর্দ্দিল কুরুবল॥

অভিমন্যু বধ মন্ত্রণা

দ্রোণ কর্ণ আদি করি যত যোদ্ধাগণ।
যুক্তি কবে ~ মারের কেমতে নিধন॥
একে ~ ~নিতে না পারি মহাবীর।
বাপের সমান বলি সংগ্রামেত স্থির॥
যতেক অমোঘ অস্ত্র জানে ধনঞ্জয়।
সকল শিখিয়া অছে সুভদ্রাতনঅ॥
দ্রোণে বোলে কর্ণবীর শুনহ বচন।
সপ্ত রথ মিলি কর কুমার নিধন॥
কেহ রথ সারথি কেহ কাট ধনুঃ।
কেহ কবচ কাট কেহ কাট তনু॥
আচার্য্যের বচন শুনিয়া কর্ণ বীর।

সপ্ত মহারথীকর্তৃক অভিমন্যু আক্রমণ

দেবাসুর যুদ্ধ যার নির্ভয় শরীর॥
মহাশর সান্ধিয়া হাতের কাটে চাপ।
চারিঅশ্ব কাটে কর্ণ বিষম প্রতাপ॥
সারথি কাটিল দ্রোণ সংগ্রামে দুর্ব্বার।
অবশিষ্ট সবে মিলি মারএ কুমার॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভর।
একেশ্বর কুমার মারএ কুরুবল॥
খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া বীর অকাশেত চড়ে।
পবনে ভর করি রহে শিক্ষাবলে॥
আকাশেত থাকি বীর বিজুলী খেলাএ।
সপ্তরথী বিষ্কন্ত করিয়া সমবাএ॥
মুষ্টির কাটিল খড়্গ কর্ণ মহাবীর।
খড়্গ চর্ম্ম বিন্দি কর্ণ বিন্দিল শরীর॥
অন্তরিক্ষ হতে বীর ভূমিত পড়িল।
বজ্রসমে শর জালে শরীর জড়িল॥

হাতে চক্র করি বীর দ্রোণ মুখে ধাএ
চক্র হস্তে বিষ্ণু যেন দানব খেলাএ॥
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ করে সিংহনাদ।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে নাহি অবসাদ॥
কাটিল হাতের চক্র দ্রোণ মহাবীর।
মহাগদা হাতে লৈল নির্ভয় শরীর॥
কুমারে মারিল গদা অশ্বত্থামা মাথে।
অশ্বরথ সারথি পাঠাইল যম পথে॥
গদা লৈয়া সংহারিল সৌবলতনয়।
অনেক মারিল সৈন্য ভুবন দুর্জ্জঅ॥
সপ্তরথ মারিল কুমার মহাবল।
চূর্ণবত কৈল দশ সহস্র কুঞ্জর॥
দুঃশাসনতনয়ের রথ কৈল চুর।
অশ্বসব মারিল কুমার মহাসুর॥
তবে দুঃশাসনসুতে গদা লৈল হাতে।
দুই বীরে গদাযুদ্ধ করে নানা মতে॥
রণ মধ্যে দুই বীর উঠন্ত পড়ন্ত।
গাদাযুদ্ধে বিশারদ দুই বেগবন্ত॥[৬৫]
দুঃশাসনতনয় পাইআ অবসর।
দোহাতিয়া গদা মারে মাথার উপর॥

অভিমন্যু বধ

একেশ্বর যুদ্ধ করি পাইল বড় শ্রম।
সহজে শিথিল হৈল কুমার বিক্রম॥
বিশেষ মাথাএ হৈল গদার প্রহার।
অচৈতন্য হৈআ রণে পড়িল কুমার॥
অভিমন্যু পড়িল কৌরব আনন্দিত।
আকাশের চন্দ্র যেন পড়িল ভূমিত॥
কুরুবন ভাঙ্গি যেন পড়িল কুঞ্জর॥
পৃথিবী দহিআ যেন অস্ত গেল ভানু।

পাণ্ডবের বলে সবে করএ রোদন।
সর্ব্ব বীর কান্দে দেখি সুভদ্রা নন্দন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণে করে অধিরোপ।[৬৬]
দুরাচার কুরুবল ধর্ম্ম পাইল লোপ॥
দুগ্ধ মুখ ছাওআল সকলে বেড়ি মারে।
দ্রোণ কর্ণ মহাবীরে ধর্ম্ম না বিচারে॥

অভিমন্যু বধ বিলাপ

অভিমন্যু পড়িল অর্জ্জুন সমশর।
ভয় ভঙ্গ দিআ যাএ পাণ্ডব সকল॥[৬৭]
ভূমিত পড়িয়া সব যাএ গড়াগড়ি।
অভিমন্যু বলিয়া সকলে ডাক পাড়ি॥
ইষ্ট মিত্র বীর সবে করএ ক্রন্দন।
ভূমিতলে পড়ি ভীম হৈল অচেতন॥
সম্বিত পাইআ বোলে অভিমন্যু নাই।
কি বলিব আসি মোরে ধনঞ্জয় ভাই॥
মূঢ় হৈয়া আছিলুম সংগ্রাম ভিতরে।
কি বলিব মাএ মোর পাঞ্চাল নগরে॥
তঙ্গ দিআ সৈন্য সব ধাএ চারি ধার[৬৮]।
বিভোল হৈয়া ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠির।
কেনে[৬৯] ভঙ্গ দেয়ে তোহ্মারা মন কর স্থির॥
স্বর্গে গেল অভিমন্যু না হৈল বিমুখ।
হেন মতে রণ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের সুখ॥

উভয় পক্ষের সমর বিশ্রাম

অস্ত গেল দিবাকর পড়িল কুমার।
দুই বলে করিলেক সৈন্য অবহার॥
যার যে শিবিরে গেল দিন অবসানে।
পাণ্ডবের বল যাএ সজল নয়নে॥

অভিমন্যু বধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

বিরস বদনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতি পুত্র শোকে রাজা করএ ক্রন্দন॥
হাহা অভিমন্যু বীর মহাযোদ্ধা পতি।
তোহ্মাব সংহাব হৈল মোহোর সন্মতি॥
পাছু না চিন্তিআ মুই না বুঝিলুম কাজ।
তোহ্মারে পাঠাইয়া দিলুম যুধিষ্ঠির।
সন্ধ্যা কালে প্রবেশিল আপনা শিবির॥
শিবিবেত গিয়া বাজা ভূমিত বসিল।
বিষন্ন বদনে বাজা অধমুখে রৈল॥
অভিমন্যু পড়িল শোচন্ত ধর্ম্মরাজ।
মহা ২ রাজা সবে পাইল বড় লাজ॥
অনা· বে এড়িল হাতের শরাসন।
ইষ্টমিত্র ভাই সবে করএ ক্রন্দন॥
অনুশোচে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
শুনি কি বলিব মোরে কৃষ্ণ মহাজন॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ধনঞ্জয় ভাই।
কি বলিব গিআ বধূ সুভদ্রাব ঠাহী॥
কি বলিব মাআ স্থানে মুই পাপমতি।
কি বলিব শুনি মোরে সুভদা মহাসতী॥
ভাই সমে প্রাণ দিব অভিমন্যু শোকে।
রাজ্যভোগে কার্য্য নাহি যাইব পরলোক॥ ৭০
বিজয়ের কার্য্য মুই কৈলুম অপকর্ম্ম।
শিশুরে পাঠাইআ দিলুম না চিন্তিআ ধর্ম্ম॥
রাজ্যে মোর কার্য্য নাহি পরিহার কাজ।
বিলাপিআ ভূমিতলে পড়ে ধর্ম্ম রাজ॥

যুধিষ্ঠির সমীপে ব্যাসের আগমন
ব্যাসকর্তৃক মৃত্যুৎপত্তি কথন

হেন কালে ব্যাসে আইল শিবির ভিতর।
নৃপতিক সান্ত্বাআ বোলিল বিস্তর॥
ব্যাসেত পুছন্ত যুধিষ্ঠির নৃপবর।
মৃত্যু হেন কোন বস্তু সংসার ভিতর॥
ধর্ম্মরাজ বাক্য শুনি ব্যাস মহামুনি।
আদি অন্ত ইতিহাস কহন্ত কাহিনী॥
ব্রহ্মাএ বাড়াই সৃষ্টি বাড়িল বিশাল।
পৃথিবী না সহে ভার সব মহীপাল॥
সৃষ্টি করি বিস্তর বলিল বসুমতি॥
মহাক্রোধে প্রজাপতি এড়িল নিশ্বাস।
প্রজাপতির মুখ হতে জন্মিল হুতাশ॥
ত্রিভুবন প্রলয় করএ মহাবল।
অস্তে ব্যাস্তে আইলেন্ত দেব মহেশ্বর॥
আপনে করিলা গোসাঁই অগ্নির সংহার।
অগ্নি হতে হৈল এক নারী অবতার॥
ব্রহ্মাএ বলিল তাকে প্রজার সংহার।
মৃত্যুনাম হৈল তোহ্মা আহ্মি দিল বর॥
হস্ত জোড় করি বোলে মৃত্যুরূপ নারী।
আহ্মা হতে এহি কর্ম্ম নহে অধিকারী॥
তবে ব্রহ্মাএ বোলে তুহ্মি না করিয় রোষ।
কর্ম্ম ফলে মরিবেক তোহ্মার কিবা দোষ॥
ব্যাধি সব সৃজিলেক করিতে নিধন।
সমন সাধুর্জ তাত সৃজিল ততক্ষণ॥[৭১]
হেন মতে মৃত্যুএ জগত বিনাশিল।
জীবন মরণ দুই বিধাতা সৃজিল॥
ভগীরথ দিলীপ মৈল নৃপতি বিশাল।
মাহান্দাতা নৃপতি মৈল সপ্ত দ্বীপ পাল॥

মাহান্দাতা ভগীরথ মৃত্যুএ সংহারিল। [৭২]
বেনুপুত্র পৃথু মৈল সংসার এড়িল॥
মইল শ্রী রামরাজা সংসারের সার।
এক মৃত্যু কবিলেক জগত সংহাব॥
এহি যুদ্ধে মরিয়াছে যত যত জন।
একে ২ পারন্ত জিনিতে ত্রিভুবন॥
অভিমন্যু কুমারে করিল বড় কর্ম্ম।
স্বর্গে গেল অভিমন্যু পালি ক্ষত্রিধর্ম্ম॥
বিমানে চড়িয়া বীব গেল স্বর্গ লোক।
আম্হি দেখিলাম রাজা পরিহর শোক॥

ব্যাসের বচনে যুধিষ্ঠিরের শোক শান্তি

শোক পরিহর বাজা শুনহ বচন।
মরণ অবশ্য জান অনিত্য জীবন॥
ব্যাসের বচনে রাজা এড়িলেক শোক।
বিষণ্ন বদনে বসিআছে রাজ লোক॥
ভীম আদি চারি ভাই রাজার সহিত।
কান্দিয়া বলিল তবে লজ্জাএ পীড়িত॥
কোন মুখে পার্থ আজি করিব দর্শন।
মনে ভাবে হৌক এবে আপনা নিধন॥
সংশপ্তকগণ জিনি পার্থ ধনুর্দ্ধব।
কৃষ্ণের সহিতে আইসে শিবির ভিতর॥

নানা অমঙ্গল দর্শনে অর্জ্জুনের অন্তর শোকাছন্ন

অশকুন দেখিএ বহুল উৎপাত।
বাম চক্ষু উফরাএ পড়ে উলকাপাত॥
বিকল হৃদয় পার্থ কৃষ্ণেক বোলন্ত।
না জানি কি করে ভাই ধর্ম্ম মতিমন্ত॥

অৰ্জ্জুনে বোলেন কৃষ্ণ ইকি বিপরীত।
অধোমুখে রাজা সব বসিছে ভূমিত॥
নৃত্যগীত বাদ্য নাহি শিবির ভিতরে।
আহ্মাকে দেখিআ লোক উৎসা নহি করে॥

সভায় অর্জ্জুনের প্রবেশ

অভিমন্যু কুমারে বাড়িআ না নে মোক।
চিত্তেত চিন্তিত যেন দেখি সর্ব্বলোক॥
হেন সব চিন্তিতে সভাতে প্রবেশিল।
চারি ভাই সমে রাজা মণ্ডলি দেখিল॥
মৃত্যুবৎ চারি ভাই বসিছে ভূমিত।
অধঃমুখে বসিআছে অন্তরে দুঃখিত॥
না দেখিল অভিমন্যু সভার ভিতর।
আচম্বিত ধনঞ্জয় বলিল উত্তর॥
অভিমন্যু না দেখম মোর প্রাণ সার।
সুভদ্রার প্রাণ মোর প্রধান কুমার॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
হেন মুই[৭৩] শুনিলুম কহিল দূতগণ॥
চক্রব্যূহ ভেদিতে না পার তুহ্মি সবে।
শিখিআ আছএ মোর পুত্র অভিনবে॥
নির্গম না জানে পুত্র ব্যূহে প্রবেশিল।
মহাযুদ্ধ করি পুত্র মৃত্যুএ দিল কোল॥
এ বলিয়া অর্জ্জুনের বাড়ে পুত্র শোক।
ভএ শোকে অর্জ্জুনেরে না বলে কোন লোক॥

অভিমন্যু নিধনে
অর্জ্জুনের বিলাপ

হাহা পুত্র অভিমন্যু কেহ্নে হেন কৈলা।
বিষম দ্রোণের রণে একশর গেলা॥

পাপিষ্ঠ অর্জ্জুন মুই গেলাম আর পথে।
রাখিতে না পারিল পুত্র কৌরবের হাতে॥
কি বলিব শুনি মাও কুন্তী মহাসতী।
কি বলিয়া প্রবোধিমু মুই পাপমতি॥
আজু কি কলিব আহ্মি সুভদ্রাব ঠাই।
পুত্র বলি দিয়া রণে আসিছি পলাই॥
দ্রোপদী এ জানিলেক পড়িল কুমাব।
বার্ত্তা শুনি প্রাণ দিব করি হাহাকার॥
পুত্রের বিয়োগ মোর প্রাণে নহি সহে।
প্রাণপণ করিমু কৌরব সবে কহে॥
ভীমসেন দেখিয়া কহন্ত ধনঞ্জয়।
মহাবলবন্ত তুহ্মি সমবে দুর্জ্জয়॥
আজু কেহ্নে ভীম তোহ্মা ক্ষোভ বীব দর্প
সভাতে বসিয়া কেহ্নে না করসি গর্ভ॥
গদা হস্তে করি যদি রণে দাড়াইতে।
কার শক্তি হৈত অভিমন্যু পবাজিতে॥
পুত্রের সমরে মুই প্রাণ কৈলুম পণ।
কিবা কৌরবের মেলে হইব সমন॥
পুত্রের কারণে মুই ফিরি যাইমু রণে।
উত্তরা কুমারী মুখ চাহিব কেমনে॥
আর না যাইব তুহ্মি পুরীর ভিতর।
মোর পুত্র বেড়ি মারে কৌরব সকল॥
ব্যূহের ভিতর যদি প্রবেশ করিল।
'কাররে না দেখি পুত্র বড় ভয় পাইল॥
পুত্রের কারণে মুই অগ্নি প্রবেশিমু।
আজি কৌরবের বল সব সংহারিমু॥'[৭৪]

তান রাগেন গিতিয়তে[৭৫]
লাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ॥

হাহা পুত্র কহি কান্দয়ে যে ধনঞ্জয়
নয়নে বরিষে জলধার।
প্রিয় পুত্র মোহোর কেবা হরি নিল মোর
সুভদ্রানন্দন সুকুমার॥
লোহিত লোচন তান সমরেত যম যেন
পুত্র মোর কৃষ্ণ সমশর।
চান্দ বদন খানি অরুণ কমল জিনি
অয়ন খঞ্জন মুখ তোর॥
'মহা২ অস্ত্র জানে যুদ্ধ করে প্রাণ পণে
কোন মতে পাইল নির্ব্বাণ।[৭৬]
ইন্দ্র উপেন্দ্র সম বিক্রমে যে অনুপম
কে করিল তাহার সংহার॥
সুভদ্রা দেবীর পুত্র দ্রৌপদীর প্রাণমাত্র
সতত পালয়ে যে কোলে।
কুন্তী মায়ের প্রাণ কেমতে রাখিব তান
কোন মতে সংহারিল কালে॥
বীর্য বিক্রম শর মহিমা যে সাগর
মাতুল কৃষ্ণের সমান।
বহু অস্ত্র করন্ত অস্ত্র সব জানন্ত
কেমতে পাইল নিবারণ॥
করুণার সাগর পরম যে সুন্দর
সতত করএ সত্য কর্ম্ম।
হেন পুত্র মোহোক হইলেক পরলোক
মহাসত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
অতিশএ বীর্যবন্ত সাহসে নাহিক অন্ত
সুবিমল কোমল লোচন।
হা হা পুত্র অভিমন্যু শরীর দহে কৃশানু
তুহ্মি গেলা যমের সদন॥

দিব্য শরাসন হাতে　　বিপক্ষে মারিলা যতে
　　প্রাণ দিল বেলি অবশেষে।
হেন পুত্র মরে যার　　কি ছার জীবন তার
　　মাও তোর মরিব বিশেষে॥
ক্ষণে মূর্চ্ছিত হৈয়া　　পড়িল আছাড় খাইয়া
　　ভূমিতলে বাহে গড়াগড়ি।
অর্জুন বিলাপ শুনি　　যুধিষ্ঠির নৃপমণি
　　বিলাপন্ত মহানাদ ছাড়ি॥
নকুল সহদেব বীর　　শোকে হৈল অস্থির
　　কান্দে লোটাইয়া ধরণী।
তাহা দেখি কান্দে ভীম　　শোকের নাহিক সীম
　　যাএ যেন কাতর হরিণী॥
সাত্যকি ঘটোৎকচ কান্দে　　বিলাপিয়া শোকছান্দে
　　ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের সংহতি।
কান্দে রাজা ধৃষ্টকেতু　　বিলাপিয়া নানা হেতু
　　শিখণ্ডী প্রভৃতি আদি যতি॥
কান্দএ সকল প্রজা　　সঙ্গে করি যত রাজা
　　বিলাপন্ত বিলাটে বসিয়া।
শোকে কান্দে শ্রীহরি　　শঙ্খচক্রগদা ধরি
　　পাণ্ডব সংহতি ভ্রম হৈয়া॥
ত্রিজগত কর্ত্তা হরি　　অনেক বিলাপ করি
　　ক্ষিতিতলে হইয়া মোহিত।
তা দেখিয়া শূলপাণি　　চিন্তিত হৈল পুনি
　　দেবগণ লইয়া সমুদিত॥
ইন্দ্র আইল স্বর্গ হৈতে　　দিকপাল সহিতে
　　দেবগণ করিয়া সংহতি।
বাহিরয়ে পশুপতি　　দ্বিজগণ সংহতি
　　হংস বাহনে প্রজাপতি॥
কৃষ্ণেত প্রিয় বড়　　প্রদুম্নে পাঠাইল
　　মোহোতে পাইল সার।
লোহিত লোচন　　দীর্ঘভূজ মহাজন
　　নআনে যে না দেখিমু আর॥

পৃথিবী যে পূজিত মহাধনু করিও
সর্ব্ব বীর হৈল পাপকরি।
কৃষ্ণ আহ্মি সমুদিতে সংগ্রামেত থাকিতে
পুত্র মোর পড়িল সমরে।
সুভদ্রা যে মহাদেবী কি বলিব দ্রোপদী
কুন্তী শুনি কি বলিব মোকে।
সেই কেনে আসিআ মোকে না চাহিআ
কিরূপে যে পাসরিমু তাকে॥
উত্তরা যে বৌহারি বিরাটের কুমারী
কেমতে যে ধরিব হৃদয়।
পুত্রের যে সংহতি যাইতে না পারে সতি
গর্ভবতী জানিল নিশ্চএ॥
হাহা মোর পুত্র বর বিক্রমে যে সাগর
মৃগেন্দ্রের সম অবতার।
অর্জ্জুনের কান্দনে কান্দে কৃষ্ণ আপনে
আর যত আছে বীরবর॥
বহুল যে বিলাপএ ধনঞ্জয় মহাশএ
কৃষ্ণে তাকে বহুল সান্ত্বাইল।
মরণ যে বিলাপিত ক্ষত্রিয়ের অনুচিত
কুমারের ভাবগতি হৈল॥

অভিমন্যু বধে
কৌরবগণের ভীতি

এথা দ্রোণ কৃপা অশ্বত্থামা মহাবল।
কর্ণ সমে অপমান ভাবিল বিস্তর॥
পার্থের তনয় শিশু পরম সুন্দর।
এত লোকে মারিয়া পাঠাইল যমঘর॥
ত্রিভুবনে হেন বীর আছে কোন জন।
একেহ কেবা পারে করিতে নিধন॥
দুগ্ধ মুখ শিশু আইল রণে একেশ্বর।
তাকে মারিআ যশ রাখিল মহীতল॥

কি বলিব ধনঞ্জয় কৃষ্ণ মহাবল।
কার রক্ষা নাহি তবে সংগ্রাম ভিতর॥
কৃপা করি না মারএ না পুরএ চক্র।
অর্জ্জুনের সাক্ষাতে যুঝিতে নারে শত্রু॥
হেন পুত্র মরণে ধরিব কেনে প্রাণ।
ক্ষত্রিয় নিধন হৈল ধনঞ্জয় জান॥
কোন মুখে অর্জ্জুনের হইবা সমুখ।
মরণ সমান হৈল আহ্মি সবের দুঃখ॥
কর্ণে তবে আচার্য্যেতে বলিল বচন।
অভিমন্যু রক্ষা কর সর্ব্ব বীর গণ॥
তথা নিআ অভিমন্যু রাখিল তখন।
দ্রোণ আদি বীর সবে মানিল মরণ॥
কুমারক দেখি সবে করএ ক্রন্দন।
বিষন্ন বদনে সব রহে বীর গণ॥
তথাতে অর্জ্জুন বীর কান্দিয়া বিস্তর।
ভূমিতলে বসি আছে যত বীরবর॥ ১১

অর্জুনের অভিমন্যু নিধন শ্রবণেচ্ছা

জিজ্ঞাসএ অর্জ্জুনে সভাতে পুনি ২।
শোকে জর্জ্জরিত চিত্র গদ২ বাণী॥
মহাদীর্ঘ ভূজ পদ্ম কোমল লোচন।
কেমনে হৈল মোর পুত্রের মরণ॥
মহা ২ যোদ্ধা সব আছিলা সমরে।
কোন মতে পুত্র মোর গেল যমঘরে॥
বৃকোদর থাকিতে অভিমন্যুর নিধন।
দেবাসুর ভঅ পাএ যাহার কারণ॥
অর্জ্জুনের বচনে ডড়াইল সর্ব্ব লোকে।
একেত দূরন্ত বীর আরো পুত্র শোক॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অভিমন্যুর নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা

যুধিষ্ঠিরে কহিলেক যুদ্ধ আদি অন্ত।
ব্যূহপথ বিরোধিল জয়দ্রথ বীর।
এত শুনি ক্রোধে কাঁপে পার্থের শরীর॥
হস্তে হস্ত মোচড়এ ধনঞ্জয় বীর।
পুত্র শোকে নঅনে সঘনে বহে নীর॥

জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা

প্রতিজ্ঞা করিল বীরে কৃষ্ণ বিদ্যমান।
রাজচক্র সকলে করহ অবধান॥
কালি মুই জয়দ্রথ সংহারিমু রণে।
রাখুক তাহাকে দেখি কর্ণ দুর্য্যোধনে॥
করিব প্রতিজ্ঞা আহ্মি ব্যর্থ পুত্র যবে।
পিতৃবধ পাতকের গতি হএ তবে॥
গুরুপত্নী হরণে যতেক হএ পাপ।
মোহোর হউক দেখ সে সব সন্তাপ॥
ব্রহ্মবধ পঞ্চপাপে যেই পুত্র গতি।
সত্যভঙ্গ গুপ্তধন হরণে নরকে পুত্র গতি॥
এহি গতি হৌক মোর কৈলুম সাত্যকি।
কালি যদি জয়দ্রধ না করম সংহার॥
বিনি জয়দ্রথ বধ সূর্য্য যাএ অস্ত।
অগ্নিতে দহিব আহ্মি শরীর সমস্ত॥
কালি জয়দ্রথ না পারি মারিতে।
অগ্নিতে দহিব অঙ্গ কহিল নিশ্চিতে॥
সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষগণ।
জএদ্রথ রাখে হেন নাহি একজন॥

এ বলিয়া ক্ষেপিল গাণ্ডিব শরাসন।
গাণ্ডিবের মহাশব্দে পুরিল গগন॥[৭৮]
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনিআ জনার্দ্দন।
মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য বাহিল আপন॥
দেবদত্ত শঙ্খবাহে বীর ধনঞ্জয়।
ত্রিভুবন কম্পমান মহাশব্দ জয়॥
পাণ্ডবের বলে হৈল জয় সিংহনাদ।
বিবিধ বাদিত্য বাজে জয়২ বাদ॥

জয়দ্রথের ভীতি
দ্রোণাচার্য্যের অভয় দান

চরমুখে শুনে যদি জয়দ্রথ বীব।
অর্জ্জুনের ভএ তার কাপএ শবীর॥
দুর্য্যোধন বাজাতে বহুল নিবেদিল।
দ্রোণ সমে দুর্য্যোধন তাকে আশ্বাসিল॥
একাদশ অক্ষৌহিণী মোর সমুদিত।
মহাবীর্য মহাযোদ্ধা রণে সাবহিত॥
দ্রোণ কৃপা কর্ণ বীর বাল্মিক সহিত।
তোহ্মাকে রাখিব সবে হৈআ সাবহিত॥
কি করিতে পারে ক্রোধে একা ধনঞ্জয়।
মহাবীব জয়দ্রথ না করিঅ ভঅ॥
কৃষ্ণেত বলিল [illegible] বীর ধনঞ্জয়।
পুত্রমোর পড়িআছে শুন মহাশঅ॥
পুত্র সংস্কার হেতু চলিল অখন।
আজ্ঞা কর নারায়ণ দৈবকী নন্দন॥
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন খসিল গগন।
পঞ্চভাই সমে কৃষ্ণ জুড়িল ক্রন্দন॥

দ্রোণাদি কৌরবগণকে অর্জ্জুনের ক্ষোভবাণী

বিবাট নৃপতি আব মহাবথীগণ।
সাত্যকি সহিতে আইল দ্রৌপদ নন্দন॥
কান্দিয়া বোলএ তবে পার্থ ধনুর্দ্ধব
শুন দ্রোণ অশ্বথামা কর্ণ মহাবল॥
তুহ্মি সবে বীবগণ ভুবন পণ্ডিত।
এতসন অধর্ম্ম কবিলা পৃথিবীতে॥
দুগ্ধমুখ শিশু মোব আইল একেশ্বব
বেড়িয়া মাবিলা সবে সংগ্রাম ভিতব
এবে সে জানিল আহ্মি তুহ্মি সবেব চিত
সব্বলোকে বাখানএ তোহ্মাব চবিত্র।
কর্ণেব যে ভাব ভাল জানিলাম আহ্মি
যে কর্ম্ম কবিলা সবে ভুবন বিদিত।
সর্ব্ববীব সংহাবিমু সংগ্রাম ভূমিত॥
দ্রোণ আদি বীব কান্দে শিবিব ভিতব।

অভিমন্যুর সৎকার কার্য

পার্থের বচনে কেহ না দিল উত্তর।
কুমার তুলিল ভীম চিতাব উপব॥
ঘৃত তৈল বস্ত্র আনি কৈল পুবস্কাব।
মুখনম করিলেক দ্রৌপদী কুমার॥
অগ্নি কার্য্য করিলেক দ্রৌপদীতনয়।
অগ্নিতে পড়িতে চাহে বীর ধনঞ্জয়॥
ধরিয়া রাখিল তবে কৃষ্ণ মহাবল।
ভূমিত পড়িয়া কান্দে পঞ্চ সহোদর॥

কৃষ্ণের স্বান্ত্বনা এবং পাঞ্চাল গমনের পরামর্শ

তবে কৃষ্ণ সান্ত্বাইল কহিয়া বিস্তর।
মরণ অবশ্য জান শুন মহাবল॥
বড়২ বীর সব মৃত্যুএ সংহারে।
বন্ধু সমে একত্রে না থাকে সর্ব...
অভিমন্যু ব্রহ্মলোকে গেল জান আহ্ম।
তথা দরশন হৈব শোক ছাড় তুহ্মি।
সশরীরে যাইবা তুহ্মি বৈকুণ্ঠ ভুবন।
আহ্মি তথা তান সঙ্গে দিব দরশন॥
কৃষ্ণের বচনে শান্ত হৈল পঞ্চভাই।
শিবিরেত আইল কৃষ্ণ সভারে বুঝাই॥
ব্যাস আদি মুনিসমে ধৌম্য পুরোহিত,
পাঞ্চাল নগরে তুহ্মি চলহ ত্বরিত॥
অভিমন্যু বধু শুনি যত নারীগণ।
শোকে মোহাশ্চিত হৈয়া হৈব অচেতন॥
পিসিতে কহিয় তুহ্মি শান্তিপর্ব্ব বাণী।
যেন মতে হএ সুভদ্রা ভগিনী॥
বুদ্ধিমন্ত দ্রৌপদী না করে যেন শোক।
জীবন অনিত্য জান বুঝাইয়া লোক॥
সুভদ্রাতে কহিবা আহ্মার নিবেদন।
অভিমন্যু স... তান হৈব দরশন॥
আহ্মার বচন তুহ্মি জান সর্ব্বকাল।
বৈকুণ্ঠেত গেলে পুনি পাইবা কুমার॥

অভিমন্যুর শ্রাদ্ধের উপদেশ

অভিমন্যু শ্রাদ্ধ যেন হএ পৃথিবীত।
এহি সময় শ্রাদ্ধ তাহান উচিত॥
দুগ্ধে নদী দিয় মুনি সুবর্ণের যত॥

সুবর্ণের পাত্র সব করিবা বিস্তর।
ব্রাহ্মাণেরে ধন দিয় অতি বহুতর॥
যেই চাহে সেই দিবা না হৈয় বিমুখ।
যেন মতে ধনঞ্জয় মনে পাএ সুখ॥

পাঞ্চাল নগরে বিদুর ও মুনিগণের গমন

কৃষ্ণের বচনে তবে চলে মুনিবর।
মনোজ গমনে যাএ পাঞ্চাল নগর॥
দশ সহস্র রথ আর ধৌম্য পুরোহিত।
দ্রৌপদীর পুত্র লৈয়া চলিল ত্বরিত॥
বিদুর আনাইয়া তবে বোলে ধর্ম্মবর।
পঞ্চভাই প্রণমিয়া কহিল বিস্তর॥
পাপীষ্ঠের কারণে বংশের হৈল নাশ।
কুরুবংশে জন্মিয়াছে এমনই হুতাশ॥
অভিমন্যু মরিয়াছে অন্যায় করি রণ।
সকল জানহ খুড়া কি কৈভ কথন॥
বিদুরে বলেন কুরুবংশ হৌক নাশ।
অভিমন্যু বিনে মুই হইলুম হুতাশ॥
পৃথিবীর রাজা পড়ে পাপীষ্ঠের কারণে।
এ বলিয়া ক্রন্দন করএ মহাজনে॥
কৃষ্ণে বোলেন তবে তুহ্মি বুদ্ধিমান।
ভবিতব্য কার্য্য জান কভো নহে আন॥
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন্ত বিদুর গোচর।
সত্বরে চলহ খুড়া পাঞ্চাল নগর॥

ধৌম্য ব্যাসকর্ত্তৃক কুন্তীকে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণন

তবে ধৌম্য ব্যাস গেল কুন্তীর গোচর।
বধূসমে প্রণমিল ধৌম্য মুনিবর॥

স্তুতি করি দিল দেবী উত্তম আসন।
যুদ্ধের বৃত্তান্ত গোঁসাই কহিবা অখন॥
সংকৃতে কহিল ব্যাস যত বিবরণ।
অভিমুন্য পড়িয়াছে রণে মহাজন॥[৮৩]
চক্রব্যূহ করিলেক দ্রোণ মহাবল।
পড়িল অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রা কোঁয়র॥
চক্রব্যূহ করিল আচার্য্য মতিমন্ত।
তথা না আছিল পার্থ কৃষ্ণ ভগবন্ত॥
সংশপ্তক সমে যুদ্ধ করিল অর্জ্জুন।
এথা যুদ্ধ করে সব কৌরব দারুণ॥
চক্রব্যূহ ভেদিতে না পারে কোন বীর।
লজ্জাএ বিকল হৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥
অভিমন্যু কুমারেরে বলিল বিস্তর।
কুবের সমান তুম্হি ইন্দ্রসম শর॥
চক্রব্যূহ ভেদ ঝাটে শুন মহাবীর।
শুনিয়া ধর্ম্মের বাক্য কুমার দুর্জ্জয়।
প্রবেশিল চক্রব্যূহে না চিন্তিল ভয়॥
ব্যূহ ভঙ্গ করিল কুমার মহাবীর।
কুমারের যুদ্ধে কেহ না হইল স্থির॥
পৃথিবীর যোদ্ধাসব না থুইল সমরে।
দুর্য্যোধন আগে পড়ে লক্ষ্মণ কুমারে॥
হারিয়া ২ যুদ্ধ করে কুরুবল।
একেশ্বর কুমারে নাশিল যে সকল॥
দ্রোণ কর্ণ আদি করি যত ধনুর্দ্ধর।
সপ্ত রথী বেড়িয়া কুমার একেশ্বর॥
কেহ রথ ধবজ কাটে কেহ কাটে ধনুঃ।
কেহ কবচ কাটে কেহ কাটে তনু॥
প্রবেশিতে না পারিব পাণ্ডবের পতি।
কহিতে অশক্য হয়ে যুদ্ধ বিবরণ।
দেখিলেক কুমার মারিল সপ্ত জন॥[৮৪]
এতেক কহিল যদি কুন্তীর বিদিত।
মোহন্চিত হৈয়া দেবী পড়িল ভূমিত॥

দ্রৌপদী পড়িল তবে অচৈতন্য হৈয়া।
কান্দএ যে কুন্তী দেবী মস্ত্রম পাইয়া॥

সুভদ্রার বিলাপ

সুভদ্রাক ধরিয়া তুলিল সর্ব্বজনে।
কান্দএ সুভদ্রা দেবী মুনি বিদ্যমানে॥
পদ্ম নয়ন মুখ চন্দ্রের লোচন।
পিতৃ মাতৃ শুশ্রুসা করএ সর্ব্বক্ষণ॥
যারে দেখি অমৃতে সিঞ্চিল মোর মন।
হেন পুত্র রণে পড়ে কি ফল জীবন॥
শিশু হৈয়া কৈলা পুত্র মহাজন কর্ম্ম।
হাহা পুত্র অভিমন্যু মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম॥
কোথা গেলে পাইব পুত্র যাইমু কার পাশ।
কে মোর ঘোচাইতে পারে শরীর হুতাশ॥
এ বলিয়া সুভদ্রাএ বাহে গড়াগড়ি।
হাহা অভিমন্যু কথা গেলা মোরে এড়ি॥
কঠিন হৃদএ মোর না হএ বিদার।
প্রাণের দুর্ল্লভ পুত্র না দেখিব আর॥
এ বলিয়া পুনি দেবী হারাইল চেতন।
বেড়িয়া সকল সখী ধরে ততক্ষণ॥
কেহ মুখে জল দেহি কেহ ধরে মাথে।
কেহ ধরি কোলে তুলে কেহ ধরে হাতে॥
চৈতন্য পাএন দেবী এতেক প্রকারে।
অভিমন্যু আইল বলি ডাকে উচ্চস্বরে॥
অভিমন্যু নামে প্রাণ আইল কণ্ঠদেশ।
উঠিয়া বসিল দেবী উম্মত্তের বেশ॥
নিধনীর ধন মোর প্রাণের দোসর।
কথা অভিমন্যু আর মোহর গোচর॥
না দেখিয়া অভিমন্যু উচ্চস্বর করি।
হাহাপুত্র করি তবে কান্দএ সুন্দরী॥

তোহ্মা এড়ি কথা গেল তোর প্রাণপতি।
না দেখিএ বসন ভূষণ সম্ভোধিত।
হাহা বিধি নিদারুণ কৈলা বিপরীত॥[৮৭]
আজি হতে শূন্য হৈল[৮৮] তোর অন্তঃপুর।
কে তোর হারিয়া নিল কেশের[৮৯] সিন্দুর॥
তোহ্মারে দেখিয়া প্রাণ ধরাণ না যাএ।
পাষাণে গঠিল হিয়া বিদার না পাএ॥
পতিক্রিড়া কেলি তুহ্মি না করিবা আর।
কে তোর হরিয়া নিল কণ্ঠ মণি হার॥
রূপে গুণে তোহ্মার নাহিক উপমা।
আজি কেনে[৯০] দেখি তোহ্মার মলিন চন্দ্রিমা॥
পুত্রের বিওগে বধু দেখম মালিনী।
দিবাকর বিনে যেন না শোভে নলিনী॥
হাহা দারুণ বিধি কত কৈলুম পাপ।
কেমতে সহিব আহ্মি পুত্র শোক তাপ॥
বদনে সুন্দর পুত্র তনু সুললিত।
ধূলাএ ধূসর তনু গড়াএ ভূমিত॥
শরীরে আনন্দ নাশি শোকে হৈল অন্ত।
সংগ্রাম ভূহ্মিত পুত্র হইলেক শ্রান্ত॥
কে মোরে বলিব মাও মধুর বচনে।
হাত হতে নিধি মোর হরি নিল কোনে॥
কার ধন হরিলুম কৈলুম পরদার।
কি কারণে বিধি মোর হরিলা সংসার॥
কোলে করি যাহারে পালিলুম রাত্রিদিন।
হেন পুত্র রণে পড়ে মুই ভাগ্যহীন॥
ধিক ২ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নৃপবর।
শত্রু মধ্যে পুত্র মোর পাঠাএ একেশ্বর॥
রাজ্য লোভে তেহ্নি সবে না চিন্তিল ধর্ম্ম।
শিশুরে পাঠাইয়া রণে কৈলা কোন কর্ম্ম॥
ভীমসেন সাত্যকি দ্রোপদ মহাশয়ে।
সহদেব নকুল দুর্জ্জয়॥

সর্ব্ব মহামতিমন্ত বিখ্যাত ভুবনে।
এত সব থাকিতে কুমার পড়ে রণে॥
মাঞাঁ রথে দারুণ গাণ্ডিব পাশুপাত।
দিব্য ২ মহাঅস্ত্র জানন্ত সতত॥
অকারণে দৈব্যে অস্ত্র দিল বজ্র সার।
একে ২ পারে সব করিতে সংহার॥
রথের সারথী কৃষ্ণ বেগে চলে বাজি।
অহঙ্কার করিয়া সমরে গেল সাজি॥
তাহান সাক্ষাতে পড়ে মোর পুত্র বর।
কোন মুখে অর্জ্জুন আসিব মোর ঘর॥
বধূ হৈল বিধবা শূন্য দশদিশ।
অমৃত সম্ভোগে বিধি ডুবাইল বিষ॥[৯২]
শুভদ্রাএ বিলাপ করযে নানা মতে।
হেন পুত্র শোকে প্রাণ না পারি ধরাইতে॥[৯৩]
সবে মিলি ধরিয়া সান্ত্বাইল কথঞ্চিত।
পুত্রশোকে আকুল জর্জ্জর হৈল চিত্ত॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দেখ সমরে থাকিতে।
কৃষ্ণ হেন মহাপ্রভু ভুবন পূজিতে॥
এসব থাকিতে হৈল কুমার নিধন।
দৈবের লিখিত হেন বুঝিল কারণ॥
ব্যাসে বোলে শুন পতিব্রতা সতী।
কৃষ্ণ সমে না আছিল পার্থ মহামতি॥
চক্রব্যূহ ভেদিতে না পারে কোনজন।
প্রবেশিল অভিমন্যু তোহ্মার নন্দন॥
নির্গম না জানে ব্যূহেঁ প্রবেশিল বীর।
দ্বার রুদ্ধে জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর॥
মহাদেবে বর দিল জয়দ্রথে পাইল।
তে কারণে পাণ্ডু সৈন্য যাইতে না পারিল॥
অর্জ্জুনে সে জিনিবার পারএ আপনে।
মহাদেবে হেন বর দিলেক তাহ্মাকে॥
অভিমন্যুসমবীর নাহি পৃথিবীত।
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি থুইল জানহ নিশ্চিত॥

বাসুদেবসমবীর ত্রিলোক্য মোহন।
দ্রৌপদী সুভদ্রা শুন না কব ক্রন্দন॥
অবিলম্বে দেখিবা যে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
তথা গেলে তান সমে দেবে দরশন॥
ব্যাসের বচন তবে সৈত্য হেন জানি।
স্থিব হৈল কুন্তী দেবী সকল কামিনী॥
হেনকালে গেলেন বিদুর মহামতি।
আসনে বসাইল তানে কবিয়া প্রণতি॥
সকলের শোক দেখি বলিল বচন।
স্বর্গে গেল অভিমন্যু কান্দ কি কারণ॥
কালি জয়দ্রথ বধিব পার্থ মহাজন।
এক রথে জিনিব সকল কুরুগণ॥
তবে সব শান্ত হৈল বিদুব বচনে।
অভিমন্যু শ্রাদ্ধ কৈল বিবিধ বিধানে॥
এথাএ অর্জ্জুন বীর নিশ্বাস এড়ে রোষে।
কথঞ্চিত রজনী পোহাইল বড় ক্লেশে॥
নবনারায়ণ দুই ক্রোধ হৈল যবে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ ভয় পাইল তবে॥
নিঠুর পবন বহে চলে বসুমতী।
গগনে কবন্ধ নাচে সূর্য্যের সংহতি॥
উল্কাপাত নির্ঘাত পড়এ ঘন ২।
নিমেঘে গগনে বিজুলি দবশন॥
ইতি অভিমন্যু বধ তৃতীয় দিবস যুদ্ধঃ॥ঃঃ॥

কৌরবদের যুদ্ধ সজ্জা

রজনী প্রভাত কালে কুরুবল সাজে।
রথ সজ্জা করিতে বলিল কুরুরাজে॥
আপনে যে দ্রোণাচার্য্য হাতে লৈল শর।
সৈন্যসব সুসজ্জা করিল সত্বর॥
নানা অস্ত্র লৈয়া আইল গর্জ্জে উচ্চ স্বরে।
পাণ্ডবের সৈন্য বলি আস্ফালন করে॥

কথাএ গোবিন্দ দেব কথা ধনঞ্জয়।
কথা আছে ভীমসেন সমর দুৰ্জ্জয়॥
হেন মতে গৰ্জ্জণ করে সিংহনাদ।
দ্রোণের বাহিনী করে জয়২ বাদ॥
দ্রোণবীর জয়দ্রথ রাজাক বুঝান্ত।
আজুগার সমরে কৌরব নাহি অন্ত॥
তুহ্মি সোমদত্ত শল্য কৃপা মহাবল।
সশ্বথামা বৃষসেন কর্ণ ধনুৰ্দ্ধর॥
এক লক্ষ দিব্য অস্ত্র অশ্বথামা বীর।
রথ ষষ্ঠি সহস্র বিষম রণে স্থির॥
চতুৰ্দ্দশ সহস্র গজ অতি সুশোভিত।
একবিংশ সহস্র পদাতি সমোদিত॥
এসব সহিতে তুহ্মি হও সাবহিত।
গব্যতি অন্তরে তুহ্মি থাকিবা নিশ্চিত॥
ব্যূহ মুখে নিয়োজিল কর্ণ দুঃশাসন।
সৈন্যের অগ্রেতে রাখে দুষ্করিষ[৯৫] গণ॥
দ্বাদশ গব্যুতি কৈল দিঘল প্রমাণ।
বিস্তর গব্যুতি পথ করিল নির্ম্মাণ॥[৯৬]
চক্রব্যূহ করিয়া নৃপতি সব রাখে।
হেন মতে ব্যূহ করি ব্যূহ কাররে না লেখে॥
অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্য ব্যূহ বিচক্ষণ।
মধ্যে সূচি মুখ কৈল ব্যূহের পাতন॥
কৃত ব্রহ্মা কৃপ বীর কম্বোজ নৃপতি।
জরাসন্ধ মহাবীর কৌরবেন্দ্র পতি॥

সূচিব্যূহে জয়দ্রথ সংস্থাপন

লক্ষ ২ বীর লৈয়া বহুল বিধানে।
সূচিমুখ রাখন্ত আচার্য্য মহাজনে॥
হাতে ধনুঃ শর লৈয়া নির্ভয় শরীর।
হেন মত ব্যূহ কৈল দ্রোণ মহাবীর॥

ধনুঃ আস্ফালন করে ভুবন দুর্জ্জয়।
জয়দ্রথ রাখন্ত আচার্য্য মহাশয়॥
ব্যূহ কৈল দ্রোণবীর পরম দুষ্কর।
দেব ঋষিগণে চাহে গগন ভিতর॥
নানা বাদ্য বাজে দেখ জয় কোলাহল।
পাণ্ডবের প্রতি দেখ গর্জ্জে কুরুবল॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা

অতিকোপে অর্জ্জুন চড়িল রথ পরে।
মহাবেগে রথ চালায়ন্ত গদাধরে॥
যেন বেগবন্ত রথ তেন পার্থ রথী।
বিশেষ পুরুষ তাতে গোবিন্দ সারথী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত সৈন্য চয়।
প্রতিব্যূহ করন্ত পাণ্ডব মহাশয়॥
রক্তবর্ণ চক্ষু পার্থ দণ্ড হস্তে যম।
ক্রোধ অর্জ্জুন বীর হৈল রুদ্র সম॥
শঙ্খ বাদ্য সিংহনাদ বাদিত্যের ধ্বনী।
দশ দিশ[97] পুরা যাএ পাণ্ডব বাহিনী॥
ধূলি অন্ধকার কৈল যেহেন দুর্দ্দিন।
গগনেত তপন হইল প্রভাহীন॥
পাকা তাল ফল যেন বাহে গড়াগড়ি।
অর্জ্জুনে কাটিল মণ্ড তেন জড়াজড়ি॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধ

গজবাজি রথ পড়ে পতাকা প্রচণ্ড।
একেশ্বর অর্জ্জুনে করএ লণ্ডভণ্ড॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল বড় ভয় পাইল।
গড়ুড়ের মুখে যেন সর্প সান্ধাইল॥
মত্তগজ সব মারি করিল নিধন।
সাধু২ করিয়া প্রশংসে দেবগণ॥

দুঃশাসন-অর্জ্জুন যুদ্ধ

ভুবন গ্রাসিতে পারে নরনারায়ণ।
সাহস করিয়া আইল বীর দুঃশাসন॥
অতিকোপে অর্জ্জুনের সৈন্যমুখে ধাইল।
মোহদধি মধ্যে যেন মকর সাজাইল[৯৭]॥
গজ সৈন্য মধ্যে বীর এক রথে যাএ।
সঘন গগনে যেন পতঙ্গ উজায়॥
পাঞ্চজন্য দেবদত্ত শঙ্খ বাহে ঘন।
ত্রিভুবন কাপে শুনি গাণ্ডিব গর্জ্জন॥
মন্দ বেগ হৈল তাত কুঞ্জর বাহিনী।
সর্পসম শরে পার্থ বিন্দে পুনি ২॥
সহস্রে ২ পড়ে আর্তনাদ করি।
ইন্দ্র অস্ত্র ঘাতে খসি পড়ে গিরি॥
কার কন্ধ বিদারিয়া করে দুই চির।
নারাচ মারিয়া কার ভেদিল শরীর॥
কার মুণ্ড কাটি পাড়ে কার কাটে অণ্ড।
ভূমিত পড়িয়া সবে নিকটাএ দন্ত॥[৯৮]
মহা ২ যোদ্ধা সব পড়িল বিশাল।
শতে ২ পড়িল বিপক্ষ মহীপাল॥
ত্রস্ত হৈল দুঃশাসন এড়িলেক রণ।
ব্যূহের ভিতর গেল দ্রোণেব স্মরণ॥
দ্রোণেরে বলিয়া ধাএ ধনঞ্জয় বীর।
হাতে ধনুর্বাণ দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ তপস্যি।
অঞ্জলি করিয়া বোলে অর্জ্জুন তেজস্যি॥
বাপের সমান তুহ্মি ধর্ম্ম সমশর।
বাসুদেব সমান দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর॥
অশ্বথামা পুত্র যেন তোহ্মার পালিত।
তেন মত তুহ্মি মোরে পালিবা নিশ্চিত॥

করহ প্রসাদ মোরে তুহ্মি ধনুর্দ্ধর।
জয়দ্রথ মারি আজি সংগ্রাম ভিতর॥
মহাব্যূহ মধ্যে মুই করোম প্রবেশ।
আশীর্ব্বাদ কর গুরু করহ আদেশ॥
হাসিয়া বোলএ তবে বীর দ্রোণাচার্য্য
অনুরোধে বিচারিয়া বলিলেক কার্য্য॥
আহ্মারে জিনিয়া বিনে যাইতে না পার
সংগ্রামে আহ্মারে জিনি জয়দ্রথ মার॥
অর্জ্জুনে বুঝিয়া তবে করিল সন্ধান।
ধ্বজ্জরথ সারথি বলিয়া এড়ে বাণ॥
জ্ঞাতিসব কলহ করিয এক ঠাই।
আহ্মি পঞ্চজন আর তারা শত ভাই॥
মহাসত্ত্ব যুধিষ্ঠির কৃপার সাগর।
সকরুণ হই বোলে শুন বৃকোদর॥
যত কর্ম্ম করে যবে তত ফল পাএ।
করিলে অধর্ম্ম পুনি ভোগিলে সাজাএ॥
যত কর্ম্ম করিলেক জয়দ্রথ পাপ
তার পরাভব হইল অনুবব তাপ॥
এ বলিয়া যুধিষ্ঠিরে তাক বুঝাইল।
যত কর্ম্ম করিল ততেক ফল পাইল॥
পরলোক চাহিয়া করহ ব্যবহার।
কদাচিত না করিয় অধর্ম্ম আচার॥
দ্রোণক প্রণাম করি মারিলেক শর।
নববাণে বিন্ধিলেক দ্রোণ কলেবর॥
দশবাণ মারি তবে দ্রোণ মহাবীর।
একবাণে অর্জ্জুনের বিন্ধিল শরীর ১০০॥
তুরগ ছেদিল শরে দ্রোণ মহামানি॥
লজ্জা পাই ধনঞ্জয় হৈল ক্রোধ মন।
আর গুণ দিয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
মেঘে যেন গগন ছাহিল দিবাকর।
মারিল নবতি বাণ পার্থের উপর॥

ব্যথাএ বিকল হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংশয় ভাবিয়া বীর রুষিল সত্বর॥
ক্রোধে বাণ বরিষএ ধনঞ্জয় বীর।
শরবৃষ্টি আবরিল দ্রোণের শরীর॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি সমাধান।
দুই মহাধনুর্দ্ধর পুরুষ প্রধান॥
বাসুদেবে চিন্তিয়া পার্থক বোলে কাজ।
গুরুতে হারিলে শিষ্যের কভো নাহি লাজ॥
জয়দ্রথ বধে পুনি আছে মোর ভার।
সময় গঞ্জিতে আছে না কর বিচার॥
দ্রোণেরে এড়িয়া চল কৌরবেত থাই।
জয়দ্রথ নৃপতির যথা লজ্জা পাই॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রোণক প্রণাম করি চলিল সত্বর॥
হাসিয়া বোলএ দ্রোণ কোথা চলি যায়।
আহ্মাকে জিনিয়া বিনে যাইতে না পারয়॥
অর্জ্জুনে বোলেন তুহ্মি মোর গুরুজন।
মুই শিশু পুত্র হেন জানে ত্রিভুবন॥
এহেন পুরুষ আজি না শুনিছি কানে।
সংগ্রামেত তোহ্মারে জিনিব কোন জনে॥
প্রতিজ্ঞা বিফল হৈলে মোহোর সংহার।
বিলম্ব না করম মাগি পরিহার॥
দ্রোণেরে প্রণাম করি ব্যূহে প্রবেশিল।
সুধামন্যু উত্তমৌজা দুই বীর আইল॥
কালান্তক যম যেন গগনে উজাএ।
দ্রোণ এড়ি ধনঞ্জয় কৌরবেত যাএ॥
জয়দ্রথ বধিবারে প্রতিজ্ঞা অনুসারি।
চলিলেক ধনঞ্জয় সকল সংহারি॥
ত্বরমানে দ্রোণবীর করে অনুসার।
অর্জ্জুনে করএ সব সৈন্যের সংহার॥
তুরগ ভেদিয়া শরে হস্তীক পাড়ন্ত।
ধবজ ছত্র রথ চক্র ভূমিত পড়ন্ত॥

তবে কৃপ কৃতব্রহ্মা ভোজ নরপতি।
রথী সব মারিলেক সমবায় অতি॥
সর্ব্ব শর নিবারন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সৈন্যের উপরে সব বরিষন্ত শর॥
মহারণ আছিল বাহিনী ভঙ্গ দিল।
তথা দ্রোণ সেনাপতি আসিয়া মিলিল॥
শরজাল করে তবে দ্রোণ মহাবীর।
সংগ্রামে পরম গুরু নির্ভয় শরীর॥
দশবাণে অর্জ্জুনেরে হানে ততক্ষণ।
একবাণে পার্থবীরে করে নিবারণ॥
পুনি তিন বাণ মারে কৃতব্রহ্মাবীর।
হাসে বীর ধনঞ্জয় নির্ভয় শরীর॥
বাণপঞ্চ বিংশতি বিশিক মারে দ্রোণ।
রণে শর বরিষয়ে চাহে শর টোন॥
বাসুদেব শরীরেক করিল সন্ধান।
ধনঞ্জয় বীরের হানিল মর্মস্থান॥
দুই বাহু ভিড়িয়া সপ্ততি হানে বাণ।
শর বরিষণ ক' ; নাই সমাধান॥
শরে শর নিবারন্ত না চিন্তিযা ভয়।
দুই বীর মহাসত্ত্ব সমরে দুর্জ্জয়।
ভোজরাজ কৃতব্রহ্মা দুই মহাবীর॥
সংগ্রামে পরম শক্র নির্ভয় শরীর॥
আর ধনু হাতে ৈল ভোজ নরপতি।
অর্জ্জুনেরে পঞ্চবাণ মারে শীঘ্র গতি॥
পঞ্চবাণ মারি তার ভেদিল শরীর।
দশবাণ মারে তবে ধনঞ্জয় বীর॥
আর ধনুঃ হাতে লইল ভোজ নরপতি।
সেই ধনুঃ পার্থ বীরে কাটে শীঘ্রগতি॥
অন্যে ২ দুই বীরে সংগ্রাম করএ।
অর্জ্জুনেত বোলে তবে কৃষ্ণমহাশয়॥
সময় জান এহি বিলম্ব না জুয়াএ।
একেত কৃতবন্মা বীর সমরে দুর্জ্জয়॥

তাহাকে প্রবোধ কর ছাড় উপরোধ।
শর মারি কর এবে তাহাক প্রবোধ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সান্ধিল অমোঘ অস্ত্র যমের দোসর॥
ব্যূহেত প্রবেশ কৈল বীর ধনঞ্জয়।
শর বরিষণ করে সমর নির্ভয়॥
দশ বাণে ভোজেব হাতের কাটে ধনুঃ
লজ্জাএ বিকল হৈল যেহেন কৃশানু॥
আর ধনুঃ হাতে করি করে সিংহনাদ।
সুধামন্যু উত্তমৌজা নাহি অবসাদ॥
আর দুই ধনুঃ ধরি দুই ধনুর্দ্ধর।
শর বরিষণ করে ভোজের[১০২] উপব॥
এহি অবসব পাইয়া পার্থ মহাশএ।
প্রবেশিল চক্র মধ্যে না চিন্তিয়া ভএ॥
কৃতব্রহ্মা ভোজ রাজে পুনি রুন্ধে পথ।
'দুই বীবে যুদ্ধ করে দুই মহাসত্ত্ব॥
প্রবোধিল ধনঞ্জয় চক্রের রোষাণ।[১০৩]
বিন্দিয়া পাড়এ সব কৌবব[১০৪] বাহিনী॥
কৌরব নাশেরে হৈল কুন্তীর নন্দন।
কৃতব্রহ্মা বীরের করিল নিবাবণ॥

শ্রুতাউধ বধ

অবাধিত ধনঞ্জয় বরিষন্ত শর।
সংগ্রামে বঞ্চিল[১০৫] শ্রতাউধ ধনুর্দ্ধর॥
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারি অর্জ্জুনক হানি।
শ্রুতাউধ মহাবীর ত্রিভুবনে জানি॥
খুর প্রসারিয়া স্থানে অর্জ্জুনের ধ্বজে।
সিংহনাদ করে বীর যেন মত্তগজে॥
অর্জ্জুনে নবতি বাণে তাহাকে হানিল।
পর্ব্বত উপরে যেন বজ্রাঘাত হৈল॥

ক্রোধ হৈল শ্রুতাউধ বীর মহামতি।
ধনুঃ গুণে সান্ধি মারে নারাচ সপ্ততি॥[১০৬]
ক্রোধমনে অর্জ্জুনে মারিল সপ্তবাণ।
ধনুক ছেদিয়া তার করে খান খান॥
হৃদয়ে হানিল তাব আব পঞ্চবাণ।[১০৭]
মহাবীর শ্রুতাউধ নাহি সমাধান॥
প্রসন্ন বদনে হাতে লৈল আব ধনুঃ।
বাণ মাবি বিন্দিলেক যেহেন কৃশানু॥
অর্জ্জুন হৃদয় বাণ হানিল বিশেষ।
নব বাণে করাইল হৃদয়ে প্রবেশ॥
ইষিত[১০৮] হাসিযা বোলে ইন্দ্রেব নন্দন।
সহস্রে ২ বাণ করে ববিষণ॥
'অশ্ববথ কাটিলেক কাটিল সারথি।
হানিল সপ্ত বাণ শ্রুতাউধ রথী॥
বথ এড়ি শ্রুতাউধ না চিন্তিল ভএ।
হাতে গদা লৈয়া ধাএ সমরে দুর্জ্জয়'॥[১০৯]
গদা হস্তে মহাবীব কবে গদারণ।
শ্রুতাউধ খ্যাতি হৈল গদার কারণ॥
জন্মিলেক শ্রুতাউধ বরুণ[১১০] ঔবসে।[১১১]
শ্রুতাউধ জান্মিলেক দেবতার বেশে॥
বরুণক পুজিয়া প্রসন্ন ভগবতী।
পুত্রের অবধ্য বর মাগিল সম্প্রতি॥
প্রীত হৈয়া বরুণে কহিলেক সার।
শত্রুর অবধ্য হৈব তোহ্মার কোয়র॥
এহি গদা মোহের বিখ্যাত ত্রিভুবন।
কুমারক দিল আহ্মি তোহ্মার কারণ॥
মনুষ্য অমর নহে জান কদাচিত।
এহি অস্ত্রে অবধ্য হইব পৃথিবীত॥
'এ বলিয়া মন্ত্র সমে গদা তাকে দিল
গদা দিয়া তাহাকে যেহেন বলিল॥

অবোধ্য মানেরে যদি এহি গদা মারি।
আপনারে মারে গদা ফিরিয়া উদ্ধারি॥'[১১২]
ক্রোধ মনে পাসরিল বরুণ উপদেশ।
সাক্ষাতে দেখিল কৃষ্ণ পুরুষ বিশেষ॥
গদা মেলি মারিলেক কৃষ্ণের শরীর।
না কম্পিল বাসুদেব স্থির কলেবব॥
বরুণের গদা কৃষ্ণ বুকে পরিছিল।
পুনরপি বাহুড়িয়া বিপক্ষ মারিল॥
হাহাকার শব্দ হৈল সংগ্রাম ভিতব।
গদা ফিবি পড়ে শ্রুতউধের উপব॥
আপনাব অস্ত্রে পড়ে শ্রুতাউধ বীব।
'বাইউ ভগ্ন তরু যেন পড়িল শরীর॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল সেনাপতিগণ।
রণে পড়ে শ্রুতাউধ বরুণ নন্দন॥
গর্থে প্রবেশি যেন রহিলেক নাগ।
তাহাকে মারিয়া গেল পৃথিবীব ভাগ॥

সুদক্ষিণ বধ

কম্বোজ বাজার পুত্র সুদক্ষিণ নাম।
পৃথিবীত বীর নাহি তাহার সমান॥
বেগে গিয়া রথে চড়ি প্রবেশিল রণে।
সপ্তশরে মারে তাকে ইন্দ্রের নন্দনে॥
অর্জ্জুনকে মারে তাকে তিন গোটা বাণ।
তিন গোটা বাণ এড়ে হৃদয় সন্ধান॥
আর পঞ্চ বাণ মারে অর্জ্জুনের গাএ।
এস্ত হৈল ধনঞ্জয় কাপে শর ঘাএ॥
ধনুক কাটিয়া তার কাটিলেক মুণ্ড।
অশ্বযুত সমে রথ করে খণ্ড২॥
বাণ ঘাএ সুদক্ষিণ ত্যজিল পরাণ।
সুদক্ষিণ হৃদয় গাড়িল তিন বাণ॥
বাইউ সম রথ চড়ি ধনঞ্জয় আইল॥

নানা অস্ত্র লৈয়া বীর করন্ত প্রহার।
একেশ্বর পার্থ করে সকল সংহার॥

শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বধ

কাহার কাটিল মাথা কার কাটে রথ।
সর্ব্ব সৈন্য মারিয়া পাঠাইল যমপথ॥
শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু দুই মহাবীর।
বাণ বৃষ্টি আবরিল অর্জ্জুন শরীর॥
মোহ পাইল ধনঞ্জয় পাসরে আপন।[১১৪]

অশ্রুতাক্ষ ও শ্রুতাক্ষ বধ

ব্যাগ্র হৈল বাসুদেব নরনারায়ণ॥
হেন কালে অশ্রুতাক্ষ বীর মহামতী।
শূল মেলি মারিলেক অর্জ্জুনের প্রতি॥
প্রথমের ঘাএ কিছু শিথিল আছিল।
শূল ঘায়ে ধনঞ্জয় দ্বিগুণ মোহিত॥
ধ্বজ যষ্টি ধরিল অর্জ্জুন মহাবল।
ব্যাগ্র হৈল বাসুদেব লজ্জাএ আকুল॥
কুরু সৈন্য সাগরেত হৈল সিংহনাদ।
পাণ্ডবের বলে হৈল বহুল বিষাদ॥
আশ্বাসিল জনার্দ্দন বহুল বচনে।
চৈতন্য পাইয়া কিছু কুন্তীর নন্দনে॥
শরে আবরিল কৃষ্ণার্জ্জুনের শরীর॥
ধ্বজ ছত্র পতাকা রুন্ধিল নিরন্তর।
দিগ অন্ধকার করি বরিষন্ত শর॥
মহোদধি পাইয়া যেন সর্প বিষ হরে।
মোহ এড়ি ধনঞ্জয় উঠিল সত্বরে॥
শত্রুসব বলবন্ত দেখএ অপার।
অভিমুখ শত্রু দুই সংগ্রাম মাঝার॥[১১৫]

ইন্দ্রিয় সান্ধিয়া তবে করে এক দৃষ্টি।
সর্ব্ব সৈন্য যুদ্ধ চাহে হৈয়া এক দৃষ্টি॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শ্রুতাক্ষ অশ্রু[illegible]ক্ষ ভেদে কলেবর॥
দুই হাত [illegible]ল মুকুট সমে শির।
'ছিন্ন তনু হৈয়া তার পড়িল শরীর॥
পঞ্চশত রথী তার সহস্রেক যোধ।
মারিলেক ধনঞ্জয় ত্যাজি উপরোধ॥
দুই বীর সংহারিল বীর ধনঞ্জয়।'[১১৬]
পুনি ব্যূহে প্রবেশিল না চিন্তিল ভয়॥

নিমতাক্ষ ও দীর্ঘআইউ বধ

'নিমাতাক্ষ আর অপর দীর্ঘ আইউ।
রণে প্রবেশিল দুই মূর্তিমন্ত বাইউ॥'[১১৭]
অশ্রুতাক্ষ শ্রুতাক্ষের দুই পুত্রবব।
বাপের নিধন শুনি আইল সত্বর॥
অর্জ্জুনের উপরে করে বাণ বরিষণ।
ববিষাব মেঘে যেন বরিষে সঘন॥[১১৮]
না চাহন্ত টোনগুণ না চাহন্ত বাণ।
'বাণ বৃষ্টি করে দুই নাই সমাধান॥
গগন ভরিল তবে অর্জ্জুনের শর।
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় যমের দোসর॥
গাণ্ডিবের গুণ টানি বরিষন্ত শর।'[১১৯]
গগনে সঞ্চরে যেন বজ্র সমশর॥
বৈরি পুত্র নিমতাক্ষ[১২০] আর দীর্ঘ আইউ।
শরে হানি দোহান গ্রাসিল পরমাউ॥
মুহূর্ত্তেক সংহারিল বিপক্ষ কুমার।
কুরু সৈন্য বিনাসন্ত পার্থ আরবার॥
সংগ্রামে দূরন্ত বড় পার্থ মহাজন।[১২১]
রণে তারে নিবারিতে না পারে কোনজন॥

ধৈন্য২ করিয়া বোলন্ত নারায়ণ।
যেন মহাসত্ত্ব গজে ভাঙ্গে নলবন॥
মহাবীর কলিঙ্গ নৃপতি মহামানি। [১২০]
সহস্রে২ চলে গজেন্দ্র বাহিনী॥

দাক্ষিণাত্য নৃপতি বধ

দাক্ষিণাত্য নৃপতি সকল একবারে।
'অর্জ্জুনক বেড়ি সবে করন্ত প্রহারে॥
বেগ কবি ধাইলেক অর্জ্জুন গোচরে।[১২৩]
অর্জ্জুনের বাণ ঘাএ গেল যম ঘরে॥
পৃথিবীতে পড়ে মুণ্ড মুকুট সহিত।
ভূজঙ্গ সহিতে বাহু পড়ে পৃথিবীত॥
কায়া হতে মুণ্ড পড়ে টনকে২।
বৃক্ষ হতে পক্ষি যেন পড়ে লাখে২॥
বজ্রাঘাতে হস্তী যেন পড়এ রুধির।
গিরি হতে যেন পড়ে ধারে নির॥
গজ পৃষ্ঠ হতে প ড় ম্লেছ মহাযোধ।
পৃথিবী ছাহিয়া পড়ে ত্যাজি উপরোধ॥
নানা অস্ত্র ফুটিয়া গাএর পড়ে রক্ত।
পৃথিবী আলিঙ্গিয়া পড়এ যেন মহীভক্ত॥
অশ্বরোহ গজারোহ পদাতি বিশাল।
সকল পৃথিবী ভরি করে শরজাল॥
'কোহুবীর ভাঙ্গিল পড়িল কোন বীর।
অর্জ্জুনের সংগ্রামেত কেহ নহে স্থির॥'[১২৪]
মত্তগজ ভাঙ্গিল আপনা বাহুবলে।
পরিত্রাহি বলিভঙ্গ দিল কুরুবলে॥
দারুক রাজ্যের রাজা কাল যেন বল।
সংগ্রামেত কালকাম্প মহাযোদ্ধাগণ॥
সেহি সবে না পারিল সহিতে বিক্রম।
সহিতে না পারে কেহ অর্জ্জুন হেন নাম॥

পর্ব্বতের বৃষ্টি যেন বহে শ্রোতধার।
শরতের মেঘ যেন চলে অনিবার॥
'অবশিষ্ট সৈন্য সব চারিদিগে ধাইল।
অক্ষোভ শরীর পার্থ রণে প্রবেশিল॥'[১২৫]
মহাম্লেছ সৈন্য সব সংগ্রামের মাঝ।[১২৬]
গজযুদ্ধে প্রথমে পড়িল গজরাজ॥
কাহার মুণ্ড কাটিল গজের কাটে শুণ্ড।
গজ সৈন্য কাটিয়া করিল লণ্ড ভণ্ড॥
অপবিত্র মূর্ত্তি কৈল পাষণ্ড কুবেশ।[১২৭]
অর্দ্ধ মুণ্ড কাটে কার কার কাটে কেশ॥
পর্ব্বতিয়া ম্লেছসব সংগ্রামে দুর্ব্বার।
শরে হানি পার্থবীরে করিল সংহার॥
প্রবেশিল সংগ্রামে রুষিল ম্লেছ পুনি।
একা পার্থ বেড়িলেক কৌরব বাহিনী॥
মহাবীর অজুষ্ট ধায়ে মোহাবেগে।
হাতে ধনু শর করি অর্জ্জুনের আগে॥
তীক্ষ্ণ২ বাণ সব বরিষন্ত কোপে।
এস্ত হৈয়া অর্জ্জুনে হানে বাণ অজুষ্টে॥[১২৮]
হাতে গদা করি বীর প্রবেশিল রণে।
হাসিতে লাগিল তবে দেব নারায়ণে॥
অতি কোপে করে বীর বাণ বরিষণ।
অশ্বরথ সারথি কাটিল ততক্ষণ॥
মাথার মুকুট কাটে হস্তের ধনুক।
কাতর না হএ রণে সংগ্রামে সমুখ॥
কৃষ্ণক তাড়িল তবে গদার প্রহারে।
ক্রোধ হৈয়া ধনঞ্জয় তাড়িল তাহারে॥
শরে হানি গদা তার কৈল খণ্ড২।
আর গদা হাতে লৈল অজুষ্ট প্রচণ্ড॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বলিয়া মারন্ত পুনি২।
সেই গদা কাটিল অর্জুন মহামানি॥
দুই হস্ত কাটিয়া কাটিল তার শির।
রণ মধ্যে পড়িল অজুষ্ট মহাবীর॥

ভঙ্গ দিল কুরুবল সমর ভিতরে।
বাহিনীতে প্রবেশে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে॥
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন সৈন্য ভঙ্গ দেখি।
দ্রোণ সম্বাষিতে চলে সমর উপেক্ষি॥
একরথে গিয়া রাজা নিবেদিল দ্রোণে।
একেশ্বর মোর সৈন্য মারিল যে রণে॥
বিচারিয়া বোলন্ত আচার্য্য মহামতি।
কোন মুখে জয়দ্রথ হৈব অব্যাহতি॥
ধনঞ্জয় বীর যেন অগ্নি হেন জাগে।
যাকে কোপ করে বীর তাকে মারে বেগে॥
মোর শক্তি সহিতে না পারে অস্ত্রঘাত।

দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনের অভিযোগ

পরিত্রাণ কর মোরে ভজিলুম তোহ্মাত॥
জয়দ্রথ রক্ষা কর যত যোদ্ধাগণ।
পরম সংশয় দেখ আজুকার রণ॥
স্থির বুদ্ধি আছিলেন যত বীর গণ।
দ্রোণ রণে রাখিতে না পারে কোনজন॥
দুর্য্যোধনে বোলে শুন দ্রোণ মহাশয়।
তোহ্মারে লঙ্ঘিয়া গেল অর্জ্জুন দুর্জ্জয়॥
আজি সৈন্য না রহিল লএ মোর মন।
অর্জ্জুন নিবারে হেন আছে কোন মন॥
এবে সে জানিল আহ্মি পাণ্ডবেত রত।
মোহোর বঞ্চনা কর ব্যবহার মত॥
মোর রিপুগণ সমে তোহ্মার পিরীতি।
দয়া কর ভক্তজন এবা কোন নীতি॥
মধু মিশ্র বিষ যেন তোহ্মার চরিত্র।
আহ্মি সে অভক্ত পাণ্ডব তোহ্মার মিত্র॥[১২৯]
যদি না করিতা পূর্ব্বে তুহ্মি অঙ্গীকার।
কেহ্নে আহ্মি আরম্ভিত যুদ্ধ করিবার॥[১৩০]

ঘরে যাইতে চাহিল জয়দ্রথ[১৩১] নৃপতি।
তাহাকে রাখিল কেনে মুই পাপমতি॥
তোহ্মাব আশ্বাস পাইয়া হরষিত মনে।
জয়দ্রথ নৃপতি রাখহ এখন॥
দৈব পাক পাইল যেন বজ্রদন্তপথ।[১৩১]
অখনে অর্জ্জুন হতে রাখ জযদ্রথ॥
দুর্য্যোধন বাক্য শুনি দ্রোণ ধনুর্দ্ধব।
শান্ত পুর্ব্বে হিত বাক্য বলিল বিস্তর॥

দ্রোণ ও দুর্যোধনের বাক্যলাভ

তোহ্মাতে অপ্রীতি[১৩২] আহ্মি নাহি কদাচিত।
তুহ্মি আর অশ্বত্থামা সমান নিশ্চিত॥
সত্যকথা কহি রাজা কব অবধান।
তাহাব সাবথি কৃষ্ণ পুরুষ প্রধান॥
অর্জ্জুনের অস্ত্র সব ভুবন বিখ্যাত।
মহাবেগবন্ত অস্ত্র কহিল তোহ্মাত॥
অলক্ষিতে কৈল বীর ব্যূহেত প্রবেশ।
বাখিতে না পারি তাকে সমরে বিশেষ॥
ক্রোধ মনে লঙ্ঘি যাএ অর্জ্জুনের বাণ।
তার পাছে চারি অশ্ব কবিল পয়ান॥
আহ্মিত আপনে বৃদ্ধ না চলে সন্ধান।
কেমতে রাখিব আহ্মি অর্জ্জুনের বাণ॥
সৈন্যের আগ্রেতে রহে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুন সহাএ হৈতে প্রবেশিত রণে।
সৈন্য মুখে আছি আহ্মি সেই সে কারণে।
যুধিষ্ঠির নিবারিব প্রবেশিতে রণ।
অর্জ্জুন সহিতে কেহ নাহিক এখন॥
একেশ্বর অর্জ্জুনক নিবারয় তুহ্মি।
তার সমে যুদ্ধ কর আজ্ঞা দিল[১১৩] আহ্মি॥

তুহ্মি সুর তুহ্মি যক্ষ তুহ্মি যোদ্ধাপতি।
ভয় ছাড়ি যুদ্ধ কর শুন মহামতি॥
আচার্য্যের বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন।
বলাবল বিচারিয়া বলিল তখন॥
তোহ্মাকে লঙ্ঘিয়া গেল না করিল ভয়।
কেমতে রাখিব পার্থ ভুবন দুর্জ্জয়॥
বজ্র হস্তে যদি আইসে দেব পুরন্দরে।
জিনিবার না পাবিব পার্থ মহাবীরে॥
তোহ্মাকে জিনিয়া জিনে যত রথীগণ।[১৩৪]
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশিয়া কুন্তীর নন্দন॥
প্রিয় শিষ্য দেখিয়া না কর প্রতিকার।
অর্জ্জুন জিনিব হেন শক্তি আছে কার॥
পুনি যুদ্ধ করিবারে না দেহি প্রকার।
অর্জ্জুন সংহার কর শক্তি আপনার॥[১৩৫]
যুর্য্যোধন রাজার শুনিয়া বাক্য জাল।
পুনি বোলে দ্রোণাচার্য্য প্রতাপে বিশাল॥
সত্য বাক্য কহি আহ্মি শুন দুর্য্যোধন।
দুষ্করিষ ধনঞ্জয় লাগয় মোব মন॥
আহ্মি প্রকারিয়া দিব অর্জ্জুন সংহার।
যেন মতে পার্থ ভয়ে না হএ তোহ্মার॥
অদ্ভুদ দেখুক আজ সর্ব ধনুর্দ্ধরে।
অর্জ্জুন নিবার তুহ্মি সংগ্রাম ভিতরে॥
বাসুদের দেখুক সকল কুতূহলে।[১৩৬]
দুর্য্যোধনে নিবারিল অর্জ্জুন মহাবল॥

দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ

পূর্ব্বে কথা কহি আহ্মি শুন দুর্য্যোধন।
বৃত্র নামে মহাবীর রাজার নন্দন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে পাইল পরাজয়।
যতেক দেবতাগণে মনে পইল ভয়॥

শঙ্কর স্মরণে গেল যত দেবগণ।
তুষ্ট হৈয়া বর দিল দেব ত্রিলোচন॥
মহাঅস্ত্র দিলেক কবচ অবতার।
সেই অস্ত্রে ইন্দ্র কৈল বৃত্রের সংহার॥
সেই মন্ত্রে তোহ্মার কবচ দিলুম অঙ্গে।
কার অস্ত্র না খুটিল সংগ্রাম তরঙ্গে॥[১৩৭]
এবলিয়া দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে মন্ত্র স্মরে।
বান্দিল কবচ দুর্য্যোধন কলেবরে॥
শঙ্করে ইন্দ্রক এহি মন্ত্র সার।
ইন্দ্রে অঙ্গিরাক দিল প্রভব[১৩৮] অপাব॥
মহামুনি অঙ্গিরসে বৃহস্পতিকে দিল।[১৩৯]
বৃহস্পতি মুনি হতে অগ্নিব্যেশ্য পাইল॥
অগ্নিব্যেশ্য হতে মুই পাইল মন্ত্রসাব।
ই[১৪০] মন্ত্র আমন্ত্রি দিল অঙ্গেত তোহ্মার॥
তোহ্মাকে রাখিব এহি মন্ত্রেব প্রভাবে।
কি করিতে পারে তোহ্মা অস্ত্রের প্রতাপ॥
অজয় কবচ দিল না চিন্তিয় ভয়।
সংগ্রামে নিবার গিয়া অর্জ্জুন দুর্জ্জয়॥
দ্রোণের সম্মতে চলে দুর্য্যোধন বীর।
অভেদ্য কবচ তবে ধরিয়া শবীর॥
গজবাজি রথ ধ্বজ মহাযোদ্ধাগণ।
রাজাকে বেড়িয়া যাএ করিবারে রণ॥
নানা বাদ্য বাজে দেখ করে সিংহনাদ।
নৃপতি সমরে যাএ জয় ২ বাদ॥

কৌরব ও পাণ্ডব
বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ

জয় ২শব্দ হৈল কৌরবের বলে।
সমরে প্রবেশ কৈল নৃপমহাবলে॥[১৪১]
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল পার্থ জনার্দ্দন।
পিছে ২ ধাইয়া যাএ রাজা দুর্য্যোধন॥

যুধিষ্ঠির রাজা তবে কবিল আদেশ।
দ্রোণক জিনিয়া কব বূ্যহেত প্রবেশ॥
মহাযোদ্ধা সোমক পাঞ্চাল বীবগণ।
দ্রোণক বেড়িয়া কবে শব ববিষণ॥
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধ হৈল মিশামিশি।
কর্ম বেগে অগ্নি জ্বলে গগন পরশি॥
গাঙ্গা যমুনা যেন দুই সৈন্য দেখি।
অন্যে২ যুদ্ধ কবে জীবন উপেক্ষি॥
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণ দ্রোণমুখে ধাইল।
সমব পসিতে কেহ প্রবাহ না পাইল॥
কোন বীব শক্তি আছে দ্রোণক মাবিত।
পর্ব্বতে কদ্ধিল পথ না পারে যাইতে॥

দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ

ক্রোধ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন পসিছিল বণ।
দ্রোণের উপবে কবে বাণ ববিষণ॥
শরে শব নিবারন্ত দ্রাণ মহাবীব।
দুইমহা বীর্য্যশালী নির্ভয় শবীব॥
যেদিগ যাযন্ত দ্রোণ সেদিগ বেড়িল।
পাণ্ডুসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নে সম্ববি বাখিল॥
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে কহে সঞ্জয় সুমতি।
যেন মতে আছিলে যুদ্ধ অব্যাহতি॥
বিবিংশতি চিত্রসেন আর যে বিকর্ণ।
চিত্ররথ কবচ বিচিত্র শোভে বর্ণ॥
বিন্দ অনুবিন্দ ক্ষেমধৃতি[১৪২] নরপতি।
তিনজন পৃষ্ঠগত তিন মহামতি॥
এহি ছয়জনে ভীম[১৪৩] নিবারন্ত রণে।
গজ নিযোজিল যেন কেসরী ব্রাহ্মণে॥
বাল্মিক নৃপতি পুত্র নকুল[১৪৪] মহাবীর।
পুত্র সমে সেহ গেল নির্ভয় শরীর॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিবারন্ত রণে।
কেসরী বেড়িয়া যেন রাখে মৃগগণে॥

উভয় পক্ষের
তুমুল যুদ্ধ

দশ সহস্র রথ লৈয়া রাজা গেল রণে।
কাশিরাজ পুত্র আসি নিবারিল তখনে॥
আমাত্যাদি পরমালা শল্য নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে নিবারণ দুই মহামতি॥[১৪৫]

দুঃশাসন ও সাত্যকির যুদ্ধ

আপনার সৈন্য লৈয়া সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
দুঃশাসন রাখন্ত সাত্যকি মহাশয়॥
সহদেব নকুল কুমার দুইজন।
সাবধানে শকুনিক করএ রক্ষন॥
ঘটোৎকচ নিবারিল অলম্বুষ শরীর।
অশ্বত্থামা কর্ণবীর নির্ভয় শরীর॥
পিষ্ঠগত তাহার প্রধান যোদ্ধাগণ।[১৪৬]
সংগ্রামে দুর্জ্জয় সোমদত্তের নন্দন॥
কৃপাচার্য্য বৃষসেন শল্য ২ নরপতি।
মূর্ত্তিমন্ত মহাসত্ত্ব তিন মহামতি॥
হেনমতে জয়দ্রথ রাখে তিন জনে।
সঞ্জয় কহন্ত কথা ধৃতরাষ্ট্র স্থানে॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ কহন্ত সঞ্জয়।
সাবধানে শুনে ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়॥
দ্রোণ সৈন্য ভাঙ্গিবারে চাহন্ত পাণ্ডবে।
দ্রোণ যত্ন করন্ত পাণ্ডব পরাভবে॥
বিন্দ অনুবিন্দ দুই বিরাটক ধাইল।
মহাসত্ত্ব মৎসরাজা সম্ভ্রম পাইল॥

তিন জনে মহাযুদ্ধ আছিল বিস্তর।
দুই ব্যাঘ্রে যুদ্ধ যেন সিংহ একেশ্বর॥
বাহ্লিক নৃপতি গেল শিখণ্ডীক ধাইয়া।
দুই মহাবীর আইল যুদ্ধ আকর্ষিয়া॥
অন্যে ২ মহাযুদ্ধ আছিল অনেক।
কহিব কতেক যুদ্ধ আছিল যতেক॥[১৪৭]
শূরসেন নৃপতি শল্যের পুত্র হানে।
দুই মত্ত হস্তী যেন যুদ্ধ করে রণে॥[১৪৮]
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র মহা ধনুর্দ্ধর।
ভুবন বিখ্যাত বীর পিত্রি সম শর॥
অপর রাজার সনে করে মহারণ।
ইন্দ্রতুল্য দেখি যেন দ্রৌপদী নন্দন॥
নববাণে দুঃশাসনে সাত্যকিরে হানে।
মোহ পাইল সাত্যকি বিষম সন্ধানে॥
দশবাণ সান্ধিয়া মারিল ততক্ষণ।
অন্যে২ শরযুদ্ধ কৈল দুইজন॥
পুষ্পিত কিংশুক যেন দোহান শরীর
ক্রোধ হৈল অলম্বুষ রণে মহাবীর॥
কুন্তভোজ মহারাজা বৃদ্ধ শরীর।
ক্রোধ হৈল অলম্বুষ রণে মহাবীর॥
পুষ্পিত কিংসুক যেন দুই কলেবর॥
কুন্তভোজ বিন্দিযা করে মহানাদ।
কৌরব বাহিনী করে জয় ২ বাদ॥

শকুনী ও মাদ্রীপুত্রের যুদ্ধ

শকুনিক হানিলেক মাদ্রীপুত্র যুত।
বুঝিয়া পুর্ব্বের শত্রু মারে অদ্ভুত॥
শর বরিষণ করে মাদ্রীর নন্দন।
দিগ বিদিগ নাহি না দেখে গগন॥
মহাবীর শকুনি বিমুখে ভঙ্গ দিল।
তথাপিহ দেখি দেখি বাণ বরিষিল॥

শকুনি কাতর হৈয়া ভঙ্গ দিল রণে।
দ্রোণের সৈন্যেত গিয়া প্রবেশে তখনে॥
যেন রাম রাবণের আছিল সমর॥

শল্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া সাবধান।
শল্যক হানিল তীক্ষ্ণ পঞ্চশত বাণ॥[১৪৯]
পুনি শত বাণ মারি ভেদিল শরীর।
অন্যে ২ বাণ বৃষ্টি করে দুই বীর॥
বাণ মারে চিত্রসেন কর্ণের উপর।[১৫০]
ভীমক মারন্ত তবে সংগ্রামে দুষ্কব॥
করএ সংগ্রাম ভীম বিষম সন্ধান।
জরাসন্ধে ভীমেরে মারিল বহুবাণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর সমে আছিল মহাবণ।
অন্যে ২ করে যুদ্ধ দুই মহাজন॥

উভয় দলের বীরগণের তুমুল যুদ্ধ

কৌরব পাণ্ডব বল অন্যে ২ হানে।
আছিল অনেক যুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে॥
গজ বাজি বথ ধবজ সৈন্য সারি ২।
কাটিয়া পাড়ন্ত সব গণিতে না পারি॥
পাশ পরশু শর পাট্টিস বিশাল।
শূল ছেল নারাচ বহুল ভূন্দিপাল॥
নানা অস্ত্র বরিষএ অন্যে ২ রণ।
অন্যে২ মল্ল যুদ্ধ করে দুইজন॥

দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নের তুমুল যুদ্ধ

নিমজ্জিত যুদ্ধ দেখি সৈন্যের সংহার।
ক্রোধ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দুর্ব্বার॥
দ্রোণ রথে মিশাইল আপনার রথ।
বিশম সংগ্রাম কৈল দুই মহাসত্ত্ব॥
সুবর্ণ তুরগ সব দ্রোণের সাক্ষাৎ।
পারাবত অশ্ব মিশাইল তাত॥
সন্নিধানে দেখি বীর বড় কৈল কর্ম্ম।
হাতের ধনুক এড়ি ধরে খর্গ চর্ম্ম॥
ইসাদণ্ড ভাঙ্গিয়া দ্রোণের রথে চড়ে।
মাংস দেখি শাচান যেহেন উড়ি পড়ে॥
অদ্ভুত দেখিয়া দ্রোণ বিপক্ষ সাহস।
শীঘ্রহস্ত সমর করিয়া কৈল যশ॥
সাত[১৫৯] খণ্ড করি চর্ম্ম করে শরঘাএ।
দশ বাণে খড়্গা কাটি পাড়ে হাত হতে॥
চতুষষ্টি বাণ মারি ঘোটক মারিল।
ধ্বজ ছত্র সমে রথ খণ্ড২ কৈল॥
তার পাছে সারথিক সংহারিল রণে।
আর শর হাতে লৈল সমর কারণে॥
আকর্ণ পুরিয়া তবে[১৬০] এড়িলেক শর।
দৈত্য বধিবারে যেন এড়ে পুরন্দর॥

ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত্যকির সাহায্য দান

ধৃষ্টদ্যুম্ন সংহারন্ত দ্রোণ মহাবীর।
দেখিলেন্ত সাত্যকি যে নির্ভয় শরীর॥
অস্তে ব্যস্তে সাত্যকি এড়িল দশ বাণ।
কাটিয়া দ্রোণের বাণ করে খান২॥

১৬১

দ্রোণাচার্য্য গ্রাসিলেক ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে
কেসরী গ্রাসিল যেন মৃগের শরীরে॥
সাত্যকি প্রচণ্ড রণে সিংহ অবতার।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের করিল প্রতিকার॥
সাত্যকিত ক্রোধ কৈল দ্রোণ মহাশয়।
ত্রিশপ্ততি বাণ মারি হানিল হৃদয়॥
সাত্যকিত হানএ তাক সেই পরিমাণে।
হৃদয়ে হানিল বাণ পরম সন্ধানে॥
তবে সর্ব্ব রথীগণ আইল ত্বরিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাখন্ত হইয়া সমাহিত॥
ধৃতরাষ্ট্রে পুছন্ত সঞ্জয় কহে সাব।
সাত্যকি করিল ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিকার॥
এহি কোপে আচার্য্য করিল কোন কর্ম্ম
মহাবীর মূর্ত্তিমন্ত সাক্ষাতে যে ধর্ম্ম॥
সঞ্জয় কহন্ত কথা ধৃতরাষ্ট্র শুনে।
দ্রোণাচার্য্য ক্রোধ হইল সাত্যকির রণে॥
ক্রোধে জ্বলে দ্রোণাচার্য্য যেন সর্পবাজ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিস্তারে পাইল বড় লাজ॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য হাতে লৈল ধনুঃ
বাণ ববিষণ করে যেহেন কৃশানু॥
আকাশে দারুন অস্ত্র এড়ে নিরন্তর।
মেঘে বরিষযে যেন সাত্যকি উপর॥

দোণ ও সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ

ইন্দ্রের ধনুক যেন সহিতে বিজুলি।
শক্তি খড়্গা বজ্র হানে দুই মহাবলি॥
অহঙ্কারে সারথিরে বলিল বচন॥
জাতিএ ব্রাহ্মণ হএ না করে কৃত কর্ম্ম।
কুরুবল নিমিত্তে না করে নিজ ধর্ম্ম॥

'এহি দ্রোণে চক্র করি পাড়ে অভিমন্যু।
শিষ্য পুত্র রণে পড়ে গুরুজন ধন্য॥'[১৬৩]
এহান সাক্ষাতে রথ চালায় সত্বর।
আজু তাকে চূর্ণ করোম সংগ্রাম ভিতর॥
পবন সমান বেগ মণিমুক্তা লাগে।
সারথি চালাএ রথ চলে বাইউ বেগে॥
তবে দুই বীরে হৈল বিষম সংগ্রাম।
দুই জনে শরবৃষ্টি আবরে আকাশ।
আকাশেত না সঞ্চরে রবির প্রকাশ॥
যেন দুই মেঘের হইল সংঘটন।
টোন ভরিয়া করে বাণ বরিষণ॥
কেহ কার নহি দেখে বরিষন্ত বাণ।
ছটছটি শব্দ উঠে হিন্দোল সমান।
বজ্রঘাত শুনি যেন বাণের নির্ঘাত॥
ধনুর টঙ্কার শব্দ বাণের নিপাত॥
অন্যে২ ক টিয়া পড়িল রথছত্র।
তিল পরিমাণে কাটে যেন বৃক্ষপাত্র॥
দুই মত্ত হস্তী যেন ক ্র পরস্পর।
ধারে বহে মহান রুধির কলেবর॥
চিত্র পট তুল্য হৈল দোহান সমর।
স্থির হৈয়া যুদ্ধ চাহে যত নৃপবর॥
বীর সবে যুদ্ধ এড়ি চাহে কৌতূহল।
গজাবাজি সেনা সব[১৬] বেড়িয়া রহিল।
দুই বীরের রণে সৈন্য অনেক পড়িল॥
মণিমুক্ত কাঞ্চন বহুল বিভূষিত।
বিচিত্র পতাকা ধজ অতি শুশোভিত॥'[১৬]
'অদ্ভুত দেখিয়ে রণ যেন ধুম যাএ।
দুই বীরে যুদ্ধ করে সংগ্রাম সংশএ॥
সাত্যকির দ্রোণের সংগ্রাম কৌতূহল।
বিমানে চড়িয়া চাহে দেবতা সকল॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণে সিদ্ধ বিদ্যাধর।
বিমানে চড়িয়া চাহে চাহেন্ত সংগ্রাম।
পরম আনন্দ মনে চাহেন্ত উপাম॥
তবে দ্রোণবীরে লৈল হাতে শরাসন।
বাণ মারি কাটিলেক সিনির নন্দন॥[১৬৭]
আর ধনুঃ হাতে লৈল দ্রোণ মহাশয়।
কাটিলেক সেই ধনুঃ সাত্যকি দুর্জ্জয়॥
সাত্যকি ছেদিল তাকে অতুল প্রতাপ॥
এহি মতে পুনি২ দ্রোণে লয়ে ধনুঃ।
কাটয়ে সাত্যকি বীর যেহেন কৃশানু॥
অস্ত্রেত দেখিয়া তবে সংগ্রাম বেষ্টিত।
মনে২ চিন্তে দ্রোণ সর্ব্ব শাস্ত্র নিত॥
পরম সন্ধান কৈল অস্ত্র উপদেশ।[১৬৮]
ধনঞ্জয়[১৬৯] মহাবীরে যত অস্ত্র জানে।
তত অস্ত্র জানেন সাত্যকি মহাজনে॥

দ্রোণকর্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংসা

মহাসত্ত্ব দ্রোণাচার্য্য ভাবে মনে মন।
সাত্যকির বিক্রম দেখি বিস্ময় বদন॥
দিবস বহিয়া যাএ অল্প অবসান।
ক্রোধ হৈল দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রের সমান॥
শীঘ্রহস্তে দ্রোণাচার্য্য শর বৃষ্টি করে।
ইন্দ্র আদি দেবগণে লংঘিতে না পারে॥
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আবরিল বাণে।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারন্ত সিনির নন্দনে॥
একশত[১৭০] বাণে তবে আচার্য্যেরে হানে।
প্রশংসা করএ তবে সর্ব্ব দেবগণে॥[১৭১]
মনিষ্যের শক্তি নহে সাত্যকির রণে।[১৭২]
যেই বাণ মারে দ্রোণ কাটে ততক্ষণে॥

কুশ হস্তে আচার্য যুঝন্ত অনিবার।
কোপে করিবার চাহে সাত্যকির সংহার॥
দিব্য অস্ত্র সান্ধিলেক অগ্নিময় ঘোর।
তখনে হইল ক্রোধ ব্রাহ্মণ কোঁয়র॥
সাত্যকি মারিতে অস্ত্র জোড়ে[১৭৩] শরাসনে।
হাহাকার করন্ত সকল দেবমনে॥
আকাশেত দেবগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
বিস্ময় হৃদয় হইয়া চাহে নিরন্তর॥
গগনে গগন যেন করিল সঞ্চার।
দুই বীরে দিব্য অস্ত্র করে অবতার॥[১৭৪]
অগ্নি বায়ব্য অস্ত্র সম্বিধান দেখি।
রাহুয়ে ভাস্কর গ্রহে গগন উপেক্ষি॥
সংগ্রামে সঙ্কট দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীম-নকুল সমবাএ সহদেব বীর॥
সাত্যকি রাখযে তবে পরম সন্ধানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যতেক বীর গণে॥
দ্রোণেরে রাখন্ত ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
দুঃশাসন প্রভৃতি যতেক যোদ্ধাগণ॥
অন্যোে২ মহাযুদ্ধ হৈল দুইবলে।
একএ হইয়া সব চাহে কৌতুহলে॥
মধ্যান সময় হৈল ধনঞ্জয় বলি।[১৭৫]
মহাশব্দ কোলাহল সৈন্য হুলস্থলি॥
'আছিল সংগ্রাম বড় যুঝিবার ছলে।
দিন অবশেষে যুদ্ধ করে দুই দলে॥'[১৭৬]

অর্জ্জুনের যুদ্ধ

হেন মতে যুদ্ধ করে দুই মহাযোধ।
অর্জ্জুনে সমর করে তেজি উপরোধ॥[১৭৭]
ব্যূহ ভেদি চলিল অর্জ্জুন মহাবীর।
দুই পাশ হৈল সৈন্য যেন নদীতীর॥

যতদূর পাছে ২ চলএ স্বচ্ছন্দ।
তত ২ যুদ্ধ করে সমরে প্রবন্দ॥
ক্রোস মাত্র পথে গিয়া পরবল মারে।
ত্রিভুবনের (শাক সবে রাখিতে না পারে॥
জেহেন গ . ড় পক্ষি পবন গমন।
মহাবেগবন্ত রথ অর্জ্জুন অশ্বগণ॥
অম্ব রথ চড়ি আইসে পার্থ মহারথী।
বিশেষ গোবিন্দ তান রথের সারথি॥
'শৈব্য অশৈব্য[১৭৮] গতি মণ্ডল বিধানে।
ব্যূহ মদ্ধে রথ সঞ্চারে নারায়ণে॥
'অতি ক্লেশ বথীগণ ব্যূহ বিদারণ' [১৭৯]

বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ

বিশেষ বিপক্ষগণে করিছে তাড়ন॥'[১৮০]
এহি ছিদ্র দেখি অবসন্ন দুই ভাই।
বিন্দ অনুবিন্দ দুই অবসর পাই॥
অর্জ্জুনক বেড়িয়া করএ শরজাল।
না গণএ ধনঞ্জয় প্রতাপ বিশাল॥
অর্জ্জুনক যষ্টি বাণে কৃষ্ণক সপ্ততি।
একশত শরমারে তুরঙ্গম প্রতি॥
বাণে বাণ কাটিয়া অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নিরন্তর বিন্দিল দুহান কলেবর॥
দুই ভাই অনুক্রমে ক্রোধ করি মনে।
অর্জ্জুনক কৃষ্ণক হানি বাণ গণে॥
সিংহনাদ করন্ত পরম অহঙ্কার।
অর্জ্জুনে দোহান ধনুঃ কাটিল সত্বর॥
ধ্বজ ছএ কাটিল কাঞ্চন বিভূষিত।
মহাবীর ধনঞ্জয় সমরে পণ্ডিত॥
আর দুই ধনুঃ লৈল সে দুই কুমার।
অর্জ্জুন উপরে তবে করে শরজাল॥

ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয় কাটিলেক ধনুঃ।
তীক্ষ্ণ বাণ মারি রক্তময় কৈল তনু॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বিন্দ নাম নির্ভয় শরীর।
কাটিয়া তাহার মুন্ড করিল সংহার॥
বিন্দের নিধন দেখি অনুবিন্দ বীর।
গদা লৈয়া ক্ষেপিলেক নির্ভয় শরীব॥
শরে হানি অর্জ্জুনে কাটিল তার শির।
একে২ গেল দুই যমের শিবির॥
বিন্দ অনুবিন্দ দুই পড়িলক যদি রণে।
সকল কৌরব বল বিষন্ন বদনে॥

কৌরবগণের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অর্জ্জুনক বেড়িয়া করএ শরজাল।
অকাল প্রলয় যেন যুগান্তের কাল॥
নিবারে কৌবব সৈন্য বীব ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে কহন্ত কথা কবিয়া বিনয়॥
অশ্বসব শ্রান্ত হৈল ‍জয়দ্রথ দূর।
অল্পমাত্র দিন আছে বিপক্ষ প্রচুর॥
কি করিতে উপযুক্ত বোল যদুপতি।
আপনা সংহার বোল[১৮১] লয়ে মোর মতি॥
পাণ্ডবের পরিত্রাণ তুক্ষি মহাশয়।
হাসিয়া বোলএ কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
একবাক্য কহি আক্ষি যদি মনে লয়॥
অর্জ্জুনেত কহিলেক দৈবকি নন্দন।
বিশ্রামিতে চাহন্ত সকল অশ্বগণ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকর্তৃক
জলাশয় নির্ম্মাণ

রথ হতে নামিলেক ধনঞ্জয় বীর।
হাতেত গাণ্ডিব ধরি নির্ভয় শরীর॥
সৈন্য মুখে রহিল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
জল ঢেকে রাখে যেন সমুদ্র গিরিবর॥
সর্ব্ব সৈন্য বেড়িয়া করিল শরবৃষ্টি।
দশ দিশ অন্ধকার না দেখএ সৃষ্টি।
সভাকে তর্জ্জিল পার্থ একা ধনুর্দ্ধর।
সমরে রহিল যেন মেরু ধরাধর॥
হেন কালে অর্জ্জুনক কহিল মাধব।
তৃষ্ণাএ আকুল অশ্ব পাএ পরাভব॥
জলপান করিতে চাহএ অশ্বগণ।
এহার প্রকার চিন্ত পাণ্ডব নন্দন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ মহামতি।
অস্ত্রে অভিষেক করি হানে বষুমতি॥
সেই ক্ষণে[১৮২] উপজিল দিব্ব্য সরোবর।
বিহঙ্গম চক্রবাক অতিমনোহর॥
পদ্ম উৎপল সব সুগন্ধি শীতল।
তথাএ করএ নৃত্য ভ্রমর সকল॥[১৮৩]
মৎস কুম্ভ পূর্ণিত অগাধ সরোবর।
গৃহ এক নির্ম্মিলেক তটের উপর॥
সরোবর দেখিয়া হাসএ নারায়ণ।
আকাশেত প্রশংসা করএ দেবগণ॥

কৃষ্ণের অশ্ব পরিচর্যা

রথ হতে নামিলেক দৈবকি নন্দন।
জল দিয়া তর্পিলেক সকল অশ্বগণ॥

সর্ব্ব কর্ম্ম অদ্ভুত দেখিয়া কুরুবল।
পরম বিস্ময় হৈল নৃপতি মণ্ডল॥
রথহীন অর্জ্জুন দেখিয়া কুরুবল।
শরবৃষ্টি আবরিল পার্থ কলেবর॥
রন মদ্ধে বিশ্রামিল তুরগ তর্পিল।
কুরুবলে দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল॥

জয়দ্রথাভিমুখে রথচালনা

তবে কৃষ্ণ অশ্বসব জুড়িয়া সত্বর।[১৮৪]
কৃষ্ণ সমে পার্থের সাজাএ অশ্ববর॥[১৮৫]
শরে হানি[১৮৬] ব্যূহ মুখে কৈল দিব্যপথ॥
ক্ষেপিত শরের আগে যত রথী যাএ।
শরতের মেঘ যেন পবনে উড়াএ॥
একেশ্বর ধনঞ্জয় করিল বিক্রম।
জয়দ্রথ বীরের অর্জ্জুন হৈল যম॥
দ্রোণ সৈন্য মর্দ্দিয়া মর্দ্দিল ভোজ সৈন্য।
সকল ভেদিয়া যাএ[১৮৭] ধনঞ্জয় ধন্য॥
জয়দ্রথ নৃপতির নাহিক নিস্তার।
হেন কথা কৌরবে মনেত কৈল সার॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় বীর প্রতাপে অপার।
উৎসাহিত হৈল তবে জয়দ্রথ ধরিবার॥[১৮৮]
দৃষ্টি মাত্র হোক আজি পার্থ বিদ্যমানে।
সংহারিতে তাহারে রাখিব কোন জনে॥
যদি ইন্দ্র সহিতে আইসয়ে দেবগণ।
তথাপি রাখিতে নারে করিবে নিধন॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই কেবা নিবারিব।
জয়দ্রথ বধ করি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
'সমুখে সন্ধব রাজা হেন মনে ধার।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই চলে আগুসারি॥'[১৮৯]

জয়দ্রথ রক্ষক দুর্যোধনের
যুদ্ধে কৃষ্ণের ইঙ্গিত

জয়দ্রত রাখিতে আইল দুর্য্যোধন।
আপনে সাজিয়া আইল করিবাবে রণঁ॥
অক্ষয় কবচ রাজা[১৯০] অঙ্গে সাজ করি।
দুর্য্যোধন আইল সম্ভব অনুসারি॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুনক কহন্ত বুঝাই।
সন্বিধান দুর্য্যোধন সময় না পাই॥
আপনেহ্ সুর হেন[১৯১] মানয়ে সতত।
মহাবল দুর্য্যোধন অসাধু সন্মত॥
এহার সংহার পার্থ এহি সে সময়।
তাহাকে মারিলে হএ ভুবন বিজয়॥
অকারণে রাজ্য নিল পাপ দুর্য্যোধন।
তাকে স্মরিয়া কর তাহাব নিধন॥
বনবাসে দুঃখ যত দ্রৌপদীর ক্লেশ।
এ্যার কারণে বেড়াইলা নানা দেশ॥
ইন্দ্র যেমন সুম্ভাসুর[১৯২] সংহাবিল রণে।
তেন মতে দুর্য্যোধন সংহার আপনে॥
কৃষ্ণের ববচ পার্থ শুনিলেক কানে।
প্রতিজ্ঞা করিলা ভীম তাহার করণে॥
হেন কালে দুর্য্যোধন প্রসন্ন বদনে।
অর্জ্জুনক নিবারিতে প্রবেশিল রণে॥
দুর্য্যোধন দেখিয়া আনল হেন মনে।

অর্জুনের দুর্যোধন
অভিমুখে গমন

সিংহনাদ করন্ত অর্জুন নারায়ণে॥
নর নারায়ণ দুই দেখি মহাশয়।
সমর ভুবন যার নাহি পরাজয়॥

শঙ্খ রব করিয়া করএ সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরর সৈন্য পরম বিশদ॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা পাইব পরাজয়।
অনুমান করি আজি অবশ্য সংশয়॥
আক্রোশন্ত দুই বীর কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবার যাএ না চিন্তিয়া ভয়॥

অর্জ্জুন-দুর্যোধন যুদ্ধ

হেন বাক্য সৈন্য মুখে শুনি নিরন্তর।
শুনিয়া বোলয়ে দুর্য্যোধন নৃপবর॥
আজি মোর বিক্রম দেখিবা সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ সমে সংহারিমু পাণ্ডবনন্দন॥
পার্থক বলিয়া ধাএ রাজা দুর্য্যোধন।
অর্জ্জুনক আক্ষেপিয়া বলিল বচন॥
তোহোর পৌরুষ কৃষ্ণের যত বল।
মোর বিদ্যমানে আজি দেখায় সকল॥
পরীক্ষা শুনিছি তোর প্রশংসা বিস্তর।
বিক্রম দেখায় আজি মোহোর গোচর॥
এ বলিয়া দুর্য্যোধন যাকর্ণ সমান।
অর্জ্জুনের মর্ম্ম স্থানে হানে তিনবাণ॥
চারিবাণে চারি অশ্ব মারে ততক্ষণ।
আর দশ বাণে মারে রাজা দুর্য্যোধন॥
ধনুতে সান্ধিল তবে চোখ২ বাণ।
বাছি ২ মারে বাণ করিয়া সন্ধান॥
চতুর্দ্দশ বাণ পার্থ হানে একবারে।
প্রবেশ না করে দুর্যোধন কলেবরে॥
কবচ কারণে পার্থ মারিলেক রোষে॥[১৯৩]
সেই বাণ উফাড়িল না পসিল গাএ।
ক্রোধ হৈল ধনঞ্জয় লজ্জা বড় পাএ॥
অর্জ্জুনক বোলেন্ত বিস্ময়ে নারায়ণ।
অদ্ভুত দেখিএ আজু দুর্য্যোধন রণ॥

'অর্জ্জুনের বাণ হএ নিষ্ফল[১৯৪] সন্ধান
হেন কথা নহি দেখি পার্থ সন্ধান॥
দুর্য্যোধন দেখিয়া আনল হেন মনে।
সিংহনাদ করন্ত অর্জ্জুন নারায়ণে॥
নর-নারায়ণ দুই দেখি ক্রোধময়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার নাহিক সংশয়॥'[১৯৫]
গাণ্ডিব ধনুক কিবা সিথিল সন্ধান।[১৯৬]
কিবা মুষ্ঠি তোহ্মাব যেন কবিল সন্ধান॥[১৯৭]
কিরূপ দেখিযে আহ্মি দৈবেব বিপাক।
তত্ত্ব কহ ধনঞ্জয় পুছিয়ে তোহ্মাত॥[১৯৮]

দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ প্রশংসা

বজ্রসম শবে তোব ডাড়ু হএ চিব।[১৯৯]
হেন বাণে না পরশে কৌরব শরীর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পাণ্ডব নন্দন।
সৈত্য কথা কহি শুন দেব জনার্দ্দন॥
অক্ষয়[২০০] কবচ তাকে দ্রোণাচার্য্যে দিল।
ইন্দ্রে তাক অঙ্গিবা মুনিতে সমর্পিল॥
তে কারণে দুর্য্যোধনে পাএ পবিত্রাণ।
মোহতে কহিল ইন্দ্র কবচ সন্ধান॥
অন্তরীক্ষে দ্রোণ পুত্রে কাটিলেক বাণ।
পুনি করিতে নারে বাণের সন্ধান॥
একবাণ সন্ধান না করে দুই বার।
যে বীরে সন্ধান করে তাহার সংহার॥[২০১]
তবে দুর্য্যোধন রাজা প্রসন্ন বদন।
কৃষ্ণার্জ্জুন দোহানক হানিলেক বাণ॥
নানা অস্ত্র বরিষণ করে নিরন্তর।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভর॥

কৃষ্ণ হৈল আকুল না করে সিংহনাদ।
কৌরবের বলে হৈল জয়২ বাদ॥

অর্জ্জুন বাণে কৌরবগণের নিপীড়ন

ক্রোধ হৈল অর্জ্জুন অন্তক সম রণে।
অঙ্গ তার না হানন্ত কবচ কারণে॥
চারি অশ্ব কাটিলেক পার্থ পিষ্ঠ কোপ।
সারথিক হানিল করিয়া অধিরোপ॥
ছেদিল নিশিত শরে হস্তের ধনুক।
নিবারিতে পারে হেন আছে কোন বুক॥
রথ কৈল খণ্ড ২ পার্থ মহামানি
দুই হস্ত তল বিন্দে তীক্ষ্ণ বাণে হানি॥
হাহাকার শব্দ হৈল সমর ভিতর
অর্জ্জুনে গ্রাসিল দুর্য্যোধন নৃপবর॥ ১০০
যত সৈন্য সাজিল সকল সৈন্য আইল।
মার ২ করিয়া অর্জ্জুন মুখে পাইল॥

কর্ণ প্রমুখ অষ্ট মহারথীসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

রথ রথী পদাতি অষ্ট রথী গণ।
অর্জ্জুন বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন না দেখি না দেখি মহারথ।
ধ্বজ ছত্র না দেখিযে না দেখি দৃষ্টিপথ॥
শরে হানি অর্জ্জুনে পাড়এ নিরন্তর।
রথ গজ বাজি পড়ে পদাতি বিস্তর॥
বেড়িযাছে বণ্ড সৈন্য না দেখিয়ে অশ্ব।
বিচারি বোলএ কৃষ্ণ পাণ্ডব সর্ব্বস্ব॥
গাণ্ডিব ধরিয়া তবে করহ টঙ্কার।
আস্ফি সিংহনাদ করি বিপক্ষ সংহার॥
স্তব্ধ হৌক সব্ব সৈন্য রথ হৌক পার।
শুন ধনঞ্জয় বীর বচন আম্মার॥

কৃষ্ণের বচনে করে ধনুর টঙ্কার।
শঙ্খ শব্দ করে কৃষ্ণ বিপক্ষ সংহার॥
কৌরবের সৈন্য সব মোহাশ্চিত হৈল॥'[২০৫]
ক্রোধমধ্যে ধনঞ্জয় রথ পার কৈল॥
পাব হুল রথবর সঙ্গে নারায়ণ।[২০৬]
জয় শঙ্খ বাদ্য করে জিনি সর্ব্বজন॥

জয়দ্রথ রক্ষক সর্ব সৈন্যের যুদ্ধ

জয়দ্রথ রক্ষক যতেক নরপতি।
রণ করিবারে আইল যতেক শকতি॥
বিবিধ বাদিত্য বাজে কৌরবের বলে।
শব্দময় হৈল সব গগন মণ্ডলে॥
মাহমত্ত মহাবীর সিংহ পরাক্রম।
জয়দ্রথ রক্ষা করে না করিয়া ভ্রম॥
সংগ্রামেত সাবধানে বিক্রমে বিশাল।
জয়দ্রথ বক্ষা করে সর্ব্ব মহীপাল॥
ভূরিশ্রবা কর্ণ আর[২০৭] বৃষসেন বীব।
অশ্বত্থামা মহাবীর নির্ভয় শরীর॥
মহারাজা মহাবীর শল্য[২০৮] নরপতি।
জয়দ্রথ রথে কৃপাচার্য্য মহামতি॥

উভয় পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজ চিহ্ন বর্ণন

সাজিলেক অষ্টরথী যমের দোসর।
আকাশ পিবন্ত হেন[২০৯] রথের সঞ্চার॥
বিচিত্র কবচ ধরে বিচিত্র ভূষণ।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ আইল যোদ্ধাগণ॥[২১০]

পাঞ্চজন্য মহা শঙ্খ বাহন্ত মাধব।
অর্জ্জুনে করন্ত দেবদত্ত শঙ্খ রব॥
'পুরিলেক পৃথিবী সকল দিগান্তর।
দেবদত্ত সিংহনাদে পুরিল সকল॥'[২১১]
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বর দিগুণ প্রকাশ।
শব্দময় হইলেক পৃথিবী আকাশ॥
মৃদঙ্গ ঝাজারি ভেরি দুন্দভি বিশাল।
কৌরবের বলে হইল বগু বাদ্য জাল॥
নানা দেশ হতে আইল নৃপতি প্রধান।
ভিন্ন২ বাদ্য বাজে যুদ্ধ অনুষ্ঠান॥

কৌরব পরীখায় অষ্ট মহারথীর সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ

তবে অষ্ট মহারথী দুর্য্যোধন সমে।
অর্জ্জুনক বেড়িলেন্ত পরম সন্ধানে॥
ত্রিসপ্ততি বাণ মারে অশ্বত্থামা বীর।
কৃষ্ণ গা৫ হানিলেক নির্ভয় শরীর॥
তিনবাণে অর্জ্জুনে করিল নিবারণ।
সপ্তবাণে ধ্বজ অশ্ব হানে ততক্ষণ॥
জনার্দ্দন হানিল রুষিল ধনঞ্জয়।
ষষ্টি বাণে বিান্ধিলেক আচার্য্য তনয়॥
কর্ণক দ্বাদশ বাণ মারে ততক্ষণ।
তিনবাণে করে বৃষসেন নিবারণ॥
শল্যের হাতের ধনু কাটিল মুষ্টিত।
আব ধনুঃ ধরে শল্য ক্রোধে মোহশ্চিত॥
অশক্য বিশিখ মারে অর্জ্জুন উপর।
অর্জ্জুনেরে ভরিশ্রবা হানে তিন শর॥
মারিল বিশিক বাণ কর্ণ অধিরোপ।
সবে মিলি মারন্ত যে করিয়া আটোপ॥
অশ্বত্থামা মারে বাণ সপ্ততি প্রচণ্ড।
দশবাণ মারে কর্ণ যেন কাল দণ্ড॥

দুর্য্যোধনে দশবাণে অৰ্জ্জুনক হানে।
শব বৃষ্টি না গণিল নর নারায়ণে॥
পুনি অশ্বত্থামা বীরে কবিয়া সন্ধান।
অৰ্জ্জুনেরে মারিল জুড়িয়া ষষ্ঠি বাণ॥ শ্রীগোবিন্দঃ
দশবাণে মারিলেক দেব চক্রপাণি।
পঞ্চবাণে মারিয়া পার্থক বিন্দে পুনি॥
অশ্বত্থামা বীরের কাটিল শরাসন।
তিন বাণে মারে সোমদত্তেব নন্দন॥
পুনি দশ বাণে বিন্দে শল্যের শরীর।
পঞ্চবাণে মারিলেক কৃপ মহাবীর॥
পুনি অশ্বত্থামাকে মারে পঞ্চবাণ।
মহাবীর ধনঞ্জয় পুরুষ প্রধান॥
ক্রোধ হৈল ভূরিশ্রবা আকর্ণ সন্ধান।
কৃষ্ণক প্রবোধ হেতু মারে তিন বাণ॥
বিপক্ষ বাহিনী যত করে লণ্ড ভণ্ড।
গরুড় সমুখে যেন সর্প খণ্ড২॥
শরতের মেঘ যেন পবনে উড়াএ।
বিপক্ষ বাহিনী তেন চতুৰ্দ্দিগে ধাএ॥
পুনরপি অৰ্জ্জুনক বেড়িয়া মারন্ত।
অন্যে২ সংগ্রামের কি কহিব অন্ত॥
অষ্ট মহারথী আর রাজা দুর্য্যোধন।
ভিন্ন ধ্বজ আর পতাকা শোভন॥
গজ ধ্বজ শোভে কাব বরাহ লক্ষণ।
কাহার কাঞ্চন সিংহ বরাহ লক্ষণ॥
কার বেদি ধ্বজ শোভে কার বেদি চিহ্ন।
কার নানা মত রঙ্গ চিন্ন্য ভিন্ন২॥
অৰ্জ্জুনের কপিধ্বজ ভুবন বিখ্যাত।
তাহার গৰ্জ্জন যেন শুনি ঝঞ্ঝাবাত॥
হেনমত যুদ্ধ জয়দ্রথ সন্নিধান।
উপমা দিবারে নারি তাহার সমান॥

দ্রোণ বধার্থ পাণ্ডব পক্ষের
সমবেত সমর

লস্কর পরাগল দারিদ্র ভরণ।
আদেশিল ভারতের পাঁচালি কথন॥
সে বংশের উদ্ভব যে ধর্ম্ম অবজ্ঞাব।
কবীন্দ্র উপাম স্বরে রচিল পয়াব॥
ভারতেব পুণ্য কথা অমৃত লহবি।
শুনিলে অধর্ম্ম হবে পরলোকে তবি॥
ভক্তি ভাবে পুছিল লস্কব মহামতি।
কেমতে সন্ধব বাখে যত নরপতি॥
কৌরবে পাণ্ডবে যুদ্ধ হইল তুমুল॥
দ্রোণক বেড়িয়া বাণ মাবএ পাঞ্চাল।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন আছিল সত্য কাল॥
দ্রোণে সৈন্য মারিবারে বড় যত্ন করে।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারএ সমব মাঝাবে॥
ব্যূহের সমুখে আছে কেকয় নরপতি।
দ্রোণের উপরে বাণ বরিষন্ত অতি॥
রণে আগু হৈল তবে ক্ষেমধৃতি বীর।
শতে২ বাণ মারি ভেদিল শবীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু চেদিবংশ বীর।
দ্রোণক বিন্দিল বাণে নির্ভয় শরীব॥
তার পাছে পরিছিল সেই মহামতী।
শতে২ বাণ মাবি বিন্দে শীঘ্রগতি॥[২১৩]

যুধিষ্ঠির ও দ্রোণের যুদ্ধ
এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

সৈন্য সমে যুধিষ্ঠির প্রবেশিল রণ।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥

নকুলে গ্রাসিল তবে বিকর্ণ[২১৪] প্রচণ্ড।
দুই বীরে বাণ মারে যেন কালদণ্ড॥
সহদেব দুর্মুখের আছিল মহারণ।
ব্যাঘ্র দণ্ডে প্রবেশিল সিলির নন্দন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রে প্রবেশিল রণ।
নিবারন্ত সোমদত্তে পুরুষ প্রধান॥
মহাবীর ভীমসেন সমর দুর্জ্জয়।
তাকে রাখে অলম্বুষ রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
হৃস্যশৃঙ্গতনয় রাক্ষস মহাবীর।
বাণ মারি বিন্ধে ভীমসেনের শরীর॥
না সহন্ত ভীমসেন তাহান আক্ষেপ।
অতিকোপে হানন্ত রাক্ষস অধিরোপ।
দুই বীরে হানাহানি হৈল মহারণ।
যেন পূর্ব্বে রণ কৈল রঘুর নন্দন॥
যুধিষ্ঠিরে দ্রোণের মর্ম্মেত হানিল।
অতি কোপে যুধিষ্ঠির বাণ বৃষ্টি কৈল॥
না চিন্তয়ে দ্রোণাচার্য্য প্রতাপে অপাব।
রুষিলেক বিংশতি বাণ ধর্ম্ম নরপতি।
শরে শরে নিবারিল রাজা যুধিষ্ঠির।
শর বৃষ্টি আর্বরিল দ্রোণের শরীর॥
তবে দ্রোণে ক্রোধ হৈয়া কাটিলেক ধনুঃ।
যুধিষ্ঠির রাজার ভেদিল মর্ম্মতনু॥
সহস্রে২ বাণ ভেদিল শরীর।
মোহস্চিত হৈল তবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির পড়ন্ত ঘোষন্ত সর্ব্বজন।
আর ধনুঃ হাতে শল্য পাণ্ডুর নন্দন॥
দ্রোণের যতেক অস্ত্র কৈল খণ্ড২।
মহাবীর যুধিষ্ঠির সমরে প্রচণ্ড॥
পর্ব্বত বিদার শক্তি তুলি লৈল হাতে।
দ্রোণেরে হানিল শক্তি ধর্ম্ম নরনাথে॥
আকাশে উঠিল শক্তি যেন অগ্নিময়।
ত্রিলোক্য[২১৫] বিজয় শক্তি প্রচণ্ড প্রলয়॥

'সস্তি হৌক দ্রোণাচার্য্যে আশীর্ব্বাদে লোক।
যুঝি ২ বীর সবে ভাবে বড় শোক॥
দ্রোণের সাক্ষাতে শক্তি প্রতাপে দুর্ব্বার।
ব্রহ্ম অস্ত্র মারে দ্রোণ প্রতাপে অপার॥'[২১৬]
ভস্ম ভূত হৈল শক্তি ব্রহ্ম অস্ত্র বলে।
শক্তি ব্যর্থ করি বীর যুধিষ্ঠিরে বোলে॥[২১৭]
সমরে প্রচণ্ড বীর ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি।
ধর্ম্ম অস্ত্র প্রতাপে তাহাকে সংহারি॥[২১৮]
পঞ্চবাণ দ্রোণক মারিল নরপতি।
দ্রোণের হাতের ধনুঃ কাটে শীঘ্রগতি॥
ছিন্ন ধনুঃ এড়িয়া আচার্য্য মহামতি।
গদা মেলি মারিলেক ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
গদা আইসে দেখিয়া নৃপতি মহাবল।
ধর্ম্মেহ মারিল গদা তাহার উপর॥
দুই গদা ঠেকা ঠেকি উঠিল আনল।
ব্যর্থ হৈল দুই গদা পড়ে ভূমিতল॥
পঞ্চশিতি দ্রোণাচার্য্য মারিলেক বাণ।[২১৯]
ধর্ম্মের শরীরে হানে সুদৃঢ় সন্ধান॥
কাটিল হাতের ধনুঃ মারি তিন বাণ।
একবাণে ধ্বজ কাটি পাড়িল তাহান॥
আর তিন বাণ মারে ধর্ম্ম কলেবর।
বাণ ঘাতে কম্পামান ধর্ম্ম নৃপবর॥
অশ্বরথ পড়িল হাতের পড়ে ধনুঃ।
উর্দ্ধবাও করি রাজা রাখিলেক তনু॥
রথহীন যুধিষ্ঠির দেখিয়া নির্ব্বাহিল।
ধরিবারে যাএ তবে দ্রোণ মহাবল॥
হাহাকার শব্দ হৈল পাণ্ডবের বলে।
রাজাক মারিতে যাএ দ্রোণ মহাবলে॥
ত্বরমানে যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
সহদেব রথে গিয়া উঠে শীঘ্রগতি॥

কৌরব পক্ষীয়
ক্ষেমধূর্তি বধ

ক্ষেমধূর্তি মহাবীর রণে অবিকল।
আছিল মহাযুদ্ধ সমর ভিতর॥[২২০]
ক্ষেমধূর্তি করিল বিষম শরজাল।
পুনি মারে বৃহৎক্ষেত্র[২২১] বিক্রম বিশাল॥
বৃহৎক্ষেত্র বীর তবে আবরিল শরে।
ক্ষেমধূর্তি ধনুঃ কাটি পাড়িল সমরে॥
ধনুঃ ছেদি মারিল হৃদয় মহাশর।
আর ধনুঃ লৈল বৃহৎক্ষেত্র ধনুর্দ্ধর॥
অস্ত্র যুড়ি সেই ধনুঃ কাটিল সত্তর।
মোহোশ্চিত বৃহৎক্ষেত্র সমর ভিতর॥

বীরধর্ণার নিধন

বীরধর্ণা ক্ষেমধূর্তির আছিল সংগ্রাম।
দেবাসুর সম যুদ্ধ কিদিব উপাম॥
দুই মহাবলবন্ত দুই মহাবীর।
সমতুল্য দুই বীর নির্ভয় শরীর॥
রুষিলেক বীরধর্ণা হাতে শারাসন।
ধৃষ্টকেতুর ধনুঃ কাটিল ততক্ষণ॥
ধৃষ্টকেতু চেদি রাজা সংগ্রাম প্রচণ্ড।[২২২]
মহাশক্তি হানিলেক যেন কাল দণ্ড॥
বীরধর্ণা বীরের হানিল শারাসনে।
হৃদয়েত বাণ মারি পারিল ভুবন॥
ত্রিগর্ত্তের নৃপতি বীরধর্ণা মহাবীর।
ধৃষ্টকেতু চেদিরাম নির্ভর শরীর॥
শল্য সমে দুর্ম্মুখ আইল সমর ভিতরে।
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল পাণ্ডবের[২২৩] বলে॥

সহদের কুমারক ষষ্ঠি বাণ মারি।
সিংহনাদ করে বীর বিক্রম কেশরি॥

সহদেবকর্ত্তৃক নিরমিত্র বধ

ক্রোধ হৈল সহদেব করএ প্রহার।
দশবাণে হানিলেক দুর্ম্মুখ কুমার॥
যেন দুই সিংহে করে অরণ্যেত বাস।
অন্যে ২ হানাহানি যুগান্ত গুতাম॥
নানা অস্ত্র করেন দুর্ম্মুখ মহাবল।
সহদেবে হানিয়া পাড়এ ভূমিতল॥
একবাণে কাটিয়া পাড়িল রথধ্বজ।
সিংহে যেন ধরি পাড়ে মহামত্ত গজ॥[২২৪]
আর চারি বাণ মারি কাটে অশ্ব চারি।
আর তিন বাণে তান সারথি সংহারি॥
খুরবাণ মারিয়া কাটিয়া পাড়ে ধনুঃ।
পঞ্চবাণ মারি বিন্দে দুর্ম্মুখের তনু॥
অস্তে ব্যস্তে দুর্ম্মুখে আপনা তনু রাখি।
নিরমিত্র রথে উঠে সংগ্রাম উপেক্ষি॥
তবে বীর সহদেব নিরমিত্র হানে।
ভূমিত কাটিয়া পারে পরম সন্ধান॥
ত্রিগর্থ রাজার পুত্র নিবমিত্র বীর।
সহদেব যুদ্ধে সেই ত্যজিল শরীর॥
হাহাকার শব্দ হৈল ত্রিগর্থের বলে।
নিরমিত্র কুমার পড়িল রণস্থলে॥
কুমার বিকর্ণ বীর মহাবলবন্ত।
নকুল মহাবীরে তার করিলেক অন্ত॥

সাত্যকিসহ যুদ্ধে
কৌরবগণের পরাজয়

সাত্যকিরে হানিলেক ব্যঘ্রদন্ত বীর।
অশ্ব ॱ ॱ ম কৈল তান সারথি অস্থির॥
শরে শর কাটিয়া সাত্যকি মহাশয়।
অশ্বরথ সমেত কাটিল ব্যাঘ্রদন্ত।
হস্তী যেন সংহারিল মৃগেন্দ্র মহন্ত॥
মগধ বাজার পুত্র বিক্রম অপার।
সাত্যকি বীরে তার করিল সংহার॥
সকল মগধগণ মহাক্রোধ মনে।
সাত্যকিরে আববিল বাণ ববিষণে॥
অস্ত্র এড়ি গজ সৈন্য করে খান ২।
মগধের পুত্র পড়ে সাত্যকিব রণ॥
মগধ নৃপতি ভঙ্গ ত্রস্ত্র কুরুবল।
ভঙ্গদিয়া পলায়ন্ত বাহিনী সকল॥
তবে দ্রোণ মহাবীবে পবম সন্ধানে।
নিবাবিতে লাগিল সাত্যকি ধনুর্দ্ধবে॥
দ্রৌপদীর পুত্রসব নিবাবিয়া শবে।
একেশ্বর দ্রোণবীরে সিংহনাদ কবে॥

সোমদত্তবধ

নকুলেব পুত্র শতালিক মহাবল।
দুইবাণে বিন্দে সোমদত্ত কলেবব॥
আর চারি ভাই তার তিন ২ শরে।
আকর্ণ পুরিয়া তাকে বিন্দিল সত্বরে॥
সোমদত্ত মহাবীর মহাধনুর্দ্ধর।
এক২ বাণ বিন্দে পঞ্চ সহোদর॥
পঞ্চজন উপরে কবএ শরবৃষ্টি।
ব্যঘ্র হৈল সোমদত্ত না দেখএ সৃষ্টি॥
অর্জ্জুনের পুত্রে কাটে চারি তুরঙ্গম।
অন্যো২ চারিভাই করয়ে অনুক্রম॥

যুধিষ্ঠির পুত্রে কাটিল ধ্বজ দণ্ড।
নকুলের পুত্রে কাটে সারথি প্রচণ্ড॥
সহদেব পুত্রে কাটিল তার শির।
ভূমিত পড়িল সোমপুত্র মহাবীর॥
সুবর্ণ কুণ্ডল গোটা ভূমিতলে গড়ে।
তা দেখিয়া কুরুবল সৈন্য ভঙ্গ পাড়ে॥

ভীম-অলম্বুষের যুদ্ধ

অলম্বুষ বীর তবে ভীম আগে হৈল।
বজ্র হস্তে করি যেন ইন্দ্র দেব আইল॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ নাহিক বিশ্রাম।
না চাহন্ত ধনুর্গুণ না চাহন্ত বাণ॥
সর্ব্বজন সবিস্ময়ে বড় চিন্তা পাইল।
অন্যে ২ দুই বীরে সংগ্রামে পসিল॥
নববাণে অলম্বুষ ভীম অঙ্গে হানে।
অলম্বুষ অঙ্গ বিন্দে ভীম পঞ্চবাণে॥

ভীম-সমরে অলম্বুষের পরাজয়

ভীমেব সহাএ বথ হানে তিনশত।
নিমেষে প্রবেশ করে ভীম মহাসত্ত্ব॥
আকর্ণ পুরিয়া তাকে বিবি বাণে হানি।
সিংহে যেন সংহারিল গজ সৈন্য জানি॥
মোহম্পিত হৈয়া রহে রথধ্বজ ধরি।
অবসাদ পাইল কিছু ভীম মহাবলি॥
পুনি সুস্থ পাইল তবে বীর বৃকোদর।
আকর্ণ পুরিয়া শর এড়ে নিরন্তর॥
ক্রোধ হৈল ভীমসেন যমের দোসার।
রাক্ষস হানিয়া শরে করিল জর্জ্জর॥
সর্ব্বগাএ রাক্ষসের রক্ত পড়ে ধারে।
পুষ্পিত কিংশুক যেন বৃক্ষের উপরে॥

ভীমের প্রহারে বীর না চিন্তিল ভয়।
ভ্রাতিবধ মনে ধরি রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মোর বড় ভাই পূর্ব্বে বধিছে এহি ভীম।
মহাবীর বীর্য্যশালি বিক্রমে অসীম॥
আজু তাকে সংহারি করিমু তে কারণে।
থাক ২ ভীমসেন করে অহঙ্কার।
এ বলিয়া অদৃশ্য হৈল রাক্ষস দুর্ব্বার॥
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ।
উর্দ্ধমুখে ভীমসেনে পুরিল গগন॥
না দেখিএ নিশাচর গগনে লুকাইল।
বাণ বরিষণে ভীম সম্ভ্রম পাইল॥
আকাশে পুরিল বাণ রহে পৃথিবীত।
তথা থাকি রণ করে ভীমের সহিত॥
ভুমি হতে রাক্ষস অদৃশ্য হৈল পুনি।
উচ্চে থাকি কহে কথা সংগ্রামেত গুণি॥
উচ্চ বচন করে নানান প্রকার।
অদৃশ্য হইয়া করে সৈন্যের সংহার॥
অশ্বরথ গজরথী পড়ে বণ্ডতর।
অলম্বুষে সংহারিল সংগ্রাম ভিতর॥
রুধিরে বহএ নদি পাএ বড় ত্রাস।
কৌরব বাহিনী সব করএ উল্লাস॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে সিংহনাদ করে।
পাণ্ডবের সৈন্য সব অলম্বুষে মারে॥

ভীম-দ্রোণ যুদ্ধ

ক্রোধ হৈল দ্রোণাচার্য্য করে আক্রোকর্ণ।
মোতে ভক্তি করি যায় পাণ্ডব নন্দন॥
ক্রোধে জ্বলে ভীমসেন যেন কালসর্প।
দ্রোণের আগে বলে করি বীর দর্প॥
উপরোধে অর্জ্জুনে না মারে পুরজন।
তোহ্মার স্মরণে গেল তাহার কারণ॥

হেনমত রহস্য যে গুরু ব্যবহার।
আপনে করহ রণ বিপক্ষ আহ্মার॥
মুই অর্জ্জুনের ভাই মোর নাম ভীম।
ত্রিভুবনে জানে মোর বিক্রম অসীম॥
তোহ্মারে অদৃশ্য কর্ম্ম করিমু আজি রণে।
কালদণ্ডসম গদা নিল ভীম করে॥
ক্ষেপিল দ্রোণক বলি দেখে সর্ব্বজনে।
রথ হতে ফাল দিয়া এড়াইল ব্রাহ্মণে॥
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ।
নিবারএ সর্ব্ব অস্ত্র ভীম মহাজন॥
দ্রোণ অশ্বরথ সমে ভীমে কৈল চুর।
হাতে ধনুঃ শর করি দ্রোণ রহে দূর॥
গদার প্রহারে পড়ে বীর বড়াবড়ি।
বাইউ ভঙ্গ বৃক্ষ যেন করে মড়মড়ি॥

দুর্যোধন-ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ

দুর্য্যোধন রাজার সকল সহোদর।
সসৈন্যে বেড়িল পুনি বীর বৃকোদর॥
আর রথে চড়িয়া আচার্য্য মহামতি।
ব্যূহের দ্বারেত আসি বোলে শীঘ্র গতি॥
কোপে করে ভীমসেন অস্ত্র বরিষণ।
মোহাশক্তি হাতে করি আইসে দুর্য্যোধন॥
যমদূতসম শর মারিলেন্ত বাণ।
গদা মারি ভীমসেনে করে খান ২॥
বিন্দ অনুবিন্দ দুই সুলাব কুমার।
এক শর মারি ভীমে করিল সংহার।
সুদর্শন পড়িল কৌরবে ভঙ্গ দিল।
মহাবীর রুদ্র যেন পবনে উজাইল॥
কৌরবের অবশিষ্ট সহোদব গণ।
ভঙ্গ দিয়া যাএ সব না রহিল রণ॥
সিংহনাদ করে ভীম হাসে খল ২।
ভাল যুদ্ধ করয়ে পাপীষ্ঠ কুরুবল॥

অতিকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষন্ত শর।
শরে শর নিবারন্ত বীর বৃকোদর॥
সিংহনাদ করিয়া মহারণ করে ভীম।
কৌরবের বল হৈল বিশাদ অসীম॥
ভুবন বিখ্যাত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য বীর।[২২৫]
শর হানি আবরিল ভীমের শরীর॥

ভীমের যুদ্ধে অর্জ্জুনের হর্ষ

বেগে ভীম গিয়া দ্রোণেব রথবর।
রথ ধ্বজ ধরি ভীম ক্ষেপিল সত্বর॥
অশ্বরথ সহিতে পড়ে গিয়া দূরে।
অপমান পাইলেক দ্রোণ মহাসুরে॥
ভোজ সৈন্য মর্দ্দিয়া মর্দ্দিল সৈন্যগণ।
বিদ্যমানে দেখিল সাত্যকি করে রণ॥
অর্জ্জুনে দেখিতে আছে উল্লাসিত মনে।
মর্দ্দিল সকল সৈন্য ভীম মহাজনে॥
বড় ২ যোদ্ধা পড়ে সব কেহ নহে স্থির।
ভীমেরে দেখিয়া ধাএ বড় ২ বীর॥

অর্জ্জুন-যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের প্রবেশে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ

ধনঞ্জয় দেখি বীরে করে সিংহনাদ।
কৌরব বাহিনী সবে করএ বিষাদ॥
সিংহনাদ ভীমের শুনিয়া ততক্ষণ।
মহাসিংহনাদ করে নর-নারায়ণ॥
বাসুদেব ধনঞ্জয় আনন্দে পূর্ণিত।
পুনি ২ সিংহনাদ হৈয়া পুলকিত॥
ভীমার্জ্জুন সিংহনাদ শুনি অনুমান।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির শুনে সাবধান॥

ভীম-কর্ণ যুদ্ধ

ভীমসেন সিংহনাদে কাপে ত্রিভুবন।
কর্ণবীর আইল তবে করিবারে রণ॥

রথ চালাইয়া বীর আইল ততক্ষণে।
কোপে বাণ বৃষ্টি করে বীর ভীমসেনে॥
ভীমসেনে মারে কর্ণ কর্ণে মারে ভীম।
শব্দ অতি ঘোর হৈল যুদ্ধে নাহি সীম॥
কৌরব পাইল ভয় রণে হৈল ভোল।
ত্রাস পাইল মহারথী করএ হিন্দোল॥
ত্রাস যুক্ত হইয়া চাহে অশ্ব গজগণ।
হাসিয়া কর্ণক মারে ভীম মহাজন॥
ভীম কর্ণ সমাগম বিষম সমরে।
ভীমেরে বিষম বাণ মারে কর্ণ বীরে॥
শরে শর নিবারএ বীর বৃকোদর।
শব কাটি ভীমসেনে হাসে খল ২॥
মুষ্টিদেশে কর্ণেব হাতের কাটে ধনুঃ।
অসংখ্য শত বাণে কর্ণের বিন্দে তনু॥
আর ধনুঃ লৈয়া কর্ণে বরিষএ শর।
তিন বাণে হানিলেক বীর বৃকোদর॥
হৃদয় ফুটিল বাণ রক্ত পড়ে ধারে।
ত্রস্ত হৈল কর্ণ বীব অস্ত্রের প্রহারে॥
ধনুত চড়াইয়া গুণ আকর্ণ সন্ধানে।
সুত পুত্র ভীমে বিন্দে অসংখ্যাত বাণে॥

ভীমকর্তৃক কর্ণ পরাজয়

অতিকোপে ভীমসেন সংগ্রাম নিপুন।
একবারে কর্ণের কাটিল ধনুর্গুণ॥
রথের সারথি মারি পাঠাএ যমঘর।
চারি অশ্ব সংহারিল বীর বৃকোদর॥
রথ হতে তুলাইয়া কর্ণ মহামতি।
বৃষকেতু রথে গিয়া উঠে শীঘ্রগতি॥
কর্ণকে জিনিয়া রণে বিক্রমে অপার।
সিংহনাদ মহাবীরে করে বারে বার॥
কর্ণে পাইল পরাজয় ভীমে করে নাদ।
দুর্য্যোধন রাজা হৈল পরম বিষাদ॥

দ্রোণ সমীপে দুর্যোধনের জয়োপায় প্রার্থনা

রথে চড়ি দুর্য্যোধন সত্বরে চলিল।
সকল বৃতান্ত গিয়া দ্রোণেত কহিল॥
মহাবলবন্ত তুহ্মি কার্ত্তবীর্য্যসম।
দেবাসুর যুদ্ধে নাহি তোহ্মার সম্ভ্রম॥
তোহ্মারে জিনিয়া গেল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কর্ণক জিনিয়া যাএ বীর বৃকোদব॥
একেশ্বর সাত্যকি তোহ্মাকে যাএ জিনি।
সকল সংহার কৈল কৌরব বাহিনী॥
রাজার বচনে দ্রোণ দিলেক উত্তর।
দূত কর্ম্ম করিলা শকুনি পাত্রবর॥
দুষ্কর্ম্ম নহে হেন জানিয় আপনে।
পলাইয়া জয়দ্রথ রাখ কি কারণে॥
আগে সত্য কবি পাছে পলায় সমব।
যত্ন করি রাখ জয়দ্রথ নৃপবর॥
যেন দূত খেলাইলা সকলে মিলিয়া।
পাণ্ডবক উপহাস্য করিছ বেড়িয়া॥
আহ্মি রাখিবেক আজি যত যোদ্ধাবর।
পার্থ হতে রাখ জয়দ্রথ নৃপবর।
সংগ্রাম জিনিয়া এবে রাখহ সত্বর॥

ব্যূহপথে দুর্যোধন সহ সুধামন্যু প্রভৃতির যুদ্ধ

দ্রোণের বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সমরে চলিয়া গেল গান্ধারী নন্দন॥
সুধামন্যু উত্তমৌজা দুই সহোদর।
অর্জ্জুনের কাছে গেল যমের দোসর॥
কর্ণে যদি ভীমস্থানে লইল পরাজয়।
পুনি রণে প্রবেশিল অর্জ্জুন দুর্জ্জয়॥

অর্জ্জুনের কাছে গেল বীর বৃকোদর।
আর রথে চড়ি আইল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
অরি পাইয়া গেল পুনি আইল রণে।
অন্যে২ বাণ বৃষ্টি কৈল দুইজনে॥

ভীম-কর্ণ যুদ্ধ
কর্ণ-পলায়ন

অপমান পাইয়া কর্ণ পুনি আইল সাজি।
আইল অনেক সৈন্য বগু গজ বাজি॥
কর্ণক দেখিয়া ভীম বলিল সভাত।
তুহ্মি মূলে আহ্মার অনেক উৎপাত॥
দ্যূত খেলি কপটে হারিলা রাজ্য ভার।
উগ্র বনে বহে যেন কপট সবস্বতী।
তোর খলে উপজিল দ্রৌপদীর প্রতি॥
অনিষ্টের মূলে তুই কৈলে দুর্ব্বচন।
তোর দোষে মজিলেক কৌবব নন্দন॥
দ্রৌপদীবে দাসী কব কৌববে বলিলে।
তোর মুখাগ্রেতে হন বচন বলিলে॥
দ্রৌপদী সহিতে আহ্মি সব বনে যাইতে
পরিহাসা কৈলা তুহ্মি সকল বুঝাইতে॥
তখনে প্রকৃতি সব বুঝিছি তোহ্মার।
তার ফল পাইবা আজি সুয়ার গোঁয়ার॥
এ বলিয়া ভীমসেন বরিষন্ত শর।
কোপে বাণ বরিষএ কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শঙ্খ ধ্বনি করে বীর ধনুর নির্ঘাত।
দ্বিগুণ জ্বলিল ভীম কর্ণের সাক্ষ্যাত॥
কর্ণ আগে রথ নিয়া মিশামিশি হএ।
অদ্ভুত দেখিয়া লোক মনে লাগে ভয়॥
দুই বাণ প্রবেশিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
গজ অশ্ব রথ পড়ে রক্ত মাত্র ঝরে॥
অতিকোপে শক্তি মারে কর্ণ মহাবীর।
শতবাণে হানে ভীম নির্ভয় শরীর॥

আর বার কর্ণ বীরে সান্ধিলেক শর।
রাশি ২ বাণ পড়ে ভীমের উপর॥
সর্ব্ব শর নিবারিয়া করে সিংহনাদ।
দুই মহাবলবন্ত নাহি অবসাদ॥
যেন দুই মত্ত হস্তী করে জড়াজড়ি।
যেন দুই বৃষের গোচরে ঠেলাঠেলি॥
যেন দুই মহাসত্ত্ব করএ সংগ্রাম।
অন্যে২ মহাযুদ্ধ কি দিব উপাম॥

কর্ণ-সাহায্যার্থে দুর্যোধনাদির রণে প্রবেশ

পুনি মুষ্টি দেশেত কাটিয়া পাড়ে ধনুঃ।
রথ অশ্ব সহিতে কাটিয়া পাড়ে তনু॥
কর্ণের সংশয় দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
বলবন্ত বীর সব আদেশিল রণ॥
রণে আইল দুর্য্যোধন যত সহোদর।
শরে আবরিল তবে বীর বৃকোদর॥
অশ্ব যুত ধ্বজেত মারিল কর্ণ বাণ।
না কম্পিল ভীমসেন সমরে প্রধান॥

কর্ণের সাহায্যকারী দুর্ম্মুখ বধ

অতি কোপে ভীমসেনে করিল সন্ধান।
আকর্ণ পুরিয়া করে বাণ সমাধান॥
রাজার কনিষ্ঠ ভাই দুর্ম্মুখ কুমার।
অশ্বরথ সমে তাকে করিল সংহার॥
কর্ণকে বিরথি করে শরে নিরন্তর।
ভীমে গ্রাসিবারে চাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
প্রলয় কালেত যেন যুগান্তের ঝাড়।
তথাপিহ ভীমসেনে কর্ণক না ছাড়ে॥

পুনি পুনি বাণ মারে কর্ণের শরীর।
বিক্রম ধনুক কাটে ভীমসেন বীর॥
আর ধনুঃ লৈয়া কর্ণে বরিষএ বাণ।
মেঘে যেন বরিষএ নাহি সমাধান॥
তবে তার চারি অশ্ব কাটিল সারথি।
খল২ হাস্য করে ভীমসেন রথী॥
তাহার বিজয় ধনুঃ কাটে এক বারে।
সর্ব্ব লোকে দেখে কর্ণ কাপে অপমানে॥
রথ হতে নামিয়া যে গদা লৈল হাতে।
গদা মেলি মারিলেক ভীমসেন মাথে॥
বিদ্যমান আইসে গদা দেখিয়া প্রচণ্ড।
শর মারি বৃকোদরে করে খণ্ড ২॥
সহস্রেক সংখ্যক বাণ কর্ণক মারে।
শরে হানি কর্ণবীরে সকল সংহারে॥
ভীমের কবচ কাটি কৈল খণ্ড ২।
পঞ্চ বিংশ বাণ মারে যেন কাল দণ্ড॥
পঙ্কে তাপ বেশ যেন করে সর্পবর।
তেন শত বাণ এড়ে বীর বৃকোদব॥
আর বার ভীমসেনে মারে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান২॥
ভেদিয়া দক্ষিণ বাণ্ড ভ্রমি গেল শর।
পঙ্কে যেন প্রবেশিল সর্প অজাগব॥
কর্ণেরে বিরথি দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
সম্ভ্রমিতে আদেশিল সহোদরগণ॥

কর্ণ সাহায্যার্থে পুনরায় দুর্যোধন ভ্রাতাগণের রণে প্রবেশ

ঝাটে গিয়া কর সবে ভীমের সংহার।
সংগ্রামে বিরথী কর্ণ হয়ে বার ২॥
রাজার আদেশে গেল সব সহোদর।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভর॥
চিত্রউধ চিত্রসেন বিচিত্র কুমার।
চিত্রভানু চিত্রকর্ণ বিক্রমে অপার॥

সপ্ত সহোদর আর যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ।

দুর্যোধন ভ্রাতাগণ বধ

শক্রঞ্জয় শক্রভূরি কর্ণচিত্র নাম।
চিত্রউধ চিত্রসেন বড় অনুপম॥
একবারে অস্ত্র করে সব সহোদর।
ভীমের প্রহারে সব গেল যমঘর॥
লজ্জাএ বীর কর্ণ পাইল অপমান।
আক্ষার সাক্ষাতে যার ভ্রাতির নিধন॥
পৃথিবী চাহিল বাণে চারি দিগ ভরি।
বাণে বাণ কাটে যত বাণ অবতরি॥
কোপে ভীম সান্ধে বাণ সুদৃঢ় সন্ধান।
কর্ণের কুণ্ডল কাটি করে খান২॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে অতি শোভামান।
ভীমে তাকে কাটিয়া যে করে খান২॥
হৃদয় হানিল বাণ ভীম মহাবল।
মারিল নাগর বাণ যমের দোসর॥
ললাটে নারাচ পড়ে হৃদে পড়ে বাণ।
মোহো পাইল কর্ণ বীর হারাইল জ্ঞান॥
যত রথীগণ সবে দেখিল নয়ন।
মুহূর্তেকে চৈতন্য পাইল ততক্ষণ॥
আকর্ণ পুরিয়া মারে একশত শর।
শরে শর নিবারন্ত বীর বৃকোদর॥
সহস্রেক বাণ মারে কর্ণের উপর।
আর বাণ হাতে লৈল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মেঘে যেন বরিষয়ে পর্ব্বত উপর।
নিরন্তর বরিষয়ে চতুর্গুণ বাণ॥
অশ্বগজ পড়িল পড়িল যোদ্ধাগণ।
রণ ভূমি ছাহে দুই মহাজন॥
সরক্ষ্যাত বাহিনী সকল ভঙ্গ দিল।
দুই বীরে সমরেত যম উপজিল॥

মহাশক্তি ধরি তবে কর্ণ মহামতি।
ধনুর্গুণ ভীমের যে কাটিল সারথি॥
ভীমের কাটিল যে বিশিখ সারথি।
সুধাসৈন্য রথে চড়ে ভীম মহামতি॥
ধ্বজ ছত্র কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল।
খড়্গ মেলি মারিলেক ভীম মহাবল॥
কর্ণের হাতের ধনুঃ কৈল খণ্ড ২।
ভূমিত পড়িল ধনুঃ সমর প্রচণ্ড॥
আর ধনুঃ হাতে লয়ে ইষিত হাসিয়া।
কোপে বীর উঙ্কারিল রণে প্রবেশিয়া॥
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে অসংখ্য কুঞ্জর॥
কর্ণক ধরিতে যাএ করিতে সংহার।
বিস্ময় হইয়া লোকে করে হাহাকাব॥
যেন দুই জলধরে গর্জ্জএ গগনে।
তেহেন গর্জ্জএ পরস্পর দুইজনে॥
তবে কর্ণ মহাবীর পুরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করে খান ২॥
নিরস্ত হইয়া বীর সংগ্রাম ভিতর।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে কর্ণের উপর॥
যত হস্তী তুলি ফেলে তাহা কাটে কর্ণবীর।
বাণে খণ্ড ২ কৈল ভীমের শরীর॥
কাটা অশ্ব গজ ছিল সব ক্ষয় হৈল।
দুই হাতে কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড ২॥
বাণে খণ্ড ২ হৈল ভীমের শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার পড়িছে রুধির॥
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম ভিতরে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর ধরিল ভীমেরে॥
কুন্তীর বচন স্মরি রাখিল জীবন।
ধনুর কুটিএ ভীম করয়ে চেতন[১২৬]॥

ভীমের বিশৃঙ্খল যুদ্ধে
কর্ণের কটূক্তি

গুণসহ ধনুঃ ধরি দিল তার গলে। .
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণবীর বলে॥
এই বল ধরি তুই করিস সমব।
'উপহাস্য কর্ণবীরে বিক্রম বচনে।
লজ্জাবন্ত ভীমসেন শুনে দুই কানে॥'[২২৭]
কি উপায় এবে বল আরে বৃকোদর॥
রণে শক্তি না হও যদি চলি যাও বন।
প্রাণ থাকিতে আর না করিয় রণ॥
এত বলি কর্ণবীর করে উপহাস।
ধনুর কোটরে এড়ে ভীম অঙ্গ পাস॥
শুনবে বর্ব্বর ভীম আক্ষার বচন।
আক্ষার সহিতে তুক্ষি না করিবা রণ॥
আক্ষা সমে যুদ্ধ কৈলে হেন ফল ধবে।
সম সাথে কর যুদ্ধ সমর ভিতরে॥
যথা আছে কৃষ্ণার্জ্জুন তথা গিয়া বহ।
নতুবা ঘরেত গিয়া যুদ্ধ কথা কহ॥

ভীম-নিন্দায় ক্রুদ্ধ
অর্জুনের কর্ণ আক্রমণ

অর্জ্জুনের কাছে গিয়া রাখহ জীবন।
এত শুনি ক্রোধ হৈল দেব নারায়ণ॥
অর্জ্জুনেরে আদেশিল কর্ণ মারিতে।
এখনে অর্জ্জুন আইল ধনুঃ শর হাতে॥
গাণ্ডিব সান্ধিয়া মারে চোখ২ বাণ।
তবে সে করিল তার বিপক্ষ সন্ধান॥
ক্রোধ মুখে ধাইল তবে বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণেরে নারাচ মাবে যম মূর্ত্তি চয়॥
গগনে নারাচ আইসে সূত পুত্র বলি।
গরুড়ে ধাবায়ে যেন পূর্ণগয়া কলি॥

শর মারি অশ্বথামা কাটিলেক তাক।
অশ্বথামা বরিষে বিশিখ ঝাকে ঝাক॥
চতুঃষষ্ঠি বাণ মারে বীর ধনঞ্জয়।
সর্ব্ব গাএ ভেদিলেক আচার্য্যতনয়॥
নারাচ বরিষে পার্থ ক্ষোভে কুরুবল।
গাণ্ডিবের শব্দে হৈল মহী টলমল॥

সত্যকিকর্ত্তৃক অলম্বুষ নৃপতি বধ

হেন ক্ষণে সাত্যকি আইল বিদ্যমান।
জুড়িয়া মারিতে কুরু চাহে ত্বরমান॥
অলম্বুষ সমে যুদ্ধ আছিল অতুল।
সাত্যকির সংগ্রামে দিবার নাহি তুল॥
অলম্বুস রাক্ষস পাইল পরাজয়।
দেখিয়া উল্লাস হৈল বীর ধনঞ্জয়॥
সাত্যকি দেখিয়া অর্জ্জুন জনার্দ্দন:
পরম উৎসব[২২৮] হৈল আনন্দিত মন॥
অলম্বুষে পরাভবে আইল দুঃশাসন[২২৯]
সুরসেন ত্রিগর্থক সমে যোদ্ধাগণ॥

যুদ্ধজয়ী সাত্যকির অর্জ্জুন অভিমুখে গমন এবং সাত্যকি সম্পর্কে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন

একেশ্বর সাত্যকিএ সকল পরাজিল।
তবে জনার্দ্দন আসি অর্জ্জুনে মিলিল[২৩০]॥
দেখ ২ সাত্যকি বীরের পরাক্রম।
পৃথিবীতে যোদ্ধা নাহি সাত্যকির সম॥
দ্রোণ আদি মর্দ্দিযা সকল[২৩১] কুরুবল।
তোহ্মার সহাএ আইসে রণে বিকল॥

কৃষ্ণের বচন শুনি বলিল অর্জ্জুনে।
অলম্বুষ পরাজিল[২৩২] সাত্যকি কারণে॥
যুধিষ্ঠির রাখিবারে নিয়োজিল তাকে।
না জানি কি হৈল আজি দ্রোণের বিপাকে॥
রাজাক ধরিতে দ্রোণের সর্ব্ব কার্য্য নাম।
জয়দ্রথ বধে হৈল আস্কার উল্লাস॥
তাহার বিষম দেখি শুন মহাবীর।
না জানি কি কর্ম্ম হএ চিত্ত নহে স্থির॥

হের দেখ ভূরিশ্রবা তথা চলি যায়ে।
মত্তগজ দেখি যেন সিংহ বাহিরায়ে॥
শ্রান্ত হৈল সাত্যকি টোনে অল্প বাণ।
অশ্ব সব শ্রান্ত হৈল পাসে নাহি আন॥
কি করিব জয়দ্রথ কি করিব তাক।
কি বুদ্ধি রাখিব রাজা বীরের বিপাক॥

ভূরিশ্রবার সাত্যকি আক্রমণ

সাত্যকি আসিয়া এথা কার্য্য কৈল বাদ।
তাহাকে রাখিয়া যাই এহি অবসাদ॥
এহি কথা কহিতে যে সিংহ অবতারে।
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ ভূরিশ্রবা বীরে॥
আগু হৈয়া ভূরিশ্রবা বোলে বীর দাপ।
আজু শিখণ্ডী সমে ঘুচাইব প্রতাপ॥
আজি মোর ভূজবল দেখিব ধনঞ্জয়।
আজি দুঃখ উপজিব কৃষ্ণের মনয়॥
ভূরিশ্রবা বীরের শুনিয়া দুর্ব্বচন।
শতদর্পে কহিল সাত্যকি মহাজন॥
যে মোরে করিতে পারে এহি কর্ম্ম রণে।
সাত্যকির পরাক্রম জানে সর্ব্বজনে॥
মোহোকে জিনিতে বোলে সমর ভুবনে।
কোন কর্ম্ম করিয়া পৌরুষ ধরে মনে॥

মিথ্যা কথা কহ তুহ্মি কোন ব্যবহার।
তাকে বোলে অসম্ভব পুরুষ আকার॥
দুই বীরে অন্যে ২ বরিষন্ত শর।
অন্যে ২ মহাযুদ্ধ দুই ধনুর্দ্ধর॥
দুই বীরে যুদ্ধ করে খড়গ চর্ম্ম ধরি।
দুই মহাবলবন্ত সমরে কেসরী॥
জয় পরাজয় নাহি দুই সম শর।
ভূরিশ্রবা শ্রান্ত হৈল সমর ভিতর॥
পাছাড়িয়া সাত্যকি বুকে দিল পাও।
কদলি মঞ্জরি যেন কাপে সর্ব্ব গাও॥

সাত্যকি রক্ষার্থে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের আজ্ঞা

ধরিলেক ভূরিশ্রবা সাত্যকির কেশে।
মস্তক কাটিতে খড়গ তুলিল বিশেষে॥
সাত্যকিবে ভ্রমাএ যেন কুম্ভকার চাক।
সোমদত্ততনয় মারিতে চাহে তাক॥
এতেক দেখিয়া তলে কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন হের ওরে ধনঞ্জয়॥
ভূরিশ্রবা মহাবীরে মারিতে চাহে তাকে।
ঝাটে রক্ষা কর তাকে দেখুক সর্ব্বলোক॥
শুনে বা না শুনে মনে আছে ধনঞ্জয়।
আর বার বোলে তবে কৃষ্ণ মহাশয়॥ ২৩৩
অর্জ্জুনে বোলেন মোর জয়দ্রথ দৃষ্টি।
বাড় হৈয়া না পারি করিতে বাণ বৃষ্টি॥
এ বলিয়া খুর বাণ সান্ধে ধনুর্গুণে।
তেরেছি কাটিল বীর সুদৃঢ় সন্ধানে॥

ছিন্নবাও ভূরিশ্রবার অর্জ্জুন তিরস্কার

খড়গ সমে বাও কাটি পাড়িল ভূমিত।
এক হস্তে ভূরিশ্রবা চাহে চারি ভিত॥

ইন্দ্র ধ্বজ সম বাগু পড়িল ভূমিত।
পঞ্চশির সর্প যেন পড়ে পৃথিবীত॥
এক শৃঙ্গ গিরি যেন ভূরিশ্রবা বীর।
যোদ্ধামান মহাবীর নির্ভয় শরীর॥
অর্জ্জুনেরে আক্ষেপিয়া বোলে বগুতর।
কনে হেন অপকর্ম্ম করিলা বর্ব্বর॥
ইন্দ্রে তোকে পাঠাইল কোন উপদেশ।
দ্রোণে তোকে পাঠাইছে জানিয়া বিশেষ॥
কিবা দ্রোণাচার্য্য হেন উপদেশ দিল।
হেন উপদেশ তুহ্মি কথাএ শিখিল॥
কি বলিব শুনি তোকে কুরু যোদ্ধাগণে।
শুনি কি বলিব যুধিষ্ঠির মহাজনে॥
আরের যুদ্ধে তুহ্মি অস্ত্র কর ভিন।
তুহ্মি হেন বীর হৈলা কৃষ্ণের অধীন॥
কোন শাস্ত্র পঠিয়া জানিলা হেন জ্ঞান।
মোর বাগু ছেদ করি কেমত বাখান॥
পাণ্ডুবংশে জন্ম তোর কেনে কদাচার।
তোর বুদ্ধি হীন হএ হেন ব্যবহার॥
এহি বাত ভূরিশ্রবা অনেক বলিল।
ব্রহ্মা লোক যাইবার সময় করিল॥[২৩৪]

ভূরিশ্রবার যোগাবলম্বন

প্রাণ মন নিযোজিয়া বসিল আসনে।
সূর্য্য স্তুতি করিয়া[২৩৫] ভাবএ মনে২॥
কৃতকর্ম্ম সমাধিয়া ভাবে নিরঞ্জন।
মহাসত্ত্ব সোমদত্ত বীরের নন্দন॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ক নিন্দেন সর্ব্বক্ষণ।
ভূরিশ্রবা বীরের বাখানে সর্ব্বজন॥
অর্জ্জুনে উত্তর দিল শুনে সর্ব্বলোক।
না বুঝিয়া কিসেক গঞ্জনা[২৩৬] কর মোক॥
মোর দেখ বিদ্যমানে মোর ইষ্টজন।
মারএ তাহাক তুই কর অপমান॥

এ মোর প্রতিজ্ঞা হএ না হয়ে ব্যভিচার।
তে কারণে হস্ত সমে কাটিলুম তোর॥
প্রতিজ্ঞা রাখিল আহ্মি শুন সর্ব্বজন।
অধার্ম্মিক দেখি তোহ্মা করিল নিধন॥
একা অভিমন্যু বীরে বেড়ে সপ্তরথী।
কোন ন্যায় যুদ্ধে মারি করিলে পুণ্যগতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি ভূরিশ্রবা বীর।
শ্রবণত মুখে রহে নির্ভয় শরীর॥
পুনি বোলে অর্জ্জুনে শুন মহাবল।
পুণ্য লোক পায় তুহ্মি দেবের ভুবনে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির হৈল সহোদর॥
প্রতিপত্রে তুহ্মি মোর শুন মহাবল।
ভীম সহোদর যেন তুহ্মি সহোদর॥
কৃষ্ণসমে আজ্ঞা দিলা মূল দুই জন।
বিষ্ণু লোক পায় তুহ্মি শুন মহাজন।
মোহোর বচন ব্যর্থ নহে কদাচন॥
গরুর বাহন লইয়া করহ সঞ্চার।
বিষ্ণুলোক পাও গিয়া বচনে আহ্মার॥

সাত্যকিকর্তৃক ভূরিশ্রবার শিরচ্ছেদ

হেনকালে সাত্যকি উঠিল বেগ করি।
ভূরিশ্রবাব মস্তক কাটিল কেশে ধরি॥
তাহাক গরিহ লোকে দেখি অপকর্ম্ম।
সাত্যকিএ কহিল প্রতিজ্ঞা মোর ধর্ম্ম॥
মোহোর হৃদএ সাজে পৌরষ বচনে।
অবশ্য তাহারে মুই সংহারিমু রণে॥
ভূরিশ্রবা সংহারিয়া বৃষ্ণি বীর আইল।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আইল॥

জয়দ্রথ বধে
অর্জ্জুনের ব্যগ্রতা

অর্জ্জুনে কহন্ত শুন কৃষ্ণ মহাশএ।
দিন অল্প অবসান সূর্য্য অস্ত হয়ে॥
শীঘ্র রথ চালাও সন্দর্ব্ব রাজপতি।
প্রতিজ্ঞা বচন মুই পালম শীঘ্রগতি॥
বাউ বেগে ধায়ে রথ জয়দ্রথ বলি।
দশদিশ ভরিআ গগনে উঠি ধূলি॥[২৩৭]

অর্জ্জুন প্রতিরোধে দুর্যোধনের
অধ্যবসায়

দুর্য্যোধন কর্ণ বৃষসেন মহামতি।
শল্য অশ্বত্থামা আদি সকল সুমতি॥
সর্ব্ব বীর চলি আইল রাখিতে অর্জ্জুন।
অগু হৈল কর্ণবীর সমরে নিপুন॥
দুর্য্যোধন কর্ণ স্থানে কহে বগুতর।
শুন কর্ণ মহাবীর মহাধনুর্দ্ধর॥
এহি সে যুদ্ধের কাল পৌরুষ সময়।
এহি সে প্রতিজ্ঞা কাল শুন মহাশয়॥
অবিচারে প্রতিজ্ঞা করিছে ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ বধে হৈল পরম সংশয়॥
দিবস ভিতর যদি না পারে মারিতে।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ অগ্নি প্রবেশিতে॥[২৩৮]
সকল দিবস গেল অল্প আছে শেষ।
আপনে করহ কর্ণ পৌরুষ বিশেষ॥
জয়দ্রথ রক্ষা কর দিন ঘাউক ক্ষএ।
প্রতিজ্ঞা বিফল কর বীর ধনঞ্জয়॥
ধনঞ্জয় বিনে বশ্য করিব পাণ্ডব।
সমরেত হৈব পাণ্ডব পরাভব॥
অপাণ্ডবকে রায্য হইলে সুখে করি রাজ।
যে মতে পারত কর্ণ রাখ সিন্ধুরাজ॥

অর্জ্জুন বধার্থে
কর্ণের প্রতিজ্ঞা

দুর্য্যোধন রাজার বচন অঙ্গীকারী।
প্রতিজ্ঞা করিল কর্ণ বীর্য্য অনুসারী।
যেন মতে অর্জ্জুনে না পায় জয়দ্রথ।
এ মোর প্রতিজ্ঞা হওএ না হওএ বিপথ॥
কর্ণ জয় পরাজয় দৈবের নির্ম্মাণ।
মোর যত্ন দেখিবা তোহ্মার বিদ্যমান॥
এ বলিয়া কর্ণবীর চলিল সত্বর।
মহাকোলাহল হৈল সর্ব্ব কুরুবল॥
বৃষসেন অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
আরবার[১৩৯] টাল আইল কর্ণের সংহতি॥
বাণ বৃষ্টি করে বীরে অর্জ্জুন উপর।
একে ২ নিবারএ পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সর্ব্ব কুরুবলে বেড়ি বরিষএ বাণ।
নানা অস্ত্র বরিষএ নাহি সমাধান॥
মুষল পট্টিস গদা তোমর বিশাল।
অর্জ্জুন উপরে সবে ধরে শরজাল॥
দিগ অন্ধকার কৈল না দেখি গগন।
গাণ্ডিবে টঙ্কার দিল নরনারায়ণ॥
ইন্দ্র অস্ত্র প্রকাশিল বীর ধনঞ্জয়।
সহস্রে ২ বাণে গগন পুরএ॥
উল্কাপাত হইল যেন গগন মণ্ডলে।
দ্বিগুণ প্রতাপ হৈল ভঙ্গ কুরুবলে॥
কাহার হৃদয় হানে কার কাটে শির।
'কাহার কবচ কাটে ধনঞ্জয় বীর॥
কাহার কিরিট সমে কাটিল মস্তক।'[১৬০]
তোমর সহিতে কাটে হস্তীর পালক॥
অশ্বারোহ সমে পড়ে অশ্বরোহ যোধ।
কাটিয়া পাড়এ সৈন্য ত্যজিয়া উপরোধ॥

ধ্বজ পড়ে ছত্র পড়ে পড়ে নানা মত।
রুধিরে বহএ নদী স্রোতে বহে রক্ত॥
যেন দেখি নৃত্য করে বীর ধনঞ্জয়।
কুরুবলে চিন্তা করে হৈল আইউ ক্ষয়॥
হাতে লৈতে সান্ধিতে ক্ষেপিল ধনঞ্জয়।
লংঘিতে না পারে কেহ যত নৃপচয়॥
হেন মতে সংহারিল চতুরঙ্গ বল।
জয়দ্রথ বধিবারে যাএ অবিকল॥
পঞ্চশত বাণ মারে দ্রোণক পুত্রের।
কৃপাচার্য্য বলি মারে তিনশত শরে॥
বৃষসেন বীরক মারিল তিন বাণে।
মহাবীর শল্যক ষোড়শ বাণে হানে॥

অর্জ্জুন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ

চতুষষ্ঠি বাণ মারে কর্ণ বীব বলি।
সিংহনাদ করএ অর্জ্জুন মহাবলি॥
আকর্ণ পুরিয়া মারে কর্ণ মহাবীর।
তিন বাণে তর্পিলেক গোবিন্দ শরীর॥
ষষ্ঠি বাণে ধ্বজ হানে অশ্ব হানে এক।
অর্জ্জুনে সংহারে বাণ প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে॥
কর্ণেব[১৪১] যে সাবথি কাটিল এক বাণে।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কর্ণ বিদ্যমান॥

অর্জ্জুন-কৃষ্ণ পরামর্শ

হেন কালে ত্বরমানে আইল জনার্দ্দনে।
অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া বোলে ততক্ষণে॥
ছয়রথী মধ্যে রহে জয়দ্রথ ভিত।
বিনি যে রথ মৈলে না পাই নিশ্চিত॥
মহাবীর ছএ জনে মহাযুদ্ধে সহে।
তা সভাকে প্রবোধিতে দিবস না রহে॥

সূর্য আবরণের জন্য কৃষ্ণের যোগমায়া বিস্তার

রাত্রি বিনে সৌন্দর্য জিনিতে না পারি।
সূর্য্য উপক্ষণ[২৪২] আক্ষি প্রতিকার[২৪৩] করি॥
সূর্য্য অস্ত গেল হেন হইবেক জ্ঞান।
দুরাচার জয়দ্রথ হইব বিদ্যমান॥
তবে তার মস্তক ছেদিবে একশরে।
অন্যথা দুষ্কর দেখি তাহার সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ দিল অনুমতি।
সন্ধ্যাকাল সৃজিল গোবিন্দ মহামতি॥
যোগশক্তি মহাযোগ[২৪৪] পুরুষ প্রধান।[২৪৫]
বাম হস্ত দিয়া সূর্য্য রাখে ভগবান॥
অন্ধকার শৃজিলেক দৈবকী নন্দন।
সূর্য্য অস্ত গেল হেন বলে সর্ব্ব জন॥
উর্দ্ধমুখে জয়দ্রথ চাহে দিবাকর।
তোহ্মার প্রসাদে ভব তরিলুম সাগর।
সূর্য্য অস্ত গেল হেন বলে সর্ব্বজন।
আনন্দিত হৈল তবে কুরু যোদ্ধাগণ॥

জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে কৃষ্ণের সতর্কীকরণ

মায়া করি কৃষ্ণ তবে অর্জ্জুনেত কহে।
অগ্নি কুণ্ড কর এক করিতে নিশ্চয়ে॥
কৌতুকে মিলিব সব কুরু যোদ্ধাগণ।
আসিবে জয়দ্রথ প্রসন্ন বদন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বীর ধনঞ্জয়।
করিলেক এক কুণ্ড করি অগ্নিময়॥
অগ্নি কুণ্ড করি তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যেত ঘোষণা দিল মরিতে নিশ্চয়॥
তবে আনন্দিত হৈল কর্ণ দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব সৈন্য সমে তবে করিল গমন॥

জয়দ্রথ স্থানে কহে রাজা দুর্য্যোধন।
চল যাই দেখি গিয়া শক্রুব নিধন॥
অর্জ্জুন বিয়োগে সর্ব্ব পাণ্ডব নিধন।
এত শুনি জয়দ্রথ সানন্দিত মন॥
শক্রুব মরণ কথা অমৃত সমান।
হরষিতে জয়দ্রথ করিল পযান॥
সর্ব্ব ককুবল আইল অনল পাসেত।
জযদ্রথ দেখি কৃষ্ণ হাসিল ইঙ্গিত॥
প্রদক্ষিণ কবে অগ্নি কর্ণ হস্তে লৈযা।
পার্থ স্থানে কহে কৃষ্ণ ইর্ষিত হাসিযা॥
ধনঞ্জয আপনে দেখিব দৃষ্টি পথে।
অর্জ্জুনক আপনে বোলসে জগন্নাথে॥
এহাব বধেব কাল এহি সময।
ঝাটে অস্ত্র এড এব কবিযা সন্ধান॥
কৃশ এডি ধনুক ধবি কবিল সন্ধান।
অন্তবিক্ষে মহানাদ কৈল বিদ্যমান॥
হেনকালে জযদ্রথ দেখিযা সত্ত্বব।
ঝাটে ছেদ ধনঞ্জয বিলম্ব না কব॥
অস্ত যাএ দিবাকব শুন ধনঞ্জয়।

জয়দ্রথের প্রতি বৃহক্ষেত্রের
বব প্রয়োগ বৃত্তান্ত

আব এক কথা কহি বাখিয় মনয॥
বৃহক্ষেত্র নামে রাজা সন্ধবের বাপ।
পূর্ব্বেত আছিল তাব দেবতার পাপ॥
হইল আকাশ বাণী বৃহক্ষেত্র শুনে।
হইব তোহ্মার পুত্র বিখ্যাত ভুবনে॥
শত্রু হতে রাজার মস্তক হৈবে ছেদ।
সেই বাক্য রাজার মর্ম্মেত হৈল ভেদ॥
তবে রাজাএ তপস্যা করে বগুতর।
তনয়েরে বর দিল জ্ঞাতির গোচর॥

শুন সব জ্ঞাতি লোক কর অবধান।
পুত্র স্নেহে বোলে রাজা সভা বিদ্যমন॥[২৪৬]
যে মোর পুত্রের শির পাড়ে পৃথিবীত।
তার মুণ্ড শত খণ্ড হউক নিশ্চিত॥
এ বলিয়া পুত্র স্থানে রাজ্য সমর্পিয়া।
অরণ্যে তপস্যা করে দেবতা তর্পিয়া॥
বৃহক্ষেত্র মহারাজা মহাতপোধন।
কদাচিত ব্যর্থ নহে তাহার বচন॥
সোমন্ত পঞ্চক[২৪৭] হতে বসয়ে বাহির।
তার কোলে এড়[২৪৮] নিয়া জয়দ্রথ শির॥
তোম্মার অশক্য[২৪৯] কর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
এহি কর্ম্ম কর দিব্য বাণের সন্ধানে॥
বৃহক্ষেত্র না জানয়ে সমাধি কারণ।
তথাএ গেলে হইব তার মস্তক দাহন॥[২৫০]
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র সান্ধি কাটে জয়দ্রথ শির॥
দিব্য অস্ত্র মৃত্তাম[২৫১] করিয়া গোলক।
কদম্ব আকৃতি কৈল সঙ্কন মস্তক॥
সামন্ত পঞ্চক এড়ি মস্তক ক্ষেপিল।
বৃহক্ষেত্র নৃপতির কোলেত তর্পিল॥
সান্ধ্যাকালে সমাধি করএ নৃপবর।
না জানিল পুত্র শির কোলের ভিতর॥
উঠিবারে লাগিল সমাধি অবসানে।
পৃথিবীতে পুত্র শির পড়িল তখনে॥[২৫২]
কোলেত বিস্ময় হৈল শরীর পুলক।
শতখণ্ড হৈল বৃহক্ষেত্রের মস্তক॥
প্রশংসএ জনার্দ্দন পার্থের বিক্রম।
পৃথিবীতে বীর নাহি অর্জ্জুনের সম॥

জয়দ্রথ বধে কৌরব-ক্রন্দন

জয়দ্রথ পড়িল কান্দএ দুর্য্যোধন।
কর্ণ বীর কান্দএ কান্দএ দুঃশাসন॥

বৃষসেন কান্দএ কান্দএ কুরুবল।
বিসাদ ভাবিয়া পড়ে নয়নের জল॥
যুধিষ্ঠির নৃপতিকে জানাইল সত্বরে।
সিংহনাদ করে বীর দিগন্ত সঞ্চরে॥
পৃথিবী আকাশ পুরে কৈল সিংহনাদ।
পাণ্ডবের বলে হৈল জয়২ বাদ॥
ইতি মহাভারতে জয়দ্রথ বধ:॥::॥:

কৃপাচার্য-অশ্বত্থামার সঙ্কল্প

দ্রোণ সমে সংগ্রাম আছিল অনিবার।
দ্রোণে রণ কৈল যেন অগ্নি অবতার॥
এথাতে অর্জ্জুন বীর সন্ধব সংহারি।
কুরুবল সমে রহে বিষম কেণারি॥
অশ্বত্থামা বীর আর কৃপা মহারথী।
অতিকোপে অর্জ্জুনেরে ধাইল শীঘ্রগতি॥
শরবৃষ্টি করে সব অর্জ্জুন উপর।
বাণে বাণ নিবাবএ পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
গুরু কৃপা সূতপুত্র অশ্বত্থামা বীব।
কৃপা কুল মনে পার্থ না বিন্দে শবীর॥

কৃপাচার্য পীড়নে
অর্জুনের সবিলাপ

শঙ্কা করি বাণ মারে ধনঞ্জয় বীর।
তথাপিহ প্রবেশিল কৃপের শরীর॥
কৃপা হৈল বিমোহিত পার্থ অনুতাপ।
হাতের ধনুক এড়ি করএ বিলাপ॥

কর্ণের অর্জুন আক্রমণ

তবে কর্ণ বীর আইল হাতে ধনুঃ শর।
বাণ বরিষণ করে অর্জ্জুন উপর॥

কর্ণ নিবারিতে আইল সাত্যকি প্রচণ্ড।
বাণ বরিষণ করে যেন কালদণ্ড॥

কর্ণ-সাত্যকির সমর
কৌরব-পরাজয়

দেখিয়া সাত্যকি বীর কৃষ্ণ মহামতি।
দারুক সারথি স্থানে কহে শীঘ্রগতি॥
সাত্যকি করএ যুদ্ধ কর্ণ বীর সনে।
রথ নিয়া দেয় ঝাটে তাহার সদনে॥
বিরথি করএ রণ শিনির নন্দন।
মহাসত্ত্ব কর্ণবীর রথ আরোহণ॥
সত্বরে চালয় বথ বিলম্ব না কব।
একেশ্বর করে যুদ্ধ সমর ভিতর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি দারুক সাবথি।
সাত্যকিরে রথ নিয়া দিল শীঘ্রগতি॥[২৫৩]
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সমব ভিতব।
ঊর্ধ মুখে দুই বীরেব চাহে নিরন্তর॥
সাত্যকিরে মারে কর্ণ বজ্রসম শর।
বাণে বাণ কাটে সাত্যকি ধনুর্দ্ধব॥
সাত্যকি মারএ বাণ কাটে কর্ণ বীব।
দুই জন বলবন্ত নির্ভয় শরীর॥
কর্ণরে বিরথি কৈল শিনির নন্দন।
সকল কৌরব বল বিষণ্ন বদন॥
কর্ণ পুত্রে বৃষসেন শল্য মহামতি।
অশ্বত্থামা মহাবীর আইল শীঘ্রগতি॥
প্রহারে জর্জর বীর নির্ভয় শরীর।
দুর্য্যোধন বেড়িয়া মারে যত যোদ্ধাগণ
একে ২ প্রবোধন্ত শিনির নন্দন॥
দুঃশাসন প্রভৃতি বাজার পুত্র সব।
একেশ্বর সাত্যকিএ কৈল পরাভব॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা স্মরি না মারিল প্রাণে।
একেশ্বর সাত্যকিএ জিনিলেক রণে॥

অর্জ্জুনের প্রতি
কৃষ্ণের উৎসাহবাণী

তবে ভীম সাত্যকি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
একত্রে মিলিল সব সঙ্গে দামোদর॥
অর্জ্জনের অনেক বলিল দামোদর।[২৫৪]
কর্ণে ভীমক গালি দিলেক বিস্তর॥
দুরাচাব হয় তুহ্মি সমরে কাতর।
উদর সর্ব্বস্ব মাত্র[২৫৫] না বুঝ বর্ব্বব॥
হেন বাক্য তাহাব শুনিয়া আছি[২৫৬] আহ্মি।
তাব বধে প্রতিজ্ঞা কবিলা পূর্ব্বে তুহ্মি॥
হেন জানি ঝাটে কর কর্ণেব সংহাব।
কৃষ্ণেব বচন শুনি অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥

অর্জ্জুনের কর্ণ তিরস্কার
বৃষসেন বধ প্রতিজ্ঞা

কর্ণক ডাকিয়া বোলে বীর ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার এড় কর্ণ পাইবা পরাজয়॥
সাত্যকি কবিল তোর সংহার প্রকার।
মোব বধ্য জানি তোর না কৈল সংহার॥
অনায়াসে ভীমে তোকে না কৈল সংহাব।
কতবার ভাঙ্গে রথ না রহিল আর॥[২৫৭]
ভীমক বলিস মন্দ না বুঝি অধর্ম্ম।
অভিমন্যু বধিলা.সাধিলা কোন কর্ম্ম॥
সপ্তরথী বেড়িয়া মারএ একেশ্বর।
তুহ্মি তার কাটিলা হাতের ধনুঃ শর॥
যত পাপ কর্ম্ম তুই করিলি দুষ্কর।
স্বপুত্র বান্ধব সমে মারিমু সমর॥
তোর পুত্র বৃষসেন তোহোর গোচরে।
চক্ষুএ দেখিয়া আজি যাইব যমঘরে॥
'সংগ্রামে বীরের উঠে তুমুল শব্দ।

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা তোহোর পুত্রবধ॥
হাহাকার শব্দ উঠে সংগ্রাম ভিতরে।
কর্ণ পুত্র মারিব অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে॥
হেন কালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
অর্জ্জুনক প্রশংসে আপনে দামোদর॥

জয়দ্রথ বধে পাণ্ডবপ্রীতি
কৃষ্ণাভিবাদন

প্রতিজ্ঞা তরিবা তুহ্মি কুরু পরাজয়ে॥
জয়দ্রথ বধ কৈলা বড় ভাগ্য বশে।
তোর সম বীব নাই ইতিন প্রকাশে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয়।[১২৫৮]
তোহ্মাব প্রভাব বলে নাই পরাজয়॥
পরম পুরুষ তুহ্মি নিত্য নিরঞ্জন।
উত্তম পুরুষ তুহ্মি দেব নারায়ণ॥[২৫৯]
তোহ্মাব প্রসাদে মোব সর্ব্বত্র বিজয়॥
তুহ্মি থাকিতে মোর না হক সংশএ॥
কর্ণে পায পবাভব পড়ে জয়দ্রথ।
অশ্রুপূর্ণ মুখ দুর্য্যোধন মহাসত্ত্ব॥
দ্রোণের নিকট গিয়া কহিল সকল।
শুনিয়া উত্তব দিল দ্রোণ মহাবল॥
সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া করিলা মহারণ।
আহ্মিহ রাখিল এথা পাণ্ডবের গণ॥
সর্ব্ব সৈন্যে রাখিলে মাবিল জয়দ্রথ।
আহ্মি জানি মহাযোদ্ধা পার্থ মহাসত্ত্ব॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি হৈয়া করএ পালন।
জয়দ্রথ বধ হয় এহি সে কারণ॥
পাণ্ডবের সৈন্য আর অর্জ্জুন বাহিনী।
আহ্মি তাকে সংহারিব সমুখ রজনী॥
ইতি মহাভারতে দ্রোণপর্ব্ব চতুর্থ দিবস যুদ্ধ সমাপ্ত:॥:

ঘটোৎকচ বধ পর্ব্বাধ্যায়

রজনী প্রভাত হৈল কুরুবল সাজে ।
বথ সৈজ্জা করিতে বলিল কুরু রাজে॥
দ্রোণের আদেশে গেল রাজা দুর্য্যোধন ।
পুনি সর্ব্ব সৈন্য সাজে করিবারে রণ॥

দুর্যোধনের সবিলাপ ত্রাস

কর্ণেত কহিল তবে রাজা দুর্য্যোধন ।
দেখ কর্ণ হেন কর্ম্ম করেন অর্জ্জুন॥
সর্ব্ব রাজাগণ ছিল সর্ব্ব মহাসত্ত্ব ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া মারে রাজা জয়দ্রথ॥
ভাই সব পড়ে মোব সমর ভিতরে ।
সৈন্য সব মারিল বীর বৃকোদরে॥
রাজার বচনে বোলে কর্ণ মহাশএ ।
প্রত্যুত্তর করিলেক চিন্তিয়া হৃদয়॥
জয় পরাজয় জান দৈবের নির্ম্মাণ ।
মোর যত্ন দেখিবা আপনা বিদ্যমান॥
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া আহ্মি করিব রণ ।
চিন্তা পরিহর বাজা স্থির কর মন॥
হেনমত বচন করিয়া সমবায় ।
অস্ত্র লৈয়া সৈন্য সব রণ মুখে ধাএ॥
দুই বলে আছিল তুমুল ঘোর রণ ।
পূর্ব্বে যেন যুদ্ধ কৈল দেবাসুর গণ॥
পুস্তক বিশাল হএ[২৬০] না লিখিল তাক ।
কতেক লিখিতে পারি যুদ্ধ পরিপাক॥

দ্রোণাচার্য্যের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা

ক্রোধ হৈল দ্রোণ বীর[২৬১] প্রবেশিল রণে ।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন সিংহ যাএ রণে॥

অর্জ্জুন সাত্যকি আর রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্রোণক বলিয়া ধাএ ভীমসেন বীর॥

পাণ্ডবগণের দ্রোণ আক্রমণ প্রতিহতকরণ

ধৃষ্টদ্যুম্ন সহদেব নকুল দুর্জ্জয়ে।
'মৎসরাজ বিরাট দ্রুপদ মহাশয়ে॥
দ্রুপদ পাঞ্চাল পতি হইয়া একমতি।
শল্য সমে দ্রোণক ধাইল শীঘ্রগতি॥'২৬২
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ঘটোৎকচ বীর।
দ্রোণক বলিয়া ধাএ নির্ভয় শরীর॥
ভয়ঙ্কর রজনী সমর গুরুতর।
'অগ্র যুদ্ধে পড়িল পদাতি বগুতর॥
অশ্বগজ যোদ্ধাগণ পড়ে নিরবধি।
না লেখিল সংগ্রাম যে বিশেষ অবধি॥'২৬৩
দ্রোপদের পুত্রসব২৬৪ কেকয় সহিত।
দ্রোণ বীরে কাটিআ পাড়য়ে আচম্বিত॥
সম্মুখে যাহারে পাএ দ্রোণ মহাবীর।
একে ২ যুদ্ধ করি কাটি পাড়ে শির॥

ভীমকর্ত্তৃক কলিঙ্গের পুত্র বধ

কলিঙ্গ নৃপতি পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
ভীমসেন উপরে বরিষে শর॥
পূর্ব্ব যুদ্ধে ভীমে তার পিত্রি বধ কৈল।
তে কারণে ভীম দেখি বড় ক্রোধ হৈল॥
করিল বিচিত্র যুদ্ধ কলিঙ্গ বিশাল।
রথ হতে ভীমসেন দিল এক ফাল॥
মুষ্টির প্রহারে তারে করিল সংহার।
কলিঙ্গ পুত্র গেল যমের দোসর॥
অদ্ভুত দেখিয়া লোক লাগে চমৎকার।
একবারে করিলেক কলিঙ্গ সংহার॥
মহাশব্দ উঠিলেক কলিঙ্গ সংহারে।২৬৫
মহারৌদ্র অবতার গেল যম ঘরে॥

ভীমকর্তৃক কর্ণপুত্র সংহার

যম বাইউ নাম বীর কর্ণের অগ্রেতে।
ভীমে তাকে সংহারিল সারথি সহিতে॥
ক্রোধ হৈল কর্ণ বীর হাতে লৈল ধনুঃ।
কোপে শক্তি মারে সংহারিতে ভীম তনু॥
ফাল দিয়া শক্তি ধরে বীর বৃকোদর।
সেই শক্তি মারিলেক কর্ণের উপর॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ করিল সন্ধান।
বাণ মারি সেই শক্তি করে চাবি[২৬৬] খান॥

ভীমকর্তৃক বৃষসেন ও দুষ্কর্ণ সংহার

ভীমক বেড়িয়া দুর্য্যোধন ভ্রাতিগণ।
নিরন্তর অস্ত্র মারি আবরে গগন॥
দুর্ম্মসেন[২৬৭] অশ্বরথ সংহারিল ভীম।
সিংহনাদ করে ভীম বিক্রমে অসীম॥
দুষ্কর্ণের রথেত চড়ে দুর্ম্মুখ কুমার।
এক রথে দুই ভাই যুঝে আনিবার॥
অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ণের গোচর।
পাএ ঠেলি[২৬৮] রথ চূর্ণ করে বৃকোদর॥
মুষ্টিঘাতে দুই সহোদর সংহারিল।
নিবারিতে কৃপা সোমদত্তে না পারিল॥
হাহাকার শব্দ উঠে সমরের মাজ (মাঝ)।
পরম বিস্ময় দৃষ্টি চাহে কুরুরাজ॥

ভীম নিবারণে কৌরবগণের প্রচণ্ড আক্রমণ

ভীমরূপে রুদ্র আইল করিবারে রণ।
এবলিয়া আক্রোশন্ত সব যোদ্ধাগণ॥[২৬৯]

পাণ্ডবের বলে যুঝে একা বৃকোদর।
আশীর্বাদ করে তবে ধর্ম্ম নরবর॥
ভীমক প্রশংসা করে সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
মহাবীর ভীমসেন সাক্ষাৎ সমন।

সোমদত্তের সাত্যকি সংহার প্রতিজ্ঞা

হেন কালে সোমদত্ত বৃদ্ধ নরপতি।
অতিকোপে সাত্যকিক বোলে শীঘ্রগতি॥
প্রদ্যুম্ন বাখানি বাখানি তুক্ষি[২৭০] বীর।
বিপক্ষেত গিয়া তুক্ষি না হইয় স্থির॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ছাড়ি করিলা দৈত্য কর্ম্ম।[২৭১]
বৃষ্ণিবংশে জন্মি তুক্ষি করিলা অধর্ম্ম॥
ছিন্নহস্ত পুত্র মোব নহে যোদ্ধামান।
তাহার মস্তক কাটি দিলে অপমান॥
মহাসত্ত্ব ভূরিশ্রবা না কাটিল তোক।
তোহ্মার মর্য্যাদা এহি দেখে সর্ব্বলোক॥
প্রাণ এড়িবারে পুত্র বসিল আসনে।
তুক্ষি তার মস্তক কাটিলা কি কারণে॥
যত তাপ মোর হউক বিষ দুর্ব্বার।
পুত্রেব দিব্য মোর শুনরে বর্ব্বর॥
যদি এহি রাত্রি তোর না করম সংহাব।
পরলোকে হৌক মোর নরক অপাব॥
কৃষ্ণে তোকে রাখুক রাখুক ধনঞ্জয়।
আজি তোকে সংহারিমু প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥
এ বলিয়া শঙ্খ বাহে সোমদত্ত বীর।
মহাশঙ্খ নাদ করি নির্ভর শরীর॥
শুনিয়া সাত্যকি বোলে করি বীর দাপ।
কোপে কাপে অধম আস্ফালনে মহাচার্য॥
তোর পুত্র ভুরিশ্রবা করিলুম সংহার।
তার পাছে সংহারিমু সোদর তাহার॥

তোকে সংহারিমু আজি বন্ধুপুত্র সমে।
যুধিষ্ঠির প্রতাপে গ্রাসিব আজি যমে॥
অন্যোন্যে দুই বীরে বোলবুলি করি।
অন্যোন্যে অস্ত্র লয়ে কোপসন করি॥

পাণ্ডবসহায় সাত্যকি
কৌরব সহায় সোমদত্তের যুদ্ধ

এতেক জানিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
সোমদত্ত রাখিবারে করএ যত্নন॥
অজুতে ২ হস্তী দিল চারি ভীত।
অসংখ্যাত অশ্ব দিল তাহাকে রাখিতে॥
নিরন্তর বাণ বৃষ্টি সোমদত্ত করে।
বরিষার মেঘে যেন মহাবৃষ্টি করে॥
পাঞ্চাল বাহিনী সৈন্য নানা অস্ত্রধারি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আইল সাত্যকি অনুসারি॥
সাত্যকিক নব বাণ সোমদত্ত হানে।
ব্যর্থ করে সাত্যকিএ সত্বর সন্ধানে॥
সোমদত্ত রাজাক বিন্দিল নববাণে।
মোহোশ্চিত পড়ে রাজা সর্ব্ব বিদ্যমানে॥
মোহাশ্চিত দেখি তাকে সারথি সুমতি।
রথ বাগুড়াইয়া তাক নিল শীঘ্রগতি॥
সোমদত্ত মুহিত দেখিয়া যোদ্ধাগণ।
কোপ মনে চলি আইল দ্রোণের[২৭২] নন্দন॥
তাকে নিবারিতে আইল ঘটোৎকচ বীর।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নির্ভয় শরীর॥
সর্ব্ব লোহময় রথ ধ্বজে গৃধ সাজ।
অষ্ট চক্রে চলে রথ চলে অনুক্ষণ॥
মুষল মুদ্গাল মুল তরু গিরিধারি।
আক্ষোভ রাক্ষস সব চলে আগুসারি॥
দণ্ড হস্তে যম যেন হাতে ধনুঃ শর।
গিরিশৃঙ্গ সাদৃশ্য রাক্ষস ভয়ঙ্কর॥

ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামার যুদ্ধ

ঘটোৎকচ দেখি ভঙ্গ দিল করুবল।
শিলাবৃষ্টি করন্ত রাক্ষস মহাবল॥[২৭৩]
বাণ বৃষ্টি করএ রাক্ষস অক্ষৌহিণী।
না দেখিএ দশ দিশ না দেখি মোদিনী॥
অস্ত্র অশ্বত্থামা বীর কথা যায় আর।
সংগ্রামে করিব আজি তোহোর সংহার॥
অশ্বত্থামা বীরে বোলে শুন নিশাচর।
পুত্র সমে যুদ্ধ নাই শাস্ত্রের ভিতর॥
ভীমের তনয় তুহ্মি পুত্র আপনার।
কেমতে করিব আহ্মি তোহ্মার সংহার॥
ক্রোধ হৈয়া বোলে তবে ঘটোৎকর বীর।
মোকে পুত্র বোল তুহ্মি বর্ব্বর শরীর॥
ভীমের নন্দন আহ্মি সর্ব্ব লোকে বোলে।
তোহ্মার নন্দন হেন বোলে কোন ছলে॥
রাক্ষসের পতি আহ্মি দণ্ড হস্তে যম।
সমরে সামর্থ আহ্মি দশগুণ সম॥
যুদ্ধ শ্রদ্ধা আজি তে ং খণ্ডাইমু রণে।
থাক ২ দ্রোণপুত্র মোর বিদ্যমানে॥
এ বলিয়া ঘটোৎকচ বারিষএ বাণ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষ সমাধান॥
দ্রোণ পুত্র মহাবীর বরিষএ শর।
সহস্র২ বীর বরিষে নিরন্তর॥
মহাবীর রাক্ষস না কম্পে কলেবর।
দ্রোণপুত্র বেড়িলেক সংগ্রাম ভিতর॥

ঘটোৎকচ-অলম্বুষ যুদ্ধ

দ্রোণক গঞ্জিল তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তাহাকে প্রবোধ কৈল দ্রোণই বিস্তর॥
তবে দ্রোণ মহাবীর বরিষএ শর।
হাতে শরাসন করি মহাধনুর্দ্ধর॥

অলম্বুষ নিশাচরে করে মহারণ।
দ্রোণ পুত্র বেড়িলেক নিশাচরগণ॥[২৭৪]
হস্তী কান্ধে চড়ি কেহ কেহ রথে চড়ি।
কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে চড়ে আকাশ আবরি॥
নানা অস্ত্র ধরি তবে আইসে নিশাচর।
বিকৃত বদন দেখি লাগে ভয়ঙ্কর॥
অশ্বত্থামা বীর তবে রাজাক প্রবোধ॥
আজি তাকে সংহারিমু দেখহ বিক্রম।
স্থির হৈয়া যুদ্ধ করা পরিহর ভ্রম॥

কৌরব সৈন্যের অর্জ্জুন আক্রমণে গমন

দুর্য্যোধনে বোলেন অশক্য নহে কর্ম্ম।
মহামন্ত মহাবল রাখ বীর ধর্ম্ম॥
দ্রোণাচার্য সম তুহ্মি সর্ব্বলোকে বোলে।
কুরুবলে ত্রাস পাইল রাক্ষসের ডরে॥
অশ্বত্থামা মাহাবীরে কৈল অঙ্গীকার।
ঝাটে চল সর্ব্ব সৈন্য পার্থ মারিবার॥
ষষ্টিশত রথ চালায় সারথি সত্বর।
কৃপা বৃষসেন আর কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
কৃতব্রহ্মা পূর্ব্বদিগে যত নৃপবর।[২৭৫]
দুঃশাসন বিকর্ণ চলিল সত্বর॥
সর্ব্ব যোদ্ধা অশ্ব বীর দশ দহস্র হস্তী।
রাজচক্র মণ্ডল চলে শীঘ্রগতি॥
দণ্ডাভরি পুরঞ্জয় ক্রতুরথ নাম।
সৈন্যসব নিপাতে বিজয় অনুপাম॥
সবে বেড়ি করন্ত যে ভীম নিবারণ।

দ্রোণপুত্র ও ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ

সত্বরে চলিয়া যায় যত বীরগণ॥
রজার আদেশে সর্ব্ব সৈন্য গেল ধাইয়া।

নৃত্য করে রাক্ষসে মনিষ্য গন্ধ পাই॥
দ্রোণি ঘটোৎকচ আছিল মহারণ।
প্রহারে জর্জর হইল আচার্য্য নন্দন॥
পুণর্বার বাণ লৈয়া কাটিলেক ধনুঃ।
ঘটোৎকচে বিন্দিলেক দ্রোণপুত্র তনু॥
আর ধনুঃ লৈয়া বিন্দে দ্রোণের নন্দন।
মহাকোপ করি করে বাণ বরিষণ॥
ধনুর টংকার করে বাণ বরিষণ।
সৈন্য আবরিয়া বেড়ে মহা অস্ত্রগণ॥
ক্রোধ হৈল ঘটোৎকচ রাক্ষস প্রচণ্ড।
চক্র হস্তে আইসে বীর যেন কাল দণ্ড॥
অষ্ট বাণ বহএ মুষল ভয়ঙ্কর।
সেই অস্ত্র মারিল রাক্ষস ধনুর্দ্ধর॥
ফাল দিয়া ধরে বাণ দ্রোণের নন্দন।
সেই বাণে মারি পাড়ে নিশাচরগণ॥
ফাল দিয়া ঘটোৎকচ আপনা সম্বরে।
রথধ্বজ চূর্ণ করে অস্ত্রের প্রহারে॥
রথ ভস্ম করি বাণ প্রবেশিল মহী।
দ্রোণক জিজ্ঞাসে তবে দেখি পরাক্রম।
ত্রিভূবনে বীর নাহি অশ্বথামা সম॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ দুই বীরবর।
আর ধনুঃ হাতে ধরি বরিষএ শর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ কবিল [illegible]।

অশ্বত্থামাকর্তৃক অঞ্জন-সুরথ এবং কুন্তভোজ বধ

দ্রোণের তনয় বীরে বরিষন্ত শর॥
রাক্ষসের অক্ষৌহিণী যত পরিবার।
বাণ মারি সর্ব্ব সৈন্য করিল সংহার॥
সর্ব্ব সৈন্য বাহিনী নারাচ বাণ হানি।
একেশ্বর ক্ষোভিলেক রাক্ষস বাহিনী॥
সংহারে সুরথ বীর দ্রোপদ নন্দন।
তার ভাই অঞ্জনক পড়ে ততক্ষণ॥

শতানিক নাম বীর যক্ষের কুমার।
বাণ মারি অশ্বত্থামা করিল সংহার॥
কুন্তভোজ রাজার তনয় দশজন।
শর মারি দ্রেণপুত্রে করিল নিধন॥[২৭৬]
শ্রুতাউধ নাম রাজা সংহারিল রণে।
এতসব সংহারিল দ্রোণের নন্দন॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের হৃদে মারে বাণ।
বিভোল রাক্ষস হেন ভয়ে কম্পমান॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর আর যত সৈন্যগণ।
ধন্য ২ প্রশংসিল দ্রোণের নন্দন॥

সাত্যকিকর্তৃক
সোমদত্তের পরাজয়

তবে যুধিষ্ঠির রাজা বীর বৃকোদর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিতে সাত্যকি ধনুর্দ্ধর॥[২৭৭]
হাতে লৈয়া ধনুর্বাণ প্রবেশিল রণ।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
পুনি সোমদত্ত আইল সাত্যকিক দেখি।
বাণ বৃষ্টি করে বীর গগন না দেখি॥
সাত্যকিরে রাখিবারে তিন মহাবলে।
বাছি ২ বাণ মারে নিজ বাণ্ডবলে॥
সাত্যকি বোলেন্ত করি ভীমে হানে বাণ।
না কম্পয়ে সোমদত্ত পুরুষ প্রধান॥
যেহেন যযাতি বীর নগুষ যেহেন।
পৃথিবীতে সোমদত্ত বিখ্যাত হেন॥[২৭৮]
তবে ভীমসেন বীর পরিখ লৈয়া হাতে।
সর্ব্ব শক্তি মরিলেক সোমদত্ত মাথে॥
সাত্যকি মারিল বাণ হৃদয় উপরে।
রথ হতে সোমদত্ত পড়ে ভূমিপরে॥

ভীমকর্তৃক বাল্মিক বধ

তার পুত্র মহাবীর বাল্মিক প্রচণ্ড।
অস্ত্রশর করএ যেহেন কালদণ্ড॥

নববাণে বাল্মিক ভীমসেনে মারে।
দশ বাণে ভীমসেনে বিন্ধিল তাহারে॥
সিংহনাদ করে ভীম সমর দুর্জ্জয়।
বাল্মিক হানিল শক্তিভীমের হৃদয়॥
প্রহারে মোহিত হৈল ভীমসেন বীর।
অচৈতন্য ভীমসেন হইল অস্থির॥
মোহ সম্বরিয়া উঠে বীর বৃকোদর।
সেই ঘাএ বাল্মিকেবে পাঠাএ যমঘর।
হাহাকার শব্দ করে,যত ধনুর্দ্ধর॥
পড়িল বাল্মিক দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
সত্বরে পাঠাএ সহোদরগণ॥
দশ গোটা নারাচ এড়িল বৃকো'দব।
একবারে হানি পাবে দশ মহোদর॥

কর্ণপুত্র ও শকুনিপুত্র বধ

কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেন নাম।
অনায়াসে তাহাদের ম বএ একবাণ॥
তবে বৃষরথ নাম কর্ণের কুমাব।
নারাচ বরিষে বীর বিক্রম অপাব॥
শরে শর কাটিয়া কাটিল তার শিব।
ভূমিতে পড়িল বৃষরথ মহাবীর॥
আইল শকুনি পুত্র শতচন্দ্র বীর।
নারাচ মারিয়া ভীম কাটিলেক শির॥
শতচন্দ্র পড়িল শকুনি পুত্র বর।
শুনিয়া রুষিল তবে সর্ব্ব বীরবর॥
গবাক্ষ দেশেত ছিল যত নরপতি।
ভীমক প্রবোধে যবে আসে শীঘ্রগতি॥
একে ২ ভীমসেনে মারিলেক শর।
সর্ব্ব সৈন্য সাজি আইল ভীমের গোচর॥
তার রাজা যুধিষ্ঠির মহাক্রোধ মনে।
হাতে ধনুঃ শর করি যুঝএ আপনে॥

শতেক রাজার সৈন্য আছে যোদ্ধাগণ।
মহাযোদ্ধা যুধিষ্ঠিরে করিল নিধন॥

দ্রোণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ

ক্রোধ হৈল দ্রোণাচার্য্য হাতে লৈল ধনুঃ।
বায়ব্য সান্ধিয়া মারে যুধিষ্ঠির তনু॥
অমোঘ সান্ধিয়া মারে রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যর্থ হৈলে বায়ব্য বিশিখ মাবে বীর॥
বরুণ সান্ধিয়া মারে দিব্য অস্ত্র যত।
যতেক আছিল যুদ্ধ লিখিবেক কত॥
ব্রহ্ম অস্ত্র লৈয়া আচার্য্যে করে রণ।
সকল বিমুগ্ধ কৈল ধর্ম্মের নন্দন॥

কর্ণের আত্মশ্লাঘা
কৃপাচার্যের নিন্দাবাণী

কর্ণেরে বলিয়া ধাএ রাজা দুর্য্যোধন।
অহঙ্কার কবি কর্ণ বলিয়া বচন॥
অর্জ্জুনক বোলে বীর পৃথিবী সকল।
মুগুর্তেকে পাঠাইমু যমের গোচর॥
কৃপে তাকে না সহিল বলিল বিস্তর।
কি কারণে অহঙ্কার করিসি বর্ব্বর॥
শরতের মেঘে যেন গর্জ্জএ নিরন্তর।
তেহেন তোহোর কথা শুনরে বর্ব্বর॥
যখনে গন্ধর্ব্বে বান্ধি নিল দুর্য্যোধন।
তখনে পালাইয়া গেলা পরিহারি রণ॥
উত্তর গোগ্রহ কালে রাজা দুর্য্যোধন।
একেশ্বর অর্জ্জুনে জিনিল সর্ব্বজন॥
হেনমতে অনেক আছিল বাক্য জাল।
অহংকারে কর্ণকে না বোলে কেহ ভাল॥
মহাবংশে জন্ম তার নিন্দসি বর্ব্বর।
ত্রিভুবন বিখ্যাত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥

দুর্য্যোধনে বিরোধিল এতেক জঞ্জাল।
ক্রোধ হৈয়া কর্ণ বীর উঠে সেই কাল॥
সাজিলেক কর্ণবীর সাজে কৃপা গুরু।
ভারতের পুণ্য কথা বাঞ্ছাকল্পতরু॥

সাত্যকি-সোমদত্তের যুদ্ধ এবং সোমদত্ত বধ

সোমদত্ত সাত্যকিএ করে মহারণ।
পৃথিবী বিদার পাএ দুই মহাজন॥
পুষ্পিত কিংশুক যেন দুই মহাবীর।
একে২ দুই বীর সংগ্রমেত স্থির॥
সাত্যকিএ পরিখ হানিল বজ্রশর।
পরিখ ভেদিল বীর প্রতাপে অপার॥
সারথির মাথা কাটে সাত্যকি প্রচণ্ড।
মহাসত্ত্ব সোমদত্ত হইল লণ্ডভণ্ড॥
হাসএ সাত্যকি বীর বিষ্ণু অবতার।
বাণ মারি করে সোমদত্তের সংহার॥
সোমদত্ত মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতলে।
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডবের বলে॥

সোমদত্ত বধে সাত্যকির প্রতি কৌরবগণের ক্রোধ এবং আক্রমণ

সোমদত্ত পড়িল রুষিল কুরুবল।
মহাশর বৃষ্টি করে সাত্যকি উপর॥
সাত্যকিক রাখিবারে সর্ব্ব সৈন্য সমে।
যুধিষ্ঠির রাজা তবে আইল আপনে॥
পুস্তক বিশাল হএ না লিখিব সর্ব।
কৃতব্রহ্মা হতে ধর্ম্ম পাইব পরাভব॥
তাহাকে রাখিতে আইল সাত্যকি দুর্জ্জয়।
রণেত প্রবেশ কৈল না চিন্তিয়া ভয়॥

সাত্যকির সমরে ভূরির নিধন

ভূরিনামে নৃপতি কৌরব অধিপতি।
বিস্তর করিল যুদ্ধ সাত্যকি সংহতি॥
শক্তি মারি সাত্যকিয়ে করিব সংহার।
ভূরিনামে রাজা পাঠাইল যম দ্বার॥

অশ্বত্থামা-সাত্যকির যুদ্ধ

ভূরিব নিধন দেখি দ্রোণপুত্র ঢুকে।
বাছি ২ বাণ মারে সাত্যকির বুকে॥
যেন মরু পর্ব্বতে বহয়ে জলধার।
দ্রোণপুত্রে বাণ মারে রণে অনিবার॥
খুর প্রসারিয়া মারে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সকল সংহার করে সাত্যকি সন্ধান॥
দিব্য অস্ত্র বরিষএ দ্রোণের নন্দন।
শর মারি অশ্বত্থামা ছাড়িল গগন॥
সাত্যকি মারিল অস্ত্র দ্রোণের হৃদয়।
মোহ পাইয়া ধ্বজ দ্রোণের তনয়॥
হাহাকার শব্দ উঠে সংগ্রামের মাঝ।
শুনিয়া বিভোল হৈল কৌরব সামাজ॥
পাঞ্চাল সঞ্জয় সৈন্য সিংহনাদ করে। ।
ঘটোৎকচ দ্রোণপুত্র জিনিল সমরে॥
পুনি পাইল চেতন হানিল মহাশর।
মোহ পাইল যুদ্ধে ঘটোৎকচ নিশাচর॥
সারথি মারিল রথ তাহা অপসারি।
সিংহনাদ করে অশ্বত্থামা মহাবলি॥
তবে দুর্য্যোধন সঙ্গে আছিল সংগ্রাম।
দুই মত্ত হস্তী যেন কিদিব উপাম॥
মহাগদা লৈয়া ভীম যেন বজ্র সার।
গদার প্রহারে রথ করিল সংহার॥
দৈবে রক্ষা পাইল তবে রাজা দুর্য্যোধন।

নৃপতি পড়িল হেন বোলে সর্ব্বজন॥
তখনে কৌরব সৈন্য পাইল অবসাদ।
পাণ্ডবের বলে হৈল জয়২ বাদ॥
দ্রোণেক মারিতে ধাএ বীর বৃকোদর।
হাহাকার করে কর্ণ সমর ভিতর॥

কর্ণ-সহদেব সমর
সহদেবের পলায়ন

নব বাণে কর্ণবীর সহদেব মারে।
তাকে নিবারিল শরে সহদেব বীরে॥
আর দশ বাণ মারে কর্ণের উপরে।
অস্ত্র মারি কর্ণবীরে খণ্ড২ করে॥
দশ বাণ মারি কর্ণ মর্ম্মেত হানিল।
সহদেব কুমারে বিমুখে ভঙ্গ দিল॥

সাত্যকি অশ্বত্থামা যুদ্ধ

মহাবীর সাত্যকি অ ইল ততক্ষণ।
দ্রোণ পুত্র সমে তার হইল মহারণ॥
সাত্যকিরে দ্রোণ পুত্রে দেখিয়া সম্মুখে।
বাছি ২ বাণ মারে সাত্যকির বুকে॥
পর্ব্বত উপরে যেন বরিষএ ধার।
কর্ণ পুত্রে চাহেন সাত্যকি মারিবার॥

ঘটোৎকচ-অশ্বত্থামা যুদ্ধ

মহানাদ করি তবে ঘটোৎকচ বীর।
দর্প করি বিন্দে দ্রোণ পুত্রের শরীর॥
বুক প্রসারিয়া বীর বাণ বরিষন্ত।
যত অস্ত্র বৃষ্টি করি তার নাহি অন্ত॥
অস্ত্র ঘরিসনে নিকরে অগ্নিকর্ণ্যা।
গগন ছাহিল বাণে দেখে সর্ব্বজনা॥

ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধে
দুর্যোধনের পরাজয়

দুর্য্যোধনে ভীমসেনে আছিল বিরোধ।
ভীমসেনে মারে তাকে তেহি উপরোধ॥
ধ্বজছত্র কাটি পাড়িল ভূমিতল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রজনী উঝল॥
মহাশর লৈয়া ভীম হৃদয় হানিল।
মোহ পাইল দুর্য্যোধন রথেত পড়িল॥
রাজাক মোহিত দেখি সারথি সুমতি।
রথ বাগুড়াইয়া নিল কুরু অধিপতি॥
ভঙ্গদিল নৃপতি কৌরব দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব সৈন্যে চলি গেল দ্রোণের স্মরণ॥

কর্ণ-সহদেব যুদ্ধ

কর্ণে সহদেবে যুদ্ধ আছিল বঙল।
বলি আর বাসরের যুদ্ধ সমতুল॥
পঞ্চবাণে সহদেব কর্ণেরে হানিল।
দুই মহাবলবন্ত মহারণ হৈল॥
শক্তি মেলি মারিলেক কর্ণের শরীর।
শরে হানি শক্তি কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
গদামেলি মারিলেক কর্ণের উপর।
শরে গদা কাটে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
পঞ্চবাণে কাটিল হাতের শরাসন।
অদ্ভুত করএ রণ মাদ্রীর নন্দন॥

সহদেবের প্রতি
কর্ণের আদেশ

রথ সমে কাটি পাড়ে সারথির শির
সমরে ব্যগ্র হৈল সহদেব বীর॥

অস্ত্র হীন সহদেব এড়িলেন রণ।
হাসিয়া বোলেন কর্ণ মধুর বচন॥
আক্ষি ভাবি উপদেশ হৃদয় ভাবিয়া।
বলবন্ত শত্রু সমে রণ না করিয়া॥
এহি দেখ অর্জ্জুনে করএ মহারণ।
তার কাছে চলি যায় নাই অবিমন॥
নতুবা ঘরেত যায় উপদেশ দিল।
এ বলিয়া ধনুর কোটরে আদেশিল॥
পাঞ্চাল সঞ্জয় বলি কর্ণ বীর রণে।
সহদেব সমে রহে দ্রোপদ নন্দনে॥

উভয় পক্ষের যুদ্ধ

কৃষ্ণঃ ধনঞ্জয় তবে সৈন্য মুখে ধাইল।
সহাবল বিশাবদ রণ মুখে আইল॥
অষ্টচক্র রথ তার বাহিনী প্রচণ্ড।
ধনুর্বাণ হাতে শোভে যেন কালদণ্ড॥
একশত বাণ মারে সমর দুর্জ্জয়।
করিল অনেক যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয়॥
নববাণে ধনুঃ কাটে ধনঞ্জয় বীর।
পঞ্চবাণে[২৭৯] কাটিয়া হাতের কাটে ধনুঃ।
বজ্র সম বাণ মারি বিন্দিলেক তনু॥
অর্জ্জুন কাটিতে যাএ লৈযা খড়গময়।
পঞ্চবাণে খড়গ কাটে প্রসন্ন হৃদয॥
তবে কর্ণ অর্জ্জুন নির্ভর শরীর।[২৮০]
পাঞ্চাল সহিতে যুদ্ধ আছিল অচির॥[২৮১]
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই বিচক্ষণ।
রণে অপমান পাইল রাজা দুর্যোধন॥

কৌরবগণের
চতুরঙ্গ সজ্জা

রাজচক্র মণ্ডল লৈয়া ততক্ষণ।
বড় ২ বীর চলে করিবারে রণ॥

চতুরঙ্গ বল তবে করি একত্তর।
অশ্বরথ গজ পদাতি বিস্তর॥
একলক্ষ গজ আর পদাতিকগণ।
ধ্বজ ষষ্টি সহস্র সমরে বিচক্ষণ॥
অশ্বরথ সজ্জা করি চলে মহাবলি।
প্রগতি অশক্য চলে গণিতে না পারি॥
হস্তী সব চলে যেন পর্ব্বত সমান।
সহস্র দশেক হস্তী নাহি সমাধান॥
ভুষুণ্ডেত দিয়া সবে লোহার মুদ্গার।
সমবে তুলিয়া দিল গজেন্দ্র সকল॥

গজ-যুদ্ধে ভীমের গমন

দেখিয়া কৌরব সৈন্য সমরে দুর্ব্বার।
চমৎকিত ভীমসেন আইসে আরবার॥
অর্জ্জুনেত বোলে তবে কৃষ্ণ মহামতি।
মহাঘোব তেজময় গজ সৈন্য যত॥
এতশুনি ক্রোধ হৈল বীর বৃকোদব।
হাতে গদা করি গেল সমর ভিতর॥
মর্দ্দিল পাণ্ডব সৈন্য স্থির নহে রণে।
দ্রোণ শরে অন্ধকার করিল গগনে।
দিগ বিদিগ নাহি করে শরজাল।
চা'বিভাই জর্জ্জরিত করিল বিশাল॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সমে হৈল রণেত অস্থির।
শরক্ষেত সহে হেন নাহি কোন বীর॥
কৃষ্ণ সমে আছে তথা দুই সহোদব।
বিরাট দ্রোপদ আর রাজা পুত্র বর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকি চেকিতান।
মাদ্রীর তনয় সমে হৈল আগুয়ান॥
কর্ণ সৈন্য অশ্বথামা কৃপ মহাবীর।
মহাযোদ্ধা বিশারদ সংগ্রামেত স্থির॥

দ্রোণাচার্য বধে
কৃষ্ণার্জুনের পরামর্শ

অর্জ্জুনে বোলেন তবে দৈবকি নন্দন।
তুহ্মি বিনে না হইব দ্রোণের নিধন॥
অর্জ্জুনে বোলেন তবে শুন গদাধর।
কেমতে মারিব গুরু সমর ভিতর॥
প্রাণি সব হিংসা মুছে না পারম করিতে।
রণ মধ্যে নিগ্রহ করিমু কোন মতে॥
এ বলিয়া বাণ মারে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পঞ্চশত বাণ মারে দ্রোণের উপর॥

সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব পরাজয়

কর্ণ-কৃপ-অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন বীর।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ না হৈল স্থির॥
ভঙ্গদিল কুরুবল রহে দ্রোণ বীর।
অর্জ্জুন সমুখে রণে কেহ নহে স্থির॥
কর্ণ-কৃপ-অশ্বত্থামা সৈন্য মহাবল।
চারিজনে রথ দিল ভীমের উপর॥
তা দেখিয়া ভীমসেন নির্ভর শরীর।
রথ লৈয়া আগু হৈল ভীমসেন বীর॥
এক ২ দশ বাণ মারিল হৃদয়।
কর্ণসনে মহাযুদ্ধ হৈল অতিশয়॥
সর্ব্বজনে বিমুখ করিল বৃকোদর।
এক রথে প্রবেশিল সৈন্যের ভিতর॥
সাত শতে মরিলেক রাজার কুমার।
কলিঙ্গ মগধ সৈন্য যত পরিবার॥
অশ্বগজ মারিল সৈন্যের নাহি অন্ত।
মৃগধরি মারে যেন ভীম বলবন্ত॥
অশ্বত্থামা ভীমের হৈল মহারণ।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল যত দেবগণ॥

দুর্য্যোধন মোহাশ্চিত হএ ক্ষণে ২।
রথসমে সারথি যে নিকালে তখনে॥
ভীমসেনে করিলেক গদার প্রহার।
মারিয়া অনেক সৈন্য করিল সংহার॥
গাণ্ডিবেত সান্ধিবাণ বীর ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল হস্তী যুতে সমরে দুর্জ্জয়॥
শুণ্ড কাটি পাড়ে কার কার কাটে দণ্ড।
মত্ত গজ কাটিয়া অর্জ্জুনে কৈল অন্ত॥
নারাচ মারিয়া সব হস্তী কৈল চূর।
হস্তী যুত মারিয়া মরিল মহাসুর॥
হাতে গদা করি তবে বীর বৃকোদর।
গদা শিক্ষা দেখি সব লাগে ভয়ঙ্কর॥
মহাগজ সব পড়ে ধারে পড়ে রক্ত।
ইন্দ্রের কুলিশে.যেন পড়এ পর্ব্বত॥
গাণ্ডিব সন্ধিয়া করে ধনুর টঙ্কার।
সহস্র ২ পড়ে গজ অশ্ববর॥
গদা মেলি মারিলেক যত বীরগণ।
বিপক্ষ মারিয়া গদা আইসে ততক্ষণ॥
পাকাতাল ফল যেন বাহে গড়াগড়ি।
ভীমের প্রহারে বীর পড়ে বড়াবড়ি॥
গদা শূল ক্ষেপিলেক ভীম মহাবল।
পৃথিবী জুড়িয়া গজ পড়এ সকল॥
অবশেষ যত আছে সর্ব্ব ভঙ্গ দিল।
জয় ২ সিংহনাদ পাণ্ডবে করিল॥
অশ্বত্থামা আদি করি রাজা দুর্য্যোধন।
পাণ্ডব সহিতে রণ করে সর্ব্বজন॥
কৌরব পাণ্ডব সৈন্য আছিল অশেষ।
সকল একত্র হৈয়া মিলিল বিশেষ॥ [২৮২]
সেই রাত্রি কৌরবের কাল রাত্রি সম।
মহাযুদ্ধ নিশাভাগে আছিল বিষম॥ [২৮৩]
কার কেহ না চিনে রাত্রির কারণ।
পিতা পুত্র একত্রে হৈল মহারণ॥

যত যুদ্ধ আছিলেক তাহা না লেখিল।
পুস্তক বিশাল হএ তাকে উপেক্ষিল॥
অনুমানে পরিচয় শব্দ জানি যোগ।
দেবাসুর যুদ্ধে নাই এমত সঞ্জোগ॥
অস্ত্র তেজে কবে অন্ধকার নিবারণ। [২৮৪]
তবে সে বলিতে পারি শরের নিধন॥
যাহাক সংহার করে নাহি পবিচয।
দুই বলে যুদ্ধ নাই জয় পরাজয়॥

কর্ণের উৎকণ্ঠা

অতিকোপে অর্জ্জুনে সংহারে করুবল।
কর্ণেহ চিন্তিত হৈল শুনি কোলাহল॥
দুর্য্যোধন রাজা স্থানে কহে কর্ণবীর।
আক্ষার বচন শুন না হৈয় অস্থির॥
এহি সৈন্য সংহারযে কুন্তীর নন্দন।
গাণ্ডিবের ধ্বনি শুন রাজা দুর্য্যোধন॥
রথ ঘোড়া যেহেন গর্জ্জযে জলধবে।
কবিল অনেক কর্ম্ম পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
বাহিনী বিদার পাএ রাখিতে না পারি।
সৈন্য সব মারে ভীম যেহেন [১৮৫] কেসরি॥
প্রলয় কালেত যেন করএ সংহার।
অর্জ্জুনে ভাঙ্গিল সৈন্য না রহে আক্ষার॥
দুন্দুভির বাদ্য শুনি অর্জ্জুনের ভিতে। [২৮৬]
মেঘে যেন গর্জ্জএ শুনি ব্যোম পথে॥
জয় ২ ধ্বনি উঠে শুনি সিংহনাদ।
অনেক বাদিত্য বাজে জয় ২ বাদ॥
পাণ্ডবের বলে আছে সাত্যকি অধম।
তাহারে মারিলে আর নাহি তার সম॥
'এহিক্ষণে চল আগে তাহাকে সংহারি।
অভিমন্যু বীর যেন সবে বেড়ি মারি॥ [২৮৭]

ধৃষ্টদ্যুম্ন বেড়িল তোহ্মার সহোদর।
দুইজন সিংহবীর সংগ্রাম ভিতর॥
যাবৎ মারিয়া পাঠাও যমের ভুবন॥
কর্ণের বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনিরে আনি তবে বলিল চবন॥
রথ দশ সহস্র সহস্র অশ্ব গজ।
সৈন্য লৈয়া শকুনি আপনে হয় সর্জ্জ্য ।॥
পঞ্চশত অশ্ববার আর যোদ্ধাগণ।
সৈন্য সেনাগণ যত অশ্বারোহগণ॥
খড়গ চর্ম্ম শক্তি ছেল বাণ বহুতর।
নারাচ মুদগর আর যত অস্ত্র শর॥
মহাশব্দ রোল হৈল উঠে কোলাহল।
রাজার আদেশে আইল চলিয়া সৌবল॥ [২৮৮]
দুঃশাসন দুর্ম্মসেন সুবাহু কুমার।
আর দুর্ব্বাসানু আর অজয় কুমার। [২৮৯]
তোহ্মার সহাএ লইয়া চলহ সত্বর।
শঙ্খরাজ সঙ্গে যাউক দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর॥
বড় ২ রাজাসব যায় অস্ত্র ধরি।
সিংহমুখ রাজা যায় রণে আগুসারি॥ [২৯০]
রাজার আদেশ পাইয়া চলিল সৌবল।
পাণ্ডবের বলে হৈল মহাকোলাহল॥ [২৯১]

কর্ণ-সাত্যকি যুদ্ধ

মহাযুদ্ধ করএ আপনে নরপতি।
সাত্যকি বলিয়া যাএ কর্ণ মহামতি॥
একেশ্বর সাত্যকি করএ পরাজয়।
সৌবল জিনিয়া পাড়ে সাত্যকি মহাশয়। [২৯২]
পুনি পরাভব পাইয়া সৈন্য দিল ভঙ্গ।
দুর্য্যোধন রাজা [২৯৩] হৈল অগ্নিবত [২৯৪] রঙ্গ।
দ্রোণ কর্ণ সম্বোধিয়া কহিল বিস্তর।
তুহ্মি সব আছ মোর কিসের অন্তর॥

লজ্জা পাইয়া দ্রোণ কর্ণ হইয়া একমতি।
বাণ বরিষণ করে মেঘের আকৃতি॥
তবে দ্রোণ যুদ্ধ করে সাত্যকি সহিত।
যুদ্ধ করে দ্রোণ কর্ণ সমরে পণ্ডিত॥
অস্ত্র দেখি ক্ষোভ হৈল সকল পাণ্ডব।
যুধিষ্ঠির নৃপতি চিন্তাএ পরাভব॥

যুধিষ্ঠিরের ত্রাস এবং কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণযুদ্ধে ঘটোৎকচের নিয়োগ

অর্জ্জুনেত কহিল আপনে জনার্দ্দন।
শুন ২ ধনঞ্জয় আহ্মার বচন॥
দ্রোণ কর্ণ বাণ দেখি যেমন বজ্রধার।
না করে মনুষ্য কর্ম্ম সংগ্রাম ভিতর॥
তার সম বীর[২৯৫] নাই তোহ্মার সমাজ।[২৯৬]
বিনি বীর ঘটোৎকচ রাক্ষসের রাজ॥
কর্ণসমে তোহ্মার আজি রণ যুক্ত[২৯৭] নহে।
তোহ্মার বধের লাঘি মহাঅস্ত্র বহে॥
উল্কা যেন জ্বলে দেখি সূতপুত্র করে।
ইন্দ্রে দিল মহাঅস্ত্র বিদিত সংসারে॥
মহাবীর ঘটোৎকচ মহাঅস্ত্র জানে।
কর্ণ সমে সমর করুক মহাজনে॥
হিড়িম্বা নন্দন আইল কৃষ্ণের সদন।[২৯৮]
হিড়িম্বিকে কৃষ্ণে কহে শুন মহাজন।
সত্বরে চলহ তুহ্মি করিবারে রণ॥
দেখ ২ মহাসত্ত্ব কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
সকল আকুল কৈল পাণ্ডবের বল॥
তুহ্মি তার সহাএ[২৯৯] করহ অধিরোপ।
মহাবীর সাত্যকি তোহ্মার পৃষ্ঠগোপ॥

ঘটোৎকচের কর্ণ নিধনের প্রতিজ্ঞা

কৃষ্ণের বচন শুনি বলিল নিশাচর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বোলে কৃষ্ণের গোচর॥
দ্রোণকে মারিতে আহ্মি পারি একেশ্বর।
আজি সূত পুত্রকে পাঠাইমু যম ঘরে॥
সামর্থ্য অসামার্থ কিবা দুই শক্রসার॥
দুর্য্যোধন দেখিয়া রাক্ষস পরাক্রম।
রাত্রি যুদ্ধে নিশাচর হএ কর্ণ সম॥

ঘটোৎকচ বধার্থ দুঃশাসন সহ অলম্বুষ নিয়োগ

আজ্ঞা কৈল নরপতি কনিষ্ঠ[৩০০] দুঃশাসন
'কর্ণের সংহতি যায় লৈয়া যোদ্ধাগণ॥
হেন কালে আইল জটাউধের নন্দন।
রাজার অগ্রেতে গিয়া বলিল বচন॥
জটাউধ রাক্ষসের মুই পুত্রবর।
অলম্বুষ নাম মোর ভুবন ভিতর॥
পিতা ভ্রাতি বধ কৈল ধর্ম্ম সহোদর।
মোকে আজ্ঞা কর রাজা পাণ্ডব সংহার॥
প্রীতি হইয়া দুর্য্যোধন দিলেক উত্তর।
তুহ্মি সংহারিয়া ঘটোৎকচ নিশাচর॥
দ্রোণ কর্ণ সমে আহ্মি যত যোদ্ধাগণ।
পাণ্ডব যে সংহার করিব এহি রণ॥

ঘটোৎকচকর্ত্তৃক অলম্বুষ বধ

রাজার আদেশ তবে ধরি অলম্বুষে।
তা দেখিয়া ঘটোৎকচ বাদ্য করে রোষে॥

কর্ণসমে অলম্বুষ সৈন্যের সাগর।
শরে আবরিল ঘটোৎকচ একেশ্বর॥
কোপে অলম্বুষ বীর বরিষএ বাণ।
বরিষার কালে যেন জলধ সয়ান॥
অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন গগন মণ্ডলে।
তেনমত বাণ বৃষ্টি করে মহাবলে॥
গিরিশৃঙ্গে মেঘে যেন বরিষএ ধার।
দুই নিশাচরের যুদ্ধ বাজিল অপার॥
অলম্বুষ মারিয়া মারিল কুরবল।
রাখিবারে না পারিল কর্ণ মহাবল॥
চতুরঙ্গ বলে তাকে নিবারিতে নারে।
রথী হইয়া যুঝে অলম্বুষ বীরে॥
অলম্বুষ মারিয়া মারিল কুরুবল। [৩০১]
রাখিবারে না পারিল কর্ণ মহাবল॥
চতুরঙ্গ বলে তাকে নিবারিতে নারে।
বিরথি হইয়া যুঝে অলম্বুষ বীরে॥
মুষ্টিয়ে তাড়িল তবে হিড়িম্বা নন্দন।
মিশামিশি দুই করে দুই বিচক্ষণ॥
পৃথিবীতে ধুলি হৈল ঘোর অন্ধকার।
কেহ কার নহি দেখে রণে অনিবার॥
দুই বলে বসিয়া [৩০২] রাক্ষস যুদ্ধ চাহে।
তর্জ্জে গর্জ্জে দুই বীর কর্ণে [৩০৩] ক্ষত সহে॥
দুই রাক্ষসের যুদ্ধ লোমহ বরিষণ।
জয়পরাজয় নাহি করে মহারণ॥
একজন অগ্নি পুত্র সমুদ্র হয়ে আর।
কেহ হএ হস্তী কেহ গজেন্দ্র আকার॥
এক হয়ে পর্ব্বত আব হয়ে বজ্রঘাত।
এক হএ জলধ আর হয়ে বাত॥
কেহ পুত্র সিংহ কেহ 'শশধর মূর্ত্তি।
জয় পরাজয় নাহি নাশ পাএ সৃষ্টি॥
একে ২ অস্ত্র এড় যমসম শর।
কাকে কেহ না পারএ যুঝে অনিবার॥[৩০৪]

মায়া যুদ্ধে পড়ে কত বাহিনী বিস্তর।
মহাযুদ্ধ আছিলেক অতি ঘোরতর॥
ক্রোধ হৈল ঘটোৎকচ উঠে ফাল দিয়া।
অলম্বুষ পাছাড়িল গগণে চড়িয়া॥ [৩০৫]
যেন ময়দানব বিষ্ণুয়ে পরাজিল।
ঘটোৎকচ বীরে তাকে ভূমিতে পাড়িল॥
হাতে খড়গ লৈয়া [৩০৬] তার কাটিলেক শির।
পৃথিবীতে পড়ে তবে অলম্বুষ বীর॥
অলম্বুষের মাথা ধরি ক্ষেপে[৩০৭] ততক্ষণ।
দুর্য্যোধন রথে ক্ষেপে হিড়িম্বা নন্দন॥
তোহ্মার মিত্রের মুণ্ড চাহ চক্ষু ভরি।
যে যুদ্ধ দেখাইমু কর্ণক সংহারি॥

ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ

সূতপুত্র কর্ণ লৈয়া কর তুহ্মি গর্ব।
তাহারে মারিব আজি দেখিব সর্ব্ব॥
এ বলিয়া ঘটোৎকচ করে সিংহনাদ।
দুর্য্যোধনে ভয় পাইল কৌরব বিষাদ ॥[৩০৮]
দুর্য্যোধন রাজাক গঞ্জিল নিশাচর।
শর বরিষণ করে কর্ণের উপর॥
কর্ণ ঘটোৎকচ যুদ্ধ আছিল বিস্তর।
দুই মহাবলবন্ত বিক্রমে অপার॥[৩০৯]
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরিলোকে তরি॥
লস্কর পরাগল বীর অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥
ইতি অলম্বুষ বধ॥ [৩১০]

দীর্ঘ ছন্দ ঃ

তোমর নারাচ বাণ সৈন্য শক্তি সমাধান
মুষল মুদ্গার ভূন্দিপাল।
পরশু পাট্রিশ শূল নানা অস্ত্র বজ্রতুল
পরিঘ মুষল করতাল॥
বরিষন্ত বাকে ২ মহাযুদ্ধ পরিপাকে
কর্ণ ঘটোৎকচসম বীর।
আশোক কিংশোক তরু বিকচ কুসুম গুরু
তেন দেখি দুই কলেবর॥
মহামত্ত সিংহ যেন বেড়িল রাক্ষস তেন
না কম্পিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
বজ্রসম পঞ্চশরে হিড়িম্বা নন্দন বরে
শরে কাটি কর্ণ করে দূর॥
আকর্ণ করি সন্ধান কর্ণ জোড়ে পঞ্চবাণ
কর্ণের হাতের কাটে ধনুঃ।
আর ধনুঃ লৈয়া কর্ণ কোপে চক্ষু রক্ত বর্ণ [৩১১]
বাণ মারে রাক্ষসের তনু॥
বাছি মারে বাণ সব রাক্ষস নাহি পরাভব
হিড়িম্বা নন্দন মহাবীর।
সিংহ দেখি যেন হস্তী ভঙ্গ দিল রথ রথী
ঘটোৎকচ মহাবীর না কম্পয়ে শরীর
দেবাসুর রাক্ষস সংহারে।
কর্ণেরে সাক্ষাৎ[৩১২] দেখি ক্রোধে জ্বলে অগ্নি অক্ষি
অগ্নি যেন গগণ সঞ্চরে॥
সারথিরে কর কোপ কর্ণে করে অধিরোপ
ধনুঃ ধরে সূতের নন্দন।
সত্বরে চলিয়া যায়ন্ত দুই রথে করে শান্ত
ঘটোৎকচ যেহেন সমন॥

ঘটোৎকচ মহাবলি গদামারে আগলি
অষ্ট ধার গদা লইল হাতে।
নিজে যেন জ্যোতি যার গব্যুত এক বিস্তার
যাহাকে মিলিল ভূতনাথে॥
অসংখ শুল বর্ণিত সর্ব্বলোহ নির্ম্মিত
গদা লৈল বস্ত্র করে ধরি।
ক্ষেপিল কর্ণক বলি রাক্ষস শ্রম মহাবলি
অস্ত্র যাএ গগণ সঞ্চারি॥ [৩১৩]
সেই অস্ত্র লৈয়া যবে উলটিয়া মারে তবে
ভস্ম কৈল রাক্ষসে বাহন।
ফাল দিয়া নিশাচর ভূমিতে নামে সত্বর
অশ্ব রথ ধ্বজ চূর্ণ কৈল।
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরুবল বড় সুখি
যোদ্ধাগণ সবিস্ময় হৈল॥
ঘটোৎকচ মহাবীর করিলেক মায়া স্থির
ছলেমায়া নানা মূর্ত্তি ধরে।
সিংহ ব্যাঘ্র বিষধর নানা পক্ষি ভয়ঙ্কর
রণে তাকে জিনিতে না পারে॥
শর মারি কর্ণ বীর সংহারে সর্ব্ব শরীর
রাক্ষস করিল অন্তর্ধান।[৩১৪]
ঘটোৎকচ মায়াবলে চলিল গগণ তলে
তথা থাকি বরিষএ বাণ॥[৩১৫]

কৌরব পক্ষীয় রাক্ষস
অলায়ুধের অভিযান

হেন কালে নিশাচর অলাউধ ধনুর্দ্ধর
বক রাক্ষসের সহোদর।
পূর্ব্ব বরি অনুসারি নিশাচর সঙ্গে করি
আইল কুরু রাজের গোচর॥

বক নামে সহোদর মারিলেক বৃকোদর
আসিয়াছি তাহার কারণ।
পাণ্ডব সংহার করি তোহ্মার বিজয় ধরি
তবে যাইব আপন ভুবন॥
তা শুনিয়া দুর্য্যোধন প্রসন্ন হইল মন
সম্ভাষিয়া প্রসন্ন কইল মন।
অলাউধ নিশাচর সহিতে রাক্ষস বব
গ্রাসিবারে যাএ পাণ্ডব বল॥
এথাএ কর্ণসঙ্গ ঘটোৎকচ করে রঙ্গ
বথের উপবে নিশাচর।
এহি কর্ণের[৩১৬] সংহার ঘটোৎকচ নিশাচর
বাখে অলাউধ মহাবীর॥
দুই বীব মহাজন করে যুদ্ধ মহাবণ
কারে কেহ না পাবে জিনিতে।

অলায়ুধের ঘটোৎকচ আক্রমণ
ভীমসহ যুদ্ধ

অবসরে কর্ণ বীবে প্রবেশিল পাণ্ডু বলে
পার্থ আইল তাহাকে রাখিতে॥
অলাউধ সৈন্যগণ যেন উগ্র তপবন
সহস্র২ শবে রাক্ষস বেড়িয়া মারে
কিছু মূর্চ্ছা হইল ঘটোৎকচ॥ [৩১৭]
ঝাটে আইল বৃকোদর এড়ি [৩১৮] কর্ণ সংহার
অলাউধ আবরিল বাণে।
দুই বীরে বাণ বৃষ্টি অন্ধকার কৈল সৃষ্টি
ভীমে ক্ষোভে নিশাচর গণে॥
ভীমে এড়ে বাণ যত সঞ্চরে গগন পথ
মায়া বল রাক্ষস প্রচণ্ড।
সর্ব্বাকুল অস্ত্র বর রণে পড়ে নিরন্তর
যেহেন যমের কালদণ্ড॥

মনে চিন্তে জনার্দ্দন আস্তে ব্যস্তে ততক্ষণ
পুনি ঘটোৎকচ স্থানে কহে।
অলাউধ নিশাচর জানে মায়া বহুতর
ভীমসেনে অস্ত্র বহু সহে॥
ভীমের সাহায্য কর নিশাচর সংহার
তোহ্মাতে নাহিক বলবন্ত।
সত্বরে চলিয়া রথ পিত্রি রক্ষা কর সত্ত্ব
ঝাটে বধ রাক্ষস দূরন্ত॥

ঘটোৎকচকর্ত্তৃক অলায়ূধ বধ

কৃষ্ণের বচন শুনি মহাপরাক্রম ধরি
ঘটোৎকচ গেল আরবার।
অলাউধ নিশাচরে পরিঘ হাতেত ধরে
শর মারি করিল প্রহার॥
ক্ষণেক চৈতন্য পাইল মহাগদা হাতে লৈল
মহামত্ত হিড়িম্বা নন্দন।
সূত রথ অশ্বগণ চূর্ণ কৈল ততক্ষণ
অলাউধ উঠিল গগণ॥
রাক্ষসের মায়া ধরি বহু শুনি বৃষ্টি কবি
মেঘ শৃজে গগন মণ্ডল।
নিরন্তর বজ্রঘাত যেন শুনি নির্ঘাত
ছটছটি শুনি কোলাহল॥
যুঝে ভীমনন্দন এড়ে নানা অস্ত্রগণ
অলাউধ করিতে সংহার।
শিলাবৃষ্টি করে বীর না কম্পয়ে শরীর
অস্ত্র এড়ে নানান প্রকার॥
বরিষে পরিঘ বাণ মুষল বজ্র সন্ধান
পাস তোমর ভূন্দিপাল।
পরশু পাট্টিশ শূল চক্রকুণ্ড সমতুল
সৈন্য সব পড়এ বিশাল॥

অস্ত্র হৈল অবসান দুই রাক্ষস প্রধান
শর এড়ি শূন্যে কৈল ভর।
খড়গ পড়ে বজ্রসার অগ্নি পড়ে ঝঞ্জাবার
অন্যে২ খড়গ লৈল কর॥
রুধির বহএ ধারে দোহান যে কলেবরে
গৌরিক বহএ যেন গিরি।[৩১৯]
ঘটোৎকচে শিক্ষা বলে অলাউধ ধরে বলে
ভ্রমাইল অলাউধ ধরি।[৩২০]
খড়গ লেয়া কাটে শির পড়ে অলাউধ বীব
ঘটোৎকচে করে সিংহনাদ।
শব্দ উঠে হাহাকার নিশাচর সংহার
কুরুবলে পরম বিষাদ॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ আনন্দিত হৈল মন
প্রশংসিল হিড়িম্বা নন্দন।
অনেক বাদিত্য বাজে প্রশংসান্ত ধর্ম্ম রাজে
ভীম-ধনঞ্জয়-জনার্দ্দন॥

কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধে কৌরব ত্রাস

অলাউধ বধ শুনি কণ তবে আইলপুনি
সংহারন্ত পাণ্ডব পাঞ্চাল।
পরস্পর করে রণ কৌরব পাণ্ডবগণ
না দেখিল সংগ্রাম বিশাল॥
কর্ণের বিক্রম জানি হিড়িম্বা নন্দন পুনি
নানা অস্ত্র বরিষএ রণে।[৩২১]
যেন পড়ে বজ্রঘাত হেন মত ঝঞ্ঝাবাত
সহিতে না পারে কুরুবলে॥
কর্ণ হৈল রক্ত তর সংগ্রামে জর্জ্জর
ভীমসেন নন্দন প্রহারে।
চিন্তা পাইল দুর্যোধন কর্ণ রাক্ষাস রণ
পরাজিতে কেহ নহি পারে॥

দুই মহাবলবীর বলবন্ত দুই বীর
দুই জন পৃথিবীর সার।
অন্যে২ করে রণ নানা অস্ত্র বরিষণ
অন্যে ২ চাহএ সংহার॥

কর্ণ-শরে ঘটোৎকচ বধ

তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কৈল বুদ্ধিস্থির
দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
সংহারিল অশ্ব রথ রাক্ষস হৈল বিরথ
কোপে কাঁপে কর্ণ বিদ্যমান॥
মাঁয়াবর অনুসারে ভৈরব গর্জ্জন করি
অন্তর্ধ্যান হৈল নিশাচর।
ঘটোৎকচ মহাবলে অস্ত্র বরিষণ করে
শিলা বৃক্ষ পর্ব্বত পাথর॥
রক্ত বর্ণ জলাধর ভরিয়া গগণতল
সংহারএ করিয়া প্রহার।
লক্ষে ২ মহাযোধ ক্রোধে হৈল অবিরোধ
কুরুবর করএ সংহার॥
গজ বাজি যোদ্ধাগণ সর্ব্ব হৈল নিধন
অলক্ষিতে অস্ত্রের প্রহারে।
যত অস্ত্র হএ পাত যেন পড়ে ঝঞ্ঝাবাত
কুরুবলে না পারে সহিবারে॥
গগণ আবরে বাণে বেড়ি মারে যোদ্ধাগণে
হৃদয়ে বিস্ময় হৈল কর্ণ।
ক্ষয় পাইল কুরুবল কর্ণ হৈল বিকল
ক্রোধে মুখ হৈল বিবর্ণ॥
তবে সর্ব্ব কুরুবলে কর্ণ সম্বোধিয়া বোলে
মহাঅস্ত্র এহিত সময়।
তুহ্মি সে করিলা শক্তি তে কারণে দিলা যুক্তি
দেব পুরন্দর মহাশএ॥

অর্জ্জুনের বধ বলি যাকে রাখ আকলি
সেই শক্তি মার নিশাচর ।[৩২২]
পাছে ধনঞ্জয় রণ তখনে হৈব নিধন
সংহারিতে আছে কুরুবল॥
কুরুবল কোলাহল কর্ম্ম হৈল বিকল
ভাল মন্দ না করে বিচার ।
শক্তি করে সন্ধান সর্ব্ব শক্তি সমাধান
রাক্ষসের করিতে সংহার॥
গগণেত নির্ঘাত ঝাকে২ উল্কাপাত
তপ্ত বেগবন্ত হইল বাত ।
সন্ধি সান্ধে কর্ণবীর রাক্ষস হইল অস্থির
শরীর বাড়ায়ে সহ সাত॥[৩২৩]
যেন বিন্দি গিরিবর ঘটোৎকচ নিশাচর
উদ্দেশিয়া হানে কর্ণবীর ।
মহাশক্তি বেগে যাএ নিশাচর ভয় পাএ
প্রবেশিল গগণ ভিতর॥
ভেদিয়া গগণ ৩র যেন বিন্দে গিরিবর
সেই ঘাএ পড়ে নিশাচর॥
পৃথিবী কাপএ ডরে কোপে হাহাকার করে
এক ভাগ চাপে কুরুবল॥
পড়ে ভীমনন্দন কান্দএ পাণ্ডবগণ
গোবিন্দে করএ সিংহনাদ ।
শঙ্খ বাহে জনার্দ্দন বড় আনন্দিত মন
অর্জ্জুনের বিস্ময় বিষাদ॥[৩২৪]

ঘটোৎকচ বধঘটিত রহস্য

কৃষ্ণেত জিজ্ঞাসে বোল তবে কৃষ্ণ দিল কোল
আজি সে বিজয় ধনঞ্জয় ।
অর্জ্জুন বিস্ময় শুনি কৃষ্ণেত জিজ্ঞাসে পুনি
সর্ব্ব কথা কই মহাশয়॥

ঘটোৎকচ বধ শুনি আহ্মি সবে পুনি২
শোকাকুলে করয় ক্রন্দন।
তুহ্মি উল্লাসিত মন শঙ্খ বাহ ঘন ২
কিবা সন্ধি কহ জনার্দ্দন॥
বলি কৃষ্ণে কহে সার আনন্দিত অপার
এবে সে কর্ণের পরাজয়।
অক্ষয় কবচ ধরে যদি কর্ণ কলেবরে
ত্রিভুবনে নাহি পরাজয়॥
বিজয় আকুল কর্ণ যদি ধরে সেই বর্ণ
তবে তাকে কে পারে জিনিতে।
প্রথমে ইন্দ্রে আপনে তোহ্মার বিজয় কারণে
হরি নিল কবচ কুণ্ডল।
অকাতর চিত্ত ধরি আগু পাছি না বিচারি
দানে কৈল কর্ণ মহাবল॥[৩২৫]
আহ্মি সে মন্ত্রণা কৈলুম শক্তি নিয়া সম্বরিলুম
ঘটোৎকচ রাক্ষস শরীরে।[৩২৬]
রাখে বড় যত্ন করি মনেতে সঙ্কোচ ধরি
তোহ্মার যে বধের অন্তরে॥
আহ্মি যদি করি রণ হাতে লৈয়া সুদর্শন
তভো কর্ণ না পারি জিনিতে।
ধরিয়া গণ্ডিব ধনুঃ তুহ্মি যদি বিন্দ তনু
তথাপিহ না পার মারিতে॥
দেবেন্দ্র বরুণ যম সংগ্রামে তাহার সম
কুবের না হয়ে সমশর।
জিতেন্দ্রীয় সত্যবর তপস্বী দাতা তৎপর
দাতাবর্ণ কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
আহ্মি চক্র লৈয়া তারে না পারি জিনিবারে
কি কহিব অধিক কথন।
কবচ কুণ্ডল হার দেব রাজ পুরন্দর
হিতাহিত তোহ্মার কারণ॥

শক্তি অস্ত্র হাতে তার অস্থির চিত্য আহ্মার
তার শম নাহি ত্রিভুবনে।
তোহ্মার বধের তরে রাখিছিল যত্ন পরে
সেই শক্তি ঘটোৎকচে হানে॥
তবে তার সংহার হেন শক্তি নাহি আর
তথাপিহ্ কর্ণ মহাবলি।
তোহ্মার তাহার রণ সৈথে নারে আর জন
সাবধানে যুঝিয় আকলি॥
তোহ্মা হিতের লাগি রজনীতে রহি জানি
চিন্তাকুল হৈল মোর মন।
র্করিয়া কপট বন্দ সংহারিলুম জরাসন্ধ
পূর্ব্বে বৈরি নিশাচর গণ॥[৩২৭]

ঘটোৎকচ বধে
পাণ্ডবগণের বিলাপ

শঙ্খ বাহে ঘন ২ ধনঞ্জয় জনার্দ্দন
সমবেত বহস্য বহুল।
ঘটোৎকচ বধ শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
শোকে হৈল পরম আকুল॥
কৃষ্ণে তবে কহে কর্ম্ম ঘটোৎকচ বীর ধর্ম্ম
অনুপূর্ব্বে কহিল প্রকাশ।
সেবা কৈল রাত্রি দিন অর্জ্জুন না আছিল তখন
সংকটেতে তরাইল বিশেষ॥
সহদেব পুত্র যেন ঘটোৎকচ স্নেহ তেন
প্রাণ আহ্মি না পারি রাখিতে।
ঘটোৎকচ পড়ে রণে কি ফল মোর জীবনে
মুই যাম কর্ণ সংহারিতে॥
কোপে জ্বলে নরপতি শিখণ্ডীক সংহতি
সহস্রেক চলে রথ সার।
মত্তগজ তিনশত সহস্র পঞ্চ ঘোটক
আর যত যোদ্ধা পরিবার॥

ব্যাসকর্তৃক
পাণ্ডবগণকে প্রবোধ

পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্য   সাজিলেক অগ্রগণ্য
ভেরি শঙ্খ সংগ্রামনিপুন।[৩২৮]
দেখিয়া ধর্ম্মের কোপ   কর্ণ বীর অধিরোপ
ব্যাস বলে কহিকথা শুন॥
রাজাক প্রবোধ[৩২৯] শুনি   কর্ণ বীর্য্য মনে গুনি
শুন যুধিষ্ঠির নরপতি।
পৃথিবীতে কর্ণবীর   বিখ্যাত সংগ্রামে শির
শক্তি অস্ত্র ধরে মহামতি॥
করিতে পার্থ সংহার   শক্তি ধরে অনিবার
অর্জ্জুনের বড় ভাগ্য পুত্র।
সেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর   শক্তি এড়ে নিশাচর
কিরূপে বধিব ধনঞ্জয়॥
তবে পার্থ বীরের কর্ণসমে করএ সংগ্রাম।

দ্রোণবধ পর্বাধ্যায়

শোক এড় যুধিষ্ঠিরে   নিয়মে বধিল তারে
কর্ণবীর অতি অনুপাম॥
এ বলিয়া ব্যাসমুনি   অন্তর্ধ্যান হৈল পুনি
নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমক কৈল আদেশ   কৌরবেতে পরবেশ[৩৩০]
ধৃষ্টদ্যুম্ন যাউক সংহতি॥

শোকক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের অভিযান

দ্রোণ বীর নাশ হেতু   ধৃষ্টদ্যুম্ন কালকেতু
দ্রোণাচার্য্য করহ সংহার।
এ বলিয়া যুধিষ্ঠির   সাজিল পাঞ্চাল বীর
সৈন্য যত আছিল আপনার॥

দুর্যোধনের দ্রোণাচার্য তিরস্কার

তবে রাজা দুর্য্যোধন চলি আইল ততক্ষণ
দ্রোণ স্থানে কহিল বিনয়।
তুহ্মি জগতের গুরু ধর্ম্মদেব কল্পতরু
ত্রিভুবনে সমর দুর্জ্জয়॥
মোর অভাগ্য বসে হেন তোহ্মা পরিহাসে
উপেক্ষা করহ শিষ্য প্রতি।
পাণ্ডবক পরিহরি [৩৩১] যুদ্ধ কর যত্ন করি
পুন ২ করম প্রণতি॥
তুহ্মি দিব্য অস্ত্রবিত সমরেত পণ্ডিত
বিক্রম দেখুক সর্ব্বলোকে।
সংহারি পাণ্ডব বল তোহ্মাতে মাগব বর
সম্প্রতি বিজয় দেয় মোকে॥

দ্রোণাচার্যের পাণ্ডব সংহারে প্রতিজ্ঞা

হাসিয়া বোলে ভরদ্বাজ শুন তুহ্মি কুরুরাজ
আহ্মি চলি পাণ্ডব সংহারে।
সংগ্রামে বরি নির্ভর তুহ্মি রাখ ধনঞ্জয়
তবে সে পারিব বধিবারে॥
যদি আইসে ত্রিভুবন একত্রে করএ রণ
অর্জ্জুনের নাহি পরাজয়।
হেন জানি সাবধানে পার্থ রাখ আপনে
অহ্মি যাই পাণ্ডব প্রলয়॥[৩৩২]
এহি বাক্য সত্য করি পাণ্ডব সংহার করি
তবে আহ্মি কবচ এড়িব।
পাণ্ডবের সৈন্য যত সোমক পাঞ্চাল তত
শর মারি সকল পাড়িব॥

দ্রোণের বচন শুনি দুর্য্যোধনে বোলে পুনি
ধনঞ্জয় রাখিব আপনে
সৈন্য দুই ভাগ করি অশ্বত্থামা আগুসারি
অর্জ্জুনকে সংহারিব রণে॥
ইসিত হাসিয়া দ্রোণ কহেন অর্জ্জুন শুণ
সাবধানে শুন দুর্য্যোধন।
তাহা বা কহিব কত সম্ভাষা আছিল যত
নিভৃতে আছিল দুই জন॥
যদি হএ সূর্য্যোদয় সর্ব্ব সৈন্য হৈব ক্ষয়
যাবৎ হএ রাত্রি অবসান।[৩৩৩]
সজ্জা হৈল কুরুবল নানা বাদ্য কোলাহল
দুই ভাগে করিল পয়ান॥
রণের আটোপ দেখি আপনার সৈন্য লিখি
অর্জ্জুনেরে বোলে বৃকোদর।
সর্ব্ব ক্ষত্রি অনাহারি যে নিমিত্তে মনে ধরি[৩৩৪]
এহি তার সময় সংহার॥
আপনা বিক্রম শর সমবেত পার কর
সর্ব্বলোকে দেখুক তোহ্মারে।
বাজিল সমর রণ ত্রস্ত হৈল সর্ব্বজন
পাণ্ডব সংহারে দ্রোণ বীরে॥
সমুদ্র যে রত্নাকর তাতে জন্মে সুধাকর
লস্কর পরাগর খান।
ইতি দ্রোণ চতুর্থ দিবস যুদ্ধে রাত্রৌ ঘটোৎকচধ॥[৩৩৫]

উভয় পক্ষের যুদ্ধ

পদ ছন্দ ঃ[৩৩৬]

বিরাট দ্রোপদদুই দ্রোণ বলি ধাইল।
মৃগ দেখি বনে যেন মৃগরাজ আইল॥
বিরাট দ্রোপদ দুই জন এক বারে।
বাণ বরিষণ করে দ্রোণের উপরে॥

দুই জনে একবারে এড়ে বাণগণ।
অস্ত্রে ২ দ্রোণাচার্য্যে কাটে ততক্ষণ॥

দ্রোণকর্তৃক বিরাট ও দ্রুপদ সংহার

দুই শর মারিলেক দ্রোণ মহামতি।
বিরাট দ্রোপদ কাটি পাড়ে শীঘ্রগতি॥
দেখিয়া বিরাট সৈন্য রণে পাইল ত্রাস।
মৎস,কেকয় পাঞ্চাল দ্রোণে কৈল নাশ॥
তা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তাপিত শরীর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বোলে নির্ভয় শরীর॥
কবির সমরে নাশ দ্রোণ মহাবীর।
যদি হয়ে প্রতিমুখ দ্রোণের সংহার॥
যত পুণ্য ধর্ম্ম কৈলুম সর্ব্ব হএ ব্যর্থ।
ব্রহ্মবধ গোবধ যে হইব অশ্বথ॥
তবে দুর্য্যোধন আইল শকুনি প্রভৃতি।
দ্রোণেরে রাখিতে সব আইল শীঘ্রগতি॥
আছুক সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীরে।
আপনা সৈন্য সব রাখিতে না পারে॥

ভীমের উত্তেজনায় সমবেত দ্রোণ আক্রমণ

ক্রোধ হৈল ভীমসেন বোলে বীরদাপ।
একেশ্বর আচার্য্য বুঝিল তোর পাপ॥[৩৩৭]
এবে উপেক্ষিল[৩৩৮] তাকে পাঞ্চাল সহিত।
পাঞ্চাল বংশেত কথা বাক্য সমাহিত॥
এহি দেখ শঙ্খ রাজ দ্রোণের বাহিনী।
আজিগা জানিবা দ্রোণ প্রলয় কাহিনী॥[৩৩৯]
এ বলিয়া বৃকোদর প্রবেশিল রণে।
দিগন্তের পরিয়া সৈন্যের শব্দ শুনে॥

'দ্রোণ সৈন্য সংহারএ বীর বৃকোদর।
হেন কালে উদিত প্রভাত দিবাকর॥
ইতি দ্রোণপর্ব্বনি চতুর্থ দিবসীয় যুদ্ধঃ[৩৪০]॥

উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধে বহু সৈন্য ক্ষয়

মহাযুদ্ধ করএ সংগ্রামে ভয়ঙ্কর।
দ্রোণ সমে পাণ্ডব অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
মহাযুদ্ধ আছিল সমর বহুতর।
দিবসে রজনী হইল যুদ্ধের ভিতর॥
দশ দিশ অন্ধকারে কৈল গগন মণ্ডলে।
আকাশেতে দেবগণে দেখে কুতূহলে॥[৩৪১]
দুঃশাসন সমে যুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন করে।
দুর্য্যোধন সহিতে সাত্যকি ধনুর্দ্ধরে॥
মল্ল যুদ্ধ করএ সহদেব ধনুর্দ্ধরে।[৩৪২]
চিত্রউধ বিচক্ষণ নির্ভয় শরীরে॥
অন্যে ২ যুদ্ধ করে মহা ২ বীর।
ভয় ভঙ্গ নাহি কার নির্ভয় শরীর॥[৩৪৩]
যত যুদ্ধ আছিল তুমুল পরিপাক।
পুস্তক বিশাল হএ না দেখিল তাক॥
ক্রোধ হৈল দ্রোণাচার্য্য বরিষএ শর।
সমরে বিপক্ষ গণ পড়িল বিস্তর॥
বায়ু ভঙ্গ তরু যেন পৃথিবীতে পড়ে।
সহস্রে ২ বীর ভূমিতলে গড়ে॥

দ্রোণাচার্যের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পাণ্ডব ভীতি

বিংশতি সহস্র বীর পড়ে দ্রোণ বীরে।
সমর দেখিয়া যেন আনল শরীরে॥

ক্রোধ হইয়া সাজিলেক দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
পাঞ্চালের সৈন্য সব মারে বহুতর॥
পাঞ্চাল সঞ্জয় সৈন্য ভঙ্গ দিল রণে।
কোলাহল শব্দ হৈল পুরিয়া গগনে[৩৪৪]॥
রাখিতে না পারে ভীম না পারে অর্জ্জুনে।
সকল সংহারে দ্রোণ হইয়া দ্বিগুণ॥
ভয় পাইল পাণ্ডবে দেখিয়া পরাক্রম।
দ্রোণ হতে না হইব পাণ্ডব উপশম॥
দ্রোণেব দেখিল যদি এতেক বিক্রম।
পাণ্ডু সৈন্য সবে ভাবে দ্রোণ দেখি যম॥
আজি দ্রোণ হতে যদি হএ পরিত্রাণ।
হেন সব মনে ভাবে পাণ্ডব প্রধান॥
যুগান্ত কালেত যেন দহে হুতাশন।
সর্ব্ব সৈন্য দহে ভরদ্বাজেব নন্দন॥
দ্রোণের প্রচণ্ড দেখি যমের দোসর।
প্রতিযোগ্য নহে দেখ পার্থ ধনুর্দ্ধব॥[৩৪৫]

'অশ্বত্থামা হত' বলাতে
কৃষ্ণের প্ররোচনা

কুন্তীপুত্র সকল বিমুখ হইল রণে।
দেখিয়া বোলএ তবে ভীম-জনার্দ্দনে॥
যুদ্ধ কবি দ্রোণকে না পারি পরাজিতে।
সংগ্রামেত জয় দ্রোণ জানহ নিশ্চিতে॥
সর্ব্বদেব সমে যদি আইসে পুরন্দর।
জিনিবারে না পারিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
বড়হি সংশয় দেখি দ্রোণের কাবণে।
করহ মন্ত্রণা যেন দ্রোণ পড়ে রণে॥
দ্রোণ যদি পড়ে রণে বড় হএ কর্ম্ম।
হেন যুক্তি কর ঝাটে পরিহর ধর্ম্ম॥
অশ্বত্থামা বধ শুনি এড়িবেক রণ।
হাত হতে ধনুর্বাণ এড়িবে তখন॥

এক জনে গিয়া মাত্র কহ এহি রণ।
অশ্বত্থামা পড়ে হেন কহ সর্ব্বজন॥
হেন বাক্য কৃষ্ণের আদরে সর্ব্বজন।
অনুমতি দিল তবে যুদ্ধের কারণ॥
তবে ভীম বিক্রম করিআ ততক্ষণ।
সিংহনাদ করিয়া করন্ত মহারণ॥
অশ্বত্থামা নাম গজ বাহিনী প্রধান।
ইন্দ্র ব্রহ্মমান বীর পর্ব্বত প্রমাণ॥
ভীমসেন তাহাকে পাছাড়ি কৈল দূর॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন শব্দ যাএ দূর॥
দ্রোণ পার্শ্বে চলিয়া লজ্জিত বৃকোদর।
অশ্বত্থামা হত হেন বোলে উচ্চস্বর॥
ভীম মুখে শুনি দ্রোণ পুত্রের সংহার।
বিষণ্ন বদন হৈল শিথিল আকার॥
অশ্বত্থামা পুত্রের জানিয়া বীর্য্যবল।
মিথ্যা হেন শঙ্কা নিল দ্রোণ মহানল॥
মনে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল মহামতি।
মোর পুত্র জিনিতে না পারে সুরপতি॥
কিন্তু মনে বিস্ময় জপয়ে দুর্ব্বচন।
পুত্র শোকে দ্রোণের অস্থির হৈল মন॥ [৩৮৩]
ধৃষ্টদ্যুম্ন উপরে বরিষে মহাশর।
সারথিক মারিল আচার্য্য ধনুর্দ্ধর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হাসিয়া ধরিল আর ধনুঃ।
শরজালে আবরিল আচার্য্যের তনু॥
সেই ধনুঃ কাটিল আচার্য্য মহাবীরে।
সর্ব্ব অস্ত্র কাটে দ্রোণ সমর ভিতরে॥
গদা খড়গ আছে মাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন করে।
সেই গদা তিন বাণে কাটে মহাবীরে॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটি পাড়ে শরীর কবন্দ।
সকল কাটিয়া পাড়ে দ্রোণ মহাধন্দ॥
ক্ষণে যুদ্ধ মধ্যে রহে ক্ষণে যাএ দূরে।
অলক্ষিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বত্রে সঞ্চরে॥

মাংস দেখিযা যেন গৃধিনী সঞ্চরে।
বথ সান্ধি ফিবে বীব দ্রোণ ধবিবাবে॥
সমবে বিবথি বীব খড়্গ চর্ম্ম ধবে।
মল্ল শিক্ষা কবে বীব বহুল প্রকাবে॥
পবম বিস্ময় হৈয়া চাহে যোদ্ধাগণ।
কুতূহলে দেখন্ত সকল দেবগণ॥

দ্রোণ-সাত্যকি যুদ্ধ

সম্মুখেত তরুবব ব্যর্থ নহে শব।[৩৪৭]
সান্ধিল বার্দান্ত[৩৪৮] বাণ দ্রোণ ধনুর্দ্ধব॥
বাণসব অমোঘ নির্হন্তি পবিমাণ।
এহেন দুর্ব্বল শিক্ষা না জানএ আন॥
সহস্র সংখ্যাত বাণে খড়গ চর্ম্ম কাটে।
দ্রোপদ পুত্রেব মহা অতঙ্কাব টুটে।
তাব মহাঅস্ত্র সান্ধে কাটিবাবে শিব।
হেন বাণ সান্ধিল সাত্যকি মহাবীব।[৩৪৯]
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাখিল সাত্যকি মহাশয়॥
সাত্যকিব পবাক্রম দেখিয়া দস্কব।
দ্রোণ হৈল দুর্য্যোধন কৌবব ঈশ্বব॥
সকল সোদব সমে আইল নবপতি
মহাসত্ত্ব কৃপ কর্ণ তাহান সংহতি॥
সহদেব নকুল সহিতে যুধিষ্ঠিব
সাত্যকি বাখিতে আইল ভীমসেন বীব।
দুর্য্যোধন আদি কবি কৌববেব গণ।
সাত্যকি সহিতে সবে কবে মহাবণ।
সকল অস্ত্র কাটিয়া সাত্যকি মহাবীব।
প্রত্যক্ষে ২ বিন্দে সভান শবীব॥
অন্যে ২ সমব আছিল বহুতব।
সর্ব্ব যুদ্ধ না লেখিল লিখিতে বিস্তব॥
কোপ কবি দ্রোণ বীব ববিষএ শব।
আপনে সাজিল তবে ধর্ম্ম নপবব॥

দ্রোণের দুর্নিমিত্ত দর্শন
প্রাণত্যাগে ইচ্ছা

উল্কাপাত ভূমিকম্প শুনি নির্ঘাত।
অস্ত্র কুতূহল হএ নানা উৎপাত॥
জ্বলয়ে দ্রোণের বাণ পড়ে তীক্ষ্ণ ধারে।
অশ্বগজ কান্দে দেখ সমর ভিতরে॥
বাম বাহু স্পন্দয়ে স্পন্দে বাম নয়ন।
বহু অশকুন দেখি অতি বিলক্ষণ।
হৃদয়ে চিন্তিত দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি।
যুদ্ধ করি স্বর্গে যাইব সমর উপেক্ষি॥
হেন মত চিন্তিয়া মনেত কৈল সাব।
পুনরপি করে দ্রোণ পাণ্ডব সংহার॥
ভীম অশ্বত্থামা যুদ্ধ করে অতিতর।
হেন কালে অশ্বত্থামা মহা গজধব॥
ভুসুণ্ডে ভেদিল তবে বীর বৃকোদর।
গদার প্রহারে কৈল গজেন্দ্র উপর॥
সেই ঘায়ে গজবরে গেল যমঘর।
পড়িলেক অশ্বত্থামা সমর ভিতব।

দ্রোণপুত্র নাশের প্রকৃষ্ট
প্রমাণস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের
বাক্য শোনার আহ্বান

পাণ্ডব বাহিনী কহে দ্রোণ সম্বোধিয়া।
কহিতে লাগিল সবে একত্রিত হৈয়া॥
অশ্বত্থামা পড়িলেক ভীমের প্রহারে।
আর রণ কর দ্রোণ সমর ভিতরে॥
হাসিয়া বোলয়ে দ্রোণ নির্ভয় শরীর।
শিব বরে পুত্র হৈল অমর মহাবীর॥

কার শক্তি আছে তাকে মারিতে পারএ।
যুধিষ্ঠিরে বোলে যদি তবে সে নিশ্চয়॥
অনেক অনিষ্ট যদি হএ অবিদিত।[৩৫০]
তবেই ধর্ম্মেত মিথ্যা নাহি কদাচিত॥

যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলার জন্য কৃষ্ণের প্ররোচনা

কৃষ্ণ বোলেন তবে শুন ধর্ম্মরাজ।
দ্রোণের বিক্রম দেখ পড়িল অকাজ॥
শোক হতে বল নাশ হইবে অস্থির[৩৫১]।
সত্বর বোল তুহ্মি রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্মরাজ বোলে তবে শুন জনার্দ্দন।
মিথ্যা কথা কহে যেবা নরক ভোজন॥
নবক বিস্ময় তুহ্মি না কবিয় রোষ।
শত্রু স্থানে কহিতে নাহি কোন দোষ॥
বোল ২ কবি কৃষ্ণ বোলে আরবার।
না বলিলে হৈব পুনি অর্জ্জুন সংহার॥
আহ্মাব বচন ধর ধর্ম্ম নরপতি।
দ্রোণ হতে পার্থ তুহ্মি রাখহ সম্প্রতি॥
এহাতে অধর্ম্ম নাহি বলিল নিশ্চিত।
প্রাণ রক্ষা হতে সবে তুহ্মি অনুচিত॥
যদি মিথ্যা কহিলে অনেক পাপ হয়ে।
সর্ব্ব পাপ দেয় ধর্ম্ম আহ্মার হাতয়ে[৩৫২]
জীবন রক্ষা হেতু কহিয় অনিত্য।
তাহাতে অধর্ম্ম নাই কহে শাস্ত্রবিত॥
ভীমে তবে কহিলেন্ত প্রবোধ বচন।
কৃষ্ণ বাক্যে কিছু বিচলিত হৈল মন॥[৩৫৩]

যুধিষ্ঠিরের 'অশ্বত্থামা হত' বলা

অশ্বত্থামা পড়ে হেন বোলে যুধিষ্ঠির।
গজরাজ পড়ে হেন বলিলেক ধির॥

ধর্ম্মবন্ত ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম সহোদর।
পৃথিবীতে প্রবেশ না করে রথবর॥
এহি বাক্যে ধর্ম্মেব পৃথিবী ছোয়ে রথ।
তিল এক ছিদ্র না রহে ধর্ম্ম পথ॥

দ্রোণাচার্যের অস্ত্র বর্জন ও মুনিগণের প্রবোধ

যুধিষ্ঠির মুখে শুনি পুত্রের নিধন।
ভূমিত নামিল দ্রোণ বিষণ্ন বদন॥
যুধিষ্ঠির বাক্যে দ্রোণ পাইল বড় শোক।
কান্দিতে লাগিল দ্রোণ পুত্র যম লোক॥
প্রবোধিতে আইল সকল মুনিগণ।
অগস্ত্য প্রভৃতি বিশ্বমিত্র তপোধন॥
জমদগ্নি ভরদ্বাজ গোতম বসিষ্ট।
কাশ্যপ প্রভৃতি আইল মুনিগণ সিষ্ট।
ভৃগু [৩৫৪] অঙ্গিবা বাল্মীক যত তপোধন।
দ্রোণের সাক্ষাতে গিযা বলিল বচন॥
শুন দ্রোণাচার্য্য তোহ্মা কহি তত্ত্বসাব।
সাগর সঙ্গম সৃষ্টি সৃজিল [৩৫৫] সংসার॥
অকর্ম্ম [৩৫৬] করহ তুহ্মি পরিহরি ধর্ম্ম।
সিষ্টজন হৈয়া কব ম্লেচ্ছজন কর্ম্ম।
বেদ বেদাঙ্গিত তুহ্মি বিচাবে পণ্ডিত।
ব্রহ্মতেজ বিপ্র[৩৫৭] তুহ্মি জগত বিদিত॥
তোহ্মাব উচিত নহে পরিহর রণ।
এহি পসন্ন হৈল তোহ্মার নিধন॥
সময় সম্পূর্ণ হৈল পৃথিবীর বাস।
পরিহর দ্রোণাচার্য্য সমরের আস॥
ব্রহ্মতেজ আছে তোহ্মা ক্ষত্রি অল্পবল[৩৫৮]
অকারণে অস্ত্র ঘাতে দহিলা সকল॥
সাধু কর্ম্ম না করিলা নহে বীর ধর্ম্ম।
মনিষ্যেত ব্রহ্ম অস্ত্র এহি অপকর্ম্ম॥[৩৫৯]

অস্ত্র এড় দ্রোণাচার্য বিলম্ব না কর।
আহ্মারা সমাইর[৩৬০] বাক্য এবে তুহ্মি ধর॥
ত্রিভুবনে মহাসত্ত্ব তুহ্মি এক বীর।
অশ্বত্থামা পুত্র ভাবি এড়হ শরীর॥[৩৬১]
এ বলিয়া মুনিগণ হৈল অন্তর্ধ্যান।[৩৬২]
হাত হতে পড়ে দ্রোণ বিদ্যমান॥
আপনা অধর্ম্ম হেন মুনি বাক্য ভাবি;
পুত্র শোকে আকুল দ্রোণ ধর্ম্ম অনুসারি॥
পঞ্চম দিবস যদি নির্ব্বাহিল রণ।
গৃবাত ধনুক দিয়া করএ ক্রন্দন॥
ধনুর্গুণ বাহি পড়ে নয়নের ধার।
সর্পাকার করিলেক সব দামোমব॥

ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক দ্রোণের শিরশ্ছেদ

তবে কৃষ্ণ কহিলেক শুন ধনঞ্জয়।
সর্পেক্ষোত হৈল তোর গুরু মহাশয়॥
তবে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ লইয়া সত্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্নে মারিল বাণ গুণের উপর॥
গুণ কাটি ধনু তবে শিরে প্রবেশিল।
এস্ত্র হৈয়া দ্রোণ বীব রথেত পড়িল॥
কুরুবলে মহাশব্দ হৈল হাহাকার।
পাণ্ডবের বলে হৈল আনন্দ অপার॥
বিষাদে অর্জ্জুন বীর হৈল মোহোশ্চিত
কর্ণ আদি বীর তবে রহে চারিভিত॥
হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন আইল সত্বর।
রথ উঠাইয়া দিল দ্রোণের রথ পর॥
সবর্ব বীর ভঙ্গ দিল পাই অবসর।
দ্রোণের কাটিল শির রথের উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্ষেপিয়া ভীমসেন বীর।
বড় ২ যোদ্ধা সব কেহ নহে স্থির॥

মহাযুদ্ধ হৈল তবে দুই বল মাঝ।
কার কেহ করিতে না পারে কোন কাজ॥

কৃষ্ণকর্তৃক দ্রোণবধের বৃত্তান্ত কথন

স্তব্ধ হৈয়া ধনঞ্জয় কান্দে নিরন্তর।
অর্জ্জুনকে বলিলেক দেব দামোদর॥
সকল বৃত্তান্ত পার্থ শুনহ নিশ্চিত।
দ্রোণ বধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল পৃথিবীত॥
দ্রোপদে কামনা কৈল দ্রোণ মারিবারে।
তে কারণে দ্রোণ বধে দ্রোপদ কুমার॥
শান্ত হৈল ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বচনে।
আপনা সিবিরে চলি গেল ততক্ষণে॥
দ্রোণবীর পড়িল পৃথিবী টলমল।
আকাশ ভাঙ্গিল হেন বোলে কুরুবল॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বথামার প্রতিজ্ঞা

অশ্বথামা কৃপা পড়ে সমর ভূমিত।
কান্দে অশ্বথামা বীর করে হাহাকার।
শুনিয়া সকল লোকে করে হাহাকার॥
অশ্বথামা কৃপা পড়ে দ্রোণের চরণে।
পুনি ২ বিলাপ করএ দুই জনে॥
শান্ত হৈল দুর্যোধন কর্ণ আদি করি।
মরণ অবশ্য জান গেল স্বর্গপুরী॥
অনেক বিলাপ করি অশ্বথামা বীর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বোলে নির্ভয় শরীর॥
আচম্বিত সপ্তসিন্ধু সাগর শুষিল।
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন ভূমিতে পড়িল॥

মহাঅগ্নি নিভে যেন অরণ্য দহিয়া।
শিখর চাপিল যেন সমুদ্র চলিয়া॥
রাবণ মারিল কিবা রাম নরবর।
পৃথিবী টলিল কিবা মৈল পুরন্দর॥
দ্রোণ পড়িল তোহ্মার বাহিনী তরাস।
দশ দিকে ধাএ সব হইঁয়া হতাশ॥
রাখিতে না পারে রাজা কতক অশ্বাসি।
ভঙ্গ দিল রণ এড়ি হইয়া তরাসি॥
সর্ব্বআগে শকুনি পলাএ বহু সৈন্য।
চৌদ্দ লক্ষ হস্তী লৈয়া পলাএ মহাভএ॥
ষষ্ঠি সহস্র রথী লৈয়া পলাএ মহাভএ।
ভঙ্গ দিয়া যাএ কৃপা বিকল হৃদএ॥
রথ গজ সঙ্গে করি দুই লক্ষ সেনা।
ভঙ্গ দিয়া কৃতবর্ম্মা পাসরি আপনা॥
দুর্ম্মুখ সহিতে তোহ্মার সৈন্য এক কোটি
তাহা লৈয়া ভঙ্গ দিল কাপাইয়া মাটি॥
চৌদ্দ সহস্র রথ তিন লক্ষ হস্তী।
তাহা লৈয়া ভঙ্গ দিল চিত্রসেন রথী॥
ভোজ কলিঙ্গ কেনা বাহলীক যখন।
লক্ষ লক্ষ সেনা ভঙ্গ দেখিয়া তখন॥
পঞ্চ লক্ষ রথ ঘোড়া বড়হি সুবেশ।
ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন বড়হি তরাস॥
পঞ্চ লক্ষ রথী সঙ্গে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
পাছে পাছে যাএ শোকে করে জরজর॥
মাথার টোপর সব পড়ে নাহি চলে॥
কেহ কহে খুল্ল তাত কেহ কহে ভাই।
ভাগিনাত কহে কেহ মনে দুঃখ পাই॥
ষষ্টি সহস্র রথে সৈন্য হৈলে ভঙ্গ।
পৃথিবী বেড়িয়া হৈছে সমুদ্রতরঙ্গ॥
রথ হৈতে পড়ে কেহ পলাইয়া যাইতে।
কেহ কেহ পড়িল পথের দিকে যাইতে॥

এহিমতে কথক পলাএ প্রাণ লৈয়া।
অশ্বথামা আইসে তথা রথ খেদাইয়া॥
পাঞ্চাল রথী তাহা বেড়িল সমাইকে।
দ্রোণপুত্রে সর্ব্ব সৈন্য জিনিল ক্ষণেকে॥
সঙ্কট তরিয়া গেল দুর্য্যোধন কাছে।
বিমুখ হইয়া বীরে নৃপতিকে পুছে॥
কি কাজে পলাও সেনা কতেক দুর্গতি।
ভঙ্গ দিয়া যাও কোন কর্ণ আদি রথী॥
নিষ্ঠুর দারুণ বাক্য না আইসে রাজার মুখে।
ওষ্ঠ অধর লোহ পড়ে মনোদুঃখে॥
নৌকা ভাঙ্গিলে যেন সাধু সদাগরে।
অশ্বথামাতে রাজা কহিতে না পারে॥
কৃপের স্থানেত কান্দি কহিল বিস্তর।
কিছু স্থির হৈয়া কাছে গদগদ স্বর॥
চরমুখে শুনিয়াছি যথ (যত) বিবরণ।
ভাগিনাতে কহে কৃপে কান্দিয়া বচন॥
অশ্বথামা হস্তী ছিল ইন্দ্র যে ব্রহ্মার।
তাহাকে মারিয়া অশ্বথামার প্রচার॥
যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিল প্রত্যয় করিয়া।
মিথ্যা কহিলে যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া॥
শোক ভাঙ্গিয়া দ্রোণে ধ্যানেত দিল প্রাণ।
মৃতদেহে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল খান খান॥
যুধিষ্ঠিরে মিথ্যা কহে কৃষ্ণের বচনে।
চুলে ধরি ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটিল তাহানে॥
সঞ্জএ কহিল কথা অশ্বথামাএ শুনি।
কালান্তক যম যেন জ্বলিলেক পুনি॥
হস্তে হস্তে ঘষে বীর দন্তে দড়মড়ি।
সর্প যেন উঠিলেক অতি শীঘ্র করি॥
পুনি পুনি মোছে দুই আখি হাত দিয়া।
নিঃশ্বসিতে আছে বীর দুর্য্যোধন চাহিয়া।
যে রূপে পড়িল বাপু জানিলাম মর্ম্ম।
জারজ পাণ্ডুর পুত্রে ধর্ম্ম না বিচারে ধর্ম্ম॥

শুনিলাম পাণ্ডুর পুত্র ধর্ম্ম পাপমতি।
গুরুরে বধিল দুষ্ট পাঞ্চাল দুর্ম্মতি॥
দৈবাধীন জয় ভঙ্গ তাতে কোন কাজ।
সৈত্য যুদ্ধে যেহ করে তাতে কোন লাজ॥
তথাপিহ না চিন্তিল বাপের কেশেত॥
মুই পুনি করিলু অখনে শপথ।
পাঞ্চাল নির্ম্মুল আজি করিমু সমস্ত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাপীরে সর্বশেষ পরাজিমু।
তবে সে গাএ মুঞি কবচ এড়িমু।
মুঞিপুত্র জিয়ন্তে বাপের পরাভব।
ই হেতু পুত্রের আশা কেনে করে সব॥
সংহারিব পাণ্ডব পাঞ্চাল পৃথিবীত।
বসুমতী পিবেক যুধিষ্ঠিরের শোণিত॥
মৃতবাপ যে মোর কাটিল কেশে ধরি।
হৃদয় সন্তোষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহারি॥
যদি ইন্দ্র কুবের আইসে রণে।
মোর হস্তে দৃষ্টদ্যুম্ন রাখিবেক কোনে॥
এক অস্ত্র আছে মোর জানে ত্রিভুবনে।
বড় যত্নে বাপেরে দিয়াছে নারায়ণে॥
এহি অস্ত্র নাহি জানে পার্থ মহাশএ।
না জানন্ত এহি অস্ত্র দেবকীতনয়॥
অশ্বত্থামা বীরের শুনিয়া বীরদাপ।
কর্ণ দুর্য্যোধনের খণ্ডিত মনস্তাপ॥
শঙ্খ ভেরি বাদ্য বাজে শুনি কোলাহল।
ভূমি টলমল করে সাজে কুরুবল॥
অশ্বত্থামা না সহে বাপের পরাভব।
অনুক্রমে করে নারায়ণী অস্ত্র সব॥
বিপরীত বাউ বহে যেহেন পবন।
ত্রাস পাইয়া পাণ্ডব আইল সেইক্ষণ॥
দেবদৈত্য সকল হইল কম্পমান।
যুধিষ্ঠিরে অর্জ্জুনেত পুছে ত্বরমান॥

ভঙ্গ দিল কৌরব উলটি আইল বলে।
এথ মহাবীর হৈল কিসের কারণে॥
ধর্ম্ম প্রবোধিয়া কহে বীর ধনঞ্জয়।
কূট যুদ্ধে বধিলা আচার্য্য মহাশএ॥
সুপ্রত্যয় করি দ্রোণে পুছিল তোহ্মাতে।
তুহ্মি মিথ্যা কহ রাজা প্রত্যয় কাহাতে॥
কোন কর্ম্ম কৈলা তুহ্মি গুরু সংহারিয়া।
রাজ্যলোভে হেনমত অধর্ম্ম করিয়া॥
শপথ করিল বীরে মহাকোপ করি।
নিবৃত্ত না হইব বিনে পাঞ্চাল না মারি॥
যে মোর গুরুর কেশ ধরে কোপ করি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্য রাখুক আগুসারি ॥
মোর হোতে নাহি পুনি সৈন্য পরিত্রাণ।
এহি অস্ত্রে অশ্বত্থামা আস্ফালে প্রধান॥
ভীম কহে আজু মুঞি গুরুপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মারিমু পশিয়া মুঞি রণে॥
হেনকালে কুরুসৈন্য আইল বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠিরে চিন্তা পাএ দেখি অনুষ্ঠান॥
মহাবীর অশ্বত্থামা বরিষন্তি শর।
বরিষার বৃষ্টি যেন পড়ে নিরন্তর॥
যুধিষ্ঠির দেখে সৈন্যের সংহার।
ভীম প্রতি কহে অশ্বত্থামা মারিবার॥
নারায়ণ অস্ত্র ভএ না ছাড়ে অর্জ্জুনে।
ত্রাস পাইয়া সর্ব্ব সৈন্যে ভঙ্গ দিল রণে॥
চিন্তাএ বিকল রাজা ধর্ম্মনরপতি।
সৈন্যভঙ্গ দেখি রাজা মনে পাইল ভীতি॥
সৈন্য সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাএ তরাসে।
সাত্যকি পলাএ বৃষ্ণি সৈন্য লৈয়া পাশে।
দুই হাতে নিবারিয়া সৈন্য কোলাহল।
হিত উপদেশ কথা কহ দামোদর॥
নারায়ণ অস্ত্র পুনি নহে নিবারণ।
হাত হৈতে অস্ত্র এড় যত বীরগণ।

রথ হৈতে ভূমিতলে থাক সর্ব্বজন।
হেন দেখি মহাঅস্ত্র হইবে নিবারণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যত যুদ্ধপতি।
শরাসন এড়ি করে কৃষ্ণেত ভকতি॥
একেশ্বর বৃকোদর আরম্ভিল রণ।
শর নিবারণ কৈল আচার্য্যনন্দন॥
ক্রোধমুখে অশ্বত্থামা হানে তীক্ষ্ণ শর।
চতুর্দ্দিগে বেড়িলেক বীর বৃকোদর॥
সর্ব্বলোক বিস্মিত পাণ্ডব ভাবে ত্রাস।
আজি ভীমসেন রণে হইবো বিনাশ॥
অতি কোপে ভীমসেন যমতুল্য রণে।
সংসার গ্রাসিতে আইসে অস্ত্র নারায়ণে॥
তথাপিহ বৃকোদরে করে সিংহনাদ।
কৌরবের মনে হইল বহুল সন্ত্রাস॥
ন্যস্ত অস্ত্র এহি হিংসে নাহি সে পদাতি।
ভীমেরে বেড়িল গিয়া যম হেন অতি॥
হাহাকার করএ অদ্ভুত চাহে লোক।
ভীমক দেখিতে নারে অস্ত্রে আবরিল।
প্রলয় কালেত যেন হুতাশ জ্বলিল॥
ধাইলেক দামোদর হইয়া পদরথী॥
করন্ত ভৈরবনাদ বীর বৃকোদর।
মহাগদা পালয়ন্ত যমের দোসর॥
কৃষ্ণে তাকে নামাএ ধরিয়া রথ হৈতে।
নিকাশন্ত ভীমসেন কোপ বাড়ে চিত্তে॥
কৃষ্ণে কহে যাকে সহিতে নারে পুরন্দর।
তাহা কোনমতে সহিব তোহ্মার শরীর॥
যুদ্ধমান না দেখিয়া সকল নিরস্ত্র।
সাম্য হৈল মহাঅস্ত্র কৃষ্ণের চরিত্রে॥
দিগন্তের প্রকাশ হৈল সর্ব্ব শান্ত মনে।
আপনে পাইল শান্তি অস্ত্র নারায়ণে॥
পাণ্ডব বাহিনী হৈল পরম আনন্দ।
অশ্বত্থামা মারিবারে করিল প্রবন্ধ॥

সিংহনাদ কৈল তবে পাণ্ডব বাহিনী।
তোহ্মা পুত্র হৈল যেন কাতর হরিণী॥
অশ্বত্থামাতে রাজা কহে পুনর্ব্বার।
আর বার এহি এড়হ যুঝার॥
দ্রোণ পুত্রে বোলে শুন রাজা দুর্য্যোধন।
পুনি এড়িবারে নারে অস্ত্র নারায়ণ॥
ব্যর্থ হইল নারায়ণ না হইল বিজএ।
এবে সে জানিলাম কৌরবের হৈল ক্ষএ॥
পিতৃবধ ভাবিয়া কুপিত দ্রোণসুত।
অতি কোপে করিল সমর অদ্ভূত॥
দৃষ্টদ্যুম্ন বীর সনে করি যথ রণ।
পলাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিল জীবন॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল বৃকোদর।
দ্রোণপুত্র সনে রণ হইল ঘোরতর॥
ভীম সাত্যকিরে যদি ভঙ্গ হৈল রণে।
যুধিষ্ঠির ভঙ্গ দিল কৃষ্ণার্জ্জুন সনে॥
সৈন্য সর্ব্ব ভঙ্গ পাইয়া অবসাদ।
তোহ্মার বাহিনী করে ঘোর সিংহনাদ॥
পুনি কৃষ্ণার্জ্জুন দুই আইল সেই খানে।
সৈন্য আরম্ভর দেখি কোপ হৈল মনে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দেখিয়া কুপিত অশ্বত্থামা।
যথ অস্ত্র বৃষ্টি করে মনে নাহি ক্ষমা॥
ধনুঃ টানি অশ্বত্থামা অগ্নি অস্ত্র ধরে।
মন্দরশ্মি দিবাকরে প্রভা নাহি করে॥
পৃথিবী সমান অস্ত্র সর্ব্ব তেজমএ।
পৃথিবী ভরিয়া পুনি হৈল অগ্নিমএ॥
পাণ্ডবের অশ্বগজ পুড়ি চূর্ণ কৈল।
অস্ত্রেব্যস্তে অর্জ্জুনে যে ব্রহ্মাঅস্ত্র লৈল॥
জড় জড় উৎপাদ সব গেল দূর।
বাণে বাণে সংহারএ অর্জ্জুন মহাশূর॥
অস্ত্র পরাভব কৈলা দ্রৌণের নন্দন।
পুনি অস্ত্র করিলেক হইয়া ক্রোধমন॥

পৃথিবী গ্রাসিতে অস্ত্র আইসএ সত্বরে।
পাণ্ডবের অশ্বগজ পুড়ি ভস্ম করে॥
মেঘঘাত বজ্র হৈল অতি ঘোরতর।
ভয় পাইল স্বর্গমর্ত্ত্যে যত চরাচর॥
তাহা দেখি অর্জ্জুন হৈল ক্রোধমন।
পৃথিবী পুরিয়া হানে যত অস্ত্রগণ॥
অর্জ্জুনের অস্ত্রে পুনি গগন ঢাকিল।
মহা অস্ত্রে অস্ত্র সব দূরে ক্ষয় কৈলা॥
গগন প্রকাশ হৈল নাহি মেঘচএ।
পুনি যে পৃথিবী পারে হইয়া অগ্নিমএ॥
তবে অশ্বত্থামা অস্ত্র এড়ে মহারোষে।
সান্ধিয়া বরুণ বাণ কাপিল আকাশে॥
পুনি অস্ত্র সান্ধিয়া এড়িল বহুবাণ।
মেঘ সব নিবারিল করি খান খান॥
এহি মতে দুইজনে করে মহারণ।
দুইজনে সমরে করিল প্রাণপণ॥
আকাশেতে দেবগণ করে হাহাকার।
দুই বীরে দুই সৈন্য করএ সংহার॥
সে দুইর বাণে রাজা দ্বিগুণ জ্বলিল।
প্রলয়কালেত যেন কোলাহল হৈল॥
এহিমতে যুঝিতে দিবস হৈল ক্ষএ।
দুই সেনা গড়ে যুঝে সন্ধ্যার সমএ॥
অস্ত্র পরাভব দেখি দ্রোণের নন্দন।
তখনে চলিয়া গেল ব্যাসের সদন॥
ব্যাস স্থানে কহিলেক সকল কথন।
পূর্ব্বকথা কহিলেক ব্যাস তপোধন॥
এক বিষ্ণু কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ।
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু সেই দুইজনে॥
তুহ্মিহ করিছ পূর্ব্বে রুদ্র উপাসন।
হেন হেতু বল দর্প তোহ্মার অঘন॥
মহাসত্ত্ব হও তুহ্মি রুদ্রেত ভকতি।
কহিল তোহ্মার ঠাই শুন মহামতি॥

বিষ্ণুতেজ মৈধ্য অস্ত্র কি করিতে পারে।
অস্ত্রপরাভব তত্ত্ব কহিল তোহ্মারে॥
নারায়ণ অংশ জানি পার্থ অনুভব।
মনেত সন্তোষ নাহি ব্যর্থ অস্ত্র সব॥
নরনারায়ণ তত্ত্ব দুইজন জানি।
আইলেক অশ্বথামা নিজদলে পুনি॥
হেনকালে সূর্য্য অস্ত্র হৈল শর্ব্বরী।
পাণ্ডুদলবল গেল সিংহনাদ করি॥
সজল নয়নে রাজা তোহ্মার নন্দন।
দ্রোণ শোকে পুত্র তোহ্মার করএ ক্রন্দন॥
পরাপার ভেদ নাহি হরিলেক জ্ঞান।
হইল তোহ্মার পুত্র উম্মত্ত সমান॥
ভয় পাইল পুত্র তোহ্মার হইল অবল।
শোভাহীনা দেখি যেন নিশির কমল॥
কমলনয়ন তাপ হৈতে বহে ধারা।
ভূমিতে পড়িতে যেন তাহা দেখি তারা॥
ঘন ঘন কান্দে রাজা তোহ্মার নন্দন।
নয়নের জলে রাজা তিতিল বসন॥
অশ্বথামা কর্ণে বহু প্রবোধ করন্ত।
শোকে বিকল রাজ্য হইল অত্যন্ত॥
মরু গিরি হতে যেন শিখর খসিল।
আকাশের চন্দ্র যেণ ভূমিত পড়িল॥

দ্রোণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
সমাপন

হাহাকার শব্দময় হৈল ভূমিতলে।
রথ হতে দ্রোণের নামাইল রণস্থলে॥
অগ্নি কার্য করিলেক যত বীরগণে।
গগন পরসি উঠে সভার ক্রন্দনে॥
সেনাপতি পড়ে ভঙ্গ দিল কুরুবল।
রাখিতে না পারে দুর্য্যোধন মহাবল॥

মহা ২ যোদ্ধাসব হাতে করি ধনুঃ।
কর্ণের স্মরণ লৈয়া রাখিলেক তনু॥
নিরুৎসাহ দেখি বোলে রাজা দুর্য্যোধন।
ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ছাড়ি যায় কি কারণ॥
রণে ভঙ্গ দিলে হয়ে অযশ বিশাল।
বহুল নরক হয়ে শুনে মহীপাল॥
সমরে পড়িলে হএ অখণ্ড স্বর্গবাস।
স্থির হৈয়া যুদ্ধ কর না হৈয় নিবাস॥
অর্জ্জুন মারিব জান কর্ণ মহাবীর।
স্থির হৈয়া যুদ্ধ কব নির্ভয় শরীর॥
সৈন্য সব আশ্বসিয়া রাখে নরপতি।
বিজয় বাদিত্য বাজে পাণ্ডবের প্রতি॥
সন্ধ্যাকালে সৈন্যের কবিল অবহার।
সাব যে শিরিলে গেল লৈয়া সৈন্যবর॥
শিবিরেত গিয়া দুর্য্যোধন নবপতি।
মন্ত্রণা করএ সব নৃপতি সংহতি॥
চিন্তিযা বলিল অশ্বত্থামা মহামতি।
আক্ষাব বচন শুন কৌববের পতি॥
প্রধান পুরুষ সব প[illegible]লেক রণে।
দৈবেব বিপাক হেলে বিধাতা সংহারে॥
সবে আছে মহাযোদ্ধা কর্ণ মহামতি।
সেনাপতি অভিষেক করহ সম্প্রীতি॥
কর্ণ আশ্বাসিয়া যুদ্ধ কর সেনাগণ।
কর্ণ সমে যুঝিব পাণ্ডব কোন জন॥
তবে সে জিনিব যুদ্ধ শুন দুর্যোধন।
সেনাপতি কর্ণেরে কবিল ততক্ষণ।
লস্কর পরাগল গুণের সাগর।
যার গুণ শুনিল পঞ্চম গৌড়েশ্বর॥
ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥[৩৬৩]
ইতি দ্রোণ বধঃ॥ ভীষ্ম সেনাপতি ১০ দিবস
দ্রোণ সেনাপতি ৫ দিবস একত্রে ১৫ দিবস
যুদ্ধ সমাপ্ত॥

তথ্যপঞ্জি

১. আদেশিল -খ।
২. ততদিন -ঘ।
৩. মুখম্লান- ঘ।
৪. কহিল তাহানে সেবা করহ নিশ্চিত- ঘ।
৫. জীবন্ত -ঘ।
৬. ক্ষমা কর নরপতি যুধিষ্ঠির বধে -ঘ।
৭. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- রণ মৈধ্যে আচার্য্যের সিংহনাদ শুনি।
৮. ধাইল-ঘ।
৯. বথহীন হৈল রণে দুই মহাবলী -ঘ।
১০. দ্রোণক-ঘ।
১১. বিন্দিলেক-ঘ।
১২. পৌবব- ঘ।
১৩. অভিমন্যু কুমারের করিল জর্জ্জব-ঘ।
১৪. পৌবব মহামতি -ঘ। ঘ- পুথিতে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ বত
পৌবব নামটি বাব বার লিখিত হয়েছে এবং ক-পুথিতে
কৌববেব পতি বা কৌরব। ঘ- পুথিতে কৌবব অর্থে পৌবব
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
১৫. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত।
১৬. মর্দ্দিল -ঘ।
১৭. মারিব অর্জ্জুন আজি শুন মহামতি-ঘ।
১৮. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- সাত্যকি।
১৯. ঘ- পুথির পাঠ । ক- সদ্য যদি হয়ে শত্রাজিতের সংহার।
তথাপিহ রণ মৈদ্ধে না রহিব আর॥
২০. ঘ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
২১. সর্ব্ববীর -ঘ।
২২. পূর্ব্বে সাজি আছিল বৃকেরে মারিবার-ঘ।
২৩. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।
২৪. চল্লিশ কোটি -ঘ।
২৫. মারুত -ঘ.।
২৬. কিরাত কবচ কাটে করিয়া শমর -ঘ।

২৭. বোলহ-ঘ।
২৮. কবচ ভেদিয়া তার বিন্দিল শরীর-ঘ।
২৯. এ অশংটুকু ঘ- পুথি থেকে গৃহীত হয়েছে। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই
৩০. পাতিল-ঘ।
৩১. তপস্যা-ঘ।
৩২. তেহেন -ঘ।
৩৩. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।
৩৪. ঘ- পুথির পাঠ। ক- নাবাচ।
৩৫. মায়া।
৩৬. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।
৩৭. ঐ
৩৮. পর্ব্বনিয দ্বীতীয় দিবসীয যুদ্ধ-ঘ।
৩৯. মাগিল আক্ষি ঘ।
৪০. পূর্ব্বে কি -ঘ।
৪২. ধর্ম্মবাজ মনে হৈল -ঘ।
৪৩. শৌবল বৃহদ্বল -ঘ।
৪৪. তাপন-ঘ।
৪৫. মুই বাহিব হৈতে -ঘ।
৪৬. কিছু ভাল-ঘ।
৪৭. এ ছত্রদ্বয ঘ - পুথি থেকে গৃহীত। ক - পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪৮. করে কুতুহল -ঘ।
৪৯. করিয়া মাবএ বাশি রাশি-ঘ।
৫০. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।
৫১. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।
৫২. দশ -ঘ।
৫৩. মহাবীব-ঘ।
৫৪. গিরিবর -ঘ।
৫৫. কুমার প্রতি ধাইল-ঘ।
৫৬. মারিমু দেখউক সর্ব্ব লোক-ঘ।
৫৭. সকল-ঘ।
৫৮. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত।
৫৯. বহু -ঘ।

৬০. এ ছত্রসমূহ ঘ- পুথিতে নেই।

৬১. ঐ

৬২. গগনে-ঘ।

৬৩. এক ২ বাণ মারি চাহন্ত কতুক -ঘ।

৬৪. ক্রান্ত পুত্র -ঘ।

৬৫. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৬৬. অসিরোপ -ক।

৬৭. ভংগ দিল পাণ্ডব দেখিয়া কুরুবল -ঘ।

৬৮. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

৬৯. কেহ্নে -ঘ।

৭০ এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত।

৭১. ঘ- পুথির পাঠ। ক- মদমত্ত অসজ্য সৃজিল ততক্ষণ ক।

৭২. পাঠান্তর :

অম্বরিক নবক মরিল নরপতি
সসবিন্দুগণ মৈল শুন মহামতি॥
রান্তি দেব মহারাজা মৃত্যু সংহারিল।--ঘ।

৭৩. মুঞিঁ।

৭৪. বন্ধনী যুক্ত অংশ গুলি ঘ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ অংশ নেই

৭৫. ঘ- করুণা ভাটিয়াল রাগ।

৭৬. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে নেই।

৭৭. বন্ধনী যুক্ত অংশগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

৭৮. এ ছত্রদ্বয় ঘ - পুথিতে অনুপস্থিত।

৭৯. বন্ধনী যুক্ত ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

৮০. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

৮১. ঋষি ।

৮২. কভু ।

৮৩. বন্ধনী যুক্ত অংশগুলি ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত।

৮৪. এ অংশটুকু ঘ - পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৮৫. এ অংশটুকু ঘ - পুথিতে অনুপস্থিত।

৮৬. সুশ্রতা -ক-পুথি।

৮৭. এ ছত্রগুলি ঘ -পুথিতে অনুপস্থিত।

৮৮. কেহ্নে শূন্য দেখি।

৮৯. সিথির।

৯০. কেহ্নে।

৯১. এ অংশটুকু ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

৯২. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।

৯৩. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।

৯৪. পোসাইল -ঘ।

৯৫. দু:শাসন বীর -ঘ।

৯৬. পঞ্চ ব্যুহের প্রধান-ঘ।

৯৭. দিগ।

৯৮. আইল-ঘ।

৯৯. মত্তগজ সকলে অর্জ্জুনে কৈল অন্ত-ঘ।

১০০. ঘ- পুথির পাঠ। ক- বিন্দে দ্রোণ কৃষ্ণের।

১০১. ঘ- পুথির পাঠ।

১০২. ঘ- পুথির পাঠ। ক-সৈন্যেব।

১০৩. ঘ-পুথির পাঠ। ক- দুই বীরে না পারে প্রবেশ করিবার॥
প্রবেসিল ধনঞ্জয় আদব চক্রপাণি।

১০৪. হরিষে বরিষে বাণ বিপক্ষ ঘ।

১০৫. পাছিল-ঘ।

১০৬. প্রভৃতি -ঘ।

১০৭. তিনবাণ -ঘ।

১০৮. ইষৎ।

১০৯. এ ছত্রগুলি ঘ-পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১১০. সবার তরাস-ঘ।

১১১. ঘ- পুথিতে সর্বত্র বরুণ শব্দটির ক্ষেত্রে অরুণ শব্দটি লিখিত হয়েছে

১১২. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

১১৪. বন্ধনী যুক্ত অংশ ঘ- পুথিতে নেই।

১১৫. সব রণে অনিবার-ঘ।

১১৬. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

১১৭. ঐ

১১৮. ঘ-পুথির পাঠ। ক- পর্ব্বত উপরে যেন মেঘের বিসন্ন।

১১৯. এ ছত্রগুলি ঘ পুথি থেকে গৃহীত হয়েছে। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১২০. নিমুতামু -ঘ।

১২১. সংগ্রামে দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রের নন্দন-ঘ।

১২২. অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি-ঘ।

১২৩. এ ছত্র দ্বয় ঘ- পুথি থেকে গৃহীত । ক-পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।

১২৪. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথি থেকে গৃহীত হয়েছে। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১২৫. এ ছত্রদ্বয় ঘ - পুথিতে নেই।

১২৬. মাঝ।

১২৭. বিশেষ।

১২৮. অর্জ্জুনক আক্ষেপ করয়ে বীবদাপে ঘ।

১২৯. ঘ- পুথির পাঠ । ক -হৈল তোক্ষাব বিদিত।

১৩০. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাট নেই।

১৩১. সৌন্দব-ঘ।

১৩১. দেববলে পাইল হেন বুঝি অনুগত-ঘ।

১৩২. অপ্রিয়-ঘ।

১৩৩. কুরু-ঘ।

১৩৪. ভোজরাজ প্রভৃতি জিনিয়া মহাবীর-ঘ।

১৩৫. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১৩৬. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

১৩৭. ধনঞ্জয় মার গিযা সংগ্রাম তবঙ্গে -ঘ।

১৩৮. প্রতাপে -ঘ।

১৩৯. অঙ্গিরাএ পুত্রেত সমর্পিল -ঘ।

১৪০. সেই।

১৪১. এ ছত্রদ্বয় ঘ - পুথিতে নেই।

১৪২. আদি যত -ঘ।

১৪৩. মিলি-ঘ।

১৪৪. প্রভৃতি কুল পুত্র-ঘ।

১৪৫. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত।

১৪৬. ঘ- পুথির পাঠ । ক-দৃষ্টিকোপে রহিলেক মহারথীগণ।

১৪৭. আর -ঘ।

১৪৮. কেহ উন নহে কেহ নহে অতিরেক-ঘ।

১৪৯. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথি থেকে গৃহীত । ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১৫০. বিবিংশতি চিত্রসেন বিকর্ণ্ণ কুমার -ঘ।

১৫১. জষ্টি শক্তি -ঘ।

১৫৯. শত-ঘ।

১৬০. দ্রোণে -ঘ।

১৬১. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

১৬২. আকাশ সমান দেখি মহাবেগতর-ঘ।

১৬৩. এহি দ্রোণ বীর বড় অভিমানি।
রাজ পুত্র গুরু হেন তাহার বাখানি॥-ঘ

১৬৪. দুই বীরে যুদ্ধ করে নাহিক নাহিক বিখল-খ।

১৬৫. ঘ- পুথির পাঠ। ক- রথ সবে।

১৬৬. ঘ- পুথির পাঠ। ক-পড়ে পৃথিবীত।

১৬৭. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক পুথিতে এ পাঠ নেই।

১৬৮. অস্ত্রবল এহেন পরশু রাম বস-ঘ।

১৬৯. ভীষ্ম-ঘ।

১৭০. নিশিত শানিত-ঘ।

১৭১. যোদ্ধাগণে-ঘ।

১৭২. আচার্যের রণ-ঘ।

১৭৩. অরুণবাণ ধবে শবাসনে-ঘ।

১৭৪. ঘ-পুথিব পাঠ। ক-যুদ্ধ করে নাহি অবসর।

১৭৫ আছিল সংগ্রাম বড় যুঝিবার ছলে।

১৭৬. এ ছত্রদ্বয় ঘ-পুথির। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

১৭৭. অর্জ্জুনে প্রবেশ কৈল পরম বিবোধ-খ।

১৭৮. দিব্য অবসর রূপ-ঘ।

১৭৯. অতি শ্রমে অশ্ব সব ক্ষুধায়ে পিড়িল-ঘ।

১৮০. বিশেষ বিপক্ষ সব করিছে তাড়ন-ঘ।

১৮১. বিশ্রাম করিতে অশ্ব-ঘ।

১৮২. ঘ-পুথির পাঠ। ক-ততক্ষণে।

১৮৩. ঘ-পুথির পাঠ। ক-এ ছত্রটি নেই।

১৮৪. ঘ-পুথির পাঠ। ক-পুনরায় যুড়িয়া সত্বর।

১৮৫. ঘ-পুথির পাঠ। ক-কৃষ্ণার্জ্জুন আরোহিল রথের উপর।

১৮৬. বাণে মার-ঘ।

১৮৭. আসে-ঘ।

১৮৮. উৎকণ্ঠা করেন জয়দ্রথ শারিবার-ঘ।

১৮৯. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।

১৮০. দ্রোণে দিল কবচ-ঘ।

১৯১. কসুর-ঘ।

১৯২. ব্রহ্মাণ্ড কংস-ঘ।

১৯৩. এ ছত্রদ্বয় ঘ - পুথিতে অনুপস্থিত।

১৯৪. ষ-র ব্যবহার -ক পুথি।

১৯৫. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।

১৯৬. দেখিয়ে বিক্রম-ঘ।

১৯৭. কিবা আজি তোহ্মাব দেখিএ পরাক্রম–ঘ।

১৯৮. ঘ- পুথির পাঠ। ক- সৈত্য কহ ধনঞ্জয় কি হএ বিপাক।

১৯৯. দারুন হৃদয় পুরির -ঘ।

২০০. অভেদ্য-ঘ।

২০১. তে কারণে দুর্যোধনে পাইল পরিত্রাণ -ঘ।

২০২. ঘ- পুথির পাঠ। ক- অঙ্গ অলঙ্গ নাহি কবচ কারণ।

২০৩. ঘ - পুথির পাঠ। ক- চারি অশ্ব মারিল হানিল অশ্ব গোপ

২০৪. ঘ- অর্জ্জুনক প্রশংসিল সর্ব্ব বীরবর -ঘ।

২০৫. এ অংশগুলি ঘ- পুথিতে নেই ।

২০৬. পার হৈয়া রথেত চড়িল নারায়ণ।

২০৭. ঘ -পুথির পাঠ। ক- আদি করি।

২০৮. সোম-ঘ।

২০৯. অকাল জল যেন-ঘ।

২১০. বিবিধ বাজন -ঘ।

২১১. দশদিগ পুরিয়া করন্ত সিংহনাদ।
সর্ব্ববীর কোলাহল জয২ বাদ॥-ঘ।

২১২. চিহ্ন।

২১৩. বন্ধনীযুক্ত অংশগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

২১৪. শকুনি-ঘ।

২১৫. পৃথিবী -ঘ।

২১৬. এ ছত্রগুলি ঘ-পুথিতে নেই।

২১৭. দ্রোণে অস্ত্র সংহারিল সেই অস্ত্র বলে-ঘ।

২১৯. ক্রোধ করি দ্রোণাচার্য্য মারে চারি শর-ঘ।

২২০. ক্ষেমাধৃতি মহাবীরে দুই মহাশরে -ঘ।

২২১. বৃহদ্বল-ঘ।

২২২. ঘ- পুথির পাঠ। ক- আর ধনুঃ হাতে লৈল সমরে প্রচণ্ড।
২২৩. ঘ- পুথির পাঠ. ক- কৌরবের।
২২৪. দুর্ম্মুখ দেখিয়ে যেন দন্ত হীন গজ-ঘ।
২২৫. এর পরে দুই ছত্র সম্পূর্ণ পাঠের অযোগ্য। উল্লেখ্য ১৬৬ পত্রটি সম্পর্ণই পাঠের অযোগ্য।
২২৬. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।
২২৭. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২২৮. আনন্দ -ঘ।
২২৯. দুর্য্যোধন -ঘ।
২৩০. ঘ- পুথির পাঠ। ক- দেব নারায়ণ পার্থ এহেন কাহিনী।
২৩১. ঘ-পুথির পাঠ। ক- সকল তর্পিল।
২৩২. অসংখ্য পড়িল আজি-ঘ।
২৩৩. বন্ধনীযুক্ত অংশগুলি ঘ- পুথিতে নেই।
২৩৪. ঘ- পুথির পাঠ। ক- যাই বীরে ব্রহ্ম আরোপিল।
২৩৫. ঘ-পুথির পাঠ। ক-অর্দ্ধ চক্ষু পাকাইয়া।
২৩৬. কারণ গড়িয়া-ঘ।
২৩৭. বন্ধনীযুক্ত অংশগুলি ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ অংশগুলি অস্পষ্ট এবং পাঠের অযোগ্য। কোন কোন ছত্রে যে দুই একটি ছত্র পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় দুটি পুথির পাঠই অভিন্ন।
২৩৮. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।
২৩৯. সকলে -ঘ।
২৪০. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।
২৪১. সৌন্ধর্ব্বের -ঘ।
২৪২. আবরিব -ঘ।
২৪৩. প্রতিযোধ-ঘ।
২৪৪. মহাযোগী-ঘ।
২৪৫. পুরাণ-ঘ।
২৪৬. কহে কথা পুরুষ প্রধান ঘ।
২৪৭. স্যমন্ত পঞ্চক -ঘ।
২৪৮. ঘ- পুথির পাঠ। ক- তর্প।
২৪৯. ঘ- পুথির পাঠ। ক- অবধ্য।
২৫০. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৫১. সমবায় -ঘ।

২৫২. এ ছত্রদ্বয় ঘ-পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৫৩. যোগায় সম্পত্তি -ঘ।

২৫৪. বৃকোদর -ঘ।

২৫৫. ভরণ ছাড়া -ঘ।

২৫৬. সহিল তবে-ঘ।

২৫৭. ঘ- পুথির পাঠ। ক-পুথির লেখা মুছে গেছে।

২৫৮. ঘ- পুথির পাঠ। ক-পুথির পাঠ অস্পষ্ট, পাঠের অযোগ্য।

২৫৯. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৬০. ভয়ে -ঘ।

২৬১. দুর্য্যোধন -ঘ।

২৬২. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৬৩. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে ভুল পাঠ।

২৬৪. ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র সব -ঘ।

২৬৫. ভাইসব তাহারে সংহারে এক শরে -ঘ।

২৬৬. দুই -ঘ।

২৬৭. দুর্ম্মখ -ঘ।

২৬৮. গদা হাতে -ঘ।

২৬৯. এত ভাবি পলাএ সকল যোদ্ধাগণ -ঘ।

২৭০. গণিয়া গণিয়া তাক -ঘ।

২৭১. ক্ষত্রি ধর্ম্ম হইয়া করিলা ক্ষত্রি ধর্ম্ম -ঘ।

২৭২. কর্ণ্ণের -ঘ।

২৭৩. ঘ- পুথির পাঠ । ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৭৪. ঘ- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৭৫. পুরমিত্র উদিব্য নৃপতি-ঘ।

২৭৬. এ ছত্রদ্বয় ঘ -পুথিতে নেই।

২৭৭. রাক্ষস মহাবল -ঘ।

২৭৮. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই

২৭৯. তিন বোন -ঘ।

২৮০. তাহাকে জিনিয়া বীর দ্রোণ মুখে ধাইল -ঘ।

২৮১. অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ রাজা দুর্য্যোধন -ঘ।

২৮২. বন্ধনীযুক্ত ছত্রসমূহ ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত।

২৮৩. এ চত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।

২৮৪. এ ছত্রসমূহ ঘ- পুথি থেকে গৃহীত । ক- পুথিতে ভুল পাঠ।

২৮৫. যগ যুত ধায়ে যেন দেখিএ -ঘ।

২৮৬. রথে -ঘ।

২৮৭. এ ছত্রদ্বয় ঘ- পুথিতে নেই।

২৮৮. এ অংশগুলি ঘ- পুথিতে নেই।

২৮৯. আর দেখ ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর দুর্ণ্নিবার -ঘ।

২৯০. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে অনুপস্থিত ।

২৯১. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৯২. যুধিষ্ঠির -ঘ।

২৯৩. সৈন্যে -ঘ।

২৯৪. পরাভব -ঘ।

২৯৫. যোধ -ঘ।

২৯৬. ঘ- পুথির পাঠ। ক-সমরের মাজ।

২৯৭. ভাল -ঘ।

২৯৮. ঘ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

২৯৯. সঙ্গে ।

৩০০. ঘ- পুথির পাঠ। ক-শুন।

৩০১. এ ছত্রসমূহ ঘ- পুথিতে নেই।

৩০২. ঘ-পুথির পাঠ। ক- মিলিয়া।

৩০৩. শরীরে -ঘ।

৩০৪. ঘ-পুথির পাঠ। ক- ভুল পাঠ.

৩০৫. ঘ- পুথির পাঠ। ক- অলম্বুষ উঠিলেক কলকলি দিয়া।

৩০৬. ঘ- পুথির পাঠ । ক- দুই হাত ধরি।

৩০৭. ক্ষেপিলেক -ঘ।

৩০৮. এ অংশ টুকু ঘ- পুথিতে নেই।

৩০৯. ঘ- পুথির পাঠ। ক- সাগর।

৩১০. ঘ- পুথিতে অন্য পাঠ :

শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
ভারতের পুন্যকথা শুনে জেই জনে।
পরলোকে যম রাজে তার গুণ গণে॥

এ জানিযা ভাবতেত কব অবধান।
অন্তলোকে স্বর্গলোকে কবএ বাখান॥
ভারত ভূমিতে যত দিন কব বাস।
বাজ শক্র ভয তার সকল বিনাস॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রশংসা শুনিলে পাপ হরে।
কপাট লাগয়ে যেন যম বাজ দ্বাবে॥

৩১১. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- সান্ধে যেন আকর্ণ্ন।
৩১২. কর্ণ্নেব বিক্রম -ঘ।
৩১৩. ঘ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ অংশ বাদ পড়েছে।
৩১৪ ঘ- পুথিব পাঠ। ক- অস্ত্রঘাতে কৈল সমাধান।
৩১৫. ঘ- পুথিব পাঠ। খ শব।
৩১৬ এহি ছিদ্র -ঘ।
৩১৭. ঘ -পুথিব পাঠ। ক- অন্তমিলেব অভাব।
৩১৮ এহি-ঘ।
৩১৯. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- বণ কবে দুই মহাবল।
৩২০. ঘ- পুথির পাঠ। ক- তাকে পুনি ২।
৩২১. এ ছত্র গুলি ঘ-পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই
৩২২ ঘ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে ভুল পাঠ।
৩২৩. ঘ- পুথিব পাঠ। ক পুথিতে ভুল পাঠ।
৩২৪. এ অংশ ঘ - পুথিতে নেই।
৩২৫. ঘ-পুথির পাঠ। ক- ভুল পাঠ।
৩২৬. ঘ- পুথিব পাঠ। ক-ভুল পাঠ।
৩২৭. ঘ- পুথিব পাঠ। ক-বাদ পড়েছে।
৩২৮. ঘ- পুথির পাঠ । ক- দুন্দুভি বিশাল।
৩২৯. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- ভুল পাঠ।
৩৩০. ঘ-পুথির পাঠ। ক- কুরুবলে প্রবেসিল।
৩৩১. ঘ- পুথিব পাঠ। ক- পাণ্ডব সংহাব কর।
৩৩২. ঘ- পুথির পাঠ। ক- আম্মি করি পাণ্ডব নির্ভয।
৩৩৩. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথিতে নেই।
৩৩৪. ঘ- পুথিব পাঠ। ক-আবরিল।

৩৩৫. ঘ- পুথিতে অন্য পাঠ :

বাগে বাগে লাগে যোধ বাহিনীর বিরোধ
অসত্র সব এড় ঝাকে ঝাক।
পদবন্দ বিস্তার কতেক লিখিব আর
কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ পরিপাক॥
রুদ্রবংশ যত্ন কর সম্পদয় নিশাচর
লক্ষর পরাগল খান।
পদবন্দ সোন্দর কবীন্দ্র পরমেশ্বর
রচিলেক ভারত বাখান॥
উভয় লোকের সন্ধি পাত্রেত সুকৃত বুদ্ধি
পুন্য কথা অমৃত লহরি।
শুনি অধর্ম্ম ক্ষয় সংগ্রামেত হএ জয়
সবে পিয় কর্ণ্ন ঘট ভরি॥
ইতি শ্রীমহাভারথে ঘটোৎকচ বধ:॥

৩৩৬. পয়ার-ঘ।

৩৩৭. ঘ-পুথির পাঠ। ক-একবারে দ্রোণেরে মারিব কার বাপে।

৩৩৮. তবে উপেক্ষসি-ঘ।

৩৩৯. ঘ-পুথিতে অন্য পাঠ :

পাঞ্চাল বংশ মুই বধিমু নিশ্চিত॥
এহি দেখ প্রবেসিমু দ্রোণের বাহিনী।
আজি সে প্রলয় জান দ্রোণের বাহিনী॥

৩৪০. ঘ- পুথির পাঠ । ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৩৪১. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৩৪২. ঘ- দ্বন্দ যুদ্ধ করএ সহদেব বীর।

৩৪৩. ঘ-পুথিতে এ পাঠ নেই।

৩৪৪. নদাঘ অরণ্য -ঘ '

৩৪৫. ঘ- পুথিতে এ ছত্র নেই।

৩৪৬. বন্ধনী যুক্ত ছত্রগুলি ঘ-পুথি থেকে গৃহীত হয়েছে।
ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৩৪৭. সমিপ যুদ্ধেত উপযুক্ত নহে শব -ঘ।

৩৪৮. বৈতস্থিক-ঘ।

৩৪৯. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৩৫০. ত্রিলোক্য ঈশ্বর যদি হয়ে অবাধিত-ঘ।

৩৫১. বন্ধনীযুক্ত অংশ ঘ- পুথিতে নেই।

৩৫২. ঘ- পুথিতে অন্য পাঠ :

যদি মিথ্যা কহিলে আনের প্রাণ রহে।
তাহাতে অধর্ম্ম নাই বেদে শাস্ত্রে কহে॥

৩৫৩. এ ছত্রগুলি ঘ- পুথি থেকে গৃহীত । ক-পুথিতে এ পাঠ নেই ।

৩৫৪. ভার্গব-ঘ।

৩৫৫. ধর্ম্ম ধরেন-ঘ।

৩৫৬. অধর্ম্ম।

৩৫৭. পরম ব্রহ্মণ্য-ঘ।

৩৫৮. ব্রহ্ম অস্ত্র না জানে মনুষ্য অল্প বল-ঘ।

৩৫৯. ক্ষেত্রিয় সংগ্রামে .নহে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-ঘ।

৩৬০. সবাইর।

৩৬১. ঘ-পুথিতে অন্য পাঠ :

মুনির বচন শুনি দ্রোণ মহাবীর ।
অশ্বত্থামা পুত্র বলি দহয়ে শরীর॥

৩৬২. বন্ধনী যুক্ত অংশ সমূহ ঘ- পুথিতে লিখিত হয়েছে পূর্ববর্তী "পুনরপি করে দ্রোণ পাণ্ডব সংহার" এ ছত্রের পরে।

৩৬৩. ঘ- পুথির পাঠ :

ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চদিবসীয় যুদ্ধে দ্রোণ পর্ব সমাপ্ত ॥ঃ ॥
ভীমস্বাপি রণে ভৃঙ্গ মুনিনাঞ্চমতিভ্রম।
যথাএ দিষ্টং তথাএ লিখীতং লিখনং দোষণাস্তিকং ॥
স্বাক্ষরং শ্রী নয়ান দাস॥
রোজ বুধ বাসরে বেলা দস দণ্ড উদয়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥
ইতি সাল ১২০৭ মাহে ২৯ ফাল্গুন॥
এহি পুস্তক শ্রীরামধন সাকিম পরগণে
অক্ষরাবাদ সাকিম ছনগাও॥

কর্ণপর্ব

সেনাপতিরূপে কর্ণের অভিষেক

জনমেজয় মহারাজা জিজ্ঞাসিল পুনি।
তারপরে দুর্য্যোধন কি করিল মুনি॥
সে সকল কথা মোরে কহ দ্বিজোত্তমে।
কর্ণপর্ব্ব কথা মোতে কহ অনুক্রমে॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহি সে কথন।
সঞ্জএ কহিতে লাগে বৃদ্ধের সদন॥
দ্রোণবধ কথা শুনি বৃদ্ধ নরপতি।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শোকাকুল অতি॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা হৈল অচেতন।
শান্ত করে বিদুর সঞ্জয় দুই জন॥
চামরে বিছিয়া রাজা বৈসএ তখনে।
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে রাজা সঞ্জয়ের স্থানে॥
দ্রোণ ভীম পড়ে মোর রহিল জীবন।
মোর সম ভাগ্যহীন নাহি ত্রিভুবন॥
রাজাএ বোলে সঞ্জএ আহ্মার ভাগ্য গেল।
বিষম সংগ্রামে মোর ভীষ্ম দ্রোণ মৈল॥
একজনের মহিমা কহিতে অন্ত নাই।
দৈবের কারণে তানা মৈল সেই ঠাই॥
ইন্দ্র হেন দুর্য্যোধন জানে সর্ব্বলোক।
তাহার যে অন্ত হইল বিধির বিপাকে॥
বিবেচিয়া জিজ্ঞাসিতে কিছু নাহি ফল।
বুঝিলাম তুহ্মি সবে জান যোগবল॥
রাত্রিতে যে কর্ম্ম তবে করে দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় সে সব কথা কহত অখন॥
সঞ্জয় কহন্ত রাজা সে দুঃখ তোহ্মার।
তখনে না শুন কথা আত্মঅহঙ্কার॥
তুহ্মি যদি শান্ত কথা বুদ্ধি করিতা শাসাইয়া
তবে কেনে আজি শোকে মরিতা কান্দিয়া॥

দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরের না নিল বুদ্ধি।
সর্ব্ব কর্ম্ম কেলা তুহ্মি শকুনির যুক্তি॥
সে সকল দূরে গেল সকল অবশ
তথা পিতৃ পৃথিবীতে রহিল অপযশ॥
কাতর হইয়া রাজা কহে ঘন ঘন
সমগ্র চিন্তা মন রাখি কহত অখন॥
পঞ্জরে রাখিয়া যেন লোহা দিয়া খাচে।
অসমর্থ হৈল বল বুদ্ধি নাহি পাছে॥
ভালোমন্দ যথ কিছু কর্ত্তা যে করাএ।
জিজ্ঞাসিতে যুক্ত আহ্মি কহ সর্ব্বদাএ॥
কহ দেখি পশ্চাতে হইল কোন গতি।
ব্যাসের অক্ষয় বিদ্যা তোহ্মার বিদিত॥
সঞ্জএ সহস্র তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধন।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা করএ ক্রন্দন॥
কান্দিয়া তোহ্মার পুত্রে উন্মত্তের মতে।
জানিলেক পুত্র তোহ্মার ডুবে সাগরেতে॥
ক্ষণেকে ভাবিয়া গেল অশ্বত্থামা কাছে।
কান্দিয়া কান্দিয়া অশ্বত্থামা কাছে পুছে॥
নানামতে অশ্বত্থামাএ বুঝাএ তাহারে।
আশ্বাসিয়া প্রিয় বাক্যে বুঝাএ বাসরে॥
গত ভএ অনুশোচন না করিয় আর।
যেইমতে ভালো হএ চিন্ত আপনার॥
দুর্য্যোধন কহে কহ উপাএ সমস্ত।
পরম বান্ধব তুহ্মি কহ তার তত্ত্ব॥
ভীষ্ম দ্রোণ রণে পড়ে সৈন্য পালাইতা।
কালি মোর দলে হৈবা কে পুনি রক্ষিতা॥
দ্রোণ পাছে সেনাপতি হৈব কোন জন।
তাহার উপাএ কহ তুহ্মি বিচক্ষণ॥
অশ্বত্থামাএ বোলে কর্ণ পরে নাহি আর।
কর্ণ পরে কেবা আর সহিবেক ভার॥
প্রতিজ্ঞা করিছে কর্ণ পাণ্ডব মারিতে।
তাহার সমএ এহি কহিলা তোহ্মাতে॥

কালি যুদ্ধে কর্ণকে করহ সেনাপতি।
কর্ণ সঙ্গে যুঝিবেক কাহার শকতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডব যত জন।
এ সকল সংহার করিব বীর কর্ণ॥
তবে রাজা অশ্বত্থামা করিয়া সংহতি।
কর্ণের গোচরে গেল রাজা মহামতি॥
কর্ণ পাশে গেলা তোক্ষার পুত্র দুর্য্যোধন।
কান্দিয়া কর্ণের স্থানে কহিল বচন॥
তোক্ষার পুত্রের কর্ণ দেখিয়া সাদরে।
আশ্বাসিয়া নৃপতিরে কহে অহঙ্কারে॥
কি কারণে মিত্র তুক্ষি হইছ কাতর
পাণ্ডব বিনাশিয়া তোক্ষা দিবম সকল॥
কৃষ্ণার্জ্জুন মারি পৃথ্বী করি দিব বশ
পৃথিবী ভরিয়া যেন বহে মোর যশ॥
উপেক্ষিতে যোগ্য নহে কহিলাম তোক্ষা।
এবে সে দেখিবা মিত্র যত শক্তি আক্ষা॥
মোর বিদ্যমানে চিন্তা কিসের তোক্ষার।
সবান্ধবে পাণ্ডুসৈন্য করিমু সংহার॥
প্রাণ দিতে পারি আক্ষি তোক্ষাকে চাহিতে।
যতেক করিএ আক্ষি দেখিবা রণেতে॥
শীঘ্র কালি করহ সমর অনুষ্ঠান।
কোনপক্ষে নহে পার্থ কর্ণের সমান॥
এ ধনুতে পরাভব না পাই যুঝিতে।
যে ধনুর জ্যা দৈত্যে না পারে সহিতে॥
ভৃগুপতির স্থানে ধনু দিল পুরন্দরে।
রুধিরে করিল পঙ্ক ক্ষত্রিয় রুধিরে॥
এহি ধনুঃ লৈয়া রাম হইল যোদ্ধার।
পৃথিবী নিক্ষত্রী কৈল তিনশত বার॥
রাম মোরে দিছে ধনুঃ শিক্ষামন্ত্র সবে।
এ ধনুর গুণের গুণ রাজা শুন অনুক্রমে॥
গাণ্ডীব ধনুর হৈতে ভালো বলে থাকে।
অর্জ্জুন মারিয়া রাজ্য দিবম তোক্ষাকে॥

আহ্মি সব ভঙ্গ যেই অর্জ্জুনের রণেতে।
সে সকল কথা রাজা কহিব তোহ্মাতে॥
বাউগতি ঘোড়াএ বহে তার রথ খান।
ভয়ঙ্কর-বানর রথেক অধিষ্ঠান॥
অগ্নিএ দিয়াছে রথ ধনুক সহিতে।
সে যে রথ কাটা না যাএ কোনমতে॥
ত্রিলোক্য সারথি নাথ রথেত যাহার।
হেন হেতু সমান না হই আহ্মি তার॥
দেবের দুর্জ্জয় অস্ত্র থাকে তার হাতে।
অক্ষয় যে চারি ঘোড়া আছে তার রথে॥
মোর রথেত এক সারথি দেও ভাল।
অর্জ্জুন আহ্মার সম নহে কোন কাল॥
কৃষ্ণের সমান এক আছএ সারথি।
সারথি করিয়া দেও মদ্রনরপতি॥
মদ্রে বোলে তবে আজি না এড়এ পাণ্ডব
প্রতিজ্ঞা করিএ আহ্মি মারিব যে সব॥
কর্ণের বচনে রাজা তোহ্মার বচন॥
সর্ব্বকালে কৃষ্ণে যেমন রাখে অর্জ্জুনক।
সেইমত কর্ণে রাখ দয়া করি মোক॥
দুর্য্যোধন বাক্যে শল্য কহিল প্রকরি।
হস্তে হস্তে ঘষে বীর দন্ত কড়মড়ি॥
কুলে শীলে বলে সেই আপ্ত অহঙ্কার।
আমি রাজা করি তবে বোলে পরিহার॥
অবজ্ঞা করিলা মোরে গান্ধারীনন্দন।
হীনের অধম কর সম্বন্ধ কারণ॥
আহ্মা হৈতে অধিক তুহ্মি দেখিলা কর্ণক
তাহার সারথি হইতে তোহ্মি কহ মোক॥
সৈন্য রাখি আহ্মি যাই নিজ দেশ।
কর্ণ মোর সম নহে কহিলাম বিশেষ॥
কথাএ বুঝিব আহ্মি কর অনুমতি।
বীর হইয়া কেনে হৈমু হীনের সারথি॥
হেলা না করিয়া মোরে দেও ধনুর্বাণ।
মোর দুই বাহু দেখ বজ্রের সমান॥

রথ অস্ত্র দেখ মোর পৃথিবী পূজিত।
গদা গোটা দেখ মোর মুক্তাএ ভূষিত॥
এহি গদাএ পারি ভাঙ্গিয়া ভূধর॥
হেন মোরে বোল কেনে অকার্য্য করিতে।
হীন জাতি সূতপুত্রের সারথি হইতে॥
আপনে বংশজ তুহ্মি কহ মহাজন।
সাধুজন হিংসা কৈলে পাপের ভাজন॥
ব্রাহ্মার মুখ হৈতে জন্মিছে ব্রাহ্মণ।
ভজন ভাজন জানি অধ্যান অধ্যায়ন॥
দান বেদ আদি গ্রহ্ এহি ছয় রীত।
এহি সব জানি ব্রাহ্মণের নিয়োজিত॥
ক্ষত্রিসব হৈল ব্রহ্মার বাণ্ড হৈতে।
ব্রাহ্মণ পালিব কর লইব উচিতে॥
বৈশ্য জন্মিল উরু হৈতে যে ব্রহ্মার।
ধন দিয়া দিউক পালিব সদাচর॥
ব্রহ্মার পদ হৈতে শূদ্র উৎপন্ন।
সেই শূদ্রে তিন বস্তু কবির সেবন॥
আহ্মি হইতে কহ সূতপুত্রের সারথি।
রাজসভা মধ্যে লাজ দিলা মহামতি॥
এহি স্থানে আর মোর কার্য্য নাহি বাসে।
কহিলাম রাজা আহ্মি চলি যাই দেশে॥
এ বলিয়া শল্য কোপে কাঁপে থরথর।
মহাকোপে উঠি বীর চলিল সত্বর॥
গৌরব করিয়া রাখে তোহ্মার নন্দন।
আপনার কার্য্যে রাজা কহে ঘন ঘন॥
নৃপতি কহেন্ত মামা শুন কহি তত্ত্ব।
আহ্মারে সোহায় হইতে না হএ এমত॥
শত্রুসৈন্য জিনিবারে শল্য তোহ্মার নাম।
শল্য কহিলা সর্ব্বার্থে সাধিতে মোর কাম॥
তোহ্মাতে কহিএ হইতে কর্ণের সারথি।
অশ্বের শিক্ষাতে তুহ্মি কৃষ্ণ হৈতে অতি॥
শল্যে কহে এত রাজা সভার ভিতর।
কৃষ্ণ হৈতে আহ্মারে করিলা গুরুতর॥

প্রীতি হইল শুনিয়া তোহ্মার আরতি।
একখানি কথা মাত্র কহিমু সম্প্রতি॥
যেই ইচ্ছা সেই মুই কহিমু রথয়।
সে সকল কথা মাত্র কর্ণ বীরে সয়॥

তারকাক্ষ-মকরাক্ষ পর্বাধ্যায়

দুর্য্যোধন কহে মামা শুন সহসাত।
মার্কণ্ডেয় কহিয়াছে রাজার সভাত॥
পূর্ব্বে তারকাক্ষ নামে দৈত্য মহাবল।
তিনপুত্র হইল তার সংগ্রামকুলশীল॥
তারকাক্ষ মকরাক্ষ বিদ্যুৎ সুন্দর।
তবে বৃষ হইয়া ব্রহ্মা কহে মাগ বর॥
অমর হইতে চাহি নাহি পাএ তারে।
যুক্তি করি কহিলেক তিন সহোদরে॥
তিন পুরী তিনের হইব অবগতি।
সহস্র বৎসরে তিন মিলিব সংহতি॥
এক বাণে যে পুরুষে তিন পুরী হানে।
তবে সে তাহার মৃত্যু কহত আপনে॥
এ বলিয়া গেল ব্রহ্মা আপনা নিজস্থানে।
তিন ভাই চলি গেল মাতৃদরশনে॥
তপোবনে তিন ভাই পুরী শূন্যময়।
সুবর্ণের পুরী তারকাক্ষ মহাশএ॥
মকরাক্ষর পুরী হইল উপর আকাশে।
লৌহপুরী বিদ্যুতের হৈল তার শেষে॥
যে যে অসুর পলায়ন্ত দেবতার ভএ।
দুর্জ্জয় জানিয়া সেই পুরীতে বৈসএ॥
কতকাল পুরন্দর দেবগণ সনে।
ব্রহ্মাপুরে চলি গেল ব্রহ্মার সদনে॥
পিতামহ স্থানে ইন্দ্র কহিল তখনে।
ব্রহ্মাএ কহে ই কার্য না হএ শিব হোনে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র সঙ্গে করি দেব ঋষি গেল।
রুদ্রদেব স্থানে কহে বগুল স্তবন॥

নমোনম মহাদেব নমো বিশ্বেশ্বর।
নমো নম ত্রিপুরারি দক্ষযজ্ঞহর॥
নমো নম নীলকণ্ঠে নমো দিগ বাস।
বিদ্য অস্ত্র ধরি করে দেবের হয় ত্রাস॥
বনস্পতি ষষ্ঠীপতি সর্ব্ব ধারা গতি।
উমাপতি পশুপতি উগ্রতেজ অতি॥
তবে মহাদেবে কহে ভয় নাহি আব।
সর্ব্বদেবের তেজে দৈত্য করিব সংহাব॥
এ বলিয়া দিগম্বর কৈল অঙ্গীকার।
দেবগণের স্থানে শিবে কহে পুনর্ব্বার॥
ধনুর্ব্বাণ রথ দেও করি অনুমান।
তবে যে করিতে পারি সমর সন্ধান॥
তবে দেবগণ বিশ্বকর্ম্মার সহিতে।
পর্ব্বতের তেজ রথ হৈল সুবক্ষিতে॥
রথের ঘোটক হৈল মহাঋষিগণ।
কালরূপ শিবঅস্ত্র হইল শমন॥
আর রথের অষ্ট চাকা আপনে ধরণী।
তাহা দেখি ডাকিয়া কহিল শূলপাণি॥
তবে সর্ব্বদেবে মিলি ব্রহ্মা করে স্তুতি।
অনুমতি দিল ব্রহ্মা হইতে সারথি॥
আঠু দিয়া পড়ে ঘোড়া শঙ্কর উঠিতে।
ব্রহ্মা উঠিতে পুনি ভূমি ছোএ মাথে॥
এহিমতে গেল শিব পবনের গতি।
দিব্য ঋষিগণে স্তুতি করে নানা ভাঁতি॥
পাশুপত অস্ত্র আমন্ত্রিল ভূতেশ্বর।
আকর্ণ পূরিয়া শিবে হানিল সত্বর॥
সহস্র বৎসর পুরি করে এক ঠাই।
একবাণে মহাদেবে হানে তিনভাই॥
ভস্ম হইয়া পড়ে তাহা পশ্চিম সাগরে।
সুস্থ হইয়া দেবগণ গেল স্বর্গপুরে॥
রথী হইতে সারথি যে হইব দ্বিগুণ।
সারথি করিব তাহা শাস্ত্রেত নিপুণ॥

রথী হোনে সারথীরে দেবেহ বাখানে।
হেন সারথি হইতে দুঃখ ভাব কেনে॥
তুহ্মি সারথি হও কর্ণ যে যোদ্ধার।
হেন এ পাণ্ডব পার করিতে সংহার॥
রাজ্যজয় কর্ণজয় তোহ্মিহ সে সব।
তোহ্মি রক্ষা কহিলে ঘুচিল হে পরাভব॥

পরশুরাম কাহিনী

তার কথা কহি শুন তোহ্মা বিদ্যমান।
পূর্ব্বে মুনিসবে কহে বাপে তাহা শুনে॥
পূর্ব্বে পরশুরামের ক্ষত্রি বধিবারে।
মহাদেব সেবা করে কঠোর বিস্তরে॥
তুষ্ট হইয়া কহে শিবে হাসিতে হাসিতে।
জানিলাম তুহ্মি মোরে সবার নিমিত্তে॥
অসামর্থে নিত্যপাত কেবা অস্ত্র বহে।
এথেকে আপনা শুদ্ধ হইতে নির্ব্বহে॥
প্রণাম করিয়া কহে রামে আরবার।
দিতে যোগ্য যদি হএ দেও অস্ত্রভার॥
হেনকাল দেবগণ অসুরের ভএ।
স্মরণ লইল গিয়া রামের পাশএ॥
শিবে বোলে রাম আইস ঝাটে দৈত্য মারি।
দেবের দুর্জ্জয় সব মার দুষ্ট বৈরী॥
শিবের আজ্ঞায় রাম চলিল বনয়।
দৈত্য মারি আইল রাম শিবের চরণয়॥
হস্ত বুলাইল শিবে রামের শরীরে।
মহাবল হইল রাম যাও গেল দূরে॥
যে রামে নিক্ষত্রি কৈল তিনশতবার॥
কর্ণেরে পাঠাএ রামে বিবিধ প্রকার॥
কর্ণের শরীরে যদি পাতক থাকিতে।
তবে কেনে মহারামে তাকে পাঠাইতে॥
যেই রামে ক্ষত্রিসব কৈল সংহার।
কর্ণের পাঠাইল রামে তিন প্রকার॥

শুনিয়াছি কর্ণের যেমত উৎপত্তি।
দেবতার পুত্র হেন শুনিয়াছে যুকতি॥
কণ্যাকালে ক্ষত্রিপুত জন্মাইছে দেবে।
লোকভয় বুঝিলাম তারে নাহি সেবে॥
কুণ্ডলে কবচে জন্ম সূর্য্য হৈল দেখি।
কহিল তোহ্মার ঠাই সমিয়া উপক্ষি॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে পুত্রে কহিল বিস্তর।
হইছে আহ্মার পুত্র অতীব কাতর॥
রাজরাজেশ্বর পুত্র এক দণ্ডধর।
পৃথিবীমণ্ডলে বন্দে চরণ কমল॥
হেন পুত্রে সামান্যেতে পরিহার করে।
বিধির বিপাক কেবা খণ্ডাইতে পারে॥
কেমতে যুঝিল কর্ণে কহত সূতবরে।
কোনমতে মৈল কর্ণ সূর্য্যের কোঙরে॥
সঞ্জয় কহেন রাজা কহি শুন তবে।
যেনমতে কর্ণ বীরে যুঝিল যেমতে॥

প্রথম দিবস যুদ্ধ

সেনাপতিরূপে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ

আর দিন প্রভাতে কর্ণের সত্ত্ব ধরি।
অস্ত্র লৈয়া যুদ্ধে সব হৈল আগুসারি॥
গজবাজি রথধ্বজ পতাকা বণ্ডল।
সাজিল কৌরব সৈন্য সমুদ্রের তুল॥
নানা অস্ত্র লৈআ সব[১] চড়িল রথয়।
কুরুবলে বেড়িয়া করএ[২] জয় ২॥

কর্ণের মকরব্যূহ তৈরি

করিল মকর ব্যূহ মুখে রৈল কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে[৩] যেন সাজিল সুপর্ণ॥

দুই নেত্রে[৪] শকুনি উলূক মহাবল।
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণে অবিকল॥
অবশিষ্ট যতেক রাজার সহোদর।
গ্রীবাতে রহিল সব মহাধনুর্দ্ধর॥
মধ্যে দুর্য্যোধন রাজা সমরে প্রচণ্ড।
কৃতব্রহ্মা রাখন্ত যে বাম পদ খণ্ড॥
নারায়ণী সৈন্য সমে কৃপ মহাশয়।
দক্ষিণ চরণের আছে সমরে দুর্জ্জয়॥
মহাবীর ত্রিগর্থ সহিতে শল্যবীর।
বামপাশে রহিলেক নির্ভয় শরীর[৫]॥
সাজিল কৌরব সব গ্রহণ গম্ভির।
কর্ণসমে কুতূহলে রহে সর্ব্ববীর[৬]॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কর্ণ-
নিধনে অর্জুনকে আজ্ঞা

সাজিল কৌরববল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া বোলে ধর্ম্ম বীর॥
দেবাসুরে না সহে যাহার অধিরোপ।
এহি কর্ণ মহাবীর আইসে করি কোপ॥
একহি আছএ কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
তৃণবত দেখি আর কৌরবেত নাম॥
কর্ণক মারিয়া ভাই ঝাটে কর জয়।
ত্রিভুবন মধ্যে তুহ্মি সমর দুর্জ্জয়॥

ধনঞ্জয়কর্তৃক
অর্ধচন্দ্র ব্যূহ তৈরি

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর ধনঞ্জয়।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ কৈল পরম[৭] নির্ভয়॥
বামশৃঙ্গে ভীমসেন সমর দুর্জ্জয়।
দক্ষিণেত রাখে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥

মধ্যে হৈল ধনঞ্জয় মহাধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে যুধিষ্ঠির রাজা দুই সহোদর॥
উত্তমৌজা সুধামৈন্যু দুই বীরবর।
অর্জ্জুন কাছে চক্রবক্ষ ধনুর্দ্ধর॥

উভয় বলের যুদ্ধ

ব্যূহ প্রতিব্যূহ করি করে সিংহনাদ।
দুই বলে বাদ্যবাজে নাহি অবসাদ[৮]॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরুবল গর্ব্ব।
দ্রোণের বিত্তগ দুঃখ পাসরিল সর্ব্ব॥
দুই মহাবলে যুদ্ধ হৈল বিস্তর।
প্রলয় কালেত যেন দেখি ভয়ঙ্কর॥
রথে ২ গজে ২ পদাতি পদাতি।
অর্দ্ধচন্দ্র ভৃন্দিপাল অস্ত্রে ২ জ্যোতি[৯]॥
ঝাকে ২ পড়ে অস্ত্র আবরে গগন।
পৃথিবী ছাহিল সব যুদ্ধ অস্ত্রগণ॥
যেন পূর্ণচন্দ্র দেখি না[১০] দেখিএ ভানু।
যেন পুষ্পক বন দহিল কৃশানু॥
বীর বীরেন্দ্র মরে পুরিল ধরণি[১১]।
ধূলি অন্ধকার দিন না দেখি ধরণি॥[১২]

ভীমের যুদ্ধ

ক্রোধকবি বৃকোদর হাতে লৈল শর।
বাণ বরিষণ করে রথের উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি চেকিতান।
দ্রৌপদীর পুত্র সব বাপের সমান॥
ভীমক বেড়িয়া যাএ সিংহনাদ করি।
মহাবলবন্ত যেন সমর কেশরি॥
বাহিনী মর্দ্দিয়া আইসে বীর বৃকোদর
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমাধৃতি নৃপবর॥

কোষল দেশের রাজা ক্ষেমাধৃতি নাম।
সিংহসম বিক্রম সমরে অনুপাম॥
মহা ২ গজ আইসে মহাকোপ মনে।
প্রথমে তোমর মেলি হানে ভীমসেনে॥
শরে হানি তোমর করিল খান ২।
ষষ্টি বাণ মারে ভীম সমরে প্রধান॥
ক্রুদ্ধ হই ভীমসেনে বরিষএ শর।
ক্ষেমাধৃতি নৃপতির গজের উপর॥
শরঘাএ ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে না পারে ক্ষেমাধৃতি মহীপাল॥
কথঞ্চিত ক্ষেমাধৃতি বরিষন্ত শর।
ভীমসেন শরাঘাতে ধাএ নৃপবর॥
ক্ষুরবাণে ভীমে তার কাটে শরাসন।
আর ধনুঃ হাতে করি ফিরে ততক্ষণ॥

ভীমকর্তৃক ক্ষেমাধৃতি নিধন

গদা হস্তে ভীমসেন সমরের মাঝ।
ক্ষেমাধৃতি রাজার মারিল গজরাজ॥
ফাল দিআ ক্ষেমাধৃতি গজেন্দ্র এড়িল।
গদা মারি ভীমসেন ভূমিত পাড়িল॥
ক্ষেমাধৃতি পড়িল বাহিনী দিল ভঙ্গ।
অগাধ সাগরে যেন উঠিল তরঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবক ধাইল।
অতিকোপে কর্ণবীর সৈন্যে প্রবেশিল॥
বাণবৃষ্টি করি তবে মহাবীর কর্ণ।
পন্নগ[১৩] মধ্যেত যেন প্রবেশে সুপর্ণ॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল অশ্বগজ।
কার ছত্র রথ কাটে কার কাটে ধ্বজ॥
ক্রোধ হৈল পাণ্ডুবল[১৪] হাতে লৈল বাণ।
স্থির হৈল সর্ব্ব সৈন্য রণে আগুয়ান॥

অশ্বত্থামা বীর সমে যুঝে বৃকোদর।
কৃতব্রহ্মা বিন্দে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সমে সাত্যকি প্রচণ্ড।
প্রতিবিন্দ চিত্রসেন যেন কালদণ্ড[১৫]॥
যুধিষ্ঠির রাজাক বিন্দিল কর্ণ বীর।
নারায়ণ সেনা বিন্দে ধনঞ্জয় বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিন্দে কৃপ সমরে দুর্জ্জয় ।
কৃতব্রহ্মা সমে সাত্যকি মহাশয়॥
শ্রুতিকীর্ত্তি বিন্ধে শল্য সিংহের বিক্রম[১৬]
দুঃশাসন বিন্দিলেক মাদ্রীর নন্দন[১৭]॥
বিন্দ অনুবিন্দ সমে আছিল সংগ্রাম।
মহাবীর সাত্যকি রণেত অনুপাম॥
একেশ্বর সাত্যকি নিবারে দুই বীর।
দুইবীরে শর মারে অক্ষোভ শরীর॥
বিন্দু অনুবিন্দ দুই বাণ বরষন্ত।
দিগবিদিগ নাহি সৈন্যের নাহি অন্ত॥
কাটিলেক সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনুঃ হাতেত লইল ততক্ষণ॥
ক্ষুর প্রসারি মারে সাত্যকি মহাবীর।
পাকা তাল ফল যেন কাটি পাড়ে শিব॥
অনুবিন্দ পড়ে দেখি তার সহোদর।
বৃক নামে বীর তবে[১৮] বরিষএ শর॥
সাত্যকির সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে ধাবে।
দুই বীরে যুদ্ধ করে সমর ভিতরে॥
অন্যে২ সারথি কটিল অশ্বরথ।
দুই মহাবীর্য্যশালী দুই মহাসত্ত্ব॥
খড়্গ হস্তে রণ করে দুই মহাবীর।
বলবন্ত দুই বীর নির্ভয় শরীর॥
দুইবীরে মিশামিশি খড়্গের সন্ধান।
পৃষ্ঠ হতে কাটি খড়্গ করে দুই খান[১৯]॥
মহাবীর সাত্যকি সমরে বড় স্থির।
খণ্ডে ২ করিয়া কাটি বিন্দ বীর॥

শ্রুতিব্রহ্মা চিত্রসেন আছিল সংগ্রাম[২০]।
অন্যে২ মহাযুদ্ধ কিদিব উপাম॥
ধ্বজ কাটি কাটিলেক অন্যে২ শরে।
দুইবীরে মিশামিশি সমর ভিতরে॥

কৃতব্রহ্মাকর্তৃক চিত্রসেন বধ

তবে কৃতব্রহ্মা বীর ধনুর্দ্ধর[২১]।
মাথাকাটে চিত্রসেনের ভূমির উপর॥
চিত্রসেন পাড়িল কৌরবে পাএ ত্রাস।
প্রতিবিন্দ মহাবীর পাইল প্রকাশ[২২]॥
চিত্রনাম নৃপতিক মারে পঞ্চ শর।
তিন বাণে হানিল সারথি কলেবর॥
হাতের কাটিল ধনুঃ বিন্দিল সারথি।
সমরে ফাফর হৈল চিত্রনামে রথী॥
শক্তি বিন্দি তাব শক্তি কাটিলেক পথে॥
মহাবীর চিত্রসেন মারে আর শর।
রথ সমে সারথিক করিল সংহার॥

প্রতিবিন্দ, চিত্রবীর, বিচিত্র বীরগণের যুদ্ধ

ক্রোধ হৈল প্রতিবিন্দ যমের দোসর।
হস্তেত করিয়া তবে লইল তোমর॥
বিষম তোমারে ভেদে তাহান শরীর[২৩]।
দুই হস্ত প্রসারিয়া পড়ে চিত্রবীর॥
চিত্রবীর পড়িল বিচিত্র আইল রণে।
প্রতিবিন্দ বেড়িয়া মারন্ত যোদ্ধাগণে॥
প্রতিবিন্দ মারিলেক সমরে দুর্জ্জয়।
অস্ত্রে দহিলেক সব না করিল ভয়॥
শরে সব নিবারিয়া মারএ কুরুবল।

অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের যুদ্ধ

ক্রুদ্ধ হৈল অশ্বত্থামা রণে অধিকল॥
ততক্ষণে ভীমসেন[২৪] হাতে লৈল ধনুঃ।
চোখ২ বাণে বিন্দে দ্রোণপুত্র তনু॥
বৃত্র সমে ইন্দ্রে যেন করিল সংগ্রাম।
তেনমত মহাযুদ্ধ কৈল অবিরাম॥
নানামত অস্ত্রে জানে অশ্বত্থামা বীর।
দিব্য অস্ত্রে যুঝে ভীম নির্ভর শরীর॥
'চমৎকার লাগে দেখি যেহেন বিজুলি।
তারাগণ ছুটে যেন গগন উজ্জ্বলি॥
অস্ত্র ঘরিষণে নিকলে আগুনি।
আকাশ বেড়িয়া বাণ বজ্রহেন গণি॥
নিরন্তর আবরিল নাহিক সংহার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হইল অপার॥
মোহশ্চিত হইয়া পড়ে উঠে ততক্ষণ।
সারথি নিকালে রথ দেখে সর্ব্বজন॥

অর্জুনের সংশপ্তক যুদ্ধ বণ্ড সংশপ্তক ক্ষয়

অশ্বত্থামা ভীমের দেখিয়া অপমান।
ক্রোধ হৈল ধনঞ্জয় যমের সমান॥
ক্রোধ হৈল অর্জ্জুন হাতেত লৈল ধনুঃ।
চোখ২ বাণে বিন্দে সৈন্য সব তনু॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভর।
শর বৃষ্টি আবরিল পার্থ ধনুর্দ্ধর[২৫]॥
নারায়ণি সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল রোষে।
মেঘ মধ্যে চন্দ্র যেন উদিত আকাশে॥
লক্ষে২ বীর কাটে রথ সারি২।
পড়িলেক রথী সব গণিতে না পরি॥

পদ্ম হতে যেহেন পাপড়ি পড়ে খসি।
শারি২ মাথা পড়ে গগন পরশি[২৬]॥
ক্রুদ্ধ হই পুনি আইল অশ্বথামা বীর।
দিব্যঅস্ত্র বরিষএ নির্ভয় শরীর॥
অর্জ্জুন সহিতে তবে হৈল মহারণ।
শরে অন্ধকার কৈল নর নারায়ণ[২৭]॥
অতিক্রোধে অর্জ্জুন সান্ধিলেক শর।
অশ্বথামা বীর হৈল রথেত জর্জ্জর॥

অর্জ্জুনযুদ্ধে মগধাধিপতি বধ

মগধের নরপতি দণ্ডধর নাম।
হস্তী যুত লইয়া আইল রণে অনুপাম॥
মহাবল দণ্ডধর কৈল মহারণ।
নিমেষে অর্জ্জুন বীরে কাটে হস্তীগণ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বত শিখর[২৮]।
অর্জ্জুনের বাণে হস্তী পড়ে নিরন্তর[২৯]॥
'অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাকে করিল সংহার।
হস্তী হতে পড়িল নৃপতি দণ্ডধর[৩০]॥'

অশ্বথামার অস্ত্রে
পাণ্ড্যরাজ বধ

সংশপ্তক অগ্নি যেন সংহারে অর্জ্জুন।
যুগান্তের অগ্নি যেন সমরে নিপুন॥
পাণ্ডবের সেনাপতি পাণ্ড্য মহাবল।
অশ্বথামা সনে রণ কৈল বণ্ডতর॥
করিলেক অশ্বথামা পাণ্ডের সংহার।
ক্রোধ হৈল পাণ্ডু সৈন্য আইল যুধিষ্ঠির॥

কর্ণ ও নকুলের যুদ্ধ
নকুলের পরাজয়

পিপিলিকা শারি যেন করে খণ্ড ২॥
আপনে সাজিল কর্ণ হাতে ধনুঃ করি।
দর্পকরি নকুলে বোলেন আগুসারি॥

অশ্বত্থের মূলে তুহ্মি করিলা প্রবেশ[৩১]।
তেহি দোষ হতে হৈব কুরুবল শেষ॥
আজি তোকে রণ মাঝে করিমু সংহার।
কৃতার্থ হৈব ভাই ধর্ম্ম অবতার॥
এ বলিয়া ধনুকেত জোড়ে দিব্য শর।
ত্রিসপ্ততি বাণ মারে কর্ণের উপর॥
সেই অস্ত্র সহিলেক কর্ণ মহাবীর।
হাসি২ অস্ত্র লয়ে নির্ভয় শরীর[৩২]॥

কর্ণকর্তৃক নকুলের উপহার

'হাসিয়া বোলেন্ত কর্ণে তুহ্মি অল্পবুদ্ধি।
শিশু হই না জানাস বিক্রমের শুদ্ধি॥
কর্ম্ম না করিয়া প্রশংসসি আপনাক।
আজি তুহ্মি দেখিবা দর্পের পরিপাক॥
এ বলিয়া নকুলেরে কর্ণ মহাবীর।
এক বাণ সান্ধি বিন্দে তাহার শরীর॥
সেই অস্ত্র সহিয়া নকুল মহাবীর।
তীক্ষ্ণ বাণ সান্ধি বিন্দে কর্ণের শরীর[৩৩]॥'
শর মারি কর্ণবীরে কাটিলেক ধনুঃ।
সান্ধিয়া বিংশতি বাণ বিন্দিলেক তনু॥
আর ধনুঃ হাতে লৈল নকুল সুমতি।
কর্ণেরে বিংশতি বাণে হানে শীঘ্রগতি॥
তিন বাণে সারথিক বিন্দিল প্রচণ্ড।
অসুরে স্বর্গেতে যেন করে লণ্ড ভণ্ড॥
কর্ণে তবে অস্ত্র মারি কৈল অন্ধকার।
দিগবিদিগ নাহি বাণ অবতার॥
চারি অশ্ব নকুলের সমর প্রচণ্ড।
তিল২ করি রথ করে খণ্ড ২॥
'ধ্বজ ছত্র পতাকা যে গাএর বসন।
শর মারি কর্ণ বীরে কাটিল তখন॥'[৩৪]

হাতেত পরিঘ করি ধাএ মহাবল।
পরিঘ কাটিয়া পারে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ভয় পাই নকুলে চাহন্ত চারিভিত।
হাসিয়া ধরিল কর্ণ সমর পণ্ডিত॥
গলাএ ধনুক কুটি বান্দিয়া রাখিল।
রথেত তুলিয়া তবে কহিতে লাগিল॥

নকুলের প্রতি
কর্ণের উপদেশ

হাসিয়া বোলয়ে কর্ণ শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিয় গুরুজনের সংহতি॥
আপনা সদৃশ জন সমে কর রণ।
বলবন্ত সমে যুদ্ধ না কর কদাচন॥
না করিয় লজ্জা ভিক্ষি চলি যায় ঘর।
যথাএ আছএ তোর চারি সহোদর॥
এ বলিয়া কর্ণবীরে নকুল এড়িল।
কুন্তীর বচন স্মরি প্রাণে না মারিল॥
কর্ণের বচন শুনি লজ্জাএ আকুল।
যুধিষ্ঠির রথে গিয়া চড়িল নকুল॥
পাঞ্চাল বলিয়া ধাএ কর্ণ মহাবীর।
হাতে দণ্ড যম যেন নির্ভয় শরীর॥

উলূকের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের
যুযুৎসুর পরাজয়

পাণ্ডবের সেনাপতি যুযুৎসু[৩৫] নৃপতি।
কৌরবের প্রধান উলূক মহামতি॥
'দুই জনের মহাযুদ্ধ দেখে সর্ব্ববল
রণ মাঝে পড়িল যুযুৎসু মহাবলি॥'[৩৬]
যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনে আছিল সংগ্রাম।
দুই মহাবলবন্ত কি দিব উপাম॥

দিন অবসান যুঝে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
দুই বলে মহাযুদ্ধ আছিল বিস্তর॥
সকল পাণ্ডব বলে কর্ণক বেড়িল।
বণ্ডবিধ অস্ত্র একবারে প্রহারিল॥
নিবারিল অস্ত্র জাল কর্ণ মহাবীর।
সৈন্য হতে নিশ্বরিল অক্ষয় শরীব॥
একেশ্বর কর্ণবীর সমর প্রহারে॥
ভঙ্গ দিল সর্ব্ব সৈন্য চারিদিকে ধাএ।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন হরিণী পলাএ॥

কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ
পাণ্ডবদের বিজয়

কারে কেহ না চাহন্ত ধাবন্ত সত্বব।
রাখিবারে না পারে অর্জ্জুন[৩৭] ধনুর্দ্ধর॥
শীঘ্রগতি পার্থ বীর কর্ণ বলি ধাইল।
ক্রোধ মুখে সিংহ যেন বনে মৃগ পাইল॥
কর্ণে বরিষে বাণ অর্জ্জুনে নিবারে।
শিশির কণিকা যেন শোষে দিবাকরে॥
অর্জ্জুনে বরিষে বাণ আবরে আকাশ।
অন্ধকার হৈল সৃষ্টি না দেখি প্রকাশ॥
'করএ মুষল বৃষ্টি পরিঘ বিশাল।
তোমর শতঘ্নি পড়ে পাশ ভৃন্দিপাল॥'[৩৮]
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে যমের দোসর।
ভএ চক্ষু খাটিল বিপথ নরবর॥
রথ গজ অশ্বসব পড়ে সারি সারি।
সর্ব্ব কুরুবল হৈল বিক্রম ভিখারী॥
মহাযোদ্ধা পড়িলেক সবের আতঙ্ক।
ত্রস্ত হৈয়া কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
হেনকালে সন্ধ্যা হৈল[৩৯] রজনী প্রবেশ।
সকল কৌরব গেল শিবির বিশেষ॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের বলে।
আপনা শিবিরে গেল মন কুতূহলে॥

শিবিরেত গেল দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের সংগ্রামে পাইল বড়লাজ॥
কার নাই শরীর কার নাই চর্ম্ম।
অর্জ্জুনের সমরে ভেদিল সব মর্ম্ম॥

কৌরবগণের পরাভবে কর্ণের ক্রোধ

মুখে গদগদ বাণী বিষণ্ন বদন।
অপমানে ভূমিত বসিল বীরগণ॥
দণ্ড ভঙ্গ হৈলে যেন গজের গর্জ্জন।
তুরঙ্গম দসনে যে তেহেন গর্জ্জন॥[৮০]
তেন মতে কৌরব বলে পরাভব পাইল।
নিশ্বাসিয়া কুরুরাজ শিবিরেতে গেল॥
এতেক দেখিয়া বোলে কর্ণ মহাবল।
বাইউএ জ্বালাএ যেন যুগান্ত আনল॥
'হস্তে হস্ত কচলিয়া সর্পে যেন শোষে।
অহঙ্কারে কর্ণবীর গগন পরশে॥

অর্জ্জুননিধনে কর্ণের সুদৃঢ় সংকল্প

দুর্য্যোধন দুঃখ দেখি বোলে কর্ণবীর।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন আছিল গভীর॥'[৪১]
বীর্জ্জবন্ত ধৃতিবন্ত অর্জ্জুন বিশেষ।
কৃষ্ণ যার সহাএ করন্ত উপদেশ॥
আজি মোকে তাড়িল দেখিয়া সমরায়।
কালি তার দর্প চূর্ণ করিব নিশ্চয়॥
কর্ণের বচনে তুষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
উল্লাসিত হইলেক কৌরব নন্দন॥
ইতি কর্ণ সেনাপতি প্রথম দিবস যুদ্ধঃ।৺[৪২]

দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ

দুর্যোধনসমীপে
কর্ণকর্তৃক স্বীয় শক্তি বর্ণনা

মহাবীর দুর্য্যোধন[৪৩] অপমান গণি।
উফব ফাফর করি পোহাইল রজনী।
প্রভাতে চলিল কর্ণ রাজা বিদ্যমানে।
মূর্তিমন্ত যম যেন আপনা বাখানে॥
মোরসমবীর নাই সমর[৪৪] ভিতরে।
কোন গুণে অধিক হএ পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
সে বা কি মারএ মোরে সমর ভিতর॥
তাহার[৪৫] হাতের ধনুঃ বাখানে সর্ব্বলোকে।
'বিজয় নামের ধনুঃ রামে দিল মোকে॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিল বিজয় শরাসন।
ইন্দ্রে যাকে লৈয়া করে অসুর নিধন॥
ইন্দ্রেরে সাধিয়া পাইল ভৃগুপতি রাম।
রামে মোকে দেয়ন্ত যে ধনুক অনুপাম॥'[৪৬]
দিব্য অস্ত্র সমে দিল রাম মহাবীর।
অক্ষয় কবচ দিল অভেদ্য শরীর॥
অর্জ্জুন মারিয়া তোহ্মাকে দিমু যশ।
শশাগর পৃথিবী করিয়া দিমু বশ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনে নারায়ণ।
মোহোতে অধিক হএ এহিসে কারণ॥

শল্যকে কর্ণের সারথী
করার কামনা

কৃষ্ণের অধিক গুণ প্রতাপে বিশাল।
মোহোর সারথি হৌক শল্য মহীপাল॥
কর্ণের বচনে তুষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
আপনে চলিয়া গেল শল্যের ভুবন॥

শল্যের প্রত্যাখান
এবং ক্রোধ

বগুনিশ বলিল বিস্তর স্তুতি করি।
সা[illegible] না হএ শল্য যাএ পরিহরি॥
[illegible]তে সারথি হএ কর্ণ হীন জাত।
শল্যরাজে বোলে আক্ষি ভুবন বিখ্যাত॥
বলে হীন নহি আক্ষি সারথি হৈব তার।
হেন অপৌরুষ তুক্ষি বোল আর বার॥
পৃথিবী দহিতে পারে আক্ষার বাহুবল।
প্রতাপে শুষিতে পারি সমুদ্রের জল॥
মোর অপমান কর রাজা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা কর যাই আক্ষি আপনা ভুবন॥

দুর্যোধনের শল্যকে কর্ণের
সারথি করার প্রচেষ্টা

এ বলিয়া শল্য বীর সত্বরে চলিল।
সান্ত্বাইয়া দুর্য্যোধনে বিস্তর বলিল॥
আপনার তেজ হতে হএ যে দিগুণ।
তাহারে সারথি করি সমরে নিপুন॥
ত্রিপুর বধিতে দেখ সাজে শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
ত্রিভুবন দহিবারে পারে একেশ্বর।
অর্জ্জুনের সারথি আপনে গদাধর॥
তুক্ষি মহাসত্ত্ববীর পুরুষ প্রধান।
মোহোর সৈন্যেত নাহি তোক্ষার সমান॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপা কর্ণ শকুনি সৌবল।
অশ্বত্থামা ভগদত্ত তুক্ষি মহাবল॥
কর্ণ মহাবীরে করিয়াছে অঙ্গীকার।
সারথি পাইলে জিনে বোলে অহঙ্কার॥
তুক্ষি আর কর্ণবীর যুদ্ধ[৪৭] অবশেষ।
অর্জুনে মারিতে যত্ন করিবা বিশেষ॥

কর্ণের সারথ্যে শল্যের সম্মতি যুদ্ধ যাত্রা

দুর্য্যোধন রাজার শুনিয়া অঙ্গীকার।
শল্য রাজে বলিল সারথি হইবার॥
বিনয় করিয়া কহে মদ্র অধিপতি।
হইলাম রাজা আম্মি কর্ণের সারথি॥
আসিয়াছি তোম্মার করিতে উপকার
যেই কহ সেই তোম্মার সহিবাম ভার॥
এক সৈত্য কহ তোম্মি কর্ণবীর তার
যত মন্দ কহি আম্মি সহিবেক তাবে॥
কর্ণে বোলে ই সাজে রাজা ব্রহ্মা ছিলা
অর্জ্জুনের কৃষ্ণ যেন তেন তুম্মি হইলা॥
তিন গালি তোম্মার কহিলাম সাতবার
কহিমু উচিত কথা ধিক হইল তার॥
এক কথা মোর শল্যে হইল সারথি
প্রতিজ্ঞা করিছে পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজা প্রতি॥
শল্য কহে সূতপুত্রে বীর হও রণে।
হইলাম সারথি যুদ্ধ অর্জুনের সনে॥
দুর্য্যোধনে কহে কর্ণে পাইলা সারথি।
যাহাকে কহিলা তোম্মি কৃষ্ণ হোতে অতি॥
তুম্মি হও যোদ্ধা শল্য সারথি ঘোড়াএ
মারিব পাণ্ডব আজি এড়ান না যাএ॥
রাজবর চল তবে শল্য মহামতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥
রাজযোগ্য আভরণ সকল এড়িয়া।
উঠিলেক রথ পরে পাচনি লইয়া॥
এথা গঙ্গাজল দুর্য্যোধন আর্জ্জিলেক
সোবর্ণ কলসে জল মাথে ঢালিলেক॥
অভিষেক জল ঢালে আপনে নৃপতি।
চতুর্দ্দিগে নানাবাদ্য কাঁপে বসুমতী॥

রবারুদ্র আদি বাদ্যে মৃদঙ্গের ধ্বনি।
চতুৰ্দ্দিগে স্তুতি করে যতেক বাহিনী॥
ব্রাহ্মণে সকলে করে স্বস্তি যে বচন।
ব্রাহ্মণের ভার রাজা বিলাইল ধন॥
মণির মুকুট মাথে কবচ সোনার।
বজ্রের কুণ্ডল কর্ণে সূর্য্যের আকার॥
সোবর্ণ বলয়া হাতে শোভা করে তাতে।
দিব্য পারিজাত মালা শোভিছে গলাতে॥
পরিধানে নেতধর্মী বিমল বসন।
সজ্জ হইল কর্ণ যেন দ্বিতীয় মদন॥
জিন করি সারথিএ রথ আনিলেক।
বেদমন্ত্র পঠিয়া যে কৈল সূর্য্যে উপস্থান॥
প্রদক্ষিণ করিল সাজানে রথখানি।
দুর্য্যোধন আলিঙ্গিয়া ধনুঃ হাতে লইয়া।
রথে চড়ে কর্ণ বীর শল্য সম্বোধিয়া॥
সিংহের বিক্রমে শল্য পুনি চড়ে রথে।
রথে চড়ি সোবর্ণ পাচনি লইল হাতে॥
সূর্য্য হতে অধিক দুই বীর শোভা করে।
চতুর্দ্দিগে কুরুবল আনন্দ নির্ভরে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কর্ণ কত সৈন্য পতি।
কত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ অৰ্জ্জুন সংহতি॥
পাণ্ডবের সেনা আছে চারি অক্ষৌহিণী।
তাহা লইয়া যুদ্ধ কৈল ধৰ্ম্ম শিরোমণি॥
নানা অস্ত্র পরিপূর্ণ পতাকা নিশ্চয়।
চলিল কর্ণের করি হইল সারথি।
যুদ্ধ সৰ্জ্জে সাজিলেক কর্ণ মহারথী॥

অৰ্জ্জুন-নিধনে
কর্ণের প্রতিজ্ঞা

শল্যের অগ্রেতে কর্ণে আপনা বাখানে।
আজি রণে অৰ্জ্জুন[৪৮] মারিমু একবাণে॥

যদি ইন্দ্র কুবের বরুণ যম রাজ।
তথাপি রাখিতে না পারিব ধর্ম্মরাজ॥
সবাইকে মারিয়া আজি মারিমু অর্জ্জুন।
আজি দুর্য্যোধন রাজা দেখিবে মোর গুণ॥

কর্ণের দর্পে শল্যের বিদ্রূপকরণ
অর্জ্জুনের শৌর্য প্রশংসা

শুনিয়া কর্ণের দর্প বোলে মদ্রপতি।
কিসেরে গর্জ্জসি মূঢ় অহঙ্কার মতি॥
কোথা সিংহ ধনঞ্জয় করএ বিক্রম।
কোথার শৃগাল তুই পুরুষ অধম॥
না গণিয়া কৃষ্ণের শুভদ্রা আনে হরি।
কিরাত শঙ্কর তুষিলেক যুদ্ধ কবি॥
দহিল খাণ্ডব বন তুষি দেবগণ।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া রাখে রাজা দুর্য্যোধন॥
'আপনে হারিলা তুহ্মি উত্তর গ্রোগ্রহে।
ভীষ্ম দ্রোণে যাহার বিক্রম নহি সহে॥
না পলাই কর যদি পার্থ সমে রণ।
নিশ্চয় জানিয় তোর হইব নিধন॥'[৪১]
অনাদরে শল্যকে চাহিয়া কর্ণবীর।
যাও যাও করি বোলে নির্ভয় শরীর॥
রথ চালাএ শল্যবীর চলে বাইউ বেগে।

কর্ণের শল্য-ভর্ৎসনা

পাণ্ডব সাগরে শল্য অন্তরিক্ষে লাগে॥
রথের উপরে থাকি দেখএ যাহারে।
অহংকারে বীর বোলয়ে তাহারে॥
'যে মোরে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সুবর্ণে বান্ধিব তার সকল শরীর॥
আপনে অর্জ্জুন বীর হাতে ধনুঃ শর।
পাসরিল নারায়ণী সৈন্যের ভিতর॥

শল্য স্থানে কহিলেক কর্ণ মহাশয়।
পার্থ কাছে নেয় রথ করম বিজয়॥

শল্যের কর্ণ-তিরস্কার

কর্ণের বচনে শল্য বলে বীর দাপ।
ভুবন জিনিয়া দেখ অৰ্জ্জুন প্রতাপ॥
ভীমসেন মহাবীর নকুল কুমার।
বীর সহদেব দেখ পৰ্ব্বত আকার॥
মহাবীর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দেখ বিদ্যমান॥
সিদ্ধি হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
আজি সে দেখিব দর্প বলিল নিশ্চয়॥

সঙ্কুল যুদ্ধ
বও সৈন্যক্ষয়

এহি কথা বলিতে মিলিল দুই বল।
মহাযুদ্ধ বাজিল তুমুল কোলাহল॥
ক্রোধ হৈল কর্ণবীর রুষিলেক রণে।
সিংহে যেন মত্তগজ ধরিলেক বনে॥
পাঞ্চালগণ মারিলেক শতেক কৌরব
ধাইয়া আইল সহবেদ সমর বিশাল॥
ভীমসেন মহাবীর রুষিল সম্প্রতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আরাধিত গতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর আইল পঞ্চালের কুল।
বাছি ২ বাণ মারে বিক্রমে অতুল॥
সহদেব চিত্রসেন বিরাট নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর তবে আইল শীঘ্রগতি॥
অকালের মেঘ যেন দেখিএ গগন।
কর্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥

ভীমকর্তৃক সুষণ
ও ভানুসেন বধ

সুষেণ কর্ণের পুত্র কর্ণের সমান।
হাতের কার্ম্মুক লৈয়া আইল বিদ্যমান॥
ভীমের হাতের ধনুঃ কাটে একেশ্বরে।
ভীমক বিন্দিয়া নাদ করে উচ্চশ্বরে॥
আর ধনুঃ লৈয়া তবে বীর বৃকোদর।
ধনুঃ কাটি সুষেষ বিন্দে কলেবর॥
কর্ণেরে বিংশতি বাণে বিন্দে ক্রোধমনে।
পুনি দশ বাণ ভীম যোড়ে শরাসনে॥
ভানুসেন নাম বীর কর্ণের নন্দন।
চাহিতে আছএ কর্ণ আপনা নয়ন॥
হেনকালে বৃকোদর এড়িলেক শর।
ভানুসেন মাথা কাটি পাড়ে বৃকোদর॥
কর্ণপুত্র কাটিয়া কৃপার কাটে ধনুঃ।
তিল পরিমাণে বিন্দে দুঃশাসন তনু॥
ছএবাণে শকুনির শরীর বিন্দিল।
রথ কাটি উলূকেব ভূমিত পাড়িল॥
একেশ্বর কর্ণবীর্যে নিবারিতে নারে।
ক্রোধমনে প্রবেশিল পাণ্ডবের বলে॥
থাক ২ সুষেণ কাটিমু তোর শির।
এ বলিয়া বাণ মারে ভীমসেন বীর॥
তিনবাণে সুষেণ কাটিল তাহাক।
বাণ ব্যর্থ দেখি কর্ণ বোলে পরিপাক॥

অর্জ্জুন দর্শনার্থে কর্ণের
পুরস্কার ঘোষণা

যে মোরে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর
একশত গ্রাম দিমু পরম সুন্দর॥
পঞ্চশত অশ্ব দিমু কনক রচিত।
আর শত ধেনু দিমু বাছুর সহিত॥৫০

যে মোরে দেখাইতে পারে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
যেই চাহে সেই দিব কহিল নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণ করিমু সংহার।
যত চাহে তত দিব কহিলুম সার॥
এ বলিয়া কর্ণবীরে করে সিংহনাদ।
সকল কৌরব বলে জয় জয় বাদ॥[৫১]

শল্যকর্ত্তৃক কর্ণকে তিরস্কার

শল্যে বোলে মোর আগে আইস কর্ণবীর।
অর্জ্জুন দেখিবা তুহ্মি না হৈয় অস্থির॥
এত ধন দিবা তুহ্মি কিসের কারণ।
কৃষ্ণ সমে অর্জ্জুন দেখিবা এহিক্ষণ॥
কৃষ্ণ সমে অর্জ্জুনেরে করিবা সংহার।
হেন ছার বুদ্ধি তুহ্মি কর অহঙ্কার॥
একেশ্বর শৃগালে মৃগেন্দ্র দুই মারে।
অশক্য কথন পাতি আইব কোন ছারে॥[৫২]
কি কারণে কহ তুহ্মি অশক্য বাক্যমান।[৫৩]
ক্ষণেক না রহিবা তুহ্মি পার্থ বিদ্যমান॥
বুঝাইতে নাহি তোক কহিয়া বচন।
এতেক জানিয় তোর হইব নিধন॥
গলাএ পাথর বান্ধি সমুদ্রে নামসি[৫৪]।
একেশ্বর যুদ্ধ করি আপনা মরসি॥
সর্ব্ব যোদ্ধা সাজিয়া সংহতি আইলে রণে।[৫৫]
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধ করে কোন জনে॥[৫৬]

শল্য-কর্ণ বিসম্বাদ

'দুর্যোধন হিত চাহি বলিএ বচন।
শুন কর্ণ যদি চাহ রাখিতে জীবন॥
শল্যের বচনে কর্ণে পুনি বোলে রোষে
না বুঝিয়া মন্দ বীর্য্যে মহাজন দোষে॥

অর্জ্জুন নাসিব মুই আপনার বলে[৫৭]।
বিভীষিকা কিসেরে দেখাও নানা ছলে॥
বজ্র হস্তে করি যদি আইসে পুরন্দর।
নেউটাইতে না পারিব কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধ হৈয়া শল্যে বোলে করি বীরদাপ
আপনে জানিবা পাছে অর্জ্জুন প্রতাপ॥
দুইজনে বিসম্বাদ আছিল বিস্তর।
ক্রোধ হৈয়া কর্ণ আইল সমর ভিতর॥

কৌরবগণসহ কর্ণের যুদ্ধে অগ্রসর

ভ্রাতিগণ সমে আইল রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন॥
দুঃশাসন কৃতবর্ম্মা উলূক নৃপতি
সংশপ্তক সেনা আদি যত যোদ্ধাপতি॥
ব্যূহ করি কর্ণবীর হৈল আগুয়ান।
দুইভাই কর্ণপুত্র বাপের সমান॥

যুধিষ্ঠিরের স্বপক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ

অর্জ্জুনেত কহে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
সকলে সাজিয়া আইল কর্ণ মহাবীর॥
সমাহিতে কর এবে যুদ্ধ নিবারণ।
সৈত্য যেন না লড়এ করহ নিধন॥
রাজার বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বোলে নির্ভয় শরীর॥
অগ্নি হতে পাইল রথ আরোহণ করি।
কৃষ্ণ সমে সাজিলেক সৈন্য আগুসারি॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ প্রবল।
সিংহনাদে সৈন্য সব হৈল বিকল॥

উভয় পক্ষের আক্রমণ

নারায়ণী সেনা আদি সংশপ্তক গণ।
রুষিল কল সৈন্য করে মহারণ॥
ধনুঃ লৈয়া সুষেণে করে অস্ত্র যাক।
নানামত অস্ত্র সব পড়ে লাখে লাখ॥
নকুল সহিতে যুদ্ধ আছিল বহুল।
বৃষসেন সাত্যকির আছির তুমুল॥
অতি কোপে কর্ণবীরে সৈন্যে প্রবেশিল।
ক্ষুধাতুর সিংহে যেন গজ রাজ পাইল॥

কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং যুধিষ্ঠিরকে আঘাত পাণ্ডব পলায়ন

একে কর্ণ মহাবীর আরে পুত্র শোক।
সারথি পড়িল রণে আপনা সমুখ॥
যুধিষ্ঠির মারিয়া ভেদিল কলেবর।
অতিকোপে বিন্দি পাড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
একবারে সান্ধিমারে দশ২ শর।
পাণ্ডবের সৈন্যসব করিল জর্জ্জর॥
নিবর্ত্ত করএ কর্ণ বরিষএ শর।
বিচিত্র বিমানে দেখে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহাযোদ্ধা সবে রণে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডবের বলে॥
সৈন্য দেখি বাণ জোড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
সমুখে দেখএ যারে ততক্ষণে মারে॥
গজবাজি রথ ধবজ পড়ে সারি২।
লক্ষে২ বীর পড়ে গণিতে না পারি॥
বীরসব কাটি পাড়ে কিরিট সহিত।
অস্ত্রঘাতে বীরসব পড়ে পৃথিবীত॥
রাজার সাক্ষাতে গেল যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রৌপদী নন্দন॥

সহদেব নকুল যে মহাযোদ্ধা পতি।
শিশুপাল তনয় আইল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির রাখিবার আইল যতবীর।
শরে জর্জ্জরিত কৈল কর্ণের শরীর॥

কর্ণ-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ এবং কর্ণের মূর্চ্ছা

তবে যুধিষ্ঠির রাজা বোলে উচ্চস্বরে।
কর্ণ সম্বোধিয়া কহে হাতে ধনুঃ শরে॥
শুন সূতপুত্র কহি প্রতিজ্ঞা তোহ্মার।
ধনঞ্জয় সমে আইলা রণ করিবার॥
তাকে এড়ি মোর সঙ্গে কর তুহ্মি রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাইব অখন॥
এ বলিয়া ধনুঃ ধরি মারে দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবীরে পাইল অপমান।
যুধিষ্ঠিরে বাণ মারে নাহি সমাধান॥
তবেত নারাচ বাণ এড়ে যুধিষ্ঠির।
ভেদিল দক্ষিণ বাণ্ড কর্ণের শরীর॥
মধ্যেত ছেদিব বাণ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
মোহাশ্চিত পড়ে কর্ণ রথের উপরে॥
হাহাকার শব্দ হৈল সর্ব্ব কুরুবলে।
কর্ণবীর পড়ে হেন বোলএ সকলে॥
দুইবলে মহাযুদ্ধ আছিল বিস্তর।
ক্ষণেকে চৈতন্য পাইল কর্ণ মহাবীর॥
ধনুঃ হাতে করি উঠে নির্ভয় শরীর।
ব্রহ্মঅস্ত্র হাতে লৈল কর্ণ মহাবীর॥

পুনরায় কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

ডাক দিয়া বোলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাবই অখন॥

আজি তোর খণ্ডাইব যত অহংকার।
অখনে পাঠাইমু তোকে যমের যে দ্বার॥
এ বলিয়া কর্ণবীর এড়ে বিদ্য বাণ।
যুধিষ্ঠির ধনুঃ কাটি করে খান২॥
যুধিষ্ঠির বাণ তবে ধনুত সান্ধিল।
ধ্বজ ছত্র কাটি তার রণে বসির্জ্জিল॥
শক্তি মেলি মারিলেক কর্ণ মহাবীর।
শরে হানি ছেদিলেক রাজা যুধিষ্ঠির॥
বাণ বিচরিয়া কর্ণ এড়িলেক শর।
নির্ভয় ভেদিল কর্ণ ধর্ম্মের শরীর॥
ধ্বজ ছত্র কাটি কর্ণ এড়ে দুই বাণ।
ত্রিশূল মারিয়া কর্ণ কাটে রথ খান॥

কর্ণকর্তৃক পলায়নরত যুধিষ্ঠির উপহার

আর রথে চড়ি তবে ধর্ম্ম নরপতি।
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যাএ ধর্ম্ম মহামতি॥
চলি যায় ধর্ম্ম বীর পাণ্ডবের নাথ।
উপহাস্য করে কর্ণ নাকে দিয়া হাত॥
ক্ষত্রি কুলে জন্ম তোর প্রাণের কাতর।
রণ এড়ি না পলায় শুন নরেশ্বর॥
যুদ্ধ ধর্ম্ম তোম্মার কুশল এহি গণি।
ব্রহ্মচার্য্য ব্রতধর্ম্ম তোম্মারে বাখানি॥
আর না করিয় যুদ্ধ মহারথী সনে।
বীর না বোল আর কুৎসতি বচনে॥
এ বলিয়া কর্ণ বীর এড়িল নরপতি।
মহাযোদ্ধাগণ দেখে মারে শীঘ্রগতি॥

ভীম-কর্ণ যুদ্ধ কর্ণ-পরাজয়

ক্রোধ হৈয়া আইল তবে ভীম মহাবল।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারি আবরে সকল॥

কর্ণবীর সমে তবে হৈল মহারণ।
বিমানে থাকিয়া দেখে সর্ব্ব দেবগণ॥
ভূত প্রেতগণে চাহে ভীত চিত্ত মনে।
যক্ষ কিন্নরগণ নিশাচর গণে॥

ভীমবাণে কর্ণের মূর্চ্ছা

অতিকোপে বাণ মারে বীর বৃকোদর।
মোহিচিত হৈল কর্ণ রথের উপর॥
পুনর্রূপ কর্ণবীরে করে শরজাল।
ভীমসেন বীরে তবে করে অহংকার॥
কালদণ্ডসম এক পরিঘ বিশাল।
কর্ণক মারিল তবে যম অবতার॥
ব্রহ্ম অস্ত্র হাতে লৈয়া কর্ণ মহাশয়।
ভীমের হাতের ধনুঃ কাটিল নির্ভয়॥
শরজালে বাইউএ যেন মেঘ উড়াএ।
ভীমেরে দেখিয়া সব কুরুবল ধাএ॥
গজসৈন্যে প্রবেশিল ভীম মহাবীর।
শতে২ হস্তী মারে নর্ভয় শরীর॥

ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কৌরবগণের ত্রাস কৌরব-পরাজয়

শতে শতে গজ মারে গদার প্রহারে।
শত২ মহারথী মারে একবারে॥
তিন শত অশ্ব মারে ভীম মহাবীর।
ভীমের সাক্ষাতে কেহ না হৈল স্থির॥
কর্ণক বলিয়া ধাএ ভীমসেন বীর।
সর্ব্ব সৈন্য সংহারিল নির্ভয় শরীর॥
গদা হস্তে ভীমসেন যেই দিগে ধাএ।
প্রাণ লৈয়া সৈন্য সব সমরে পলাএ॥

সন্ধ্যাকালে যোদ্ধা যত এড়াইল রণে।
বিকালে করিল ক্ষমা ভীম মহাজনে॥
শোণিতে হইল নদী মাংসে হৈল পঙ্ক।
সরবর মধ্যে যেন পড়ে গাধাঙ্ক॥
দণ্ডাদণ্ডি পেশাপেশি আছিল বিস্তব।
মল্লযুদ্ধ করে সৈন্য দুই সমশর॥
আত্মপব ভেদ নাহি দুই সমশর।
দুইবলে মহাযুদ্ধ করে কোলাহল।
কৌরবের বাহিনী পাইল অবসাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য সবে করে সিংহনাদ॥

দুর্যোধন-অপমানে
কর্ণের পুনঃ প্রতিজ্ঞা

অপমানে দুর্য্যোধন কর্ণক বলিল।
নিদ্রা হতে সিংহ যেন চৈতন্য করাইল॥
নিঃসর্গ করিব আজি বোলে কর্ণবীর।
আজি সে সফল হইব ক্ষত্রিয় শরীর॥
আহ্মি বা পৃথিবী পাই পাণ্ডব মারিয়া।
পাণ্ডবেরা রাজ্য পাএ কুরু পরাজিয়া॥
আজি বা আহ্মার বাণে অর্জ্জুন মরণ।
নওবা অর্জ্জুন বাণে মোহোর মরণ॥
আপনা পৌরষ দিগে কর অবধান।
সৈন্য মোর ক্ষয় পাইল তোহ্মার বিদ্যমান॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণবীর।
বণ্ডবিধ বাদ্য বাজে নির্ভয় শরীর॥

অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্ন-
বধ প্রতিজ্ঞা

অশ্বত্থামা মহাবীরে প্রতিজ্ঞা করিল।
তোহ্মার সাক্ষাতে আহ্মি বচন বলিল॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন মারিব মোর পিত্রিবরি।
তোহ্মাকে তুষিব আজি তাহাক সংহারি॥
বিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন মারি কবচ এড়িমু।
সৈত্যভ্রষ্ট হৈয়া মুই নরকে পঠিমু॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া সব চলি আইল রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আইল ততক্ষণে॥
অহঙ্কারে যুদ্ধ করে দ্রোণপুত্র সমে।
দিব্য অস্ত্র সকল কবয়ে অনুক্রমে॥
মহাবীর অশ্বথামা সমরে নিপুন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল ধনুর্গুণ॥
সারথি সহিতে কৈল রথের সংহার।
অতিকোপে আইল দৃষ্টদ্যুম্ন মারিবার॥
ত্বরমানে ভীম তাকে কৈল পরিত্রাণ।
সর্ব্ব বলে ভীমসেনে কর্ণবীর শরে।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভরে॥
ভাঙ্গিল সকল সৈন্য কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
বগুল নারাচ মারে বিষম সমরে॥
'ক্ষ্যান্ত নাহি কর্ণবীর বরিষএ শর।
নিরন্তর বরিষএ ধর্ম্মের উপর॥'[৫৮]
ক্রোধকরি ধর্ম্ম উঠে সহদেব রথে।
পুনি কর্ণ মহাবীর অস্ত্র লৈল হাতে॥

শল্যকর্তৃক কর্ণের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেয়া

পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণে সারথি বীর মদ্র মহামতি॥[৫৯]
'ভাগিনের দুঃখ দেখি হইল বিকল।
বিস্তর বলিল তবে শল্য মহাবল॥'[৬০]
শুন কর্ণ মহাবীর আহ্মার বচন।
আপনা বিক্রম কেনে পাসর আপন॥
অর্জ্জুন মারিতে তুহ্মি প্রতিজ্ঞা করিলা।
যুধিষ্ঠির রাজা কেনে শরে আবরিলা॥

অস্ত্রহীন যুধিষ্ঠির কবচ বর্জ্জিত।
তাহারে মারএ কর্ণ না হএ উচিত॥
অর্জ্জুন এড়িযা ধর্ম্ম মারিবাবে যাচ।
কৃষ্ণার্জ্জুন শুনিয়া করিব উপহাস॥
শল্যেব বচন শুনি ফিবে কর্ণ বীব।
লজ্জা পাইয়া শিবিরেত গেল যুধিষ্ঠির॥
বথ হতে নামিলেক ধর্ম্ম নবপতি।
শরেক্ষত শবীর বিহ্বোলিত মতি॥

যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে কর্ণের অর্জুন উদ্দেশে যাত্রা এবং কর্ণের বিক্রম প্রদর্শন

'মহাদেব নকুলক পাঠাইল সমবে।
তথাত কবএ যুদ্ধ বীর বৃকোদরে॥'[৬১]
যুধিষ্ঠিব এড়ি কর্ণ সমরেত ধাইল।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন মৃগপতি আইল॥
যত অস্ত্র কহিলেক পরশু রাম বীর।
সেই অস্ত্র করে কর্ণ নির্ভয় শরীব॥
পাণ্ডবের সৈন্যেত উঠিল হাহাকার।
যুগান্তের যমে যেন করএ সংহার॥
অর্জ্জুন ২ করি মহানাদ করে।
কোলাহাল শুনন্ত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে॥
সংশপ্তকগণ সব সমর দুষ্কর।
আসিবারে না পারএ অর্জ্জুন অবসর॥[৬২]
কৃষ্ণে বোলেন্ত তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সৈন্য মোর আকুল করিল কর্ণবীর॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণবীর ধাএ।
দেখ কৃষ্ণ সৈন্য মোর তরাসে পলাএ॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের বলে দেখ বগুল বিষাদ॥
প্রাণ মোর বিদরে না দেখি সহোদর।[৬৩]
'ঝাটে চালায় রথ মোর দেখম অনিষ্ট।
সংশপ্তকগণ আছে কিছু অবশিষ্ট॥

অর্জুন বচনে কৃষ্ণ দিল অনুমতি।
যুধিষ্ঠির দেখিবারে চল শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণে তবে বলিলেক শুন ধনঞ্জয়।
ভীম সমে যুদ্ধ অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র ধরি পার্থ করিল সংগ্রাম।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহি অনুপাম॥

পার্থকর্তৃক ভীমের নিকট যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা

কৌরব বিমুখ করি পার্থ মহাবীর।
ভীমের পাশেত গেল নির্ভয় শরীর॥
ভীমেত জিজ্ঞাসে তবে রাজার বৃত্তান্ত।
ভীম কর্ণ সমরেত দিলেক সিদ্ধান্ত॥
কর্ণ শরে বিকল হইল কলেবর।
শরেক্ষত গেল রাজা শিবির ভিতর॥'[৬৪]
দৈবে সে জীবন্ত ভাই ধর্ম্ম নৃপবর।
এ বলিয়া নিশ্বাস এড়িল বৃকোদর॥
শুনিয়া ধর্ম্মের বার্তা অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলিল তবে বীর ধনঞ্জয়।
আহ্মাক দেখিয়া আইসে সংশপ্তকগণ॥
'এথা যুদ্ধ করি আমি তুহ্মি যায় তথা।
বার্ত্তা বুঝি আসিবেক নৃপ আছে যথা॥

সংশপ্তকের ভার ভীমের উপর অর্পণ করে যুধিষ্ঠির-সমীপে অর্জুনের গমন

ভীমসেনে বোলে আহ্মি করিতেছি রণ।
আর বার আইসে দেখ সংশপ্তক গণ॥'[৬৫]
হেনকালে যাই যদি এড়িয়া সমর।
ভীমহেন বলিবেক কৌরব বর্ব্বর॥

সৰ্ব্বযোদ্ধা মোর ভার তুহ্মি যায় তথা।
কৃষ্ণসমে দেখ গিয়া রাজা আছে যথা॥

·র্জুন যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎকার
স্বপ্ন দৃষ্টববৎ প্রশ্ন

ভীমক রাখিয়া তবে সমর ভিতর।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আইল রাজার গোচর॥
উল্লাসিত যুধিষ্ঠির উঠিয়া বসিল।
কর্ণক মারিল হেন মনেত মানিল॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা চিন্তে মনে ২।
কর্ণে মোরে এত দুঃখ দিল মহারণে॥
হরিষে আসিছে দুই নর নরায়ণে॥
বিনি কর্ণ মারিয়া এথা নয় গমন॥
এহি ভাবি যুধিষ্ঠির সুখ পায় মনে।
এ হরিষে কহেন কথা কৃষ্ণার্জ্জুন স্থানে॥
দেবাসুর দুর্ণিবারে কৃতান্ত সমরে।'[৬৬]
'দুর্য্যোধন রাজা যাকে পূজএ কুরুবলে॥[৬৭]
যাহাকে পরশুরামে দিল দিব্যধনুঃ।
অভেদ্য কবচ দিযা আবরিল তনু॥[৬৮]
'যার ভুজ দর্পমুই ভাবম রাত্রিদিন।
এয়োদশ বৎসরের দুর্গতি বিহীন॥'[৬৯]
যামিনীত নিদ্রা নাই যাহার তরাসে।
সদাএ দেখম কর্ণ আছে মোর পাশে॥
হেন কর্ণ মহাবীর করিল সংহার।
আনন্দ না আটে আজি শরীরে আহ্মার॥
'কহ শুনি কর্ণবীর কেমতে মারিলা।
আকুল সমুদ্র হতে মোকে তরাইলা॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি মনে হৈল ডর।
সঙ্কোচিত ধনঞ্জয় দিলেক উত্তর॥'[৭০]
কিরাত কবচ আদি সংশপ্তকগণ।
তাহার সহিতে মোর হৈল মহারণ॥

তবে অশ্বত্থামা সমে আছিল বিরোধ।
কর্ণে শরজালে করিলুম তাহার প্রবোধ॥
কর্ণক মারিতে আইনু এড়িয়া সংগ্রাম।
ভীম মুখে শুনিল তোহ্মার অপমান॥
তোহ্মার কুশল শুনি যাইমু আরবার।[৭১]
অবশ্য কবির আজি কর্ণের সংহার॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অর্জুনকে ধিক্কার

অক্ষত আছএ কর্ণ শুনিয়া বচন।
ক্রোধ হৈল যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
কর্ণ শরে বিভোল হইয়া নরপতি।
অর্জ্জুনকে ভর্শিলেক কুৎসিত ভারতি॥
মোকে পরাজিয়া কর্ণে কৈল লণ্ড ভণ্ড।
মহাযোদ্ধা কর্ণবীর সমরে প্রচণ্ড॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে ভীমসেন ভাই।
তাকে যুদ্ধে দিয়া তুহ্মি আইলা পলাই॥
কর্ণ মারিবা হেন বলিলে দৈত্য বনে।
কর্ণ দেখি অখনে পলায় কি কারণে॥[৭২]
হেন কেনে[৭৩] না বলিলা না করিবা রণ।
দিব্য অস্ত্র তপস্যা করিতুম সেই বন॥
ব্যর্থ অহঙ্কার সব কৈলা কি কারণে॥[৭৪]
তোর জন্ম দিনে হৈল আকাশেত বাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী॥
সে সব বচন ব্যর্থ হৈল হেন দেখি।
তুহ্মি পুত্রে পুত্রি মাতা কুন্তীকে না লেখি॥
গর্ভপাত হৈয়া কেনে না মইলা পঞ্চমাসে।
অকারণে কুন্তী তোকে থুইল গর্ভবাসে॥
অগ্নি তোকে দিল ধনুঃ ইন্দ্রে দিল শর।
ভুবন বিজয় অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
মায়ারথ দিল তোকে গন্ধর্ব্বের পতি।
অশ্বসব আছে তোর বায়ু সম গতি॥

ধ্বজে তোর বিখ্যাত বানর হনুমন্ত।
আপনে সারথি তোর দেব ভগবন্ত॥
হাতে তোর গাণ্ডিব অশক্য[৭৫] ধনুঃ শর।
কর্ণেত পলায় তভো প্রাণের কাতর॥
গাণ্ডিবের যোগ্য নতে তুহ্মি ধনুর্দ্ধর।
আনেরে গাণ্ডিব দেয় করুক সমর॥
কৃষ্ণরে গাণ্ডিব যদি দিতে সুনিশ্চয়।[৭৬]
তবে কৃষ্ণ করিতেন কৌরবের ক্ষয়॥
হস্তের গাণ্ডিব দেয় যুঝৌক অন্যরথী।
রথে চড়ি হও তুহ্মি রথের সারথি॥

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে অর্জ্জুনের অগ্নিমূর্ত্তি ও যুধিষ্ঠিরকে হত্যার চেষ্টা

হেন যদি শুনিলেক অর্জ্জুন দুর্ব্বার।
খড়গ লৈয়া যাএ পার্থ ধর্ম্ম কাটিবার॥
নিবারিল বাসুদেবে কহিয়া বচন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জ্জুনে বোলন্ত মোর প্রতিজ্ঞা মানস।
হেন বাক্য যে বোলএ কাটিমু অবশ্য॥[৭৭]
গাণ্ডিবের যোগ্য নহে যেই বলে মোক।
অবশ্য বধিব যদি হএ গুরুলোক॥

অর্জ্জুনের প্রতি ধিক্কার পূর্বক কৃষ্ণের উপদেশ

কৃষ্ণে তাকে বুঝাইল বণ্ডবিধ ধর্ম্ম।
গুরুজন বধে হএ যতেক অধর্ম্ম॥
অর্জ্জুনে বোলএ তবে আজ্ঞা কর মোক।
কোন ধর্ম্ম করিলে পাসরিব শোক॥[৭৮]
প্রতিজ্ঞা লংঘিলে হএ নরক অনন্ত।
গুরুবধ কৈলে হএ নরক মহন্ত॥

দুই জনে রক্ষা পায় কর সমাধান।
তুহ্মি বেদ ইতিহাস দেব বিদ্যমান॥

ধর্মবিষয়ক উপদেশ

হাসিযা বলিল কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুক পূজিবা হেন শাস্ত্রেত নিশ্চয়॥
আপনা প্রশংসা কবি করিবা বাখান।
বেদ শাস্ত্রে কহে সেই মরণ সমান॥
নৃপতিক নিন্দি তুহ্মি বোল দুবাক্ষব।
পাএ পড়ি বলি তানে বিনয বিস্তব॥
কৃষ্ণের বচন তবে না কবিল আন।[৭৯]
ধনঞ্জয বোলে তবে ধর্ম্ম বিদ্যমান॥

অর্জুনকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার

এক ক্রোশ অন্তরে আছিলা যুদ্ধ দেখি।
আহ্মারে অশক্ত বোল সমর উপেক্ষি॥
তুহ্মি কোন বীর হয় আহ্মা কব দাপ।
বলিতে পারএ ভীম বিষম প্রতাপ॥
সহস্রেক হস্তীমারে গদার প্রহারে।
অযুত সহস্র অশ্ব মাবে এক বারে॥
কবএ দুষ্কর কর্ম্ম বীর বৃকোদর।
সে মোরে বলুক মন্দ যোগ্য সহোদর॥
তুহ্মি দ্যূত কর্ম্ম কৈলা সভার ভিতর।
খেলিতে হারিয়া তুহ্মি কৈলা অথান্তর॥
রাজ্য হারি বনে গেলা পরম দুষ্কর।
বনবাসে দুঃখ পাইলা দ্বাদশ বৎসর॥
তোহ্মার কারণে নষ্ট হৈল বন্ধুজন।
তোহ্মার কারণে হৈল ক্ষত্রিয়ের নিধন॥[৮০]
তুহ্মি বিপদের হেতু হৈলা জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোহ্মার কারণে আহ্মি এত দুঃখ পাই॥

অপরাধ ক্ষেম মোর শুন মহাশএ।
এ বলিয়া পার্থবীর চরণে পড়এ॥

অর্জ্জুনের আত্মহননের চেষ্টা
কৃষ্ণের প্রবোধ

আপনা কাটিতে চাহে বীর ধনঞ্জয়।
খড়গ ধরিল তবে কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জ্জুনে বোলেন মুই গুরুক নিন্দিলুম।
বেদশাস্ত্র অবিহিত[৮১] অপকর্ম্ম কৈলুম॥
আপনার বধ মোর প্রায়শ্চিত্তের বিধি।
কৃপা কর নিষেধ না কর গুণনিধি॥
হাসিয়া বোলএ কৃষ্ণ কর অবধান।
তত্ত্ব কথা কহি শুন কর মতিমান॥[৮২]
আপনা প্রশংসা তুর্ঞ্চি করহ আপনে।
সেই জান মরণ সমান ত্রিভুবনে॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ প্রশংসে আপন।
আপনা প্রশংসা করে উম্মত্ত লক্ষণ॥
মোরসম ধনুর্দ্ধর নাহি মহীতলে।
চারিদিগ জিনিলুম আপনা ভূজবলে॥
সংশপ্তক গণ মুই করিলু সংহার।

যুধিষ্ঠিরের নিকট
অর্জ্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা

কর্ণক মারিমু যুদ্ধে করিয়া অপার॥
এ বলিয়া অর্জ্জুনে করএ পুটাঞ্জলি।
অপরাধ মাগে তবে পার্থ মহাবলি॥
লজ্জাএ বিকল বীর পড়িল চরণে।
ধর্ম্মরাজারে মুই করিলু দুর্বচনে॥
তোহ্মার সাক্ষাত মোর প্রতিজ্ঞা বচন।
ক্ষেমহ প্রসন্ন হয় শুনহ রাজন॥[৮৩]

বিস্তব বলিল তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুনের প্রসন্ন করিল নরপতি॥

কর্ণ-নিধনে
অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

প্রতিজ্ঞা কবিয়া বোলে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আজু কর্ণ সংহারিব সমর ভিতর॥
'অপকারী কর্ণ যদি সংহারিতে নারি।
ঘরে না আসিব বিনি কর্ণক সংহাবি॥
তোহ্মাব চরণ দুই পরশিয়া যাম।
সত্যভ্রষ্ট হইলে নরক গতি পাম॥[৮৪]

অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের
আশীর্বাদ প্রদান

অর্জ্জুনের বচনে তুষিল যুধিষ্ঠির।
আলিঙ্গন দিয়া তবে ঘ্রাণিলেক শিব॥
আশির্ব্বাদ করে তবে ধর্ম্ম নরপতি।
কৃষ্ণস্থানে কহে তবে বীর ধনঞ্জয়।
তোহ্মার প্রসাদে আজি করিমু বিজয়॥
আজি ধৃতরাষ্ট্র হৈব পুত্র পৌত্র হীন।
আজি বসুমতি হৈব ধর্ম্মের অধীন॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা ছাড়িবেক প্রাণ।
আর দ্যূত না খেলিব সভা বিদ্যমান॥
সুখে নিদ্রা যাইব আজি রাজা যুধিষ্ঠির
আজি রণে সংহারিব কর্ণ মহাবীর॥

অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ
পঞ্চপাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ

হেন মতে চলি গেল সমর ভিতর।
বাসুদেব সহিতে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥

সহদেব সহিতে নকুল বৃকোদর।
মারএ বঙল সৈন্য বরিষন্ত শর॥
ভীমের বিশোক নাম সারথিক পুছে।
আহ্মার রথেত দেখ কত অস্ত্র আছে॥
যাবৎ অর্জ্জুন আইসে সংগ্রাম ভিতর।
তাবৎ তরিতে চাহি সসৈন্য সকল॥
ভীমের বচনে অস্ত্র বিশোকে লেখিল।
বিংশতি সহস্র গণিয়া পাইল॥
ক্ষুর বল্লভ বাণ অজুতে ২।
বিশিখ বিংশতি বাণ আছে ভাল মতে॥[৮৫]
তিন সহস্র অস্ত্র আছে যেন বজ্রসার॥
বথের উপবে অস্ত্র আছে বহু শর॥
অবশিষ্ট শত রথে মহাঅস্ত্র বহে।
তোহ্মার বিক্রম যত কৌরবে না সহে॥
'তবে ভীমসেনে হেন বচন কহন্ত।
আজিগার রণে হৈব কৌরবেব অন্ত॥
যাবৎ আইসয়ে কৃষ্ণ বীর ধনঞ্জয়।
সুসজ্জিত কর রথ করোম বিজয়॥[৮৬]
হেনকালে কোলাহল হৈল কুরুবলে।
অর্জ্জুনের বাণে ছাহিল গগন মণ্ডলে॥
চতুরঙ্গ বল পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার মহাশব্দ হৈল সৈন্য গণে॥

দুর্যোধনকর্তৃক সৌবলকে ভীম নিবারণে প্রেরণ

সৌবলকে বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব সৈন্য ক্ষয় কৈল পাণ্ডব নন্দন॥[৮৭]
তুহ্মি গিয়া কর আজি ভীমের সংহার।
মজিল কৌরব সৈন্য উঠে আরবার॥
মহাবল সৌবল ভীমের মুখে ধাইল।
মহাশক্তি কৌরব সৈন্য যে কৌতুকে ধরিল॥

শক্তিমেলি হানিলেক করি বীর্য্য জাল
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন যুগান্তের কাল॥[৮৮]
সেই শক্তি হানিলেক সৌবলের মাথে।
সেই শক্তি সৌবলে ধরিল বাম হাতে॥
সেই শক্তি হানিলেক ভীমের উপব।
বাম বাগু বিন্দিয়া পড়িল ভূমি পর॥

সৌবলের পরাজয়

সিংহনাদ উঠিল সকল কুরুবল।
মহাশর ব্যর্থ কৈল ভীম মহাবল॥[৮৯]
সৌবলের চারি অশ্ব কাটিল সত্বর।
রথ সমে সারথি পাঠাইল যমঘর॥
কাটিল হাতের ধনুঃ বিন্দিলেক শরে[৯০]
ভঙ্গ দিল নৃপতি আপনে দুর্যোধন।
ভঙ্গ দিয়া গেল সব কর্ণের স্মরণ॥
ত্রাস পাইল কর্ণবীর দেখি সৈন্যভঙ্গ।
প্রলয় কলেত যেন সমুদ্রে তরঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর বরিষএ শব।
বিরথিয়া মারএ সবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥

কর্ণকে সমবেত আক্রমণ

পাণ্ডবক বেড়িয়া মারএ কুরুবল।
সাত্যকিএ বেড়িল বিংশতি মহাশর॥
চতুঃষষ্ঠী বাণ হানি দ্রৌপদী কুমার।
নিরন্তর শর পড়ি কৈল অন্ধকার॥
সপ্তবাণ মারি সহদেব মহাবীর॥
একশত বাণে হানে নকুল শরীর।
সহিল সকল ঘাও কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মহাকোপ হইলেক সংগ্রাম ভিতর॥
পসিয়া বিজয় নাম হাতে লৈল ধনুঃ।
পঞ্চ২ বাণে বিন্দে একে২ তনু॥

সাত্যকির তনু ভেদি কাটে শরাসন।
হৃদয় নবতি বাণে হানিল তখন॥
তিন বাণে সারথির করিল সংহার।
রথ শূন্য [illegible]ল সব পাণ্ডবেব বল॥
বি[illegible] [illegible]িমুখ কৈল সর্ব ধনুর্দ্ধর।
খণ্ড ২ কৈল সব পাণ্ডবের বল॥
অগ্নি যেন দহিল পুড়িল তৃণ রাশি।
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তবি॥
দূরে থাকি দেখিল অর্জ্জুন মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥

কর্ণ নিধনে
অর্জুনের যাত্রা

কৃষ্ণেত বোলন্ত তবে বীর ধনঞ্জয়।
দেখ কৃষ্ণ কর্ণ বীর বেড়াএ নির্ভয়॥
ঝাটে রথ চালায় গোবিন্দ দামোদর।
বিনি কর্ণ মারি আজি না যাইমু ঘর॥
হাসিয়া চালাএ রথ কৃষ্ণ মহামতি।
দূরে থাকি রথ বর দেখে কুরুপতি॥
কর্ণক বোলেন্ত তবে রাজা দুর্য্যোধন।

দুর্যোধন আদেশে কৌরবগণের
অর্জুন নিবারণচেষ্টা

হেরি দেখ আইসে অর্জ্জুন জনার্দ্দন॥
ক্রুদ্ধ করি আইসে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
তার সম যোদ্ধা নাই সমর ভিতর॥
সর্ব সৈন্য আদেশিল যত সেনাপতি।
সবে বেড়ি মারহ অর্জ্জুন দুষ্টমতি॥
আছিল বগুল যুদ্ধ দেবাসুর তুল।
দুই বলে কোলাহল আছিল বগুল॥

অর্জ্জুনের বাণে সব পাইল পরাজয়।
হাতে অস্ত্র করি আইল কর্ণ মহাশয়॥
অন্যে২ দুই বলে হৈল মারামারি।
জয়পরাজয় কার বলিতে না পারি॥
গদা লই ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্রে২ মারি পারে গজগণ॥'[৯১]
ভূমিত পড়িয়া ছট্‌ফটি করে॥
মোহোশ্চিত সৌবল পড়িল ভূমিতলে।
রথেত করিয়া তাকে সারথি নিকালে॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত রথ রথী।

দুঃশাসন ভীম যুদ্ধ
দুঃশাসন বধ

তা দেখিয়া দুঃশাসন আইল শীঘ্রগতি॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে মারিলেক শর।
নববাণে বিন্দিল ভীমের কলেবর॥
দুঃশাসন বাণ যেন যমের দোসর।
চোখ২ বাণে ভেদে ভীম কলেবর॥
কাটিল হাতের ধনুঃ মারিল সারথি।
শরে জর্জরিত হৈল ভীম মহারথী॥
যুগান্তের যম যেন চলে বাইউগতি॥
গদা মেলি হানিলেক দুঃশাসন বলি।
শীঘ্রহস্তে মারিলেক মনেত আকলি॥
রথ অশ্ব সারথি কবচ শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল ততক্ষণ॥
আপনা প্রতিজ্ঞা কথা পড়িলেক মনে।
উচ্চস্বরে ডাকি বোলে শুন দুঃশাসনে॥
যত পাপ করিয়াছ ভাবি চাহ মনে।
সেই পাপে যাইব আজি যমের ভুবনে॥
কপট করিয়া আর না খেলিবা সারি।
দ্রৌপদীক না আনিবা আর কেশে ধরি॥

সভা মধ্যে কাড়ি আর না লৈবা বসন।
ধর্ম্মরাজে না বলিবা কুৎসিত বচন॥
কোথা গেল দুঃশাসন শকুনি দুর্ব্বার।
কোথা গেল কর্ণ তোর কুবুদ্ধি সাগর॥
সর্ব্ব বন্ধুগণ তুই আন ডাক দিয়া।
এহিক্ষণে যমপুরে যাবি চলিয়া॥

ভীমকর্তৃক দুঃশাসনের
রুধির পান

গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে চলে বীর বৃকোদর।
বাক্ষস আকার হৈল মহাকলেবব॥
এ বলিয়া ভীমসেন বিক্রম অপার।
খড়গ লৈয়া বিদারিল হৃদয় তাহার॥
দেখিতে আছএ কর্ণ বাজা দুর্য্যোধন।
যত বীরগণে চাহে ভরিয়া নয়ন॥
করিয়া রুধিব পান বীর বৃকোদর।
অমৃতে ভরিল আজি মোহোর উদর॥
মাএর দুগ্ধেত নাহি এতেক সন্তোষ।
ঘৃত মধু শর্করাএ নহে পরিতোষ॥
'রক্তপান করি নাচে ভীম মহাবীর।
দুঃশাসন রক্ত দিয়া তর্পিল শরীর॥
তা দেখিয়া ডাকি বোলে দেব দামোদর
কোন কর্ম্ম কর ভীম সভার ভিতর॥
একে জ্ঞাতি জন হএ ভ্রাতি আপনার।
তার রক্তপান কর কোন ব্যবহার॥
হাসিয়া বোলয়ে ভীম শুন দামোদর।
মোহোর প্রতিজ্ঞা জান তোহ্মার গোচর॥
তে কারণে পান কৈল তাহার রুধির।
চন্দনে লেপিয়া আছি সকল শরীর॥
এ বলিয়া ভীমসেন গদা লৈল করে।
বড় ২ বীর সব মারিল সমরে॥'[৯২]

দুর্য্যোধন কর্ণবীর দেখে বিদ্যমানে।
উত্তর না আইসে মুখে ভাবে মনে২॥
'রক্ত খাএ ভীমসেনে সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া সব পলায়ন্ত ডরে॥'[৯৩]

ভীমকর্তৃক চিত্রসেন এবং দুর্যোধনের দশ ভ্রাতা বধ

রুষিল কর্ণের পুত্র চিত্রসেন নাম।
ভীমক বলিয়া আইল রণে অনুপাম॥
ক্রোধ হৈয়া ভীমসেন মারিলেক শব।
চিত্রসেন মারিয়া পাঠাইল যম ঘর॥
তা দেখিয়া দুর্য্যোধন রাজার দশ ভাই।
অস্ত্র সমে ভীমক মারিতে আইল ধাই॥
ভীমসেনে কাটিয়া পাড়িল দশজন।[৯৪]
একবারে দশ মুণ্ড কাটে ততক্ষণ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল না চাহন্ত পাশ।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধ ন না করে আশ্বাস॥
ইতি কর্ণপর্বণি দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধে দুঃশাসন বধ[৯৫]॥

কর্ণের যুদ্ধ

'দশবীর মারিলেক কর্ণ বিদ্যমান।
অপমানে কর্ণ বীর হাতে লৈল বাণ॥
পাণ্ডব সৈন্যেত গিয়া বরিষএ শর।
বেড়িয়া মারএ সব কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
সাত্যকি উপরে মারে একবিংশ গণ।
শিখণ্ডীক পঞ্চবাণ মারে ততক্ষণ॥
দশবাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের বিন্দিল শরীর।
চতুঃষষ্টি বাণ বিন্দে দ্রৌপদী পুত্র বীর॥
সপ্ত বাণে বিন্দে সহদেব মহাবল।
সাতবাণে বিন্দিল নকুল ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে রক্তবর্ণ কর্ণ হাতে দিব্য ধনুঃ।
পঞ্চ২ বাণে বিন্দে এক২ তনু॥

সাত্যকির ধ্বজ ছএ কাটে শরাসন।
হৃদয়েত নববাণে বিন্দে ততক্ষণ॥
কৃষ্ণেত বোলয়ে তবে বীর ধনঞ্জয়।
দেখি২ কর্ণবীরে মারে সৈন্যচয়॥
ঝাটে রথ চালায় আপনে দামোদর।
বিনি কর্ণ বধে আহ্মি না যাইব ঘর॥
হাসিয়া চালায়ে রথ কৃষ্ণ মহামতি।
দূরে থাকি দেখিলেক কৌরবের পতি॥

কর্ণ-অর্জ্জুন যুদ্ধ

কর্ণক বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হেব দেখ আইসে পার্থ হাতে শরাসন॥
কর্ণ সৈন্য আসিলেক সর্ব্ব সেনাপতি।
সবে মিলি অর্জ্জুনক মার শীঘ্রগতি॥
অশ্বত্থামা কৃপ আদি যত মহাবীর।
অর্জ্জুন বেড়িয়া মারে নির্ভয় শরীর॥[৯৬]
দুই বীর দিপ্তীমান দুই রথধ্বজ।
পার্থ বথে হনুমন্ত কর্ণরথে গজ॥
কর্ণ বেড়িয়া করে কৌরবের সিংহনাদ।
ভেরি শঙ্খ বাদ্য বাজে জয়২ বাদ॥
অর্জ্জুনক বেড়িয়া বিচিত্র বাদ্য শুনি।
সিংহনাদ অর্জ্জুনে করএ পুনি২॥

কর্ণ-শল্য কথোপকথন

শল্যক জিজ্ঞাসে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
কোন কর্ম্ম করিবা আপনে নরবর॥
'মুখ্য পুত্র কর্ণের বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মহাবীর সুষেণ হাতেত লৈল শর॥
নকুল সহিতে তার আছিল সংগ্রাম।
মহাবীর বৃষসেন মহাবলবাণ॥

অন্যে২ দুই বীরে বাণ বৃষ্টি করে।
অন্যে২ হানাহানি সমর ভিতরে॥
কর্ণ বীরে নকুলেরে করি পরাজয়।
ভীমের রথেত চড়ে নকুল দুর্জ্জয়॥
সর্বরথী রাখিবার আইল শীঘ্রগতি।
দশ যোদ্ধা আছিলেক তাহার সংহতি॥
তবে বীর বৃষসেন কর্ণের নন্দন।
অশ্বত্থামা কৃপ আর সব যোদ্ধাগণ॥
নকুল রাখিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নির্ভয় শরীর॥
বৃষসেন বলিয়া ধাইল যোদ্ধাগণ।
সম্ভ্রম পাইল তবে কর্ণের নন্দন॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নবপতি।
তাক রাখিবার সব আইল শীঘ্রগতি॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিনবাণে অর্জ্জুনেরে হানে ততক্ষণ॥
মারিল দ্বাদশ বাণ কৃষ্ণ কলেবরে।
মহাবীব ভীমসেন বিন্দে পঞ্চশরে॥
নববাণে নকুলেবে হানে আরবাব।
মহাবীর বৃষসেন সমরে দুর্ব্বার॥
রুষিল অর্জ্জুন বীর হাতে লৈল শর।
দশবাণে ভেদে বৃষসেন কলেবর॥
দুই হাত সহিতে কাটিল ধনুর্বাণ।
মাথাকাটি ফেলাইল কর্ণ বিদ্যমান॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল কর্ণ পুত্র পড়ে।
কিরিটি সহিতে মুণ্ড রণ ভূমি গড়ে॥
আপনা চক্ষুএ দেখে পড়িল কুমার।
সবধানে যুদ্ধ দিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহাশর জাল তবে করে কর্ণবীর।
ঈষৎ হাসিয়া মারে নির্ভয় শরীর॥
যুদ্ধ করে কর্ণবীর হই অপমানী।
কর্ণবীরে সংহারে আপনা বীর্য্য জানি॥

অর্জ্জুনে বোলন্ত কৃষ্ণ শুন মহাশয়।
সংহারিমু কর্ণ আজি নাইক সংশয়॥
হেন কালে কর্ণবীর হাতে ধনুঃ শর
পুত্র শোকে কর্ণের চক্ষুর পড়ে জল॥'[৯৭]
অর্জ্জুনের বাণে যদি আহ্মি পড়ি রণে।
তবে তুহ্মি কোন কর্ম্ম করিবা আপনে॥
কোন মতে হৈব তবে পাণ্ডব নিধন।
এত শুনি শল্য বীরে বলিল বচন॥
তোহ্মাকে মারয়ে যদি বীর ধনঞ্জয়।
আপনে করিয়া যুদ্ধ করিব বিজয়॥

কৃষ্ণ-পার্থ কথোপকথন

কৃষ্ণ স্থানে কহে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কি কর্ম্ম করিবা বোল আপনে গদাধর॥
কর্ণে যদি আহ্মা মারে শুন নারায়ণ।
কেমতে হইব তবে কৌরব নিধন॥
হাসিয়া বোলয়ে কৃষ্ণ না চিন্ত অনিষ্ট।
শুন বীর ধনঞ্জয় তোহ্মা কহি ইষ্ট॥
স্থান ভ্রষ্ট হএ যদি চন্দ্র দিবাকর।
খণ্ড২ হএ যদি মেরু ধরাধর॥[৯৮]
অনল শীতল যদি হএ কদাচিত।
তোহ্মাকে জিনিতে কর্ণে নারে সুনিশ্চিত॥
হের যদি বিপর্যয় কদাচিত হএ।
কর্ণক মারিয়া আহ্মি ধর্ম্মে দিব জয়॥[৯৯]
অর্জ্জুনে বলিল তবে করি অহংকার।
অবশ্য করিমু আজি কর্ণের সংহার॥

কর্ণ-অর্জ্জুন যুদ্ধারম্ভ

শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গ প্রলয় বাদ্য বাজে।
দুই বলে মহাযুদ্ধ হৈল রণ মাঝে॥[১০০]

অন্যে ২ চারিদিগে বরিষএ শর।
অর্জ্জুনক নব[১০১] বাণে বিন্দে কর্ণ বীর॥
হাসে বীর ধনঞ্জয় নির্ভয় শরীর।
আকর্ণ পুরিয়া তবে মারে পার্থ বীর॥
দশ বাণে ভেদিলেক কর্ণের হৃদয়।
বজ্রসম বাণ মারে যেন অগ্নিময়॥
অস্ত্র সব মারে যত পড়ে ঝাকে ২।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়ে লাখে ১॥
পরশু রাম হতে কর্ণ ব্রহ্ম অস্ত্র পাইল।
সেই অস্ত্র কর্ণবীরে সন্ধানে পুরিল॥
যুগান্তের যম যেন যাএ মহাশর।
নিবারিতে না পারএ পার্থ ধনুর্দ্ধর॥

অর্জুনকে কৃষ্ণকর্তৃক উত্তেজনা সৃষ্টি

সত্বরে পাঞ্চাল আইল করিবারে রণ।
অর্জ্জুনের স্থানে কৃষ্ণ বোলন্ত বচন॥
উপরোধ না করিঅ না করিয় হেলা।
চিরকাল পৌরুষ রাখহ এহি বেলা॥
এতেক বলিল যদি কৃষ্ণ মহাশয়।
সমরে রুষিল তবে বীর ধনঞ্জয়॥
'বাণে অন্ধকার করে কর্ণ মহাবীর।
সে বাণ কাটএ পার্থ অক্ষোভ শরীর॥'[১০২]
মন্ত্র পড়ি বাণ এড়ে নির্ভয় শরীর।
সমর দেখিতে আইল রাজা যুধিষ্ঠির॥
আগুতিয়া মারে কর্ণ একশত শর।
মর্ম্মেত ভেদিল তবে ধর্ম্ম কলেবর॥
বাসুদেব বিন্ধিল নারাচ ষষ্ঠী শরে।
অর্জ্জুন বিন্ধিল তবে লিখিতে না পারে॥
সর্ব্ব সৈন্য সবিস্ময় চাহে কুতূহলে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নিবারএ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥

শরেক্ষত সর্ব্বাঙ্গ অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
ক্রোধ হৈয়া বাণ মারে কর্ণের উপর॥

অর্জ্জুনের বায়ব্যবাণ নিক্ষেপ
বণ্ড কুরু সৈন্য ক্ষয়

সান্ধিল বায়ব্য অস্ত্র গুণের উপর।
মহাবায়ু হই জল সংগ্রাম ভিতর॥
পুনি ষষ্টি বাণ মারে কর্ণের উপর।
শরে জর্জ্জরিত হৈল কর্ণ মহাবীর॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজুলি তরঙ্গ।
অস্ত্র লই কুরুবল রণেত দিল ভঙ্গ॥

দীর্ঘছন্দ

ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ হৈল একেশ্বর
মদ্রবাজা সারথি দুর্জ্জয়।
কার্ম্মূক বিজয় নাম করে ধরে অনুপাম
দেবাসুর সমরে দুর্জ্জয়॥[১০৩]
রামে দিল দিব্যশর জোড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর
অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
অর্জ্জুনে সান্ধিল বাণ এড়ে কর্ণ বিদ্যমান
দিব্য২ বাণ অনুসারি॥
অন্যে২ যত যোধ আছিল পুনি বিরোধ
শরজাল গগন আবরি।
দুই করে বাণচয় নাই জয় পরাজয়
দিব্য২ বাণ অবতরি॥
যেন দন্তে২ পেশি দুই হস্তে মিশামিশি
কম্পমান সকল ভুবন।

পার্থবধার্থ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত
নাগাস্ত্রের বিফলতা

হেন কালে এক সর্প বাসুকি সমান দর্প
পাতালেত চিন্তে মনে মন॥
দহিতে খাণ্ডব বন মাএর কৈল নিধন
এহি পাপ মনুষ্য অর্জ্জুন।
আজি বৈরি উদ্ধারিমু অর্জ্জুনক সংহারিমু
কর্ণ সমে করিমু মিলন॥
এ বলিয়া মহানাগ জল করি দুই ভাগ
আকাশে উঠিল ততক্ষণে।
দিব্য অস্ত্র রূপ ধরি নাগ মাঞা অনুসারি
আইলেন্ত কর্ণ বিদ্যমানে॥
না জানএ কর্ণবীর শঙ্কোচিত শরীর
টোন মধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেত অনল জ্বলে যেন দীপ্ত দিবাকরে
যোগ বলে হৈল বাণ বেশ॥
হাতে লৈল দিব্যবাণ কর্ণে কৈল সন্ধান
অর্জ্জুনের বধ যত্ন করি।
অবনত কর্ণ বীর রুধির বহে শরীর
গৌরিক উদ্ধারে যে নাগরি॥
রুদ্রশর লৈল হাতে মহাবীর অঙ্গনাথে
যোগবলে হৈল তাত সর্প।
সে যে মহাসর্পবাণ কর্ণে কৈল সন্ধান
পরশু রামের যেন দর্প॥
কর্ণ হস্তে দেখি বাণ সর্ব্বলোক কম্পমান
গগনেত পড়এ নির্ঘাত।
হাহাকার করে লোক গোবিন্দে ভাবএ শোক
এহি বাণে অর্জ্জুন নিপাত॥
বুঝিয়া বিষণ্ন কাজ বাধা দিল মদ্রুরাজ
অর্জ্জুনের কৈল পরিত্রাণ।
পুনর্ব্বার সান্ধি শর শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
গ্রীবা[১০৪] সম নহে এহি বাণ॥

ক্রোধমুখে বোলে কর্ণ নয়নে অরুণ বর্ণ
কেহ্নে[১০৫] ব্যাজ কৈলা মদ্রপতি।
আর বার জোড়ে বাণ কর্ণবীর বিদ্যমান
না বোল অনিষ্ট কথা অতি॥
অর্জ্জুন সংশয় যোগ দেখে তবে সর্ব্ব লোক
এ বলিয়া কর্ণে এড়ে শর।
অন্তরিক্ষে চলে বাণ যেন অগ্নি দীপ্তমান
ব্যগ্র হৈল দেব দামোদব॥
পাএ চাপি রথ বর নামাইল ভূমিতল
আঠু পাতি তুরগ রহিল।
প্রশংসন্ত দেবগণ শিখ্যাবন্ত জনার্দ্দন
এক হস্ত পৃথিবী নামিলি॥
শক্তি কৈল দামোদর নিবারিল মহাশর
মাথার কিরিট কাটি নিল।
বিশ্ব কর্ম্মার নির্ম্মাণ নানা রত্ন শোভমান
যে কিবিটি পুরন্দরে দিল॥
যেন খসে গিরিবর যেন জ্বলে দিবাকব
গিরি হতে চূড়া পড়ে খসি।
তেহেন কিরিট পড়ে সমর ভূমিত গড়ে
শোভা করে গগন পরসি॥
পুনি গেল সর্পবাণ কর্ণ বীব বিদ্যমান
কর্ণক বলিল বহুতর।
না পাইলেক সন্ধান কৃষ্ণে কৈল পরিত্রাণ
পুনি এড় কর্ণ সমশর॥
পুছে কর্ণ মাহশএ নাগে দিল পরিচএ
পুনি বোলে কর্ণ মহাবীর

অশ্বসেন-নাগের পরিচয়
অর্জ্জুনের অশ্বসেন
নাগ সংহার

'পরের পৌরুষ ধরি যেহেন সংগ্রাম করি
যদি শত অর্জ্জুনে সংহার॥

এত শুনি কর্ণ দর্প রুষিলেক মহাসর্প
অর্জ্জুন মারিতে আরবার।
মুখেত অনল জ্বলে দেখি অতি ভয়ঙ্করে
বাইউ গতি আইসে দুর্ণিবার॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব কহে কৃষ্ণ মহাসত্ত্ব
ঝাটে শর মার ধনঞ্জয়।
পূর্ব বৈরি স্মরি সর্প আইসে বিশাল দর্প
কাটি কর তার পরাজয়॥
ছয় বাণ সান্ধি বীর কাটিল সর্পের শির
খণ্ড২ ভূমিত পড়িল।
সর্প পরাজয় করি কষ্ণে দুই হাতে ধরি
ভূমি হতে রথ উদ্ধারিল॥
পুনি কর্ণ মহাশয় বিন্ধে অর্জ্জুন হৃদয়
দিব্য২ মারে যত বাণ।
নাবাচ বরিষে কর্ণ অস্ত্র সব নানা বর্ণ
অর্জ্জুনেহ কবিল সন্ধান॥
ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর মাবিলেক দশ শব
বিন্দিলেক কর্ণ কলেবর।
যেহেন অশোক তরু পুষ্পিত হৈল ভূরু
তেন মত কর্ণের শরীব॥
বিহ্বল হইল তনু খসিল হাতের ধনুঃ
মিনতি কহিল কর্ণবীর।
ধর্ম্ম যুদ্ধে ধনঞ্জয় করুণা হৈল পবাজয়
ভুবন দুর্জ্জয় কর্ণ বীর।
সুস্থ হই করিতে রণ সংশয় তার নিধন
ঝাটে বিন্দ কর্ণ বীর বর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধনঞ্জয় বিন্দে পুনি
নিরন্তর বরিষএ শর।
আবরিল অশ্বরথ ভরিল গগন পথ
অন্ধকার কৈল দিগন্তর॥
যেহেন পুষ্পিত তরু জড়িত পবন গুরু
তেহেন কর্ন্নের কলেবর।
শিখিতে অস্ত্র কলাপ পরশুরামের শাপ
বিস্মরিত যত অস্ত্রবর॥

মহাসত্ব কর্ণবীর অচেতন শরীর
ধর্ম্মক যে বিস্তর গঞ্জিল।
স্খলিত হইল বস্ত্র খসিল হাতের অস্ত্র
হেন বিধি কথ উদ্দেশিল॥
পুষ্পিত কিংশুক যুত কর্ণ্নবীর অদ্ভুত
গাত্রত পড়িআ আছে বান।
আপনার বির্য্য স্মরি কর্ণবীর দর্প করি
দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান॥
তিনবাণে জনার্দ্দন হানি বিন্দে ততক্ষণ
সাত বাণে বিন্দে ধনঞ্জয়।
তবেত সপ্ততি বাণে কর্ণ বিন্দে ততক্ষণে
মহাবীর অর্জ্জুন দুর্জ্জয়॥
তবেত তোমর বাণ পার্থে কৈল সন্ধান
ব্যর্থ কৈল কর্ণ ধনুর্দ্ধর।'[১০৬]
পার্থে ব্রহ্ম অস্ত্র কৈল সর্ব্বজন ত্রস্ত্র হৈল
সেহ নিবারিল কর্ণবীর॥
কাটিল ধনুর গুণ লাজ পাইল অর্জ্জুন
আর গুণ দিয়া সান্ধে শর।
কর্ণক আবরে শরে নিবারিল কর্ণবীরে
হাসএ অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
ধরিয়া বিজয় ধনুঃ আবরে অর্জ্জুন তনু
কর্ণে কৈল শরে অন্ধকার।
অর্জ্জুন মোহিত হৈল গোবিন্দে চৈতন্য কৈল
ঝাটে কর কর্ণের সংহার॥
অগ্নিসম সাত বাণ পার্থে কৈল সন্ধান
বজ্র যেন এড়িলেক শক্র।

মেদিনীকর্ত্তৃক কর্ণের
রথচক্র গ্রাস ঃ
রথ চক্র উদ্ধার চেষ্টা

পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্ম শাপ কর্ণে পাইল অনুতাপ
পৃথিবী গ্রাসিল রথ চক্র॥

নিশ্বাসিয়া কর্ণবীর নয়নের পড়ে নীর
অর্জ্জুনক বোলে উচ্চস্বরে।
শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর মুণ্ডর্তেক ক্ষমা কর
রথ চক্র উদ্ধারিব করে॥
যদি হএ মুক্ত কেশ দেখিএ বিষণ্ন বেশ
স্মরণ ভজএ যেই জনে[১০৭]।
কবচ বর্জিত জন[১০৮] না ধরিল অস্ত্র গণ[১০৯]
তাকে মারে কাপুরুষ গণে॥
ত্রিভুবনে অপুপাম সাধু বীর তোর নাম
ধর্ম্ম যুদ্ধে তোহ্মারে বাখানি।
বথেব উপরে তুহ্মি ভূমিত বিরথি আহ্মি
মূণ্ডর্তেক ক্ষমা কর জানি॥
'কৃষ্ণ হতে নাই ভয় তোর নাই সংশয়
ভএ মুই না সাধম তোক।
বিধি মোর হৈল বক্র পৃথিবী গ্রাসিল চক্র
উদ্ধারম ক্ষমা কর মোক॥'[১১০]
শুনিয়া কর্ণের বাণী ক্রোধে জ্বলে চক্রপাণি
মৃত্যু কালে[১১১] স্মবিয়াছ ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজ:স্বলা দ্রুপদ নন্দিনী বালা
সভা মধ্যে আনি কোন কর্ম্ম॥

কৃষ্ণের কর্ণ তিরস্কার
যুদ্ধে অর্জ্জুন উদ্বোধন

শকুনি সৌবল সমে দুর্য্যোধন নরাধামে
কপটে রচিলা পাশাসারি।
ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির নিজ ধর্ম্ম শরীর।
হেন ধর্ম্ম কেমতে বিচারি॥
বিষ লাড়ু সৈর্জ্জ করি ভীমের উদর ভরি
বান্দিয়া সকল কলেবর।
ফালাইলা বিষম জলে রক্ষা পাইল পুণ্যফলে
তাত ধর্ম্ম বুঝিলা বিস্তর॥

যতুগৃহ উপস্করি[১১২] তাহাতে পাণ্ডব ভরি
অগ্নিএ দহিলা ভস্ম করি।
কোন শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম বিচারিয়া কৈলা কর্ম্ম
দৈবে তাত আনিল উদ্ধারি॥
অভিমন্যু গেল বণে বেড়ি মার ছয় জনে
দুগ্ধমুখ শিশু সুকুমার।
কুরুবলে বেড়ি রাখ মনেত ভাবিয়া দেখ
যত কথা ধর্ম্মের বিচাব॥

কৃষ্ণের আজ্ঞায় নিরস্ত্র কর্ণকে অর্জুনকর্তৃক বাণ নিক্ষেপ

তবে কৃষ্ণ মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনেব কহে তত্ত্ব
ব্রহ্ম অস্ত্র জোড় এহি ক্ষণ।
অর্জ্জুনে গাণ্ডিব ধরে ব্রহ্মাঅস্ত্র লয়ে করে
কর্ণবীর করিতে নিধন॥
এড়িলেক অগ্নিবাণ জ্বলি আইসে দীপ্তমান
কর্ণক মারিতে যাএ দৃষ্টি।
বরুণ সান্ধিল কর্ণ মেঘ হৈল নানাবর্ণ
আনল যে নিবারিল বৃষ্টি॥
জুড়িয়া বায়ব্য বাণ মেঘ কৈল খান২
পুনি কর্ণ হানে মহাশর।
হাহা করে দেবগণ ভূমি কাপে ঘন২
বাণ এড় কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হৃদয় হানিল বাণ রক্ত পড়ে খান২
আপনা পাসরে ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনুঃ শ্লথ হৈল সর্ব্ব তনু
ব্যাগ্র হৈল কৃষ্ণ মহাশয়॥
এহি পাইল অবসর কর্ণ বীর ধনুর্দ্ধর
রথ উদ্ধারিতে চাহে বলে।
না পারিল দুই হাতে শ্রম পাইল অঙ্গনাথে
চক্র নিমজ্জিল দৈব বলে॥

চৈতন্য পাইল ধনঞ্জয় বোলে কৃষ্ণ মহাশয়
অর্জ্জুনক যুড়িয়া অঞ্জলি।
শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর আহ্মার বচন ধর
মাথা কাটি পাড় ধনঞ্জয়॥

অর্জুনবাণে কর্ণের প্রাণ-সংহার

কৃষ্ণের বচন শুনি অর্জ্জুনে মনেত গুণি
নববাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ।
আর দুই দিব্য বাণ ধনুঃ কাটে ত্বরমান
কেশরি মারএ যেন গজ॥
অঞ্জলিক নাম বাণ গাণ্ডিব কৈল সন্ধান
বজ্র যেন লৈল পুরন্দরে।
সর্ব্ব ভূত ভয়ঙ্কর সেজে মহা দিব্য শব
চক্র যেন দেখি বিষ্ণু করে॥
সান্ধিয়া অঞ্জলিশর বোলে পার্থ বীরবর
যত মোর আছে পণ্য ফল।
যদি মুই অর্জ্জুন বীর কাটই কর্ণের শির
বিজয় করহ এহি শরে॥
ছেদ কর কর্ণ শির এ বলিয়া পার্থ বীর
এড়িল অঞ্জলি মহাশর।
কাটিল কর্ণের শির ক্ষণে পড়ে মহাবীর
বৃত্র যেন কাটে পুরন্দর॥
তেজি অস্ত্র গিরিবর যেন চলে দিবাকর
স্কন্দ হতে খসি পড়ে শির।
প্রবেশি গগন ধার গিরি যেন বজ্রসার
পাছে পড়ে কর্ণের শরীর॥
সন্ধ্যা কাল পড়ে কর্ণ গগনে লোহিত বর্ণ
সর্ব্ব লোকে করন্ত বিস্ময়।
'চলি যাএ অস্তাচল[১১৩] প্রবেশিল দিবাকর
আকাশেত কর্ণ তেজোময়॥

কর্ণ-নিধনে
কৌরব পালায়ন

কর্ণের হৈল পরাজয় পৃথিবী বিষণ্ন কায়
রথ লৈয়া গেল মদ্রপতি।
কুরুবলে আর্তনাদ সৈন্য হৈল অবসাদ
অনুশোচে কুরু অধিপতি॥
হাহা কর্ণ ধনুর্দ্ধর মুই হৈলু একেশ্বর
দেবাসুর সমরে দুর্জ্জয়।
এ বলিয়া দুর্য্যোধন নিশ্বাস এড়ে ঘন২
কুরুবল পলায়ন্ত ভয়॥
ভীমে করে সিংহনাদ শুনি জয়২ বাদ
বিজয় দুন্দুভি বাজে রণে।
শোষক পাঞ্চাল গণ সিংহনাদ করে ঘন
নাচন্ত গায়ন্ত কুতূহলে॥

শল্যকর্তৃক দুর্যোধন সমীপে
কর্ণবধ সংবাদ দান

শল্য রাজ মুখে শুনি কর্ণের নিধন বাণী
দুর্য্যোধন করে অশ্রুপাত।
হাহা কর্ণ বীরবর মুই হৈলু অনাদর
জয় আশা করিমু কাহাত॥
এ বলিয়া দুর্য্যোধন আদেশিল সৈন্যগণ।
কর গিয়া পাণ্ডব সংহার।
যুদ্ধ করি পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হৈল কৃষ্ণার্জ্জুন
কোনে পার কর প্রতিকার॥
রাজার আদেশ পাইয়া সৈন্যগণ গেল ধাইয়া
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই মহাবীর।

দুর্যোধনের-পাণ্ডব সংহার-আদেশ

গদা লৈয়া বৃকোদর সংহারএ কুরুবল
শতে২ পড়ে কুরুবীর॥
আপনে নৃপতি সাজে বাধা করে মদ্ররাজে[১১৪]
অস্ত্রমিত হএ দিবাকর।
বিশেষ পড়িল কর্ণ বাহিনী হৈল বিষণ্ন
না হএ যে সময় যুদ্ধের॥

রোদনপরায়ণ দুর্যোধনাদির সশিবিরে গমন

শোকাকুল কুরুপাত্র শান্ত কৈল মদ্রপতি
শিবিরেতে গেল দুর্য্যোধন।
দেব ঋষি গেল ঘর হরষিত পাণ্ডুবল
হরষিত হৈল সর্ব্বজন॥
শিবিরেত গেল যবে কর্ণবীর পরাভবে
যুধিষ্ঠির বাজাত কহিল।
আনন্দে পুরিল দেহ অর্জ্জুনেরে কৈল স্নেহ
কর্ণ যেন অমৃতে ভবিল॥

অর্জুনের যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণবধ বার্তা নিবেদন

রথে চাঁড় যুধিষ্ঠির চাহি গিয়া কর্ণ বীর
পুত্র সমে পড়িয়াছে রণে।
পৃথিবীতে যেন ভানু দীপ্ত করে কৃশানু
রাজা চাহে কুতূহল মনে॥
কৃষ্ণক করএ স্তুতি যুধিষ্ঠির নরপতি
আজি মোর শান্ত হৈল মন।
'তুহ্মি যার সারথি ভাগ্যবন্ত সেই রথী
জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥

আজি বসুমুতী পাম আজি সব সংহারিলুম
আজি সে সফল পরিশ্রম।

কর্ণবধে যুধিষ্ঠিরের প্রীতি

কর্ণবীব মহাবল পড়িল ধবণিতল
সমরে সাক্ষাৎ যেন যম॥
হেন মত ইষ্টালাপ ধর্ম্মে পাসরিল তাপ
কুতূহলে শিবিরেত গেল।
আনন্দিত পাণ্ডববল নৃত্যগীত কুতূহল
যার যেই শিবিরেত গেল॥
ইহলোকে সুখভোগ পরলোকে স্বর্গ লোক
ভারতের পুণ্য কথা শুনি।
শ্রীযুত নায়ক বর লস্কর যে পরাগল
কবীন্দ্রেত পুছে পুনি২॥
বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্য কথা অনুপাম
অমৃত সিঞ্চিল কলেবর।[১১৫]
'শ্রবণ কলসে ভরি মহাজনে পান করি
কভো না যাইব যম ঘর॥'[১১৬]
ইতি শ্রী মহাভারতে কর্ণ পর্ব্ব দ্বিতীয় দিবস
যুদ্ধে কর্ণ বধঃ॥ কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত ঃ॥ঃ.ঃ॥[১১৭]

-০-

তথ্যপঞ্জি

১. কর্ণ-খ।
২. ঘাসন্ত -খ।
৩. ধরিতে-খ।।
৪. মহাবীর- খ।
৫. এ ছত্র দ্বয় খ - পুথিতে নেই।
৬. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথি থেকে গৃহীত। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৭. করি কবিল -খ।
৮ এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৯. খ- পুথির ভিন্ন পাঠ :

অশ্ব বারে ২ জ্যোতিষ প্রভৃতি ॥
অর্দ্ধচন্দ্র মুষল তোমব ভিন্দিপাল।
পবসু পট্টীশ মুষল বিশাল॥

১০. জেন -গ।
১১. এ ছত্রদ্বয় -খ পুথিতে নেই।
১২. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিব পাঠ মুছে গেছে। তবে দুটি পুথিব পাঠ যে অভিন্ন তা অনুমান কবা যায়।
১৩. সর্পেব -খ।
১৪ কুরুবল খ।
১৫. অতিক্রোধে বিন্দে ভীমসেন মহাবল-খ।
১৬. নির্ভয় শবীব-খ।
১৭ সহদেব মহাবীব-খ।
১৮ খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
১৯ খ পুথিব পাঠ। ক-বীব তবে মহাধনুর্দ্ধব
২০ খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে এ অংশ বান্দ পড়েছে।
২১. খ-পুথির পাঠ।
২২. বন্ধনীযুক্ত ছত্রসমূহ খ পুথিতে অনুপস্থি ।
২৩ তবে ভীম মহাবীব -খ।
২৪. এ অংশাবলী খ পুথিতে নেই।
২৫ খ-পুথিব পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
২৬. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
২৭. উপব-খ।
২৮. গেল যমঘর -খ।
২৯. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
৩০. সর্ব সৈন্য মধ্যে তুব্ধি করিলা প্রবেশ-খ।
৩১. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৩২. এ ছত্রসমূহ খ- পুথি থেকে গৃহীত। ক পুথিতে এ পাঠ নেই।
৩৩. এ অংশটুকু খ-পুথিতে নেই।
৩৪. সেনা ধৃষ্টদ্যুম্ন নরপতি-খ।
৩৫. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
৩৬. খ-পুথির পাঠ। ক-কর্ণ্ন।

৩৭. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
৩৮ সন্ধ্যাক গোঞাঁইল -খ।
৩৯. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই
৪০. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
৪১. ইতি কর্ণ পর্ব্বান প্রথম দিবসীয় যুদ্ধ-খ।
৪২. কর্ণবীব -খ।
৪৩. পৃথিবী খ।
৪৪ মোব খ।
৪৫. এ অংশগুলি খ-পুথিতে নেই
৪৬. দুই-খ।
৪৭. ক- পুথিতে 'য' -বর্ণটি লিখিত হয়েছে অর্জ্জুন শব্দটি লিখনে। অন্য সব ক্ষেত্রেই অ নির্দেশে ব্যবহৃত হযেছে য বর্ণটি।
৪৮. এ ছত্রসমূহ খ -পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪৯ বন্ধনীযুক্ত অংশাবলী খ- পুথিতে নেই।
৫০. এ ছত্রদ্বয খ- পুথি থেকে গৃহীত হয়েছে। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই
৫১. খ- পুথিব পাঠ। ক- তুক্ষিঃ মাবে বা তবে পার্থ ধনুর্দ্ধব।
৫২. কব তুক্ষি এত অনুচ্চান -খ।
৫৩. খ- পুথির পাঠ । ক-মরসি।
৫৪. কর বণ -খ।
৫৫ নহে শুসোভন -খ।
৫৬ খ- পুথিব পাঠ। ক পুথিতে এ পাঠ নেই।
৫৭ খ-পুথির ভিন্ন পাঠ :

নকুলের চারি অশ্ব কাটে মহাবীব ।
নিবন্তর আবরিল ধর্ম্মের শবীব॥

৫৮. কর্ণক বলিল তবে মধুর ভারতি-খ।
৫৯. খ-পুথির ভিন্ন পাঠ :

অস্ত্রঘাতে যুধিষ্ঠির হৈছে বিকল।
তাহাতে না কর অস্ত্র শুন মহাবল॥

৬০. খ- পুথির পাঠ । ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৬১. প্রান নিরূপেক্ষি রণ করে বৃকোদর -খ।
৬২. বন্ধনীযুক্ত ছত্রসমূহ খ- পুথিতে নেই।
৬৩. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৬৪. যুদ্ধেত কৃতান্ত মহাজন-খ।
৬৫. যাহারে প্রসংসা করে দেবতা ভুবন-খ।

৬৬. যার অস্ত্রে অন্ধকার করিলেক ভানু-খ।
৬৭. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথি থেকে গৃহীত। খ-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৬৮. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
৬৯। খ-পুথির পাঠ । ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৭০. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই।
৭১. কেক্কে-খ।
৭২. খ -পুথিতে এ পাঠ নেই।
৭৩. অক্ষয়-খ।
৭৪. হএ-খ।
৭৫. এ ছত্রগুলি খ-পুথিতে নেই।
৭৬ তবিমু পবলোক -খ।
৭৭. শুনি হৈল সাবধান-খ।
৭৮. খ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ অংশ নেই।
৭৯. বহির্ভূত-খ।
৮০. খ-পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৮১. বন্ধনীযুক্ত ছত্রসমূহ খ- পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ অংশ নেই
৮২. ঐ
৮৩. প্রমেয সহস্র আছে অস্ত্র বব াব-৲ ।
৮৪. এ ছত্রগুলি খ-পুথিতে নেই।
৮৫. খ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নে৲।
৮৬. খ -পুথির পাঠ। ক- পার্থ ধনুর্দ্ধর।
৮৭. খ-পুথির পাঠ। ক- বৃষ্টি করে ভীমের উপর।
৮৮. খ- পুথির পাঠ। ক- হানি মহাশব।
৮৯. বন্ধনীযুক্ত ছত্রসমূহ খ-পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই
৯০. এ ছত্রগুলি খ পুথিতে নেই।
৯১. খ- পুথির পাঠ. ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৯২. দশবাণ মারিয়া কাটিল শবাসন-খ।
৯৩. এ ছত্রগুলি খ- পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৯৪. খ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৯৫. খ-পুথির পাঠ। ক- পৃথিবী মন্ডল ।
৯৬. এ ছত্রদ্বয় খ-পুথিতে নেই।
৯৭. ঐ
৯৮. দশ-খ।
৯৯. খ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

১০০. খ- পুথিব পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

১০১ কর্ণ্ন।

১০২ বন্ধনীযুক্ত অংশসমূহ খ- পুথি থেকে গৃহীত। ক - পুথিতে এ অংশ অস্পষ্টতাব জন্য পাঠেব অযোগ্য।

১০৩. তনু-খ।

১০৪ খসিল হাতেব ধনু-খ।

১০৫. খ- পুথিব পাঠ। ক পুথিতে এ পাঠ নহৈ।

১০৬ ঐ

১০৭ বিপত্তিকালে--খ।

১০৮ উপকবি-খ।

১০৯ ভনিযা গগন তল খ।

১১০. অপায-খ।

১১১ খ-পুথিব পাঠ। ক যতেক পাণ্ডব

১১২ সাগব উথলে যেন জলে-খ।

১১৩ খ-পুথিব পাঠ ক নিসেদিল মদ্র বাজ।

১১৪ খ পুথিতে এ পাঠ নেই।

১১৫ খ-পুথিব পাঠ ক-লহবি নিবন্তব।

১১৬. খ-পুথির পাঠ ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

১১৭ ইতি মহাভাবতে পাণ্ডব বিজযে কর্ণ্নপর্ব্বনি দ্বিতীয দিবসীয যুদ্ধে কর্ণ্নবধঃ সমাপ্তঃ॥

শল্যপর্ব

সেনাপতি পদে
শল্যের নির্বাচন

তবে রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসিল পুনি ।
কর্ণ অন্তে কৌরবে কি করিল পুনি॥
কর্ণ যদি পড়িল অনাথ কুরুবল ।
পদ্মপত্রে জল যেন করে টলমল॥
হাহা কর্ণ করিয়া আক্রোশে সর্ব্বজন ।
ধনুঃ শর এড়িয়া নিশ্বাসএ যোদ্ধাগণ॥
নিরুৎসাহ বল দেখি রাজা দর্য্যোধন ।
সভাকে আনিয়া বোলে আশ্বাস বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপণ কর্ণ ভগদত্ত বীর ।
রণ করি স্বর্গে গেল নির্ভয় শরীর॥
প্রাণের কাতর হৈয়া করহ বিষাদ ।
শাস্ত্রেত বিরুদ্ধ জান বড় অপরাধ॥
'রণ করি মরি যদি স্বর্গলোক পাই ।
প্রাণেত কাতর হৈলে নরকেত যাই॥'[১]
প্রাণপণ করি সবে শুন যোদ্ধাগণ॥[২]
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া ধনুর্দ্ধর ।
সেনাপতি করি দেয় করিব সমর॥
'কৃষ্ণসমে অর্জ্জুনক করিব নিধন ।
সেনাপতি কোন হৈব বোলহ বচন॥[৩]
দুর্য্যোধনে চিন্তিয়া মনেত কৈল সার ।
অশ্বত্থামা হতে বুদ্ধিমন্ত নাই আর॥
অযোনি সম্ভবা বীর ভুবন দুর্জ্জয় ।
সেনাপতি হৈব অশ্বত্থামা মহাশয়॥
এ বলিয়া দুর্য্যোধনে অশ্বত্থামা পুছে ।
সেনাপতি হৈব হেন কোন বীর আছে॥
সেনাপতি কেবা হৈব বোল সমাহিত ।
কহ মোতে গুরুপুত্র সমর পণ্ডিত॥
মনে ২ অশ্বত্থামা করিল বিচার ।
মদ্র রাজা শল্য হতে বীর নাই আর॥

আপনা ভাগীনা হএ পাণ্ডব তনয়।
তাহাকে এড়িয়া আইল শল্য মহাশয়॥
তোহ্মা পরম হিত প্রতাপে অপার।
ভীষ্ম দ্রোণসম বীর প্রতাপে অপার॥
কৃষ্ণসমে পাণ্ডব জিনিব একেশ্বর।
শল্যসম বীর নাহি সমর ভিতর॥
তবে দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার সম্মতে।[৪]
হস্ত জোড় করি বোলে শল্যের অগ্রেতে॥
কৃপা কর মাতুল করোম জোড় হাত।
পাণ্ডবক পরাজয় করহ শল্য নাথ॥
রণ মুখে হয় তুহ্মি বাহিনীর পতি।
তোহ্মাক পূজিব দেখ সর্ব্ব নরপতি॥
রাজার বচন শুনি বোলে মদ্রপতি।
আপনে করিমু মুই তোহ্মার আরতি॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই নির্ভয় শরীর।
মোহোর অগ্রেতে যেন তৃণবত বীর॥
দেবাসুর সহিতে মনিষ্য যত রথী।
সকল জিনিতে পারে আহ্মার শকতি॥
পাণ্ডব নন্দন সব সমরে নাশিমু।[৫]
সোমক পাঞ্চালগণ একত্রে মারিমু॥
হেন ব্যূহ করিমু অভেদ্য বিবরণ।
যাহারে ভেদিতে নারে দেবাসুর গণ॥

শল্যের সেনাপতি
পদে অভিষেক

শল্যের শুনিয়া হেন দর্প অতিরেক।
সহরিষে কুরুপতি করে অভিষেক॥
নানা বাদ্য বাজে দেখ সমর ভিতর।
হরিষে লোমাঞ্চ হৈল শল্যের শরীর॥
মহাযোদ্ধা দুর্য্যোধন কৌরবের পতি॥
শল্যের শুনিয়া তবে বৃত্তান্ত সকল।
কৃষ্ণার্জ্জুন সমে যুধিষ্ঠির মহাবল॥

শল্য হৈল সেনাপতি কুরু অধিকারে।
প্রতিজ্ঞা করিল সবে সবার ভিতরে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সহিতে করিতে নিবারণ।
শুনিয়া বোলএ কৃষ্ণ অনাদি নিধন॥
'আহ্মি জানি শল্য বীর রণে মহাযোধ।
তত্ত্ব কথা কহি শুন তেজি উপরোধ॥'[৬]
যেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপা মহামতি।
তথাত অধিক হএ শল্য নরপতি॥
'তার সম প্রতিযোদ্ধা নাই কোহ্ন জন।
তার সমে সাবধানে কর তুহ্মি রণ॥'[৭]
রজণীত হৈল তবে শল্য সেনাপতি।
প্রভাতে সাজিল কৌরবেব যোদ্ধাপতি॥

শল্যের সঙ্গে
পাণ্ডবদের যুদ্ধ

গজ বাজী রথ ধ্বজ পতাকা বিশাল।
শল্য সেনাপতি চলে কুরু অধিকার॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা সৌবল সেনাপতি।
মহাবীর কৃপাচার্য্য চলে শীঘ্রগতি॥'[৮]
মহাবল দুর্য্যোধন করি সমবায়।
অহংকারে না গণিল আপনা নাশ পায়॥[৯]
'একজন ক্ষত হৈলে সবে বেড়ি মাবি।
ভয়ভঙ্গ না দিব সমর পরিহবি॥'[১০]
শল্য সেনাপতি যাএ পাণ্ডবের রণে।
সিংহনাদ করএ পরম সাবধানে॥
শল্য আগে করিয়া প্রধান সেনাপতি।
রণেত প্রবেশ কৈল কৌরবেন্দ্র পতি॥
ভীষ্ম পড়ে দ্রোণ পড়ে পড়ে কর্ণ বীর।
শল্যে জিনিব যুদ্ধ মন কৈল স্থির॥
বলবন্ত আশা কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
বিপদেত কাতর নহে এহি মহাজন॥

বিচিত্র ধনুক[১১] ধরি শল্য মহাবীর।
ব্যূহের অগ্রেত গেল নির্ভয় শরীর॥
বাম পাশে কৃত্তবর্ম্মা কোষল নৃপতি
দক্ষিণ পাশেত কৃপাচার্য মহামতি॥
পৃষ্ঠে অশ্বথামা বীর সমর নির্ভয়।
মধ্যে রহে দুর্য্যোধন রাজা মহাশয়॥
মাথাত ধবল ছত্র সুবর্ণের রথ।
সুবর্ণেব শরাসন কৃপা[১২] মহাসত্ত্ব॥
মহাগজ সৈন্য লৈয়া সাজিল সৌবল।
রথ ধ্বজ সৈন্য সাজে করি কোলাহল॥[১৩]
যুধিষ্ঠির নরপতি সৈন্য মুখে[১৪] পাইল।
ধনঞ্জয় মহাবীর সংশপ্তকে গেল॥
কৃপবীর ধাইল ভীমের সহিত।
সর্ব্ব মহাবলবন্ত সমরে পণ্ডিত॥
শকুনি উলূক দুই বীর মহাযোধ।
মাদ্রীব সহস্র ষষ্ঠী অশ্ব শতে শত।
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে মহাসত্ত্ব॥
পঞ্চাশ সহস্র রথ দুর্য্যোধন বলে।
পদাতি যে এক কোটি চলে কুতূহলে॥
এহিসব যোদ্ধা লইয়া আইল দুর্য্যোধন।
কৃতব্রহ্মা কৃপ দ্রোণাচার্য্যের নন্দন॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ মোঙ্গল।
কাঁস করতাল বাজে সৈন্য কোলাহল॥'[১৫]
রথে২ গজে২ তুরগে তুরঙ্গ।
মিশামিশি দুই বলে দেখি লাগে রঙ্গ॥
'পদাতি২ যুদ্ধ অশ্বে অশ্ববার।
এহিমতে মহাযুদ্ধ আছিল অপার॥
সৈন্য কোলাহল আর অশ্বরথ বার।
গজের গর্জ্জনে হএ পর্ব্বত বিদার॥'[১৬]
নানাবাদ্য বাজে অস্ত্র পড়ে নিরন্তর।
বাণে অন্ধকার কৈল সমর ভিতর॥
অন্যে২ সৈন্য পড়ে রক্তে নদী বহে।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ পৃথিবী না সহে॥

প্রাণ[১৭] উপেক্ষিয়া রণ করে দুই বল।
'দুই বলে মহাযুদ্ধ হৈল কোলাহল॥[১৮]
ভীমসেন ধনঞ্জয় করে শঙ্খ ধ্বনি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীব সিংহানাদ শুনি॥
শল্য বীর মারিবারে যাএ যুধিষ্ঠির।
সহদেব নকুল সাজিল দুইবীর॥
মর্দ্দিল সকল সৈন্য দুই ধনুর্দ্ধর।
নলবন ভাঙ্গে যেন প্রবল কুঞ্জর॥
'ভঙ্গদিল সর্ব্ব সৈন্য চারিদিগে ধাইল।
হাহাকার শব্দ করি সৈন্য ক্ষয় পাইল॥'[১৯]
সারথিক বোলে শল্য ঝাটে চালায় রথ।
হের দেখ শ্বেতছত্র ধর্ম্ম মহাসত্ত্ব॥
সত্ত্বরে চালায় রথ সারথি প্রচণ্ড।
অতিকোপে শল্য আস্ফালে বাহুদণ্ড॥

নকুল ও চিত্রসেনের যুদ্ধ
চিত্রসেন বধ

রুষিল নকুল বীর প্রতাপে অপাব।
চিত্রসেন উপরে করএ শরজাল॥
মহাবীর চিত্রসেন সমরে প্রচণ্ড।
নকুলের শর কাটি কৈল খণ্ড॥
চিত্র নকুল ললাটে বীর হানে তিন বাণ।
না কম্পিল নকুল আছিল অস্থির মান॥[২০]
ক্রুদ্ধ হৈল নকুল হাতেত লৈল বাণ।
চিত্রসেন অশ্বরথ করে খান ২॥
রথহীন চিত্রসেন পড়ে পৃথিবীত।
হাতে খড়গ নকুল নামিল ভূমিত॥
তা দেখিয়া চিত্রসেন চারিদিগে ফিরে।
নকুলে সংহার কৈল বীর চিত্রসেন।
কর্ণের নন্দন বীর কর্ণসম যেন॥
ইতি চিত্রসেন বধঃ॥[২১]

নকুলকর্তৃক সত্যসেন ও সুষেণ বধ

চিত্রসেন শোকে সব হইল অস্থির।
সত্যসেন সুষেণ আইল দুই বীর॥
সত্যসেন সুষেণ হাতেত লৈল শর।
হাতে ধনুঃ করে রোষে নকুল ধনুর্দ্ধর॥
'বথেব উপবে থাকি আবরিল শবে।
সূর্য্যের কিরণ যেন নিহারে সংহারে॥'[২২]
সত্যসেন কুমারের বথেব চাবি হয।
বাণ ঘাতে কাটিল নকুল মহাশয॥
শক্তিমেলি মারিলেক হৃদয উপর।
সত্যসেন কুমার পড়িল ভূমিতল॥
তবে অৰ্দ্ধচন্দ্র মাবে নকুল[২৩] মহাবীব।
অন্তরিক্ষে কাটি পাবে সুষেণের শিব॥
তিন পুত্র কর্ণেব পড়িল একঠাই।
কৌরবের বাহিনী পলাএ ভয় পাই॥
অশ্বাসিয়া সর্ব্ব সৈন্য শল্য নবপতি।
যুধিষ্ঠিরে বধিবাবে আইল শীঘ্রগতি॥
দেবাসুব বলে যেন আছিল সংগ্রাম।
মিশামিশি দুইবলে কিদিব উপাম॥
'হারিয়া কৌরব বল চারিদিগে ধাএ।
যত্ন করি সেনাপতি রাখিতে না পারএ॥'[২৪]

সঙ্কুল যুদ্ধ

তবে অস্ত্র হাতে লৈয়া শল্য নরপতি
গগনেত উল্কা পড়ে কাপে বসুমতি॥
পাণ্ডবেব বাহিনী দেখএ শল্যবীর।
শরবৃষ্টি আবরিল ধর্ম্মের শরীর॥
কুন্তীপুত্র ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি মহাশয়॥

দশ দশ বাণ মারে শল্যের শরীর।
শল্যের উপরে বাণ পড়এ গভীর॥
সৌভদ্রক[২৫] গণ আইল সোমক বিস্তর।
শত ২ কাটে সৈন্য পড়ে পৃথিবীত॥
দুইদিগে পড়ে সৈন্য নাহি সমাহিত।
রথ রথী মহাযুদ্ধ হৈল বহুতর॥

শল্যের সঙ্গে পাণ্ডবগণের যুদ্ধ

যেহেন ভ্রমরে খেলে অবণ্য ভিতর।
তেহেন পড়এ বাণ শল্যেব উপব॥[২৬]
সর্ব্বে মিলি শর মাবি করিল বিকল।
শরজালে আবরিল শল্য কলেবর॥
সিংহনাদ করে শল্যে প্রতাপে অপার।
যুধিষ্ঠিব বধিবারে চাহে আবিবাব॥
শবে শব নিবারএ শল্য মহাবীব।
সর্পাকার বাণ মারে রাজার শরীর॥

ভীম-শল্য সমর

তা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হৈল বীর বৃকোদর।
সপ্তবাণে বিন্দিলেক শল্য কলেবর॥
সহদেবে দশ বাণে বিন্ধিল সত্বর।
দশবাণে বিন্দিল নকুল ধনুর্দ্ধর॥[২৭]
মেঘে যেন বরিষএ পর্ব্বত উপর।
পাণ্ডবে বেড়িয়া মারে শল্য একেশ্বর॥
উলূক প্রভৃতি আইল শকুনি সৌবল।
ধীরে ২ আইল অশ্বত্থামা মহাবল॥[২৮]
কৃতব্রহ্মা বিন্দিলেক ভীমে সাত বাণে।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সন্ধানে॥[২৯]
দ্রৌপদীর পুত্রসব শকুনি নিবারিল।
নদী বেগে জল যেন পর্ব্বতে রুন্ধিল॥

বাসুদেব ধনঞ্জয় বিন্দে দুর্য্যোধন।
হেন মত সন্ধান আছিল মহারণ॥

ভীমের গদাযুদ্ধ

ভীমের কাটিল অশ্ব কৃতব্রহ্মা বীর।
গদা হস্তে যুঝে বীব নির্ভয শরীব॥
সহদেব বীরের কাটিল অশ্ব চাবি॥
খড়গ লৈয়া সহদেব প্রতাপে অপার।
ততক্ষণে কাটি পাড়ে শল্যের কুমাব॥
গদা লৈয়া ভীমসেন সমর কেশবি।
কৃতব্রহ্মা বীবের কাটিল অশ্ব চারি॥[৩০]
অতিক্রোধে বাণ মাবে শল্য সেনাপতি।
সোমক পঞ্চালগণ বিন্দে[৩১] শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির রাজার বিন্দিল কলেবর।
অধরে অধর চাপে বীর বৃকোদর॥
শল্যের বিনাশ ভীম চিন্তিলেক মনে।
যম দণ্ড সম গদা লৈল ততক্ষণ॥
যেই গদা লৈয়া ভীম মারিলেক যক্ষ।
গজ বাজি মহারথী মারে লক্ষ লক্ষ॥
যারে লই যুদ্ধ কৈল কৈলাশ ভুবন।
হেন গদা হাতে লৈল বীর বিচক্ষণ॥
গিরি শৃঙ্গ বিদারএ সর্ব্বলোকে জানে।[৩২]
যাকে লৈয়া যুদ্ধ কৈল কৈলাশ ভুবনে॥
অষ্টধার বহে গদা যেন চক্রধারা।
ঠাই ২ রত্ন যেন গোটা ২ তারা॥
যাকে লৈয়া মারিলেক যক্ষ একেশ্বর।
হেন গদা হাতে লৈল বীর বৃকোদর॥
গদা লৈয়া ধাই যাএ শল্য মারিবারে।
দণ্ড হস্তে যম যেন পৃথিবী সঞ্চরে॥[৩৩]
চূর্ণকৃত করিল শল্যের অশ্বচারি।
শল্যকে মারিল গদা ভীম[৩৪] অধিকারী॥

কবচ ভেদিয়া অস্ত্র মর্ম্মেত পসিল।
ভীমের বিক্রম দেখি বিস্ময় জন্মিল॥
সারথিক মারিল গদার অস্ত্র ঘাত।
রথসমে সারথি করিল চূর্ণপাত॥
ফাল দিয়া শল্যবীর ভূমিত পড়িল।
ভীমের বিক্রম দেখি ক্রোধ[৩৫] উপজিল॥
গদা যুদ্ধে শল্যবীর ভূবন বিখ্যাত।
সর্ব্ব লৌহময় গদা তুলি লৈল হাত॥
অচল পর্ব্বত যেন অগ্রেতে রহিল।
দুই মহাবীরে গদা যুদ্ধ আরম্ভিল॥
শঙ্খ ভেরি দুন্দুভি করেন সিংহনাদ।
দুই জন যুদ্ধ যেন যমের সম্বাদ॥
দুই বীরে যুদ্ধ করে সর্ব্বলোকে দেখে।
দুই শৃঙ্গ পর্ব্বতে ভূধর যেন ঢাকে॥
শল্য বলভদ্র দুই গদার বাখান।
ভীমগদা সৈথে পারে বন্ধুর পরাণ॥[৩৬]
গদা হস্তে দুই বীরে করএ মণ্ডলী।
যেহেন স্বর্গেতে উডে দেখিএ বিজুলি॥
দুইগদা ঘরিষণে জ্বলএ অনল।
বিজুলি চমকে যেন গগন মণ্ডল॥
দুই মত্ত হস্তী যেন দণ্ডে পেশাপেশি।
দুই বীরে গদা যুদ্ধ হৈল মিশামিশি॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে গদার প্রহারে।
পুষ্পিত কিংশুক যেন সমর[৩৭] ভিতরে॥
দুই বৃষে গোঠে যেন করে জড়াজড়ি।
দুই সিংহে যেহেন গুহাত গড়াগড়ি॥
অন্যে২ দুই বীরে করএ প্রহার।
গগনে সঞ্চরে যেন.নির্ঘাত সঞ্চার॥
অন্যে২ দুই বীরে গদা করতলে।
পুনি উঠে দুই বীর করে গদাঘাত।[৩৮]
পুনি মোহম্চিত হৈয়া পড়ে ভূমিপাত॥
দুই দিগে সৈন্য সবে করে হাহাকার।
মর্ম্মেত পড়িলে হৈব দোহান সংহার॥

শরীর অচল হৈল মন্থর গমন।
দুইবীর ঘাতে হৈল দুই অচেতন॥
সারথি বিক্রম করি শল্যক নিকালে।
সুস্থ পাইয়া শল্য বীর আইল সেই কালে॥
গদা হস্তে ভীম যেন দেখে কালদণ্ড।
শল্যকে আক্ষেপ করে সমরে প্রচণ্ড॥

দুর্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

বীর দুর্য্যোধন আদি সব কুরুবল।
শর বরিষণ করে পাণ্ডব উপর॥
স্থান ২ মার ২ করি হৈল রোল।
অস্ত্র শব্দে না শুনএ কার কেহ বোল॥[৩৯]
দৃষ্টদ্যুম্ন সমে যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
লিখিতে না পারি যত পড়ে যোদ্ধাগণ॥
কাকে কেবা অস্ত্র করে নাহিক বিচার।
অন্যে২ দুই বলে করএ সংহার॥
মহাযুদ্ধ তুমুল সহিতে নারে বীর।
কোপে শর বৃষ্টি করে শল্য মহাবীর॥[৪০]
শল্যবাণে বিন্দিলেক রাজা যুধিষ্ঠির।
শল্যকে বিন্দিয়া পাড়ে পাণ্ডু যত বীর॥
ভীমে সপ্তবাণে বিন্দে শল্য নরপতি।[৪১]
একশত বাণে বিন্দে সাত্যকি সুমতি॥
পঞ্চবাণে বিন্দিলেক নকুল প্রচণ্ড।
শরে শর কাটি শল্য করে খণ্ড২॥
সহদেব বীরের কাটিল শরাসন।
আর ধনুঃ লৈয়া করে বাণ বরিষণ॥
শর মারে যুধিষ্ঠির শল্য পাএ ত্রাস।
দশ বাণে বিন্দে শল্য জীবন নৈরাশ॥
ভীমের কাটিল শর শল্য মহাবীর।
নকুলের শক্তি কাটি কৈল দুই চির॥
সহদেবের রথ কাটি করে লণ্ড ভণ্ড।
একরথে শল্যবীর করে খণ্ড ২॥

দুর্য্যোধন উল্লাসিত সব যোদ্ধাগণ।
শল্যে সংহারিব আজি পাণ্ডব নন্দন॥
যুধিষ্ঠির মহাবলে সান্ধি মারে শর।
রথ চক্র কাটি পাড়ে সমর ভিতর॥
ক্রোধ হৈয়া শল্যবীরে বরিষএ শর।
সৈন্য সব কাটিয়া পাড়এ নিরন্তর॥
শরজালে বেড়িয়া মারন্ত সর্ব্ববীর।
সম্ভ্রম না করে বীর নির্ভয় শরীর॥
পুনি শরজাল করে রাজার উপর।
আপনা রাখিতে বীর হইল ফাফর॥

অশ্বত্থামা-ধনঞ্জয় যুদ্ধ

একে২ শর মারি করে সিংহনাদ।
সাত্যকি প্রভৃতি বীরে পাইল অবসাদ॥[৪২]
কেহ শক্ত না হইল শল্য নিবারিতে।
হাতে ধনুঃ করি আইসে রাজাক ধরিতে॥
অশ্বত্থামা সমে যুঝে বীর ধনঞ্জয়।
কেহ কার করিতে না পারে পরাজয়॥

শল্য-অর্জ্জুন যুদ্ধ

শল্যর বিক্রম দেখি রুষিল অর্জ্জুন।
আপনা বিক্রম তবে বাড়ে শতগুণ॥
না দেখিয়ে শরচাপ না দেখিএ গুণ।
গগন ভরিল শরে দুর্জ্জয় অর্জ্জুন॥
রথী সমে বীর পড়ে পড়ে অশ্বগজ।
সারথির মাথা কাটি কাটি পাড়ে ধ্বজ॥
পৃথিবী অগম্য হৈল রুধিরে কর্দ্দম।
কৌরবের বাহিনী অর্জ্জুন দেখে যম॥
দুই সহস্র বীর পড়ে সংগ্রাম ভিতর।
যুগান্তের অগ্নি যেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥[৪৩]
দুই বীরে যুদ্ধ করে চাহে দুইবলে।
আকাশ ভরিয়া চাহে দেবতা সকলে॥

শল্যকে পাণ্ডবগণের
সমবেত আক্রমণ

এথা শল্য মহাবীর নৃপতিক ধাইল।
মাদ্রীর তনয় দুই মাতুল রহিল॥[৪৪]
মহাবীর নকুল শল্যক মারে শর।
দশ বাণ সান্ধি মারে হৃদয় উপর॥
এাসিত তীর বিন্দে মদ্র অধিপতি।
নকুলেক নব বাণে মারে শীঘ্রগতি॥
ভীমসেন সাত্যকি নকুল মহাবীর।
শল্যক মারন্ত সহদেব মহাবীর॥[৪৫]
একে২ শল্যবীর নিবারন্ত বাণ।
নকুলের ধনুঃ কাটি কৈল খান ২॥
আর ধনুঃ লৈল বীর নকুল দুর্জ্জয়।
বাণ বৃষ্টি নিবারিল শল্য মহাশয়॥
মদ্রবাজা সাত্যকি করন্ত মহারণ।
দুই মহা ধনুর্দ্ধর দুই বিচক্ষণ॥

কৌরবগণের পাণ্ডব
আক্রমণ প্রতিরোধ

সকল পাণ্ডবগণ হৈয়া একমতি।
সংহার করিতে চাহে শল্য সেনাপতি॥
বুঝিয়া কৌবর সৈন্য আইসে শীঘ্রগতি
পাণ্ডবক বলিয়া চলে সব মহামতি॥
আইসে কৌরব বল প্রলয় তরঙ্গ।
অবসাদে পাণ্ডবের সৈন্য দিল ভঙ্গ॥
যত্ন করি বৃকোদরে না পারে রাখিতে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য সব শল্যক দেখিতে॥
একরথে শল্যবীর নৃপতিক ধাইল।
পূর্ণচন্দ্র কাছে যেন রাগুগ্রহ[৪৬] আইল॥

রাজাক এড়িয়া বীর ভীম মুখে ধাএ।
চন্দ্রসূর্য দেখি যেন রাহুএ খেদাএ॥[৮০]
পাণ্ডবের বাহিনী বিন্দিল শল্যবীর।
ভঙ্গ দিয়া যাএ সব কেহ নহে স্থির॥

পলায়িত সৈন্যগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের নিদেশ

আপনে ডাকিয়া বোলে রাজা যুধিষ্ঠির
কেন ভঙ্গ দেয় সৈন্য চিত্ত কর স্থির॥[৮১]
আপনা পৌরষ ধরি ধর্ম্ম মহামাত
সাবধানে শুনন্ত গোবিন্দ মহামতি।[৮২]
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আছে যত যোদ্ধাগণ
সমবেত তুহ্মি সবে করিলা নিধন॥
অবশিষ্ট ভাগ আছে আহ্মার মরণ
আজি সংহারিব আহ্মি শল্য নরবর॥
সহদেব নকুলে হউক চক্র রক্ষা॥
সাত্যকি দক্ষিণপাশে ধৃষ্টদ্যুম্ন বামে।
পৃষ্ঠগোপ ধনঞ্জয় বীর অনুপামা
হেন মতে সংহারিমু শল্য নরপতি।
অথবা শল্যের হাতে মোহোর দুর্গতি॥

শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধ

রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি শল্য সিংহনাদ
শঙ্খ ভেড়ি বাজাএ তুমুল জয়বাদ॥
হরিষে নাচএ বীরে[৮৩] হাতে লই শর
নানা অস্ত্র বরিষন্ত শল্যের উপর॥
উল্লসিত শল্যবীর হাতে লৈল ধনুঃ।
শর হানি বিন্দিলেক যুধিষ্ঠির তনু॥
শরে শর নিবারএ ধর্ম্ম মহাবীর।
নিরন্তর বাণে বিন্দে শল্যের শরীর॥

দুই বীর শবজালে আবরে গগন।
আকাশেত যেহেন সঞ্চারে তারাগণ॥
আকর্ণ পুরিয়া ধর্ম্মে করিল সন্ধান।
সৈন্য সব কাটি পারে শল্য বিদ্যমান॥
অশ্বরথ সারথি সকল আবরিল
শল্যের বাহিনী সব ভয়ে ভঙ্গ দিল॥[৫২]
অতিক্রোধে বাণ জোড়ে শল্য ধনুর্দ্ধরে।
শর মারি আবরিল ধর্ম্মের শরীরে॥
কাটিল হাতের ধনুঃ শল্য মহাবীর।
আর ধনুঃ হাতে লৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধনুঃ ধরি মহাবীরে নানা অস্ত্র করে।
ক্ষুরবাণ সান্ধিলেক আমন্ত্রিয়া শরে॥[৫৩]
চারি অশ্ব কাটিল সান্ধিয়া চারি শর।
সারথিক বিন্দি তবে করিল জর্জ্জর॥
তৃণমানে কাটিল শল্যের রথধ্বজ।
লজ্জা পাইল শল্য যেন দন্ত পড়া গজ॥
ক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন শল্য ভঙ্গ দিল।
রথে করি অশ্বত্থামা শল্য নিকালিল॥
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডবের বলে।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল সমর ভিতরে॥
আর রথে চড়ি আইল শল্য মহাবীর।
হাতে দিব্য ধনুঃ করি নির্ভয় শরীর॥
অতিক্রোধে শরে বিন্দে শল্য ধনুর্দ্ধরে।
না কম্পিল যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নরবরে॥[৫৪]
সিংহনাদ করি শল্য ধর্ম্মক বিন্দিল।
সাত্যকিক দশবাণে সমরে রুন্ধিল॥
তিন বাণে ভীমক বিন্দিল শল্য বীর।
তিন বাণে বিন্দে সহদেবের শরীর॥
অশ্বরথ সহিতে কুঞ্জর যোদ্ধাপতি।
পাণ্ডবের সৈন্য মারে শল্য সেনাপতি॥
পুনি যুধিষ্ঠির রাজা কৈল মহারণ।
লিখিতে অনেক হএ যুদ্ধ বিবরণ॥

দুই মত্ত সিংহ যেন করএ সংগ্রাম।
দুই মহা ধনুর্দ্ধর কি দিব উপাম॥
পুষ্পিত কিংশুক যেন দুই কলেবর।
অতি ক্রোধে শর সান্ধে শল্য ধনুর্দ্ধর॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক শল্য-সংহার

যুধিষ্ঠির ভীমসেনে বিন্দে একবারে।
কবচ কাটিয়া পাড়ে ভূমির উপরে॥
ক্ষুরবাণে কাটি পাড়ে যত শরাসন।
সারথিক কাটিয়া পাড়িল ততক্ষণ॥
চারি ঘোড়া কাটিলেক শল্য মহাবীর।
হাতে শক্তি করি রহে নির্ভয় শরীর॥
'ভীমসেনে শল্যের হাতের কাটে ধনুঃ।
কাটিয়া সারথি রথ বিন্দে শল্য তনু॥
ভীমের প্রহারে শল্য মোহিত হৈল।
রথ এড়ি শল্য বীর ভূমিত পড়িল॥'[৫৫]
মহাশক্তি হাতে করি ধর্ম্ম নরপতি।
'শল্যকে রুষিয়া যাএ অবাধিত গতি॥
এহি তোকে মারিয়া পাঠাইব যমঘর॥'[৫৬]
এ বলিয়া শক্তি এড়ে ধর্ম্ম নৃপবর॥
মহাশক্তি আইসে বেগে নিবারিতে নারে।
হৃদয় ভেদিয়া গেল পৃথিবী ভিতরে॥
দুই হস্ত প্রসারিয়া পড়িল শল্য বীর।
ঝলকে ২ পড়ে শল্যের রুধির॥
'পাণ্ডবের বলে হৈল মহাসিংহনাদ।
বিজয় দুন্দুভি বাজে জয়২ বাদ॥
ইতি শল্যপার্বণি অর্দ্ধ দিবসীয় যুদ্ধে শল্য বধ'।[৫৭]

সমস্ত মদ্রক বধ কৌরব-পলায়ন

মদ্ররাজ পড়িল কৌরব সেনাপতি।
তাহার কনিষ্ঠ ভাই আইল শীঘ্রগতি॥

অনেক মারিল অস্ত্র ধর্ম্মের[৫৮] উপর।
ধর্ম্মে তাব কাটিল হাতের ধনুঃ শর॥
মাথা কাটি পড়িল মারি ক্ষুরবাণ।
পড়িং শল্যের ভাই মৃগেন্দ্র সমান॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল ফিরিয়া না চাহে।
হাতে ধনুঃ বাণ করি কৃতব্রহ্মা ধাএ॥

সাত্যকি-কৃতবর্মার যুদ্ধ

কৃতবহ্মা সাত্যকিব আছিল সংগ্রাম।
দুই মহা বিশরাদ কিদিব উপাম॥
সমরে বিবথি হৈল কৃতবহ্মাবীর।
সাত্যকির শরে হৈল জর্জর শবীর॥
সৈন্য ভঙ্গ[৫৯] দেখিয়া নৃপতি দুর্য্যোধন।
অবশিষ্ট সৈন্য লৈযা আইল ততক্ষণ॥
আব রথে চড়ে কৃতবহ্মা মহাবীর।
পুনবপি চলি আইল নির্ভয শবীব॥
ভীমসেন সাত্যকি নকুল সহদেব।
যুধিষ্ঠির নৃপতি অর্জ্জুন বাসুদেব॥
সম্মুদিত সৈন্য সমে বাজা দুর্য্যোধন।
অবশিষ্ট সৈন্য লই আইল ততক্ষণ॥

দুর্যোধনের যুদ্ধ

পুনি সৈন্য ভঙ্গ দিল না পাড়এ রণ।
যত্ন করি রাখিতে না পারে দুর্য্যোধন॥
সভাকে বুঝাইয়া বোলে কৌরবের পতি
সমরে বিমুখ হৈলে নরকে বসতি॥
'কোন দেশ আছে হেন করহ বিচার।
পাণ্ডবের হাতে পুনি নাহিক নিস্তার॥'[৬০]
পলাইতে যুক্ত নহে সবে করি রণ।
কতেক আছএ সৈন্য বলো দুর্য্যোধন॥

'বিংশ সহস্র শত পদাতি হত শেষ।
দুর্য্যোধন বোলে আছে এহি অবশেষ॥'[৬১]
তাক লইয়া দুর্য্যোধন আইল আববাব।
গদার প্রহারে ভীম করিল সংহাব॥
পুনি ভঙ্গ দিল সৈন্য না পাড়এ বণ
ম্লেচ্ছ বাজা সন্ধন আনিল দুর্য্যোধন॥
পৃথিবী বিখ্যাত বীর শাল্ব[৬২] নবপতি।
গজেন্দ্রে চড়িয়া বণে আইল শীঘ্রগতি॥
ঐবাবত সমগজ ত্রিভুবনে জানে।
পাণ্ডবের বাহিনী ক্ষোভিল মহারণে॥
সাত্যকি সহিতে তবে হৈল মহাবণ।
সাত্যকি সাহিতে নারে গজ মর্দ্দন॥
গদা লৈযা বৃকোদর গজেন্দ্র সংহারে।
মহাযুদ্ধ কৈল ম্লেছ শাল্ব নরববে॥
'অনে ২ দুহ বীবে করে মহাবণ।
দুইবীরে যুদ্ধ করে অতি বিচক্ষণ॥'[৬৩]
ক্ষুববাণে সাত্যকি কাটিল তাব শির।
ভূমিতলে পড়ে ম্লেচ্ছ শল্য মহাবীব॥
ম্লেচ্ছপতি পড়িল কৌরব সৈন্য ধাএ
শবতের মেঘ যেন পবনে উড়াএ॥

শকুনি-পাণ্ডব সমর
শকুনির পরাজয়

সহস্রেক রথ পড়ে পদাতি শতে শত।
শকুনি সৌবল সমে আইল কুরুসত্ত্ব॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া রণ করে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের সহিতে করিল মহারণ॥
হাতএ গাণ্ডিব লৈয়া বীর ধনঞ্জয়।
বাসুদেব সহাএ সকল কৈল ক্ষয়॥
দুর্য্যোধন রথ কাটে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে।
ভূমিগত হৈল রাজা অক্ষোভ শরীরে॥

সৌবলের রথে চড়ে রাজা দুর্য্যোধন।
রাজা অন্বেষণ করে কৌরব যোদ্ধাগণ॥

ভীমকর্ত্তৃক দুর্যোধন ভ্রাতাবধ

অবশিষ্ট রাজার যতেক সহোদর।
যুঝিবার আইল তবে হাতে ধনুঃ শর॥
একা বৃকোদরে সব করিল সংহার।
ক্ষুদ্র মৃগ মারে যেন গজেন্দ্র বিশাল॥
হৃদয় ভেদিয়া কার কার কাটে শির।
সকল সংহার কৈল বৃকোদর বীর॥
সংশপ্তক[৬৪] গজ মারে রাজার প্রধান।
ষষ্টিদল অশ্ব মারে পরম সন্ধান॥
একেশ্বর ভীমসেনে সংহারএ বল।
ভ্রাতি শোকে দুর্য্যোধন হইল বিকল॥
অবশিষ্ট সুদর্শন রাজার সহোদর।
দুইভাই মাত্র আছে শতেক ভিতর॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক সৌবল বধ বিষয়ক উদ্বোধ পুনরায় যুদ্ধ

তবে কৃষ্ণে বলিলেক সভা বিদ্যমান।
অবশিষ্ট শত্রুজন না রাখিয় আন॥
আজি কর দুর্য্যোধন রাজার সংহার।
আজি সর্ব্ব বসুমতি হউক তোহ্মার॥
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র করুক উজাগর
পরাক্রম জানুক অর্জ্জুন বৃকোদর॥
কৃষ্ণ সমে যুক্তি করি হৈয়া একমতি।
পাণ্ডবে বধিতে যাএ কৌরবের পতি॥
সহদেব ধনঞ্জয় বীর বৃকোদর।
প্রবেশিল অশ্ববার সৈন্যের ভিতর॥

দুর্য্যোধন সুদর্শন দুই সহোদর।
নিরন্তর আছে অশ্ব গণের ভিতব॥
সহদেব গিয়া তবে বরিষএ শর।
দুর্য্যোধন বাণ মারে মাথার উপর॥
সেই ঘায়ে সহদেব হৈল অচেতন।
নিমেষে সহদেবের হৈল চেতন॥
দুর্য্যোধন উপরে কবে শরজাল।
সৈন্যসব কাটএ অর্জ্জুন মহীপাল॥
পড়এ বীরের মুণ্ড যেন পাকাতাল।
কাটএ বীবেব মুণ্ড অর্জ্জুন বিশাল॥

সুশর্ম্মার যুদ্ধ
সৈত্যধর্ম্ম বধ

অশ্ববাজ সব কাটি ত্রিগর্থে সামাএ।
হাতে দণ্ড কবি যেন যম বাজ ধাএ॥
মহাবীর ত্রিগর্থক প্রবেশিল রণেয়।
ভাইসমে সুশর্ম্মা নৃপতি মহাশয়॥
মহাসৈন্য ত্রিগর্থক ে ড়িল অর্জ্জুন।
ক্রোধে অস্ত্র করে বীর সমরে নিপুন॥
সৈত্য ধর্ম্ম[৬৬] নাম তার ভাই সহোদর।
তার মুণ্ড কাটিল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড লৈযা খুরবাণ।
সুশর্ম্মাকে মারিলেক হৃদয়েতে সন্ধান॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ হৃদয়েতে হানে।
সুশর্ম্মাকে হানিলেক তীক্ষ্ণ ২ বাণে॥
মর্ম্মেত পড়িয়া বাণ সুশর্ম্মা পড়িল।
গজ সাল হতে যেন গজেন্দ্র স্খলিল॥
সুশর্ম্মার পুত্র সব রণেত কুশল।
শরে হানি ধনঞ্জয় মারিল সকল॥

ভীমকর্তৃক সুদর্শন বধ

দুর্য্যোধন রাজার সহোদর সুদর্শন।
তাহার মুণ্ড কাটে ভীম পাণ্ডব নন্দন॥

সুদর্শন পড়িল রুষিল কুরুবল।
সর্ব্ব বলে যুদ্ধ করে শকুনি সৌবল॥
ভীম সহদেব দুই প্রতাপে অপার।
কুরুবলে দেখে যেন যম অবতার॥
গজ বাজি বীরগণ পড়িল বিশেষ।
রণ এড়ি ভঙ্গ দিয়া ধাএ অবশেষ॥

উলূক বধ

ভীমক বিন্দিল শবে উলূক নৃপতি।
সহদেব তার মুণ্ড কাটিল শীঘ্রগতি॥
শকুনির পুত্র জান উলূক প্রধান।
সহদেবে কাটে মুণ্ড শকুনি বিদ্যমান॥

শকুনির যুদ্ধ ও মৃত্যু

পুত্রশোকে শকুনির চক্ষুব পড়ে জল।
তিন বাণে বিন্দে সহদেব মহাবল॥
সহদেবে কাটিল শকুনি শরাসন।
খড়্গ লৈয়া শকুনি ধাইল ততক্ষণ॥
শকুনির খড়্গ তবে করে দুই খান।
লজ্জা পাইল শকুনি কৌরব বিদ্যমান॥
গদামেলি হানিল সৌবল মহাবীর।
শরে হানি সহদেবে করে দুই চির॥
শক্তি মেলি হানিল সৌবল মহামতি।
শরে হানি সহদেবে কাটে শীঘ্রগতি॥
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যাএ শকুনি প্রচণ্ড।
কৌরবের সৈন্যসব করে লণ্ড ভণ্ড॥
দেখি যাএ সহদেব হাতে ধনুঃ শরে।
শকুনিক ডাক দিয়া উপহাস্য করে॥
কপটে খেলিলা সারি করি অহঙ্কার।
এবে কোথা গেল আজি বিক্রম তোহ্মার॥

অবশিষ্ট আছে দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার।
আর আছ তুহ্মি পাপী মাতুল তাহার॥
কুৎসিত জীবন তোব শুনরে বর্ব্বর।
পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় কেনে প্রাণের কাতর॥
যেহেন লগুড় লৈয়া পড়ে গাছের ফল।
তোব মুণ্ড তেহেন পাড়িমু ভূমিতল॥
সহদেব কুমারের উপহাস্য শুনি।
মহাপাশ হাতে করি উঠিল শকুনি॥
হাতে পাশ[৬৭] লৈয়া ধাএ গান্ধারের নাথ।
পাশ সমে সহদেব কাটে দুই হাত॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারি কাটিলেক শির।
বথ হতে পড়িল শকুনি মহাবীর॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি শকুনি বধ:॥:॥[৬৮]

দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের আত্মগোপন

শকুনি পড়িল রণে ভঙ্গ দিল বল।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের বল॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পড়িল বিশেষ।
দুর্য্যোধন বাজা মাত্র আছে অবশেষ॥
ভোজবংশে আছে কৃতবর্ম্মা নরপতি।
অশ্বত্থামা বীর আর কৃপা মহামতি॥
দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা কৃপা মহামতি॥
এহি তিন জন মাত্র উবরিল রণে।
শকুনি পড়িল ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধনে॥
গদা হস্তে করি বীর পূর্ব মুখে ধাইল।
অনল দেখিয়া যেন হরিণী পলাইল॥
হাটি যাএ দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।[৬৯]
হস্তী যেন রণে ধাএ দেখিয়া কেশরি॥
ধাই যাএ দুর্য্যোধন পবন গমনে।
নগরেত সঞ্জয় দেখিল ততক্ষণে॥

সঞ্জয় দেখিয়া তবে পুছএ মহাবীর।
কোনমতে এড়াইল তোহোর শবীব॥
সঞ্জযক বোলেন মোকে সাত্যকি ধরিল।
কাটিবার তবে মোকে খড়্গ উদ্দেশিল॥
মোহামুনি ব্যাসে মোরে কৈল পবিত্রাণ।
কহিবাব যাম ধৃতবাষ্ট্র বিদ্যমান॥
দুর্য্যোধন বোলে মোব কহিয সম্বাদ।
আপনেহ দেখিলা মোহ্মোব অবসাদ॥
বিদ্যমানে মহাহ্রদে কবিমু প্রবেশ।
পাণ্ডবে জিনিল বাজ্য প্রাণমাত্র শেষ॥
এ বলিয়া দুর্য্যোধনে কবএ ক্রন্দন।
ত্বরমানে চলি যাএ গান্ধাবী নন্দন॥
স্তম্ভিযা অগাধ জল মাএঞা কবি।
হ্রদমধ্যে প্রবেশ কবিল অধিকাবী॥

সঞ্জয়ের সঙ্গে অশ্বত্থমা -
কৃতবর্ম্মা -কৃপা তিন
মহারথীর কথোপকথন

হেনকালে রথেত চড়িযা শীঘ্রগতি।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপা মহামতি॥
নগব ভিতরে যাইতে দেখিল সঞ্জয়।
জিজ্ঞাসিল কথা গেল বাজা মহাশয়॥
সঞ্জয় কহিল তবে সকল বৃত্তান্ত।
যেন মতে হ্রদে গেল কৌরবেব কান্ত॥
'তিন রথী শুনিয়া চলিল ততক্ষণ।
যথা আছে দুর্য্যোধন কৌরব নন্দন॥

তিন মহাবীরের দুর্যোধনকে
উদ্দেশ করে বিলাপ

অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপা মহামতি।
সঞ্জয় কহিল সব করিয়া বিনতি॥

আহ্মিসব থাকিতে তোহ্মার কিবা ভয়।
হ্রদে প্রবেশিলা কেহ্নে কুরু মহাশয়॥
হাহা দুর্য্যোধন রাজা যোদ্ধা মহাপাত্র।
হ্রদে পলাইলা কেহ্নে কৌরবের পতি॥'[৭০]
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি মহাশএ।
নির্জ্জনে পলাইয়া আছে পাণ্ডব ভএ॥
হেন মতে বিলাপ করএ তিনজনে।
জয় ২ শব্দে আসে পাণ্ডবের গণে॥
এথা হতে তিনজন বনে পলাইল।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন মত্তগজ ধাইল॥

কৌরব গণের বিলাপ

কেহ বোলে পড়িল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কেহ বোলে পলাইল না পাইল কোনজন॥
শিবিরেত বর পড়ে নৃপতি পড়িল।
প্রলয় কালেত যেন সমুদ্র উথলিল॥
মহাকোলাহল হৈল করএ ক্রন্দন।
এতকালে কুরুবল হইল নিধন॥
স্বামী রণে পড়িল কান্দএ নারীগণ।
কুরুর বিহনে সব করএ ক্রন্দন॥
অন্তঃপুর মধ্যে যত আছে পৌরজন।
স্ত্রী সব বাহিনীর হএ সজল নয়ান॥
রাজার কুমারী সব রাজার বৌহারি।
চন্দ্র সূর্য্য যার অঙ্গ দেখিতে না পারি॥
বিধির ঘটন হেন দৈবের বিপাক।
পথিক সামান্য জনে দেখিলেন তাক॥
পথে২ পড়এ কান্দএ উচ্চস্বরে।
কুহরি কুহরে যেন নগরে ২॥
জয় পাইয়া পাণ্ডবে করএ সিংহনাদ।
নানাবাদ্য কোলাহল জয়২ বাদ॥
দুর্য্যোধন চাহিয়া না পাইল কোনজন।
আপনা শিবিরে গেল পাণ্ডব নন্দন॥

'এহি অন্তে শল্যপর্ব্ব কথা সমাধান।
তার পাছে গদাপর্ব্ব হৈল অনুষ্ঠান॥'[৭১]
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥[৭২]
ইতি মহাভারতে শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত:॥:.:॥

তথ্যপঞ্জি

১. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই ।
২. খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৩. খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪. সহিতে - খ
৫. প্রাণে না মারিমু-খ।
৬. এ ছত্রদ্বয় খ- পুথিতে নেই :
৭. খ- পুথির পাঠ । ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৮. খ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে ভুল পাঠ।
৯. অপায় -খ।
১০. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
১১. কবচ -খ।
১২. কৃপ -খ।
১৩. সমেত শকুনি নরবর-খ।
১৪. খ- পুথির পাঠ। ক-পাণ্ডব বাহিনী বলি সর্ব্ব
১৫. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
১৬. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
১৭. জীবন-খ।
১৮. রথে ২ বীরে ২ হৈল মহারণ-খ।
১৯. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২০. অশ্বরথ কাটিয়া কৈল খান ২-খ।
২১. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২২. এ ছত্রগুলি খ-পুথিতে নেই।
২৩. দুই-খ।
২৪. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২৫. খ- পুথির পাঠ। ক- প্রপঞ্চক।

২৬. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
২৭. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
২৮. ক- পুথির পাঠ। খ- পুথিতে এ ছত্রগুলি নেই।
২৯. ববিষন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের সন্ধানে- খ।
৩০. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৩১. বলি ধাইল -খ।
৩২. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৩৩. ভিতরে-খ।
৩৪. শৈল্য -খ।
৩৫. যত নৃপতি -খ।
৩৬. এ পাঠ খ- পুথিতে নেই।
৩৭ বৃক্ষেব -খ।
৩৮. বাণ -খ।
৩৯. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৪০. অতি ক্রোধে বাণ বৃষ্টি করে শল্য বীব -গ।
৪১. এ ছত্র দ্বয গ - পুথিতে নেই।
৪২ গ- পুথিব পাঠ। ক পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪৩ খ- পুথিব পাঠ। ক- মহাবীব ধনঞ্জয যমেব দোষব।
৪৪. মিলিল -খ।
৪৫. খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪৬. শনৈশ্চব-খ।
৪৭. ধাইল-খ।
৪৮. আইল-খ।
৪৯. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৫০. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৫১. গ- পুথির পাঠ। ক-সবে।
৫২. এ ছত্রদ্বয় খ-পুথিতে নেই।
৫৩. খ পথির পাঠ। ক- ক্ষুর বাণে কাটিল হাতের ধনু শব।
৫৪. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৫৫. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৫৬. এ ছত্রগুলি খ- পুথিতে নেই।
৫৭. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ অংশ নেই।
৫৮. পাণ্ডব-খ।

৬০. হেন মতে-খ।

৬১. এক নরপতি আছে সহস্রেক জন।
কবিবেক মহাযুদ্ধ রাজা দৃর্য্যোধন॥-খ

৬২. সৈন্দব-খ।

৬৩. খ- পুথির পাঠ। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।

৬৪. নবশত-খ।

৬৫. হউক-খ।

৬৬. সৈত্য কৰ্ম্ম-খ।

৬৭. ষ-র ব্যবহার, ক-পুথি।

৬৮. গ-পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৬৯. সমরেত হারি-খ।

৭০. খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিব এ অংশেব পাঠ প্রায় মুছে গেছে।

৭১. এহি প্রসঙ্গে শৈল্য পর্ব্ব হৈল অবসান।
তার পাছে দুর্য্যোধন বধ সমাপন॥-খ

৭২. সরসে শুনন্ত সব পবাগল খান।
ইতি শ্রীভাগবতে পাণ্ডব বিজয়ে শৈল্যপর্ব্বনি অৰ্দ্ধ দিবসীয় যুদ্ধে
শৈল্যপর্ব্ব সমাপ্ত॥ঃ॥

গদাপর্ব

দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমজ্জিত দুর্যোধন সমীপে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা

জনমেজয় রাজএ পুছে কহ মহামুনি।
হ্রদ মধ্যে দুর্য্যোধন কি করিল পুনি॥
কোনমতে দুর্যোধনে গদাযুদ্ধ কৈল।
কোনমতে ভীমে তাকে গদাএ মারিল॥
মুনি বোলে শুন রাজা চন্দ্রবংশ মণি।
যেইমতে কুরুনাশ শুনহ কাহিনী॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজএ পুছে সঞ্জয়ের ঠাঁই।
ক্ষণেকে কান্দিয়া রাজা সম্বিত পাই॥
সঞ্জয় আহ্মার পুত্র গেল কোন ঠাই।
সে যে অখিলের নরপতি জানএ সবাই॥
সংসারেব নাথ হৈয়া হইলা ভিখাবী।
বন্ধুবান্ধব আর সব নাশ করি॥
তার পাছে কেমতে কইল সেই রণে।
সঞ্জয় কহন্ত রাজা শুনহ অখনে।
আজি হৈতে বসি রাজা করহ ক্রন্দন॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন।
বিচারিয়া পাণ্ডবে না পাইল দরশন॥
আপনা শিবিরে গেল পাণ্ডব নন্দন।
দুর্যোধন উদ্দেশিতে পাঠাইল চরগণ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপা মহামতি।
রাজার পাশেত গেল তিন মহারথি॥
জলস্তম্ভি রহিয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
হ্রদের কুলেত বসি বোলে তিনজন॥
উঠ রাজা দুর্যোধন না হইয় বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ॥
নওবা পাণ্ডব শরে হও স্বর্গগতি।
রণেত কাতর হৈলে নরকে বসতি॥

ক্ষত্রি ধর্ম্মে পাণ্ডুবল করিমু সংহার।
যে কিছু আছি এ শেষ শক্ত নহে আর॥
আহ্মিসব সহাএ আপনে কর রণ।
তোহ্মাক মারিব হেন আছে কোন জন॥
তা সবার বাক্য শুনি বোলে দুর্য্যোধন।
বড়ভাগ্য সমরে বর্ত্তিলা তিনজন॥
'যতসব কহিলা অশ্ব সব হএ ।
তুহ্মিসব সহাএ করিতে পারি জয়॥
আহ্মার পড়িল সৈন্য নাহি একজন।
যুধিষ্ঠির সৈন্য সবে করে মহারণ।'[১]
তে কারণে সংগ্রামে না হএ সমুচিত।
বলবন্ত সহিতে বিরোধ অনুচিত॥
তবে অশ্বথামা বীরে বোলে দর্প করি ।
প্রতিজ্ঞা করিল মনে অহঙ্কার ধরি॥
এহি রাত্রি বসিয়া মারিমু সর্ব্ববল।
উঠ উঠ দুর্য্যোধন না হৈয় বিকল॥
পাঞ্চাল সোমক বংশ করিমু সংহার।
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি শুন মহীপাল॥
পাঞ্চাল না মারি যদি কবচ এড়ম।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হৈয়া নরকে পড়ম॥

ব্যাধ মুখে ভীমের দুর্যোধনের সংবাদ শ্রবণ

হেনসব সম্বাদ কহিতে আচম্বিত।
পাণ্ডবের চর ব্যাধ তথা উপস্থিত॥
ভীমেরে যোগাএ মাংস হরিণী মারিয়া।
শ্রম পাইয়া মাংস ভার কান্ধেত করিয়া॥
সেই হ্রদে মিলিল করিতে জলপান।
অশ্বথামা কৃতবর্ম্মা কৃপ বিদ্যমান ॥
হেন সব কথা ব্যাধে নির্জ্জনে শুনিল।
যত্নকরি ব্যাধে গিয়া রাজাতে কহিল ॥

দুর্য্যোধন না পাইয়া চিন্তিত নরপতি।
হেন কালে ব্যাধে গিয়া কহে শীঘ্রগতি॥

দ্বৈপায়ন হ্রদ উদ্দেশে পাণ্ডবগণের যাত্রা

উল্লসিত হৈল রাজা ব্যাধের বচনে
বাসুদেব সহিতে চলিল ততক্ষণে॥
পাইল পাইল করি হইল কোলাহল।
সোমক পাঞ্চালগণ চলিল সকল॥
'গজবাজি ধ্বজ রথ পদাতি বহুল।
নানা বাদ্য বাজে সব বাজ্যে হুলস্থূল॥'[২]
দ্বৈপায়নহ্রদে গিয়া বেড়ে সর্ব্ব বলে।
কৃষ্ণক বোলয়ে তবে ধর্ম্ম নরবরে॥
দুর্যোধন শক্তি দেখি দেবের সমান।
মহাহ্রদে স্তম্ভিলেক সলিল বিদ্যমান॥
জল হতে যদি সে না উঠে দুর্যোধন।
কোন বুদ্ধি তবে তাক করিবা নিধন॥

হ্রদস্থ দুর্যোধন বধে কৃষ্ণের উপদেশ

'তবে ভীমে বলিলেক শুন মহাশয়।
আহ্মি তাকে মারিব নাহিক সংশয়॥
তাহার সহাএ যদি হএ দেবগণ।
অবশ্য মোহোর হাতে তাহার নিধন॥'[৩]
তবে কৃষ্ণ বোলেন শুনহ ধর্ম্মরাজ।
মাঞাবন্ত[৪] মনেত মাঞাএ সাধি কাজ॥
ইন্দ্র দৈত্য মারিলেক মাত্রা অনুসারি।
মাঞা করি হৈলে বলির সা**পুরি॥[৫]
মাঞা করি বৃত্র বধ করিল বাসব।
দশগিরি বধ কৈল কপট মানব॥[৬]

পরিপাটি করি শক্র করিব নিধন।
সাধিয়া মারিব আজি রাজা দুর্যোধন॥

হ্রদস্থ দুর্যোধন ও তীরস্থ যুধিষ্ঠিরের উক্তি-প্রত্যুক্তি

কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্ম নবপতি।
পরিপাটি বোলন্ত চিন্তিয়া মহামতি॥
কেহ্নে দুর্যোধন হেন করিলে আলস্য।
বীর সবে শুনিয়া করিবে উপহাস্য॥
ক্ষত্রিএর নিধন করিয়া মহারণ।
জলে আসি প্রবেশিলা কিসের কারণ॥
হেন অপকর্ম্ম কর কিসের কাবণ।
বহুল নরক হএ শুন দুর্যোধন॥
আপনা জীবন হেতু কর হেন কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয় কুলেত জন্মি করহ অধর্ম্ম॥
'বিশেষ উত্তম কুলে তোহ্মার সম্ভব।
প্রাণডরে হত তুহ্মি এতেক লাঘব॥'[৭]
পুত্রসব পড়িল পড়িল সহোদর।
মাতুল সর্ম্বন্ধিসব পড়ে বহুতর॥
পড়িল মাতুল পুত্র বান্ধব সহিত।
হেন কর্ম্ম করিয়া আপনা কর হিত॥
আপনা কসুর হেন বাখান আপনে।
সধর্ম্ম না হএ তোর যুদ্ধ পরায়নে॥
কর্ণবীর শকুনিক করিয়া আপনা।
আপনারে বোল তুহ্মি দেবের তুলনা॥
যতপাপ কর্ম্ম কৈলা তার এহিফল।
'উঠিয়া করহ যুদ্ধ শুন মহাবল॥
হেলায়ে জিনিয়া রাজ্য বাড়ে অহঙ্কার।
কথাতে মজিল আজি তোর অহঙ্কার॥
উঠ ২ যুদ্ধ কর কৌরবের পতি।
আহ্মারেক জিনিয়া তুহ্মি ভোগ বসুমতী॥

অথবা আহ্মার শরে পড় পৃথিবীত।
ক্ষত্রি ধর্ম্ম নহে পুনি রণে পলাইলে॥
ধর্ম্ম রাজার বচনে বোলয়ে দুর্য্যোধন।
ভয় করিলে প্রাণে নাহি প্রয়োজন॥
প্রাণ ভএ আসিয়াছি জলের ভিতর।
হেন পুনি না জানিয় শুন নৃপবর॥
রথহীন বলহীন আহ্মি একেশ্বর।
পড়িল সারথি পাত্র যত অনুচর॥'[৮]
শ্রম চিন্তা হেতু আহ্মি প্রবেশিনু জলে।
সুস্থ হয় গিয়া তুহ্মি আপনা শিবিরে॥
'উঠিয়া কবিব রণ শুন যুধিষ্ঠির।
কাকে ভয় না করিব দুর্যোধন বীর॥
দুর্য্যোধন বচনে বোলএ ধর্ম্মরাজ।
আর অহঙ্কাব কর মুখে নাই লাজ॥
আহ্মি যে অসুস্থ নাহি জানিয় স্বরূপ।
তোহ্মা অন্বেষিয়া বেড়াই তুহ্মি রৈছ কূপ॥
উঠি ঝাটে যুদ্ধ কর এতেক জানিয়া।
সুখে রাজ্য কর তুহ্মি আহ্মাকে জিনিয়া॥
নওবা আহ্মার শরে তোহ্মাব স্বর্গগতি।
পুনি বোলে দুর্য্যোধন রাজা মহামতি॥
'যাহার সহিতে করি রাজ্য সুখ ভোগ।
সমবেত হৈল মৃত্যু সহদর বিওগ॥
ক্ষত্রিয় বিওগ হৈল সেনা হৈল হীন।
বিধবা পৃথিবী নহে আহ্মার অধীন॥
আহ্মি জলে প্রবেশিল রাজ্য নাহি কাজ।'[৯]
পৃথিবী তোহ্মারে দিল শুন ধর্ম্মরাজ॥

হ্রদতীরস্থ যুধিষ্ঠিরের দুর্যোধনাহ্বান

যুধিষ্ঠিরে বলিলেক তাকে উপহাসি।
জল মধ্যে থাকি তুহ্মি প্রলাপ করসি॥

তুহ্মি দিলা পৃথিবী ভুঞ্জিব আহ্মি সবে।
ক্ষত্রিয় বংশেত জন্ম ব্যর্থ হৈল তবে॥
তোকে রণে না জিনি ভুঞ্জিব বসুমতী।
এমত মগদ নহি শুন মহামতি॥
সুচাগ্র প্রমাণ তুহ্মি না দিবা মেদিনী।
পূর্ব্বে তুহ্মি কৃষ্ণেত কহিলা হে বাণী॥
পৃথিবী দিবারে যদি মোরে হৈত মন।
তবে কেহ্নে নষ্ট হৈত এত বন্ধুগণ॥
জীবনের আশা এড়ি স্থির কর মন।
উঠ ২ যুদ্ধ কব গান্ধারী নন্দন॥

ধর্ম্মযুদ্ধে উভয়ের অঙ্গীকার

পুনরপি বলিলেক রাজা দুর্য্যোধন।
তুহ্মিসবে বলবন্ত সহায় বহুজন ॥
আহ্মি একেশ্বর সংগ্রামে নহে তুল।
'কেমতে জিনিব আহ্মি সমর অতুল॥
এক ২ যুদ্ধ যদি ধর্ম্ম যুদ্ধ করি।
সবে বেড়ি না মারিবা ধর্ম্ম পরিহরি॥
অস্ত্রের নিয়ম কর ধর্ম্ম যুদ্ধ করি।
আর অস্ত্র না লইবা গদা পরিহারি॥'[১০]
দুই পক্ষ যুধিষ্ঠিরে কৈল অঙ্গীকার।
জল হতে উঠে তবে কৌবর দুর্ব্বার॥
পুন ২ পাণ্ডবের শুনিয়া তর্জ্জন।
মহাবল দুর্য্যোধন অতিক্রোধ মন॥
সর্ব্ব লৌহময়ীগদা হস্তে তুলি লৈল।
দণ্ড হস্তে যম যেন বিদ্যমানে আইল॥
অতিকোপে দুর্য্যোধন বোলয়ে বচন।
মোর সমে সমর করিবা কোন জন॥
তবে ধর্ম্ম বোলে শুন গান্ধারী নন্দন।
অন্যথা না করি আহ্মি তোহ্মার বচন॥

যাকে মনে পরিহাসে পঞ্চের ভিতর।
তার সমে যুদ্ধ কর শুন নৃপবর॥
তাহাকে জিনিলে তুহ্মি পাইবা বসুমতী।
নওবা সমরে পড়ি হও স্বর্গগতি॥
নৃপতির আর্ত্ত পাইয়া দুর্যোধন বীব।
বিচিত্র কবচ দিয়া জড়িল শরীর॥
সুবর্ণে মণ্ডিত শিরস্ত্রাণ দিল মাথে।
সর্ব্ব লৌহময়ী গদা তুলি লৈল হাতে॥
কোনে গদা লইবা আইস মোর আগে।
আজিগা মোর হাতে তার মৃত্যুএ মাগে॥
এ বলিয়া দুর্য্যোধন করে আস্ফালন।
হাতে গদা লই উঠে পবন নন্দন॥
মহাবল ভীমসেন গদা লৈল হাতে।
সাক্ষাৎ কুবের যেন সংগ্রাম ভূমিতে॥

ভীম-কৃষ্ণ কথোপকথন

ক্রোধ করি বোলে বাসুদেব মহাশয়।
নির্বুদ্ধি হইয়া তুহ্মি পড়হ সংশয়॥
গদা যুদ্ধে বিশারদ রাজা দুর্য্যোধন।
তার সমে গদা যুদ্ধ করিব কোন জন॥
যদি যম বরুণ আইসএ একবারে।
গদাযুদ্ধ দুর্য্যোধন জিনিতে না পারে॥
হেন গদা পণ কৈলা অস্ত্রের নিয়ম।
বিজয় সংশয় পুনি বিধি হৈল বাম॥
পাইবা বিজয় তুহ্মি করিল সংশয়।
এ বলিয়া ক্রোধ হৈল কৃষ্ণ মহাশয়॥[১১]
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে বৃকোদর॥
বিষাদ না কর মনে শুন দামোদর।
তুহ্মি পাণ্ডবের গতি শুন মহাশয়।
তোহ্মার প্রসাদে মুই করিমু বিজয়॥
দুর্য্যোধন মারিমু আজি গদার প্রহারে।

বিজয় পাইব যুধিষ্ঠির নরবরে॥
ত্রিভুবন আসি যদি করে মহারণ।
তাহারে জিনিতে পারি কিবা দুর্য্যোধন॥
ভীমের বচনে উৎসা হৈল দামোদর।
তোহ্মার সমান নাই পৃথিবী ভিতর॥
মারিলা কির্ম্মিক তুহ্মি রাক্ষস দুর্ব্বার॥
কৈলাস মর্দ্দিয়া কৈলা যক্ষের সংহার॥
হিড়িম্ব জটাসুর মারিলা জরাসন্ধ॥
কীচক মারিলা তুহ্মি করিয়া প্রবন্ধ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক তনয়।
বিষম সমরে মারি তুহ্মি কৈলা ক্ষয়॥
আপনা পৌরুষ ধরি করিবা সংগ্রাম।
গজতে লুকায় আজি দুর্য্যোধন নাম॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বাড়িল উৎসাহ।
চন্দ্রের উদয় কালে যেন সাগর প্রবাহ॥

ভীমকর্তৃক দুর্যোধনকে তিরস্কার

তর্জ্জে গর্জ্জে ভীমসেন দুর্য্যোধন চাহি।
কথা গেল দুর্য্যোধন তোহ্মার বড়াই॥
তার পাপ ফল পাইবে যত কৈলে কর্ম্ম।
আপনে ২ স্মর সে সব অধর্ম্ম॥
দ্রৌপদী সভাত আনি কৈলা কোন কর্ম্ম।
কোথা তুর মাতুল শকনি নরাধম॥
কোথা গেলা কর্ণতোর প্রাণের বান্ধব।
প্রাণ তোর রাখিছ সহিতে পরাভবে॥
তোর পাপে পিতামহ পড়িল দুর্ব্বার।
তোর পাপে দ্রোণ শল্য বীরের সংহার॥
ভাইসব পড়িল তোহোর বিদ্যমান।
পড়িল নৃপতি সব ইন্দ্রের সমান॥
কুল ক্ষয়ে জন্ম তুহ্মি প্রসিদ্ধ কুলাঙ্গার।
এহি গদা লৈয়া তোকে করিমু সংহার॥

ভীমের বচন শুনি বোলে দুর্য্যোধন।
বিপত্তিত কাতর না হএ মহাজন॥

ভীমের তিরস্কারে দুর্যোধনের আস্ফালন

কিসের গর্জ্জসি মূঢ় অহঙ্কার মনে
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাইব এখনে ॥
হিমগিরি পর্ব্বত শিখর সম শর।
মহাগদা দেখ মোর মূঢ় বৃকোদর ॥
যতশক্তি আছে তোর দেখায় সমরে।
এহিগদা ঘাএ আজি যাইবা যমঘরে॥

কৃষ্ণ-বলভদ্রের যুদ্ধ দর্শন

সর্ব্ব সবা বসিলেক দেখিবারে রণ।
কৃষ্ণ সমে বসিলেক পাণ্ডব নন্দন॥
তীর্থ যাত্রা হতে আইল বলভদ্র বীর।
গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভাই নির্ভয় শরীর॥
সম্ভাষিয়া যুধিষ্ঠির বোলয়ে বচন।
ভাই ২ যুদ্ধ করে দেখে মহাজন॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধনে করিল প্রণতি।
সভাতে বসিল বলভদ্র মহামতি॥
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বোলে হলধরে।
তীর্থেত শুনিলা আহ্মি কহিতে মুনিবরে॥
কুরুক্ষেত্র রণে পড়ি হএ স্বর্গবাস।
হেন কথা কহিছে পুরাণ ইতিহাস॥
সোমন্ত পঞ্চকে যায় সমর ভিতর।
হ্রদের ভিতরে যুদ্ধ বড়ই সুন্দর॥
বলভদ্র বচনে চলিল দুর্য্যোধন।
সোমন্ত পঞ্চকে গেল সব যোদ্ধাগণ॥

ভীম দুর্যোধনের গদা যুদ্ধ
দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গ

রণভূমি প্রবেশিয়া বসিল আসনে।
গদা হস্তে আস্ফালএ ভীম দুর্য্যোধনে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে চলে।
চরণ পূজিল যার নৃপতি মণ্ডলে॥
রাজচক্র মণ্ডলে বেষ্টিত নরবর।
মাথাএ ধ্বজ ছত্র চন্দ্র সমশর॥
হেন রাজা দুর্য্যোধন হাতে গদা কবি।
হাটিয়া ২ যাএ যেহেন কেশরি॥
রথেত চড়িয়া গেল আর যত বীর।
রথরথী হৈয়া যাএ নির্ভয় শরীর॥
সর্ব্বাঙ্গেত ঘর্ম্ম হৈল নম্রতর শির।
দেখিয়া লোমঞ্চ হৈল সবার শরীর॥
ভেরিশঙ্খ বাজে দেখ সৈন্য সিংহনাদ।
দুর্য্যোধন হৃদয়ে বাড়িল অবসাদ॥
গদাহস্তে করি বোলে রাজা দুর্য্যোধন।
আইস ভীমসেন মোর সঙ্গে কর রণ॥
উচ্চ স্বরে আস্ফালন্ত কৌরবের পতি।
থর ২ কাপএ সকল বসুমতি॥
গগনে নির্ঘাত পড়ে উষ্ণহ বাত।
সর্ব্বলোকে দেখএ যে বড় উৎপাত॥
উল্কাপাত পড়ে সব সমর ভিতর।
বিনিমেঘে রক্তবৃষ্টি হৈল বহুতর॥
গৃদ্ধকঙ্ক কাক সব শকুনি সাচান।
গগনে ভ্রমএ সব অতি বলবান॥
কৈলাশ সমান গদা হাতে তুলি লৈল।
গর্জিতে ২ ভীম বিদ্যমানে আইল॥
ইন্দ্র যেন বৃত্র বধে করে আস্ফালন।
দুর্য্যোধন প্রতি তেন গর্জে ভীমসেন॥

চিরকাল কৈল তুহ্মি অধর্ম্ম বিশাল।
যত পাপ কৈল তোর বাপ মহীপাল ॥
তারফল পাইবা আজি শুন দুর্যোধন।
মোহোর হাতেত আজি তোহোর নিধন ॥
এ বলিয়া ভীমসেন করিল উদ্যম।
মহাবীর দুর্য্যোধন না করে সম্ভ্রম॥
ভ্রমায়ন্ত গদা ভীম আস্ফালন করি।
পৃথিবী সঞ্চার যেন করে শৃঙ্গগিরি॥
দুই মহাগজে যেন দন্তে মিশামিশি।
দুইগদা ঘর্ষণে আনল পড়ে খসি॥
দুই মহা বৃষে যেন শৃঙ্গে জড়াজড়ি।
দুই সিংহ যেহেন গুহাতে গড়াগড়ি॥
অন্যে ২ গদা লই করে হানাহানি॥
গদাশিক্ষা বিশারদ দুই মহামানি॥
রুধির বহএ ধারে দোহান শরীরে।
পুষ্পিত কিংশুক যেন হইল দুই বীরে॥
দুইগদা ঘরিষণে জ্বলন্ত আনল।
দেবঋষি গনে চাহে গগন মণ্ডল॥
দুই বীরে গদা যুদ্ধ করন্ত বিশাল।
মহাযুদ্ধ দেখিয়া বসিল সভাপাল॥
শ্রম হই দুই বীর মুহূর্ত্তেক রহে।
পুনি প্রাণ উপেক্ষি রণে কেহ নহি সহে॥
পরম বিস্মিত হই চাহে সর্ব্বজনে।
হাতে গদা যুদ্ধ করে দুই মহাজনে॥
ধুম্রসমে অগ্নি জ্বলে বিজুলি সমান।
গগনে নির্ঘাত যেন বরিষার কাল॥
দুর্য্যোধন মাথাত মারিল ভীমে যবে।
পৃথিবী কম্পিল বীর না কম্পিল তবে॥
ভীমের মাথাত মারে দুর্য্যোধন বীর।
রুধির বহএ ধারে না কম্পে শরীর॥
ঘোর গদা সহ দুর্য্যোধন মহাবলী।
সর্ব্ব শক্তি মারে গদা হৃদয় আকলি॥

বেদনা পাইয়া তবে দুর্যোধন বীর।
অতিকোপে গদা মারে নির্ভয় শরীর॥
দুর্য্যোধন রাজার গদা যেন বজ্রসম।
ক্ষণেকে শিথিল হৈল ভিমের বিক্রম॥
রণ সহি ভীমসেনে মহাগদা লৈল।
যুগান্তের যম যেন মহাক্রোধ হৈল॥
আঠুপাতি গদা লৈল কুরু নৃপবরে।
দুই হাতে গদা মারে হৃদয় উপরে॥
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডব সকল।
ফাল দিয়া উঠিল কৌরব মহাবল॥
অতিক্রোধে গ্রাসএ গর্জএ যেন সর্প।
মহাবীর দুর্য্যোধন মূর্ত্তিমন্ত দর্প॥
সর্ব্ব শক্তি মারে গদা ভীমের ললাটে।
হুড়ুকা লাগিল যেন যমের কপাটে॥
সেই ঘাও সহিয়া প্রচণ্ড বৃকোদর।
নির্ঘাত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর॥
কৈলাশ সমান গদা তুলি লৈল হাতে।
বিক্রম করিয়া মারে দুর্য্যোধন মাথে॥
সেই ঘায়ে মহাবীর হৈল অচেতন।
ভূমিত পড়িল কুরুপতি দুর্য্যোধন।
রুধির বহে ধারে মোহো পাইল কুরু।
পৃথিবীত পড়ে যেন এক শৃঙ্গ তরু॥[১২]
হরিষে করএ নাদ পাত্রবর বলে।
কৌরবের নৃপতি পড়িল ভূমিতলে॥
'নানা বাদ্য বাহএ দুন্দুভি সিংহনাদ।
মৃদঙ্গ পিনাক বাজে জয় ২ বাদ॥'[১৩]
উঠিল চৈতন্য পাই দুর্য্যোধন বীর।
নিদ্রা হতে উঠে যেন গজেন্দ্র শরীর॥
ভ্রমাইয়া গদা করিল প্রহার।
ভীমসেন পড়ে যেন পর্ব্বতের সার॥
ভূমিগত ভীমসেন রক্ত পড়ে ধারে॥
চৈতন্য হারাইল ভীম গদার প্রহারে॥

উল্লসিত দুর্য্যোধন করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের বলে হৈল কহুল বিশাদ॥
বদনে রুধির বহে দ্বীপ[১৪] হৈল চূর।
ক্ষণেকে চৈতন্য পাইল ভীমসেন শুর॥
সব্য অপসব্য গতি গদার প্রহারে।
দুই মহাবলবন্ত নির্ভয় শরীরে॥
অন্যে ২ হানাহানি করন্ত বিষম।
দুই মহাবীর্য্যশালী দুই পরাক্রম॥

কৃষ্ণ-পার্থ কথোপকথন

গদা যুদ্ধে মহাবীর করে মহারণ।
কৃষ্ণেত পুছন্তি পার্থ পাণ্ডব নন্দন॥
ভীম দুর্য্যোধন দুই সংগ্রামে দুষ্কর।
বলাধিক কেবা হএ কহ গদাধর॥
বলাবল বুঝি এবে বোল দামোদর।
অর্জ্জুনের কথা শুনি কহে গদাধর॥
উপদেশ সমান যাএ দুইজন।
কিছু বলবন্ত ভীম পাণ্ডব নন্দন॥
‘কার্যেত কুশল এহ মহাশিক্ষাবন্ত।
মহাবল দুর্যোধন কৌরব দুরন্ত।’[১৩]
ন্যায়যুদ্ধে তাহার নাইক পরাজয়।
করিলেক অন্যায় যুদ্ধ ভীমের বিজয়॥
অন্যাএ জিনিব শত্রু হেন আছে নীতি।
হেন শাস্ত্র বুঝায়ন্ত শক্র বৃহস্পতি॥
মাঞাঁবন্ত ত্রিলোচনতনয় দুর্জ্জয়।
মাঞাঁ যেন করিল দেবেন্দ্র মহাশয়॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা জান নাশিবারে কুরু।
গদামারি ভাঙ্গিবারে দুর্য্যোধন উরু॥
তাহার সময় এহি জান ধনঞ্জয়।
অল্পের কারণে পার্থ হারাইলা বিজয়॥
অন্যাএ না কর যদি কৌরব সংহার।

এহি রাজা দুর্য্যোধন নৃপতি তোহ্মার॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ বড় চিন্তা পাইল।
আপনা উরুতে মারি ভীমেরে দেখাইল॥
আপনা প্রতিজ্ঞা ভীম স্মরিলেক মনে।
গদা হস্তে মণ্ডলিকা করে দুই জনে॥
সব্যাসব্য গতি মণ্ডলি বিধানে।
মণ্ডলিক করন্ত দুই গদার সন্ধানে॥
অন্যে ২ সহে দুই ছিদ্র অনুসারে।
অন্যে ২ করে দুই গদার প্রহার॥

দুর্যোধন বধ

ছিদ্র পাইয়া মারে ভীম বজ্রসম গুরু।
দুর্য্যোধন রাজার ভাঙ্গিল দুই উরু॥
দুই উরু ভাঙ্গিয়া পড়িল দুর্য্যোধন।
আর্ত্তনাদে পুরিলেক পৃথিবী গগন॥
অনুশোচ করে সব আত্মপরগণ।
সর্বনাশ করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥
পৃথিবী উপরে যেন পর্ব্বত খসিল।
মোহোশ্চিত দুর্য্যোধন ভূমিতে পড়িল॥
ত্রস্ত্র হৈল গজবাজি শুনিয়া মর্দ্দন।
ভেরিশঙ্খ তুমুল বাজএ ঘন ঘন॥
ভীমসেনে মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল গদা যুদ্ধ কৈল ভীম মহাজন॥
মৃগেন্দ্র মারিল যেন মহামত্ত গজ।
ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন পুরন্দর ধ্বজ॥

ভীমকর্ত্তৃক দুর্যোধনকে উপহাস

কাছে গিয়া বৃকোদর বোলে বীরদাপ।
কোথা গেল দুর্যোধন তোহ্মার প্রতাপ।

একবস্ত্র দ্রৌপদীক সভাতে আনিলা।
করিলে অধর্ম্ম যত হাতে ২ পাইল।

দুর্যোধনকে ভীমের পদাঘাত

ভীমে বাম পদ দিল মাথার উপর।
দ্রসন বর্জ্জিত যেন সর্প জলধর॥
পাএ মাথা লাড়ি ভীম বোলে আরবার।
কোথা গেল দুর্য্যোধন তোব অহঙ্কার॥
নৃত্য করে ভীমসেন কবিয়া বিজয়।
ডাক দিয়া বোলে তবে ধর্ম্ম মহাশয়॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্যোধন।
কৌরবের অধিপতি আর জ্ঞাতি তিনজন॥
সূচা জন হএ সামান্য নহে বীর।
চরণে পরশ কেনে তাহাব শরীর॥

দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

পৃথিবী পূজিত দেখ মহানরপতি।
সকল নাশের হেতু তাহার আকৃতি॥
এ বলিয়া যুধিষ্ঠির করএ ক্রন্দন।
সর্ব্বনাশ করিল পাপীষ্ঠ দুর্য্যোধন॥[১৬]
কাছে গিয়া যুধিষ্ঠির বলিল বুঝাই।
আপনার সূচা তুক্ষি না দেখিলা ভাই॥
যেবা যেই কর্ম্ম করে সেই ফল পাএ।
হেন সে আছিল ভাই তোক্ষার উপাএ॥
পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি যত হইল নিধন।
বধূসমে মোহোরে গঞ্জি সর্ব্বক্ষণ।
পত্নী হৈল বিধবা পতির হৈল নাশ।
এ বলিয়া ধর্ম্মরাজ এড়এ নিশ্বাস॥

বিলাপএ যুধিষ্ঠিব করি অনুতাপ।
না জানম কুরুবংশে কার হৈল শাপ॥

লাচাড়ি

কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির নয়নে বহে নীর
দুর্য্যোধন চাহি ঘন ঘন।
তুমি আহ্মি দুই ভাই দুই মারি যাকে পাই
হেনহি সে বিধির ঘটনা॥
শকুনি কুবুদ্ধি অতি দুঃশাসন পাপমতি
প্রতিদিন করিলা যুকুতি।
না চিন্তিলা হিতাহিত পাপবুদ্ধি উপস্থিত
আহ্মাকে নিন্দিত লোকে অতি॥
যে হেন সুগ্রীব বালী আছিলেক ভাই বলি
সেই মত তোহ্মার আহ্মার।
রাবণ যে বিভীষণ আছিলে দুইজন
যেন মৈল করি অহঙ্কার॥
তোর জ্যেষ্ঠ ভাই আহ্মি আহ্মারে না মান তুহ্মি
আহ্মি তোকে স্মরি নিরন্তর।
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম তাকে এহি লও নাম
দূর হৈয়া গেল দামোদর॥
তথাপি অকীর্ত্তি মোর হইলেক নিরন্তব
এ ছার রাজ্যের নাহি স্বাদ।
দুষ্টজনে মনে যুক্তি দৈব কৈল হেন গতি
তোহ্মার আমার বিসম্বাদ॥
এ বলিয়া নরপতি কান্দিয়া বিকল অতি
দুর্য্যোধন চাহিয়া তখন।
কোন জন্মে কৈল পাপ এবে পাও মৃত্যুতাপ
সংহার হৈল বন্ধুগণ॥

গদাযুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের জন্য ভীমের প্রতি বলভদ্রের ক্রোধ

এতশুনি বলভদ্র হইলেক কোপ।
নরেন্দ্র সভাতে বীরে করে অধিরোপ॥
গদা যুদ্ধে বিধি আছে নাভির সমান।
নাভীর নীম্নেত নাই গদার সন্ধান॥
মোর বিদ্যমান ভীমে কবিল অধম্ম।
না জুআএ বেদ বিধি তাহার অধর্ম্ম॥
কোপে জ্বলে বলভদ্রে প্রতাপে অপার।
লাঙ্গল গাড়ি যাএ ভীম মারিবার॥
যেন মত পর্ব্বতে বিচিত্র ধাতু শোভে[১৭]।
বলভদ্র উঠিতে ধরিল বাসুদেবে॥
দুই হাত প্রসারিয়া ধরিল সাপুটি।
ওষ্ঠকাপে বলভদ্র করএ ভ্রুকুটি॥
ক্রোধ পরিহর ভাই শান্ত করি মন।
শুন কহি তোহ্মাতে সকল বিবরণ॥

কৃষ্ণকর্তৃক বলভদ্রের ক্রোধ নিবারণ

পাণ্ডবের মিত্র আহ্মি সহজে সম্বন্ধ।
না হএ অন্তর মোর কুটুম্বিতা গন্ধ॥
বাপের ভাগিনী কুন্তী মায়ের সমান।
তাহার তনয় দেখ ভাই বিদ্যমান॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কবিল বৃকোদরে।
দুর্য্যোধন নৃপতির উরু ভাঙ্গিবারে॥
কৌরবেরে শাপ দিল মদ্র মুনিবরে।
তাহার কারণে ভীমে উরু ভাঙ্গি পাড়ে॥
এতেকে ভাঙ্গিল উরু তার নাই দোষ।
আপনার বন্ধু জানি পরিহর রোষ॥

বলভদ্রের দ্বারিকায় গমন

কৃষ্ণের বচন শুনি বলভদ্র বীর।
পুনি বিচারিয়া বোলে অক্ষোভ উত্তর॥
অনুমানে বুঝিলাম ধর্ম্মের পাইল লোপ।
অধার্ম্মিকে করন্ত ধর্ম্মের অধিরোপ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধন পাই স্বর্গগতি।
অকীর্ত্তি পাই যুধিষ্ঠির নরপতি॥
এ বলিয়া বলভদ্র রথ আরোহিল।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক কৃষ্ণে সান্ত্বাইল॥
দ্বারিকাএ চলি গেল এথা না রহিল।
এহিমতে যুধিষ্ঠির রণ নির্ব্বাহিল॥

ভীমকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা

রাজার অগ্রেত ভীম জোড়ে দুই হাত।
নিষ্কণ্টকে বসুমতী ভোগ নরনাথ॥
সপুত্র বান্ধবে আর মিত্র সম্পদিত।
মহাশত্রু দুর্য্যোধন পড়িছে ভূমিত।
সমুদ্র পর্ব্বত সমে যত বসুমতি।
যতদূর কিরণ সঞ্চরে দিনপতি॥
আজি হতে পৃথিবী তোক্ষার হৈল বশ।
ত্রিভুবনে ঘোষিবেক গোবিন্দের যশ॥
তুষ্টি হৈয়া যুধিষ্ঠির বলিল বচন।
পৃথিবী জিনিল আক্ষি কৃষ্ণের কারণ॥
শত্রু জিনি জয় পাইল বড় পুণ্য মানি।
শুনিয়া সন্তোষ হৈব আক্ষার জননি॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা শুনি হৈব তুষ্টমান।
সমবেত হৈল পুনি কৌরব নিধন॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি
কৃষ্ণের সান্ত্বনা

যুধিষ্ঠির রাজাত কহএ দামোদর।
আজি সে সফল হৈল শত্রু হৈল তল॥
পাইলা সকল রাজ্য বহু পুরস্কার।
পাপমতি কৌবব পড়িল দুরাচার
আপনে অধর্ম্ম কবে ধর্ম্মে নাহি সহে।
সুহৃদের বাক্য লংঘি এহি ফল পাএ॥
অনেক বলিল দ্রোণ বিদুর সুমতি।
ভীষ্মে কৃপে কহিল অনেক ধর্ম্ম নীতি॥
না দিল পৈতৃক ভাগ পাপ দুর্য্যোধন।
তাকে অনুশোচ তুহ্মি কিসের কারণ॥
রথ আরোহণ কর শিবিরেত যাই।
পাপমতি দুর্য্যোধন নহে তোর ভাই॥

কৃষ্ণের প্রতি
দুর্যোধনের কোপ

কৃষ্ণের বচনে তবে ক্রোধ করি মন।
অতি ক্রোধে অর্দ্ধ অঙ্গ তোলে দুর্য্যোধন॥
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ গোবিন্দক চাহি।
মহামানি দুর্য্যোধন বেদনা না সহি॥
নিরাকুল[১৯] বচনে বলিল দুর্য্যোধন।
পরম বিস্ময় হৈয়া চাহে সর্ব্বজন॥
কংস দাস সুত তুহ্মি দৈবকী নন্দন।
লজ্জা অবসাদ নাহি সেই সে কারণ॥
গদাযুদ্ধ অবিহিত করিয়া কারণ।
বিধর্ম্ম করিয়া মোর লইলে জীবন॥
মহাযোদ্ধা রাজা সব ধার্ম্মিক শরীর।
কপটে মারিলা তুহ্মি যত মহাবীর॥
এতেক সে লজ্জা নাই সমর বর্জ্জিলা।
শিখণ্ডীক আগে করি ভীষ্মক বধিলা।

পাণ্ডুপুত্র বধ হেতু কর্ণে শক্তি আনি।
ঘটোৎকচ মার তুহ্মি কপট সন্ধানি॥
বসুমতী গ্রাসিলেক কর্ণ রথচক্র।
অর্জ্জুনে না মারে তারে তুহ্মি হৈলা বক্র।[২০]
অশ্বত্থামা মহাহস্তী পড়িল সমরে।
মিথ্যা কথা কহি তুহ্মি মারিলা দ্রোণেরে॥
যদি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর মহাশয়।
কপটে না মার যদি কথাতে বিজয়॥

দুর্যোধন বাক্যে
কৃষ্ণের উত্তর

দুর্য্যোধনে বলিলেক সভাব ভিতব।
সমোচিত উত্তর দিলেক গদাধব॥
গান্ধারীর পুত্র তুহ্মি বড় অপকাবী।
সবংশে নাশিব তোরে যেন মতে পাবি॥
ভীষ্ম দ্রোণ বীর সব পড়ে তোব পাপে।
অধর্ম্মে নাশিব যাকে রাখে কার বাপে॥
তোব সঙ্গদোষে জান পড়ে কর্ণবীর।
অধর্ম্ম না সহে জান ধর্ম্মের শরীর॥
আহ্মি গিয়া কহিলাম করিয়া পিরিতি।
না দিলে পাণ্ডব ভাগ শুনরে দুর্ম্মতি॥
ক্রীড়া[২১] পাশা খেড়ি[২২] নিলা রাজ্যধন।
বনেত পাঠাইলা পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন॥
জয়দ্রথ পাঠাইয়া দ্রৌপদী হরিলে।
বিচারিয়া চাহ মূঢ় কোন কর্ম্ম কৈলে॥
দুগ্ধ মুখ অভিমুন্য শিশু সুকুমার।
সপ্তরথী মিলি তাকে করিলা সংহার॥
আপনার দোষে পাপী আপনে মরসি।
না বুঝিয়া মতিনাশ আহ্মাকে নিন্দসি॥
আহ্মাকে বোলসি বাক্য অধর্ম্ম করিলে।
আপনার দোষ হেন মনে না ধরিলে॥

শক্র বৃহস্পতিএ বুঝাইল উপদেশ।
উলটিয়া নীতি শাস্ত্র না বুঝিলা শেষ॥

দুর্যোধনের প্রতিউত্তর

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে দুর্য্যোধন।
বিপত্তিত কাতর না হএ মহাজন॥
পঠিনু বহুল শাস্ত্র কৈল নানা দান।
আচরিণু যজ্ঞ হোম বিবিদ বিধান॥
একচ্ছত্রে শাসিল সকল বসুমতী।
শত্রুশিরে পদ দিয়া হৈনু কুরুপাত॥
সোদর সহিতে মুই কৈনু ধর্ম্মবণ।
সবান্ধবে স্বর্গে যাব শুন জনার্দ্দন॥
তুহ্মি সব রহিলা পাইবা মাহাশোক।
সপুত্র বান্ধবে মুই তরিনু পবলোক॥
এহিবাক্য কহিয়া পড়িল দুর্য্যোধন।
গগনে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥
সাধু ২ সিদ্ধগণে বোলএ বাখান।
অপ্সরাএ নৃত্য করে দেখে বিদ্যমান॥

পাণ্ডবগণের প্রস্থান

জয় পাই পাণ্ডবে করন্ত মহোৎসব।
ভেরি শঙ্খ দুন্দুভ বাজএ বহুতর॥
নানা বাদ্য বাজএ সমুদ্র উথলিল।
কৃষ্ণের সম্মতে সব রথ আরোহিল॥
একে ২ যত বীর সকল চলিল।
আনন্দিত সর্ব্বজন হরিষে চলিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি মহাবীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নির্ভয় শরীর॥
সুধামন্যু উত্তমৌজা বীর চেকিতান।
স্বর্ণবস্তু ধ্বজ চরে বিবিধ বিধান॥

চলিল পরম সুখে পাঞ্চাল সঞ্জয়।
সানন্দিত মন হৈল ধর্ম্ম মহাশয়॥
দুর্য্যোধন রাজার শিবির বিচারিল।
ধনরত্ন যতকিছু সকল গ্রহিল॥
সেই রাত্রি তথাতে রহিল যুধিষ্ঠিব।
কৃষ্ণ সমে সাত্যকি পাণ্ডব যতবীর॥

পাণ্ডব-নাশে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা

তবে অশ্বত্থামা কৃপা তিন মহাজন।
সমর ভূমিতে গেল যথা দুর্য্যোধন॥
তিন জন দেখি রাজা মেলিল নয়ন।
দুই চক্ষু হতে জল পড়ে ঘন ২॥
ক্রোধ হৈল অশ্বত্থামা বলিল বচন।
বাপ মোর মারিলেক ক্রীড়া করি রণ॥
সেই দুঃখ মোর মনে নাহিক অপার।
তোহ্মাকে দেখিয়া দুঃখ লাগে আহ্মার॥
সৈত্য করিলাম আহ্মি শুনহ নৃপতি।
আজি রাত্রি পাঞ্চাল মারিমু শ্রীঘ্রগতি॥
বিক্রম দেখিব আজি দৈবকী নন্দন।
পাঞ্চাল পাঠাইব আজি যমের ভুবন॥

সেনাপতি পদে অশ্বত্থামার অভিষেক

দ্রোণ পুত্র বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন।
কৃপেত কহিল তবে আনন্দিত মন॥
ভরিয়া সুবর্ণ ঘট ঝাটে আন জল।
সেনাপতি করিয় অশ্বত্থামা মহাবল॥
রাজার আদেশ পাইয়া গেল মহামতি॥
জল আনি অভিষেক কৈল সেনাপতি॥

নৃপতিব আজ্ঞা লৈযা গেল তিনজন।
পাঞ্চাল বংশ সব করিতে নিধন।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকৃপা মহাবল।
মহাকোলাহল করি চলিল সকল॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধিব বহে ধূলিএ ধূলিত।
দুর্য্যোধন পড়িয়াছে সমর ভূমিত।
এহিমতে গদাপর্ব্ব হৈল সমাধান।
তাব পাছে সৌপ্তিক যে পর্ব্বেব সন্ধান॥
ভাবতেব পুণ্য কথা অমৃতেব ধাব।
পদে ২ যাহাব ধর্ম্ম অবতাব॥
বিজযপাণ্ডব কথা যেবা শুনে গাহে।
আইউ যশ বাড়ে দুঃখ দাবিদ্র পলাএ॥
শ্রীযুৎ নাযক লস্কব পবাগল।
কথা শুনি হাসন্ত অনন্ত কুতূহল॥
বিপত্তিব কালে হএ বুদ্ধি বিপবীত
কি কবিব দানে ধ্যানে কি কবিব নিত্য॥
ভীষ্মদ্রোণ পড়ে দেখ কর্ণ পড়ে বণে।
তভু যুদ্ধ জিনিতে না পাবে দুর্যোধনে॥
ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত।

তথ্যপঞ্জি

১ খ পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।
২. খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৩ খ- পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।
৪. মাঞাঁ খ।
৫. খ পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।
৬ বালক ছলিল যেন কপট বামনে- খ।
৭. খ- পুথিব পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৮. এ অংশ টুকু খ- পুথিতে অনুপস্থিত।
৯. এ ছত্রসমূহ খ- পুথিতে নেই।
১০. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১১. খ- পুথিতে এ পাঠ অনুপস্থিত।
১২. গ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
১৩. গ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
১৪. মর্ম্ম - গ।
১৫ গ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
১৬. গ- পুথিতে এ অংশ নেই।
১৭. গ- পুথির পাঠ। ক- আসোতে।
১৮. খ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
১৯. নিরুপঙ্ক-খ।
২০. খ- পুথির পাঠ। ক- তাহাকে বধিলা তুর্ক্ষি হৈয়া শত্রু।
২১. ক্রীড়া।
২২. খেলি।

সৌপ্তিকপর্ব

ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রশ্নে
অশ্বত্থামাদির শেষ চেষ্টা

জনমেজয় নৃপতিএ জিজ্ঞাসিল পুনি।
তারপরে কি হৈল কহ মহামুনি॥
মুনি বোলে জনমেজয় শুন সাম্বিতে।
তিন বীরে যে কহিল কহি সুনিশ্চিতে॥
বিপদের কালে হএ বুদ্ধি বিপরীত।
কি করিব দানে পুণ্যে কি করিব নিত্য॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পড়ে রাজা পড়ে রণে।
মৃত্যু যুদ্ধ করি পড়ে রাজা দুর্য্যোধনে॥[১]
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপা মহামতি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আইল তিন যোধপতি॥

অরণ্য-মধ্যে
অশ্বত্থামার বিশ্রাম

সমীপে দেখিল এক গহীন কানন।
তাথা গিযা বিশ্রাম করিল তিনজন॥
বটবৃক্ষ তলে গিয়া বিশ্রাম করিল।
তৃণ পাইয়া[২] দিয়া সব তুরগ রাখিল॥
বটবৃক্ষ তলেত বসিল তিনজন।
শোকাকুল হৃদয় ভাবএ দুর্য্যোধন॥
কৃতবর্ম্মা কৃপের চোক্ষেত নিদ্রা আইল
পিতৃশোকে অশ্বত্থামা নিদ্রা না আইল॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে নিঃশ্বাসএ বীর
পিতৃশোকে সঘন নয়নে বহে নীর॥
আপনে প্রতিজ্ঞা কৈল রাজার গোচর।
চিন্তাএ বিকল অশ্বত্থামা মহাবল॥

শত্রুনাশে পেচক-প্রয়াস
দর্শনে অশ্বত্থামার উদ্বোধ

চারিভীতে চাহে বীর দেখে মহাবন।
চারিদিগ হতে আইল নানা পক্ষীগণ॥
সেই বটবৃক্ষে আসি করএ নিবাস।
দিন অবসানে হৈল তপন উদাস॥
উৰ্দ্ধ মুখে চাহে বীর বৃক্ষের উপব।
সহস্রে ২ কাক বৈসে নিরন্তর॥
এক মহাপেচক বজনী মুখে আইল।
নিশাভাগে বটবৃক্ষ ক্রোড়েত সান্ধাইল॥
নিদ্রা যাএ কাক সব গাছের উপবে।
গোটে ২ ধবি আনি উল্লুকে সংহারে॥
পক্ষীর শোণিতে সব ভরিলেক তল।
দেখিয়া চিন্তিত অশ্বত্থামা মহাবল॥
বড় ভাগ্যে আজি বটবৃক্ষ তলে আইল।
বড় উপদেশ মোক উল্লুকে শিখাইল ॥
না পারিমু শক্তিএ পাণ্ডব জিনিবার।
নিদ্রাকালে রজনীত করিমু সংহার॥
পিতৃ বৈরী সংহারিয়া প্রতিজ্ঞা পুরিমু।
রাজার আশ্বাস তবে সফল করিমু॥
অন্যায় করিল যুদ্ধ পাণ্ডব নন্দন।
উরুভাঙ্গী পাড়িল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
কপটে কপট করি তাত নাই দোষ।
প্রতিজ্ঞা পুরিলে হৈব নৃপতি সন্তোষ॥

কৃপাকর্ত্তৃক দৈব
পুরুষ্কারের দোষগুণ বর্ণন

কৃতবর্ম্মা কৃপাক চৈত্য করাইল।
অনুমতি মাগিয়া উত্তর না পাইল॥[৩]

তাহার মাতুল কৃপা বলিল বিস্তর।
ক্রোধে না মানিল অশ্বত্থামা মহাবল॥
পুনে কৃপা কহিল শুনহ ভাগীনেয়।
ধর্ম্মমতি না হএ যে বিরোধ উপায়॥
নিদ্রাকালে চুরি করি শত্রু সংহারিব।
অধর্ম্ম করিয়া কোন পৌরুষ কবিব॥
যদি যুদ্ধ করিবারে করিলা নিশ্চয়।
প্রভাতে চলিয়া তুহ্মি করিবা বিজয়॥
আহ্মি দুই সহাএ করিবা মহারণ।
তোহ্মার সাক্ষাতে স্থির হৈব কোন জন॥

পিতৃশত্রু নাশে
অশ্বত্থামার যুক্তি

পুনি বোলে অশ্বত্থামা হৃদয় আকলি।
চারবুদ্ধি হতে আপনা বুদ্ধি বলি॥
অবশ্য করিব আহ্মি পাঞ্চাল সংহার।
শতেক অধর্ম্ম হৌক না করি বিচার॥
তোহ্মাব অগ্রেতে সব হইব নিধন।
কপটে মাবিল ভূরিশ্রবা মহাজন॥
উরুভাঙ্গী পাড়িল নৃপতি দুর্য্যোধন।
অধর্ম্মে জিনিল রণ পাণ্ডু নন্দন॥
অধর্ম্মে করিমু রণ কহিল নিশ্চয়।
আজিগা মাবিব আহ্মি পাঞ্চাল দুর্জ্জয়॥

অশ্বত্থামার পাণ্ডব
শিবির-অভিমুখে যাত্রা

এ বলিয়া অশ্বত্থামা রথ আরোহিল।
পাঞ্চাল শিবির বলি সত্বরে চলিল॥
একরথে যাএ অশ্বত্থামা মহারথী।
কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য চলিল সংহতি॥

শিবিরের দ্বারেত রহিল দুই বীর।
প্রবেশিল অশ্বত্থামা নির্ভয় শরীব॥

শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার অদ্ভূত দর্শন

দ্বারের ভিতরে দেখে পুরুষ আকার।
মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবজ্র সাব॥
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান মৃগ চর্ম্ম গাএ।
কণ্ঠ মধ্যে মহা এক ভুজঙ্গ খেলাএ॥
দীর্ঘ বাহু সেজে শিব নানা অস্ত্র ধরে।
মহাদীর্ঘ দন্ত সব দেখি ভয় করে॥
নয়নে অনল শিখা বিষণ্ন বদন।
দ্বারপথ বিরোধিয়া আছে[৪] মহাজন॥
অতিক্রোধে চাহিতে আছএ দ্রোণসুত।
চক্ষু হতে নিকলে অনল অদ্ভূত॥
জ্যোতিএ গগন ভরে দেখি ভয পাইল।
শতে২ শঙ্খ চক্র গদাধর আইল
অশ্বত্থামা মহাবীরে না করিল ভয়।
অস্ত্র বরিষণ করে সমব দুর্জ্জয়॥
সর্ব্ব অস্ত্র গ্রাসিল পরম ভয়ঙ্কর।
শক্তিমেলি হানে অশ্বত্থামা মহাবীর।
উপড়িয়া পড়ে শক্তি না ফুঠিল গাএ।
তপন উদয়[৫] যেন উল্কা বাহিরাএ॥
খড়েগর প্রহার করে অশ্বত্থামা বীর।
তৃণ হেন পড়ে খড়গ না ভেদে শরীর॥
ক্রুদ্ধ হৈল অশ্বত্থামা গদা মেলি হানে।
সেই গদা ব্যর্থ কৈল[৬] দেখে বিদ্যমানে॥
অস্ত্র বরিষণ করে না করিয়া ভয়।
যত অস্ত্র করে সব গিলি করে ক্ষয়॥
অস্ত্র সব অভাবে বিস্মিত দ্রোণসুত।
মনে ২ চিন্তে বীর দেখিয়া অদ্ভুত॥

গুরু বাক্য না শুনিয়া তার ফল পাইলু।
উন্মত্ত জনের হাতে বিক্রম হারাইলু॥

অশ্বথামার শিব স্মরণাগতি
এবং শিব উদ্দেশে আত্মদান

মাহদেব হেন বীর চিন্তিলেক মনে।
রথ হতে ভুলুষ্ঠিয়া পড়িল চরণে॥
বিস্তর করিল স্তুতি দ্রোণের নন্দন।
সুবর্ণের বেদি এক ছিল ততক্ষণ॥
দুই বাহু চিড়িয়া পড়িল হুতাশন।
তবে তুষ্ট হই বোলে দেব ত্রিলোচন॥
কৃষ্ণেব প্রীতিএ আহ্মি পাণ্ডব রাখিল।
তোর ভক্তি দেখি মুই তাক উপেক্ষিল॥
কালে তাক সংহারিল ললাট লিখিত।
হেতু মাত্র কর তুহ্মি হই সাবহিত॥
এ বলিয়া মহাদেব খড়গ এক দিল।
আপনার বিভূতি আপনে সংহারিল॥
শরাহ্মি পাইল অশ্বথামা ধনুর্দ্ধর।
যথাত শঙ্করগণ তথাত কিঙ্কর॥

অশ্বথামার শিবির-প্রবেশ
ধৃষ্টদ্যুম্নবধ

শিবিরে প্রবেশ কৈল অশ্বথামা বীর।
প্রবেশিল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরেব মন্দির॥
নিদ্রা যাএ ধৃষ্টদ্যুম্ন দিব্য কলেবর।
মণিরত্নে দীপ্তি করে পরম সুন্দর॥
পিতৃশোকে অশ্বথামা জাগাইল চরণে।
শয্যা হতে উঠিতে ধরিল ততক্ষণে॥
কেশেতে ধরিয়া তাক ভূমিত পেষিল।
সয়নেত গজ যেন সিংহে পরশিল॥

যুদ্ধ শ্রমে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিদ্রাএ বিকল।
উঠিতে না পারে বীর পড়ে ভূমিতল॥
গুরুর তনয় তুহ্মি গুরু মহাজন।
তোহ্মার অস্ত্রে মৈলে হএ সর্গেত গমন॥
হৃদে বসি কণ্ঠ ভিড়ি দ্রোণের নন্দন।
কথাঞ্চিত ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল বচন॥
তবে অশ্বত্থামা বীরে বলিল বচন।
গুরুবধ কৈলে তুই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
অস্ত্রে তোহ্মা না মারিমু না হবে স্বর্গগতি।
গুরু বধি পাতকীর নরকে হৌক গতি॥
এ বলিয়া অশ্বত্থামা ধরে আরবার।
চবণে প্রহারে তাকে করিল সংহাব॥
স্ত্রী সবে করন্ত পবম কোলাহল।
অস্ত্র লই বাহির হৈলু রক্ষক সকল॥

উত্তমৌজা ও সুধামন্যু প্রমুখ বীরগণ বধ

অস্ত্র হাতে সভাবে মারিল ততক্ষণ।
উত্তমৌজা ঘরে গলে দ্রোণের নন্দন॥
পশুর সমান মারে অশ্বত্থামা বীর।
ধাই আইসে সুধামন্যু নির্ভয় শরীর।
গাদা মেলি হানে সুধামন্যু বীরবর।
গদা পড়ে দ্রোণপুত্র হৃদয় উপর॥
সহিয়া তাহার ঘাও ধরিলেক চুলে।
সেইক্ষণে তাহাকে ক্ষেপিল মহীতলে॥
বড় ২ রথী সব শয্যাত শয়ন।
খড়্গ লই সভাকে কাটিল ততক্ষণ॥

শিখণ্ডীর প্রাণ সংহার

অস্ত্র হাতে শিখণ্ডী আইল যুজিবার।
অশ্বত্থামা উপরে করন্ত শরজাল॥

রথ এড়ি আশ্বত্থামা ভূমিত সামিল।
খড়্গ হস্তে যম যেন কাটিবারে আইল॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবধ

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমে হৈল রণ।
একে ২ দ্রোণ পুত্রে করিল নিধন॥
খড়্গ লই শিখণ্ডীকে করিল দুই খণ্ড।
পাঞ্চাল কাটিয়া সব করে লণ্ডভণ্ড॥
দ্রুপদেব পুত্রপৌত্র যত যথা আছে।
বিচারি বিচাবি বীরে কাটিলেক পাছে॥
গজবাজি পদাতি যতেক সবলোক।
দ্রোণপুত্র কাটিল স্মরিয়া পিতৃশোক॥

কৃতবর্মা ও কৃতকর্তৃক পলায়মান সৈন্যসংহার এবং অশ্বত্থামাদির দুর্যোধন সমীপে গমন ও বিলাপ

যত ২ ধাই যাএ দ্বারেব বাহির।
সংহারন্ত কৃতবর্ম্মা কৃপা মহাবীর॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত করিয়া সংহার।
তিনজন চলিল রাজাত কহিবার॥
কিছুমাত্র প্রাণ আছে রাজা দুর্য্যোধন।
রথ হতে তুলাইয়া গেল তিনজন॥
বদনে রুধির গলে না চলএ হাত।
শৃগালে বেড়িয়া আছে কৌরবের নাথ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপা তিনজন।
রাজাক বেড়িয়া তবে করএ ক্রন্দন॥
কান্দিতে ২ কৃপা হস্তে পরশিল।
রাজার বদন হতে রুধির খসাইল॥

বিলাপন্ত কৃপাচার্য মুখে দিয়া হাত।
দুই চক্ষু পাকাইয়া চাহে কুরু নাথ॥
একদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন।
এমত অবস্থা হৈল তোহ্মার নিধন॥
বিচিত্র শয্যাত যার দিব্য২ নারী।
ভূমিত পড়িয়া আছ কুরু অধিকারী॥
সকল পৃথিবী যার পালএ নির্দ্দেশ।
হেন রাজা দুর্য্যোধন পাএ নানা ক্লেশ॥
সহস্রে ২ রাজা যারে পাইল ভয়।
হাতে তৃণ করিয়া যে মাগন্ত অভয়॥
হেন দুর্য্যোধন রাজা ভূমিত গড়ন্ত।
নির্জ্জনে রজনী মুখে শৃগালে বেড়ন্ত॥
দ্রোণপুত্রে বিলাপন্ত মুখে মুখ জুড়ি।
হাহা দুর্যোধন রাজা কথা যায় এড়ি॥
সর্ব্ব ধনুর্দ্ধর আগে গণিয়ে তোহ্মারে।
রাজসিংহ বীর হেন বোলয়ে সংসারে॥
কোন পাপী দেখাইল হ্রদের ভিতর।
কোন মতে আনিল দুরন্ত বৃকোদর॥
ক্রীড়া করি গদা মারি ভাঙিলেক উরু।
নিষেদ না কৈল কেহ্নে বলভদ্র গুরু॥
অধর্ম্ম করিয়া ভীম লংঘিল চরণে।
নিষেধ না কৈল কেহ্নে পাণ্ডব নন্দনে॥
ধর্ম্মযুদ্ধে তোহ্মার যে স্বর্গেত বসতি।
তোহ্মাক না শোচম শোচম কুরুপতি॥
পুত্রশোকে বৃদ্ধরাজা গান্ধারী সংহতি।
ভিক্ষুকের মত বেড়াইব পৃথিবীত॥
তাহাক শোচিএ আহ্মি হোক কোনগতি।
বিধিএ করিল তাক এতেক দুর্গতি॥
তোহ্মার প্রসাদে ভোগ করিল তিনজন।
উচ্চ স্বরে অশ্বত্থামা বলিল বচন॥
প্রাণে আছে দুর্যোধন কর অবধান।
শ্রুতিমূলে বাকক শুন অমৃত সমান॥

পাণ্ডুবলে অবশিষ্ট আছে সাতজন।
কৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডব নন্দন॥
তোহ্মা বরে অবশিষ্ট আছি মাত্র তিন।
কৃতবর্ম্ম কৃপা আর মুই ভাগ্যহীন॥
সর্ব্ব সহোদর সমে পাঞ্চাল নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সংহারিলু আজিকার রাত্রি॥
সোমক পাঞ্চাল বংশ নাহি একজন।
মোহর হাতেত হৈল সভার নিধন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেব অবতার।
আজি রাত্রি কৈল আহ্মি সকল সংহার॥

ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধে দুর্যোধনের দুঃখাবসান

এত শুনি দুর্য্যোধন পাইল চেতন।
গ্রীয় দৃষ্টি চাহিলেক দ্রোণের নন্দন॥
ভীষ্মে না করিল মোর এত উপকার।
না করিলে কর্ণবীর প্রতাপে অপার॥
মহাসত্ত্ব দ্রোণ বীরে এত না করিল।
তুহ্মি মোর মর্ম্মের বৈরী সব সংহারিল॥
অন্তকালে সেনাপতি করিলু প্রধান।
ইন্দ্রের সভাত মুই করিমু বাখান॥

দুর্যোধনের স্বর্গে গমন

তুহ্মি সব সুস্থ আছ চলি যায় ঘর।
আহ্মি স্বর্গে চলি যাই ত্যাজি কলেবর॥
এ বলিয়া নিঃশ্বব্দ হইল দুর্য্যোধন।
শরীর এড়িয়া গেল ইন্দ্রের ভুবন॥
কান্দিতে ২ চলে তিন মহাবীর।
উলটি পালটি চাহে রাজার শরীর॥

সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা এহি সমাধান।
তার পাছে ঐষীকপর্ব্বের ব্যাখ্যান॥
ইতি মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

তথ্যপঞ্জি

১. গ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২. পাহ্নি> পানি
৩. এ অংশগুলি গ- পুথি থেকে গৃহীত। ক-পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪. রুন্ধিয়া আছএ -গ।
৫. পরিঘ-গ।
৬. গ্রাসিলেক -গ।
৭. নর - গ।

ঐষীকপর্ব

স্বজনবধে যুধিষ্ঠিরের
বিলাপ

জয়মুনি কহন্ত কথা শুনে জনমেজয়।
ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কথা কহিল সঞ্জয়॥
অশ্বথামা মারিলেক দ্রুপদ নন্দন।
শিবির ভিতরে হৈল বহুল ক্রন্দন॥
কুমারের সারথি জানাইল যুধিষ্ঠিব।
শিবির সংহার কৈল দ্রোণপুত্র বীর॥
একজন না রাখিল কাটে সর্ব্ব লোক।
কৃপা করি কৃতব্রহ্মাএড়ি গেল মোক॥
পুত্র শোকে যুধিষ্ঠির পড়িল ভূমিত।
হাহা পুত্র করি রাজা হৈল মূর্চ্ছিত॥
সাত্যকি সহিতে উঠি ধবে চাবি ভাই।
পুত্র পুত্র করি বাজা চৈতন্য হারাই॥
জল দিয়া চৈতন্য কবাইল সর্ব্বজন।
বিস্তর বিলাপ কৈল পাণ্ডব নন্দন॥
পঞ্চপুত্র সহিতে পড়িল ভ্রাতিসব।
দ্রৌপদী সহিব কত পুত্র পরাভব॥
ঝাটে চল নকুল দ্রৌপদীক আন।
পুত্র শোকে দেখ মোর না রহে পরাণ॥
নকুলক পাঠাইল দ্রৌপদী আনিবার।
আপনে চলিল রাজা শিবির মাঝার॥
পুত্র পৌত্র দেখি রাজা ভূমিত পড়িল।
ধূলাএ ধূসর তনু রুধিরে জড়িল॥
সুহৃদ সম্বন্ধি সব ভূমিত পড়িছে।
দিব্য অস্ত্র অলংকার ভূষণ পড়িছে॥

দ্রৌপদীর বিলাপ
অশ্বথামা বধের অনুরোধ

হেন কালে নকুলে দ্রৌপদী লই আইল।
পুত্র ২ বলি দেবী চৈতন্য হারাইল॥

ভূমিত পড়িয়া দেবী করএ বিলাপ।
হৃদয় ফাটিয়া যাএ পুত্র শোক তাপ॥
ধূলিএ ধূসর হৈল সকল শরীর ।
দ্রৌপদীক ধরিয়া তুলিল ভীম বীর॥
ভীমক দেখিয়া দেবী বলিল বিস্তর।
কুশলে আছহ তুহ্মি বীর বৃকোদর॥
সকল পৃথিবী পাইলা পুত্রে কোন কাজ।
অভিমন্যু পড়িল শোচন্ত ধর্ম্মরাজ॥
পুত্র শোক অগ্নি মোর দহে কলেবর।
তভু (তবু) অশ্বত্থামা জিএ পৃথিবী ভিতর॥
সর্বাংশে সংহার কর তাহার জীবন।
নহে পুনি এহি স্থানে মোহোর নিধন॥
রাজাএ বিস্তর বোলে আপনে আসিয়া।
সান্ত্বাইল যুধিষ্ঠিরে বিস্তর বলিয়া॥
আপনার কর্মফলে জীবন মরণ।
বাপ ভাই অনুশোচে কিসের কারণ॥
শোকাকুলি হইয়া দেবী বলিল বচন।
পুত্র মোর সংহারিল দূরান্ত ব্রাহ্মণ॥
অধর্মে করিল মোর ভাইর নিধন।
রাত্রি যোগে নিদ্রাত মারিল সর্ব জন॥
যুদ্ধেত জিনিয়া তার শিরোমণি পাম।
তবে সে হৃদয় মুই শোক সান্ত্বাম॥
এ বলিয়া ভীমক তর্জিল আরবার।
বীর হেন বাখান আপনা অহংকার॥
বাপ ভাই পুত্র মোর করিল সংহার।
তভু (তবু) অশ্বত্থামা জিএ পৃথিবী মাঝার॥

ভীমকর্তৃক
অশ্বত্থামার অনুসরণ

দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া বৃকোদর।
রথেত চড়িয়া বীর চলিল সত্বর॥

রথের সারথি হইল নকুল কুমার।
দুই ভাই চলিল বিপক্ষ মারিবার॥
মহাদুঃখে যাএ বীর অতি ক্রোধমনে।
যুধিষ্ঠির অর্জুনেত কহে জনার্দ্দনে॥

কৃষ্ণকর্তৃক ভীমের জীবনাশঙ্কা অস্ত্রবল প্রকাশ

পুত্রশোকে বৃকোদরে না কৈল বিচাব।
এক রথে যাএ দ্রোণ পুত্র মারিবারে॥
ব্রহ্মসিরা নাম অস্ত্র দহে বসুমতী।
অজ্জুনক দিল আচার্য্য মহামতি॥
ব্রহ্মচর্য্য করিবেন্ত দ্বাদশ বৎসর।
হেন জনে পালিতে পারএ অস্ত্রবর॥
ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া যদি অস্ত্র করে।
তবে তাক কদাচিত সম্বরিতে নারে॥
তে কারণে পুত্রেত না কৈল কদাচিত।
সম্বরিতে নারে অশ্বত্থামা অনুচিত॥
বিষণ্ন বদনে দ্রোণে কহিলেন্ত তবে।
এহি অহংকার রহে হৃদয় পরিভাবে॥
বৃকোদর দেখি যদি এড়ে অস্ত্রবর।
কোন বুদ্ধি পরিত্রাণ পাইব বৃকোদর॥

ভীম-সাহায্যার্থে কৃষ্ণের গমন

তুহ্মি আহ্মি অর্জ্জুন তথাত চলি যাই।
এ বলিয়া গোবিন্দ চলিল ততক্ষণ।
আপনার রথে গিয়া করে আরোহণ॥
অশ্বত্থামা বীর গেল ভাগীরথী তীরে।
হেন বার্তা পাইলেক রাজা যুধিষ্ঠির॥

বাইউ গতি বথ গেল ভাগীবথী তীব ।
ব্যাসেব সমীপে গেল অশ্বত্থামা বীব॥
হাতে ধনুঃ শব কবি মাবিবাবে যাএ ।
গজ মাবিবাবে যেন মৃগপতি ধাএ॥
সর্ব্বাঙ্গে কধিববহে দ্রোণেব নন্দন ।
তৈল ঘৃত দিযা কবে তাকে নিবাবণ॥
হেন কালে তথা গেল বীব বৃকোদব ।
তাব পাছে দুই ভাই সঙ্গে বৃকোদব॥
তা দেখিযা অশ্বত্থামা বাব মহাশএ ।
আক্ষা উদ্দেশিযা ভীম আইল নির্ভয॥

পাণ্ডব নাশার্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রযোগ

তাব অস্ত্রে মোহোব নাইক পবিত্রাণ ।
ব্রহ্মসিবা চিন্তযে বাপেব মহাজ্ঞান॥
এক খণ্ড ইষীকা দক্ষিণ হস্তে লৈল ।
ব্রহ্মসিবা মহাঅস্ত্রে আহুতন কৈল॥
আজি নিস্পাণ্ডব' হৌক পৃথিবী ভিতবে ।
এ বলিযা অস্ত্র এড়ে দ্রোণ পুত্র ববে॥
তবে সেই ইষিকাত অগ্নি উপজিল ।
প্রলয কালেত যেন জগত মর্দ্দিল॥
পাণ্ডবক বলি যাযে প্রবেশি গগন ।
ইঙ্গিত বুঝিযা কৃষ্ণে বলিল বচন॥

অশ্বত্থামার অস্ত্র-নাশার্থ অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ

অর্জ্জুন ২ ঝাটে করহ সন্ধান ।
দ্রোণে দিল ব্রহ্মসিবা এড় বিদ্যমান॥
আপনাব পবিত্রাণ ভাইর নিস্তাব ।
সমাহিতে বাখহ যে পাণ্ডব সংহার॥
কৃষ্ণেব বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধব ।
দেবগুরু বন্দিয়া সান্ধিল মহাশব॥

গুরুপুত্র কুশল কুশল পাণ্ডুসুত।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারৌক মোর সমিহিত॥
এ বলিয়া অস্ত্র এড়ে বীর ধনঞ্জয়।
দুই অগ্নি ত্রিভুবন হইল প্রলয়॥

মুনির মান রক্ষার্থে অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রোপসংহাব

তবে ব্যাস নারদ আইল দুইজন।
দুই অস্ত্র দুই দিগে রহে ততক্ষণ॥
দুই অস্ত্র মধ্যেত রহিল মনে গুণি।
দুই অস্ত্র দুই দিগে মধ্যে রহে মুনি॥
দুই মুনি বোলন্ত দুহানে সম্বোধিযা।
সৃষ্টি নাশ কর কেহ্নে মহাজন হইয়া॥
মহাযুদ্ধ আছিলেক পৃথিবী ভিতরে।
মহা অস্ত্র মনুষ্যেত এড়ে কোন বীরে॥
মুনির বচন শুনি বোলে সমাধান।
ধনঞ্জয় মহাবীরে সম্বরিল বাণ॥
মুনিক প্রণাম করি বোলে ধনঞ্জয়।
পুষ্পাঞ্জলি করি বীরে মাগিল অভয়॥
মুই অস্ত্র এড়িলুম অস্ত্র নিবারিতে।
অশ্বত্থামাএ অস্ত্র এড়ে পাণ্ডব সংহারিতে॥
তোহ্মার আজ্ঞাএ আহ্মি সম্বরিলু বাণ।
কেমতে হইব বোল পাণ্ডব পরিত্রাণ॥
অশ্বত্থামারে মুনি বলিল বচন।
অধর্মে মারিল ভীমে রাজা দুর্য্যোধন॥

অশ্বত্থামার পরাজয় স্বীকার অস্ত্র নিবারণে অক্ষমতা

এহি ক্রোধ নিবারিতে না পারিলা মন।
নিষ্পাণ্ডব করিবার এহি সে কারণ॥

ব্যাসে নারদে দুই বোলন্ত বুঝাই।
পিতৃশিষ্ট ধনঞ্জয় তোহ্মার হএ ভাই॥
গুরুভক্ত অর্জ্জুন যে কভো নহে ভিন।
তোহ্মাক রাখিতে অস্ত্র নিবারিতে চিন॥
আহ্মার আদেশ পাই সম্বরিল পুনি।
তুহ্মিহ সম্বর অস্ত্র নিজ মনে গুণি॥
মুনির আদেশে বোলে দ্রোণের তনয়।
মোর এক অপরাদ শুন মহাশয়॥
সংহারিতে শক্ত নহে মোক ক্ষেমা কর।
পাণ্ডবের গর্ব্ভেত এড়ম এহি শর॥

কৃষ্ণ-অশ্বত্থামা বাক-বিতণ্ডা
অশ্বত্থামার নিগ্রহ ব্যবস্থা

পাণ্ডবের গর্ভে এড় মুনির আদেশ।
কৃষ্ণে তাক বলিলেক অশেষ বিশেষ॥
অর্জ্জুনের পুত্রবধূ বিরাট দুহিতা।
অতি পতিব্রতা অভিমন্যুর বনিতা॥
ব্রতবন্ত ব্রাহ্মণে তাহানে দিল বর।
তার পুত্র হৈব পরীক্ষিত মহাবল॥
ব্যর্থ না করিয় বীর তাহার বচন।
উত্তরার গর্ভে হৈল পাণ্ডব নন্দন॥
ক্রোধ হৈল দ্রোণ পুত্র কৃষ্ণের বচনে।
পাণ্ডবের পক্ষ তুহ্মি না ছাড়হ আপনে॥
মোর বাক্য অন্যথা না হএ কদাচিত।
পাণ্ডবের গর্ভ নাশ হৈব পৃথিবীত॥
উত্তরার গর্ভে অস্ত্র এড়িব অবশ্য।
মধ্যস্তের মত হএ তোহ্মার রহস্য॥
কস্ট করি গোবিন্দে বোলএ আরবার।
বলিয়া বুঝিল আহ্মি তোহ্মা ব্যবহার॥
অস্ত্র অমোঘ হইব অস্ত্রপাত তাত।
উত্তরার না হইব গর্ভের নিপাত॥

জন্মিবেক পরীক্ষিত পৃথিবী ভিতরে।
দীর্ঘ পরমাই বীর হইব সংসারে॥
তুহ্মি মহাপাপী হেন জানিবেক লোকে।
শিশুঘাত পাতক নরকে নিব তোক॥
এহি পাপ ফলে তোক হইব দুর্গতি।
দুই সহস্র বৎসর ভ্রমিবে বসুমতী॥
না হইবে নিবৃতি তোর নরকে বেড়াইবে।
পৃথিবী বেড়াই তুই মহাজনা পাইবে॥
পূজ শোণিত গন্ধ না ছাড়িব গাএ।
সর্ব্ব রোগ হইব শরীর সমুদাএ॥
উত্তরার পুত্র পরীক্ষিত মহাবল ।
কৃপা হতে দিব্য অস্ত্র শিখিবে সকল॥
ষষ্ঠি সহস্র বৎসর বীরে পৃথিবী পালিব।
যুধিষ্ঠির অন্যথাএ কুরুরাজ্য পাইব॥
তোর অস্ত্রে দহিব জিআইব আহ্মি তবে।
মোর সত্য বুঝিব যতেক লোক সবে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে ব্যাস মুনি।
পাপ করে দ্রোণ পুত্রে বচন না শুনি॥
আহ্মার বচন তোর হৈল অনাদর।
বিফল করিতে চাহে ব্রাহ্মণের বর॥
এমত কহিয়া তবে ব্যাস মহামুনি।
পাণ্ডবক শান্ত করে মনে ২ গুণি॥

অশ্বত্থামার মস্তক-মণি প্রদান

অর্জ্জুনে বোলেন তোহ্মার বচন পালিব।
তোহ্মার বচনে আহ্মি তাহাক রাখিব॥
কিন্তু যেই মণি তার মস্তক উপর।
তাহাকে দেউক আহ্মি চলি যাই ঘর॥
পার্থের বচনে কহে ব্যাস মহামুনি।
অশ্বত্থামা সম্বোধিয়া বোলে পুনি ২॥

মণি দিয়া পাঠায় পাণ্ডব যাউক ঘর।
যে মণি আছএ তোহ্মা মস্তক উপর॥
মুনির আদেশ পাই দ্রোণের নন্দন।
মাথা হতে মণি কাটি দিল ততক্ষণ॥
দ্রোণ পুত্র গেল তবে বিষণ্ন বদনে।
মণি লই পাণ্ডব আইল ততক্ষণে॥
হরষিতে শিবিরেত করিল প্রবেশ।
দ্রৌপদী বিলাপ করে বিগলিত কেশ॥

অশ্বত্থামার মস্তকমণি লাভে দ্রৌপদীর শোক-শান্তি

মণি দিল বৃকোদরে রাজার আদেশে।
প্রণয় বিনয় করি বলিল বিশেষে॥
উঠ দেবী শোক এড় ক্ষত্রি ধর্ম্ম স্মর।
পুত্র বৈরী জিনিল মাথার মণি ধর॥
পূর্ব্বে তুহ্মি যে বলিলা নিষ্ঠুর বচন।
অনাদরে ভর্ৎসিলা গঞ্জিলা জনার্দ্দন॥
পুত্র পৌত্র নাহি মোর নাই একজন।
বাপ ভাই নাই মোর নাই বন্ধুজন॥
সে সব বচন পুনি বুঝিল তোহ্মার।
সবংশে করিল সব কৌরব সংহার॥
দুর্য্যোধন বধিল বলিল দুঃশাসন।
রণে পরাজয় পাইল দ্রোণের নন্দন॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তার না লইল প্রাণ।
মণি লই জয় করি সহিল সম্মান॥
দ্রৌপদী বলিল গুরু পুত্র গুরুজন।
উচিত কহিলা দেব রাখিলা জীবন॥
রাজার মাথাত নিয়া বান্ধ মহামণি।
এ বলিয়া উঠিলেক পাণ্ডব রমণী॥
এতদূরে ঐষীক পর্ব্বের সমাধান।
তার পাছে স্ত্রীপর্ব্বের কথা সমাধান॥

ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবন্ত।
পদে পদে কৌতুক ধর্ম্মের নাই অন্ত॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কব পরাগল খান।
বিজয়পাণ্ডব শুনি কুতূহল মন॥
ইতি মহাভারতে ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত[২]॥ * ॥

তথ্যপঞ্জি

১. সন্ধিযুক্ত শব্দ।

২. ক এবং খ পুথিব পাঠ। ক পুথিতে প্রাচীনত্বেব জন্য অনেক অংশ পাঠেব অযোগ্য। তবে যে সব পংক্তি অস্পষ্ট তাব দুই চাবটি শব্দে বোঝা যায দুটি পুথির পাঠ অভিন্ন।

স্ত্রীপর্ব

ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়কর্তৃক
শোক সান্ত্বনা

জয়মুনি কহন্ত স্ত্রীপর্ব্ব অনুষ্ঠান।
জনমেজয় শুনে কুতূহল মন॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

দুর্য্যোধন বধ যবে সঞ্জএ কহিল তবে
ধৃতরাষ্ট্রে শুনিল প্রভাতে।
যেনে হৈল বজ্রাঘাত আকাশেত চন্দ্রপাত
কর্ণ যেন রুন্ধিল নির্ঘাতে॥
সকল পৃথিবীপতি অস্ত্রে শস্ত্রে মহামতী
বলে[১] ইন্দ্র- রুদ্র-সম শর।
হেন পুত্র যার মরে সে কেহ্নে পরাণ ধরে
ধন্য ধন্য পরমাইব বল॥
শুনিল পুত্রের শোক পড়িল অমাত্য লোক[২]
স্তবরূপে আছিল বিশেষ।
বায়ুভঙ্গ যেন তরু নৃপতি জগৎ গুরু
আছাড়ি পড়িল মহীদেশ॥
এক শত পুত্র মৈল রাজা শোকাকুল হৈল
সঞ্জয় কহিল সহসাত।
হাহা পুত্র করি পড়ে ভূমিত পড়িয়া গড়ে
শিরে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥
বিধি কৈল উপকার হরিল চৈতন্য তার
শোক দুঃখ না জানিল মনে।
জাগিল ধর্ম্মের বরে নৃপতির কলেবরে
অগ্নি যেন জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে॥[৩]
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন হাহা পুত্র দুঃশাসন
হাহা বীর শান্তনু নন্দন।
হাহা কর্ণ দ্রোণ বীর কেহ্নে আছে শরীর
কেহ্নে মোর না হইল নিধন॥

এ বলিয়া নরপতি আলোরএ বসুমতী
দুই চক্ষু জল পড়ে ধারে।
যত ২ দুঃখ শূল পুত্র শোক নহে তুল
এত অগ্নি সহিতে না পারে॥
আর্তনাদ করে বীর ভূমিত গড়াএ শির
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন বীর।
পড়ি আছে রাজপাট রত্নমণির খাট
কোথা গেল কুরু অধিকারী॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক পড়িল অমাত্য লোক
পড়িল সুহৃদ বন্ধুগণ।
করপুটে ভিক্ষা করি জিব মুই[৮] হরি ২
পৃথিবী করিয়া পর্যটন ॥
বৃদ্ধ হৈল অতি জীর্ণ পক্ষী যেন পাখাহীন
বার্দ্ধক্যে হারাইল[৫] রাজ্য সুখ।
নয়নবিহীন তনু রশ্মি-হীন যেন ভানু
কেমতে সহিব এত দুঃখ॥
পূর্ব্বে মোর হিত কাম বলিল পরশুরাম
হিত বাক্য না ধরিল মনে।
নৃপতিসভাতে বসি বলিল নারদ ঋষি
কার বোল না শুনি কানে॥
পিতা মোর ব্যাসমুনি বলিল হৃদয় গুণি
তেজিবারে তনয় দুর্জ্জয়।
না শুনিল ব্যাস বাণী হারাইলু রাজধানী
দুর্য্যোধনে কৈল কুল ক্ষয়॥
সভা মধ্যে উপদেশ কৃষ্ণে কৈল বিশেষ[৬]
বান্দিবারে রাজা দুর্য্যোধন।
না শুনিল কৃষ্ণ বাণী নষ্ট হৈল রাজধানী
বেদসম গোবিন্দ বচন॥
পিতামহ কুলগুরু মহাসত্ত্ব কল্পতরু
ধর্ম্মে বাক্য বলিল বিস্তর।
না শুনিল তখন দহএ সেই বচন
মোর বাক্য না শুনে দুর্ব্বার॥

পূর্ব্ব জন্মে কৈল পাপ তে কারণে পাইল
তাপ বিচরিয়া চাহএ সঞ্জয়।
বিধি দিল তোর ভোগ পুত্র বধূ বিয়োগ
এহি তোর না জান নিশ্চয়॥
মোহোতে দুঃখিত জন পৃথিবীতে কোন জন
পুনি মোর মরণ সে হিত।
ঝাটে মোরে নেয় রণে দেখুক পাণ্ডবগণে
আজি মোর মরণ নিশ্চিত॥

সঞ্জয়ের সান্ত্বনা

রাজার বচন শুনি সঞ্জয়ে কহেন পুনি
শোক আরে কর নিবারণ।
শুন ২ মহারাজ হস্ত জোরে বোলম কাজ
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ॥
বেদ শাস্ত্র মহাজ্ঞান আগমেত সমাধান
পৃথিবীতে তোহ্মার বাখান।
বৃদ্ধ হতে বৃদ্ধ সুত কেহ্নে হেন অদ্ভুত
তুহ্মি হেন কর সমাধান॥
নরপতি অনুপাম আছিল সঞ্জয় নাম
পুত্র শোকে পড়িল হৃদয়।
ষোড়শ বাজিয় তথা নারদে কহিল কথা
আপনেহ জান মহাশয়॥[৭]
নারদ মুনি বুঝাইল পুত্র শোক পাসরিল[৮]
মহাশোক এড়ে নরপতি।
জীবন মরণ যোগ দুঃখ সুখ তাপ যোগ
ধর্ম্মের যাহ সূক্ষ্মগতি॥[৯]
চাহিলা পুত্রের যোগ আপনে পাইলা শোক
না শুনিলা সুহৃদ বচন।
যার যেই কর্ম্ম ফল ভোগিবে কএ সকল
শোক কর[১০] কিসের কারণ॥

সহজে দুর্ব্বিজন রাজা হইল দুর্য্যোধন
সাধুজন বচন না মানে।
দু:শাসন মন্ত্রী যাব কর্ণ চিত্রসেন আব
বুদ্ধি দিল শকুনি দুর্জ্জনে॥
মন্ত্রণা কবিল সাব ভীষ্ম না গণে আব
গান্ধাবীব বাক্য নহি মানে।
বিদুবেব বোল শুনি উপহাস্য পুনি ২
কেমতে কুশল হেন জানে॥
দ্রোণ কৃপ পবিহবি কৃষ্ণঃ বাক্য নাহি ধবি
নাবদেব বচন না শুন।
ঋষিগণে কহে যত উপহাস্য কবে তত
কেমতে না পাইব নিধন॥
না শুনে ব্যাসেন বাণী অহঙ্কাব মনে গুণি
ধর্ম্মপথ পবিহবি দূবে।
কেবল মাগএ বণ সম্মুখ যে দুর্য্যোধন
কেমতে যাইন যমপুবে॥

সঞ্জয়কর্তৃক জীবের অস্থায়িত্ব বর্ণন

আপনে মধ্যস্ত হৈলা কিছু তাকে না বুঝাইলা
তখনে যে না বুঝিলা যশ।
ক্ষত্রিব হৈল ক্ষয় শত্রুব হৈল জয়
পুত্রসব হৈল ক্ষয॥
চিন্তি যদি কৈল পাপ পাছে পাএ মনস্তাপ
অনুশোচ না করিয় তাত।
যেহেন মধুর রাএ খাইতে লোভ বাবি যাএ
না দেখিএ গুরু সহসাত॥
যে অগ্নিএ জন্ম হএ সে অগ্নিএ দাহএ
সে অগ্নিএ দহে কলেবর।
তেহেন তাপস রোষ যদি হয়ে কর্ম্ম দোষ
হেন জানি ক্ষমা কর স্থির॥

পুত্রসব মহাবলী তোহ্মার বাক্য নাহি ধরি
রাজ্য লোভে করিল দুঃশয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ ধাইল কেমতে আপনে আইল
আপস শরীরে হইল ক্ষয়॥
সঞ্জয়ের বোল শুনি স্তব্ধ হইল রাজমণি
অতিদীর্ঘ এড়িল নিঃশ্বাস।

বিদুরের উপদেশ

বিদুর পণ্ডিত গুরু উপদেশ কল্পতরু
নৃপতিক করন্ত আশ্বাস॥
উঠ উঠ মহারাজ অনুশোচে নাই কাজ
তোহ্মার মরণ হয়ে গতি।
মহা মহা বীর সবে ক্ষত্রি গেল যমঘরে
মৃত্যুত সকল সম গতি॥
ভাবিয়া কর্ম্মের ফল চিত্ত হৈল অবিকল
অনুশোচ কিসের কারণ।
ছিন্নবস্ত্র পরিহরি নবপত্র যেন ধরি
তেহেন শরীর পরিবর্ত্তন॥
যেহেন কদলী তরু আর সব দেখ গুরু
সংসারে মরণ কিছু সার।

দেহের অসারতা
গর্ভবাস বিবরণ

কেহ মরে গর্ভবাসে কেহ মরে দশ মাসে
পৃথিবী পরম মাত্র ধরে।
কেহ মরে শিশু কালে নিজ ২ কর্ম্মফলে
কাক কেহ রাখিতে না পারে॥
বিদুরের বাক্য শুনি স্তব্ধ হইল নৃপমণি
পুত্র শোকে দহেত হৃদয়।
ধরাইতে নারে চিত্ত পুনি হৈল মোহস্চিত্ত
ভূমিত পড়িল মহাশয়॥

মরণকামী ধৃতরাষ্ট্রের
প্রতি ব্যাসের উপদেশ

হেন কালে ব্যাস মুনি বিদুর সঞ্জয় মুনি
আর যত সুহৃদ সকলে।
চৈতন্য পাইয়া পুনি বিলাপন্ত নৃপমণি
ধিক যাউক মনুষ্য জীবনে॥
এত দুঃখ অনুভাব পুত্র শোক সমুদ্ভাব
সহিতে না পারিব কোন জনে।
বিদুরের উপদেশ হৃদে নহে প্রবেশ
ব্যাসমুনি সান্ত্বাইতে নারে॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন হাহা পুত্র দুঃশাসন
এহি মাত্র ঘোষে নরপতি।
হৃদে দহে শোকানলে বিমুহিতে অগ্নি জ্বলে
প্রবোধন্ত ব্যাস মহামুনি॥

ব্যাসের উপদেশ
নিয়তির নিয়োগে দুর্দ্দৈব সঞ্চয়

(পয়ার ছন্দ)
স্তব্ধ হৈল নরপতি পুত্র পৌত্র শোকে।[১১]
নৃপতিক বেড়িয়া আছয়ে সর্ব্বলোকে॥[১২]
রাজাক দেখিয়া সবে বিলাসে পুনি ২।
সর্ব্ব কথা কহিলেন ব্যাস মহামুনি॥[১৩]
একবার গেল আহ্মি ইন্দ্রের সভাতে।
নারদ প্রভৃতি মুনি আছিল[১৪] তথাতে॥
হেন কালে পৃথিবী করেন নিবেদন।
মোর পরিত্রাণ কর শুন দেবগণ॥
বিষ্ণু করিল যত দানব সংহার।
ক্ষত্রিয় বংশেত জন্মি হৈল অবতার॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজার তনয় দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবেক তোহ্মার কারণ॥

সে তোর করিব কার্য্য ঘুচাইব ভার।
কুরুক্ষেত্রে হৈব সব কৌরব সংহার॥
চল তুহ্মি বসুমতী আপনার স্থান।
দেবগণে করিআছে সকল সন্ধান॥
এযে দুর্য্যোধন হইল তোহ্মার তনয়।
কলি পুরুষের অংশ শুন মহাশয়॥
কর্ণ তার প্রিয় সখা শকুনি মাতুল।
পৃথিবী বিনাশের হৈল অনর্থের মূল॥
বৃত্তান্ত জানযে যে নারদ মহামুনি।
কি কারণে অনুশোচ কর পুনি পুনি॥
এহি কথা পাণ্ডবের সভাতে আছিল।
রাজ সুইয় যতেক নারদে কহিল॥
কৌরব পাণ্ডবের হইব মহারণ।
কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজা হইব নিধন॥
এহি দেখ তত্ত্ব কথা নারদে কহিল।[১৫]
ধর্ম্মের কারণে পঞ্চ পাণ্ডবে রহিল॥
তুহ্মি মোহ পাইল হেন শূন্য হইল জ্ঞান।
যুধিষ্ঠির মহারাজা ত্যজিব পরাণ॥
তোহ্মাতে পরম[১৬] ভক্ত বড় কৃপাবন্ত।
যুধিষ্ঠির চাহিয়া শোক কর অন্ত॥
আহ্মার আদেশ পাইয়া কৌরবের পতি।
আপনার প্রাণ রাখ ধর্ম্ম চাহ নীতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা কহন্ত কান্দিতে।
বলবন্ত শোক আহ্মি না পারি ধরাইতে॥
রাজাক সান্ত্বাইয়া মুনি হইল অন্তর্ধ্যান।
অনুশোচ করি রাজা না ত্যজিয় প্রাণ॥

সঞ্জয়ের কালোচিত
কর্তব্য উপদেশ

হেন কালে সঞ্জয় করিল জোড় হাত।
মোর এক নিবেদন শুন নরনাথ॥

নানাদেশ হতে আইল অনেক নৃপতি।
অভ্যর্থি আনি সব কৌরবের পতি॥
পুত্র পৌত্রে কুরুক্ষেত্র হইল নিধন।
এসবের প্রেত কর্ম্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি নিঃশ্বাস এড়িল।
মৃত্যুবৎ হইয়া রাজা ভূমিত পড়িল॥
বিদুরে প্রবোধ করি তোষে আরবার।
কথ সহ্য কর কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আদেশ করিল বিদুরের।
স্ত্রীসব আন গিয়া রাজ অন্তঃপুর॥
শুনিল গান্ধারী দেবী স্বামীর আদেশ।
বধূসব লৈয়া চলে কুরুক্ষেত্র দেশ॥
অন্তঃপুরে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল।
প্রলয় সাগরে যেন উঠিল কল্লোল॥
ঘরে ২ মহারোল হইল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দএ সর্ব্বজন॥
দেবগণে না দেখিল যে সব সুন্দরী।
ভূমিত পড়িয়া কান্দে এক বস্ত্র ধরি॥
সাধারণ জন সবে দেখয়ে তাহাক।
কেমতে সহিতে পারি দুস্কৃত বিলাপ॥
একবস্ত্র ধরি সব রাজ পাটেশ্বরী।
প্রসাদ হতে ধায়ে সব হাহাকার করি॥
শতগিরি গুহা হতে যেন পাইল ত্রাস।
সিংহের বনিতা যেন জীবন নৈরাশ॥
গলাগলি করি সব পড়িয়া কান্দন্ত।
হাহা প্রভু করি সব ভূমিত গড়ন্ত॥
কোল হতে পুত্রসব ফেলাইল দূরে।
ভূমিতে পড়িয়া সব কান্দে অন্তঃপুরে॥
শুষিয়া মাথার কেশ ললিত কলেবর।
সোনার পুতলি যেন ধূলিএ ধূষর॥
আর্ত্ত্যনাদ করন্ত চাহন্ত পরস্পরে।
এক বস্ত্র ধরি আইল শত্রুর গোচরে॥

চতুর্দিগে বেড়িয়া কান্দএ যত নারী।
নগর বাহির হইল কুরু অধিকারী॥
নগরে ২ সব উঠিল ক্রন্দন।
কান্দিতে ২ যাএ যত নারীগণ॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে অশ্বত্থামাদির সাক্ষাৎকার

দুই দণ্ড পথে গিয়া দেখিল নৃপতি।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপা মহামতি॥
রাজাক দেখিয়া ধাএ তিন মহাবীর।
মুখে শ্বাস এড়এ নয়নে বহে নীর॥
নৃপতির কবলিত যে তিন মহাজন।
মুখে বাণী না নিঃস্বরে গদগদ বচন॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে চলি গেল ইন্দ্রের ভুবন॥
সৈন্য সব পড়িল নাহিক এক জন।
আহ্মি তিন এড়াইল কহিতে কারণ॥

কৃষ্ণকর্তৃক গান্ধারীকে প্রবোধ

গান্ধারীকে প্রবোধিল কৃষ্ণ মহামতি।
অনুশোচ না করিয় শুন গুণবতী॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কৈল দুঃশাসন নির্ভয় শরীর॥
শত পুত্রে তোহ্মার করিল যত কর্ম্ম।
যে বিধিয়ে বুঝাইল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
দ্রৌপদীর সংহারিল সকল কুমার॥
একজন না রাখিল পাণ্ডবের আর।
সকল সংহার কৈল সংগ্রাম ভিতর॥

পাণ্ডবের অনিষ্ট করিলা যার শর।
আজ্ঞা কর আহ্মিসব যথা স্থানে যাই॥
কুরুক্ষেত্রে আছন্ত পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
এ বলিয়া রাজার লইল অনুমতি॥
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি।

যুধিষ্ঠিরাদির ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাৎকার

জ্যেষ্ঠ তাত চরণ বন্দিল নৃপবর।
মুই যুধিষ্ঠির হেন জানাইল সত্বর॥
আলিঙ্গিয়া ধৃতরাষ্ট্রে তাকে সান্ত্বাইল।
কথাএ গেল ভীম বলি হাত বাড়াইল॥
উরু ভাঙ্গি মারিলেক দুর্য্যোধন বীর।
ভস্ম করিবার চাহে তাহার শরীর॥

ধৃতরাষ্ট্র করে লৌহভীম চূর্ণ

পূর্ব্বে জানি কৃষ্ণ তাক কৈল সন্বিধান।
গঠাইল (গড়াইল)লোহার ভীম কৈল বিদ্যমান॥
না বুঝিয়া ভীমে তাত যাইতে চাহিল।
তাকে হাতে ধরি তবে গোবিন্দে রাখিল॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেত।
অযুত হস্তীর বল ধৃতরাষ্ট্র গায়েত॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম উঠে কড়মড়ি।
চূর্ণ হইল পৃথিবীতে কোল হতে গড়ি॥
বদনে রুধির এড়ি হৃদএ পাইল দুঃখ।
পড়িল কৌরব পতি বসুমতী মুখ॥
সান্ত্বাইল সঞ্জয় তাকে বসাইল যবে।
হাহা করি আর্ত্তনাদ করিলেক তবে॥

লৌহভীম ভঙ্গে
কৃষ্ণের তিরস্কার

ভীমক মারিল হেন প্রবেশিল মনে।
ভীম শোকে ধৃতরাষ্ট্র কান্দযে আপনে॥
শোক শান্তি করিল আপনে জনার্দ্দনে।
আর ক্রোধ না করিও শান্তি হও মনে॥
কোন পক্ষে পাণ্ডবের নাই অপরাধ।
আপনেহ করিলা আপনা কার্য্য বাদ॥
বেদ শাস্ত্র পারগ আগম পুরাতন।
রাজ ধর্ম্ম নীতি কর্ম্ম তোহ্মার বাখান॥
আপনে বিচারি বোঝ পাণ্ডবের দোষ।
আপনে বিবাদ সৃষ্টি মিথ্যা কর রোষ॥
ভীষ্ম দ্রোণে কহিলেক বিদুরে বুঝাইল।
আহ্মি যত বলিল হৃদয় না ধরিল॥
বলে বীর্য্যে অধিক পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
আপনে বুঝ রাজা কিসেরে বুঝাই॥
জানিয়া না জান রাজা আপনে উদার।
কি হেতু আপনে তুহ্মি না কর বিচার॥
কেবল পুত্রক চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমক মারিতে চাহ এবা কোন ধর্ম্ম॥
দ্রৌপদীক আনিছিল সভার ভিতর।
প্রতিজ্ঞা করিল ভীমে উরু ভাঙ্গিবার॥
কৃষ্ণের বচনে তুষ্ট হইল নরপতি।
মনে ধৈর্য্য করিয়া বোলন্ত মহামতি॥
রক্ষা পাইল ভীমসেন তোহ্মার কারণ।
মোর ক্রোধ নাই আর পাণ্ডব নন্দন॥
সকলে বেড়িয়া মোর পরশৌক অঙ্গ।
পাসরিব পুত্র শোক গহন তরঙ্গ॥
তবে ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
অঙ্গে অঙ্গ পরশিল বৃদ্ধ মহাশয়॥

আশ্বাসিয়া ধৃতরাষ্ট্র আশীর্ব্বাদ দিল।
গান্ধারীরে প্রণমিতে পাণ্ডব চলিল॥

অভিশাপে উদ্যতা গান্ধারীর প্রতি ব্যাস উপদেশ

পুত্র শোকে গান্ধারী শাপিতে চাহে যবে।
বাজ বেগে ব্যাস মুনি আইলেক তবে॥
গান্ধারীক বলিলেক মুনি মহামতি।
আহ্মাব বচন ধর ছাড় ক্রোধ মূর্ত্তি॥
কদাচিত পাণ্ডবক না করিয় কোপ।
বিনি দোষে পাণ্ডবক না কর অধিরোপ॥
নিজ মূর্ত্তি শান্ত কর রাজাক বুঝাও।
পাণ্ডবের প্রতি ক্রোধ চিত্তে উলটাও॥
আহ্মার বচন ধর বেদ হেন জানি।
সত্য কর বধূ তুহ্মি আপনার বাণী॥
যাত্রাকালে তোহ্মাতে পুছিল দুর্য্যোধন।
আদেশ করহ যুদ্ধে জিনিবেক কোন॥
তবে সত্য পালি দেবী বলিলা বচন।
যথাএ ধর্ম্ম তথাএ জয় শুন দুর্য্যোধন॥
তোহ্মার বচন দেবী যদি মিথ্যা হইব।
তবে কেহ্নে চন্দ্র সূর্য্য আকাশেত রৈব॥
সে সব বচন আহ্মার মনে সব লয়।
কৌরবে পাইব ক্ষয় ধর্ম্মে পাইব জয়॥
সম্ভব আপনা ক্রোধ চিন্তা কর শান্ত।
পাণ্ডব তনয় কর স্নেহের বৃত্তান্ত॥
ব্যাসের বচন শুনি হিত উপদেশ।
কোপরি গান্ধারীরে বলিল বিশেষ॥
যত কিছু ভগবন্তে বলিলেক বাণী।
মাথাত ধরিল আহ্মি বেদ হেন জানি॥
পাণ্ডব তনয় ক্রোধ নাই মোর মতি।
পুত্র শোকে মোর মন পোড়এ নিভৃতি॥

যেন কুন্তী মাও তার করএ লালন।
তেহেন তনয় মোর পাণ্ডু পঞ্চজন॥
তেহেন মোহোতে স্নেহ পাণ্ডবতনয়।
তেহেন পালন্ত কুরুপতি মহাশয়॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন কর্ণ দুরাচার।
শকুনি কুবুদ্ধি হএ পাইল সংহার॥
পাণ্ডব তনয় কেনে অপরাধ কৈল।
কিন্তু এক অপরাধ যুক্ত বড় হৈল॥
মিথ্যাএ অধিক দেখি দুর্য্যোধন বীর।
উরু ভাঙ্গি ভীমে তার পাড়িল শরীর॥
নাভির মধ্যেতে নাই গদার প্রহার।
এতেক ভীমেবে মোর ক্রোধ অনিবার॥

গান্ধারীর নিকট
ভীমের ক্ষমা প্রার্থনা

আগু হইয়া ভীমসেনে বোলে ততক্ষণ।
অধর্ম্মে হরিল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন॥
সর্ব্ব সৈন্য পড়িল আছএ এক জন।
উরু ভাঙ্গি তাহারে মারিল সে কারণ॥
বিনি তাকে না পরাজি পৃথিবী না পাই।
অপরাধ করিয়াছি শুন দেবী মাই॥[১৫]
রাজ পত্নী সভাতে আনিল রজঃস্বলা।
একবস্ত্রা ধরি নিল যেন চন্দ্র কলা॥
সভা মৈধ্যে দ্রৌপদীক দেখাইল উরু।
তে কারণে মনে মোর গণ্য হইল উরু॥
দুর্য্যোধন দেখাইল নিরন্তর পরসুখ।
সহিতে না পারি যত তার মন দুঃখ॥
উদ্ধরিলাম বৈরী হইয়া তাহার যে প্রাণ।
চরণে পড়ম মাও কর অবধান॥
ভীমের বচনে দেবী দিলেক উত্তর।
তোর দোষ নাই পুত্র মোর ফল॥

যত কথা কহ পুত্র সব কথা সার।
আপনার দোষ হইল তাহার সংহার॥
নকুলের অশ্ব জানি মারে বৃষসেনে।
কোন অপবাধ কৈল পুত্র দুঃশাসনে॥
হৃদয় বিদারি তার রুধির কৈল পান।
কোন শাস্ত্র পঠিয়া পাইছ হেন জ্ঞান॥
দ্রৌপদীক চুলে ধরি আনিল যখনে।
সভা মধ্যে প্রতিজ্ঞা কনিল তক্ষণে॥
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে হএ দোষ।
তে কাবণে কৈল কর্ম্ম পরিহর বোষ॥
ভাইর শবীর হইল আপনা শবীব।
দন্ত ওষ্ঠ অধরেত না লাগে রুধিব॥
বৃষসেনে ত্রাস পাইয়া তেহেন কবে মন।
দুই হস্তে আনিয়া যে পিলুম ততক্ষণ॥
ভীমক প্রবোধি তবে কহন্ত গান্ধারী।
ক্ষণে ২ পুত্র শোকে হৃদয বিদারী॥
তথাত আছএ দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
শুনিয়া সঙ্কোচ হইল বাজার শবীব॥

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা প্রার্থনা

থর ২ কাপয়ে পাণ্ডব অধিকারী।
পুত্র হইল তোহ্মা পাপিষ্ঠ দুরাচারী॥
পৃথিবী নাশের প্রতি মুই হইলুম বাপ।
শাপ দেয়ার যোজ্ঞ দেয় মোরে শাপ॥
জ্ঞাতিবধ করিয়া রাজ্যের অভিলাষ।
মুই হেন পাপিষ্ঠ কথাতে বুদ্ধি নাশ॥
মধ্যে আছে অন্তঃপটি না দেখি শরীর।
চরণে পড়িতে চাহে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কিছু না বলিয়া দেবী এড়এ নিশ্বাস।
হৃদয় করিয়া কিছু করে না প্রকাশ॥

অর্জুন পলাইয়া গেল গোবিন্দের পাশ।
মাদ্রীর তনয় গেল অর্জ্জুনের কাছ॥
গান্ধারী এড়িল শোক সান্ত কৈল মন।
আপনার পুত্র মোর পাণ্ডব নন্দন॥
আপনার কর্ম্ম দোষে পাইল নিধন।
আপনার তনয় শাপিব কি কারণ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে সভাক সান্ত্বাইল।
গুরুশাপ হতে সব পরিত্রাণ পাইল॥
আজ্ঞা কৈল গান্ধারী কুন্তীক চাহিবার।
পঞ্চভাই চলিল প্রণমি আরবার॥

যুধিষ্ঠিরাদির কুন্তীদর্শন
দ্রৌপদীর বিলাপ

চিরকাল কুন্তীএ না দেখে পুত্র মুখ।
মাথে চুমু দিয়া দেবী পাসরিল দুঃখ॥
হরিষে বহয়ে ধারে নয়নের জল।
বস্ত্রে আবরিয়া আছে বদন সকল॥
অস্ত্র ক্ষত শরীরে দেখিতে ততক্ষণ।
হাত দিয়া মুছিলেক পুত্রের বদন॥
অনুশোচ করে দেবী দ্রৌপদীতনয়।
পুত্র শোকে বিজয় না মানে পরাজয়॥
পুত্র শোকে কান্দএ দ্রৌপদী গুণবতী।
ভূমিত পড়িয়া কান্দে পাণ্ডব যুবতি॥
রাজা গেল বন্দিবারে মায়ের চরণ।
পিতামহ দেখিয়া ধরাইব কোন জন॥
হাহা পুত্র কুমার শরীর সুন্দর।
এ বলিয়া দ্রৌপদীয়ে কান্দিল বিস্তর॥
তবে কুন্তী দ্রৌপদীক বলিল বিস্তর।
অনেক ক্রন্দন করে ধূলিয়ে ধূসর॥
তবে কুন্তী দ্রৌপদীক তুলিলেন্ত ধরি।
বিস্তর সান্ত্বাইল তবে আপনে গান্ধারী॥

সমরভূমি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ

রণভূমি দেখি দেবী স্বাটিল[১৮] নয়ন।
পক্তি ২ কান্দে যত নৃপ নারীগণ॥
যার যেই স্বামী ধরি করএ ক্রন্দন।
স্বর্গ হতে যেহেন পড়িল তারাগণ॥
এতেক সহস্র পড়ে নাচয়ে গতি।
রক্তে মাংসে কর্দ্দম সঞ্চারে গন্ধ অতি॥
মস্তক নাইক কার কার নাই হাত।
সম্পূর্ণ কাহার নাহি পৃথিবীর নাথ॥
কাক সবে শব্দ করে চলে গৃধকঙ্ক।
বেড়িয়া থাকন্ত সবে না করন্ত শঙ্ক॥
পিশাচ রাক্ষস গণে নিত্য করে কেলি।
মহাভয়ঙ্কর করে প্রেতগণ মিলি॥
স্বামী পুত্র পৌত্র সবে বন্ধু সহোদর।
হাহাকার শব্দ করে সংগ্রাম ভিতর॥
এহা হতে কোন দুঃখ আছএ সংসারে।
দেখ কৃষ্ণ বধূ সব সংগ্রাম ভিতরে॥
পুত্রের শরীরে দেখ সুবর্ণের মালা।
শৃগালে কাটিয়া লৈ যাএ শরীর উঝলা॥
পুত্রের গলার মণি গৃধ সবে টানে।
কুকুরে কবচ টানে কেয়ুর কঙ্কনে॥
কেহ কণ্ঠে ধরি কান্দে মুখে মুখ চাহি।
কেহ হাত পাও ধরি কান্দেন বুঝাই॥
কেহ্নে পুত্র বধূ মোর পড়িলা চরণে।
দেখ ২ জনার্দ্দন বিলাপেক কনে॥
পাপিষ্ঠ হৃদয় মোর নহে দুইখান।
পুত্র বধূ বিলাপে দেখহ বিদ্যমান॥

গান্ধারীর দুর্যোধন দর্শন
শোকোচ্ছ্বাস

দেখ কৃষ্ণ পড়ি আছে রাজা দুর্য্যোধন।
বধূ লক্ষণারে মায়ে করএ ক্রন্দন॥
এ বলিয়া গান্ধারী হৈল অচেতন;
চৈতন্য করাইল তবে দেব জনার্দ্দন॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘায়ে গেল যমঘর॥
সহিতে না পারি কৃষ্ণ শান্ত নহে মন।
ভূমিতে পড়ি আছে রাজা দুর্য্যোধন॥
চামরে পরিএ যাএ পক্ষি বিচে পাখে।
শৃগালে আহার করে সর্ব্ব লোকে দেখে॥

দুর্যোধনাদির দোষানুস্মরণে
গান্ধারীর বিলাপ

যাত্রা কালে পুত্র মোতে জিজ্ঞাসে বিজয়।
মুই পাপী বুলিলুম যথা ধর্ম্মজয়॥
দূতকালে শকুনি মোর ভাই দুরাচার।
তাকে না করিয় বাপু অমাত্য তোহ্মার॥
পাণ্ডব সহিতে সন্ধি সুখে রাজ্য কর।
হেন মোর উপদেশ না শুনে বর্ব্বর॥
তার ফল পাইল বহু অহঙ্কার করি।
শোচৌক কৌরব নাথ বৃদ্ধ অধিকারী॥
বৃদ্ধকালে তাহান হৈব কোন গতি।
এ বলিয়া গান্ধারী কান্দএ শোকমতি॥

কর্ণ ও অভিমন্যুর জন্য
গান্ধারীর শোক

আপনার পুত্র হতে মোর বড় দুঃখ।
উত্তরা চাহিতে গেল অভিমন্যুর মুখ॥

মহাব্যূহে প্রবেশিল শিশু একেশ্বর।
সমরে জিনিল কর্ণ দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
হেন পুত্র পড়এ অর্জ্জুন কেহ্নে জিয়ে।
উত্তরা [illegible]াপ করে কার প্রাণে সহে॥
দ্রে[illegible]ণ কর্ণ বীর দেখ শল্য মহাবল।
আকাশেত চলএ যেন মেদিনী মণ্ডল॥
স্বামীসব পড়ি আছে কান্দে সব নারী।
এক ধারে এত দুঃখ সহিতে না পারি॥
না ধরিল দুর্য্যোধন আহ্মার বচন।
আসিয়া বিমুখ হই মাগিল জনার্দ্দন॥

কৃষ্ণের প্রতি শোকসন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ

এ বলিয়া গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
মোহাক্রোধে বোলে দেবী পুত্র শোকানলে॥
মোহাক্রোধে কৃষ্ণক বোলএ আরবার।
তোহ্মার কারণে হৈল বংশের সংহার॥
ভাই২ যুদ্ধ হৈল কৌরব পাণ্ডবে।
তোহ্মার সাক্ষাতে কেহ্নে নাশ পাএ তবে॥
পতিব শুশ্রুষা করি যত ধর্ম্ম কৈলুম।
অন্ধ থাকি তপ করি যত পুণ্য পাইলুম॥
সেই ফলে তোহ্মারে কোপিলুম এহি শাপ।
জ্ঞাতি পুত্র শোকে তুহ্মি পাইবা মহাতাপ॥
জ্ঞাতি সব নাশ হইব তোহ্মার পরস্পর।
পুত্র শোকে তোহ্মার দহুক কলেবর॥
যেন মতে কান্দয়ে আহ্মার বধুগণ।
তেন মতে কান্দৌক তোহ্মার যতজন॥
গোবিন্দক সাপিল গান্ধারী মহামতি।
ভয়ে কম্পমান হৈল পাণ্ডবের পতি॥

শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায়
কৃষ্ণের উপদেশ

ঈষৎ হাসিয়া তবে বোলে জনার্দ্দন।
মোর জ্ঞাতি মারিতে পাবএ কোনজন॥
অবদ্ধ মোহোব জ্ঞাতি জানে ত্রিভুবনে।
মোর জ্ঞাতি সংহারিব কাহার পরাণে॥
আপনে আপনা যদি করএ সংহার।
তবে যদি সত্য হএ বচন তোহ্মাব॥
উঠ২ গান্ধাবী না কর পুত্র শোক।
বিনি অপরাধে মোরে কেহ্নে দোষ মোক॥
দুর্য্যোধন দোষে হইল বংশের সংহার।
আত্ম দোষে মৈল দোষ নাহিক আহ্মার॥[১৯]
কৃষ্ণের বচন শুনি উঠিলা গান্ধারী।
পুত্র শোক ভাবে দেবী অধোমুখ কবি॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক যোধদিগের সদগতি বর্ণন

পুত্র শোক এড়িলেক বৃদ্ধ নরপতি।
যুধিষ্ঠির রাজাত পুছন্ত মহামতি॥
দশ লক্ষ সহস্র কোটি ষষ্ঠিক বিংশতি।
অর্ব্বুধে ২ পড়ে মহা ২ রথী॥[২০]
চতুর্ব্বিংশ সহস্র পড়িল মহারথ।
রাজ রাজেশ্বর পঞ্চ ষষ্ঠি একশত॥
তবে বৃদ্ধ নরপতি কহে আরবার।
প্রেত কর্ম্ম করহ যতেক পরিবার॥
যে সব অনাত জন পড়ি আছে রণে।
পুত্র পৌত্র পড়িল নাহিক একজনে॥
তা সভার প্রেত কর্ম্ম নিযোজ্য সত্বর।
শুনিয়া আদেশ কৈল ধর্ম্ম নরবর॥

যুদ্ধে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠান

ধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন আদি করি যুযুৎসু সুমতি॥
প্রেত কর্ম্ম করিবারে আজ্ঞা কৈল বীর।
ঘৃত তৈল দিয়া দহে সভার শরীর॥
অগর চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত তৈল করি।
গন্ধ কাষ্ঠ কুড়াইল কুরুক্ষেত্র ভরি॥
ঘৃত তৈল গন্ধের নাহিক পরিমাণ।
দিব্য২ বস্ত্র আনি রাখে স্থানে স্থান॥
একশত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব সৈন্য ভূরিশ্রবা কুমাব লক্ষণ॥
আচার্য্য কাপড়েন্ত যে ব্রাহ্মণ সংহতি।
শল্য রাজ পড়িলেন্ত শকুনি দুর্ম্মতি॥
অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন জয়দ্রথ বীর।
দুঃশাসনতনয় দহন্ত শরীর॥
সোমদত্ত বৃহদ্বল সঞ্জয় একশত।
ক্ষেমাধৃতি বিরাট দ্রুপদ মহাসত্ত্ব॥
ত্রিগর্ত্ত কেকয় ঘটোৎকচ মহাবীর।
অলম্বুষ রাক্ষসের দহন্ত শরীর॥
সুধামন্যু উত্তমৌজা উত্তরা কুমার।
দহন্ত পাণ্ডব সবে শরীর তাহার॥
রাজ রাজেশ্বর সব দহএ বিশেষ।
সভানক অগ্নি কার্য্য করএ বিশেষ॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি পাণ্ডু নরপতি।
গঙ্গাতে নামিল গিয়া ব্রাহ্মণ সংহতি॥
স্ত্রী পুরুষে করে বহুবিধ কর্ম্ম।
যেন বিধি আছে শাস্ত্র উপদেশ ধর্ম্ম॥[২১]

কুন্তীকর্তৃক কর্ণপরিচয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক

তবে কুন্তী পুত্রসব আনিল[২২] ডাকিয়া।
যুধিষ্ঠির স্থানে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
সূতপুত্র করিয়া যাহাক জানন্ত।[২৩]
মোর পুত্র কর্ণ বীর শুন মতিমন্ত॥
কন্যা কালে জন্ম হইল মোহোর উদরে।
কিরিট বিশেষ তাকে দিল দিবাকরে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তোহ্মার জনক সমশর।
তার কর্ম্ম কর যুধিষ্ঠির নৃপবর॥
অনুশোচে যুধিষ্ঠির মায়ের বচনে।
হেন জ্যেষ্ঠ সহোদর সংহারিলুম রণে॥[২৪]
হেন কথা গোপ্ত করি কৈলা সর্ব্বনাশ।
কর্ণ বিনে দুর্য্যোধন আছিল হুতাশ॥
বিলাপন্ত যুধিষ্ঠির অনুশোচি কর্ণ।
সঙ্কোচিত কুন্তী দেবী বদন বিবর্ণ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি কর্ণের কর্ম্ম কৈল।
কৌরব পাণ্ডব সবে কর্ম্ম নির্ব্বহিল॥
'এক মনে পুণ্য কথা পুণ্যবন্তে শুনে।
তাহা হতে সুধারস নাই ত্রিভুবনে॥'[২৫]
বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
সৈন্যাদি পঞ্চক মুনি মনঃ কুতূহল॥
এহি কহিলাম স্ত্রীপর্ব্ব সমাধান।
অভিষেকপর্ব্ব কহি কর অবধান॥
ইতি স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত॥

তথ্যপঞ্জি

১. ধরনি-ঙ।
২. খ- পুথির পাঠ। ক- রনে।
৩. মহা তেজ সূর্য্য সম সর-চ।
৪. ক্ষেনেকে চাহিয়া লোক-ক।
৫. খ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
৬. খ- পুথির পাঠ। ক- মুখে বলি।
৭. খ- পুথির পাঠ। ক- বৃদ্ধ কালে গেল।
৮. ঘ- কহিলেক ঋষিকেশ।
৯. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে একেবারেই অস্পষ্ট। খ- পুথিতে এব পর থেকে আর পাওয়া যায় নি।
১০. হৃদয় প্রবোধ পাইল-ঘ।
১১. কর্ম্ম ফলে বিধি তোর গতি-ঘ।
১২. স্তব্দ হইয়া মহাবাজা ভাবে পুত্র শোক-ঙ।
১৩. ঙ-পুথির পাঠ :

নৃপতির বাক্য মুনি বলে ব্যাস মুনি।
পুর্ব্ব হতে সুন তুমি ইতিহাস বানী॥

১৪. নারদ সহিতে আমি দেখিলাম তথাতে-ঙ।
১৫. এহি সব বৃত্যন্ত কহিল ব্যাসমুনি-ঙ।
১৬. নীবিড়-ঙ।
১৭. মাই-মা।
১৮. মুদিল।
১৯. দোস না চিন্তিআ সাপ কল্লিলা আক্ষার-ঘ।
২০. ঘ- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২১. আছিলেক ক্ষত্রিয়ের -ঘ।
২২. আনন্ত-ঘ।
২৩. কহন্ত-ঘ।
২৪. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।
২৫. ঘ- পুথিতে এ ছত্রদ্বয় নেই।

শান্তিপর্ব

রাজধর্মানুশাসন
পর্বাধ্যায়

শ্রী শ্রী গণেশায় নম: ।
অথ শান্তিপর্ব লিখ্যতে॥[১]
জ্ঞাতির তর্পণ কৈল ভাগীরথী জলে।
কৃতকর্ম নির্বাহিয়া উঠিলেক কূলে॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আদি যত নারীগণ।
বালবৃদ্ধ সকলে হইয়া একমন॥[২]
ভাগীরথী তীরে কৈল উত্তম আলয়।
তথাতে রহিল তবে ধর্ম মহাশয়॥[৩]
ইন্দ্র আদি দেবগণ নারদ আদি ঋষি।
সকল আইল তবে যত দিকবাসি॥
যার যেই আসনে বসিল সর্ব্বজন।
পঞ্চভাই বসিল বসিল জনার্দ্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর বসিল মহামতি।
আছিল যতেক কথা কহিবেক কতি॥

সমস্ত কুলধ্বংসে
যুধিষ্ঠিরের বিষাদ

জ্ঞাতিশোকে ব্যাকুল নৃপতি যুধিষ্ঠির।
অবিরাম নয়নেত ঘন বহে নীর॥
নিঃশ্বাস এড়িয়া বোলে পাণ্ডবের পতি।
বসুমতী শাসিতে না লয়ে মোর মতি॥
অভিমন্যু শিশু পড়ে শুভদ্রা নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রোপদ মহাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীক সুষেণ প্রভৃতি।
পৃথিবীর পড়িলেক যতেক নৃপতি॥

পড়িলেক জ্ঞাতিসব ইন্দ্রসম শর।
হেন পাপ করি রাজ্যের কোন ফল॥
শিশুকাল হৈতে মোর হৈল পিতৃশোক।
কোলে করি পিতামহ পালিলেক মোক॥
মুই রাজ্য নষ্ট কৈলুম পাপিষ্ঠ দূরান্ত।
হেন পিতামহ মুই করিলুম অন্ত॥
জিনিল পরশুরামে একাদশ দিনে।
এক রথে বসুমতী জিনিল যেই জনে॥
হেন পিতামহ মারি রাজ্য অভিলাষ।
পৃথিবীতে মোর সম নাই মতি নাশ॥
অল্প কাল রাজ্য লাগি কৈলুম হেন পাপ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু মারি পাইলুম বড় তাপ॥
মিথ্যা কহি গুরু মুই করিলুম বধ।
পৃথিবীত মোর সম নাহিক মগধ॥
দ্রোণাচার্য্যে জিজ্ঞাসিল করিয়া প্রত্যয়।
মুই মিথ্যা কহিলুম পাপ নাহি ভয়॥

কর্ণ-বধে যুধিষ্ঠিরের খেদ

এত শোকানল মোর শরীরেত সহে।
সে সব স্মরিয়া মোর হৃদয় না রহে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কর্ণ বীর সংহারিলুম রণে।
মোহোতে পাপিষ্ঠ নাহি ইতিন ভুবনে[৪]॥
দুগ্ধ মুখ অভিমন্যু না করি বিচার।
তাকে পাঠাইয়া দিলুম সমর মাঝার॥
দ্রোণবীরে রাখে ব্যূহ ভেদিব ছাওয়ালে।
এতেক বিচার মুই না কৈলুম সেকালে॥
কান্দএ ভাগিনা শোকে দেব জনার্দ্দন।
আজিহ না চাহি আক্ষি কৃষ্ণের বদন॥
না চাহি দ্রৌপদী মুখ পঞ্চ পুত্র মারি।
সংসারে ঘোষএ মুই পাপ অধিকারী॥
জ্ঞাতিসব বধ কৈল সংসার[৫] নাশক।
লিখিতে না পারি যত করিল পাতক॥

যুধিষ্ঠিরের অপ্রবোদ
বৈরাগ্যের অবতারণা

এহি মতে সুখাইমু সর্ব্ব কলেবর।
অন্ন পানি না খাইমু না যাইমু ঘর॥
হেন বাক্য শুনি বোলে ব্যাস মহামুনি।
রাজ্য করিবার যুক্তি শুন নৃপমণি॥

ব্যাসকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে
সান্ত্বনা

যথাতে সঞ্জোগ হয় বিয়োগ অবশ্য।
শরীর অনিত্য জান মরণ অবশ্য॥
উপজিলে মৃত্যু জান সংসারের লোক।
উচ্চ হৈলে পড়এ যে তাত কিবা শোক॥[১]
এ বলিয়া কহিলেক কথা ইতিহাস।
যুধিষ্ঠির সান্ত্বাইল মহামুনি ব্যাস॥
সংসারেত এত মত প্রসঙ্গ আছিল।
অর্থনাম ব্রাহ্মণেত জনকে পুছিল ॥
ব্রাহ্মণে কহন্ত কথা জনকে শুনন্ত।
তাকে আহ্মি কহি যে শুন মতিমন্ত ॥
দেহ হতে জন্ম যার সংসার ভিতরে।
জরা মৃত্যু ব্যাধিএ তাহার অন্তরে ॥
সাগর পর্যন্ত মহী জিনে যেই জন।
বিধির লিখন জান অবশ্য মরণ ॥
প্রথম বয়সে কেহ কেহ মধ্য সমএ।
উত্তম কালেত কেহ মৃতুএ সংহারএ ॥
সম্পত্তি বিপত্তি সুখ দুঃখ সমুদায়।
কালে সংহারএ সব না করে বিচায়॥
রোগবন্ত মরন্ত মরন্ত বৈধ্যগণ।
বলবন্ত মরন্ত দুর্ব্বল যত জন॥

স্ত্রী সব মরন্ত মরন্ত নপুংসক।
মহামত্ত গজ মরে মরন্ত যমক॥
রূপ রোগ হতে আরোগ্য সম্পদ।
না বঞ্চি কেহএ দেখ বহুল আপদ॥
বঞ্চিলে দারিদ্র হএ না করএ আশ।
সংসারের ধর্ম এহি করএ প্রকাশ॥
তোহ্মাতে কহিল যত সংসাব রহস্য।
ভবিতব্য আছে যত ফলএ অবশ্য॥
যার যেই কর্ম ফল হএ সেই গতি।
হেতু মাত্র একজন মৃত্যু জোগ অতি॥
কুলে যত জন্ম হএ পতঙ্গ যে মরে।
না মরে দরিদ্র লোক শতেক বৎসরে॥
সংসারে সৃষ্টি জান[৭] ভুঞ্জিবাবে সুখ।
প্রেত দুঃখিত জিএ ভুঞ্জিবারে দুঃখ॥[৮]
কেহ শিষ্য কেহ দুষ্ট কেহ দুর্মুখ জন।
কেহ মহীপালে কেহ ধর্ম্মে করে মন॥
শাস্ত্র বাখানে কেহ করিয়া বিচার।
বিধির কৌতুক দেখ বিচিত্র সংসার॥
'বাউ অগ্নি আকাশ আদিত্য দিবাকর।
নদী শেষ মস্তক ব্যাপিত কলেবর॥'[৯]
'শীত ঘর্ম্ম বরিষ যেহেন পরিবর্ত্ত।
তেন মতে সুখ দুঃখ কালপরিবর্ত্ত॥'[১০]
রাগ সম গীত বাদ্য করে কভো জনা।
অনার্থ হইয়া কেহ করয়ে ক্রন্দনা॥
মাতৃ পিতৃ সহস্র সহস্র পুত্র দ্বার।
সংসারের ব্যবহার থাকে যত কাল॥
কার পুত্র কোন জনা কেবা কার পিতা।
কালে সংহারিতে জান কার কেবা মাতা॥
পথিক সংশয় পথে থাকিবার চাহে।
তেন মত কত দিন একত্রে নির্ব্বহি॥
কালে সংহারিতে পুনি কেহ নহি রাখে।
কথা হোতে কেবা যায়ে কেবা কারে দেখে॥

কথাতে আছিল পূর্ব্বে কথা চলি যাইব।
কেবা আম্মি হেন তনু কথাতে বুঝিব॥[১১]
কে মোর আপনা হএ কেবা মোর পর।
এতেক জানিয়া শান্ত হয় নৃপবর॥
কুম্ভকার চক্র যেন রাত্রিদিন ভ্রমে।
তেন মত জান বন্ধু বান্ধব সংগমে॥
পুরুতেন[১২] পুরুষে কহিল উপদেশ।
আগম স্মরিয়া কহি শুনহ বিশেষ॥
বসাএ বুঝন্ত সেই বস্তু মহারস।
বড় ২ সিদ্ধাসব যাএ মৃত্যু বশ॥
দাতা সব মরে জান বৈদ্য সব মরে।
না মরিব হেন নাহি সংসার ভিতরে॥
আপনার শরীর জান আপনার ববি।
কিসেরে পরের শোক অনুসোচ করি॥[১৩]
হেন মত তত্ত্ব যদি ব্রাহ্মণে কহিল।
জনক নৃপতি তবে নিবর্ত্তি[১৪] রহিল॥
শোক এড় যুধিষ্ঠির শুন মহামতি।
মহাসুখে রাজ্য কর ভোগ বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
নিঃশব্দে রহিল রাজা স্তব্দ হৈয়া মতি॥
কৃষ্ণেত বোলয়ে তবে বীর ধনঞ্জয়।
বড় দুঃখে পাইল রাজ্য পড়িল সংশয়॥[১৫]
জ্ঞাতি শোকে কাতর রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ ভীষ্মের শোক দহএ শরীর॥
অর্জ্জুন বচন শুনি উঠিলেক গোবিন্দ।
দুই চক্ষু প্রসন্ন যেহেন অরবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিলা আপনে।
যুধিষ্ঠির হাতে ধরি বোলে নারায়ণে॥
শান্ত হও মহারাজা পরিহর শোক।
যত সব পড়িল গেলেন ইন্দ্রলোক॥[১৬]
যে সব পড়িল রণে জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
শোক কৈলে তার সমে নাহি দরশন॥[১৭]

করিয়া সম্মুখ রণ গেল স্বর্গপুর।
তাহার কারণে শোক পরিহর দূর॥
দিব্য রথে আরোহণ বৈকুণ্ঠেত যাএ।
তাক অনুশোচিত তোহ্মাকে না যুয়াএ॥
সঞ্জয় করিতে শোক নারদে বুঝাইল।
পুত্রশোক এড়ি রাজা বড় প্রীতি পাইল॥
ষোড়শ বাজির কথা শুনিয়া আপনে।
শোক পরিহর যুধিষ্ঠির মহাজনে॥

কৃষ্ণোক্ত নারদ-সঞ্জয় সংবাদ

কৃষ্ণের অন্তরে তবে নারদে কহিল।
যেন মতে সঞ্জয়ের শোক সংহারিল॥
কহিল নারদ মুনি যত উপদেশ।
আহ্মি যত উপদেশ কহিল বিশেষ॥
নানা তত্ত্ব জানিয়া পালহ বসুমতী।
শোক পরিহর এবে ধর্ম্ম নরপতি॥

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপে গমনে ব্যাস-উপদেশ

ধর্ম্ম কথা শুনিবারে যদি থাকে মন।
ঝাটে করি ভীষ্মের করহ উপাসন॥
গঙ্গাতে জন্মিল ভীষ্ম শান্তনু নন্দন।
সাক্ষাতে দেখিল ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
বৃহস্পতি আদি করি দেব ঋষিগণে।
নীতি শাস্ত্র পঠান্ত বিবিধ বিধানে॥
চ্যবন ভার্গব হতে বেদ অদ্যাশিল।
ব্রহ্মার তনয় হতে ব্রহ্ম উপাৰ্জিল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হতে ধর্ম্ম কথা শুনএ।
সে তোহ্মার খণ্ডাইব হৃদয় সংশএ॥

বুঝাই বোলন্ত তবে দেব দামোদর।
আহ্মাব বচন ধর[১৮] ধর্ম্ম নৃপবর॥
শোকেত বিহ্বল এত শান্তি কর মন।
বিবর্জ্জিয়া যতেক দেখহ শাস্ত্রগণ॥
অনাথ বান্ধব সবে তোহ্মাক চাহন্ত।
দুঃখিত সোদব সব দেখ মূর্তিমন্ত॥
সবিনয় করন্ত গোবিন্দ মহাজন।
হিতবাক্য কহিলেক যত মুনিগণ॥
সবিনয় বলিলেক চারি সহোদর।
মন শান্তি কৈল তবে ধর্ম্ম নববর॥
উঠিলেক নরপতি পরিহরি শোক।
আনন্দে পূর্ণিত তবে হৈল সর্ব্বলোক॥
সর্ব্ব সভা উঠিল বেড়িয়া নরপতি।
গগনে শোভএ যেন নক্ষত্রের পতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি কবি পাণ্ডব নন্দন।
অনুক্রমে পূজিলেক দেবতা ব্রাহ্মণ॥
ইতি শ্রী মহাভ রতে পাণ্ডববিজ্রেই
শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ॥[১৯]

অভিষেকপর্ব

কৃষ্ণের অনুমোদনে
যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় যাত্রা

দিব্যরথ আরোহিয়া পাণ্ডবের পতি।
রথের সারথি হৈল ভীম মহামতি॥
মাদ্রীপুত্র দুই ধারে বিচন্ত চামরে।
রথে পঞ্চ ভাই তবে চলিলা সত্বরে॥
নানা রত্নে বিভোসিত পঞ্চ সহোদর
সাত্যকি সহিতে কৃষ্ণ চলিল সত্বর॥

রাজার পশ্চাতে যাএ কৃষ্ণ মহাশএ।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা তাহার অগ্রএ॥
অশ্বগজ রথ ধ্বজ চলে চারি ভিত।
কুন্তী দেবী গান্ধারী দ্রৌপদী সমুদিত॥
চারি দিগে বেড়ি যাএ অবশিষ্ট বীর।[২০]
হস্তিনা পুরীতে যাএ রাজা যুধিষ্ঠির॥

যুধিষ্ঠিরের পুর-প্রবেশ
অভিনন্দন

স্তুতি করে বিপ্রগণে সহস্র শঙ্খ আগে।
পৌরজন সকলে চাহন্ত অনুরাগে॥
হুলাহুলি করে লোক নগরে নগরে।
যুধিষ্ঠির রাজা আইসে পুরীর ভিতরে॥
বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের উপর।
ধ্বজ সারি ২ শোভে নগরে নগর॥
রাজপথবাসী যত গন্ধ পুষ্প দিয়া।
নানা পুষ্পে গন্ধ পঞ্চ সুগন্ধি করিয়া॥
সারি সারি পূর্ণ কুম্ভ নগরে নগর।
রাজ ঘরে পুষ্প মালা দেখি মনোহর॥
পৌরকন্যা সকলে করএ পুষ্প বৃষ্টি।
যেহেন মঙ্গল ময় বিধাতার সৃষ্টি॥
চাতরে ২ সব নারীগণ ধাএ।
চন্দ্রের উদএ যেন নক্ষএ উজাএ॥[২১]
নাগরিক নারী সবে চাহন্ত নেহালী।[২২]
গবাক্ষ সন্ধানে চাহে যত পৌরনারী॥
রত্নময় গৃহসব পরম সুন্দর।
কোমলে রচিত যেন রম্য সরোবর॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি প্রশংসন্তি নারী।
সাফল্য তপস্যা কৈল দ্রৌপদী সুন্দরী॥
সাফল্য জীবন দেবী কুন্তী মহাসতী।
যাহার উদরে হৈল পাণ্ডব সন্ততি॥

প্রশংসন্ত নারীগণ বালবৃদ্ধ গণে।
প্রশংসন্ত দেবগণে ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥
চন্দ্রের উদয় যেন উথলে সাগর।
লোক সব না আটএ পুরীর ভিতর॥
স্তুতি করে পৌরজনে রাজার গোচরে।
পুরীত রচিয়া আছে মঙ্গল বিস্তরে॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মুনি জয় ২।
রথ হতে তুলাইল ধর্ম্ম নৃপচয়॥
ইন্দ্রের ভুবন যেন রত্ন মনোহর।
দেবতা মণ্ডপে গেল ধর্ম্ম নৃপবর॥
রত্ন বস্ত্র গন্ধ পুষ্পে দেবতা অর্চ্চিল।
সুবর্ণের বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণ তুষিল॥
জ্যেষ্ঠতাত চরণ বন্দিল যুধিষ্ঠিরে।
ধৌম্য পুরোহিত আনি তোষে নৃপবরে॥
দিব্য ২ রত্ন দিল বহুল সুবর্ণ।
দিব্য ২ অলংকার দিল নানা বর্ণ॥
বেদ শাস্ত্র অশীর্ব্বাদ স্তুতি কোলাহল।
ধন্য ২ শব্দ উঠে গগন মণ্ডল॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে বৃদঙ্গ বিশাল।
পল্লব ঝাঝারি বাজে কাস করতাল॥

যুধিষ্ঠিরের
রাজ্যাভিষেক

পূর্ব্ব মুখ বৈসে রাজা কনক আসনে।
ইন্দ্র যেন বসি আছে দিব্য সিংহাসনে॥
সাত্যকি সহিতে কৃষ্ণ রাজার সমুখে।
বিদ্যমানে বসিল হৃদয় বড় সুখে।
উত্তম আসনে বৈসে ভীম ধনঞ্জয়।
দুই পাশে দুই ভাই ধর্ম্ম মহাশয়।
গজদন্ত সিংহাসন কাঞ্চনে ভূষিত।
ভিন্ন ২ আসনে রাজার সন্নিহিত॥

অগ্নির সমান জলে পরম আসনে।
ধৃতরাষ্ট্র বসিল রাজার বিদ্যমানে॥
সঞ্জয় যুযুৎসু দুই গান্ধারী সহিত।
তিন জন বসিলা বৃদ্ধের সন্নিহিত॥
আসনে বসিল রাজা পরম মঙ্গল।
নানা যন্ত্রধ্বনি বাজে বহুল তুমুল॥
পুরোহিত সমে তবে প্রকৃতি মণ্ডল।
অভিষেক সৰ্জ্জ লই আইল সত্বর॥
পলাস পিউষ মহী ধান্য বহুতর।
পৃথিবীর যত ছিল করিল মঙ্গল॥
পুরোহিত ধৌম্যক বলিলা জনার্দ্দন।
বাজ্য অভিষেক কর এহি শুভক্ষণ॥
পূৰ্ব্ব উত্তর কোনে বেদিকা লেপিল।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম এক লই তাহাত অর্পিল॥
শুভক্ষণ করি তবে ধৌম্য পুরোহিত।
আসনেত বসাইল দ্রৌপদী সহিত॥
আপনে উঠিয়া কৃষ্ণ শঙ্খ লৈল হাতে।
অভিষেক জল দিল যুধিষ্ঠির মাথে।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা ভ্রাতৃর সহিত।
যুধিষ্ঠির অভিষেক কৈল পৃথিবীত॥
ভেরি শঙ্খ দুন্দুভি পট্টহ কাসতাল।
মৃদঙ্গ পল্লব[২৩] বাজে ঝাঝারি বিশাল॥
ঝাঝর কর্ত্তাল বাজে বাজএ তুমুল।
ধ্বনিএ পুরএ দিশ দিতে নাই তুল॥
বেশ্যা সবে নৃত্য করে চাতরে ২।
পৌরজনে মঙ্গল করন্ত ঘরে ২ ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল অনাথের গতি।
উল্লাসিতে নৃত্য করে সকল নৃপতি॥
অভিষেক করিয়া যুদ্ধ সমর্পিল।
বিংশতি সহস্র স্বর্ণ ব্রাহ্মণেরে দিল॥
স্তুতি করি আশীর্ব্বাদ করএ ব্রাহ্মণ।
স্তুতি করে সকল সামন্ত পাত্রগণ॥

তুহ্মি হেন নরনাথ ধর্ম্ম অবতার।
বড় ভাগ্যে রণে কৈলা শত্রুর সংহার॥
চিরকাল রাজ্য কর পঞ্চ সহোদর।
তুমি হেন নৃপতি পাইল পুণ্য ফল॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক সকলের প্রতি কর্তব্য কথন

অমাত্য বচন শুনিয়া নরপতি।
উত্তর দিলেন্ত যুধিষ্ঠির মহামতি॥
তুহ্মিসবে প্রশংসো আহ্মার পুণ্য ভাগ।
অনুরক্ত জনেরে গুণন্ত অনুরাগ॥
কিন্তু মোর অনুরাগ ধরিবা জতনে।
এহি মোর বচন পালিবা সর্ব্বজনে॥
ধৃতরাষ্ট্র পিতা মোব প্রত্যক্ষ দেবতা।
কুন্তী যেন জননী গান্ধারী তেন মাতা॥
তান আজ্ঞা পালিবা করিবা তান প্রীতি।
সুশ্রুসা করিবা তান যেন আছে নীতি॥
জগতের নাথ ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
সকল পৃথিবী তান জানিয় নিশ্চয়॥
এহিমত জানিয়া করিবা ব্যবহার।
তবে সে হৃদয় তোষ জন্মিব আহ্মার॥

যুধিষ্ঠিরের রাজকার্য চিন্তা সন্ধিরূপে বিদুরকে নিয়োগ

এবলিয়া সভানে পাঠাইল সম্বোধিয়া।
রাজ কার্য্য চিন্তে রাজা আপনে বসিয়া॥
যুবরাজ অভিষেক কৈল বৃকোদর।
মন্ত্রি হৈল বিদুর যে বুদ্ধির সাগর॥
রাজ কার্য্য করিতে সঞ্জয় নিযোজিল।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া তাহাক তুষিল॥

চেতন প্রদান আর বল পরিমাণ।
নকুলক নিয়োজিল ধর্ম্মের নন্দন॥
পরাক্রম দুর্জ্জয় দুষ্টের নিবারণ।
অর্জ্জুনক নিয়োজিল পরিঘ পালন॥
ব্রাহ্মণের বেদ পাঠ যত কর্ম্ম কাজ।
ধৌম্য পুরোহিত নিয়োজিল ধর্ম্মরাজ॥
আপনার কাছে থুইল সহদেব বীর।
রাত্রি দিনে রাখিবেক রাজার শরীর॥
যে যথা আছিল যেহেন অধিকারে।
সেই কার্য্যে নরপতি দিলেন্ত তাহারে॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কৃষ্ণ স্তুতি

বিদুর সঞ্জয় আর যুযুৎসুক আনি।
যুধিষ্ঠিরে আপনে বোলন্ত সিষ্টগণি॥
যেন পাণ্ডু বাপ মোর ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
তাহান পৃথিবী এহি তাহান যে প্রজা॥
পুষ্পাঞ্জলি করিয়া কৃষ্ণক স্তুতি কৈল।
তোহ্মার প্রসাদে মুই পিতৃরাজ্য পাইল॥
তোহ্মার বুদ্ধি পরাক্রমে করিলা সাহায্য।
তুহ্মি মোরে লৈয়া দিলা মোর পিতৃরাজ্য॥
এ বলিয়া স্তুতি পদে বিস্তর বন্দিল।
সম্বোধিয়া সভানে নৃপতি রাজ্য দিল॥
অমাত্য সকল গেলা যার যে ভুবন।
চারিভাই ডাকি আনি বোলন্ত বচন॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক চার ভাইয়ের প্রতি উপদেশ এবং কর্তব্য-কর্ম নিবারণ

বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে সর্ব্ব কলেবর।
মোহোর কারণে দুঃখ পাইলা বহুতর॥

বনবাসে যতদুঃখ দিনে ২ পাইলা।
আহ্মার কারণে দুঃখ মনে না ধরিলা॥[১৪]
তত সুখ সন্তোষে ভুঞ্জহ কতকাল[২৫]।
চিরকাল অবধি হৃদয় যাউক শাল[২৬]॥
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
চলিলেক চারি ভাই করিয়া প্রণতি॥
বহুরত্ন মণি দিলা পুর্ণ করি মন।
বৃকোদরে পাইল দুঃশাসনের ভুবন॥
দুঃশাসন কুমারের মন্দির সুন্দর।
কুবেরের সমান ভুবন মনোহর॥
নানা রত্নে পরিপূর্ণ পাইল ধনঞ্জয়[২৭]।
দুর্ম্মুখ ভুবন পাইল নকুল মহাশয়॥
সিংহদ্যুম্ন মন্দির কনকে বিভূষিত।
সহদেব পাইল রাজার সমিহিত॥
হেন মতে নিযোজিয়া সভানে রাখিলা।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া সভানে তুষিলা॥
তবে যত জ্ঞাতি গণ রণেত পড়িল[২৮]।
প্রত্যেকে ২ রাজা শ্রাদ্ধ করাইল॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাএ পুত্রের কর্ম্ম কৈল।
বিচিত্র গোধন রত্ন ব্রাহ্মণেরে দিল॥
বিদুর সুধর্ম্মা আর যুযুৎসু[২৯] সঞ্জয়।
রাজার আজ্ঞাএ গেলা যার যে আলয়॥
সাত্যকি সহিতে বাসুদেব মহামতি।
অর্জ্জুন ঘরেত গেলা ত্রিদশের পতি॥
দ্রৌপদী সহিতে রাজা আপনা মন্দিরে।
কুতূহলে রজনী বঞ্চিল যুধিষ্ঠিরে॥
আরদিন প্রভাতে আইল সর্ব্বজন।
একে ২ নৃপতি করিলা সন্তর্পণ॥
বাসুদেব পুরস্কার চিন্তে রাজ কাজ।
যার যত নিযুক্ত করন্ত সর্ব্বকাজ॥
যুযুৎসুক তুষিলা যে সব্ব সভাজন।
সহর্ষে বিনয়শালী পাণ্ডুর নন্দন॥

ধৃতরাষ্ট্র বাজ্জাক পূজিলা যথাবিধি।
গান্ধারীক তুষিলা নৃপতি গুণনিধি॥
ধৃতরাষ্ট্রে গান্ধারীত রাজ্য সমর্পিল।
একে ২ সভাজন সকল তুষিল॥
দিন কৃত্য নিবাহিল রাজা যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণ সম্ভাষিতে গেলা অর্জ্জুন মন্দির॥
মণি বত্নে বিভূষিত উজ্জ্বল আসনে।
কৃষ্ণক দেখিল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে॥
ইতি মহাভারতে অভিষেকপর্ব সমাপ্ত॥

তথ্যপঞ্জি

১. চ পুথির ভিন্ন পাঠ

শ্রী শ্রী গনেশায় নমঃ।
অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে॥
ভাগিরথি তিবে কৈল উত্তম আলয়
তথাতে রহিল তবে ধর্ম্ম মহাসয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আর জত নারি গন।
ভিম ধনঞ্জয় আর মাদ্রির নন্দন॥
নারদ পরষুরাম ব্যাস আদি কবি।
সকলী আইল তপবন পবিহরি॥
গ্যাতি শোকে ধর্ম্ম রাজার স্থির নহে মন।
দুর্জ্জোধনে বরিজোগে কান্দেন সর্ব্বজন॥

২. পুনি সব আইল তপোবন পরিহরি-ঘ চ।
৩. ঘ - পুথিতে এ পাঠ নেই।
৪. পৃতিবী-ঘ।
৫. জন্মিলে মরন হএ কেন বাস শোক-ছ।
৬. ঘ- পুথির পাঠ। ক- ঈশ্বর হৃদয় নাহি।
৭. প্রায়ে অকিঞ্চন জিযে ভূঞ্জিলা না দুঃক্ষ-ঘ।
৮. ঘ- পুথির পাঠ। ক- পুথিতে এ পাঠ নেই।

৯ ঘ পুথিতে এ পাঠ নেই

১০ ঘ- পুথিতে এ পাঠ নেই।

১১ হেন মতে জ্ঞানী বলিল আত্মারে বন্ধাতন ছ।

১২ নাবদ ছ।

১৩. ঘ পুথিতে এ ছত্রদ্বয় নেই

১৪ নির্ব্বানে ছ।

১৫ এথ দুখে পাল বাজা পড়ি [illegible]।

১৬ ক পুথিতে এ ছত্রটি নেই ঘ [illegible]

১৭ খ পুথিতে এ পাঠ নেই

১৮ ঘ পুথিতে এ পাঠ [illegible] ছ।

১৯ ঘ পুথির পাঠ। ক পুথিতে [illegible]
ক পুথিতে অভিষেকপর্ব নামে পৃথক [illegible] পুথিতে শান্তিপর্ব [illegible]
অভিষেকপর্ব পৃথকরূপে লিখি[illegible]।

২০ নারীগন চলি গেএ বিদুর সহিত [illegible]

২১ ঘ পুথির পাঠ। খ পুথিতে এ পাঠ নেই

২২ খ পুথির পাঠ। ঘ পুথিতে এ ছত্র নেই

২৩ এর পর থেকে খ পুথির পাঠ [illegible]
এবং চ পুথি অবলম্বনে পাঠ [illegible]

২৪ পনশা-ঘ।

২৫ কাহো মৃদঙ্গ বাজায় তুম্বুর [illegible]।

২৬. চেত ঘ।

২৭ এ ছত্রদ্বয় চ-পুথিতে নেই।

২৮. চিরকাল হৈতে এবে বাজ্য কর পাল [illegible]

২৯ অশ্বত্থামা চ।

৩০. খ ঘ পুথির পাঠ আভন্ন।

অশ্বমেধপর্ব

(যাগপর্ব)

ভীষ্মের শরপীড়া সম্ভাবনায় যুধিষ্ঠিরের খেদ

জনমেজয় নৃপতিয়ে জিজ্ঞাসল পুনি।
তারপরে কি হইল কহ মহামুনি॥
মুনি বোলে শুন তবে রাজা জনমেজয়।
জনার্দ্দন গেলেন যদি দ্বারিকা আলয়॥
জাতিবধ পাতকের ভয় ভাবি অতি।
চিন্তাকুল জনার্দ্দন ত্রিভুবন অধিপতি॥
কোন চিন্তা জন্মিল গোবিন্দ কহ মোক
তোম্মার চিন্তাএ নষ্ট হএ সর্বলোক॥
রাজার বচন শুনি দৈবকী নন্দন।
হাহা ভীষ্ম বলিয়া করন্ত শোকমন॥
শরতলে ভীষ্ম বীর নিবাইল আগুনি।
আম্মাক ভাবন্ত বীরে নিরঞ্জন গুণি॥
ভীষ্ম নাম শুনিয়া পড়িল যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণের আদেশে ধরে বৃকোদর বীর॥
ব্যাধি জন যেন পড়ে আচম্বিত।
শোকে জর২ চিত্ত পড়িল ভূমিত॥

শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা

ধারা বহে নয়নে নিশ্বাস বহে ঘন।
ধর্ম্মপুত্রে নেহালন্ত নৃপতির গণ॥
সকল পাণ্ডব গণ বসিলা ভূমিত।
প্রবোধন্ত ধৃতরাষ্ট্র পুরাণ পণ্ডিত॥
উঠ ২ যুধিষ্ঠির পরিহর শোক।
অনন্তর কার্য্য কর তোষ সর্বলোক॥

ক্ষত্রি ধর্ম্মে পৃথিবী করিলা তুহ্মি বশ্য।
ভাই সমে ভোগ কর পরম রহস্য ॥
জ্যেষ্ঠবাপ মাও তোহ্মার আহ্মী দুই জন।
আহ্মাক পাইয়া বাপু না কর ক্রন্দন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বচনে নৃপতি যুধিষ্ঠির।
বিষ পদে রহিলা তবে মন করি স্থির ॥

কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা
যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ

তবে কৃষ্ণে বোলন্ত হৃদয় কবি সার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে কহেন বচন আরবার॥
অতিশয় জ্ঞাতি শোকে না কর বিলাপ।
পুত্র পৌত্র পিতামহাগণে পাএ তাপ॥
যজ্ঞ হোম বিধি কর দেবতা তর্পণ।
যথাবিধি সন্তর্পিল যত পিতৃগণ॥
তুহ্মি মহাবুদ্ধি মহাশাস্ত্রেত ত্বরিত।
অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য তুহ্মি জানিবা নিশ্চিত॥
ব্যাসে নারদে কহিছে সর্ব্বধর্ম্ম।
তুহ্মি মহাসত্ত্ব কেহ্নে পাও শোকমর্ম্ম॥
পিতৃ পিতামহগণ হইল নিধন।
স্বর্গে গেল সুরপুরি কিসের সোচন॥
মুই পুনি জানিতুম এতেক হইতে।
তবে মুই যাইতুম তপস্যা করিতে॥
যদি মোকে আদেশিতা শুন মহাজন।
তবে কেহ্নে হৈত পিতামহের নিধন॥
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর করিলুম সংহার।
কোন বুদ্ধি হৈল মোর অধর্ম্ম প্রতিকার॥
কহ মোহ জনার্দ্দন সর্ব্ব উপদেশ।
কোন বুদ্ধি তরিমু মুই কহত বিশেষে॥
কৃষ্ণ কথা আছাদিয়া কহে ব্যাস মুনি।
ভার বুদ্ধি যুধিষ্ঠির শিশু হতে জানি॥

কি আহ্মি কহিল সব মিথ্যা প্রলাপ।
ভাল ধর্ম্ম বুঝিলা ভালে সে পাএ তাপ॥
ক্ষত্রি ধর্ম্ম জান সব জীবিকা পালন।
তাহাতে নিধন তাপ পাএ মূঢ় জন॥
মোক্ষ ধর্ম্ম কহিল সকল তত্ত্বসার।
সকল বিরস কেহ্নে ধর্ম্ম অবতার॥
প্রায়শ্চিত সকল আপনে জান তত্ত্ব।
রাজ ধর্ম্ম দান ধর্ম্ম জান মহাসত্ত্ব॥
তথাপিহ মোহ পাও অজ্ঞান মহিমা।
সর্বব্যাপী ঈশ্বর জানাই তোহ্মার সীমা॥
পূর্বে দেবগণে মিলি যত কর্ম্ম করি।
পুণ্য হতে হইল সর্গের অধিকারী॥
রাজমেধ অশ্বমেধ সর্ব সুই নাম।
নবমেধ মহাযজ্ঞ করে অনুপাম॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কব যেন কৈল রাম।
সর্ব পাপ খণ্ডিব পুরিব মনস্কাম॥
ব্যাসের বচনে ধর্ম্ম রাজা কহে সাব।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মোর দক্ষিণা দিবার॥
সংগ্রামেত সংহারিলু নৃপতি অপার॥
দুর্যোধনে সর্বধন হরিল রাজার।
পৃথিবীতে কোন আছে সহে মোব ভার॥
কোন মুখে চাহিমু নৃপতি সবে কর।
তে কারণে হএ মোর হৃদয় ফাফর॥
বিনি ধনেই যজ্ঞ করিতে নারে শেষ।
রাজার বচনে ব্যাসে কহন্ত অশেষ॥
হিমবন্ত গিরিত[১] অছএ বহুতর।
মরুত রাজার মহাযজ্ঞের মন্তর॥
সেই ধনে যজ্ঞ তুহ্মি কব মহাবল।
ধন জন যত দেখ তাহান সকল॥
কুতূহলে পুছন্ত নৃপতি ধর্ম্মরাজ।
মরুতে করিল যজ্ঞ কোন মত কাজ॥

কোনমত বিঁধি তার কেমত চরিত্র।
কহমোতে মহামুনি শুনিব নিশ্চিত ॥
ব্যাস মুনি কহন্ত শুনএ যুধিষ্ঠির।
শুনিতে২ হএ লোমাঞ্চ শরীর॥
সত্যযুগে আছিলেন্ত মএদণ্ড ধর।
তাহার তনয় হৈল প্রসন্ধি সুন্দর॥
প্রসন্ধির পুত্র সুপনাম মহামতি।
সর্পের তনয় হৈল ইক্ষাকু নৃপতি॥
তার শত পুত্র হৈল পরম ধার্ম্মিক।
তাহার চরিত্র যত বিস্তারিব কিক॥
মহাসত্ব ইক্ষাকু সভানে রাজ্যদিল।
সমান আদরে পুত্র সকল পালিল॥

কবন্ধার, অবিক্ষিতের
এবং মরুতের যজ্ঞ

মুখ্যপুত্র বিংশ নাম পৃথিবী বিখ্যাত।
বিংশাতি তাহার পুত্র ভুবন সাক্ষাৎ॥
তার পুত্র খলিলেন্ত জগত বিদিত।
সূর্য্যেতি তাহার পুত্র প্রজা সমাহিত॥
ধর্ম্মে রাজ্য পালন্ত কোষেত নাই রত্ন
জগতের প্রিয় হইল নাই ধনরত্ন॥
নিধন দেখিয়া তার শক্র হৈল বলী।
ধর্ম্মবলে কর পাইল নৃপ মহাবলী॥
তে কারণে কবন্ধার নাম হৈল তার।
ইন্দ্রের সমান হৈল প্রতাপে অপার॥
অবিক্ষিত নাম তার পুত্র মহাজন।
একরথে ক্ষয় কৈল সর্বশক্র গণ॥
এক সহস্র অশ্বমেধ কৈল মহামতি।
মহামুনি অঙ্গিরাজ আইল নরপতি॥
তার পুত্র হইল মরুত্ত হেন নাম।
হস্তীদশ সহস্রেক বির্য্য অনুপম ॥

সাক্ষাতে বিষ্ণু যেন ইন্দ্র হতে সুর।
ত্রিভুন জিনি সব প্রচরিল দূর ॥
হিমবন্ত গিরির উত্তর পার্শ্বে দেশ।
সুমেরু পর্বত পার্শ্বে পর্বত নিদেশ ॥
কাঞ্চন পর্বত এক আছে মনোহর।
তাত যজ্ঞ করিল মরুত্ত নৃপবর॥
কাঞ্চনের ঘট সব পাত্র বহুতর।
কাঞ্চনের স্থানি সব সামগ্রি প্রচুর।
সুবর্ণের নির্ম্মিত যেন দেখি ইন্দ্রপুর॥
অসংখ্যাত শিল্পী আনিল নৃপতি ।
সুবর্ণ সামগ্রি কৈল অনেক শকতি॥
পৃথিবীত যত আছে রাজ দণ্ড ধার।
সভাকে মরুত্তে আনি কৈল যজ্ঞ সার॥
হেন কথা কহিতে জন্মিল কুতূহলে।
ব্যাসেত পুছন্ত যুধিষ্ঠির মহাবল॥
কোন বির্য্য আছিল কেহেন তার নীতি।
কি কারণে কাঞ্চন সামগ্রী কৈল অতি॥

ব্যাসকর্তৃক মরুত্তের ধন-সম্পদ আহরণ কাহিনী বর্ণনা

ব্যাসেত পুছন্ত যুধিষ্ঠির নরবর।
সে সব সামগ্রী কৈল কিসের অন্তর॥
দক্ষের অপত্যদেব অসুর সকল।
আস্পার্দ্ধিক পরস্যা যে দুই মহবল॥
অঙ্গিরা মুনির দুই পুত্র মহামতি।
সমুর্ত্ত কনিষ্ঠ আর জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতি॥
পদে২ সমুর্ত্তেরে হিংসন্ত বিস্তার॥
সর্বত্র সুশিল করে ধর্ম্ম অনুরোধ।
জ্যেষ্ঠ ভাই সমে কভো না করে বিরোধ॥

সর্ব ভোগ ছাড়িয়া অরণ্যে কৈল বাস।
দিগম্বর মূর্ত্তি হৈল ছাড়ি সর্ব আস॥
বৈমাত্রের ভাই সব অসুর প্রচণ্ড।
ইন্দ্র সমে জিনিয়া করিল লণ্ডভণ্ড॥

মরুত্ত পৌরোহিত্যে
ইন্দ্রের বাধাদান

তবে স্বর্গ রাজ্যে গিয়া পাইল জগত।
পুরোহিত বিচারন্ত আপনা কার্যেত॥
অঙ্গিরা বৃহস্পতিরে মনেত কৈল।
সর্ব্বোপিযা পুরোহিত কৈল আপনার॥
ইন্দ্রে তাক বুঝাই বলিল পুনি প্রীতি।
আহ্মার বচন শুন মুনি বৃহস্পতি॥
মরুত্তক তুহ্মি না যজাইবা কদাচিত।
তাত না মিলিবা যদি মোর হিত॥
মুই দেব রাজ তুহ্মি মোর পুরোহিত।
মনুষ্য যজান নহে তোহ্মার উচিত॥
ইন্দ্রের বচন মনে করিয়া নিশ্চয়।
উত্তর দিলেক বৃহস্পতি মহাশয়॥
যদি অগ্নি অস্ত যাএ পালটে মেদিনী।
যদি মরু টলে দীপ্তি না করে দিনমণি॥
মোর সত্য ব্যর্থ নহে শুন সচিপতি।
মনুষ্যক না যজাইমু কহিনু অনুমতি॥
ইন্দ্র বৃহস্পতি বাক্য শুনিয়া সম্বাদ।
মরুত্ত নৃপতি তবে জন্মিল বিশাদ॥

মরুত্তের পৌরোহিত্যে
বৃহস্পতির বাধা দান

যজ্ঞের সামগ্রি করি মরুত্ত নৃপতি।
বৃহস্পতি আনিবার গেল শীঘ্রগতি॥

প্রণমিয়া গুরুক বোলন্ত নৃপবর।
তোহ্মার আজ্ঞাএ কৈল সামগ্রি বিস্তর॥
যাজ্য মুই পুরুষাক্রমে জানহ তোহ্মার।
যজ্ঞ অধিষ্ঠান কর আনহ আহ্মার॥
প্রবোধন্ত বৃহস্পতি নিষ্ঠুর বচনে।
না যজাইব মনুষ্যক শুন মহাজনে॥
আন জন বর তুহ্মি চিত্তে যাকে লয়
আহ্মি যজাইব ইন্দ্র শুন মহাশয়॥

বৃহস্পতি প্রত্যাখ্যাত
মরুত্তের নারদ-সাক্ষাৎকার

বৃহস্পতি বাক্য শুনি লজ্জিত নৃপতি।
অকৃতার্থ হই যাএ মন্দ ২ গতি॥
পথে তাক দেখিয়া নারদ মহামুনি।
মহাসত্ব মহারাজা অপমান গুণি॥
পুটাঞ্জলি করিয়া করিল প্রণাম।
নারদে পুছন্ত তাক কোন মনস্কাম॥
কি কারণে অবনত বদন তোহ্মার।
তুহ্মি মহাসত্ব রাজা প্রতাপে অপার॥
নারদের বচনে কহিল নরপতি।
অপমান দিল পুরোহিত বৃহস্পতি॥
মোহক এড়িয়া বরে দেব পুরন্দরে।
হেন বিধি অপমান জীবন কি ফলে॥
রাজার বচন শুনি নিজ মনে গুণি।
মোহামুনি নারদে বোলন্ত তবে পুনি॥
অঙ্গিরার পুত্র সমৃর্ত্ত মহামতি।
সে তোহ্মাক যজাইব শুন নরপতি॥
তুষ্ট হইল মহারাজা নারদ বচনে।
জোড় হস্ত করি রাজা বোলন্ত আপনে॥
কোথা গেলে লাগ পাইব কোথাত বসতি।
উপদেশ কহ মোত নারদ মহামতি॥

নারদে বোলন্ত শুন নৃপতি শেখর।
হেন মত দেখিবা সমূর্ত্ত মুনিবর॥
উন্মত্ত বিভৎস সে ধূলিএ ধূসর।
ভ্রমএ সমস্ত মুনি বন বনান্তব॥
মহেশ । দেখিবাব বাবানসি যাএ।
পবিচয় করিবার এহি সে উপায়॥
বাবানসি দ্বারে গিয়া রহিবা আপনে।
সর্ব লোক আনি তথা রাখিয় যতনে॥
সব দেখি সমূর্ত্ত বিভৎস বেশ ধরি।
নেয়টি যাইব পুনি বন অনুসারি॥
তার পাছে ২ গিয়া করিয় বিনয়।
বঞ্চিবারে চাহিব সমূর্ত্ত মহাশয়॥
অঞ্জলি করিয়া তাকে করিয় বিনতি।
উপদেশ পুছিব সমূর্ত্ত মহামতি॥
কহিয় নাবদে মোত কৈল উপদেশ।
সমূর্ত্তে ছাড়িব তবে বিভৎস বেশ॥
অঞ্জলি করিযা তাকে করিয় প্রণতি।
বাবানসি দ্বারেত চলিল নরপতি॥

মরুত্তের সংবর্ত্ত সাক্ষাৎকার
পৌরোহিত্য প্রার্থনা

সেই মত সম্বিধানে কবিয়া নৃপতি।
কতক্ষণে আইল সমূর্ত্ত মহামতি॥
তাক দেখি সমূর্ত্ত উলটি যাএ বনে।
পাছে২ যাএ রাজা সত্বর গমনে॥
বেগগতি যাএ মুনি রাজা যাএ ধাবি।
বৎস অনুসারি যেন পাছে যাএ গাভী॥
ধূলি মেল্লি হানন্ত সমূর্ত্ত দিগাম্বর।
চক্ষু খাটি ধাবন্ত মরুত্ত নরেশ্বর॥
শ্লেষ মেল্লি হানন্ত বিভৎস দিগাম্বর।
বিরোধ না লএ মনে মরুত্ত নরেশ্বর॥

কর্দম মেল্লিয়া হানে সমূর্ত্ত তার পাছে।
মেল্লি হানে শিলাপাটি মরুত্তের কাছে॥
ব্যস্ত্য করি সমূর্ত্তে রাজারে মেল্লি হানে।
তথাপি মরুত্ত রাজা না ধরন্ত মনে॥
ধূলি পঙ্কে শ্লেষ বাক্যে ভরিলেক অঙ্গ।
নানা উপদ্রব কৈল না এড়এ সঙ্গ॥
রহিল সমূর্ত্ত মুনি ছাড়িয়া কপট।
অগ্রেতে দেখিল এক মহাবৃক্ষ বট॥
তাহার যে ছায়াত বসিল দুইজন।
রাজাক পুছন্ত মুনি মধুর কচন॥
কোন জনে তোহ্মাত কহিল উপদেশ।
কেমতে বুঝিলা তুহ্মি কপট বিশেষ॥
প্রণমিয়া নরপতি চরণ লৈয়া মাথে।
সহরিষ হৃদয় প্রণমে জোর হাতে॥
কহিলেন্ত মোহোত নারদ মুনিবব।
উপদেশ দিয়া মুনি গেল নিজ ঘর॥
সন্তোষ হইয়া সমূর্ত্তে বোলে পুনি।
মোর তত্ত্ব জানন্ত নারদ মহামুনি॥

সংবর্ত্তের পৌরোহিত্য প্রত্যাখ্যান

চিন্তিয়া সমূর্ত্তে বোলে শুন নরপতি।
জ্যেষ্ঠ ভাই মোহোর আছএ বৃহস্পতি॥
বিনি তান আজ্ঞাএ যজান অনুচিত।
রাজাএ বোলন্ত তান লৈল সমাহিত॥

সমূর্তের যজ্ঞীয় নিয়মবন্ধন পৌরোহিত্য স্বীকার

তবে পুনি সমূর্ত্তে কহিল উপদেশ।
মরু হিমবন্ত মধ্যে আছএ বিশেষ॥

অঞ্জনা নাম পর্বত আছএ দিব্য স্থান।
তথা তপ করেন শঙ্কর বিদ্যমান॥
পার্বতী সহিতে তপ করেন শঙ্করে।
সর্ব্বগণ গিয়া তাহা তথা তপ করে॥
তাকে আরাধন কর হই সামহিত।
তবে তোর পুরিবেক মনের বাঞ্ছিত॥
পাইবা সুবর্ণ ধন যজ্ঞ উপভোগ।
সত্বরে করহ রাজা তপস্যা প্রয়োগ॥
উপদেশ পাই রাজা আরাধিল হর।
সকল সামগ্রি কৈলা রত্ন বহুতর॥
শিল্পী সব লৈয়া কৈল গৃহের নির্ম্মাণ।
লেখিবার না পারি সামগ্রি সন্বিধান॥

ভ্রাতৃসমৃদ্ধিতে অসহিষ্ণু বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্র-সান্ত্বনা

মরুত্তের সামগ্রি শুনিয়া বৃহস্পতি।
পরম সন্তাপে চিন্তা পাইলেক অতি॥
কৃষ্ণ হৈল শরীর বিবর্ণ হৈল মুখ।
সমূর্ত্তের সম্পত্তি শুনিয়া মনদুঃখ॥
মোহতেহ সমূর্ত্ত হইব ধনবন্ত।
সন্তাপিহ বৃহস্পতি চিন্তিয়া মহন্ত॥
ইন্দ্রে তাক পুছন্ত অতুষ্ট কি কারণ।
কেহ্নে কৃষ্ণ দেহ দেখি বিষণ্ন বদন॥
বৃহস্পতি বোলন্ত মরুত্ত নরপতি।
মহাযজ্ঞ করন্ত সমূর্ত্ত অনুমতি॥
নিরোধ সমূর্ত্তে যেন না যজাএ তাক।
হেন কর পুরন্দর মন্ত্রণা পবিপাক॥
ইন্দ্রে তাক বোলন্ত চিন্তাএ কিবা ফল।
দেব পুরোহিত হই না হইয় বিকল॥
সর্ব রাজ্য পাইবা তুহ্মি জরা মৃত্যু জিনি।
কি করিতে পারে তোহ্মা সমূর্ত্তক মুনি॥

প্রবোধন্ত বৃহস্পতি শুন শচিপতি।
কাহার শরীরে সহে শত্রুর সম্পত্তি॥
কোনে বা করিতে পারে শত্রু নিবারণ।
কে বা নিবারিতে পারে সমূর্ত্ত ব্রাহ্মণ॥
তবে সে মোহোর হৈব পুনি স্থির মন।
শত্রুর সমৃদ্ধি হইলে দ্বিতীয় মরণ॥

অগ্নির বৃহস্পতি পৌরোহিত্যে অনুরোধ

বৃহস্পতির বাক্য শুনি দেব পুরন্দর।
আনন্দ করিয়া দূত পাঠাইলা সত্বর॥
মরুত্তেত কহ গিয়া সব পরিপাক।
বৃহস্পতি যজাইব তোহ্মাক আহ্মাক॥
সমৃর্ত্তক না বরিয়া যজ্ঞ কর তুহ্মি।
বৃহস্পতি পুরোহিত পাঠাই দিব আহ্মি॥
ইন্দ্রের আদেশে অগ্নি আইলা ততক্ষণ।
যথাত আছএ রাজা কবন্ধ নন্দন॥
আসিয়া আশ্চর্য মূর্ত্তিমন্ত হুতাশন।
মরুত্তে দিলেক পাদ্য বসিতে আসন॥
আসনে বসিয়া অগ্নি কহিল সম্বাদ।
পূর্বে যে না আছিল ইন্দ্রের অনুবাদ॥
বৃহস্পতি যজাইব তোহ্মাক আপনে।
তুহ্মিহ দেবত্ত পাইবা তাহান যজানে॥

মরুত্তের বৃহস্পতি পৌরোহিত্য-প্রত্যাখ্যান

অগ্নির বচন শুনি বোলে নরপতি।
সমূর্ত্তে যজাইব মোক শুন মহামতি॥
বৃহস্পতি উদ্দেশিয়া করিল অঞ্জলি।
বৃহস্পতি যজাইব ইন্দ্র মহাবলী॥

দেব যজাইলে পাইবা বহুল সম্মান।
মনুষ্য না যজাইব পাইব অপমান॥
তথাপিহ অগ্নি তাকে দিলেন্ত উত্তর।
সাম পর্ব বচনে বলিল। বহুতর॥
তবে চক্ষু পাল্লাইল ব্রাক্ষণ সমূর্ত্তে।
হুতাশন গ্রাস করে নয়ন নিবর্ত্তে॥
আববার না আসিয় তুহ্মি হুতাশন।
ক্রোধদৃষ্টি ভস্ম তোকে করিমু অখন॥

ইন্দ্র ক্রোধ শাপ ভয়ে
অগ্নির দৌত্যে অনিচ্ছা

সমূর্ত্তের বচনে অগ্নির হইল কম্প।
আপনা সম্বরি বীর দিল এক লম্প॥
ইন্দ্রের গোচরে আইলা বৃহস্পতির আগে।
সমূর্ত্তের দৃষ্টিপাত ত্রাস মনে লাগে॥
সর্বকথা কহিলেন্ত ইন্দ্রের গোচর।
পুনি তাকে পাঠাইতে চাহে পুরন্দর॥
অগ্নিএ বোলন্ত মুই মুনিরে ডরাম।
গন্ধর্ব্বের পতি যাউক মুইত না যাম॥
কিছু ক্রোধ মনে ইন্দ্র করে উপালম্ভ।
ভাল বীর্য্যবন্ত তুহ্মি দহন আরম্ভ॥
ব্রহ্মতনু অগ্নি হেন জানি ত্রিভুবনে।
হেন অগ্নি কেহ্নে ভস্ম করন্ত আনলে॥
কোপে অগ্নি বোলন্ত শুনহ পুরন্দর ।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুহ্মি সাম দণ্ডধর॥
কি কারণে বৃত্রে কৈল বহু আক্রোষণ।
কত যত্নে তাহাক করিলা নিবারণ॥
মহামুনি ব্যান যজ্ঞের সন্নিধানে।
তুহ্মি বজ্র এড়িলা চিন্তিয়া চাহ মনে॥
বজ্র সমে তোহ্মার স্তম্ভিল দুই হস্ত।
সে কালেত কথা ছিল বিক্রম সমস্ত॥

ময়নামে রাক্ষসে গ্রাসিতে আইল যবে।
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে তুহ্মি রক্ষা পাইলা তবে॥
ব্রহ্ম তেজ হতে বড় বির্য্য নাই আর।
সমূর্ত্তের দৃষ্টিপাত আহ্মার মবণ॥
তবে ইন্দ্রে বলিলা অবধ্য হেন জানি।
ব্রহ্মতেজ বড় হেন ভুবনে বাখানি॥
তথাপিহ শক্য নহে মরুও দুর্জয়।
দূত হই কহ গিয়া না চিন্তিয় ভয়॥
বোল গিয়া মরুত্তেত মোহোর সন্মত।
বৃহস্পতি যজাইব তাহারে সতত॥
বৃহস্পতি বর তুহ্মি সমূর্ত্তক এড়।
নহে পুনি মোর বজ্রে তোহ্মার সংহার॥
শীঘ্র গেল ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্ব্বের পতি।
এহি কথা মরুত্তেত কহিল সম্প্রতি॥

ইন্দ্রভীত মরুত্তের প্রতি
সংবর্ত্তের অভয় বাণী

মরুত্তে দড়াইল যবে সমূর্ত্ত বরণ।
হাতে বজ্র লই ইন্দ্র সাজে দেবগণ॥
কোলাহল শুনিয়া মরুত্তে নিবেদিল।
মহামুনি সমূর্ত্তেহ অভয় বলিল॥
সব স্তম্ভ মহাবিদ্যা করিল সন্ধান।
কি করিতে পারে বজ্রে মোর বিদ্যমান॥
সুরাসুর দানবের যত অস্ত্রগণ।
সকল স্তম্ভিব আহ্মি শান্ত কর মন॥
মোর প্রভাব দেখ মোর মন্ত্র শক্তি।
আপনেহ ইন্দ্রে আসি করিবেন ভক্তি॥

ইন্দ্রের মরুত্ত যজ্ঞে আগমন
যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ

হেন কালে ইন্দ্র আইল দেবগণ সমে।
সমৃর্ত্তক পুছিলেক পরম সম্ভ্রমে॥
মরুত্তক সম্বাষিয়া সৌহার্দ করিল।
আপনে সরসে ইন্দ্র যজ্ঞ আদরিল॥
যজ্ঞ বিধি সমর্পিয়া কৈল বহু দান।
দেবগণ তুষিয়া পাঠাইল নিজ স্থান॥
হেনমত আছিল মরুত্ত নরপতি।
এক ছত্রে শাসিলেক সর্ব বসুমতী॥
হেন কথা ব্যাস মুনি কহিলেক সার।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির সন্তাপ অপার॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি
কৃষ্ণের উপদেশ

হৃদয় জানিয়া কৃষ্ণ প্রবোধন্ত মুনি।
পুরাণ সংহিতা যত কহিলা কাহিনী॥
নারদ প্রভৃতি মুনিগণে প্রবোধিল।
ধৈর্য্য করি যুধিষ্ঠির সভাক তর্পিল।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি অশৌচন্ত কর্ম্ম।
করিল বহুল কার্য্য বহুবিধ ধর্ম্ম॥
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসব শত সহোদর।
প্রেতকর্ম্ম করিলা যে রাজ রাজেশ্বর॥
ইতি মহাভারতে যাগপর্ব সমাপ্ত।

অনুশাসনপর্ব

যুধিষ্ঠিরের মনঃশান্তি রাজ্যপালন এবং কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ের বিহার

হস্তিনা পুরীত আইল পৌরজন সমে।
সভাকে সন্তোষে পবম সম্ভ্রমে॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় পরম হরিষে।
দুই জনে বিহারন্ত রম্য দেশে ২॥
রম্য ২ দেশ আর রম্য ২ বন।
কুতূহলে পর্যটন করে দুইজন॥
এত কার্য্য দুই জন নর নারায়ণ।
স্থানে ২ পর্য্যটন্ত উল্লাসিত মন॥

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের পুনরায় গীতা উপদেশ

কৃষ্ণেত পুছন্ত ধনঞ্জয় মহামতি।
পূর্বে মোত কহিলা অধ্যায়জ্ঞান অতি॥
সর্ব মুই পাসরিল সংগ্রাম কারণে।
পুনি কহ মহাশয় শুনম শ্রবণে॥
তুহ্মি যাইবা দ্বারকাত পুছিমু কাহাত।
সকল স্মরণ হৈব শুন নবনাথ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেব জনার্দ্দন।
আলিঙ্গন দিয়া তবে কহন্ত কথন॥
জ্ঞানতত্ত্ব সকল কহিলা সনাতন।
সর্বতত্ত্ব পাসরিলা ভ্রম হৈছে মন॥
ব্রহ্মাণে কহতে এক ব্রাহ্মণ মিলিল।
তাহা হতে সর্ব কথা শ্রবণে শুনিল॥

গর্ব্ভগত গিয়া কহি শুন মহাসত্ত্ব।
সকল কহিলা কৃষ্ণ যেন ব্রহ্মতত্ত্ব॥
পাঞ্চালীত উপযুক্ত নহে যোগবাদ।
তে কারণে না লেখিল শরীর সম্বাদ॥
য৲ ছিল ব্রহ্মগীতা তাকে না লেখিল।
গুরু শিষ্য সম্বাদ যে বহুল আছিল॥
সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গোপিত যোগতত্ত্ব সার।
রচিয়া রহস্য ভেদে না লেখিল আর॥

কৃষ্ণার্জ্জুনের হস্তিনায় প্রবেশ

সম্বাদ অন্তরে দুই আরোহিল রথ।
হস্তিনা পুরীত আরোহিল রাজপথ॥
অন্যে ২ আলোকন্ত নর নারায়ণ।
গগনে সঞ্চরে যেন শশঙ্কেত পণ॥
ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরেত করিলা প্রবেশ।
নানা রত্নে বিরচিত যেন স্বর্গ দেশ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি বসিলা সিংহাসনে।
বৃদ্ধ রাজা দেখন্ত যে দুই মহাজনে॥
গান্ধারীক প্রণমিলা কুন্তীর চরণ।
বিদুরক অর্চ্চিলা মধুর সম্ভাষণে।
কুশল পুছিলা দুই বসিয়া আসনে॥
সন্ধ্যাকালে নৃপতি সভাকে আজ্ঞা দিল।
যার যেই আড়ম্বড়ে ভুবনে প্রবেশিল॥

যুধিষ্ঠিরানুমোদনে কৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা

অর্জ্জুনের মন্দিরেত গেলা জনার্দ্দন।
তথাতে করিলা কৃষ্ণে রজনী বঞ্চন॥

প্রভাতে চলিলা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় সমে।
মহাসত্ত্ব নরপতি ধর্ম্মের আশ্রমে॥
সাবধানে শুনে যুধিষ্ঠির মহাশয়।
তাহান ইঙ্গিতে কহে বীর ধনঞ্জয়॥
দ্বারকা যাইতে চাহি দেখিতে বাপ মাও
লজ্জাএ সঙ্কোচ কৃষ্ণ না কাটন্ত রাও॥
আপনা নগরে যাইতে করন্ত বিনএ।
আজ্ঞা দেয় মহারাজ ধর্ম্মরূপ কায়॥
হাসিয়া কহন্ত ধর্ম্ম রাজা মহামতী।
সম্বোধিয়া কৃষ্ণক কহন্ত প্রাণপতি ॥
তোহ্মার প্রসাদে সব শত্রু হৈল ক্ষয়।
তোহ্মার প্রসাদে হৈল সংগ্রামেত জয়॥
তোহ্মার প্রসাদে পাইনু সর্ব বসুমতী।
অনুমতি দিল আহ্মি যাও দ্বারাবতী॥
আনন্দে বন্দহ গিয়া মাএর চরণ।
আনন্দে সম্বাষ গিয়া যত জ্ঞাতিগণ॥
যত ২ মহারত্ন মোর কোষাগারে।
সকল বাছিয়া নেহ দ্বারকা নগরে॥
যত ২ রম্য বস্তু পরিহাসে মনে।
অবশ্যই নিবা মোর প্রীতির কারণে॥
বিনয় করিয়া কৃষ্ণে দিলেক উত্তর।
মোর যত ধন রত্ন জগত ভিতর॥
সকল তোহ্মার হেন জান মহাশয়।
আজ্ঞা দেয় চলি যাইব বাপের আলয়
কুন্তভোজ সুতারে যে প্রদক্ষিণ করি।
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া চলিলা শ্রীহরি॥
বাঢ়াই দিবার গেলা বীর ধনঞ্জয়।
মাদ্রীর তনয় দুই বিদুর সঞ্জয়॥
যত ২ আছিলেক সভার ভিতরে।
বাঢ়াই দিবার গেলা দেব দামোদরে॥
সুভদ্রাক সঙ্গে নিলা রাজাত গোচরি।
অনুমতি দিলেন্ত পাণ্ডব অধিকারী॥

দারুকে যোগাইল রথ সাত্যকি সহিত।
কতদূর গিয়া কৃষ্ণ সব বিবর্জিত॥
চলি আইল জনার্দ্দন কুতূহল মনে।
নকুলে সহদেব কোলে লইয়া তখনে॥
স্নিগ্ধ চক্ষু অর্জুনে নেহালে জনার্দ্দন।
দৃষ্টিপথ গোচরে যাদব দরশন॥

শাপ প্রদানোদ্যত উতঙ্কের প্রতি কৃষ্ণের বিনয়

পথেত দেখন্ত কৃষ্ণ উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
পরমত রশ্মি যেন দীপ্তি হুতাশন॥
ব্রাহ্মণে কহন্ত কৃষ্ণ মোত কহ সার।
কুরু পাণ্ডু নিসর্গ কেমত ব্যবহার॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব আছেনি কুশলে।
কুশলে নি আছে পঞ্চ পাণ্ডু মহাবলে॥
কৃষ্ণে তাকে প্রবোধিল সর্ব কথা কহি।
নাশ পাইল কুরু পাণ্ডু পঞ্চজন রহি॥
ক্রুদ্ধ হইল উতঙ্ক হৃদয় লাগে তাপ।
কৃষ্ণেত বোলন্ত আহ্মি তোকে দিব শাপ॥
আপনে সামর্থ হই না কৈলা নিবারণ।
তুহ্মি যথা আছিলা বিরোধ কি কারণ॥

উতঙ্ক-নিকটে কৃষ্ণের অধ্যাত্ম কথন

তে কারণে জনার্দ্দন শাপ দিব তোক।
নব ব্রহ্মচর্য্য তোর কি বলিব লোক॥
অল্প তপে আহ্মারে শাপিতে পারে কোনে
আপনা তপস্যা ব্যর্থ কর কি কারণে॥
সত্ত্ব রজ তম গুণ মোর অবতার।
রুদ্রগণ বসুগণ যত কংস সার॥

সর্ব্বভূত যত দেখ মুই ভূতময়।
মোহতে জন্মিল বিস্ময় না কর বিস্ময়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মোর অবতাব।
নিত্য ২ ভারাভার জগৎ সংসার॥
দেব দেহে দেব কার্য্য অসুরে অসুর।
মনুষ্যে মনুষ্য কর্ম্ম করিএ প্রচুর॥
বহু যত্ন করিল না শুনে দুর্যোধন।
নিয়ত তাহাব হৈল বংশের নিধন॥
কৃষ্ণেব বচন শুনি বোলে মুনিবর।
প্রবোধ পাইল আহ্মি শুন গদাধর॥
নিজ রূপ তোহ্মাব দেখিতে ইচ্ছামন।
তে কারণে তোহ্মা আলাপিল মহাজন।

উতঙ্ক-প্রার্থনায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

অনাদি নিদান রূপ প্রকাশ আপনে।
তবে বিশ্বম্ভব মূর্ত্তি ধরিল আপনে॥
পরম বিস্মিত হৈল উতঙ্ক সুমতি।
বিশ্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বহুল কৈল স্তুতি॥
সংহার আপনা মূর্ত্তি করহ প্রসাদ।
উতঙ্কের আছিল বহুল স্তুতিবাদ॥
তুষ্ট হই জনার্দ্দন মূর্ত্তিক সম্বরি।
উতঙ্কক বলিলেক অনুগ্রহ করি॥
দিব্য মূর্ত্তি দরশনে না হএ নিষ্ফল।
বর মাগ মহামুনি তোহ্মার কুশল॥

কৃষ্ণের বর দান

কৃষ্ণের বচনে তুষ্ট হইল মুনিবর।
একহি মাগিল বর কৃষ্ণের গোচর॥
মোর দেশে জল নাই কৃষ্ণ তপোধন।
যখনে মাগম জল হৈবে বরিষণ॥

বর দিল গোবিন্দে উতঙ্কে পাইল বর।
যখনে ইচ্ছসি বব দেউক জলধব॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা পুরী প্রবেশ

চলি আলা জনাদ্দন মুনি গেল বন।
দ্বাবকাতে চলি গেল সাক্ষাৎ নাবাযণ॥
বাউ বেগে বথ গেল দ্বাবকা নগবী।
বৈবত পবতে পূজা দিতে গেলা হবি॥
নানা বস্ত্র বত্ন অলঙ্কার বিভূষিত।
বৈবত পর্বতে পূজা লোক উল্লসিত॥
গোবিন্দ আইল শুনি গেল সবজন।
সম্ভাষিআ সভাকে বসিলা জনাদ্দন॥
বসুদেব দৈবকীব চবণ বন্দিল।
আলিঙ্গন কবি দুই আশীর্ব্বাদ কেল॥
পিতৃ মাতৃভক্ত কৃষ্ণ কবিযা ভকতি।
সকল বর্ণিতে পাবে কাহাব শকতি॥

বসুদেব সমীপে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বর্ণন

কুতূহলে বাসুদেবে পুছন্ত আপনে।
কেমত রহস্য কুরু পাণ্ডবেব রণে॥
লোক মুখে শুনিছি আছিল মহাবণ।
আপনে দেখিলা তুহ্মি কমল লোচন॥
আদি অন্ত কহ শুনি জয় পরাজয়।
কোন মতে সংগ্রামে কৌরব হইল ক্ষয়॥
বাপ মাএ দুইজনে পুছিল হবিষে।
কহন্ত গোবিন্দে যেন অমৃত বরিষে॥
একশত বৎসর কহিএ যদি সাব।
তথাপিয় না ফুরায় ক্ষত্রিয় সংহার॥

প্রথমে ক্ষত্রিয় কথা সংক্ষেপে কহিমু।
অবধান কর বাপ মাও প্রণমোহু॥
দশদিন যুদ্ধ কৈল ভীষ্ম মহামতী।
একাদশ অক্ষৌহিণী বল কুরুপতি॥
পাণ্ডবের বলেত শিখণ্ডী মহামতী।
মহাযুদ্ধ করিলেক ভীষ্মের সংহতি॥
অর্জ্জুনে রাখন্ত তাকে পরম সন্ধানে।
দশদিন সমর আছিল অনুক্রমে॥
শিখণ্ডীর হাতে হৈল ভীষ্মের সংহার,
দ্রোণ হৈল সেনাপতি কুরুবংশ সার॥
অবশিষ্ট নব অক্ষৌহিণী সেনাপতি,
পঞ্চদিন যুদ্ধ কেল দ্রোণ মহামতী॥
পাণ্ডবের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রোণের সংহার কৈল অক্ষোভ শরীর॥
মহা ২ বীর সব পড়িল তাহাত।
আগুতি করিল তবে দ্রোণের নিপাত॥
তবে সেনাপতি হৈল কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
অবশিষ্ট পঞ্চ অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর॥
প্রতি যোদ্ধা সেনাপতি বীর ধনঞ্জয়।
তিন অক্ষৌহিণী লই যুঝিল নির্ভয়॥
অগ্নিত পতঙ্গ যেন পড়ে কর্ণ যোধ।
অর্দ্ধ দুই দিন মাত্র আছিল বিবোধ॥
অবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সেনাপতি।
অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ কৈল শল্য নরপতি॥
পাণ্ডবের অবিশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী।
শল্যক সংহার কৈল যুধিষ্ঠির মণি॥
শকুনিক সংহারিল সহদেব বীর।
পলাইল দুর্য্যোধন অক্ষোভ শরীর॥
সর্ব সৈন্য পড়িল আছিল একজন,
দ্বৈপায়ন হ্রদেত পলাএ দুর্য্যোধন॥
তথা হতে উদ্ধারিয়া গদা যুদ্ধ করি।
সংগ্রামেত ভীমসেনে তাহাক সংহারি॥

পিতৃশোক অনুসারি নিশি নিদ্রাকালে।
প্রবেশিল অশ্বত্থামা পাণ্ডবের ঘরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সমে কৈল সভার সংহার।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হেন ব্যবহার॥
অবশিষ্ট রহিল পাণ্ডব পঞ্চ জন।
বিদুর সঞ্জয় আর কৈল দরশন॥
কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন।
সাত্যকি সহিতে আর আক্ষি দুই জন॥
শ্রীকৃষ্ণ মুখে শুনিলেক এসব সম্বাদ।
বৃষ্ণিবংশ শুনি তবে হৈল অবসাদ॥

অভিমন্যু-নিধন শ্রবণে বসুদেবের বিলাপ

সর্ব কথা কহিলেক দৈবকী নন্দন।
অভিমন্যু নিধন কহিল সঙ্গোপনে॥
কহ ২ এবে অভিমন্যুর নিধন।
এ বলিয়া দৈবকী পড়িল ততক্ষণ॥
দৌহিত্র নিধন দুঃখ শুনি মুহূর্চ্ছিত।
মোহ হই বসুদেব পড়িল ভূমিত॥
দৌহিত্র নিধন দুঃখ হৃদয় জড়িল।
হাহা অভিমন্যু করি ভূমিত পড়িল॥

কৃষ্ণের বসুদেব সান্ত্বনা

ভাল কৃষ্ণ সত্যবাদী বোলে সর্ব্বজনে।
সংগ্রামে গোপন কর নাতির নিধনে॥
ভাগিনেয় নিধন তোক্ষা বিদ্যমান।
হেন কথা সম্বরিতে ফুটে মোর প্রাণ॥
মধ্যে কিছু এড়িলাম এ শোক সন্তাপ।
না লেখিল তাহাক যে অনেক প্রলাপ॥
হেন কথা কহিলেক কৃষ্ণ মহামতি।
ব্যাস বাক্য ভাবে যুধিষ্ঠির নরপতি॥

লস্কর পরাগল রূপে গুণে নিধি।
অতিশয় যত্নে যাক নিরম্মিল বিধি॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
ইতি মহাভারতে অনুশাসনপর্ব সমাপ্ত॥

পরীক্ষিৎজন্মপর্ব

যজ্ঞ কার্য্যে যুধিষ্ঠিরের উদ্বোধন

কতকালে যুধিষ্ঠির ব্যাস বাক্য শুনি।
হৃদয় ভাবন্ত অশ্বমেধ পুনি ২॥
চারি ভাই সম্বোধিয়া বলিল বচন।
চারিদিকে চারিদেশ ধব চারিজন॥
পরম সুহৃদ ব্যাস দিল উপদেশ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ মোব উৎকণ্ঠা বিশেষ॥
হিত বাক্য বলিলেন কৃষ্ণ মহাশয়।
কহিলেন্ত মহাসত্ত্ব শান্তনুতনয়॥
নানা রত্ন পৃথিবীত কথা নাহি ধন।
সর্ব্ব বিত্ত হরিল রাজা দুর্য্যোধন॥
অনুকম্পা করি ব্যাসে কৈল উপদেশ।
সে পুনি করিতে হএ সাহস বিশেষ॥
মরুত্ত রাজার ধন কোন বুদ্ধি পাই।
ঝাটে করি উপাএ চিন্তহ চারিভাই॥
হস্ত জোড় করি ভীমে বোলে আগুসারি।
মোব মনে না রোচএ শুন অধিকারী॥

মরুত্ত পরিত্যাক্ত ধনাহরণার্থ পাণ্ডব যাত্রা

করিব সাহস কর্ম্ম আরাধিব শিব।
মরুত্তের সুবর্ণ তোহ্মারে আনি দিব॥

প্রীতি হৈল যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বচনে।
কার্য্য সিদ্ধি হৈল হেন চিন্তিলেক মনে॥
অবশিষ্ট সৈন্য সব সাজে ততক্ষণ।
শুভক্ষণ করিয়া সাজিল পঞ্চজন॥
ব্রাহ্মণ ৺পীয়া তবে শান্তি স্বস্তয়ন।
উমা মহেশ্বর আরাধিব পঞ্চজন॥
মোদক পায়স মাংস মিষ্ট কবি শেস।
যথাবিধি উপহারে পূজিল মহেশ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাবীক কুন্তীর চরণ।
প্রণাম কবিয়া চলিলেন্ত পঞ্চজন॥
ধৃতবাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু মহামতী।
রাখিলেন্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজার সংহতি॥
বহুল মঙ্গল বাদ্য বহুল উল্লাস।
সৈন্য কোলাহলে দশ দিশ লাগে ত্রাস॥

হিমালয়স্থ ধন সংগ্রহে
যুধিষ্ঠিরাদির যত্ন

রথে অশ্বে পুরিল সকল বসুমতী।
সসৈন্যে সাজিল যুধিষ্ঠির নরপতি॥
যেহেন সূর্য্যের বশ্মি পঞ্চজন চলে।
পঞ্চভাই চলিল পৃথিবী টলমলে॥
শ্বেত ছত্র ধবিলেক যুধিষ্ঠির মাথে।
ব্যোম যেন শোভএ যে পূর্ণিমার মাথে॥
জয় আশীর্ব্বাদ করে পথে পৌরজনে।
অদ্ভুত চাহন্ত সব পথে পঞ্চজনে॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ উঠিল গগনে।
গভীর গর্জ্জন যেন নব মেঘ গণে॥
সরোবর সলিল গহন উপবন।
সরস্বতি ভ্রমিয়া যে মহাসৈন্যগণ॥
অগ্রতে ব্রাহ্মণ তর্প বিদ্য সমাহিত।
তার পাছে দৈবজ্ঞ পারগ পুরোহিত॥

মধ্যে করি রাজাক অমাত্য চারিভীত।
সৈন্যক নিবেশ করে সৈনিক পণ্ডিত॥
তবে রাজা ব্রাহ্মণ সকল জিজ্ঞাসিল,
কোন দিন মঙ্গল নক্ষত্র উপজিল॥
ইষ্টসিদ্ধি নিমিত্ত করহ অনুবন্ধ।
যেন আছে বেদ বিধি বিধানে প্রবন্ধ॥
হৃষ্ট হই বিপ্র সবে দিলেক উত্তর।
আজি পুণ্য দিবস জানহ নৃপবর॥
আজি পঞ্চ সহোদর করউক বাস।
মহেশ্বর পূজিয়া পুরহ সর্ব্ব আশ॥
কুশ শয্যা সয়নে আছিল পঞ্চজন।
রজনী গোঞাইল উপবাস পরায়ণ॥

ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত
যুধিষ্ঠিরের শিব পূজা

প্রভাতে ব্রাহ্মণ সবে বোলে আববার
সন্নিধান করহ শঙ্কর উপহার॥
মোদক পায়স মাংস বহুল প্রকার।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অশেষ আচার॥
যথাবিধি প্রকারে করিয়া উপাচার।
কল্পিলেন্ত শঙ্কর কিঙ্কর উপহার॥
ঘৃত বহু অগ্নিত তর্পিল বহুতর।
অনুক্রমে তর্পিলেক হরের কিঙ্কর॥
যক্ষাধিক কুবের প্রভৃতি যক্ষগণ।
যথাবিধি প্রকারে করিল সন্তর্পণ॥
ব্যাস পুরস্করিয়া তর্পিল জ্ঞাতিগণ।
রত্ন গিরি গেলেন্ত সসৈন্যে পঞ্চজন॥
ধনাধ্যক্ষ পূজিয়া পূজিল সর্ব্ব নিধি।
ব্রাহ্মণক তর্পিলেক যথা বেদ বিধি॥

যুধিষ্ঠিরের সংগৃহীত
সুবর্ণ হস্তিনায় আনয়ন

অর্চ্চিয়া শঙ্কর দেব পুরুষ প্রধান।
শুনিয়া তোল্লএ ধন সুবর্ণ নির্ম্মাণ॥
সুবর্ণের গাড়ুসব ভৃঙ্গারের জল।
সুবর্ণ কলস সব দেখিতে সুন্দর॥
সুবর্ণের সরাব ভোজন বহুবিধি।
লিখিতে না পারি যত পাইল রত্ন নিধি॥
দুই কোটি অশ্ব চল্লিশ কোটি ভার।
ষোড়ষ সহস্র সংখ্যা গঠিত প্রকার॥
অগণিত সুবর্ণের নাই পরিমাণ।
চলি আইল যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সমান॥
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠির ব্যাস মহামুনি।
পুরোহিত অগ্রেতে চলিলা নৃপমণি॥
হস্তিনা পুরীত আইল হরষিত মনে।
কুতূহলে চাহন্ত সকল পৌরজন॥

হস্তিনায় কৃষ্ণের
আগমন

বৃষ্ণিবংশ সমে সবে আইলা পুরীত।
চারুদেষ্ণ যুযুধান প্রদ্যুম্ন সহিত॥
পিতৃস্বশা কুন্তীরে দেখিতে অভিলাষ।
দ্রৌপদীক উত্তরাক করিতে আশ্বাস॥
হতশেষ সৈন্যসব করিতে তোষণ।
হস্তিনা পুরীত আইল যাদব নন্দন॥
কৃষ্ণ আইল শুনি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ।
বিদুর সহিতে কৈল বহুল ভকতি॥
আসনে বসিল কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশ সমে।
সভাজনে উপাসন্ত পরম সম্ভ্রমে॥

উত্তরার গর্ভ হতে মৃতাবস্থায় পরীক্ষিতের জন্ম

হেনকালে জন্মিল নৃপতি পরীক্ষিৎ।
মহাহর্ষে কোলাহল হৈল আচম্বিত॥
সর্ব্বলোকে সিংহনাদ পুরিল গগন।
অকস্মাৎ নিঃশব্দ হইল সর্ব্বজন॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পড়িলেক যদি হৈল সুত।
দগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ড যেন পড়িল ভূমিত॥
অন্তঃপুরে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল।
সভা হতে উঠিলেক কৃষ্ণ মহা[illegible]॥
অগ্রেতে দেখিল পিতৃস্বসা কুন্তী দেবী।
কৃষ্ণ আলো[illegible]কিয়া বোলে হৃদে অনুভাবি॥
তার পাছে সুভদ্রা দ্রৌপদী যশস্বিনী।
কান্দিতে ২ আইসে কৃষ্ণ নিড়ম্বিনী॥
আর যত অচ্ছুত্ত পাণ্ডব নারীগণ।
অন্তঃপুর মধ্যে সব উঠিল ক্রন্দন॥

পরীক্ষিতের প্রাণদানে কুন্তীর কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা

কৃষ্ণক দেখিয়া কুন্তী স[illegible]
কান্দিতে ২ কহে করুণ [illegible]নে॥
দ্রোণ পুত্রে এড়িল ব্রহ্ম নামে শর
তখনে প্রতিজ্ঞা করিআছ দামোদর॥
বিনয় করিয়া গোসাঞি বোলম তোম্মাত
জিআইয়া দেয় উত্তরার গর্ভপাত॥
নৃপতি মহন্তক যে প্রিয় অর্জ্জুনক।
সহদেব নকুলক চাহন্ত ভীমক॥
পাণ্ডুবংশ রক্ষা চাহি প্রতিজ্ঞা পালন।
আপনার সত্য পালি ধর্ম্মে কর মন॥

অভিমন্যু ভাগিনেয় প্রতি ধর মনে।
পাণ্ডুবংশ রাখ যশ রাখ ত্রিভুবনে॥
এত বলি কুন্তী দেবী ভূমিত পড়িল।
কৃষ্ণের হৃদয় শোক সঙ্কোচে জড়িল॥

পরীক্ষিতের প্রাণ দানে সুভদ্রার কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা

আত দুঃখে সুভদ্রা কান্দয়ে উচ্চস্বরে
রজনী প্রবেশি যেন কুহার কুহরে॥
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া বোলে বহুল প্রলাপ।
দ্বিগুণ ২ বাড়ে হৃদয়ের তাপ॥
তুক্ষি ভাই সাহোদর বিদ্যমান মোর।
মোর পুত্র পৌত্র হরি নিল কোন চোর।
তোক্ষার প্রতিজ্ঞা বাক্য যদি মিথ্যা হৈব।
তবে কেহে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীত রব।
অভিমন্যু পুত্রের তনয় যদি জিয়ে।
তবে সে জানম মোর জীবন রহিব॥
নহে পুনি সত্য মুই ত্যজিমু জীবন।
পঞ্চভাই পাই পাণ্ডব না জান একজন॥
চরণে পড়ম ভাই দেব নারায়ণ।
পৌত্র মোর জিয়াইআ দেয় জনার্দ্দন॥
যদি ত্রিভুবন সবে পার জিয়াইতে।
তোক্ষার প্রভাব মুই জানম নিশ্চিতে॥
প্রিয় ভাগিনেয় পুত্র জিয়াইবার তরে।
আনজন তোক্ষার সাধন কেবা করে॥
হেন বাক্য সুভদ্রার শুনি বজ্রসার।
শুনিতে কৃষ্ণের বহএ হৃদয় বিদার॥
ঘর্ম্মযুক্ত জল যেন সন্তর্পিল জলে।
সর্ব্বজন আশ্বাসিল কৃষ্ণ মহাবলে॥
প্রবেশি যৌতের গৃহে দেব দামোদর।
বিচিত্র ধবল মাল্য পরম সুন্দর॥

দিব্য ২ অস্ত্র সব আছে স্থানে ২।
উজ্জ্বল আনল যেন ঘর্ম্ম সন্নিধানে॥
পরিচর্য্যা করে সব বৃদ্ধ নারীগণ।
ঘরে ২ দেখে সব দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
ভক্ষ দ্রব্য রাশি ২ আছে স্থানে ২।
সহাস্য হৃদয়ে চাহন্ত জনার্দ্দনে॥
সাধু ২ বোলন্ত যে প্রসন্ন বদন।
দেখিয়া সুস্থির হৈল সুভদ্রার মন॥

উত্তরার বিলাপ
পুত্র রক্ষার্থ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা

উত্তরাক বোলন্ত সুভদ্রা যশস্বিনী।
এহি তোর শ্বশুর আইসে চক্রপাণি॥
মহা অচিন্তিত রূপ পুরুষ প্রধান।
তোক্ষার সমীপে আইসে দেখ বিদ্যমান॥
চরণে পড়হ বাপু নাথ মোর প্রাণ।
মৃত অভিমন্যু পুত্র তুমি করহ প্রাণ॥
পুত্র মোর জিয়ায় সকল লোকনাথ।
মোহোরে প্রসন্ন হও করো জোড় হাত॥
আপনার প্রতিজ্ঞা পালহ মহাশয়।
নহে প্রাণ তেজিমু যে নাহিক সংশয়॥
এ বলিয়া উত্তরা পড়িল ভূমিতলে।
পৃথিবী তিতিল দুই নয়নের জলে॥
উত্তরাকে বেড়িয়া ধরিল নারীগণ।
অন্তঃপুর মধ্যে হৈল বহুল ক্রন্দন॥
ক্ষণেক মূর্ছিত হই আছিল জননী।
পুত্র কোলে করি কান্দে বিরাট নন্দিনী॥
ধর্ম্মজ্ঞের পুত্র হই অধর্ম্ম করসি।
পিতামহ বৃষ্ণি বীর কিসকে নিন্দসি॥
শুন পুত্র মোহোর করুণা নিবেদন।
বাপেত কহিয় তোর মোহোর কথন॥

প্রাপ্তকাল হৈলে পুনি না যাইব প্রাণ।
পতি পুত্র বিনে মোর না রহে জীবন॥
অথবা যমের হেন আছয়ে নিবাস।
পতি পুত্র হীন জন না করে বিনাশ॥
গ্রাসিমু গরল প্রবেশিমু হুতাশন।
পতি পুত্র হীন মোর কী ফল জীবন॥
শত খণ্ড নহে মোর দারুণ হৃদয়।
মক মোর অপেক্ষন্ত যম মহাশয়॥
উঠ পুত্র চহ [illegible] কান্দে পিতামহী।
সভদ্রার পতি পুত্র গেছে তোম্মা লই।
নাম এক মৃগী যেন দুঃখ নহে শোক।
উঠ পুত্র ক্ষণেক জিআয় সর্ব্ব লোক।
হেন মত বিলাপন্ত বিরাট নন্দিনী।
শুনিয়া দুঃখিত হৈল দেব চক্রপাণি॥
উত্তরাক তুলিয়া রাখিল নারীগণ।
অন্তরে পড়িল দেবী কৃষ্ণের চরণে॥

কৃষ্ণকর্তৃক পরীক্ষিতের প্রাণ দান

প্রসন্ন হৃদয় দেব করে আচমন।
ব্রহ্ম অস্ত্র সংহারএ যাদব নন্দন॥
উত্তরা সম্বোধি কহে জগত গোচর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বোলে দেব দামোদর॥
মোর বোল মিথ্যা নহে জানিয় নিশ্চয়।
এক্ষি মুই জিআম অভিমন্যুর তনয়॥
যদি মুই মিথ্যা বোলম কদাচিত।
যুদ্ধ হতে প্রাঙ্মুখ না হম শুনিশ্চিত॥
সে সত্যে জিউক অভিমন্যুর নন্দন।
হাতে জল রই বোলে দেব নারায়ণ॥
যদি মোর সত্য ধর্ম্ম আছয়ে অদ্ভুত।
সেই সত্যে জিআ উঠ অভিমন্যু সুত॥

কংশকে শরে বধি যেই ধর্ম্ম বলে।[১]
জীব সঞ্চরৌক পরীক্ষিৎ কলেবরে॥
হেন বোল বলিল গোবিন্দ ততক্ষণ।
কিছু ২ লড়ে অভিমন্যুর নন্দন॥
ব্রহ্ম অস্ত্র যবে সংহারিল দামোদর।
জাতকের কান্তিএ জিনিল সেই ঘর॥
ঘব ছাড়ি বাক্ষস পলাইল সব দূর
প্রভাএ পুরিত হৈল সব অন্তঃপুর॥
সাধু ২ কেশব আকাশে হৈল বাণী।
নেহালন্ত জাতক প্রসন্ন চক্রপাণি॥
ব্রহ্ম অস্ত্র চলি গেল ব্রহ্মার ভুবন।
প্রাণবন্ত হৈল অভিমন্যুর জীবন॥

পরীক্ষিতের জন্মোৎসব
নামকরণ

তুষ্ট হৈল অন্তঃপুব সব নাবীগণ।
বাজোত মঙ্গল কৈল উৎসব লক্ষণ॥
নানা বাদ্য কুতূহল বহু নৃত্যগীত।
উল্লসিত ধর্ম্ম রাজ্য সব উল্লসিত॥
পুত্র কোলে উত্তরাএ কৃষ্ণক বন্দিল।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কৃষ্ণে বহু রত্ন দিল॥
পবীক্ষা কুলেত জন্ম হৈল যে কারণ।
পবীক্ষিৎ নাম তাব থুইল জনার্দ্দন॥
দিনে ২ বাড়ে যেন চন্দ্র কলা বলে।
প্রতিদিন গোবিন্দে চাহেন কুতূহলে॥

সুবর্ণাদি ধনসহ
পাণ্ডবগণের পুর প্রবেশ

মাস এক হইল কুমার পরীক্ষিৎ।
তবে সে পাণ্ডব আইলা হস্তিনা পুরীত॥

সমীপে আইল মুনি লই রত্ন ধন।
পৃথিবীত ইন্দ্র সম ধর্ম্মের নন্দন॥
বৃষ্ণিবংশ বীর যাএ বাড়ী আনিবার।
গগন উ ল যেন গৃহের সঞ্চার॥
শোভা ন উল্লাসিত করে কুতূহল।
নান পুষ্প পতাকা বিচিত্র মনোহর॥
গৃহের ভিতরে পূর্ণকুম্ভ বেদি শারি।
বহুবিধ ধ্বজসব গণিতে না পারি॥
রাজশালা সুশোভন পরম সুন্দর।
পূর্ণকুম্ভ শারি ২ সব মনোহর॥
পুষ্পবৃষ্টি রাজ পথে দেখিতে প্রচুর।
পরিমলে পুরিল গগনে বহুদূর॥
দেবের মণ্ডপসব সুবর্ণ নির্ম্মাণ।
বিদুর আজ্ঞাএ সব কৈল শোভমান॥
কোথাও নৃত্যকে নাচে মৃদঙ্গ বহুতর।
কোথাও গায়িনে গাহে ঝাঝরি প্রচুর॥
কোথাও বিচিত্র কথা কহে উকথন।
অমৃতে সিঞ্চিত যেন পাণ্ডুর নন্দন॥
স্বর্গের দোসর পুরী দেখিতে সুন্দর।
কুতূহলে চাহন্ত নগরে নারীগণ॥
সমীপে আইল শুনি পাণ্ডব সকল।
বাটীয়া আনিতে গেল কৃষ্ণ মহাবল॥
সব সমুদিত হইল কুতূহল মনে।
পুরীর ভিতরে আইল প্রসন্ন বদনে॥
ধৃতরাষ্ট্র বন্দিয়া যে বন্দিল গান্ধারী।
কুন্তীক বন্দিল তবে পাণ্ডু অধিকারী॥
বিদুরক সম্বাষিয়া বসিল আসনে।
অভিমন্যুসুত জন্ম শুনিল তখনে॥
কৃষ্ণের প্রভাব শুনি অপূর্ব্ব কথন।
অমৃতে সিঞ্চিল যেন পাণ্ডব নন্দন॥
পূজিলেক কৃষ্ণক যে বিবিধ বিধানে।
যথাবিধি ভক্তি কৈল দৈবকি নন্দনে॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে বেদব্যাসের অনুমতি

কতকালে ব্যাস মুনি হৈল উপস্থিত।
নানা উপকথা কহে পাণ্ডব সহিত॥
কথা অবসানে যুধিষ্ঠির নরপতি।
ব্যাসেত কহন্ত কথা করিয়া প্রণতি॥
তোহ্মার আদেশে অশ্বমেধ করিবার।
আজ্ঞা কর কোন মত করিব প্রকার॥

কৃষ্ণসহ যজ্ঞ বিষয়ক পরামর্শ

কৃষ্ণক পুছম মুই করিয়া প্রণতি।
কোন মত আজ্ঞা হএ কহ মহামতি॥
তোহ্মা হতে হৈল মোর সব কার্য্য সিদ্ধি
তোহ্মার কারণে মোর বংশ হৈল বৃদ্ধি॥
নীলোৎপল দল জিনি নির্ম্মল বদন
পুনি ২ দিব্য দেহে করে সুশোভন॥
জলধর শোভে যেন অলকা বিজুলি।
হৃদয় কস্তুভ মণি উপাসিতে নারি॥
গোবিন্দক দেখিয়া অঞ্জলি করি হাত।
মধুর বচনে কহে পাণ্ডবের নাথ॥
তোহ্মার প্রসাদে মুই পাইল বসুমতী।
জয় পাইল তোহ্মামূলে শুন মহামতি॥
তুহ্মি হেন বন্ধু মোর নাই ত্রিভুবনে।
পিতৃরাজ্য পাইল মুই তোহ্মার কারণে॥
হেন বাক্য যুধিষ্ঠিরে বলিলেন্ত যবে।
প্রত্যুত্তর তার পাছে দিলেন্ত কেশবে॥
সবিস্ময়ে যুধিষ্ঠিরে বলিলেন্ত পুনি।
কোন চিন্তা মনে তুহ্মি না কল্পিয় গণি॥

ব্যাস কৃষ্ণ দুই মিলি আদেশ করিল।
অশ্বমেধ দীক্ষা রাজা হৃদয় ধরিল॥
পুনি বোলে যুধিষ্ঠির মোত কহ সার।
কোন দিন দীক্ষা বিধি কেহেন সম্ভার॥
ধর্ম্মের বচনে কৃষ্ণে কহন্ত অশেষ।
যেন আছে পুরাণ শাস্ত্রের উপদেশ॥
চৈত্র পৌর্ণ মাসিবে পুণ্যাহ দীক্ষা বিধি।
যজ্ঞের সম্ভার কর যথা বেদ বিধি॥
অশ্ববিদ্যা বিচক্ষণ পরীক্ষা মহন্ত।
অশ্বদিক্ষা শুনহ যজ্ঞের যত তত্ত্ব॥

যজ্ঞায়োজন
দ্বিগবিজয়ে অর্জুন-নির্বাচন

আপনা ইচ্ছাযে অশ্ব যথা তথা যাউক।
যে তাত রাখিব তাত অনুগতি পাউক॥
আব হতে না হয়ে অশ্বক অনুমতি।
যজ্ঞ অশ্ব রাখিব অর্জুন মহামতি॥
দিব্য ধনুঃ যাব হাতে দিব্য যার গুণ।
সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ সংগ্রামে নিপুন॥
কিরাত কবচ মারি তোষে পুরন্দর।
ত্রিভুবন বিখ্যাত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
তাহাক করহ যুক্ত ঘোটক রাখিতে।
ভীমক আদেশ কর তোক্ষাক তুষিতে॥
নকুলে করুক ধৃতরাষ্ট্রের পালন।
সহদেবে আনৌক কুটুম্ব পরিজন॥
ব্যাস কৃষ্ণ আদেশে যে শুনিয়া নিশ্চয।
সমাহিতে সম্বাদ করিল সুনিশ্চয়॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দীক্ষা
অর্জ্জুনের দ্বিগবিজয় যাত্রা

কৃষ্ণ জিনি দণ্ডধারি রাখিল পরিধান।
সুবর্ণের মালা কণ্ঠে অগ্নির সমান॥
নৃপতি দীক্ষিত হৈল চৈত পৌর্ণমাসি।
প্রজাপ্রাণ সম রাজা সর্ব্বগুণবাসী॥
হাতে ধনুঃ শর করি ধনঞ্জয় বীর।
সাবধানে রাখিবেক অশ্বের শরীর॥
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
বিজয়পাণ্ডব শুনি মন কুতূহল॥
বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে পরীক্ষিৎ জন্ম সমাপ্তঃ॥

তথ্যপঞ্জি

১. কৈলাস-চ।

২. কংসকে মারি বধি জেই ধর্ম্ম বলে-চ।

* * সপ্ত বিংশতি নক্ষত্রের পঞ্চম নক্ষত্র।

* * বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ী' - কারের ব্যবহার।

* * অশ্বমেধ পর্বকে কবীন্দ্র 'যাগ' 'অনুশাসন' ও ' পরীক্ষিৎজন্ম'পর্ব নামে বিভক্ত করেছেন।

৩. ইতি মহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে অভিষেক পর্ব সমাপ্ত-চ।

আশ্রমিকপর্ব

শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ ঃ নকুলরূপী ধর্ম

মুনি বোলে মহারাজা শুন কহি রঙ্গ।
এহাতে হইল একক এক প্রসঙ্গ॥
যজ্ঞ সমাধান করি উল্লাসিত মন।
মহানন্দে বসি আছে ধর্ম্মের নন্দন॥
শ্রীহরি করিয়া আদি যথ সভাজন।
হেনকালে আকাশ হোতে পুষ্প বরিষণ॥
সেইকালে আইল এক নকুল সুন্দর।
এক পাশ সুন্দর সুবর্ণ কলেবর॥
তার নাদে ত্রাস পাএ মগ পক্ষীগণে।
যজ্ঞের ভস্মেতে অঙ্গ গড়াএ তখনে॥
ক্ষণে ক্ষণে চারিপাশে চাহে ক্রোধমনে।
ধর্ম্মরাজা বলিয়া ডাকএ ঘন ঘন॥
মনিষ্য বচনে কহে লোকেত বিস্মএ।
যজ্ঞ উপহাস্য করে নকুল দুর্জ্জয়॥
শুন শুন নৃপগণ শুন মোহাভাগে।
উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শমন তে আগে॥
নকুলের বাক্য শুনি সবিস্ময় মন
আগে হইয়া জিজ্ঞাসিল যথ দ্বিজগণ॥
কথাতে ব্রাহ্মণ রহে উঞ্ছবৃত্তি নাম।
কেনে তাকে বাখানিলা যজ্ঞের উপাম॥
নকুলে কহেন্ত কথা শুন সর্ব্বজন।
কুরুক্ষেত্রে উঞ্ছবৃত্তি আছিল ব্রাহ্মণ॥
ভার্য্যা পুত্র বধূ সমে করে মহাজপ।
সন্ধ্যাকালে ভুঞ্জয় করিয়া জপতপ॥
এহি মতে গোঞাইল সময় বহুতর।
তার সম তপস্বী নাই ভুবন ভিতর॥
এককালে দুর্ভিক্ষ হইল উপস্থিত।
উঞ্ছন করিতে না পারএ কদাচিত॥

ক্ষেত্র অধিকারী যত ধান্য নেন্ত ধাই।
তাক উঞ্ছবৃত্তি করি আনন্ত পেটাই॥
দুর্ভিক্ষে উঞ্ছন নাই উচ্চ গেল অস্ত।
ম ষ্টে বনে মরে তপস্যি সমস্ত॥
উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভ্রমএ স্থানে ২।
উঞ্ছবিনে হৈল জল বৃষ্টি সমাধানে॥
ভার্য্যা পুত্র পুত্রবধূ যত কবে আস।
কতদিনে উঞ্ছ মিলে কত উপবাস॥
একদিন অপরাহ্ণ রবি অস্ত পাইল।
তাহাক নির্ম্মিল শক্তু সময় হইল॥
চারিভাগ করিয়া লইল চাবিজন।
তাহাতে অতিথি আইল ক্ষুধিত লক্ষণ॥
উপবাসে ক্ষীণ তনু করন্ত আহার।
অতিথি দেখিয়া হেন আনন্দ অপার॥
নাম গোত্র পুছিয়া করন্ত সতকার।
কুটিরে প্রবেশ করাইল ভুঞ্জিবার॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি দিয়া তুষ্টমনে।
আপনার শক্তু ভাগ দিলেন্ত তখনে॥
সে ভাগ ভুঞ্জিয়া বিপ্র না হৈল তোষণ।
ব্যগ্র হৈল উঞ্ছবৃত্তি তপস্যি ব্রাহ্মণ॥
তাহার পত্নিএ কহে কবি জোড় হাত।
অতিথিরে মোর ভাগ দেয় প্রাণনাথ॥
ব্রাহ্মণে কহন্ত তুহ্মি বৃদ্ধ তপস্বিনী।
উপবাস দুঃখে তুহ্মি হইআছ ক্ষিণী॥
পত্নিক রাখিব নিত্য করিব পোষণ।
না লইব পত্নী ধন পুরাণ বচন॥
পত্নী যাক পূজএ রক্ষক যার নারী।
অকীর্ত্তি নবক হএ গণিতে না পারি॥
স্বামীর বচন শুনি কহন্ত ব্রাহ্মণী।
পতি পত্নী ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান বাখানী॥
অতিথিক শক্তু দেয় না কর বিচার।
তোহ্মার আহ্মার জান এক ব্যবহার॥

পত্নী বচনে বিপ্রে শক্তু দিল জবে।
ক্ষুধিত অতিথি তৃপ্ত না হইল তবে॥
ব্যগ্র হৈল ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকারে।
জোড় হস্তে পুত্রে কহে জনক গোচরে॥
মোর ভাগ দিয়া কর অতিথি তর্পণ
ধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে পুত্রে বাপের পালন॥
বাপেরে পোষণ ধর্ম্ম পুত্রের উচিত
মোর ভাগ দিয়া কর অতিথি তর্পিত॥
পুত্রের বচন শুনি করুণা হৃদয়।
তাহাক প্রবোধে বিপ্র হইয়া সদয়॥
বাপ হতে পুত্র যদি হএ মহাবলী।
তথাপি বালক হেন জানকে আক্ষা॥
আক্ষি বৃদ্ধ আক্ষার জীবনে নাহি ফল।
তোক্ষার যৌবনে পত্র বংশের কুশল॥
না করিয়া সন্দেহ বাপেত কহে পুনি।
শক্তু ভাগ দিল নিয়া নিজ মনে গুণি॥
তথাপিহ তুষ্ট নহে অতিথি ক্ষুধিত।
উদ্ভ্রান্ত বিপ্র হৈল পরম চিন্তিত।
তবে তান পুত্র বধূ করে নিবেদন।
মোর ভাগ দিয়া কর অতিথি তর্পণ॥
ব্রাহ্মণে কহন্ত মাও শক্য[1] নহে কর্ম্ম
পুত্র বধূ রক্ষণ যে শ্বশুরের ধর্ম্ম।
বংশের সন্ততি মূল তপস্বিনী সতী।
তোক্ষার বিনাশে মোর হৈব কোন গতি॥
বধূ কহে গোসাঞি গুরুর গুরুজন।
পরম দেবতা তুক্ষি পরম কারণ॥
পরিচয্যা তোক্ষার যে মোহোর উচিত।
ধর্ম্ম বুদ্ধি হইয়া করহ সমিহিত॥
বধূর বচনে বিপ্রে সেই ভাগ দিল।
পরম আনন্দ মনে অতিথি তর্পিল॥
তুষ্ট মনে অতিথি সকল শক্তু খাইল।
পুরুষ কপটে ধর্ম্ম পারীক্ষিতে আইল॥

ব্রাহ্মণ বোলন্ত মনুষ্য রূপ ধর্ম্ম।
স্বর্গেত ঘোষণা করে তোর যত কর্ম্ম॥
যত প্রীত হৈল মুই তোর শক্তুদানে।
আকাশেত পুষ্প বৃষ্টি দেখ বিদ্যমানে॥
দেব ঋষি গন্ধর্বে স্তবএ তোর দান।
তোহ্মাক নিবার আইল ইন্দ্রের বিমান॥
ব্রহ্ম ঋষি দেব লোক ব্রহ্ম লোকে চল।
বিমানে চড়িআ আইল ইন্দ্র মহাবল॥
তোহ্মাক চাহিতে আইল সর্ব পিতৃগণ।
ত্রিলোক জিনিলা শক্তু দানের কারণ॥
সহস্রেক শক্তু যবে শত করে দান।
একশত শক্তু দেন্ত দশ পরিমাণ॥
বন্তিদেব নরপতি করি জল দান।
স্বর্গে চলি গেল দেখ অপর প্রমাণ॥
বহুমূল্য মহাদান অসংখ্যাত গণি।
ন্যায় বধে অল্প দানে বণ্ড পুণ্য মানি॥
কঁরিল অসংখ্য দান নৃপ নরপতি।
ভ্রমে কৈল গোদান নরকে হৈল গতি॥
আত্ম মাংস দান কৈল সিবি নরবর।
ইন্দ্রসম সুখ ভুঞ্জে স্বর্গের উপর॥
করিল বহুল যজ্ঞ দিএ বহু দান।
বহুল বিভব শক্তি তার অনুপাম॥
ন্যায় উপার্জ্জিত যদি হএ অল্প সত্ত্ব।
বহুবিধ স্বর্গ পাএ তাহার মহত্ত্ব॥
অশ্বমেধ যজ্ঞেত নাই কতক ফল।
শক্তু প্রস্থ দানেত আছিল যত ফল॥
ব্রহ্মালোক জিনিলা নিশ্চয় জান মনে।
ব্রহ্মালোকে চল দ্বিজ চড়হ বিমানে॥
ভার্য্যা পুত্র পুত্রবধূ সব সঙ্গে যাউক।
পরম হরিষে বিপ্রে ব্রহ্মালোক পাউক॥
ব্রহ্ম লোকে গেল বিপ্র পুত্রের সহিত।
সকল সভাএ শুনেন নকুল চরিত্র॥
নকুলেক কহন্ত সেই দিব্য পুষ্প বৃষ্টি।
মস্তকে পড়িল মোর বিধাতার সৃষ্টি॥

তে কারণে মস্তক সুবর্ণময় হৈল।
শক্তুদান জলদান উপাএ করিল॥
তে কারণে পাশে এক সুবর্ণ বিকার।
প্রতিযজ্ঞে বেড়াম সুবর্ণ নহে আর॥
এতেকে কহম যজ্ঞ নহে তার সম।
এহি যজ্ঞে বেড়াইয়া দূর কৈল ভ্রম॥
এত বলি নকুলে করিল পয়ান।
ব্রাহ্মণ সকল গেল যার যেই স্থান॥
নৃপতি জন্মেজয় পুছে সঞ্জয়ক।
হৃদয় হইল তান বিপুলে পুলক॥
কহ মোত মহামুনি যজ্ঞের কথন।
কি হেতু নকুল যজ্ঞ করিল হেলন॥
যত শক্তি যজ্ঞ কৈল পিতামহ সবে।
তাহাক নিন্দিল কেহে বনের নকুলে॥
কি কারণে সাঙ্গ না হইল অশ্বমেধ।
চিত্তে মোর ব্যথা পাএ শুনি ভেদ॥
রাজার বচন শুনি কহন্ত সঞ্জয়।
নকুল বৃত্তান্ত কহি শুন মহাশয়॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জমদগ্নি মুনি
আপনে দোহিল কামধেনু তপাস্বনী॥
নতুন ভাণ্ডেত করি দুগ্ধ অপেক্ষিল।
ক্রোধ মুখে নকুল আসি তাক নিরক্ষিল॥
মূর্ত্তিএ ব্রাহ্মণ হএ ক্রোধ রূপ ধ[illegible]।
জামদগ্নি মুনি রবি প্রিয় কৈল কর্ম্ম॥
দুগ্ধ ভাণ্ড ভাঙ্গি গেল না করিল শ্রাদ্ধ।
জামদগ্নি মুনি হইল পরম বিষাদ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ নাই তাত মনে।
ক্রুদ্ধ হই দ্বিজবর কহন্ত তখনে॥
যথকাল জিও তুহ্মি অঙ্গে হইব পাপ।
এই হেতু নকুলের শরীরে হইল তাপ॥
তোহ্মা বরি প্রিয় কৈল তাত নাই কোপ।
এক বাক্য মোহোরে না বোল অধিরোপ॥

জামদগ্নে কহন্ত আম্মাত নাই রোষ।
আম্মা বরি তুম্মি মাগি লয় দোষ॥
তবে দ্বিজ রূপে ধর্ম্মে পাইল পিতৃশাপ।
একারণে নকুল শরীরে পাএ তাপ॥
শাপান্তক কহিল সকল পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠির অশ্বমেধে পাইবা মোচন॥
তবে তোর শাপান্তক হইব বিমোচন।
মহাযজ্ঞ নকুলে নিন্দিল তে কারণ॥
উঞ্ছবৃত্তি যে কালে হইল স্বর্গবাস।
সে নকুল আছিল তাহার সম্পাশ॥
পুষ্পবৃষ্টি প্রভাবে সুবর্ণ অৰ্দ্ধকাএ।
সে অবধি প্রতি যজ্ঞে নকুল বেড়াএ॥
চিরদিনে যুধিষ্ঠিরে কৈল অশ্বমেধ।
নকুলের মনেতে আছিল সেই ভেদ॥
যজ্ঞেতে আপনে কৃষ্ণ হইলা অধিষ্ঠান।
মহাধর্ম্মশীল রাজা অতি ভাগ্যবান॥
এই যজ্ঞে আসিয়া নকুল পাইল স্বর্গ।
নিজালয়ে চলি গেল যত দেববর্গ॥
পাপ অঙ্গ নকুলে পাইয়া পরিত্যাগ।
মুনির শাপে স্বর্ণ অঙ্গ না হইল তাক॥
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা হরিষ হৃদয়ে।
জনমেজয় স্থানে কথা কহিল মুনিএ॥
মুনির বচনে রাজা হইল প্রবোধ।
সকল খণ্ডিল শঙ্কা চিত্তের বিরোধ॥
ইতি মহাভারতে নকুল বৃত্তান্তম্॥

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পালন এবং যুধিষ্ঠিরাদির সেবায় ধৃতরাষ্ট্রের তুষ্টিসাধন

রাজ্য পাই যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমে।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি সেবে অনুক্রমে॥
জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র হএ গুরুজন।
কাএ মনে বাক্যে করে তাহান সেবন॥

পুত্র শোক তাপ যেন না পাএ রাজন।
হেনমতে সেবা করে অম্বিকা নন্দন॥
পাত্র সব স্থানেত মাগএ পরিহার।
যত্ন করি ধর সবে বচন আহ্মার॥
বৃদ্ধ নৃপতির সেবা করে যেই জন।
সেই সে মোহোর প্রিয় শুন পাত্রগণ॥
এত বলি নরপতি সব সমর্পিল।
প্রতিদিন ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি তর্পিল॥
পঞ্চদশ বরিষ পুজয়ে অনুক্রমে।
কদাপি না পাএ ছিদ্র তিল এক ভ্রমে॥
দ্রৌপদীক আদি করি পাণ্ডবের নারী।
প্রতিদিন সেবা করে যেহেন কিঙ্করী॥
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি বিদুর সুমতি।
প্রতিদিন আরাধন্ত বৃদ্ধ নরপতি॥
ব্যাস মহামুনি কথা কহন্ত পুরাণ।
কৃপাচার্য্যে ধর্ম্ম শাস্ত্র করন্ত বাখান॥
যত কিছু রাজ কার্য্য আছএ বিহিত।
না কর ... ধৃতরাষ্ট্র সমাহিত॥
নানা পুষ্পের মালা লইয়া মালাকার।
যুধিষ্ঠির নিদেস করন্ত উপকার॥
নানান বিবিধ ভক্ষ করি নৃপবরে।
আরাধন্ত বধূ সবে দিযা উপহারে॥
নানা গন্ধ মনোহর কর্পূর তাম্বুল।
সুবাসিত জল দেন্ত অমৃত বহুল॥
ধৃতরাষ্ট্র নিদেশ রহএ রাজধানী।
দুর্য্যোধন মৈল হেন বেদনা না জানি॥
শত পুত্র শ্রাদ্ধ কালে করে মহাদান।
আপনা ইচ্ছাএ রাজা নাই পরিমাণ॥
পাণ্ডবের হৃদয়েত পরম সন্তোষ।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরিয়া ভীমের মনে রোষ॥
পুত্র হতে না পাইল যতেক সন্তোষ।
যুধিষ্ঠির সেবা হতে পাইল পরিতোষ॥

ভীমের ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক শোক

যেখনে নৃপতি অন্ধে পুত্র সব স্মরে।
ক্ষণ এক দুঃখ দৃষ্টি পড়ে বৃকোদরে॥
বৃকোদর না সহন্ত অন্ধের আনন্দ।
যুধিষ্ঠির বাক্যেত গৌরব করে মন্দ॥
শত ভাই পালিলেন্ত ধর্ম্মের আদেশ।
অন্ধ নৃপতিত ভীমে মনে করে দ্বেষ॥
গুপ্তচর পাঠাইয়া সর্ব কৈল হানি।
হেন মত আজ্ঞা না পালন্ত রাজধানী॥
সুহৃদ সভাত ভীমে করে আস্ফালন।
মুই ভীমসেনে সংহারিলু দুর্য্যোধন॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজার মারিলুম শত।
এহি মোর বাহু দেখ বীরের সম্মত॥
চন্দনে লেপিলু বাহু সমর ভিতর।
দুর্য্যোধন সংহারিলু মুই বৃকোদর॥
শাল যেন ফুটএ হৃদয় ভেদে তান।
বজ্রে যেন বিদারিল গান্ধারীর কান॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ভাবএ পুত্র শোক।
নিরোধ নাইক মনে না গণিল মোক॥
ভীম বাক্য বিশিখ দুঃখিত নরপতি।
না বুঝিল যুধিষ্ঠির কুন্তী গুণবতী॥
না বুঝিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
না বুঝিল দ্রৌপদী বিষাদ কি কারণ॥

ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় দুঃখ জ্ঞাপন

ধৃতরাষ্ট্রে আনিয়া সুহৃদ বন্ধু সব।
সুকরুণে কহন্ত কৌরব পরাভব॥
কহিতে চক্ষুর জল পড়ে ঝল ঝলা
ব্যক্ত নহে বচন বিষণ্ন হৈল গলা॥

তুহ্মি সবে জানহ যেমত কুল ক্ষয়।
মোর এহি অপরাধ জান নিসংশয়॥
যে মোব আপনা পুত্র অতি দুষ্টমতি।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল অধিপতি॥
বাসুদেব কহিল বান্ধিতে চাহে তাক।
হিত বাক্য না ধবিল দৈব পরিপাক॥
ভীষ্ম দ্রোণ সঞ্জয় বিদুব মহামতি।
কৃপাচার্য্য বলিলেন্ত ব্যাসের সংহতি॥
রুদ্রবাক্য না ধরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিষেক না করিনু পাণ্ডব নন্দন॥
তাহার কারণে সব হইল সংহাব।
মুই হেন পৃথিবীত কোন দুরাচার॥
হেন দুঃখ হৃদয় আছএ মোব জাগি।
পঞ্চদশ বরিষ দমত মুই লাগি॥
এহাব পাপের শুদ্ধি কবিতে অন্তব।
গুপ্ত উপদেশে নৃপে কহিল বিস্তব॥
গান্ধাবী জানন্ত মোব ভোজন বৃত্তান্ত।
যুধিষ্ঠিব ভএ কেহ নহি লএ অন্ত॥

বাণপ্রস্থ ধর্ম্মে
ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা

আপদ করিয়া বৃদ্ধে করে উপন্যাস।
কুশশয্যা সয়ন কবোম উপবাস॥
এতবলি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্ম কৈল শুদ্ধি।
মধুর বচনে বলিলেন্ত যথাবিধি॥
কতবা কহিমু বোল তার গুণ গ্রাম।
পরিচর্য্যা মোহোর করিল অবিরাম॥
গান্ধারীএ সেবা কৈল সমর্পিল রাজ্য।
আহ্মি সবে করিল বহুল বিধ কার্য্য॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য
বনবাসের অভিলাষ

বহুল বার্দ্ধক্য হৈলু গৃহে অনুচিত।
বনবাসে তপস্যা সে মোহোর উচিত॥

পুত্র রাজ্যে সমর্পিযা মুই যাইমু বনে।
পিতৃ পিতামহ ধর্ম্ম জানে সর্বজনে॥
ফলমুল ভক্ষণ বহুল পরিমাণ।
গান্ধারী সহিতে মোর তপস্যা বিধান॥
বায়ু ভক্ষ নিরাহারে তপস্যা করিব।
পরম নির্বাণ পদ হৃদয ধরিব॥

যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা বনবাস সংকল্প ত্যাগে অনুরোধ

জ্যেষ্ঠ তাত বচনে কহন্ত যুধিষ্ঠির।
বজ্রপাত হৈল যেন সকল শরীর॥
মোর প্রতি না জন্মএ তোহ্মার বচনে।
রাজ্যে মোর সুখ নাই তুহ্মি গেলে বনে॥
আগে মোক আজ্ঞা দিযা বঞ্চ কি কারণ।
মোকে রাজ্যে বিসর্জ্জিযা তুহ্মি যায বন॥
তুহ্মি বাপ মাও তুহ্মি গুরুজন গুরু।
তুহ্মি মোর আনন্দ নযন কল্পতরু॥
তুহ্মি বিনে কদাপিহ না করিব রাজ্য।
কার সেবা করিমু চাহিব কার কায্য॥
তোহ্মার ঔরসে পুত্র যুযুৎসু সুমতি।
তাক রাজ্য দিযা কর পৃথিবীর পতি॥
যেন দুর্য্যোধন আদি নয তোহ্মার।
তেন মত পঞ্চ ভাই জান আপনার॥
মাও কুন্তী গান্ধারী আহ্মাত নির্বিশেষ।
তোহ্মা সমে করিমু বনেতে পরবেস(প্রবেশ)॥
হেন বাক্য অনুবাক্য আছিল বিস্তর।
বাক্য শ্রমে মোহ পাইল অন্ধ নৃপবর॥
বিশাদ করএ ধর্ম্ম রাজা মহামতি।
জল দিয়া শান্ত কৈল কৌরবের পতি॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসে
ব্যাসের অনুমোদন

হেন কালে ব্যাস মুনি আইল সভাস্থান।
প্রবোধন্ত ধার্ম্মিক সভার বিদ্যমান॥
বৃদ্ধ হৈল নৃপতি বিশেষ পুত্র শোক।
তাক ভরাইতে চাহ কি বলিব তোক॥
পিতৃ পিতামহ ধর্ম্ম আছএ তোহ্মার।
রাজ ঋষি সম্প্রদায় যেহেন আচার॥
বনে যাউক ধৃতরাষ্ট্র না কর নিবোধ।
ব্যাসের বচনে ধর্ম্মে পাইল প্রবোধ॥
জোড় হস্ত করিয়া কহন্ত মহামতি।
কৌরব পাণ্ডববংশ তাহ্মা অধিপতি॥
তোহ্মার আদেশ দেব মস্তকে ধরিল।
এত বলি নরপতি ব্যাস পাঠাইল॥
ব্যাস গেল তপোবনে বিষণ্ন বদনে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রবেশিল গান্ধারী ভুবনে॥
হেন কালে যুধিষ্ঠিরে করি জোড় হাত।
মোর নিবেদন শুন কৌরবের নাথ॥
ব্যাসদেবে আজ্ঞা দিল যাইতে তপোবন
উপবাসে ফল পাই করহ ভোজন॥

বনবাসোদ্যত ধৃতরাষ্ট্রের
রাজ্য পালনোপদেশ

বিনয় প্রণাম করে রাজা যুধিষ্ঠির।
পৃষ্ঠে হস্ত বুলায়ন্ত ধনঞ্জয় বীর॥
তুষ্ট হই ধৃতরাষ্ট্রে কহে রাজনীতি।
যেন মত কহিআছে শক্র বৃহস্পতি॥

ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক বিবিধ
রাজনীতি কথন

যেহেন কহিল ভীষ্ম শান্তনু নন্দন।
তেহেন কহিল নীতি শাস্ত্রের লক্ষণ॥

অশেষ বিশেষে রাজনীতি বুঝাইল।
মহারাজা যুধিষ্ঠির প্রীত বড় হৈল॥
রাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম যত লিখিতে না পারি।
পুস্তক বিশাল ভএ না লেখি বিস্তারি॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রজা সম্ভাষণ

যত পৌরজন আনি কৌরবের পতি।
অনেক বিনয় করি কহে মহামতি॥
শান্তনু পালন কৈল বহুল সময়।
বহুল পালন কৈল ভীষ্ম মহাশয়॥
অখনে পালিব যুধিষ্ঠির নরপতি।
তাহাক পালন কর মোহোর সম্মতি॥
অন্যে২ সমর্পিয়া কহিল রাজন।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবেশিল গন্ধারী ভুবন॥

ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম-দ্রোণ বাল্মিক এবং শতপুত্রের শ্রাদ্ধ করার ইচ্ছা

ভীষ্মের দ্রোণের আর বাল্মিক রাজার।
সোমদত্ত নৃপতির শ্রাদ্ধ করিবার॥
শতেক পুত্রের আর করিবার কর্ম্ম।
তা সবের শ্রাদ্ধ আর বহুবিধ ধর্ম্ম॥
করুণা কহন্ত রাজা অম্বিকা নন্দন।
প্রভাতে মোহোক পাঠাইল তে কারণ॥
বিদুরের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
তুষ্ট হৈল ধর্ম্ম আর ধনঞ্জয় বীর॥

ধৃতরাষ্ট্র প্রার্থিত ধনদানে ভীমের অনিচ্ছা

ভীমের মনেত বহু উপজিল ক্রোধ।
স্মরিয়া ২ যত পূর্ব্বের বিরোধ॥

ভীমের হৃদয় জানি কহে ধনঞ্জয়।
পরিহর ক্রোধ ভীম না হএ সময়॥

ধন-দানে
যুধিষ্ঠিরাদির অনুমতি

বৃদ্ধ রাজা বনে যাএ শ্রেষ্ঠ গুরুজন।
শ্রাদ্ধ করি তর্পিতে চাহন্ত জ্ঞাতিগণ॥
তোহ্মার বাহু অর্জ্জিত যত আছে ধন।
তাহাক চাহন্ত নিতে অম্বিকা নন্দন॥
দেয অনুমতি ভীম না করিয আন।
বড় ভাগ্যে মিলে পুনি এহেন সন্ধান॥
আহ্মি সবে যাব ঠাই নহি মাগি ধন।
মোহোত মাগএ ধন সেই মহাজন॥
সকল পৃথিবী নাথ চলি যাএ বন।
দান অবসানে আব নাই দাতাকর্ণ॥
দেয় ধন বৃকোদর ধর্ম্ম পথে বহ।
জ্যেষ্ঠ ভাই ধর্ম্ম রাজ নিদেশ পালহ॥

ভীমের কটূক্তি

অর্জ্জুন বচন শুনি সখেদ নয়নে।
উত্তর দিলেন্ত ভীম নিষ্ঠুর বচনে॥
ভীষ্ম ভগদত্ত সোমদত্ত কৃপাচার্য্য।
আহ্মি সকলের ভাল হৈল পিতৃকার্য্য॥
বাল্মিকাদি নৃপের করিব শ্রাদ্ধ কর্ম্ম।
কুন্তী মাএ করিবেক কর্ণ বীর ধর্ম্ম॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিএ করিলে কি ফল।
দুর্য্যোধন নরপতি আছন্ত বিকল॥
দুর্য্যোধন দুরাচারে কৈল সর্বনাশ।
কেহ্নে শ্রাদ্ধ করিবেক কৌরব হুতাশ॥
দ্বাদশ বরিষ দুঃখ পাসরিলা তুহ্মি।
অজ্ঞাত বাসেত যত দুঃখ পাইল আহ্মি॥

দ্রৌপদীর যত দুঃখ সব পাসারলা।
ধৃতরাষ্ট্র অনুগ্রহে সব বিস্মরিলা॥
কপ্তার্জিং উপবাস ধরিয়া কপিল[২]।
দ্রৌপদী সহিত সব অলঙ্কার হীন॥
তুম্হি গিয়া নৃপতিক কৈলা নমস্কার।
সে কালেত কথা ছিল করুণা রাজার॥
কথা ছিল ভীষ্ম দ্রোণ কথা সোমদত্ত।
অনুগ্রহ করিলেক কোন মহাসত্ত্ব॥
ত্রয়োদশ বরিষ আছিল বনবাস।
জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্র কি পুরাইল আশ॥

ভীমকে ধনঞ্জয় কর্তৃক প্রবোধ দান

ভীমের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
প্রবোধ বলিল তাক গর্জিয়া গভীর॥
রাজা ঋষি ধৃতরাষ্ট্র পিতা গুরুজন।
তাহাক বলিতে না হএ দুর্বচন॥
জেষ্ঠ ভাই দুর্যোধন কি বলিব আর।
অস্থানেত ক্রোধ করি না কর বিচার॥
এত বলি ভীম অর্জ্জুন মহাজন।
বিদুরেত কহিলেক বিনয় বচন॥
যত যত বিত্ত আছে মোর কোষাগার।
সর্বধন শুধে নেয় দান করিবার॥
ধর্ম্মসুত আনন্দিত অর্জ্জুন বচনে।
ভীমসেনে চাহন্ত কটাক্ষ দরশনে॥

ভীমবাক্য ব্যক্ত না করার জন্য যুধিষ্ঠিরের বিদুরকে অনুরোধ

বিদুরেত যুধিষ্ঠিরে কহন্ত বিনয়।
মোর বাক্য শুনহ খুল্লতা মহাশয়॥

না কহিবা রাজাত ভীমের দুর্বচন।
যে কিছু বলিল ভীমে দুঃখের কারণ॥
অরণ্য বাসেত দুঃখ পাইল বৃকোদর।
সহিতে না পারে দুঃখ হৃদয় ভিতর॥
মোহোর সম্বাদ কহ রাজার গোচর।
মোর যত কোষাগার তাহার অন্তর॥
যত বিত্ত ইচ্ছা তান তত বিত্ত নেয়।
আপনার সুখে তীর্থ দান ধর্ম্ম দেয়॥
অর্জ্জুনের যত বিত্ত মোর যত ধন।
এ পুনি তাহান নহে শুনহ বচন॥

ধৃতরাষ্ট্রকে যথেচ্ছ ধনদান

এহি সব বাক্য গিয়া কহিল বিদুরে।
পরম সন্তোষ পাএ বৃদ্ধ নরবরে॥
কোষাগার হতে বহু নিল রত্ন ধন।
যথাবিধি করিলেক ব্রাহ্মণ তর্পণ॥
সুবর্ণের যত সব বহু অলঙ্কার।
অশ্বগজ মেষ ছাগ গোষ্ঠ পরিবার॥
দাস দাসীগণ গ্রাম ক্ষেত্র ধান্য আর।
দান করে ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি অপার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বাহ্লিক উদ্দেশি।
ব্রাহ্মণ আনিয়া ধন দিল রাশি২॥
জয়দ্রথ প্রভৃতি যতেক বন্ধুগণ।
শ্রাদ্ধ করি দান করে অম্বিকানন্দন॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনযাত্রা
যুধিষ্ঠিরাদির অনুতাপ

আর দিন প্রভাতে করিয়া শুভক্ষণ।
নিকটে আনিল পঞ্চ পাণ্ডব নন্দন॥
গন্ধারী সহিত যাত্রা করে নৃপবর।
বিষণ্ন বদন হৈল পঞ্চ সহোদর॥

কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী মহাযাত্রা করি।
বনে যাএ নরপতি কুরু অধিকারী॥
অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণ করিয়া যজ্ঞ সার।
পুরী হতে বাহিরাএ অন্ধ মহীপাল॥
কৌরব পাণ্ডব নারী সবে করে রোল।
নগরে২ যেন সমুদ্র কল্লোল॥
মাথে হাত দিয়া কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীমসেনে তুলি তার ধরিল শরীর॥
মাদ্রীপুত্র ভীমসেন বিদুর সঞ্জয়।
ধৌম্য পুরোহিত আর কৃপা মহাশয়॥
বাস্পকন্ট রাজাক বাঢ়াই দিতে যান্ত।
যত বীর চলিল তাহার নাই অন্ত॥

বনবাসার্থ কুন্তীর ধৃতরাষ্ট্র সহ গমন

কুন্তী দেবী চলিলেন্ত গত অনুরাগে।
গান্ধারী চলিআ যাএ নারীগণ ভাগে॥
গন্ধারীর কান্ধে হাত দিয়া নরপতি।
জীর্ণ হস্তী যাএ যেন মন্দ ২ গতি॥
সর্বলোকে উচ্চৈঃস্বরে করএ ক্রন্দন।
বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র চলি যাএ বন॥
সভাক সম্বাষি রাজা পাঠাএ আপনে।
সর্বলোক ঘরে গেলে রাজা গেল বনে॥
পাণ্ডবেরে আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর।
নিবর্ত্তিয়া চলিল কৌরব নৃপবর॥
রাজার সহিতে গেল বিদুর সঞ্জয়।
নিবর্ত্তিল গৌতম যুযুৎসু মহাশয়॥
গান্ধারীর সহিতে চলিল কুন্তী দেবী।
তপস্যা করিতে যাএ ধৃতরাষ্ট্র সেবি॥

বনবাসে যুধিষ্ঠিরাদির
নিষেধ ঃ কুন্তীর উপেক্ষা

ব্যগ্র হৈল যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
জননী রাখিতে যত্ন করিল বিস্তর॥
একচিত্তে কুন্তী দেবী তপোবনে যাএ।
স্থির চিত্তে না হইলে কনে বা রহাএ"
কুন্তীএ কহন্ত শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মোহোর কুবুদ্ধি পড়ে কর্ণ হেন বীর॥
এহেন সন্মোহ শোক হৃদয়ে মোর জাগে
রাজ সুখ রাজ ভোগ মোত নহি লাগে॥
সহদেব নকুল করিয় আদর।
মন দুঃখে নিবর্ত্তন বলিয়া বিস্তর॥
বাপের মাএর না করিল ইচ্ছা ভঙ্গ।
মা এর বচন যেন নদীর তরঙ্গ॥
প্রদক্ষিণ করি নিবর্ত্তিল পঞ্চভাই।
ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেক গান্ধারীর ঠাই॥
পুত্রে রাজ্য করিতে সংসার অভিলাষ।
তাকে উপেক্ষিয়া কুন্তী যাএ বনবাস॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির বন প্রবেশ
যুধিষ্ঠিরাদির নিবৃত্তি

বুঝায় গান্ধারী তাক বুঝায় বিদুর।
পুত্র রাজ্যে সমর্পিয়া যাএ অন্তঃপুর॥
অশেষ আছিল বাক্য না বলিয় আর।
নিশ্চয় করিল দেবী বনে যাইবার॥
গান্ধারীর সহিতে কুন্তীহ গেল বনে।
নিবর্ত্তিল পাণ্ডব নন্দন পঞ্চজনে॥
পৌরজন সমে রাজা আইলেন্ত ঘর।
ঝঞ্জাবাত হৈল যেন হস্তীনা নগর॥
নিরুৎসাহ নিরানন্দ সর্ব্ব প্রজাগণ।
মাও বিনে চিন্তে পঞ্চ পাণ্ডব নন্দন॥

ধৃতরাষ্ট্র রাজা গেল ভাগীরথী তীর।
যথাবিধি যজ্ঞ করে নির্ম্মল শরীর॥
চতুর্বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণ সমে।
যজ্ঞ করে ধৃতরাষ্ট্র বেদের বিধানে॥
বিদুর সঞ্জয় সেবা করে এক মনে।
কুশশয্যা করন্ত যে দুই জনে॥
নৃপতির পাশেত গান্ধারীর শয্যা দিল।
কুন্তীক গান্ধারী আত্ম পাশে নিয়োজিল॥
বিদুরাদি শয়ন করিল চারি ভিতে।
রজনী গোঞাইল পুণ্য পুরাণ রচিতে॥
রজনী প্রভাতে রাজা নিত্য ক্রীড়া করি।
বসিলেন্ত তপহেতু কুরু অধিকারী॥
তথাত চাহিতে আইল সর্ব্ব মুনিগণ।
কুতূহল চাহন্ত নারদ তপোধন॥
নারদে কহন্ত শুন কৌরব নন্দন।
মুনির বচনে কহিলেক কংস কথন॥
নারদে কহন্ত শুন হিত উপদেশ।
ব্যাসের আশ্রমে চল তর্পিতে বিশেষ॥
নৃপতি সহস্র চিত্ত নাম মহামতি।
অখন তপস্যা ফলে স্বর্গেত বসতি॥
শশলোম রাজাএ তথাত তপ করি।
অদ্যাবধি ভোগ করে পুরন্দর পুরী॥
অপেক্ষা করন্ত পাণ্ডু নৃপতি শেখর।
তথা তপ করে রাজা চলহ সত্বর॥
স্বর্গে যাইব গান্ধারী তোহ্মাক অনুসারী।
পাণ্ডুপাশে যাইব কুন্তী বৈকুণ্ঠ নগরী॥
দিব্য চক্ষু দেখি মুই কহিলু বচন।
একচিত্তে তপস্যা করহ মহাজন॥
এত কহি চলিল নারদ তপোধন।
মুনিগণ চলি গেলে যার যে ভুবন॥

মাতা প্রভৃতির অদর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির বিষাদ

জটাজুট বল্কল করিল পরিধান।
তপ করে ধৃতরাষ্ট্র প্রধান প্রধান॥
এথাত পাণ্ডবগণ পঞ্চ সহোদর।
মাতশোকে সুস্থ নহে দহে কলেবর॥
হায় মাতা করিয়া ঘোষএ সবক্ষণ।
রাজকার্য্য করতে তিলেক নাই মন॥
জননীর বনবাস অভিমন্যু শোক।
সংসার বাসনা নাই উচাটন। উচ (টন) বিয়োগ॥

ধৃতরাষ্ট্র দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্‌যোগ

রাত্রি দিনে চিন্তা করে বিকল হৃদয়।
অনুক্ষণ সন্তাপীত নৃপ মহাশয়॥
চাহিবার উৎকণ্ঠিত বৃদ্ধ নরপতি।
সুভদ্রা দ্রৌপদী সঙ্গে চলে মহামতি॥

ধৃতরাষ্ট্র দর্শনার্থে সপরিবার যুধিষ্ঠিরের যাত্রা

আর দিন প্রভাতে করিয়া সন্নিধান।
সর্ব পরিবার সমে করিল পয়ান॥
ব্যাস আশ্রমেত গেল ধর্ম্ম নরপতি।
রাজধানী রাখন্ত যুযুৎসু মহামতি॥

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর

দেখিলেন্ত গিয়া ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর।
সহদেব চলি গেল মাএর গোচর॥

চারি ভাই গেল গান্ধারীক নমস্করি।
কতক্ষণ আছিল মাএর পদ ধরি॥
বিদুরক না দেখিয়া রাজাক পুছন্ত।
কথাত বিদুর মোত কহ মতিমন্ত॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহন্ত শুনন্ত যুধিষ্ঠির।
তপক্লেশে বিদুরের ক্লেশিত শরীর॥
মাথে জটা অর্জ্জিল বল্কল পরিধান।
নির্জ্জন বনেত পর্য্যটএ স্থানে স্থান॥

যুধিষ্ঠিরের বিদুর
দর্শনে যাত্রা

যদি চাহিবার ইচ্ছা যায় একেশ্বর।
বিদুরক দেখিবার বনের ভিতর॥
যুধিষ্ঠির চলিল বিদুর দেখিবাক।
করিলেক অসংখ্য তপস্যা পরিপাক॥
চাহুতে না পারে তাক তনু হৈল শেষ
ধূলাএ ধূসর দেহ বিভৎস কুবেশ॥
যুধিষ্ঠির দেখিয়া ধাবন্ত বনে ২।
ধাইয়া না পাএ ল গ কুন্তীর নন্দনে॥
বৃক্ষমূলে বসিল বিদুর মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে করিলেন্ত বহুল মিনতি॥

বিদুরের সূক্ষ্মদেহ
যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ

মুই যুধিষ্ঠির বলি কৈল পরিচয়।
এক দৃষ্টি চাহন্ত বিদুর মহাশয়॥
সমাধিত বসিল নিমেষ দৃষ্টি ধরি।
আত্মা প্রবেশিল তান দেহ পরিহরি॥
ধর্ম্মরাজ শরীরে বিদুর প্রবেশিল।
বৃক্ষমূলে অনিমেষ শরীর রহিল॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি
বিদুর বিষয়ক দৈববাণী

অগ্নি কার্য্য করিবার চিন্তে নরবর।
শুনিল আকাশ বাণী নৃপতি শেখর॥
না দহিয় ২ বিদুর শরীর।
সনাতন ধর্ম্ম এহি জান যুধিষ্ঠির॥
তে কারণে যুধিষ্ঠিরে না দহিল আর।
শোচ্য নহে বিদুর ধর্ম্মের অবতার॥
বিদুরের তেজে হৈল উজ্জ্বল শরীর।
জ্বলন্ত আনল যেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
সেই রাত্রি নৃপতি তথাত নির্বহিল।
প্রভাতে আসিয়া বৃদ্ধ নরেন্দ্র সেবিল॥

যুধিষ্ঠিরাদির আশ্রম-ভ্রমণ
তাপস-তৃপ্তি সাধন

তপোবনে বেড়াইতে বৃদ্ধের নিদেশ।
অন্তঃপুর সমে ভ্রমে পাণ্ডব নরেশ॥
কোথাত বিচিত্র সভা পুষ্প তরুবন।
কোথাত যজ্ঞের সভা জলে হুতাশন॥
ভ্রাতৃগণ সহিতে আশ্রম পর্যটিল।
ব্রাহ্মণ সবেরে বহুল রত্ন ধন দিল॥
কাঞ্চনের শ্রুব দিল কাঞ্চন কলসী।
কাঞ্চনের কমণ্ডুল দিল রাশি রাশি॥
কাঞ্চনের গাড়ু দিল কাঞ্চন ডাবর।
কাঞ্চন ভোজন পাত্র দিল বহুতর॥

ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্র
তপঃসূচক প্রশ্ন

হেন কালে ব্যাস মুনি শিষ্যগণ সমে।
রাজার নিকটে গেল সেই তপোবনে॥

যথাবিধি ব্যাসক পূজন্ত সর্বজন।
আছিল প্রসঙ্গ তাত বহুল কথন॥
তবে ব্যাসে কহন্ত সম্বোধি কুরুপতি।
কোন বর ইচ্ছা করে কহ মহামতি॥
হৃদয়ের সর্বতাপ খণ্ডিব তোহ্মার।
গান্ধারীর সমে দুঃখ যতেক প্রকার॥
কুন্তীর হৃদয় যত বাঢ়ে অনুতাপ।
সকল করিব দূর বিষাদ কলাপ॥
ব্যাসের বচনে কহে সুবল নন্দিনী।
পুত্র শোকে সন্তপ্ত গান্ধারী যশোস্বিনী॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির স্ব স্ব মৃত সন্তান দর্শনাকাঙ্ক্ষা

শতপুত্র মৈল দেব দেখ বধূগণ।
এসব দেখিতে মোর নিত্য দহে মন॥
রাজার হৃদয় ফুটে যেহেন শলাক।
কতেক কহিমু বাপু দুঃখ পরিপাক॥
বধূসব দেখিতে হৃদয় হএ চির।
সংগ্রামেত প্রাণ এড়ে অভিমন্যু বীর॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ইন্দ্রের সমান।
কান্দএ দ্রৌপদী বধূ দেখ বিদ্যমান॥
তবে কুন্তী পুছন্ত যে অনুগ্রহ মনে।
তোহ্মার হৃদয় দুঃখ কিসের কারণে॥

কুন্তীর কর্ণ-দর্শন কামনা

প্রণমিয়া কুন্তীদেবী দিলেন্ত উত্তর।
তুহ্মি মোর শ্বশুর গুরুর গুরুতর॥
তোহ্মার চরণ দেব করম প্রণতি।
মোর নিবেদন শুন মুনি মহামতি॥
দেখিবার ইচ্ছা বড় কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তোহ্মার প্রসাদে দেখিবার পুত্রবর॥

রাজার হৃদয় যত ছিল অভিমত।
সর্ব্ব সিদ্ধি তাহান পালিব অনুগত॥

ব্যাসের বরদান

স্বামীসব দেখিব তোহ্মার বধূগণ।
সত্য২ জান বধূ মোহোর বচন॥
কর্ণবীর দেখিবেন কুন্তী যশস্বিনী।
অভিমন্যু দেখিবেন কৃষ্ণের ভগিনী॥
জ্ঞাতিসব দেখিবেক সব ভাতৃগণ।
দ্রৌপদী দেখিবেক দ্রুপদ নন্দন॥
ধর্ম্ম যুদ্ধে স্বর্গে গেল যত বীর গণ।
নিস্ফল শোচন কর বেদের বচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ পিশাচ রাক্ষস।
পৃথিবীত অবতাব সর্ব্ব দেব বস॥
দেব ঋষি গুপ্ত কহ্ হইল অবতার।
দৈব পরিপাকে হৈব সভান সংহার॥
ধৃতরাষ্ট্র অবতার গন্ধর্ব্বের পতি।
সত্য২ গান্ধারী তোহ্মার এহি পতি॥
পাণ্ডব অবতার হৈল গন্ধর্ব্বের অংশ।
যার রণে কুরুবল হইল নির্বংশ॥
যুধিষ্ঠির বিদুর ধর্ম্মের অবতার।
কলি অবতার দুর্য্যোধন দূরাচার॥
শকুনি দ্বাপর জান গান্ধারী নিশ্চয়।
দুঃশাসন প্রভৃতি যতেক চরাচয়॥
পবনের অংশে হৈল ভীম বলবন্ত।
নর নাম ঋষি জান পার্থ মতিমন্ত॥
নারায়ণ নাম ঋষি পুরুষ পুরাণ।
বাসুদেব গোবিন্দ দেখহ্ বিদ্যমান॥
সূর্য্য অবতার পুত্র বীর মহামতি।
অভিমন্যু জানহ্ রজনি নিশাপতি॥
অগ্নি অংশ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী রাক্ষস।
দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতি দেবতার বশ॥

অশ্বত্থামা জানহ রুদ্রের অবতার।
গঙ্গাত অষ্টম বসু ভীষ্ম যে দুর্ব্বার॥
পৃথিবীত করিআছে দেব প্রত্তুজন।
পুনি চলি গেল স্বর্গে মোর যে ভুবন॥

ব্যাস আদেশে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির ভাগীরথী তীরে গমন

যেবা মনে তুহ্মি সবে পায় অনুতাপ।
করিয়া সকল দূর করিব কলাপ॥
চল সব ভাগীরথী স্থির কর মন।
তথা গেলে সভান হইব দরশন॥
ব্যাসের বচন মুনি উল্লসিত মন।
ভাগীরথী তীরেত চলিল সর্বজন॥
দিবাকর অস্ত গেল হৈল সন্ধাবিধি।
স্নান করি সন্ধ্যা করে ব্যাস তপোনিধি॥
হাতে গঙ্গা জল লই কৈল আবাহন।
মিলিল তথাত সব মৃতাবীরগণ॥
গঙ্গার সলিল মধ্যে উঠিল কল্লোল।
নানা বাদ্য উৎসব শুনিএ মহারোল॥
কৌরব পাণ্ডব বল আইল তটস্থান।
যার যেই কুটুম্ব পাইল বিদ্যমান॥

ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিশক্তি সকলের মৃত আত্মীয় দর্শন

ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি পুত্র পৌত্র জন।
সকলে শঙ্কেত আসি দিল দরশন॥
ব্যাসে দিল দিব্য চক্ষু ধৃতরাষ্ট্রে চাহে।
পুত্র পৌত্র সব দেখি আনন্দিত হএ॥
গান্ধারী দেখিল সব পুত্রের বদন।
কুন্তী দেবী দেখিলেক কর্ণ সুবদন॥

অভিমন্যু দেখন্ত সুভদ্রা যশস্বিনী।
যার যেই স্বামী দেখে কৌরব কামিনী॥
সকল রজনী কুতূহলে নির্বাহিল।
প্রভাতেত জল লই ব্যাসে বিসর্জিল॥

মৃতব্যক্তিগণের স্বর্গ স্থানে প্রস্থান

যার যে ভুবনে গেল যতবীরগণ।
কেহ গেল ইন্দ্রপুরে কুবের ভুবন॥
কেহ গেল বৈকুণ্ঠেত কেহ ব্রহ্মস্থানে।
যার যে উচিত স্থানে করিল গমনে॥
অপুর্ব দেখিল সব পুত্রের বদন।
সর্বশোক পাসরিল অম্বিকা নন্দন॥
পুনি সব বসিলেক গিয়া তপোবনে।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে কহে ব্যাস তপোধনে॥
তোহ্মা দরশন হেতু পাণ্ডব নন্দনে।
রাজ্য তেজি আসিছন্ত সব তপোবনে॥
পাণ্ডব সকল যাউক করহ আদেশ।
তপোবনে চল তুহ্মি তপিতে বিশেষ॥

ব্যাস পরামর্শ : ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক যুধিষ্ঠিরাদিকে হস্তিনা গমনে অনুরোধ

ব্যাসের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বোলে মহামতি॥
তোহ্মাক দেখিতে মোর তপ হএ বাদ।
স্নেহভাবে তোহ্মাক দেখিতে বড় সাদ॥
অরাজক ধরণী প্রজাএ পাএ ক্লেশ।
সর্ব সহোদর সমে চলি যায় দেশ॥
পুত্র শোক পাসরিলু তোহ্মার প্রসাদে।
ব্যাসমুনি দরশন তোহ্মার সম্বাদে॥

তোহ্মা আগমনে জান বহু নহে হিত।
মোক দেখাইলা সব বন্ধুর সহিত॥
যত কৰ্ম্ম করে পুত্রে বাপের সেবন।
তাহাতে অধিক কর্ম্ম প্রীত কৈলা মন॥
কৃশানুক্ত শরীর দেখিয়া কথঞ্চিত।
তোহ্মাক দেখিয়া মতি পাএ বড় ভীত॥
স্নেহভাব করন্ত গান্ধারী যশস্বিনী।
চলিতে মোহোর মন তপ হৈল ক্ষিণী॥
কুন্তী মাএ তোহ্মার করন্ত তপব্রত।
পুত্র সব দেখন্ত জীবন কণ্ঠগত॥
তোহ্মার দর্শনে হএ মনেত বিস্ময়।
তুহ্মি এথা রহিলে তপস্যা বাদ হএ॥
বড় ক্ষতি হএ পুত্র চল রাজধানী।
বিলম্ব না কর পুত্র মোর বাক্য শুনি॥
মোর বাক্য শুন যুধিষ্ঠির নরপতি।
কুরুবংশ পরিত্রাণ তোহ্মার বসতি॥
শ্বশুরের পুণ্যদান তোহ্মা হতে সার।
চল পুত্র গছ গিয়া পৃথিবীর ভার॥

হস্তিনা প্রত্যাবর্ত্তনে
পরাঙ্মুখ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর শুনিয়া বচন।
দুই হাতে মুছে রাজা সজল নয়ন॥
মাএর চরণে পড়ি কহন্ত বিশেষ।
কি কারণে মাও মোর রাজ্যেত প্রবেশ॥
তপবিঘ্ন করিবার না হএ উচিত।
তপ হতে ধন্য ধর্ম্ম নাই পৃথিবীত॥
শ্রদ্ধা নাই রাজ্যে মোর বিঘ্ন পড়ে মন।
করিবার তপস্যা ইচ্ছম তপোবন॥
শূন্য হৈল ধরণী বান্ধব হৈল ক্ষয়।
নারী সব অবসাদে মোত লাগে ভয়॥

বল নাশ হৈল মোর টুটিল বিভব।
চেদি মৎস্য পাঞ্চাল বিনাশ হৈল সব॥
যথাত বিষ্ণুবংশ আছে কৃষ্ণ কাজে।
তপস্যা করিমু মাও শ্রদ্ধা নাই রাজে॥
জননী এড়িয়া যাইতে না লএ মোর মন।
পিতৃ মাতৃ সেবিয়া বঞ্চিমু তপোবন॥

কুন্তী সান্ত্বনায় যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন

তপস্যা করিয়া মুই শোসিমু শরীর।
এ বলিয়া নিঃশব্দ হইল যুধিষ্ঠির॥
তবে কুন্তী বলিল পুত্রক লই কোলে।
কি কহ তনয় বর মিথ্যা মাএ্যা বলে॥
তপস্যাত বিঘ্ন হএ তোহ্মা দরশন।
পুত্র কাছে রাখি তপ করে কোন জন॥
রাজার আদেশ পাল গান্ধারী নিদেশ।
মোর আজ্ঞা পালি কর রাজ্যেত প্রবেশ॥
গণাগণ কুটুম্ব পালিতে সর্বজন।
রাজ্যে চলি যায় পুত্র শুনহ বচন॥
মাতৃএ আদেশ কৈল বেদতত্ত্ব জানি।
চলিলেক যুধিষ্ঠির নিজ রাজধানী॥
নৃপতিক সম্বাষিয়া প্রদক্ষিণ করি।
সর্ব্ব বলে চলিলেক পাণ্ডব কেশরী॥
রাজাক প্রণাম করি পরম সম্ভ্রমে।
সর্ব সহোদর সমে চলিল আশ্রমে॥
চলিলেক যুধিষ্ঠির হস্তিনা পুরীত।
বায়ু বেগে চলিলেক রথ অতুলিত॥

নারদাগমন পর্বাধ্যায়

হস্তিনা পুরীত আইল নৃপতি শেখর।
কতকালে আইল নারদ মুনিবর॥

প্রণমিয়া যুধিষ্ঠিরে দিলেন্ত আসন।
বহুবিধ করিল অতিথি সম্বাষন॥
কুতূহলে যুধিষ্ঠিরে পুছিলেন্ত শেষ।
কি কর্ম্ম করিলা আজি কহত বিশেষ॥
রাজার বচন শুনি নারদে কহন্ত।
বহুতীর্থ করিলাম যজ্ঞ করি অন্ত॥
পুনি পুছে যুধিষ্ঠির কৌরবের পতি।
জ্যেষ্ঠ মাতা গান্ধারী জননী কুন্তী সতী॥
কুশলেনি আছন্ত সহন্ত তপক্লেশ।
কহ২ মুনিবর বৃত্তান্ত বিশেষ॥

নারদকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রাদির তনুত্যাগ কথন

নারদে কহন্ত রাজা স্থির কর মন।
সাবধানে শুনহ সকল বিবরণ॥
তুহ্মি সব নিবর্ত্তিলা যদি বন হতে।
যে কিছু কহিল বৃদ্ধে শুন নরনাথে॥
তীব্র তপ করিল কৌরব তপোধন।
অস্তি চর্ম্ম অবশিষ্ট অম্বিকা নন্দন॥
জলাহার করন্ত গান্ধারী যশস্বিনী।
মাস উপবাস কুন্তী তোহ্মার জননী॥
সৎকার করিল সঞ্জয় মহামতি।
বিফল মনেত জান অন্ধ নরপতি॥
গান্ধারীত জিজ্ঞাসন্ত জননী তোহ্মার।
এসব বৃত্তান্ত ধর্ম্ম গোচরে আহ্মার॥
একদিন নৃপতি করিয়া গঙ্গাস্নান।
তপোবনে চলি গেল পুরুষ প্রধান॥
হেনকালে দাবানল আনিল পবনে।
সর্ববন দাহ করি বেড়ে হুতাশনে॥
হরিণ শুকর দহে দহে বনবাসী।
বরাহ মহিষ আদি দহে রাশি২॥

দিব্যহারে হুতাশনে বেঢ়িলেক বন।
নিবাহাবে মন্দবল নৃপ মহাজন॥
অসামর্থ নরপতি আর তোর মাও।
অগ্নিএ বেঢ়িল তার পুরবার গাও॥
সঞ্জএত জিজ্ঞাসন্ত অম্বিকা নন্দন।
চল২ সঞ্জয় তুহ্মি শুনহ বচন॥
অগ্নি যুক্ত হই মুই ত্যজিমু জীবন।
এ বলিয়া বসিলেক অম্বিকা নন্দন॥
সঞ্জয় কহন্ত তুহ্মি আগম পণ্ডিত।
হেন অপমৃত্যু নহে তোহ্মার উচিত॥
অগ্নি মতে এড়াইবার না দেখ উপাএ।
যুধিষ্ঠিব স্থানে কহ মোহাব বিনয়॥
পূর্ব মুখে বসিল গান্ধাবী কুন্তী সমে।
অবণ্য দাহিযা অগ্নি আইল তখনে॥
প্রদক্ষিণ করি তবে সঞ্জয় চলিল।
একচিত্তে নিবঞ্জন নৃপে আরাধিল॥
ইন্দ্রিয় নিবোধ করি স্থিব কৈল মন।
ভাবএ অনন্ত জ্যোতি অম্বিকা নন্দন॥
হেন সব কহিতে নারা মুনিবর।
সঞ্জয় আসিয়া তবে নৃপ বিদ্যমান।
বন দাহ বিববণ কহে অনুমান॥
সুবল নন্দিনী আর জননী তোহ্মার।
অগ্নি হতে মুক্ত হৈল দেহ আপনার॥
যোগ বলে প্রাণ ত্যাজি রাজা মহামতি।
তোহ্মাত কহিতে মুই আইল শীঘ্রগতি॥

যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ

হেন মতে কুরুরাজা হইল নিধন।
উচ্চস্বরে সর্বলোকে করএ ক্রন্দন॥
অন্তঃপুরে হইল ক্রন্দন কলরব।
পৌরজন সবকান্দে প্রতি ঘরে ঘর॥
ধিক২ বলিয়া পাণ্ডব অধিকারী।
উর্দ্ধবাহু করি কান্দে মাও বলি॥

ভ্রাতৃসব কান্দন্ত কান্দন্ত অন্তঃপুর।
মহাশব্দ ক্রন্দন যে প্রচারিল দূর॥
ধরিয়া নয়ন জল অনুশোচে ধর্ম্ম।
হেন মৃত্যু মাএর মোহোর অপকর্ম্ম॥
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ পত্নী পাণ্ডবের।
বন দাহে মৃত্যু হএ মোহোর মাএর॥
আহ্মি সব থাকিতে বহুল বন্ধুগণ।
হেন মতে হৈল কেহ্নে তাহার মরণ॥
যার শত পুত্র হএ ইন্দ্র সম শর।
মহাতেজশালী দেখি যার কলেবর॥
হেন মহারাজার মরণ হএ রণে।
অপমৃত্যু হৈল তান কিসের কারণে॥
যাহাক বিচিত্র স্বেত চামরের বায়।
বনের দহনে হেন রাজা দহি যাএ॥
পৃথিবীত রাজা সবে যাক করে স্তুতি।
ভস্মভূত শরীর আলিঙ্গের সুমতি॥
গান্ধারী না শোচম দঢ় করি মনে।
পুত্র স্নেহ শোকে মাএ প্রাণ এড়ে বনে॥
কুন্তী মাও শোচম আদিত্য যার বশ।
অগ্নিদাহে হেন মাও দেহ হৈল ভস্ম॥
মুই যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন জননী।
দাবানলে দাহ হৈল এহেন জননী॥
ব্যর্থ অগ্নি তর্পিলেক বীর ধনঞ্জয়।
অপকার না জানন্ত অগ্নি মহাশয়॥
ভিক্ষা কৈল অগ্নিএ ব্রাহ্মণ রূপ ধরি।
পার্থে তাক সন্তর্পিল খাণ্ডব সংহারি॥
অগ্নিহ আছৌক ধিক আছৌক পার্থক।
অরণ্য আনলে দহে পার্থের মাওক॥
তবে সব সহোদর সহিতে নৃপতি।
পৌরসমে পদরথী যাএ শীঘ্রগতি॥

জ্ঞাতিসহ গঙ্গাতীরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন

গঙ্গাত মজিল সব জ্ঞাতি সব মিলি।
অশ্রু পূর্ণ মুখ হই দিলেক অঞ্জলি॥
করিল দ্বাদশ কর্ম্ম যেন বিধিমত।
নানাবিধি করিলেক বেদের সন্মত॥
বহুবিধ ভক্ষ ভোজ্য নানা দান দিল।
পুণ্য করি শান্ত হৈল তাক না লেখিল॥
গেলেন্ত নারদ মুনি রাজা গেল ঘরে।
কতকালে পাণ্ডব নৃপতি রাজ্য করে॥
পঞ্চদশ বরিষ আছিল কুরুরাজ।
দ্বাদশ বৎসর রাজ্য করে ধর্ম্মরাজ॥
তিনশত বৎসর তর্পিল তপোবনে।
তবে তাক সংহারিল অরণ্য দাহনে॥
পিতৃ মাতৃ কর্ম্ম কবি ধর্ম্ম নরপতি।
বিষণ্ণ বদনে রাজ্য করে অধিপতি॥
অনুক্রমে রাজ্য করে ছত্রিস বৎসর।
মহারাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর॥

যুধিষ্ঠিরের বিবিধ অনিষ্ট দর্শন

অল্প শষ্য মণ্ডলি করএ পক্ষিগণ।
পতি স্নেহে রক্ত বহে যত নদীগণ॥
ছত্রিশ বৎসর অন্তে দেখে বিপরীত।
তপোবনে শিলা বৃষ্টি হৈল আচম্বিত॥
অতি উষ্ণ বায়ু বহে পবনে নির্ঘাত।
স্থানে২ তথাএ পড়এ উল্কাপাত॥
দশ দিশ ভরি বৃষ্টি করে অতুলিত।
সকস্মাত অঙ্গার বৃষ্টি পড়এ পৃথিবীত॥

যদুবংশ ধ্বংস শ্রবণে পাণ্ডবদিগের উদ্বেগ

লোহিত লোচন সূর্য্য না করে প্রকাশ।
গগনে কবন্ধ দেখি লোকে পাএ ত্রাস॥
চন্দ্রসূর্য্য যত দেখি হইল ভয়ঙ্কর।
বহুত উৎপাত দেখি পৃথিবী ভিতর॥
হেন কালে দূতে আসি কহিল বৃত্তান্ত।
দ্বারকার যুদ্ধে হৈল বৃষ্ণি বংশ অন্ত॥
মৃত্যুকল্প হইল শুনিয়া দুর্ব্বচন।
বৃষ্ণিবংশ ক্ষয় বাসুদেবের নিধন।
দুঃখে শোকে বিকল নৃপতি পঞ্চভাই।
হতবুদ্ধি হইলেক কৃষ্ণক হারাই॥
ভারতেব পুণ্য কথা অমৃতের সাব।
পদে২ যাহার ধর্ম্মের অবতার॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা শুনে যেই জনে।
ইহ লোকে ভাল হএ গোবিন্দ চরণে॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
এসব বৃত্তান্ত শুনি মন কুতূহল॥
অষ্টাদশ ভারত হইল সাবধান।
ক্ষিতিত সঞ্চার হএ যাহার বাখান॥
তাহান আদেশ মাল্য মাথেত আরোপিয়া।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কহে পাঁচালী রচিয়া।
ইতি মহাভারতে ব্যাশাশ্রমম্॥

তথ্যপঞ্জি

১. সাধ্য।
২. চিহ্নিত অংশ ছিড়ে গেছে।
৩. মুনি বিশেষ।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

পাণ্ডব কর্তব্য নির্ণয় মহাপ্রস্থানে ব্যাসের উপদেশ

দূতের মুখেত শুনি বৃষ্ণিবংশ ক্ষয়।
আ।ভবের সমরে কৃষ্ণের পরাজয়॥
ধর্ম্ম অবতার যুধিষ্ঠির নরবর।
কাল বিপর্য্যয় হেন বুঝিল সকল॥
ধর্ম্ম কামে প্রয়ান করিতে মহাশয়।
ধর্ম্মপথ দঢ়াইল পাণ্ডুর তনয়॥
যুযুৎসক আনাইয়া কহিল নৃপতি।
তোক রাজ্যে আরোপিমু শুন মহাপতি॥
পরীক্ষিত কুমারক করি অভিষেক।
সুভদ্রাক আনাইয়া কহে অতিরেক॥
পরীক্ষিত কুমারক বোলে ধর্ম্মরাজ।
তোহ্মার হস্তেত মুই সমর্পিল রাজ॥
ইন্দ্র প্রস্থে রাজা কৈল সাত্যকি সম্মতি।
পালন করিয় তাক শুন মহামতি॥
কৃপক আনাই তবে বহুল সম্মতি।
পরীক্ষিত কুমারক দিল তার স্থানে॥
অস্ত্র বিদ্যা শিখাইবা বড় যত্ন করি।
বহু দান দিলেন্ত পাণ্ডব অধিকারী॥
ভ্রাতৃসব সহিতে করিলা সর্বধর্ম্ম।
বাসুদেব উদ্দেশ্যে করিলা শ্রাদ্ধকর্ম্ম॥
বলভদ্র প্রভৃতি যতেক বৃষ্ণি বীর।
দ্বারকার যুদ্ধে সবে এড়িল শরীর॥
উর্দ্ধে যেন বলি হল সদা শিব।
নদী মুখ্য গঙ্গা যেন শুন জগজীব॥
গরুরক বলি যেন পক্ষির প্রধান।
গজ মধ্যে ঐরাবত যেন বলবান॥

সর্ব নারী মুখ্য যেন বলি পার্বতীক ।
সর্বধর্ম্ম হতে যেন শিব উপাধিক ॥
হেন সব তীর্থেব প্রদান মহাপথ ।
বিনি কহি মুখ্য যেন উপগত ॥
তথাত মরিলে আর নাই জন্ম ভয় ।
সে ফল গ্রহণ কর শুন মহাশয় ॥
যদি বহ আহ্মার বচন মানিয়া ।
কলি হতে ভয় পাইবা রাজ্য আর্চরিয়া ॥
ভাই২ মধ্যে তোহ্মা উপজীব ভেদ ।
খণ্ড২ হৈব দেশ বিভাগ বিচ্ছেদ ॥
এহিসব কথা কহি ব্যাস তপোধন ।
অন্তর্ধ্যান করি গেল আপনা ভুবন ॥

পরীক্ষিতকে রাজ্যদান
পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক

সিংহাসনে বসি আছে ধর্ম্ম নরপতি ।
পরিচর্য্যা করন্ত দ্রৌপদী গুণবতী ॥
ভীমক আদেশ কৈল ধর্ম্ম নরপতি ।
রাজ্যভাণ্ড সৈন্যসব আন শীঘ্রগতি ॥
বাহএ বহুল বাদ্য আজ্ঞা নৃপতির ।
ধর্ম্মময় অধিষ্ঠান রাজা যুধিষ্ঠির ॥
শুনি সব প্রজাগণ আসিয়া মিলন্ত ।
ক্রমে২ নৃপতির সেবা আচরন্ত ॥
দ্বিজগণ মিলিল মিলিল ভ্রাতৃগণ ।
কুমার সকল আসি দিল দরশন ॥
একে২ নৃপতিরে করিল প্রণাম ।
চারিপাশে সর্বলোক বৈসে অবিরাম ॥
হেনকালে নৃপতির সেবা করিবার ।
পরীক্ষিত আইল অভিমন্যুর কুমার ॥
শাল তরু সব দীর্ঘ বলে মহাবীর ।
নৃপতিক প্রাণমিয়া আগে হৈল স্থির॥

পৌত্র দেখি নরপতি বহুল গৌরবে।
ডাকিয়া নিকটে আনি বোলন্ত সাদরে ।
ব্যাসে মোরে দিল বুদ্ধি যাইতে মহাপথ ॥
পালিতে পারহ রাজ্য নিজ বাহু বলে।
তোকে দিমু রাজ্যভার হও মহীতলে ॥
ধর্ম্মপথে রক্ষা কর প্রজাএ সকল ।
দান হোম যত কব জনম সাফল ॥
রাজান বচন শুনি কহে যুধিষ্ঠির ।
করপুটে বোলে দুই জানু পরীক্ষিত ॥
মহাপথে যদি সে চলিলা নরপতি ।
মুই রাজা হৈতে কহ অনুচিত মতি ॥
ভীমসেন রাজা হৈতে বোল নবপতি ।
অথবা অর্জ্জুন হৌক পৃথিবীর পতি ॥
নকুল হউক রাজা নও সহদেব ।
সবলোকে মিলি তাক করিবেক সেব ॥
তেঁহি সব থাকিতে প্রধান গুরুজন ।
আহ্মাবে কবিতে চাহ বাজ্যের ভাজন॥
কুমারের বচন শুনিয়া ন· পতি।
প্রত্যুত্তর দিল রাজা হর্বষিত মতি॥
উচিত বলিলা পরীক্ষিত সুকুমার।
কিন্তু তেহি সবে না গ্রহন্ত রাজ্যভার॥
পূর্বে কহিলা আহ্মি হইতে নৃপতি।
তবে তেহি সকলে না দিল অনুমতি॥
মোর সঙ্গে যাইব সব বৈকুণ্ঠ নগর।
তুহ্মি রাজা হই বৈস আসন উপর॥
পুনি কহে পরীক্ষিতে করিয়া প্রণতি।
তেহি সব চলে যদি তোহ্মার সংহতি॥
আহ্মিহ যাইব তবে কহিল নিশ্চয়।
আনেরে দেয়ত রাজ্য হওত সদয়॥
পরীক্ষিৎ কুমারের শুনিয়া বচন।
ঈষৎ হাসিয়া কহে ধর্ম্মের নন্দন॥

মোর বাক্য লংহি চাহ রাজ্য উপেক্ষিতে।
তোর চিত্তে লএ বংশ নাশ আচরিতে॥
তনয় জনমেজয় অতি শিশু মতি।
রাজ্য পালিবার নারে তাহার শকতি॥
শিশু নৃপতিএ রাজ্য নারিব রাখিতে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম না পারিব বিপক্ষ বধিতে॥
ক্ষত্রি ধর্ম্ম পাল সব প্রজার পালন।
সে কর্ম্ম বিলাসী চাহ স্বর্গ আরোহণ॥
যাবৎ জনমেজয় হএ জ্ঞানবন্ত।
তাবৎ করহ রাজ্য শুন মতিমন্ত॥
মোহোর নিদেশ এহি না লংহ কুমার।
শাপিমু অধিক যদি বোল আরবার॥
রাজার দেখিয়া ক্রোধ অভিমন্যু সুত।
সম্মতি দিলেক পাছে বুঝিয়া আকুত॥
মহোৎসব করিলেক ধর্ম্ম নরপতি।
পরীক্ষিৎ অভিষেক করিল সম্প্রতি॥
মিলিল আসিয়া সব নরপতিগণ।
অগ্নিক তর্পিল তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পরিচর্য্যা করন্ত আপনে নরপতি।
সিংহাসনে বৈসে অভিমন্যুর সন্ততি॥
ভীমসেন উৎসুক অর্জ্জুন মহাশয়।
সহদেব নকুলের সন্তোষ হৃদয়॥
দ্রৌপদীএ মঙ্গল করন্ত বহুতর।
অভিষেক করিলেক নৃপতি সকল॥
নৃত্যগীত মহোৎসব সপ্ত রাত্রি সম।
পরম হরিষ হইল নৃপতির মন॥
রাজা হৈল পরীক্ষিত বিক্রমে অপার।
নিজ বাহুবলে পারে প্রজা পালিবারে॥

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের উদ্‌যোগ

হেন মতে রাজ্য দিয়া পরীক্ষিৎ স্থানে।
মহাযাত্রা করে রাজা সহোদর সমে॥
স্নান করি পিতৃগণ করিল তর্পণ।
যথাবিধি আহুতি তুলিল ততক্ষণ॥
ধেনুদান ভূমিদান ধনদান দিয়া।
যতেক ব্রাহ্মণগণ সকল তর্পিয়া॥
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার নরপতিগণ।
অর্পিলেক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
পাত্র মিত্রগণ সব সম্বোধি যথোচিত।
তা সবেত সমর্পিল পৌত্র পরীক্ষিত॥
বহুধন দিয়া সন্তর্পিল ভৃত্যগণ।
তর্পিলেক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
নীতি বুঝাইয়া পরীক্ষিত কুমারক।
তর্পিলেক সুত বন্ধু যুবতী বালক॥

মহাপ্রস্থান যাত্রা

হইআ উত্তর মুখ ধর্ম্ম নরপতি।
মহাযাত্রা করিলেক সোদর সংহতি॥
আগে নরপতি পাছে দ্রৌপদী চলন্ত।
তান পাছে ভীমসেন অতি বলবন্ত॥
হাতেত গাণ্ডীব ধনুঃ বীর ধনঞ্জয়।
না এড়ে গাণ্ডীব ধনুঃ প্রেম অতিশয়॥
নকুল কুমার আগে পাছে সহদেব।
তার পাছে পৌর যাএ করিবারে সেব॥
শোকে আকুলিত সব হএ ক্রন্দমান।
নিবর্ত্তিল নরপতি বুঝাইয়া জ্ঞান॥
কান্দে বন্ধুজন কান্দে পাত্র পিতৃলোক।
নরনারী সব কান্দে মনে ভাবি শোক॥

হস্তী যুথ সব কান্দে ঘোটক সকল।
পঞ্জরেত শারি শুক কান্দিয়া বিকল॥
ভৃত্যসব কান্দন্ত কান্দন্ত দ্বিজগণ।
নরপতিসব কান্দে শোকে অচেতন॥
অস্ত্র সকল কান্দে ভূমিগত হৈয়া।
আহ্মারে অর্জ্জুন বীরে যায়ন্ত এড়িয়া॥
ভীমসেনে এড়িল এহেন অস্ত্রগণ।
নৃপতি সহিতে যাএ হই এক মন॥
অস্ত্রসব এড়িল পাণ্ডব ধনঞ্জয়।
একহি গাণ্ডীব নেন্ত প্রেম অতিশয়॥
কান্দিতে২ চারি পাশে ধাএ লোক।
মৃগ কান্দে পশু কান্দে মনে ভাবি শোক॥
হাহা ধর্ম্ম কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
তুহ্মি হেন ধিক ২ সর্ব পৃথিবীর॥
তুহ্মি হেন নৃপতি নাইক মহীতলে।
কীট আর পতঙ্গের অনহিত না কৈলে॥
তুহ্মি এ এড়ি যায় মুই সব ভাগ্যহীন।
নিঃশ্বাসন্ত দীর্ঘনাদে প্রজা সব দীন॥
হাহা বৃকোদর কৈলা সে সব সমর।
বাহুবলে জিনিলা সকল মহীতল॥
হেন বীরে এড়ি যাএ অভাগ্য আহ্মার।
কান্দিতে ২ প্রজা ধাএ চারি ধার॥
হাহা বীর ধনঞ্জয় মহা ধনুর্দ্ধর।
খাণ্ডব বনেত হারি গেল পুরন্দর॥
বিষ্ণুসম পরাক্রম বীর ধনঞ্জয়।
যাহার সারথি হৈল কৃষ্ণ মহাশয়॥
হেন বীরে এড়ি যাএ আহ্মি ভাগ্যহীন।
নিঃশ্বাসন্ত দীর্ঘনাদে প্রজাসব দীন॥
সহদেবে এড়ি যাএ নকুল এড়িল।
কি কারণে আহ্মিসবে জীবন ধরিল॥
ধন্য২ পাণ্ডুপুত্র ধন্য ব্যবহার।
হেন রাজা ধরাতলে না হইব আর॥

দূরদেশী লোক দেখি কহে সর্বজন ।
কান্দিতে ২ কহে এহেন বচন ॥
সান্ত্ব করি সর্বলোক রাজা যুধিষ্ঠির ।
হইয়া উত্তর মুখ চলে ধীরে ধীর[১]॥

পাণ্ডবগণের পৃথিবী পরিক্রমা

চাহিতে ২ তথি পঞ্চ সহোদব ।
চলিলেক উদ্দেশিয়া হিম ধরাধব ॥
পথে দেখন্ত সকল বিপরীত ।
কলি প্রত্যাশন হৈল ধিক পৃথিবীত ॥
খর্ব ২ হৈল বৃক্ষ ফল অল্প ধর ।
লতাত জন্মএ পুষ্প নহে চাকতব ॥
অল্পক্ষীণ হৈল ধেনু শস্যহীন ক্ষিতি ।
ধর্ম্মহীন হইলেক প্রজাগণ বীতি ॥
এত দেখি শোচিতে শোচিতে যুধিষ্ঠিব
ভ্রমিতে২ গেল ভাগীরথী তীব॥
হিমালয় তট যাক বলি গঙ্গা নাব ।
তথাত মিলিল পঞ্চ পাণ্ডব কুমাব ॥
গঙ্গাতীরে উভা হইল ধর্ম্ম নরপতি ।
ভাইসব উলটিয়া চাহে ধর্ম্মমতি॥

অর্জ্জুনের অস্ত্রত্যাগ

ক্রমে২ পঞ্চজন চাহিল তখন ।
অর্জ্জুনের হাতেত গাণ্ডিব শরাসন ॥
গাণ্ডিব দেখিয়া রাজা পার্থক বোলন্ত ।
এহি কৈলা অপকর্ম্ম পার্থ মতিমন্ত ॥
সর্ব পরিহরি মহাপথ আশ্রয়িলা ।
তথাপিহ গাণ্ডিবের আশা না এড়িলা ॥

রাগ আছে তোর মনে না হঞ উচিত ।
মহাপথে ধর্ম্মের এসব অনুচিত ॥
আক্ষার বচন শুন বীর ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীবের প্রতি যদি স্নেহ অতিশয় ॥
গঙ্গাজলে স্নান কর মাঞ্চা খণ্ডাউক তোর ।
না কর বিলম্ব ভাই বাক্য ধর মোর ॥
রাজার বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
গঙ্গাজলে স্নান করে ভক্তি বহুতর ॥
খণ্ডিল সকল মোহ হইল নির্বেদ ।
গাণ্ডিব এড়িয়া হৈল মোহ পরিচ্ছেদ ॥
গঙ্গাজলে ধনঞ্জয় গাণ্ডিব এড়িল ।
সজোরে গাণ্ডিব ধনুঃ আকাশে উঠিল ॥
অর্জ্জুন সম্বাষা করি দিব্য শরাসন ।
হুতাসন উদ্দেশিয়া করিল গমন ॥
যত২ অস্ত্র সব হই মূর্ত্তিমান ।
অর্জ্জুন সম্বাষা করি গেল নিজ স্থান ॥
তবে পাণ্ডুপুত্র সব দ্রৌপদী সহিত ।
ভাগীরথী অবগাই শান্ত কৈল চিত্ত ॥
পিতৃ মাতৃ তর্পিয়া করিল দেবার্চ্চন ।
বিষ্ণুরে করিয়া স্তব শান্ত কৈল মন ॥
পুণ্য তীর্থে স্নান করি তরি গঙ্গা দ্বার ।
চলিল উত্তর মুখে পাণ্ডব কুমার ॥

পাণ্ডবগণের হিমালয়
পর্বতে প্রবেশ

স্মরিতে২ কৃষ্ণ বন মধ্য পথে ।
কতদূরে প্রবেশিল হিমালয় পর্বতে ॥
শিব তীর্থে গিয়া সব হইল উপস্থিত ।
ভাগীরথী অবগাহি শান্ত কৈল চিত্ত ॥
বহুল করিল স্তব পড়িয়া ভূতলে ।
তর্পিলেক নারায়ণ পাণ্ডব সকলে ॥

জনম সাফল হৈল শিব দরশন ।
যে কিছু আছিল পাপ হৈল মোচন ॥
হইয়া উত্তর মুখ আর কতদূর ।
চলি যাএ ছয়জন আনন্দ প্রচুর ॥
মহাপথ সঞ্চরন্ত আনন্দ বিশাল ।
আর কতদূর গেল ধর্ম্ম মহীপাল ॥
মহাকায় মহাব্যায় মহাতরুবর ।
দেখ২ মহাপথ দুর্গম বিস্তর ॥
সিংহ ব্যঘ্র সব দেখে যমের দোসর ।
মহিষ গণ্ডক ঋক্ষ দেখি ভয়ংকর॥
বরাহ ভীষণ দেখে যমের দোসব ।
কুতূহলে চলিআছে যক্ষ নিরন্তর ॥
কিরাত সকল দেখে হিংসক লক্ষণ ।
সঞ্চরে রাক্ষস সব করাল বদন ॥
ভূত প্রেত পিচাশ ভ্রমন্ত নিরন্তর ।
অসুরে দানবে পরিপূর্ণ গিরিবর ॥
হিমবরিষণে পথ বহুল দুর্গম ।
আছৌক মনুষ্য পথ দেবের দুর্গম ॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক দুর্গম পথে যেতে ভীমাদি সকলকে নিষেধাজ্ঞা

যুধিষ্ঠিরে বলে ভাই শুন বৃকোদর ।
সঙ্গে তোর যাউক অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল যাউক তোর সংগে ।
দ্রুপদ নন্দিনী দেবী যাক মনোরঙ্গে ॥
দেশে গিয়া ভীমসেন তুহ্মি হও রাজা ।
রাজ্য সুখ ভোগ কর গুণে পাল প্রজা ॥
দ্রৌপদীএ উপাসনা করিব তোহ্মার ।
তিন ভাই আজ্ঞাসব হইব তোহ্মার ॥

আহ্মি যাইবম পুনি বৈকুণ্ঠ নগর ।
অথবা পথেত হউক গমন দুষ্কর ॥

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ
প্রত্যাখ্যান

তুহ্মিসবে লংঘিতে নারিবা কদাচিত ।
আহ্মার বচন ধর মীমাংসা পণ্ডিত ॥
রাজার বচন শুনি কহে বৃকোদর ।
রাজ্য সুখে কার্য্য নাই চলিব সত্বর ॥
অর্জ্জুনে না চাহে রাজ্য না চাহে নকুলে ।
সর্বথায় সহদেবে রহিতে না বোলে ॥
তুহ্মি বিনে দ্রৌপদীর সুখে কোন কাজ ।
তোহ্মার সংহতি যাইব শুন মহারাজ ॥
মৃত্যুরে নাইক ভয় নাইক জন্তুরে ।
অবশ্য যাইব আহ্মি বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
হেন বাক্য নিশ্চয় বলিল ধনঞ্জয় ।
পুনি হিত তত্ত্ব কহে ধর্ম্ম মহাশয় ॥
ধর্ম্মেত বহুল বিঘ্ন হএ উপসন্ন ।
তাহাতেত বল চিত্ত নহে মহাজন ॥
ভূত প্রেত পিশাচ কভু জঙ্গলিকর ।
ক্রোধকরি আইসে যদি করিতে সমর ॥
তার সমে ক্রোধ না করিয় কদাচিত ।
যদি বা প্রভাবে তভো না হৈয় কোপিত ॥
শান্তি ধর্ম্ম তপস্বি জনের ব্যবহার ।
শান্ত রূপে মহাপথ করিব সঞ্চার ॥
রাজার বচন হেন শুনিয়া কলাপ ।
বাহু শাটে ভীমসেনে বোলন্ত প্রতাপ ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহীষ যতেক ভয়ঙ্কর ।
মোক আক্ষেপিলে দুর্য্যোধন সমশর ॥
বিপক্ষে আসিয়া যদি কহে দুরাক্ষর ।
চূর্ণবত করিবম দেখিবা গোচর ॥

ভীমের বচন শুনি কহন্ত নৃপতি ।
কহে পুনরপি রাজা ধর্ম্মের সন্ততি ॥
যে সব কহিলা ভাই নাইক সংশয় ।
তোহ্মা সম বলবন্ত নাই ভুবনয় ॥
পৌরুষে না হএ কভো ধর্ম্ম উপার্জন ।
শান্তি হতে মুখ্য হেন কহে মুনিগণ ॥
মুখ্য হতে নাই আর সুখ উপভোগ ।
সে পদ সাধিতে ধর্ম্ম শান্তি উপযোগ ॥
ক্রোধ হতে মুখ্য পদ না হএ সত্বর ।
আহ্মাব বচন ধর শুন বৃকদোর ॥
বাজার বচন শুনি পবন কুমার ।
আর কত দূর পথ কবিল সঞ্চার ॥

মালাধর গিরিতে প্রবেশ

মালাধর নাম গিরি পাইলেন্ত গিয়া ।
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চভাই সম্বোধিয়া ॥
গিরির শিখরে উঠে পাণ্ড নন্দন ।
কতদূর গিয়া দেখে নগর শোভন ॥
মালাধর গিরির শিখর পুণ্য এক ।
দানবের হেতু অন্তঃপুর নির্ম্মিবেক ॥
পঞ্চ প্রহরের পথ বিশাল নগরী ।
সুবর্ণ পাথর সব রত্ন সারি ॥
দেবকন্যা বহুল পরম রূপবতী ।
যোগ লিঙ্গ শিবপূজা সুখের বসতি ॥

(মেঘনাদ উপাখ্যান)

মেঘনাদকর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ

মেঘনাদ নাম তথা দানব বলিষ্ঠ ।
সে পুরীর অধিপতি সহজে অশিষ্ট ॥

দানব সকলে তাত দেখিলেন্ত দূর ।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব আইল মহাশূর ॥
ক্রোধকরি নিঃসরিল যুঝিবার সর্জ্জ ।
বহুতর সাজিলেক উচ্চতর ধ্বজ ॥
রথ বাজী পত্তি গজ চতুরঙ্গ ।
রণ হেতু সাজিল সমর কুতূহলে ॥
শক্তি শূল অঙ্কুশ মুষল বজ্র লৈয়া ।
আটোপের রাহিল পাণ্ডবের আগু হইয়া ॥
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডব না হএ ক্রোধমান ।
আস্ফালন্ত দানবে করন্ত অপজান ॥
সিংহনাদ করি বীর করন্ত আটোপ ।
তথাপিহ পাণ্ডবের মনে নাই কোপ ॥
শান্তি ধর্ম্ম পাণ্ডবেব দেখিয়া তখন ।
মেঘনাদে কহিলেক আপেক্ষ বচন ॥
মোর সঙ্গে যুদ্ধ কর পবন তনয ।
ভীমসেন মহাবল হওত সদয় ॥
যদি বা পৌরষ তাব আছে অতিশয় ।
মোর সমে যুদ্ধ কর পবন তনয় ॥
ধনঞ্জয় বীরে মোক দেয় যুদ্ধ দান ।
নকুল কুমার মোর হও আগুয়ান ॥
রণ কর সহদেব যদি হও বীর ।
নওপদ তলে দিয়া হওত বাহির ॥
দুর্বল মারিয়া কর বড় অহংকার ।
সে সব খণ্ডিব আজি শুন মহীপাল ॥
ইত্যাদি বহুল বোলে দানবে বহুল ।
তথাপি না চুকে ধর্ম্ম না কহে নিষ্ঠুর ॥
মৌনব্রতে চলিলেন্ত শান্ত কলেবর ।
মহাপথ সঞ্চরন্ত পাণ্ডব সহোদর ॥
শান্তি ধর্ম্ম দেখি তান মেধনাদ বীর ।
পুনি আস্ফালন করে আগে হই স্থির ॥
অধিক আক্ষেপ করে ভীমসেন প্রতি ।
না চুকিল[৩] ভীমসেন আছে স্থির মতি ॥

অর্জ্জুনক মন্দ বোলে না চুকে অর্জ্জুন ।
আস্ফালন্ত দানবে টানন্ত ধনুর্গুণ ॥
পঞ্চভাই শান্তিরূপে পথ চলি যান্ত ।
এত যদি মেঘনাদে জানিল বৃত্তান্ত ॥
দ্রৌপদীর দক্ষিণ হস্তেত ধরিল ।
তা দেখিয়া পাণ্ডুপুত্র রণে না চুকিল ॥
দ্রৌপদীক হরি নিল দানব দুর্ব্বার ।
তথাপি পাণ্ডব গণ করন্ত সঞ্চার ॥
দ্রৌপদীক না চুকিল শান্তিত আছিল ।
ধর্ম্মভাবি নিজ দুই পদ আলোকিল ॥
যদি অতি ক্রোধ দৃষ্টি চাহন্ত দানব ।
ভস্মসাত করিতে পারএ পরাভব ॥
মৌনব্রতে শান্তি ধর্ম্ম আচরিল দেবী ।
দানবের সঙ্গে যাএ মনে ধর্ম্ম সেবী ॥
সকল দানবে প্রশংসন্ত মেঘনাদ ।
যার ভএ পাণ্ডবে পাইল অবসাদ ॥
নারী তার হরিল দানব মহাবীর ।
তথপিহ পাণ্ডুপুত্র রণে নহে স্থির ॥
সেই পাণ্ডুপুত্র সবে ধরণী জিনিল ।
কুরুক্ষেত্র সমবেত ক্ষত্রিয় মর্দ্দিল ॥
নারী তার হরিলেক দানব দুর্ব্বার ।
তথাপিহ নিবর্ত্ত নহে পাণ্ডব কুমার ॥
প্রাণ নাই যাএ সব নারী পরিহরি ।
ধন্য২ মেঘনাদ দৈত্য অধিকারী ॥
হেন মত বহু স্তব তাহাক করিতে ।
অহংকারে লম্প দেন্ত আকাশে উঠিতে ॥
নিবর্ত্তে পাণ্ডব সব দ্রৌপদী এড়িয়া ।
তবেত পাণ্ডব সব কতদূর গিয়া ॥

দ্রৌপদী হরণে
ভীমের ক্রোধ

শান্ত ধর্ম্মে চলিলেন্ত পঞ্চ সহোদর।
দ্রৌপদী হরণে ক্রোধ করে বৃকোদর ॥
শত ধনুঃ অন্তরেত গিয়া মহাবীর।
ভাইসব সম্বোধিয়া কহিল গভীর ॥
প্রাণ হতে অধিক সে দয়ার ভাজন।
যার হেতু বধিলুম জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥
হেন নারী লই যাএ দানবে হরিযা ।
যে জনে কাতর হয় যায় উপেক্ষিয়া ॥
আপনার নয়নে দেখে নারী পরাভব ।
এহারে সহিতে নারে ক্ষত্রিয় সম্ভব ॥
বিষ্ণুপুরে বাস মোর অধিক নাই কাজ ।
আছউক সঙ্গে মোর নরকী সমাজ ॥
এ বলিয়া নিবর্ত্তিল বীর বৃকোদর ।
মহাস্রেক শীলা দেখে নয়ন গোচর ॥
সহস্রক হস্ত শীলা পরিমাণ খণ্ড ।
হাতে লইল ভীমসেন যেন কালদণ্ড ॥
দণ্ড হস্তে যম যেন উদ্যামে ধাবন্ত ।
উরুবেগে বহুতর বৃক্ষ উপাড়ন্ত ॥

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকর্তৃক
ভীমকে নিরোধ

ধর্ম্মে তাক ধরিলেক বাহু শাপুটিয়া ।
শান্ত করে পার্থে তাক চরণে ধরিয়া ॥
সহদেব নকুলে বিচন্ত কলেবর।
ধর্ম্ম বুঝাইয়া নৃপে কহিল বিস্তর ॥
কল্পসম অঘোর নরকে হএ বাস।
মহাপথে ক্রোধ নাই ধর্ম্মেত উদাস ॥

শান্ত হও ভীমসেন শুন হিতল বাণী ।
শান্তি ধর্ম্ম হতে আসি মিলি রমণী ॥
উরুবেগে ভীমে ভাঙ্গএ তরুবর ।
আলিঙ্গিয়া শান্ত কৈল ধর্ম্ম নরবর ॥
ক্রুদ্ধ হইল ভীমসেন হেন না জানিল ।
মেঘনাদ বীরে তবে চিত্তেত চিন্তিল ॥
শান্তি ধর্ম্ম সার করি পাণ্ডব সকল ।
মহাপথে চলিলেক এড়ি মহীতল ॥

দ্রৌপদীর মুক্তি

বহু পরাভব করি হরিল যুবতী ।
তথাপিহ না ঢুকিল পাণ্ডব সন্ততি ॥
ধর্ম্মেত বিরোধ কৈলে নরকে পচিমু ॥
ফল নাই দ্রুপদ নন্দিনী এড়ি মেঘনাদ ।
এ বলিয়া দ্রৌপদীক এড়ে অবসাদ ॥
নৃপতিএ ভীমসেনের ক্রোধ সান্ত্বাইল ।
হেন কালে দ্রৌপদীহ [illegible]থা মিলিল ॥

পুনরায় মহাপ্রস্থান যাত্রা

শান্ত হই পঞ্চভাই পুনি [illegible] পথ ।
মহাবেগে তরি যাএ শ্রম উপগত ॥
বেগগতি পাইল এক তীর্থ সহসাত ।
কেদার যাহার নাম ভুবন বিখ্যাত ॥
সে দেবের আগু হই স্তুতি করিলেন্ত ।
প্রদক্ষিণ করি নমস্কার করিলেন্ত ॥
পূর্বভাগে কেদারের অতি সন্নিকট ।
দেখিলেন্ত নদী এক পর্বতের তট ॥
স্বর্গ হতে নামিআছে এক জল ধার ।
তাত স্নান করে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥

পিতৃ সন্তর্পিয়া কৈল মাতৃ সন্তর্পণ ।
তর্পিলেক নারায়ণ পাণ্ডুর নন্দন ॥
কেদার নদীব তীরে দিয়া তৃণাঞ্জলি ।
স্নান পান করি হৈল রুদ্রসমবলী ॥
নদীর মহিমা যত বিধির ঘটন ।
রুদ্র সম হএ জল খাএ যেই জন ॥
কেদার প্রতিমা তথা প্রদক্ষিণ করি ।
চলিলেন পঞ্চভাই নারায়ণ স্মরি ॥
হইযা উত্তব মুখ ভ্রবিতে চলন্ত ।
নাবায়ণ মনে ধবি পথ সঞ্চবন্ত ॥
আর কত দূর গেল পাণ্ডব নন্দন ।
পুষ্করিণী দেখিলেক অতি সুভোশন ॥
পূর্ব ধর্ম্মে নির্ম্মিয়া আছন্ত জলাশয় ।
পদ্ম উৎপল তাত দেখি অতিশয় ॥
হংস চক্র বাক আদি যত পক্ষিগণ ।
জলজন্তু বহুল দেখিএ সুশোভন ॥
সেই পুষ্করণী ধর্ম্ম দেবের নির্ম্মাণ ।
ধবল প্রসাদ মান রত্ন শোভমান ॥
তাহাত চামর পুর তথা শিব লিঙ্গ ।
মবকত অলংকৃত উপবে স্ফুলিঙ্গ ॥
পরম পুরুষ দেব আপনে মহেশ ।
পঞ্চভাই পাণ্ডব মিলিল সে দেশ ॥
ধর্ম্ম পুষ্কিরণী জলে আচরিল স্নান ।
স্তুতি পঠে পঞ্চভাই শিব বিদ্যমান ॥
তা সবের স্তব শুনি পাতাল এড়িযা ।
হ্রদপথে কন্যাগণ মিলিল আসিয়া ॥
দেব কন্যা সকল পরম রূপবতী ।
পাণ্ডবেত পুছিলেন্ত কুশল ভারতী ॥
অন্যে ২ সম্বাদ কুশল আছিলেন্ত ।
পাণ্ডবক কন্যাগণে কহে মতিমন্ত ॥
এহি পথে চলি যায় পাতাল ভুবন ।
তথা আছে পুরী এক সুবর্ণ গঠন ॥

একশত প্রহর বিস্তার পুরী খান ।
অন্ধকে সুন্দর যেন ময়ের নির্ম্মাণ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী হতে ধিক শোভে ।
অন্ধকে তেজিল স্বর্গ সেই পুরী লোভে ॥
কোটি২ আছে তথা বহু রূপ ধরা ।
সপ্তলক্ষ সহস্র আছএ অপসরা ॥
ক্রোধ করি মহাদেবে অন্ধকে মারিল ।
শূলের প্রহারএ তনু ভস্ম আচরিল ॥
সে অবধি এহি পুরী আছে অরাজক ।
ত্রিভুবন যত সুখ আনন্দ দাযক ॥
তুক্ষিসব আইলা পঞ্চপাণ্ডব কমার ।
রাজা হই সুক কর ইন্দ্রের আকার ॥
সুবর্ণ রজত ধন মণির দেয়ালী ।
সে পুরীর কন্যা সব আছে গুণশালী ॥
জরামৃত্যু নাই তাত দিব্য ভোগ স্থান ।
যাবত পৃথিবী চন্দ্র সূর্য অখণ্ডান ॥
তারতক রহ রাজ্য অকন্টকে ।
পঞ্চভাই অখনে আসিয়া পাল প্রজা ॥
কন্যাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির ।
উত্তর দিলেন্ত রাজা মন করি স্থির ॥
পৃথিবীত যত আছে রাজা অনুপম ।
সকল জিনিলু মুই নাই মোর সম ॥
অকন্টক রাজ্য এড়ি গ্রহি শান্তি ধর্ম্ম ।
মহাপথে চলিছি সাধিতে নিজ কর্ম্ম ॥
যাবৎ দেখম মুই যাদব চরণ ।
না রহিব অন্য স্থলে শুন নারী গণ ॥
অন্য সুখ ভোগে মোর নাই কোন কাজ ।
চলি যায় কন্যাগণ আপনা সমাজ ॥
ধর্ম্মের নিশ্চয় হেন জানি কন্যাগণ ।
সম্বাষা করিয়া গেল আপনা ভুবন ॥
মহাপথ তরি যান্ত পাণ্ডুর নন্দন ।
পর্বত বহুল রূপ দেখিল তখন ॥

ভূতপ্রেত পিশাচ রাক্ষসগণ দেখি ।
মহাপথ সঞ্চরন্ত বিরোধ উপেক্ষি ॥
শান্তি ধর্ম্ম দেখি তান না হিংসে হিংসক ।
দুষ্ট দৈত্য পলায়ন্ত দেখিয়া ভীমক ॥
বেগে গিয়া পাইলেন্ত বিদ্যাধর পুর ।
মহাউচ্চ সিখর দেখন্ত অতিদূর ॥
হিমপঙ্কে কর্দমিত পথেত দুর্গম ।
সেই গিরি লংঘিলেক না ভাবিয়া শ্রম ॥
দক্ষিণেত অতিক্রমী সেই গিরিবর ।
মেঘমালা গিরি পাইল পঞ্চ সহোদর ॥
না সঞ্চরে দৃষ্টি তাত ঘোর অন্ধকার ।
মহা ভয়ংকর যেন যমের দুয়ার ॥
ভীষণা রাক্ষসী সব তাহার উপর ।
স্তম্ভিতে রহিল তথা পঞ্চ সহোদর ॥
পথ আবরিয়া আছে না করে সঞ্চার ।
আর রূপে যুধিষ্ঠিরে না দেখে নিস্তার ॥
ভীমক আদেশ কইল ধর্ম্ম নরপতি ।
বাহুর প্রহার কর যতেক শকতি ॥
রাজার বচন শুনি বীর বৃকোদর ।
বজ্র সম ঘাও মারি ভাঙ্গিল শিখর ॥
পঞ্চ প্রহরের পথ ভাঙ্গি পড়িল ।
ত্রাস পাই নিশাচর প্রাণ লই ধাইল ॥
সেই পথে চলি যাএ পঞ্চ সহোদর ।
মহাপথে চলি যাএ দ্রৌপদী সহোচর ॥
মেঘমালা গিরি লংঘে পবনের বেগে ।
ভদ্রকালী বনেত মিলিল হেন যোগে ॥
সর্ব্ব পুণ্য স্থান সেজে তপের পর্ব্বত ।
তথা ভদ্রকালী দেবী বসন্ত শত২ ॥
সকল প্রথমগণ সঙ্গে ভগবতী ।
সকল গন্ধর্ব্বগণ তথাত বসতি॥
নিবির অঞ্জন তুল নিল গিরিবর।
পঞ্চ প্রহরের পথ অতি মনোহর॥

তথাত বসএ খটখটা প্রঘটিত।
বহুবিধ তরুলতা কুসুমে বেষ্টিত॥
কেতকী লবঙ্গ মালী মালতী কেশর।
ফলফুল উপগত বহু তরুবর॥
ছয় ঋতু রসে পুষ্প ফুটে সর্ব্বকাল।
পুরীর উপরে বহু বিবিধ বিশাল॥
মহাপুণ্যবতী গিরি সুবর্ণ গঠিত।
বৈদুর্য্য রতন মণি মাণিক্য ভূষিত॥
মুকুতা প্রবাল স্বর্ণ বিবিধ নির্ম্মাণ।
ধ্বজনেত্র[১] পতাকায় অতি শোভমান॥
জয়২ দুই শব্দ শুনি বিনা শঙ্খ রব।
পট্টহ কাহান বাজে মৃদঙ্গ পণব[৫]॥
ভদ্রকালী বনে হেন দেখি অদ্‌ভূদ।
তথাত মিলিল পঞ্চ পাণ্ডু নৃপসুত॥
যাবৎ দেবতার কাছে যাএ ধর্ম্মরাজ।
তাবৎ মিলিল গিয়া যুবতীসমাজ॥
নীলাবতী (লীলাবতী)[৬] নাম তাত অতি গুণবতী
লক্ষ২ চলি আছে প্রধান যুবতী॥
অর্ঘ্য হাতে করি সব মিলিল আসিয়া।
পাণ্ডবেহ হেন কালে মিলিলেক গিয়া॥
অর্ঘ্য হাতে করি সবে পুছে বিবরণ।
তবে লীলাবতী কন্যা পুছিল তখন॥
পৃথিবীর মধ্যে তুমি ধর্ম্ম অবতার।
অকন্টক করিলা নগর আপনার॥
রাজ্যভোগ তোহ্মার তেজিলা কি কারণ।
মহাপথ আরোহিলা কেহ্নে পঞ্চ জন॥
লীলাবতী কন্যা যদি হেন জিজ্ঞাসিল।
ধর্ম্ম নরপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল॥
দ্বাপর খণ্ডিয়া হৈল কলি উপস্থিত॥
সত্য ধর্ম্ম লোপ হইল ধর্ম্ম গৌরীহিত।
এহি ভএ ক্ষিতি[৭] এড়ি গ্রহি সান্তি ধর্ম্ম।
মহাপথে চলিছি সাধিতে নিজ কর্ম্ম॥

হেন যদি নরপতি দিলেক উত্তর।
তবে কহে লীলাবতী জোড় করি কর॥
কলি হতে ভয় যদি পাইলা নৃপতি।
মহাপথ গ্রহিলা এড়িয়া বসুমতি॥
এথা এহি ভয় নাই শুন মহারাজ।
এহি রাজ্যে হও রাজা স্বর্গে কোন কাজ॥
যাবত থাকএ চন্দ্র সূর্য বসুমতী।
তাবত এথাত থাক হও নবপতি ॥
জরামৃত্যু নাই এথা স্বর্গে যাইবা কীক॥
অকন্টকে রাজ্য ভোগ স্বর্গ হতে ধিক।
আহ্মি সব নারীগণে সেবিব তোহ্মাক।
রাজা হই থাক এথা শুন হিতবাক॥
লীলাবতী যুবতীর শুনিয়া বচন।
উত্তর দিলেক রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
বিষ্ণুপুর গ্রহি আহ্মি এড়িয়া যে মহী।
প্রতিজ্ঞা করিল মুই মহাপথ এড়ি॥
তে কারণে অন্য স্থলে না রহিব আর।
অবশ্য যাইব দৃঢ় চিত্তে কৈল সার॥
জানিয়া নিশ্চয় তান অবশ্য গমন।
লীলাবতী চলি গেল আপনা ভুবন॥
প্রসাদেত বসিল গবাক্ষে দিয়া আখি।
পাণ্ডবেরে নিরক্ষন্ত মনআশা রক্ষি॥
নিবর্তিল পাণ্ডব সকল ত্বরমান।
রহিবেক তা সবেকে হেন ছিল জ্ঞান॥
সকল পাণ্ডব গেল ভদ্রকালী বন।
প্রদক্ষিণ করি রাজা করিল স্তবন॥
বায়ুবেগে চলিলেন মহাপথ তরি।
আশপাশ কুতূহল দৃষ্টি পরিহরি॥
সুকবনে পাণ্ডব মিলিল পথ তরি।
পঞ্চ সহোদর আর দ্রৌপদী সুন্দরী॥
পরাশর মুনির নির্ম্মিত পথ খান।
বহুল বিশাল পথ অতি দীপ্তিমান॥

তথা মন্দাকিনী গঙ্গা দেবের নির্ম্মাণ।
পদ্ম উৎপল তাত অতি শোভমান॥
হংস চক্রবাক আদি জলে আচরন্ত।
পরাশরসুত মুনি ব্যাস তপোবন্ত ॥
শুক নামে মহামুনি ব্যাসের নন্দন।
সে শুকে করিল তপ সেই তপোবন॥
বহুতর শিব লিঙ্গ তথাত অর্পিল।
মহামুনি পদ্মরাগ সুবর্ণ গঠিল॥
হেন পুণ্যস্থল বন সুক অবিরাম।
তথাত মিলিল গিয়া পাণ্ডব প্রধান॥
মন্দাকিনী জলে কৈল স্নান দেবার্চ্চন
প্রদক্ষিণ করিল শিবের স্তবন॥
উদ্দেশ্যে প্রণমি জনার্দ্দন ভগবন্ত।
তথা হতে মহাপথ ত্বরিয়া চলন্ত॥

দ্রৌপদী প্রভৃতির পতন
প্রত্যেকত হেতু নির্দেশ

হইয়া উত্তর মুখ প্রহরের পথ।
তথা হতে চলি যায় পঞ্চ মহাসত্ত্ব॥
হরগিরি নাম এক প্রফুল্ল শিখর।
বহুবিধ পুষ্প লতা আং শুশোভিত॥
নির্ঝর গভির নদী অতি সুললিত॥
তথা হতে চলি যাএ পর্ব্বত শিখরে।
পড়িল দ্রৌপদী দেবী পাষাণ উপরে॥
তনু বিসর্জ্জিয়া দেবী গেল পরোলোক।
ভীমসেনে দেখিয়া ভাবন্ত বড় শোক॥
হাহাভাই উলটিয়া দেখ ধর্ম্মবীর।
পড়িল দ্রৌপদী প্রাণ বিসর্জ্জি শরীর॥

দ্রৌপদী পতনে পঞ্চ পাণ্ডবের বিলাপ

পঞ্চভাই প্রাণতুল্য দ্রোপদ নন্দিনী।
বনে আসি মরে যেন দুর্গত হরিণী॥
ভীমের বচনে রাজা উলটি চাহিল।
পঞ্চ ভাই মোহ হই ভূমিত পড়িল॥
নিমেষে চৈতন্য পাই করন্ত বিলাপ।
হাহাভাই অন্তকালে দিলা এত তাপ॥
যার হেতু ভুবনের ক্ষত্রিয় বধিল।
বিরাট নগরে বহু অপমান পাইল ॥
পিতামহ ভীষ্মবীর করিল সংহার।
যার হেতু দুর্য্যোধনে পাইল মহামার॥
দুঃশাসন হৃদয় বিদার যার হেতু।
করিল শোণিত পান যার তরে কেতু॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুরাজ করিল নিপাত।
কর্ণ বীর সংহারিলু না জানিয়া তাত॥
পড়িল দ্রৌপদী পঞ্চভাই বিদ্যমান ।
দেখিতে ২ দেবী পাইল নির্জ্জান ॥
অর্জ্জুনের বাহুবলে নারী উপর্জ্জিল।
মাএর বচনে পঞ্চভাই বিভঞ্জিল॥
হাহাভাই দেবী আর না চাহিব মুখ।
না ভুঞ্জিব আর তোর সঙ্গে রতি সুখ॥
শিরীষ কোমল লতা বাহু যুগ তোর[৮]।
পুনি আর কণ্ঠ দেশে না লাগিব মোর॥
পঞ্চভাই বিলাপন্ত ভূমিত পড়িয়া ।
আলিঙ্গন দ্রৌপদীর রহস্য জানিয়া॥

যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা দ্রৌপদীর পাপ কথা বর্ণন

এড়িয়া সন্মোহ ভাব ধর্ম্ম নরপতি।
মহাপথে শোক নাই দেবের ভারতী॥

শান্তি ধর্ম্ম মনে ভাবি দর করি চিত্ত।
ভ্রাতৃগণ শান্ত করে বুঝাইয়া হিত ॥
কাল অতি বলবন্ত জান তুহ্মি সব।
কালে পারে সকল করিতে পরাভব॥
নিজপাপে প্রাণ এড়ে দ্রুপদ নন্দিনী।
তাহাতে না কর শোক বেদের কাহিনী॥
রাজার বচন শুনি কহে বৃকোদর।
কোন পাপ কৈল প্রিয়া ভুবন ভিতর॥
কহ নাথ তত্ত্ব জানি মন করি শান্ত।
খণ্ডৌক মনের শোক নাশ হৌক ভ্রান্তি॥
ভীমের বচনে রাজা দিল প্রত্যুত্তর।
পঞ্চভাই দেবীএ না কৈল সমসর ॥
বিশেষ অধিক প্রেম ভীমসেন প্রতি।
আব সবে না আছিল তেহেন সংহতি॥
সহদেব নকুলের না আছিল তেন।
ভীমসেন প্রতি প্রেম আছিল যেহেন॥
এহি পাপে মহাপথে হইল সংহার।
না পাবিল দ্রৌপদী স্বর্গেত যাইবার॥
এত যদি কহিলেক ধর্ম্ম নরপতি।
শান্তিক হৃদয় চলে ভীম মহামতি॥
শোক এড়ি অর্জ্জুন চলিল মহাপথে।
নকুল চলিল সহদেব মহাসত্ত্ব॥

পুনরায় মহাপথে যাত্রা

ছয়জন মধ্যে এক নাশ পাইল যবে।
পঞ্চজন মহাপথে চলিলেক তবে॥
হইয়া উত্তর মুখ চলি যান্ত দূর।
পরম উত্তম যেন পঞ্চ মহাশূর॥
আর এক প্রহরের পথেত গেলেন্ত।
বহুরঙ্গ কুতূহল তাত দেখিলেন্ত॥

একাদশ রুদ্রের যতেক কন্যাগণ।
মধ্যাহ্নে মিলিল তথা ক্রীড়ার কারণ॥
কতক্ষণ কুতূহল তথাত করিয়া।
কৈল [illegible] । পর্ব্বতে যাএ রথেত চড়িয়া॥
[illegible] গিয়া করন্ত শিবের আরাধন।
প্রতিদিন হেন মত করে কন্যাগণ॥
হেন কালে শিখরেত মিলিল পাণ্ডব।
বায়ুবেগে অতিক্রমি কৈল অনুভব॥
নদীতীরে গিয়া যদি হৈল উপসন্ন।
কাঞ্চন পর্বত তাত দেখিল মহন্ত॥
পারিজাত কল্পবৃক্ষ দিব্য তরুবন।
শোভমান দেখি তাত সবিস্ময় মন॥
পৃথিবীত ধন্য২ সর্ব্ব তরুবর।
সকল দেখন্ত সেই বনের ভিতর॥
পাতা লতা বৃক্ষসব প্রফুল্ল শরীর।
সেই বনে গিয়া পঞ্চ পাণ্ডব মিলিল॥
স্বর্গ তরঙ্গিনী তথা বহে মন্দাকিণী।
সুবর্ণ পুলিন দুই কুলে সুরমনী॥
সুবর্ণ বালুকা চয় পুলিন বিশাল।
সুললিত নাদ করে জল পক্ষি আর॥
অমৃত সমান স্বাদ জল নিরমল।
আকুলিত পদ্মরাগ কুমুদ উৎপল॥
ক্রৌঞ্চবন নাম তান বিখ্যাত ভুবন।
নির্ম্মাণ করিল ক্রৌঞ্চপদ তপোবন॥
তাহাত প্রসাদ এক সুবর্ণ গঠিত।
ক্রৌঞ্চপদাশ্রম নাম লিঙ্গ অবোপিত॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই তাত নাই অবকাশ।
রাতিদিন বন খণ্ড করএ প্রকাশ॥
বসন্তকালেত কাম সদাএ থাকন্ত।
মুনির আরতি নিরবধি আচরন্ত॥
হেনবনে গিয়া পঞ্চ পাণ্ডব মিলিল।
মন্দাকিনী জলে স্নান কৃত্য নির্ব্বহিল॥

প্রসাদে প্রবেশ কৈল লিঙ্গ নমস্করি।
স্তুতি পঠে পঞ্চভাই ভক্তিত আচরি॥
তা সবের স্তবন শুনিয়া তপোধন।
ক্রৌঞ্চপদ মুনি আসি দিল দরশন॥
কুশল সম্বাদ মুনি সব জিজ্ঞাসিল।
কোন হেতু বোল রাজা রাজ্য বিসর্জিল॥
মহাপথ আরোহণ কৈলা কি কারণ।
অতিপুণ্যবন্ত তুহ্মি ধর্ম্মের নন্দন॥
নৃপতিএ বোলে কলি যুগ প্রত্যক্ষণ।
ক্ষিতি তলে নাই আর ধর্ম্মের লক্ষণ॥
এহি ভএ মুই এড়িলুম ক্ষিতি তল।
কৃষ্ণ উদ্দেশিয়া যাম বৈকুণ্ঠ নগর॥
রাজার বচন হেন বিষ্ণু ভক্ত শুনি।
সাধু সাধু বলিল ক্রৌঞ্চপদমুনি॥
মুনিক প্রণাম করি রাজা যুধিষ্ঠিব।
চলিল উত্তর মুখ প্রফুল্ল শরীর॥
পঞ্চভাই পথ তরি সঙ্গে চলি যান্ত।
বায়ু ভক্ষিণী পাহারে পর্বতে বেড়ান্ত॥
মহাপথে যাএ পঞ্চ গমন সত্বর।
বায়ুপথে চলিলেন্ত লংঘিয়া দুষ্কর॥
শাল তাল তমাল তরুণ বিমণ্ডিত।
অতি উচ্চ তরুবর শিশির ভূষিত॥

ভীমকর্তৃক কিরাত নিধন

এহেন পর্বতে গেল পঞ্চ সহোদর।
দূরে থাকি দেখিলেন্ত কিরাত নিকর॥
ক্রোধ করি নিঃসরিল কিরাতের সৈন্য।
কিরাত পর্বত চূড়া গ্রহিলেক ধন্য॥
নানাবিধ অস্ত্র ধরি আসিয়া মিলিল।
মার২ ধর২ মহাশব্দ হৈল ॥

বাহু আস্ফালন্ত লম্পে উঠন্ত আকাশ।
অহংকারে মিলিলেন্ত পাণ্ডবের পাশ॥
বাম হাতে ধনুঃ ধরে আর হাতে শর।
কক্ষেত তুল্লিয়া বাহু করে দুরাক্ষর॥
মার২ কাট২ কহে সর্ব্বজন।
কর্ণসম ধনুর্গুণ টানে কোহ্নজন॥
পাণ্ডবক সেই বাণ মারিবার তরে।
আস্ফালন্ত বহুরূপ পাণ্ডব গোচরে॥
কিরাতক সেনাপতি দুর্গম সংক্ষক।
হাতে খড়্গ করি ধাএ তাড়িতে ভীমক॥
আজি মোর হাতে তুহ্মি সভান সংহার।
আজি ভীমসেন তোর নাইক নিস্তার॥
নিশাচর বচন শুনিয়া বৃকোদর।
সজ্জ হএ ভীমসেন করিতে সমর॥
মহানাদ করে যেন গর্জ্জএ কেসরি ।
মহাবৃক্ষ উপাড়িল দুই হাতে ধরি॥
হাতে দণ্ড ধর যেন অকাল অন্তক।
ভীমসেন ধাএ তেন তাড়িত পরক॥
মহাত্রাস পাইলেন্ত কিরাত বাহিনী।
ধাই যাএ চারিদিগে রাখিতে পরাণী॥
মহাবনে গিয়া কেহ প্রবেশ করিল ।
কেহ গিরি গুহা তলে লুকাই রহিল॥
নাদ শুনি কোহ্নজন লইল অস্থির।
ভূমিত পড়িল কেহ অচেতন শরীর॥
বজ্রের নির্ঘাত যেন গর্জ্জে বৃকোদর।
মহাবেগে ধাএ যেন গজেন্দ্র সত্বর॥
তা দেখিয়া কুতূহলে হাসে বৃকোদর।
কুতূহলে হাসিলেন্ত চারি সহোদর॥
এহি মতে পরাজিয়া কিরাতের সৈন্য।
কিরাত পর্ব্বত চূড়া ধরিলেক ধন্য॥
কিরাত শিখর এক পুরী মনোরম।
ফটিকের খাট পাট প্রস্তর সুগম॥

ধবল পর্ব্বত তাত দেখিতে সুন্দর।
রতনে নির্ম্মাণ বেদি অতি চারুতর॥
সুবর্ণের লিঙ্গ সব দেখি বিদ্যমান।
শ্বেত দ্বীপে যেন পারিজাত শোভমান॥
কিরাত ঈশ্বর নাম দেব অভরণ।
অকাল বসন্ত তাত থাকে সর্বক্ষণ॥
তাহাক দেখিয়া পঞ্চপাণ্ডবে ভকতি ।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করন্ত কাকুতি॥
বহুস্তব বচন পঠিয়া যুধিষ্ঠির।
বর মাগিলেন্ত পড়ি প্রফুল্ল শরীর॥
প্রতিজ্ঞা করিলু মুই বসি নিজ দেশ।
যথাত গোবিন্দ তথা যাইমু এহি বেশ॥
তোম্মার প্রসাদে গিয়া দেখম মাধব ।
প্রতিজ্ঞা সাফল হোক ধর্ম্মের সম্ভব॥
এ বলিয়া অনন্ত করিল প্রণাম।
চলিলেন্ত পঞ্চভাই স্বর্গ মনস্কাম॥

সহদেবের পতন
পাণ্ডবগণের বিলাপ

প্রসাদ উপরে গিয়া হইল বাহির।
সর্ব পাছে সহদেব আগে যুধিষ্ঠির॥
পর্বত শিখর হতে নামিতে তথাত।
পড়িলেক সহদেব কঠিন শিলাত॥
যোজনের পথ হতে পাষাণে পড়িয়া
পরলোক গেল বীর তনু বিসর্জ্জিয়া॥
হাহাকাব করন্ত দেখিযা বৃকোদর।
সহদেব পড়িলেক চূর্ণ কলেবর॥
ভীমের বচনে রাজা উলটি চাহিল।
সহদেব শিলাতলে মৃত্যুক দেখিল॥
হাহা সহদেব প্রাণতুল্য সহোদর।
এ বলিয়া পড়ে রাজা পথের উপর॥

মোহ গেল যুধিষ্ঠির সহদেব শোকে।
আকাশেত হাহাকার করে দেবলোকে॥
মোহ গেল ভীমসেন মোহিত অর্জ্জুন।
নকুল কুমার হৈল শোকেত করুণ॥
চারিভাই মোহ গেল পড়ি ভূমিতল।
সহদেব শোকে সব হইল তরল॥
ক্ষণেক চৈতন্য লভি করন্ত বিলাপ।
হাহাভাই সহদেব কেহ্নে দিলা তাপ॥
পঞ্চভাই সমবায় সংহতি চলিল।
কোন দোষে আহ্মিসব ভাই বিসর্জ্জিল॥
তোহ্মার বিচ্ছেদে ভাই না সহে অন্তর।
আহ্মি সব পরিহরি গেলা একেশ্বর॥
নিবর্ত্তি ২ ভাই সহদেব বীর।
মধুর বচনে আসি সান্ত্বাও শরীর॥
কান্দে যুধিষ্ঠির রাজা কান্দে বৃকোদর।
দীর্ঘনাদে আক্রোশন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সহদেব শোকে কান্দে নকুল কুমার।
মোকে এড়ি গেলা ভাই যমের দুয়ার॥
কান্দএ নৃপত্তি পুনি ভূমি তলে পড়ি।
ধুলিএ ধূসর রাজা বাহে গড়াগড়ি॥
হাহাভাই সহদেব মাদ্রীর তনয়।
কৃষ্ণবাসুদেব তুহ্মি জিনিলা রণয়॥
কুতূহলে রণ কৈলা শিক্ষা পরীক্ষার।
কৃষ্ণে তবে করিলেন্ত মাঞাঁর সঞ্চার॥
তান সর্ব্ব মাঞা জিনি ভাই সহদেব।
রণ করি কৃষ্ণের চরণে কৈল সব॥
তুষ্ট হইল নরহরি সমর দেখিয়া।
হেন ভাই মৃত্যু জনে নিলেক হরিয়া॥
ত্রিভুবনে তোহ্মা সম নাই জ্যোতির্বেদ।
মুনিগণ তপ হেতু লভিলেক ভেদ॥
ভূত ভবিষ্যত ভাই তোহ্মার গোচর।
এহেন সর্ব্বজ্ঞ ভাই গেলা যমঘর॥

বুঝিলাম মৃত্যুকেহ নারে জিনিবাক।
জন্তুগণে ভুঞ্জে পূর্ব্ব জন্ম পরিপাক॥
ধর্ম্মভাবি নরপতি বুদ্ধি কৈল স্থির।
ভাইসব শান্ত করি সান্ত্বাএ শরীর॥
আপনা অধর্ম্ম বলে তেজে কলেবর।
স্বর্গে গেল সহদেব মাদ্রীর কোঙঁর॥
ধার্ম্মিকে সে পারে সশরীরে যাইবার।
অধার্ম্মিক জনের যে নাইক নিস্তার॥
রাজার বচন শুনি কহে বৃকোদর।
কোন পাপ কৈল ভাই ভুবন বিস্তার॥
রাজাএ কহন্ত শুন সহোদর সব।
সহদেব কুমারের পাপের সম্ভব॥
জ্যোতির্বেদ জ্ঞানবন্ত সহদেব বীর।
ভূত ভবিষ্যত ভাই সকল জানিল॥
দুর্যোধনে তোহ্মারে যেখনে বিষাদিল।
না কহিল হেন জানি রহস্য গোপিল॥
আজু রণে অভিমন্যু হইবেক অন্ত।
জানিয়াহ না কহিল এসব বৃত্যান্ত॥
এহি পাপে সশরীরে যাইতে নারিল।
পর্ব্বত শিখরে পড়ি প্রাণ বিসর্জ্জিল॥
রাজার বচন শুনি সর্ব্ব সহোদর।
সহদেব কুমারের পাপের অন্তর॥

পুনরায় মহাপথ যাত্রা

হইয়া উত্তর মুখ পথ তরি যান্ত।
বায়ুভক্ষি বায়ু বেগে পর্ব্বতে বেড়ান্ত॥
বহুদূর পথতরি গেলেন্ত কৈলাস।
গোবিন্দ স্মরণে খণ্ডে পথেত তরাস॥
মান সরোবর দেখি হইলেক স্থির।
চারিভাই সঙ্গে করি যাএ যুধিষ্ঠির॥

শতেক যোজন পথ দিব্য কলেবর।
ঠাই২ দেবঋষি বৈসে নিরন্তর॥
সেই সরোবরের পশ্চিমে মনোরম।
চন্দ্রকান্ত নাম গিরি পরম উত্তম॥
চন্দ্র সূর্য্যে দীপ্তিকরে অতি মনোহর।
শোভা করে প্রতিমাএ যেন শশধর॥
শুক্লপক্ষে বাটি যাএ তাহার দীপতি।
কৃষ্ণপক্ষে টুটে যেন চন্দ্র কলাবতি॥
চন্দ্রকান্ত ফটিকের পরম উজ্জ্বল।
এসব দেখন্ত পঞ্চ পাণ্ডব কোয়র॥
কৈলাস সদৃশ গিরি তুল্য নাই আর।
তথাত আছন্ত যত মুনি পরিবার॥
শিব লোকে আছে সব পরম সুন্দরী।
পাণ্ডবক আনিবার গেল সহচরি॥
যুধিষ্ঠির দেখি তবে সকল যুবতী।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কুশল ভারতী॥
অন্যে ২ জিজ্ঞাসিল কুশল অন্তর ।
কন্যাএ বোলন্ত রথ আরোহণ কর॥
ভাই সব সঙ্গে করি কৈলাসে চলহ।
আহ্মার সংহতি আসি মহেশ দেখহ॥
পার্ব্বতীর আরাধনা কর নরপতি।
ত্রিভুবনে যত সুখ লভ মহামতি॥
কন্যার বচন শুনি কহে নরপতি।
শিব গৌরী প্রতি মোর রহৌক প্রণতি॥
সেই শিব সেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণুদেব।
এক মূর্ত্তি তিন দেব করিবম সেব ॥
যে তাক করএ ভেদ যাইব নরক।
জন্ম কৃত যত পুণ্য হইব নাসুক॥
পূর্ব্বে আহ্মি সত্য কৈল প্রয়াণ সময়।
যাবৎ মিলম গিয়া বিষ্ণুর আলয়॥
অন্য স্থলে আহ্মিণা রহিব কদাচিত।
প্রতিজ্ঞা করিল মুই না পারি লংঘিতে॥

না কর পাষণ্ড তাত করোম প্রণতি।
তোহ্মার প্রসাদে হৌক বৈকুণ্ঠেত গতি ॥
রাজার নিশ্চয় হেন জানি কন্যাগণ।
সম্বাষা করিয়া গেল আপনা ভুবন॥

নকুলের পতন
পাণ্ডবগণের বিলাপ

তথা হতে চারিভাই জনার্দ্দন স্মরি।
চলিল উত্তর মুখ মহাপথ তরি॥
চন্দ্রকান্ত শিলা হতে নামিয়া ভূমিত।
পড়িল নকুল শিলাতলে আচম্বিত॥
বহু যোজনের পথ চলিলেন্ত যবে।
তনু বিসর্জ্জিয়া ভাই আছএ শরীর॥
ভীমের বচনে রাজা উলটি চাহিল।
নকুল মরণ দেখি বহু বিলপিল॥
মহাবীর নকুল পড়িল মহাবল।
নকুলের সমশব নাই ক্ষিতিতল॥
বল পরীক্ষণ হেতু সে সব সময়।
করিল সমর ভাই নিজ নগ বয়॥
মহাবীর ধনঞ্জয় মহাধনুর্দ্ধর।
সহদেবে জিনিলেক করিয়া সমর॥
হেন বীর জিনিলেক মৃত্যুএ অখন।
বুঝিলাম মৃত্যুসম নাই কোহ্নজন॥
পূর্ব্বেত সুবর্ণময় আনিবার তরে।
সুবর্ণ আনিতে আজ্ঞা দিল নকুলেরে॥
নিজবলে সে নগর সকল জিনিযা।
আনিল নকুলে বহু সুবর্ণ হরিয়া॥
ইন্দ্রক জিনিয়া রণে নকুল কুমার।
মৃত্যুএ করিল হেন বীরের সংহার॥
হেন মতে বিলাপিয়া কহে নরপতি।
সশরীরে নকুলের স্বর্গে নাই গতি॥

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নকুলের অধর্ম্ম কথন

অধর্ম্ম করিল ভাই নকুলে বিস্তর।
সেই সে কারণে বিসর্জ্জিল কলেবর॥
রাজার বচন শুনি ভীমে কহিলেন্ত।
কোন পাপ করিল নকুল বলবন্ত॥
মনে ভাবি নরপতি উত্তর কল্পিল।
নকুল সমান বীর আহ্মি না দেখিল॥
যৌবনে মণ্ডিত তনু পরম সুন্দর।
ক্ষত হইলে বিরূপ যে হইব বিস্তর॥
এ কারণে নকুল কুমারে না যুঝিল।
মহারণে নিজ তনু রাখি আরোহিল॥
ক্ষত্রিয় সমান ভাই না করিল রণ।
এহি পাপে তনু এড়ে মাদ্রীর নন্দন॥
রাজাএ বোলন্ত যত বচন প্রবোধ।
ভীমার্জ্জুনে এড়িল নকুল উপরোধ॥

তিন পাণ্ডবের পুনরায় মহাপথ যাত্রা

হইয়া উত্তর মুখ ধর্ম্ম নরপতি।
বায়ুবেগে চলিলেন্ত তিন মহামতি॥
গোদাবরী তীরে ২ চরণ প্রহরে।
কতদূর চলিলেন অরণ্য ভিতরে॥
নন্দি ঘোষ নাম গিরি গিয়া পাইলেন্ত।
পদ্মরাগ বৈদুর্য্য যাহাক নির্ম্মিলেন্ত॥
মণি রত্নে বিভুষিত খট্টাঙ্গ বিশেষ।
শিখর সুবর্ণময় চারুতর বেশ॥
সেই পুরী শিখরেত দিব্য পুরী এক।
ইন্দ্র পুরী হতে শোভে পরী অতিরেক॥

সুবর্ণ প্রসাদ এক সুবর্ণ প্রাচীর।
সুবর্ণে শোভিত যেন দেখি সুরোচির॥
পরম সুন্দর পুরী দেখি শোভমান।
পরম হরিষে নাচে পাণ্ডব প্রধান॥
তথাত বসএ নন্দি শিবের সেবক।
শিবের দ্বিতীয় তনু সেই অতিরেক॥
তথাত চলিল তিন শিব দেখিবার।
তাহান সমীপে পূজে দিয়া উপহার॥
তথাত চলিল তিন পবন গমন।
কৈলাসে গিয়া তিনে দিল দরশন॥
প্রবেশিয়া প্রাসাদে সুবর্ণ কমলে :
অর্চ্চিয়া স্তবন্ত দুই চরণযুগলে॥
নন্দি ঘোষ অবগাহি জনার্দ্দন স্মরি।
চলিল পাণ্ডব তিন কৈলাসেত তলি॥

অর্জ্জুনের পতন
পাণ্ডবদের বিলাপ

নন্দি গোষ পর্ব্বতেত অর্জুন পড়িল।
মহাপাষাণেত পড়ি তনু বিসর্জ্জিল॥
হাহাকার করে ভীম উল্টে নৃপতি।
অর্জ্জুন পড়িল দেখি মোহ হৈল অতি॥
দুই ভাই মোহ হই বৃক্ষতলে পড়ি।
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই যাহে গড়াগড়ি॥
অর্জ্জুন ২ করি দীর্ঘ আক্রোসন্ত।
হাহা ভাই প্রাণতুল্য মহাবলবন্ত॥
আপদ তারক তুহ্মি সম নাই আর।
তুহ্মি মূলেরাজ্য কৈলু ইন্দ্রের আকার॥
শান্তনু নন্দন ভীষ্ম গঙ্গার তনয়।
যেই ভীষ্মে ত্রিভুবন করিল বিজয়॥
শতেক ইন্দ্রেহ যাক জিনিতে না পারে।
কার শক্তি হেন বীর সংহারিতে পারে॥

বন হেন ভীষ্ম জিনিলুম যাহার কারণ।
হেন ভাই ধনঞ্জয় ত্যজিল জীবন॥
মূর্ত্তিমন্ত মহাবীর দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ।
যেই ভাই জিনিলেক করিয়া সমর॥
হেন ভাই ধনঞ্জয় মৃত্যুএ দিল কোল।
দেখিতে ২ মোর শরীর হিন্দোল॥
কৃষ্ণক জিনিয়া রণে সুভদ্রা হরিল।
লীলা রণে যদু বংশ সব পরাজিল॥
এহেন অর্জ্জুন ভাই পাইল সংহার।
পৃথিবীতে তার সম বীর নাই আর॥
কুরুক্ষেত্রে রাজা সব যত অনুক্রমে।
জিনিল সকল রাজা বাহুর বিক্রমে॥
পাশুপত মহাঅস্ত্র যাহাতে মিলিল।
এহেন অর্জ্জুন ভাই মৃত্যু সংহারিল॥
কিরাত কবচ দৈত্য অসুর দুর্ব্বার ।
কালকেয় দানবের করিল সংহার॥
জিনিল নিকুম্ভ দৈত্য যেই মহাজন ।
হেন ধনঞ্জয় ভাই ত্যজিল জীবন ॥
দ্রৌপদীক স্বয়ম্বরে জিনিল যেই জন।
সংহারিল ভগদত্ত করি মহারণ ॥
জয়দ্রথ সংহারিল প্রতিজ্ঞা করিয়া।
রাখিতে নারিল দ্রোণে সসৈন্যে সাজিয়া॥
একেশ্বর কুরুসৈন্য বিরাট নগরে।
* * *[১] শলায় রণে করিয়া সমরে॥
হেন ভাই অর্জ্জুন মৃত্যুএ দিল বশ।
ব্রহ্মাণ্ড ভরি যার হইআছে যশ॥
হাহাভাই ধনঞ্জয় প্রাণ সম সর।
মোকে আলিঙ্গন কর দহে কলেবর॥
বহুবিধ বিলপিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
ধর্ম্মে মন দিয়া রাজা স্বস্তি কৈল মতি॥

ধর্মকর্তৃক অর্জ্জুনের পাপ কথন

ভীমক বোলন্ত রাজা শোক পরিহর।
অধর্ম্ম কারণে পড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মহাপথে বিলাপ ধর্ম্মের গরহিত।
উঠ ভীমসেন ভাই সমরে পণ্ডিত॥
রাজার বচনে ভীম করে নিবেদন।
কোন পাপ কৈল ভাই কহ মহাজন॥
পাপের কারণ জানি এড়িবেক শোক।
তোহ্মার সংহতি মুই যাইমু ব্রহ্মলোক॥
ভীমের বচনে রাজা প্রত্যুত্তর দিল
অর্জ্জুন সমান ভাই কভো না দেখিল॥
দিগ্বিজয় কালেত গেল জিনিতে দক্ষিণ।
লঙ্কাপুরী গেল সিন্ধু লংঘি চিরদিন॥
রাক্ষস সহিতে তথা রাজা বিভীষণ।
হনুমন্তে কপিধ্বজ দিল ততক্ষণ॥
কুবের জিনিয়া নাম হৈল ধনঞ্জয়।
কিরাত সকল যুদ্ধে করিলেক ক্ষয়॥
পুষ্পদন্ত জিনি রাখে রাজা দুর্য্যোধন।
স্বর্গপুরে দাহিল খাণ্ডব নামে বন॥
আর যত কর্ম্ম কৈল সংসার ভিতর।
কতক্ষণে কহিবার পারি একেশ্বর।
একাদশ দিবসে দহিতে শত্রুগণ।
মোর আগে কহিল যে প্রতিজ্ঞা বচন॥
হেন বাক্য না করিল চিন্তি পরিণাম।
অষ্টাদশ দিবসেত করিল সংগ্রাম॥
অবজ্ঞা করিল আর সব ধনুর্দ্ধর।
এ কারণে অর্জ্জুনে এড়িল কলেবর॥

পাণ্ডবদ্বয়ের পুনরায়
মহাপথে যাত্রা

শোক সান্ত্ব হইয়া পাণ্ডব দুইজন।
চলিল উত্তর মুখ ত্বরিত গমন॥
আর কত দূরে দেখে রম্য সরোবর।
তাহার উত্তর তীরে বেদির নির্ম্মাণ॥
পদ্ম উৎপল আর দিব্য শোভামান॥
কল্পতরু সম সব বহু তরুগণ।
এসব দেখন্ত রাজা পাণ্ডব নন্দন॥
সে নদীর জলে নামি পরম ভকতি।
স্নান করি পিতৃগণ কবিল প্রণতি॥
উত্তর তীরেত গেল নদী পার হইয়া।
শিব লিঙ্গ পূজা কৈল স্তুতি আচরিয়া॥
হেম পদ্মে সদা শিব করিয়া তর্পণ।
তথা হতে চলিল পাণ্ডব দুইজন॥
যাদব মাধব কৃষ্ণ বিষ্ণু বাসুদেব।
সদাএ স্মরন্ত কৃষ্ণ মনে করি সেব॥
মনোযোগ মনে কত দূর পথ তরি।
মিলিলেন্ত তথা গিয়া সুমেরুর গিরি॥
সর্ব্বরত্নে বিভূষিত শিখর প্রসাদ।
প্রবেশেন মাত্র খণ্ডে পথে অবসাদ॥

পাণ্ডবদ্বয়ের সোমপুরে
গমন

মণি বিরচিত লিঙ্গ প্রসাদ ভিতর।
সোমে আরোপিত সুমেশ্বর গিরিবর॥
নানাবিধ নৈবেদ্য কুসুম আরাধন।
সোমকন্যা সকলে আছন্ত অনুক্রমে॥
অখণ্ড শ্রীফল পত্র গ্রহি করতলে।
ক্ষণে ২ প্রণমিল পড়ি ভূমিতলে॥

চতুর্ব্বিধ বাদ্য বাজে সুমধুর গীত।
সোমকন্যা সকল নাচএ চারিভিত॥
হেনকালে ধর্ম্মরাজ ভীমসেন সমে।
সেই প্রসাদে গিয়া মিলিল তখনে॥
কন্যাগণে ধর্ম্ম দেখি কুশল পুছিল।
অন্যে ২ কুশল সম্বাদ আচরিল॥
সোমকন্যা সবে বোলে শুন নরপতি।
এথা রহ দুই ভাই হরষিত মতি॥
সোমকন্যা সবে নিতি সেবিব তোহ্মাক।
অধিক দুর্গম পথ নার লংঘিবাক॥
সোমপুরে রাজা হই থাক নরপতি।
করিবা অমৃত পান সুখ ভোগ নিতি॥
নাই জরা মৃত্যু ভয় নাই রোগ শোক
ত্রিভুবনে সুবিদিত নাম চন্দ্রলোক॥
চন্দ্রসমে আলাপ করিবা সর্ব্বকাল।
স্বর্গসম সে নগর হও মহীপাল॥
সোমকন্যা সব আছে পরম সুন্দর।
যার দিব্য কান্তি জ্বলে চন্দ্র সমসর॥
আহ্মাসম অপ্সরা নাহি পাইবাক।
হেন সব কন্যাগণে সেবিব তোহ্মাক॥
বহুবিধ যশ রাজা গাহে সর্ব্বলোক।
এহি উপদেশ রাজা বলিল তোহ্মোক॥
এসকল কন্যা কথা শুনি যুধিষ্ঠির।
উত্তর দিলেন্ত রাজা মন করি স্থির॥
যে কহিলা কন্যা সব হএ সমুচিত।
কিন্তু শুন আহ্মার মনের সমহিত॥
বিষ্ণুপুরে যাইবার প্রতিজ্ঞা ধরিল।
তাহার কারণে মহাপথ আরোহিল॥
দুর্গম সুগম আহ্মি না করি বিচার।
অবশ্য সে পুরী প্রতি গমন আহ্মার॥
অবস্থানে আহ্মি না রহিব কদাচিত।
সত্য করিআছি আহ্মি না হইব বিস্মিত॥

রাজার কথা শুনি সব কন্যাগণ।
লিঙ্গ আরাধিয়া গেল আপনা ভুবন॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির জোর করি কর।
সুমেশ্বর প্রতি লিঙ্গ শিব নমস্কার॥

ভীমের পতন
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

বহু স্তুতি করিয়া চলিল ততক্ষণ।
আগে বাজা পাছে যাএ পবন নন্দন॥
সুমেশ্বর গিরি হতে নামিতে তথাএ।
ভীমসেন পড়ে যেন বজ্রের নির্ঘাত ॥
বহু যোজনের পথ হতে বিচলিল।
পদ্মরাগ মহাশিলা খণ্ডেত পড়িল॥
তনু বিসর্জ্জিয়া বীর গেল পবলোক।
মহাশব্দ উঠিলেক কম্পিত তিন লোক॥
ভীমের নিপাত ঘাএ পৃথিবী বিদার।
পড়িল নির্ঘাত উল্কা গগন পরসি॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল ধরাতলে।
মহাকোলাহল হৈল সমুদ্র উথলে॥
শিলাতরু চূর্ণ কৈল কম্পিত পর্ব্বত।
তা দেখিয়া ত্রস্ত হৈল ধর্ম্ম মহাসত্ত্ব॥
ভূতগণ পিশাচ রাক্ষস ভয়ঙ্কর।
ভীমের নিপাত ঘায়ে পৃথিবী বিদার॥
পাতালে কম্পিত হৈল বাসকীর ফনা।
স্বর্গে চমকিত হৈল যত দেবগণা॥
মহাকুর্ম্ম সচকিত পৃথিবী হিন্দোল।
ভীমের নিপাত শব্দে পৃথিবী কল্লোল॥
ভীমে তনু বিসর্জ্জিল লভিয়া পঞ্চত্ত্ব।
তা দেখিয়া ত্রস্ত হৈল ধর্ম্ম মহাসত্ত্ব॥
ভীমের মরণ দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভূমিত পড়িল রাজা মোহিত শরীর॥

ক্ষণেকে চৈতন্য লভি বিলাপ করন্ত ।
হাহাভাই বৃকোদর মহাবলবন্ত॥
গদা যুদ্ধে বিশারদ কুবের সমান ।
যার গদা বলভদ্রে করিল বাখান॥
মহাবল হিড়িম্ব যে দুষ্ট দুরাচার ।
কিন্নর রাক্ষসগণ কবিল সংহার॥
কীচক মারিয়া দ্রৌপদীক রক্ষা কর্া '
অকন্টক রাজ্যে কৈল বিপক্ষ সংহাবি॥
আনিল সুগন্ধি পুষ্প যক্ষগণ মারি ।
ধনেশ্বর হেন রাজা যুদ্ধে গেল হারি॥
হেন বীর পড়িলা উত্তর পথে যাইতে ।
না পারিল মুই পাপী কেশব দেখিতে॥
না যাইব স্বর্গে মুই না দেখিব হরি ।
অন্ত কালে বন্ধু শোক প্রাণে কত ধরি॥
হাহা কৃষ্ণ বন্ধু মোর ত্রৈলোক্যের সার ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বন মালাহার॥
তোহ্মার আজ্ঞাএ কৈনু স্বর্গ আরোহণ ।
পথেত পড়িয়া মরে যত ভ্রাতৃগণ॥
শোকেত দগধে চিত্ত স্থির নহে মন ।
না দেখিলু নাবায়ণ গোবিন্দ চরণ॥
ভ্রাতৃশোকে নরপতি পাএ বড় তাপ ।
করুণা লাচারী করি করন্ত বিলাপ॥

লাচারী/ করুণা ভাটিয়াল বাগ

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

লভিয়া চেতন ধর্ম্মের নন্দন
শোকে হত মতি হৈয়া পড়ে ।
হাহাভাই ভীম অতুল মহীম
হেন ভাই ভূমি তলে গড়ে॥

তোহ্মার প্রসাদে জতু গৃহ হতে
বাখিলা উপায় কবি।
মাও কুন্তী সমে পঞ্চ ভাই অনুক্রমে
লেক বন অনুসাবি॥
হারণে ব্রাহ্মণ রক্ষণে
বহুতর করিলা যে ধর্ম্ম।
দুয্যয় কির্ম্মিক হিড়িম্ব আধক
সংহারি করিলা বড় কর্ম্ম॥
দ্রৌপদী হরণ শতভাই দুর্য্যোধন
তখনে প্রতিজ্ঞা মনে কবি।
সে সব কবিলা সাব কবিবাব সংহাব
উদ্ধাব করিলা সব বৈবী॥
গান্ধাবী নন্দন বাজা দুর্য্যোধন
শত সহোদর সমে।
দুঃশাসন মাবি হৃদয বিদাব কবি
রক্ত পান কবিলা যে ক্রমে॥
চাবি সহোদব গেলা যমঘব
মুই না দেখম আর।
ভব সিন্ধু হৈতে পার না দেখম নিস্তাব
বিধি সব কবিলা সংহাব॥

পয়ার

ভীমের পাপ কথন

কতক্ষণ হেন মতে করিয়া ক্রন্দন।
চিত্ত শান্ত করে রাজা পাণ্ডব নন্দন॥
বুঝিলু অধর্ম্ম বলে পড়ে বৃকোদর।
সমবীরে তেহি সব যাইতে দুষ্কর॥
পঞ্চভাই বরিলেক দ্রুপদ নন্দিনী।
অধিক যে প্রেমভাব ভীমে তাক শুনি॥

একারণে না পারিল হাটি যাইবার।
ধর্ম্ম পথে না হএ শোচন ব্যবহার॥
এ বলিয়া যুধিষ্ঠির চলিল সত্বরে।
ধর্ম্মভাবি নরপতি চলিল উত্তরে॥

পুনরায় যুধিষ্ঠিরের যাত্রা ধর্মরূপ কুকুর সঙ্গী

একেশ্বর নরপতি চিন্তাকুল মতি।
ধর্ম্মরূপ কুকুর হইল তান সাথী॥
সার যোজন পথ হাটি একেশ্বর।
পাইলেক মহানদী ধর্ম্ম নৃপবর॥
চন্দ্রকান্ত মুনির আশ্রম এক আছে।
যুধিষ্ঠির নৃপতি বসিল তার কাছে॥
দেব কন্যা সব তথা পরম সুন্দরী।
নানা গীত বাদ্য রঙ্গে আছে সভাকরি॥
তা দেখিয়া নৃপতির স্তব্ধ হৈল মন।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গদ্বারে গমন এবং ভ্রাতৃশোকে বিলাপ

ভ্রাতৃসব স্মরিয়া কান্দয়ে ঘন ২॥
পুনি ২ বিলাপ করন্ত দীর্ঘ স্বরে।
হাহা ভাই সব গেলা মুই একশর॥
ভূমি তলে স্বর্গতলে সর্ব্ব অতুলিত।
দেবের বিমান হেন কালে উপস্থিত॥
যুধিষ্ঠির দেখিয়া হরিষ পুরন্দর।
আদেশিল চড় ঝাটে রথের উপর॥
যুধিষ্ঠির নৃপতিরে করন্ত প্রবোধ।
মহাজন হই কেহ্ন শোকে হতবোধ॥

পুরন্দরকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ

আহ্মি ইন্দ্র দেব রাজ শুন যুধিষ্ঠির ।
তোহ্মাক নিবার আইল বৈতরণি তীর॥
মরিআছে তোহ্মার যতেক বন্ধুগণ ।
অবিলম্বে চলি আসি দেখহ আপন॥
পুণ্য জলে স্নান করি বিষ্ণু পুরে লড় ।
এড়িয়া মনুষ্য দেহ দিব্য রথে চড়॥
কৌরব পাণ্ডব সব মরিছে যতেক ।
বৈকুণ্ঠে সকল বন্ধু দেখ পরতেক॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি তোহ্মা সহোদর ভাই ।
সর্ব বন্ধু বর্গ যত দেখ এক ঠাই॥
প্রত্যেকে[১০] * * * * * * ।
পুষ্পাঞ্জলি করিয়া বোলন্ত ধর্ম্মরাজ॥
সর্ব্ব বন্ধু বিরাজিত আপনে একক ।
না যাইব স্বর্গে আহ্মি কহিল তোহ্মাক॥
ভীমার্জ্জুন আদি করি সহোদর স্মরি ।
* * * * দ্রৌপদী সুন্দরী॥
তাক এড়ি যাইতে না লএ মোর মন ।
তোহ্মার প্রসাদে দেব দেখো সর্ব্বজন॥
হাসিয়া কহিল ইন্দ্রে শুন নৃপবর ।
স্বর্গের * * * * * * * ॥

যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত বাৎসল্যে কুকুর ত্যাগে অনিহা

পুনি কহে নরপতি কর অবধান ।
মোর সমে কুকুর যাইব স্বর্গ স্থান॥
ইন্দ্রে তাক প্রবোধন্ত মধুর বচনে ।
এ যুক্ত * * * * * * * ॥
অমাত্য পরম সিদ্ধি অমর সর্ব্বজন ।
ছোট পুণ্যে না হয়ে দেবের সমাগম॥

স্বর্গেত না হএ গতি কুকুরের জোনি।
তাহাক এড়িয়া * * * * *॥
পুনি কহে যুধিষ্ঠির করিয়া মিনতি।
অক্ষরেক বোলম শুনহ নরপতি॥
যদিবা কুকুর বোল অধম নিন্দিত।
আর্য্যের * * * * * * *॥

ইন্দ্রকর্তৃক কুকুরের দোষ-দর্শন

ইন্দ্রে পুনি বোলন্ত শুনহ নরপতি।
হীন জাতি কুকুর না হএ স্বর্গগতি॥
বিচারিয়া চাহ তুহ্মি অধম কুকুর।
দেবের * * * * * * *॥
যুধিষ্ঠির বোলন্ত উভয় ধর্ম্মতুল।
ভক্তত্যাগ ব্রহ্ম বধ পাতকের মূল॥
পরিত্যাগ প্রাণ সহে নও স্বর্গভাগ।
কদাচিত না করিব ভক্ত পরিত্যাগ॥
ইন্দ্রে পুনি বোলন্ত বিচারি চাহ মনে
পুণ্য কর্ম্ম না করিব কুকুর দরশনে॥
যজাদি যতেক যজ্ঞ নিস্ফল হএ সব।
কুকুর দেখিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরাভব॥
* * * * * * ইন্দ্র পুর।
দূরে পরিহর দুষ্ট অধম কুকুর॥
স্ত্রী গেল ভ্রাতৃ গেল সর্ব্ব হৈল নাশ।
তথাপি না এড় ধর্ম্ম কুকুরের আস॥
মহামোহ তোহ্মা * * * *।
স্বর্গ সুখ ভোগ কর না কর অধর্ম্ম॥
যুধিষ্ঠিরে বোলন্ত মরিল ভ্রাতৃগণ।
সঞ্চরিতে না পারিব তাহার জীবন॥
জীবরন্ত ভক্ত পে গঞ্জন অনুচিত।
ধর্ম্ম * * * * আহ্মার বিদিত॥
স্ত্রী বধ মিত্র বধ ব্রহ্মস্য হরণ।
সর্ব্বদা ভক্ত ত্যাগ করে যেই জন॥

সমান অধর্ম্ম হএ জানহ নিশ্চয়।
তত্ত্ব মুই জানম শুনহ মহাশয় ॥
* * * রাজা জানন্ত নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ হইয়া ধর্ম্ম দিল পরিচয়॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-পরিক্ষান্তে সশরীরে স্বর্গারোহণ

আপনে বোলন্ত ধর্ম্মে শুন নরপতি।
আক্ষি তোকে পরীক্ষিতে করিল সংহতি॥
দৈত্য বনে * * * * ক্ষণ।
পুনি পরীক্ষিল তোক শুন মহাজন ॥
ধর্ম্ম শক্র মরুত সকল দেবগণ।
দেব ঋষি সিদ্ধগণ আইল তখন॥
* * * * * নরবরে।
পুরন্দর পুরী গেল অমর নগর ॥
গগন মণ্ডলে সব জ্যোতি আবরিল।
সর্ব্ব দেবগণ আসি যুধিষ্ঠির নিল॥
পাণ্ডববিজয় কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তবি॥
ইতি মহাভারতে মহাপ্রস্থানপর্ব্ব সমাপ্ত॥ঃ॥

তথ্যপঞ্জি

১. পিছনের দিকে তাকালেন।
২. পট= অতি দ্রুত।
৩. চুকা > চোকা= গ্রাহ্য বা ভয় করা।
৪. নেত >নেত্র=বস্ত্র
৫. পণব=ঢোল জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
৬. লীলাবতী শব্দটি সর্বত্র লিখিত হয়েছে নিলাবতী রূপে।
৭. ক্ষিতি =পৃথিবী।
৮ সেবা।
৯. লেখা ছিড়ে গেছে।
১০ ৩৩৯ পৃষ্ঠার শেষের কিছু অংশ ছিড়ে গেছে। এ পর্বের অন্য কোন পুথি আপাতত পাওয়া সম্ভব হয়নি, তাই এ অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হলো না। এরূপ ছিন্ন অংশসমূহ * চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বর্গারোহণপর্ব

দুর্যোধনসহ একত্র বাসে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা

স্বর্গ পাই যুধিষ্ঠিবে দেখে দুর্য্যোধন।
পবম ঐ
দ্বিতীয আদিত্য যেন জলে কলেবব।
বসি আছে দুর্য্যোধন সভাব ভিতব
দেখিযা ধর্ম্মেব মনে উপজিল বেধ।
দুর্য্যোধন
বিস্ময় কবিযা বোলন্ত নবপতি
দুর্য্যোধন সহিতে কি আহ্মাব বসতি॥
অভিমন্যু বধ দুবাচাব দুর্য্যোধন
জ্ঞাতি বধ কবিযা মোহোব
বসতি না হএ সমুচিত।
যথা মোব ভ্রাতৃগণ তথাত উচিত॥
দেব মধ্যে থাকিযা নাবদ মহামুনি।
উচ্চস্ববে বোলন্ত কবিযা স্তুতি বাণী॥
দেবগণ।
যুধিষ্ঠিব সম বাজা নাই ত্রিভুবন॥
সকাএ পাইল স্বর্গ ধর্ম্ম নবপতি।
মহাসত্ত্ব যুধিষ্ঠিব প্রতাপে সুমতি॥
ইন্দ্রক প্রণাম কবি
বোলে বহুল ভকতি॥
ভ্রাতৃগণ মোহোব পাইল যেই স্থান।
মোহোক আদেশ কব কবোম পযান॥
দ্রৌপদী সহিতে তথা বৈসে ভ্রাতৃগণ।
তাহা এডি অন্য স্থানে না হএ মোব মন॥
দেব বাজে বোলন্ত বহুল ধর্ম্ম কবি।
তোহ্মাব অদৃষ্টে পাইল দিব্যমান পুরী॥
আনেব অদৃষ্ট ফল অনেক না ধবে।
কেমতে থাকিবা তুহ্মি সহদর মেলে॥

আজিহ মনুষ্য জ্ঞান আছএ তোহ্মার।
দেব ঋষি সাধ্য সমে থাক অনিবাব॥
এসব সমৃদ্ধি কেহ্নে পাইব ভ্রাতৃগণ।
এত পু্ণ্য নহি করে আর কোহ্ন জন॥
শুনিয়া বোলন্ত ধর্ম্ম পুনি নবপতি।
যথা মোর ভ্রাতৃগণ তথাত বসতি॥

বিদ্বেষ বুদ্ধিত্যাগে দেবর্ষি নারদের উপদেশ

হাসিযা নাবদ মুনি দিলেক উত্তব।
স্বর্গে পবিহব কোপ ধর্ম্ম নববব॥
এ যে দুর্য্যোধন বাজা পূজে দেবগণ।
সবান্ধবে স্বর্গ ভুঞ্জে ধর্ম্মেব কারণ॥
যুধিষ্ঠিবে বোলন্ত কবিল পাপ কর্ম্ম।
সে সকল স্বর্গে আছে না বুঝিযা ধর্ম্ম॥

যুধিষ্ঠিরের কর্ণাদি ভ্রাতৃ-দর্শন বাসনা

যে সকল ধর্ম্মশীল পুরুষ প্রধান।
দেখিবাব ইচ্ছা বড় ভ্রাতৃগণ স্থান॥
ভূত প্রেত আদেশিল সর্ব ভূত গণে।
ভ্রাতৃগণ দেখিবার যাও তার সনে॥
সর্ব্বভূত সহিতে চলিল নরপতি।
স্বর্গপথে চলিলা মনেত চিন্তা অতি॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

অন্ধকাব ভয়ঙ্কর স্বর্গেব দুয়ার।
নখ কেশ মাংস শোণিত বহে ধাব॥

মুসক মক্ষিকা দংশ সর্ব্ব বহুতর।
মল মূত্র পূজ গন্ধ দুর্গন্ধি বিস্তর॥
অস্থি লোম কৃমি কীট বৈসে নিরন্তর।
জ্বলন্ত অনল সব দহে কলেবর॥
গৃধ কঙ্ক শৃগাল ধাবন্ত দড়মড়ি।
নানা বিধ পাতকীএ বাহে গড়াগড়ি॥
সূচি মুখ দন্ত সব পর্ব্বত আকার।
কার হস্ত পদ নাই শরীর অপার॥
কাটিল উদর কার অন্ত্র লড় দড়ে।
কাহার রুধির বহে কার মেধ পড়ে॥
ধর্ম্মরাজে দেখন্ত নরক বিভৎসন।
মনে বড় দুঃখ পাএ পাণ্ডব নন্দন॥
মনে ২ চিন্তে রাজা স্থির নহে মন
দেবের চরিত্র কিছু না বুঝি কারণ॥
দেবের চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
এতসব দুঃখ কেহে পাপ অনুসারি।
এমত দুর্গন্ধ স্থলে এহার নিবাস।
বুঝিবার না পারি দৈবের কর্ম্ম পাশ॥
কোন কর্ম্ম করি স্বর্গ পাইল দুর্য্যোধন।
দ্বিতীয় মাহেন্দ্র যেন দেখি সুশোভন।
নানা যজ্ঞ করিল করিল শুভ কর্ম্ম
এহি সবে দুঃখ পাএ সে কোন অধর্ম্ম।
ধিক ২ দেবগণ ধিক ধর্ম্ম মতি।
ধিক ২ ধর্ম্ম সব ধিক স্বর্গগতি॥
এত চিন্তি ধর্ম্মরাজা কহে ক্রোধ মনে।
যে তোকে পাঠাইল ভূত যাব তার স্থানে॥
তথাত না যাইব আক্ষি কহিল নিশ্চয
যথা মোর ভ্রাতৃগণ তথাত নিশ্চয॥
রাজার বচন শুনি ভূতগণ ধাই।
সকল কহিল গিযা ইন্দ্রেত বুঝাই।
মুহূর্ত্তেক তথা আছে পাণ্ডব নন্দন।
দেবরাজ চলি আইল লই দেবগণ॥

মহাবেগে দেবগণ আইলেক চলি।
সকল সংহার কৈল নরক মণ্ডলি॥
অন্ধকার দূরে গেল নাই বৈতরণী।
কোলাহল দূরে গেল শুনি শুভ বাণী॥
যুধিষ্ঠির দেখিলেক সকল বিকৃত।
সর্ব্ব ধ্বংস পাইলেক নাই আচম্বিত॥
সুখ স্পর্শ বায়ু বহে সুগন্ধি শীতল।
আশ্চর্য্য মানএ মনে ধর্ম্ম নরবর॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের
কারণ কথন

বসুগণ সিদ্ধগণ অশ্বীনি কুমার।
রুদ্র মারুতগণ সর্ব্ব পরিবার॥
সান্ত তুষ্ট বচনে বোলন্ত নরপতি॥
তে কারণে তোহ্মারে যে দেখাইল নৃপতি॥
বহুতর পাপ যার স্বর্গ ভোগ অল্প।
তাক আগে স্বর্গ ভোগ করি অল্প কল্প॥
অল্প দেখি যেই ভোগ সেই ভোগ আগে।
পাপ পরিমিত হএ গুরুতর ভাগে॥
সুখ দুঃখ আসিয়া ভুঞ্জএ দেহবন্ত।
বিনি ভোগে পাপের পুণ্যের নাই অন্ত॥

অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপ
মিথ্যাকথনের শাস্তি

অশ্বত্থামা হত হেন কহিল বচন।
মিথ্যা বলি দ্রোণ বধ কৈলা যে কারণ॥
ব্যাজ করি তোহ্মারে নরক দেখাইল।
মিথ্যা মাঞা এহি সব তোহ্মারে জানাইল॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-পরীক্ষান্তে মায়ানরক নিরাস ইন্দ্রকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে আরোহণের আবেদন

স্বর্গে আইস নরপতি হরষিত মনে।
সর্ব্ব দেব এথা আইল তোহ্মার কারণে॥
জ্ঞাতিগণ তোহ্মাব রণেত যত হত।
সকল আসিযা তুহ্মি দেখ স্বর্গগত॥
কর্ণ দেখ সূর্য্যের তনয় সূর্য্য সম।
জ্যোতির্ম্ময় মহাসত্ত্ব পুরুষ উত্তম॥
আহ্মি সমে স্বর্গ ভোগ কর নবপতি।
তোহ্মা সম রাজা নাই স্বর্গেত বসতি॥
পুণ্যবন্ত তপস্যা বহুল দান ফলে।
অনন্ত অর্জ্জিলা পুণ্য ভোগ অবিকলে॥
হরিশ্চন্দ্র ·ঃপাতি নৃপতি ভাগীরথ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন দশরথ রাজা মহাসত্ত্ব॥
যত পুণ্য লোক পাল সকল তোহ্মার ।
স্বর্গে আইল যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
এহি পুণ্য মন্দাকিনী জলে কর স্নান।
তেজিয়া মনুষ্য দেহ চল কৃষ্ণ স্থান॥

ধর্মকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের মাঁয়া কথন

ইন্দ্রের বচন হেন মত অনুসারে।
আপনে আসিয়া ধর্ম্ম কহন্ত সত্ত্বরে॥
শুন পুত্র যুধিষ্ঠির আহ্মার বচন।
বড় প্রিত হৈল আহ্মি ভক্তির কারণ॥
সকল ইন্দ্রের মাঁএগ্রা জানিয় নিশ্চয়।
স্বর্গের উপরে কথা নরক আছয়॥

এহি দেব নদী জলে পুত্র কর স্নান।
তেজিয়া মনুষ্য দেহ চল কৃষ্ণ স্থান॥
শুনিয়া ধর্ম্মের বাক্য পাণ্ডব নন্দন।
দেব নদী জলে স্নান কবিল তখন॥

দিব্য তনুতে যুধিষ্ঠিরের ব্রহ্মলোকে গমন

তেজিয়া মনুষ্য দেহ পাইল দিব্য তনু।
পুনি পুনি জ্বলে যেন জ্বলন্ত কৃশানু॥
তপনের সম কান্তি ভ্রম গেল দূর।
দেবগণে ব্যষ্টিত পাইল ব্রহ্ম পুর॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ ঋষিগণ সমে।
চলিলেক যুধিষ্ঠিব ব্রহ্মার ভুবনে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি ব্রহ্মা তেজিল আসন।
দুই বাহু প্রসারিআ দিল আলিঙ্গন॥
প্রজাপতি কহে শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
তোর সম রাজা নাই পুণ্যের শরীর।
তোহ্মাক দেখিতে আইল সর্ব বন্ধুবর্গ।
অকণ্টক পৃথিবী ত্যাগিআ আইলা স্বর্গ॥
রাজা হইয়া থাক তুহ্মি এহি ব্রহ্মলোক।
নাই জন্ম মৃত্যু ভয় নাই রোগ শোক॥

যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণ দর্শনেচ্ছা

এত শুনি যুধিষ্ঠিরে করিল প্রণতি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন প্রজাপতি॥
বৈকুণ্ঠ যাইব মুই কৃষ্ণ উদ্দেশিআ।
দেখিতে পুণ্ডরিকাক্ষ হৃদএ ভাবিআ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ত্রিভুবন সার।
দেখিতে পরম পদ বাঞ্ছিত আহ্মার॥

বিশেষ এক আহ্মি বন্ধু বিবর্জিত।
এ সুখ সম্পদ মোর একোন উচিত॥
এত শুনি প্রজাপতি ঈষিৎ হাসিয়া।
ধন্য২ করিয়া রাজাক প্রসংশিয়া॥
ধন্য২ যুধিষ্ঠির ধন্য তোর মতি।
বৈষ্ণব চরিত্র তোর বিষ্ণু ভকতি॥
এ বলিয়া ব্রহ্মাএ ধরিল বাম হাতে।
হাতে ধরি তুল্লিলেক বাসবের রথে॥
ছত্র ধরি তুল্লিলেক দেব প্রজাপতি।
দেবরাজ পুরন্দর রথের সারথি॥
রথেত করিয়া নিল বিষ্ণুর সখাতি।
রথ হতে তুল্লি পদ লইল মাথাত॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা প্রভৃতির সাথে কৃষ্ণদর্শন

হাতে ধরি বেসাইল কৃষ্ণ মহাশয়।
দেখিলেক গোত্র সব কৃষ্ণের পাসয়॥
হরিষে দেখিল গোত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
পুনি২ কৃষ্ণপদে নামাইয়া শির॥
জিনিলাম কলিভয় তোহ্মার প্রসাদে।
চিরকাল থাকি আহ্মি সেবি তোহ্মা পদে।
চলিলেক যুধিষ্ঠির গুরু দেখিবার।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুরে ভক্তিএ নমস্কার॥
পুত্র কোলে করি দুই কৈল আলিঙ্গন।
আদি অন্ত যত ইতি কহিল কথন॥
তথা হতে গেল রাজা সেবিতে মাধব।
তেজ মূর্ত্তি পাণ্ডবক করন্ত অনুভব॥
শংখ চক্র গদা পদ্ম সব অস্ত্র গণে।
বিষ্ণুর শরীর হই সেবএ আপনে॥
তেজ মূর্ত্তি অর্জ্জুন সেবএ নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির দেখি প্রীত হৈল দুই জন॥

আর এক স্থানে দেখে কর্ণ মহাবীর।
দ্বাদশ আদিত্য সমে উজ্জ্বল শরীর॥
আর এক স্থানেত মরুত গণ সমে।
ভীমসেন দেখিতে আছএ অনুক্রমে॥
তিন মূর্ত্তি ভীমসেন বায়ুর শরীর।
পরম আনন্দ মনে দেখে যুধিষ্ঠির॥
অশ্বিনী কুমার সমে পরম উজ্জ্বল।
সহদেব নকুলের দিব্য কলেবর॥

কৃষ্ণকর্তৃক দ্রৌপদী প্রভৃতির পরিচয় প্রদান

কমল উৎপাত দাম রহস্য শরীর।
দ্রৌপদীরে জ্যোতির্ম্ময় দেখে যুধিষ্ঠির॥
কৃষ্ণেত পুছন্ত তবে করিয়া বিনয়।
জ্যোতির কারণ কহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
কৃষ্ণ বলে কহি শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
মনুষ্যেত অবতার তোহ্মার কারণ।
পুষ্পগন্ধা অজানি জানএ সর্ব্বজন॥
তোহ্মার সময় লাগি সৃজিলেন্ত হরে।
তে কারণে দ্রৌপদী লভিল স্বয়ম্বরে॥
এহি দেখ পঞ্চ গন্ধর্ব্ব বিদ্যমান।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ইন্দ্রের সমান॥

কৌরবাদির স্ব স্ব কর্মগত গতি সাফল্য

এহি সে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ অনন্ত প্রভব।
এহি ধৃতরাষ্ট্র রাজা মহা অনুভব॥
সিদ্ধগণ বসুগণ মরুতের গণ।
বৃষ্ণি বংশ অন্ধ বংশ দেখ জনে জন॥
সাত্যকি প্রভৃতি করি ভোজ বংশ যত।
পৃথিবীত যত ছিল সকল এথাত॥

যুদ্ধমৃত কুরুপাণ্ডব সৈন্যগণের গতি

চন্দ্রবংশে দেখা হৈব শান্তনু নন্দন।
এহি দেখ অষ্টবসু ভীষ্ম মহাজন॥
আর যত যোদ্ধাগণে পাইল ভালগতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত কেহ যক্ষপতি॥
কেহ গেল গুপ্ত স্থলে কেহ পুণ্য জন।
শরীর এড়িয়া গেল যার যে ভুবন॥
যেই ২ অংশে যার হৈল অবতার।
সেই ২ লোক পাইল সেই সে আকার॥

শ্লোকসংখা

যদি হৈল কর্ম্মভোগ প্রবেশিল তাক।
সংক্ষেপে লিখিল এহি সব পবিপাক॥
হেন মতে স্বর্গে গেল বাজা যুধিষ্ঠির।
বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের সেবা করে মহাবীর॥
একলক্ষ নব তিন শ্লোক হৈল সার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে :চিল পয়ার॥

মহাভারত শ্রবণ-বিধান শ্রবণ ফল

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার ।
যাহার আদেশে হৈল ভারত বিস্তার॥
যে জন সম্ভ্রম বুদ্ধি না করে ভারতে।
সবান্ধবে পচিব নরক বৈরাবতে॥
ব্রাহ্মণ বুদ্ধিএ যদি হিংসএ তাহাক।
ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিল নরক কুম্ভিপাক॥
ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে
স্বর্গারোহণপর্ব্ব সমাপ্ত॥*॥

চিত্রাবলি

অভিমন্যুর সমর

হাতে চক্র করি বীর দ্রোণমুখে ধাএ।
চক্র হস্তে বিষ্ণু যেন দানব খেলাএ॥ (দ্রোণ)

অভিমন্যু বধ পরিকল্পনা

দ্রোণে বোলে-কর্ণবীর শুনহ বচন।
সপ্তরথী মিলি কর কুমার নিধন॥ (দ্রোণ)

অভিমন্যুশোকে অর্জুনের মূর্চ্ছা

ক্ষণে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল আছাড় খাইয়া
ভূমিতলে বাহে গড়াগড়ি। (দ্রোণ)

দুর্যোধনের কবচ লাভ

কার অস্ত্র না ফুটিব সংগ্রাম তরঙ্গে॥
এ বলিয়া দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্ব মন্ত্র স্মরে।
বান্দিল কবচ দুর্য্যোধন কলেবরে॥ (দ্রোণ)

অর্জুনকর্তৃক ভূরিশ্রবার বাহুকর্তন

খড়গ সমে বাহু কাটি পড়িল ভূমিত।
এক হস্তে ভূরিশ্রবা চাহে চারি ভিত॥ (দ্রোণ)

অর্জুনের ছল মৃত্যু ঘোষণা

অগ্নি কুণ্ড কবি তবে বীব ধনঞ্জয়।
সৈন্যেত ঘোষণা দিল মবিতে নিশ্চয॥ (দ্রোণ)

জয়দ্রথ বধ

কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ মহাবীর
দিব্য অস্ত্র সান্ধি কাটে জয়দ্রথ শির॥ (দ্রোণ।

জয়দ্রথের মস্তক পিতার নিকট গমন

. ণন্ত পুঞ্জক এড়ি মস্তক ক্ষেপিল।
বৃহক্ষেত্র নৃপতিব কোলেত তর্পিল॥ (দ্রোণ)

দ্রোণপুত্র ও ঘটোৎকচ যুদ্ধ

দ্রোণি ঘটোৎকচ সঙ্গে আছিল মহারণ।
প্রহারে জর্জ্জর হইল আচার্য্য নন্দন॥ (দ্রোণ)

অর্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

মুণ্ড কাটি পাড়ে কাব কাব কাটে গণ্ড।
মত্ত গজ কাটিয়া অর্জ্জুনে কৈল অন্ত॥ (দ্রোণ)

কর্ণকর্তৃক ঘটোৎকচ বধ

যেন বিন্দি গিরিবর ঘটোৎকচ নিশাচর
উদ্দেশিয়া হানে কর্ণবীর॥ (দ্রোণ)

দ্রোণাচার্য বধ

গুণ কাটি ধনুঃ তবে শিরে প্রবেশিল।
ত্রস্ত্র হৈয়া দ্রোণ বীর রথেত পড়িল॥ (দ্রোণ)

ভীম-কর্ণ যুদ্ধ

কর্ণক বলিয়া ধাএ ভীমসেন বীর।
সর্ব্ব সৈন্য সংহারিল নির্ভয় শরীর॥ (কর্ণ)

দুঃশাসনের রক্তপান

বক্তপান কবি নাচে ভীম মহাবীব।
দুঃশাসন বক্ত দিয়া তর্পিল শবীব॥ (কর্ণ,

কর্ণেব বথ উদ্ধাব

এহি পাইল অবসব কর্ণ মহাধনুর্দ্ধব
বথ উদ্ধাবিতে চাহে বলে। (কর্ণ)

দুর্যোধনের অনুতাপ

কুরুবলে আর্তনাদ সৈন্য হৈল অবসাদ
অনুশোচে কুরু অধিপতি॥ (কর্ণ)

শল্য ও ভীমের যুদ্ধ

গদা হস্তে ভীম যেন দেখে কালদণ্ড।
শল্যক আক্ষেপ করে সমরে প্রচণ্ড॥ (শল্য)

হ্রদে নিমজ্জিত দুর্যোধনকে তিরস্কার

ক্ষত্রিয়ের নিধন করিয়া মহারণ।
জলে আসি প্রবেশিলা কিসের কারণ॥ (গদা)

ভীম-দুর্যোধন গদা যুদ্ধ

অন্যে ২ হানাহানি করন্ত বিষম।
দুই মহা বীর্য্যশালী দুই পরাক্রম॥ (গদা)

দুর্যোধনের উরুভঙ্গ

দুই উরু ভাঙ্গিযা পড়িল দুর্যোধন।
আর্তনাদে পুরিলেক পৃথিবী গগন॥ (গদা)

দুর্যোধন পতনে যুধিষ্ঠিরের ক্ষোভ

কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির　　　　নয়নে বহে নীর
দুর্য্যোধন চাহি ঘন ঘন। (গদা)

দুর্যোধনের পাঞ্চাল মস্তক দর্শন

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেব অবতার।
আজি রাত্রি কৈল আহ্মি সকল সংহার॥ (ঐষীক)

ৗপদীকে মস্তকমণি দান

উঠ দেবী শোক এড ক্ষমি ধম স্মব।
পুত্র বৈবী জিনিলাম মাথাব মণি ধব॥ (ঐষীক)

ধৃতরাষ্ট্রের ভীমহত্যা প্রচেষ্টা

ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেত।
অযুত হস্তীর বল ধৃতরাষ্ট্র গায়েত॥ (স্ত্রী)

সমরক্ষেত্রে গান্ধারী

দেখ কৃষ্ণ পড়ি আছে রাজা দুর্যোধন।
বধূ লক্ষ্মণা মায়ে করএ ক্রন্দন॥ (স্ত্রী)

ভীষ্মের প্রয়াণ

ধর্ম্ম কথা শুনিবারে যদি থাকে মন।
ঝাটে করি ভীষ্মের কবহ উপাসন॥ (শান্তি)

পরীক্ষিতের মৃত্যু

অন্তঃপুরে উঠিলেক ক্রন্দনের বোল।
সভা হতে উঠিলেক কৃষ্ণ মহাবল॥ (অশ্বমেধ)

উত্তরার বিলাপ

হেন মত বিলাপন্ত বিরাট নন্দিনী।
শুনিয়া দুঃখিত হৈল দেব চক্রপাণি॥ (অশ্বমেধ)

অর্জুনকর্তৃক যজ্ঞ-অশ্ব সংরক্ষণ

আর হন্তে না হয়ে অশ্বকে অনুমতি।
যজ্ঞ-অশ্ব রাখিব অর্জুন মহামতি॥ (অশ্বমেধ)

ধৃতরাষ্ট্রাদির বনযাত্রা

গান্ধারী সহিত যাত্রা করে নৃপবব।
পুরী হতে বাহিরাএ অন্ধ মহীপাল॥ (আশ্রমিক)

বিদুরের সূক্ষ্মদেহ যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ

সমাধিতে বসিল নিমেষ দৃষ্টিপরি।
আত্মা প্রবেশিত তান দেহ পরিহরি॥ (আশ্রমিক)

ব্যাস-ধৃতরাষ্ট্র সংলাপ

তবে ব্যাসে কহন্ত সম্বোধি কুরুপতি।
কোন বর ইচ্ছা করে কহ মহামতি॥ (আশ্রমিক)

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান যাত্রা

হইআ উত্তর মুখ ধর্ম্ম নরপতি।
মহাযাত্রা করিলেক সোদর সংহতি॥ (মহাপ্রস্থানিক)

মেঘনাদকর্তৃক দ্রৌপদী হরণ

দ্রৌপদীক হরি নিল দানব দুর্ব্বার।
তথাপি পাণ্ডব পথ করন্ত সঞ্চার॥ (মহাপ্রস্থানিক)

দ্রৌপদীর পতন

তথা হতে চলি যাএ পর্ব্বত শিখবে
পড়িল দ্রৌপদী দেবী পাষাণ উপবে॥
তন বিসর্জ্জিযা দেবী গেল পবলোকে। (মহাপ্রস্থানিক)

যুধিষ্ঠিরের কুকুর ত্যাগে অনীহা

ভক্তত্যাগ ব্রহ্মাবধ পাতকেব মূল।
পবিত্যাগ প্রাণ সহে নও স্বর্গভাগ॥
কদাচিত না কবিব ভক্ত পবিত্যাগ॥ (মহাপ্রস্থানিক)

দ্বাদশ অধ্যায়

পুথি সম্পাদনায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

কোন বহুল পরিচিত বিখ্যাত গ্রন্থের সম্পাদনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কেননা এসব গ্রন্থের প্রতিলিপি ছড়ানো থাকে সারা বিশ্বে। মহাভারত তেমনি এক গ্রন্থ। সংস্কৃত মহাভারতেরতো কথাই নেই। বাংলা ভাষায় রচিত মহাভারতের বিস্তৃতিও সর্বত্র। তাই সব পুথি একত্রিত করে পাঠ তৈরি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস রচিত মহাভারতের প্রাচীন প্রতিলিপি এবং অষ্টাদশ পর্বে সম্পূর্ণ পুথি কেবল বাংলাদেশেই বর্তমান। বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত রয়েছে এ মহাভারতের অসংখ্য প্রতিলিপি। এর কোনটি সম্পূর্ণ কোনটি অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের রামমালা (কুমিল্লা) গ্রন্থাগারেও এর বেশ কিছু পুথি রয়েছে। পশ্চিমবাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মোক্ষদা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে এর কিছু কিছু পুথি রয়েছে। কিন্তু মহাভারতের আঠারটি পর্ব একত্রে কোথাও নেই। এ পুথিসমূহের মধ্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত ৫৩ টি পুথি এবং মোক্ষদা সংগ্রহের ৬ টি পুথি অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছে একটি সমন্বিত পাঠ। পাঠ নির্মাণে উক্ত পুথিসমূহ ব্যতীত সামনে রাখা হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও পাঁচটি পুথি। কিন্তু উক্ত পুথিসমূহের পাঠ মূল পাঠের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় নি। এর বেশির ভাগ পুথি ছিন্ন, অস্পষ্ট এবং এলোমেলো। কোনটিতে সম্পূর্ণ ঘটনা লিখিত হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে এবং কোনটি লিখিত হয়েছে গদ্যাকারে লিপিকরের নিজস্ব ভাষায়। কেবল পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ পুথিসমূহের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে অভিপ্রেত পাঠ। নির্ধারিত পুথিসমূহকে দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, এবং ঞ এরূপ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নির্ধারিত পুথিসমূহ লিপিকৃত হয়েছে ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উনবিংশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। উক্ত পুথিসমূহের কালাঙ্কে ভিন্নতা থাকলেও পাঠে রয়েছে চমৎকার অভিন্নতা। কোন একটি পুথিতে মহভারতের আদিপর্ব থেকে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত (সবকটি পর্ব) পাওয়া যায় নি। কোনটির আদিপর্ব, সভাপর্ব অনুপস্থিত আবার কোনটির ভীষ্ম, কর্ণপর্ব হয়েছে বিলুপ্ত। পাঠ

নির্মাণে এজন্য কোন একটি পুঁথি আদর্শ পুথিরূপে গৃহীত হয়নি। নির্ধারিত সমস্ত পুথির পাঠই আদর্শ পাঠে হয়েছে সংযোজিত। আঠারটি পর্ব সম্পাদনে সর্বত্র একই পুথি ব্যবহৃত হয়নি। নির্ধারিত পুথিসমূহের কোন কোন পুথি অবলম্বনে কোন কোন পর্ব সম্পাদিত হল তার একটা ছক নিম্নে উপস্থাপিত হল।

ক— ৪১৯৬ (A-O) আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষীক, স্ত্রী, শান্তি ও অভিষেক।

খ— ২০২৫ (C F, H-I, K-P) বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, ঐষীক, স্ত্রী, শান্তি, অভিষেক, যাগ, অনুশাসন, পরীক্ষিৎজন্ম ও স্বর্গারোহণ।

গ— ৪৬৯৩ (A-L) আদি, সভা, বন, বিবাট ও উদ্যোগ।

ঘ— ২০২৪ (A-G, L-O) আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ঐষীক, স্ত্রী, শান্তি ও অভিষেক।

ঙ— ১০২ (A-H) আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ।

চ— ৫৩১ (মোক্ষদা) ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ছ— ৭৪৭ (মোক্ষদা) শান্তি।

জ— ৫৩৫ (মোক্ষদা) আদি।

ঝ— ৭৪৫(মোক্ষদা) স্ত্রী।

ঞ— ৬০৪ (মোক্ষদা) স্বর্গারোহণ।

আদিপর্ব— ক, গ, ঘ, ঙ, জ

সভাপর্ব— ক, গ, ঘ, ঙ,

বনপর্ব— ক, খ, গ, ঘ, ঙ

বিরাটপর্ব— ক খ, গ, ঘ, ঙ

উদ্যোগপর্ব— ক, খ, গ, ঘ, ঙ

ভীষ্মপর্ব— ক, খ, ঘ, ঙ, চ

দ্রোণপর্ব— ক, ঘ, ঙ, চ

কর্ণপর্ব— ক, খ, ঙ

শল্যপর্ব— ক, খ
গদাপর্ব— ক
সৌপ্তিকপর্ব— ক, খ
ঐষীকপর্ব— ক, খ, ঘ
স্ত্রীপর্ব— ক, খ, ঘ, ঝ
শান্তিপর্ব—ক, খ, ঘ, ছ
অভিষেকপর্ব— ক, খ, ঘ
অশ্বমেধপর্ব— খ
আশ্রমবাসিকপর্ব— খ
স্বর্গারোহণপর্ব— খ, ঞ

পাঠ সম্পাদনায় যে বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপিত হল :

১. প্রাচীন পুথি সাধারণত প্রচারিত হত লিপি পরম্পরায় । অর্থাৎ মূল লেখকের পুথি অনুলিখনের মাধ্যমে যুগ পরম্পবায ক্রমান্বয়ে প্রসাব লাভ করত বিভিন্ন স্থানে। লিপিকবকর্তৃক অনুলিখিত পুথি লিপিকর ভেদে সৃষ্টি হয়ে থাকে নানারূপ লিখন বৈশিষ্ট্যেব । লিপিকর অনুলিখনকালে বিভিন্ন প্রকার ভুলের অবতাবণা কবে থাকেন। কখনও ভুলবশত কোন বর্ণ, শব্দ, ছত্র বাদ রেখে লিখে যান আবাব কখনও বোঝার ভুলে সৃষ্টি করেন নতুন ভুলের। পরবর্তী সময়ে সেই পুথি দেখে অনুলিখন কালে কখনও লিপিকর ভুল অংশ শুদ্ধ করেন নিজস্ব বিদ্যানুযায়ী, কখনওবা 'যদ্ দৃশ্যতে তৎ লিখ্যতে' রীতি অনুযায়ী লিখতে গিয়েও দৃষ্টির আড়ালে রেখে যান মূল্যবান অংশ বিশেষ। এরূপ যুগ পরম্পরায় পাঠ বিকৃতির ফলে সৃষ্টি হয় পাঠের প্রকারভেদ অর্থাৎ একই পুথির বিভিন্ন প্রতিলিপিতে সৃষ্টি হয় পাঠের বিভিন্নতা। কবীন্দ্র মহাভারত সম্পাদনার জন্য নির্বাচিত পুথিসমূহেব ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছে কম বেশি পাঠ বিকৃতি ও পাঠের প্রকারভেদ। মহাভারতেব কোন একটি পুথিতে আঠারটি পর্ব সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি, এবং ঠিক কোন পুথিটি মূল পুথি থেকে আহৃত তা সুনির্দিষ্ট করে বলা দুষ্কর। এ হেতু সমূদয় পুথির পাঠই গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা হয়েছে অর্থাৎ একটি বিশুদ্ধ মূলানুগ পাঠ তৈরিতে তাই নির্ধারিত সব কটি পুথির সমন্বয় হয়েছে একান্ত অপরিহার্য। গৃহীত পুথিসমূহের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পাঠ তৈরিতে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে প্রতি ছত্রের ভাষা, ছন্দ -অলঙ্কার, শব্দমাধুর্য প্রভৃতির দিকে। যেমন :

গৃহীতপাঠ—

ক–পুথি= জেই মনোরথ তুহ্মি হৃদয় ভাবিলা। আদিপর্ব

অন্য পুথির পাঠ—

গ, ঘ, ঙ–পুথি= জেই বর ইচ্ছা তোর মনেত ধরিলা। আদিপর্ব

গৃহীত পাঠ—

গ,ঘ–পুথি = অর্জ্জুনের কাছে গিয়া গর্জ্জে মহারোষে। আদিপর্ব

অন্যপুথির পাঠ–

ক–পুথি =য়র্জ্জুনেব কাছে গিয়া গর্জ্জএ বিস্তর। আদিপর্ব

এ ক্ষেত্রে গৃহীত পাঠটি সংযোজিত হয়েছে আদর্শ পাঠে এবং অন্য পাঠ অবস্থান পেয়েছে তথ্যপঞ্জিতে।

২. পাঠ নির্মাণে বা পুথি সম্পাদনায় যে শব্দ বা পংক্তি ভিন্নাকৃতির এবং সামঞ্জস্যহীনরূপে অনুমিত হয়েছে তা লিখিত হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে। যে পুথিতে যে পাঠটি লিপিকরের নিজস্ব সংযোজনরূপে বিবেচিত হয়েছে তাও অতিরিক্ত পাঠ হিসেবে অবস্থান পেয়েছে তথ্যপঞ্জিতে। এরূপ অতিরিক্ত পাঠের আধিক্য ঘটেছে ঘ-পুথিতে। সাধারণত কোন দুঃখের বর্ণনা, সুখের বর্ণনা. কারুর গুণ-কীর্তন, কোন যুদ্ধের বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে লিপিকর তার লাগাম ছেড়ে ছুটে চলেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। এ ছত্রসমূহ যে লিপিকরের নিজস্ব সৃষ্টি তা বোধগম্য হয় এর ভাষা বৈশিষ্ট্য, শব্দের গঠন প্রকৃতি, অর্থবোধ, বিভ্রান্তিকর অন্ত্যমিল প্রভৃতি দেখে। তাছাড়া ঘ- পুথি লিপিকৃত হয়েছে অষ্টাদশ খ্রিষ্টাব্দে । তখন কাশীরাম দাসের বিস্তৃত মহাভারত সর্বত্র প্রচলিত ছিল। হয়ত সে সাদৃশ্যে ঘ–পুথিতে এরূপ অতিরিক্ত পাঠের অবতারণা ঘটেছে । এমনিতর অতিরিক্ত পাঠের ক্ষেত্রে ঘ- পুথির পাঠকে তথ্যপঞ্জিতে রেখে অন্যপুথিসমূহের সমন্বয়ে নির্মাণ করা হয়েছে অভিপ্রেত পাঠটি। ক, খ, গ–পুথির ক্ষেত্রেও কখনও কখনও অতিরিক্ত পাঠের অবতারণা ঘটেছে। সে ক্ষেত্রেও তা অবস্থান পেয়েছে তথ্যপঞ্জিতে। পূর্বেই বলা হয়েছে কবীন্দ্র মহাভারত লিখিত হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় কবীন্দ্র এত সংক্ষেপ করেছেন যা মনে হয় আর একটু বর্ণিত হলে ভাল হতো । এমন কোন ক্ষেত্রে লিপিকরের অতিরিক্ত পাঠ মূল পাঠের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টিকে ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝানোর ব্যাপারে অতিরিক্ত পাঠের অবদান অতুলনীয়। তাই মূল পাঠের বাহুল্য

হিসেবে ও অতিরিক্ত পাঠ তথ্যপঞ্জিতে নির্বাসিত হলেও এর প্রয়োজন একেবারে মূল্যহীন নয়।

৩. লিপিকর পুথি অনুলিখন কালে অনেক সময় ভুলবশত এক বা একাধিক ছত্র বাদ রেখে লিখে যেতেন। মহাভারতের ক্ষেত্রেও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটে নি। নির্বাচিত প্রতিলিপিসমূহে এ ভুলের সমাবেশ লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে যে পুথির যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে ক্ষেত্রে অন্য পুথির সেই অংশ সংযোজিত হয়েছে মূল পাঠে এবং উভয় পুথির বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে।

৪. পাঠ নির্মাণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা গেছে একটি -দুটি বা একাধিক ছত্র কোন একটি পুথিতে উল্লিখিত আছে, কিন্তু উল্লিখিত ছত্রসমূহ বিষয়বস্তু এবং ঘটনা প্রবাহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সে ক্ষেত্রে ঐ ছত্রাবলী স্থান পেয়েছে মূল পাঠে। আর তার কারণ নির্দেশিত হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে। যেমন :

> তার বাক্য না শুনিয়া মারিল অর্জুনে।
> কিরাত বেশিক অস্ত্র মারে ততক্ষণে॥
> দুইবাণে মারিল বরাহ ভয়ংকর।
> মাঁয়া এড়ি ধরিল রাক্ষস ভয়ংকর ॥[১]

এ পাঠটি গৃহীত হয়েছে খ-পুথি থেকে। অন্য কোন পুথিতে এ পাঠটি নেই। গৃহীত ছত্রাবলী অবস্থান পেয়েছে মূল পাঠে, এবং তথ্যপঞ্জিতে লিখিত হয়েছে এভাবে–১। খ-পুথির পাঠ। অন্য পুথিতে এ পাঠটি অনুপস্থিত। এরূপ একটি ছত্রের, দুটি ছত্রের কখনও কখনও অসংখ্য ছত্রের পাঠ মিশ্রিত হয়েছে মূল পাঠে :

৫. পাণ্ডুলিপি অনুলিখনকালে লিপিকরদের পাণ্ডিত্য বা অজ্ঞতার ফলে পাঠের বিকৃতি বা পাঠের প্রকারভেদ ঘটে থাকে। পাঠ সম্পাদনায় নির্বাচিত পুথিসমূহের ক্ষেত্রেও ঘটেছে এরূপ পাঠ পরিবর্তন। লিপিকরদের এ পাঠ পরিবর্তনের একাধিক কারণ এ মহাভারতে দৃষ্ট হয়।

ক. পাঠ বিকৃতির ফলে অনেক সময় প্রতিলিপির কোন কোন শ্লোকে অন্ত্যমিলের অভাব ঘটে। এরূপ পুথি দেখে অনুলিপি কালে লিপিকর নিজের পাণ্ডিত্যানুসারে অন্ত্যমিলহীন শ্লোকের অন্ত্যমিল রক্ষা করেছেন। যেমন :

ক– পুথিতে আছে–

পুরিলেক পৃথিবী সকল দিগান্তর।
দেবদত্ত সিংহনাদে পুরিল সকল ॥ প-১৬১(খ)

খ-পুথিতে লিপিকর নিজের পাণ্ডিত্যানুযায়ী এ অন্ত্যমিলটিকে সংশোধন করেছেন। তিনি অর্থের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে শব্দের পরিবর্তন করে অন্ত্যমিল রক্ষা করেছেন। যেমন :

ঘ– পুথির পাঠ–

দশদিগ পুরিয়া করন্ত সিংহনাদ।
সর্ব্ববির কোলাহল জয় ২ বাদ ॥ প-২৭৬(খ)

এরূপ ক- পুথিতে যে ক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের অভাব ঘটেছে সে ক্ষেত্রে খ পুথিতে লিখিত হয়েছে ভিন্ন পাঠ। যেমন :

ক–পুথির পাঠ–

শ্রুতাকির্ত্তি বিন্দে শল্য সিংহের বিক্রম।
দু:শাসন বিন্দিলেক মাদ্রীর নন্দন॥

খ–পুথির পাঠ–

শ্রুতকির্ত্তি বিন্দে শল্য নিভয় শরীর।
দু:শাসন বিন্দে সহদেব মহাবীর॥

এসব ক্ষেত্রে শুদ্ধ এবং শ্রুতিমাধুর্যমণ্ডিত ছত্রদ্বয় মূল পাঠে সংযোজিত হয়েছে এবং অপর ছত্রদ্বয় অবস্থান পেয়েছে তথ্যপঞ্জিতে।

খ. অনুলিখনকালে কখনও কখনও কোন পুথিতে কোনও কোনও শব্দ বা বর্ণের অশুদ্ধ পাঠ লিখিত হয়েছে। অন্য পুথিসমূহে সে সব স্থানে লিখিত হয়েছে শুদ্ধ পাঠ। যেমন :

ক–পুথির পাঠ–

অঙ্গ অলঙ্গ নাহি কবচ কারন। প-১৯৮(খ)

ঘ—পুথির পাঠ—

অঙ্গ তার না হানন্ত কবচ কারণে। প-২৯৯(ক)

এরূপ ক-পুথিতে যে ক্ষেত্রে ভুল পাঠ ঘ-পুথিতে সে ক্ষেত্রে নতুন বা ভিন্ন পাঠ, এবং তা যে লিপিকরের নিজস্ব সংযোজনা তাও স্পষ্ট করা যায়। যেমন :

ক—পুথির পাঠ—

সংকৃতে চিহ্নিতে পারি যাপ্ত য়াববার।
মারিব কৌরব সৈন্য সংগ্রাম ভিতর॥ প-২৭৬ (ক)

ঘ--পুথির পাঠ—

অগ্রযুদ্ধে পড়িল পদাতি বহুতর॥
অশ্বগজ যোদ্ধাগণ পড়ে নিরবধি।
না লেখিল সংগ্রাম যে বিশেষ অবধি॥ প-৩১০ (ক)

এসব ক্ষেত্রে মূল পাঠে শুদ্ধ পাঠটি সংযোজিত হয়েছে, এবং অন্য পাঠটি উল্লিখিত হয়েছে তথ্যপঞ্জিতে।

৬. প্রাচীন বাংলা পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিবিধ লিখন রীতির প্রচলন লক্ষণীয়। এর মধ্যে বানান সংশোধন পদ্ধতির প্রচলন বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। অর্থাৎ পাঠকের প্রতি সর্বৈব আনুগত্য স্বীকার না করে ভুল বানান এবং তৎসম শব্দের বানান পরিশুদ্ধ করে আধুনিক বানান রীতিতে লিখন পদ্ধতি : এর মাধ্যমে একটি শুদ্ধ পাঠ পাঠকদের সামনে পরিবেশন করা সম্ভব। কারণ লিপি পরম্পরায় পুথিতে সৃষ্টি হয় নানারূপ পাঠ বিকৃতি এবং অশুদ্ধ বানান। যে গুলগুলি হয়ত লেখককৃত নয়, কেবল লিপিকর দ্বারাই সৃষ্ট। যে ক্ষেত্রে লেখককৃত পুথি ব্যতীত লিপিকর লিখিত পুথি অনুসরণে সম্পাদনা সম্পাদন করতে হয় সে ক্ষেত্রে ভুল বানানে সন্ধিগ্ধ হওয়া সঙ্গত এবং লেখকের প্রতি আনুগত্যতার দরুন তা সংশোধন করে লেখাই আবশ্যকীয়। অনেকের ধারণা মূল পাঠের উপর হস্তক্ষেপ করা হলে পুথি ও পাঠকদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় একটি অন্তরালের। এ কথার যৌক্তিকতা যথার্থ সেক্ষেত্রেই যেক্ষেত্রে মূল পুথি অর্থাৎ লেখককৃত পুথি অবলম্বনে সম্পাদনার কাজ সম্পাদন করা হয়। কিন্তু লেখককৃত পুথি অবলম্বনে সম্পাদনার সৌভাগ্য বর্তমানে বিরল। কারো কারো মতে সংশোধনের ফলে পুথিতে ঠিক কি ছিল এবং সম্পাদক কোন শব্দের কতটা বদলিয়েছেন তা জানার উপায় থাকে না। এ কথা যথার্থ নয়, কারণ সংশোধনকার্যে

সম্পাদক কোন শব্দের কতটা পরিবর্তন করলেন তার বিবরণ সম্পাদক তথ্যপঞ্জিতে অবশ্যই উপস্থাপন করবেন। পূর্ণ বিববণ ব্যতীত একটা বর্ণও পরির্তন করা কোন যথার্থ সম্পাদকের কর্তব্য নয়। কেউ বলেন :

> পুথির বানান অব্যাহত থাকলে ভাষাতত্ত্ব -ধ্বনিতত্ত্বের একজন ছাত্র গবেষণার উপযোগী যে সকল উপকরণ পাইতেন পরিশোধনের ফলে সেগুলি অকেজো হইয়া যায়। কোন শতকে কোন অঞ্চলে সত্যকে সৈত্য এবং কৈন্যাকে কৈন্যা লেখা হইয়াছে তাহা সম্পাদক পাঠককে জানিতে দিলেন না। তিনি সাফ কলমে সব কৈন্যা এবং সৈত্যকে কাটিয়া কন্যা ও সত্য করিয়া দিলেন। বিভিন্ন পুথিতে একই শব্দের দুই তিন বা ততোধিক রূপান্তর থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি বাংলা বর্ণ বিন্যাসের ইতিহাস চর্চা করিবেন তাঁহার পক্ষে সব কয়টি রূপেরই প্রয়োজন আছে (সঞ্জয় মহাভারত -ভূমিকা, পৃ-ঝ)।

মূল পুথি ব্যতীত প্রতিলিপি সহযোগে সম্পাদনা কল্পে একই গ্রন্থেব একাধিক পুথির সমন্বয়ে সম্পন্ন করতে হয অভিপ্রেত পাঠ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শতকের পুথি। মহাভারত সম্পাদনায়ও গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন শতকের পুথি। বিভিন্ন শতকেব ভাষারীতি, বানানরীতি ভিন্নাকৃতির । সময়ের প্রভাব পুথির লিখনরীতিকেও করে প্রভাবান্বিত । বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিবর্তনমুখী সময়ে। বর্তমান সময়ে বসে কোন গ্রন্থ সম্পাদনায় পাঁচ শতকের পাঁচটি বানানরীতি একটি মূল পাঠে রাখা অসম্ভব। এর ভিতর থেকে মূলানুগ একটি লিখনরীতি মূল পাঠে গ্রহণ করে বাকি পাঠসমূহের বর্ণনা বর্ণিত হয় ফুট নোটে বা তথ্যপঞ্জিতে এবং পৃথকরূপে গৃহীত পুথিসমূহের লিপিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা বর্ণিত হয়। এ পদ্ধতিতে ভাষাতাত্ত্বিক এবং লিপিতাত্ত্বিক কোন গবেষকের পক্ষে বিভিন্ন শতকের লিখনরীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনে কোন বাধা থাকার কথা নয়। পুথি আলোচনা অংশে প্রতিটি পুথির সার্বিক পর্যালোচনা যথার্থ সম্পাদক অবশ্যই বিধৃত করে থাকবেন। যার দ্বারা গবেষকগণ প্রতিটি পুথির বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ সার্বিক বিষয়ে অবহিত হতে পারেন। কবীন্দ্র মহাভারত সম্পাদনায় অনুসৃত হয়েছে এ পদ্ধতি। সম্পাদনায় নির্বাচিত পুথিসমূহের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি সমন্বিত পাঠ। লিখনরীতিতে অনুসৃত হয়েছে মূল পুথির নিকটবর্তী পুথির লিখনরীতি। কবীন্দ্র ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত । তাঁর কাব্যে তাই অধিক ব্যবহৃত হয়েছে তৎসম শব্দ।

লিপি পরম্পরায় এ তৎসম শব্দ আক্রান্ত হয়েছে নানারূপ ভুল ভ্রান্তিতে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে এরূপ অশুদ্ধ তৎসম শব্দ শুদ্ধ করা হয়েছে। শুদ্ধকরণে গৃহীত হয়েছে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থটি। কোন শব্দটি কিরূপ ছিল এবং কতটা তার পরিবর্তন করা হয়েছে সে সবই গ্রন্থ শেষে উপস্থাপন করা হয়েছে তালিকার মাধ্যমে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ি াচিত পুথিসমূহের তুলনামূলক আলোচনা

কবীন্দ্র মহাভারত সম্পাদনা কল্পে নির্ধারিত আনুলাপ৮ ুথিসমহকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ এবং ঞ- এরূপ সংখ্যামানে সংখ্যায়িত করা হয়েছে। নির্বাচিত এ পুথিসমূহ লিপিকৃত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ক-সংখ্যক পুথিটি লিপিকৃত হয়েছে ১১৮৬ বঙ্গাব্দে । খ-সংখ্যক পুথির লিপিকাল ১৬১০ এবং ১৬১১ শকাব্দ। গ-পুথিটি লিপিকৃত হয়েছে ১২০৪ বঙ্গাব্দে। ঘ- পুথির লিপিকাল নির্দেশিত হয়েছে ১২০৭ এবং ১২০৮ বঙ্গাব্দে। ১৫৬২ শকাব্দে লিপিকৃত হয়েছে ঙ-সংখ্যক পুথিটি। চ, ছ, জ, ঝ এবং ঞ - সংখ্যক পুথিসমূহের কোন লিপিকাল পাওয়া যায় নি। উক্ত পুথিসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত হলেও বিষয়বস্তু এবং ঘটনাপ্রবাহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ । তবে বিষয়বস্তু এবং ঘটনা প্রবাহে সাদৃশ্য রক্ষিত হলেও লিখনরীতিতে ঘটেছে নানারূপ বৈসাদৃশ্য। প্রতিটি পুথিই স্ব স্ব সময়ের প্রভাব দ্বারা হয়েছে প্রভাবান্বিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনশীল সময়ে লিপিকরগণ কেবল অবিকল অর্থাৎ মাছি মারা কেরানীর মত সর্বত্র অনুলিপিকরণ রক্ষা করে চলতে সক্ষম হন নি। পুথি অনুলিপিকালে অনেক সময় কোন ছত্র বা অংশ দুর্বোধ্য অনুমানে লিপিকর সে স্থল পূরণ করতেন নিজস্ব জ্ঞানানুযায়ী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লিপিকর প্রতিলিপিকালে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সংযোজন করতেন নিজস্ব বিদ্যা। আবার কখনও কখনও একজনে পাঠ করতেন অন্যজনে লিখতেন তা শুনে শুনে এবং যিনি লিখতেন তিনি তার যুগের লিখনরীতির এবং নিজস্ব বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটাতেন। এরূপ নানাবিধ কারণে লিপিকরের সময়ের লিখনরীতি দ্বারা পুথি হতো আক্রান্ত। ফলে একই পুথির প্রতিলিপিতে লিপিকরভেদে এবং যুগের ব্যবধানে সৃষ্টি হয় নানারূপ বৈসাদৃশ্য। মহাভারতের নির্ধারিত পুথিসমূহও লিপিকরভেদে এবং কালের ব্যবধানে শিকার হয়েছে বিবিধ প্রকার লিখন বৈশিষ্ট্যের । নিম্নে নির্বাচিত পুথিসমূহের লিখনরীতির তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হল।

পাঠ সম্পাদনায় নির্বাচিত পুথিসমূহের বিষয়বস্তু এবং ঘটনা প্রবাহে রয়েছে এক চমৎকার সামঞ্জস্য। এর মধ্যে আবার ক,গ, ঙ,জ পুথির এবং খ, ঘ, চ, ছ, ঞ -পুথির মধ্যে রক্ষিত হয়েছে অধিক সাদৃশ্য। ক -পুথি থেকে গ- পুথির কালিক ব্যবধান আঠের বছরের, ক- পুথি থেকে ঙ- পুথির ব্যবধান একশত উনচল্লিশ বছরের এবং খ-পুথি থেকে ঘ- পুথির দূরত্ব একশত বার বছরের। উক্ত পুথিসমূহের এরূপ কালিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ঘটনার ধারাবাহিকতায় রয়েছে এক চমৎকার সাদৃশ্য। সাদৃশ্যপূর্ণ পুথির ছত্রে ছত্রে রক্ষিত হয়েছে বর্ণ, শব্দ, এবং ছন্দের মিল। যেমন :

ক)

উফারি পড়িল খর্গ হাসে ভুতেশ্বর । ক-গ-ঙ
উফারি পড়িল খর্গ হাসে মহেশ্বর । খ-ঘ-চ

খ)

চুর্ন হইয়া পড়ে বৃক্ষ হাসে ভুতনাথে ক - গ - ঙ
চুর্ন হওয়া পড়ে বৃক্ষ হাসে জগন্নাথে খ - ঘ - চ

গ)

হলে পানি সেই দুঃখ হইব যাচিবে ক-গ-ঙ
হলে পানি সেই দুঃখ হইবে পাইবে খ-ঘ-চ

ঘ)

মোর বাহুবলে ভুঞ্জ হস্তিনার পুর ক-গ-ঙ
মোর বাহুবলে ভবে দেখুক সব্ব পুর খ-ঘ-চ

কিন্তু একই বর্ণ বা শব্দ লিখন পদ্ধতির দিক ভেদে হয়েছে ভিন্নাকৃতির বা ভিন্নবানানের। যেমন - 'অ' বর্ণটি পরিবর্তিত লিখিত হয়েছে 'য়' এবং 'অ' - ধ্বনিরূপে। যেমন :

যক্ষার বচন রাজা সুন মোহাসয়। ক
য়াগে মেঘবর্ন চলে পাছে বৃষকেতু চলে। ক
আপনা ইচ্ছাএ অশ্ব জথা তথা জাউক। খ
আপনা তনএ জেন পাইবে তনয়। গ

নিম্নে প্রতিটি পুথির পৃথক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হল।

ক–সংখ্যক পুথি

ক-১) এ পুথিটিতে লিখনরীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে হ্রস্ব স্বর। যেমন-প্রিয়, নারি, বির, দুর, সুর্জ্য, পুরি ইত্যাদি। অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরের ক্ষেত্রেও লিখিত হয়েছে হ্রস্ব স্বর। উদাহরণ–

জুধিস্টির গৃহে পুর্ব্বে ছিনু সুপকার। (বিরাট/৬৪)
কালকেয় দৈত্য মারি ভাঙ্গে বির দাপ।(ঐ)
সুর্জ্জ উপস্থান করি মাগিলেক বব। (ঐ)

ক-২) ণ/ন–ধ্বনির প্রয়োগ রীতি

এ পুথিতে সর্বত্র ন- ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। ণ এবং ন- ধ্বনির মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। যেমন–

প্রানসম পুন্যবতি দ্রোপদ দুহিতা। (বিরাট/৬৫)
মোহা সৈন্য সঙ্গে রাজা সাজে তত্তৈক্ষন। (আদি/৭)

ক-৩) শ/ষ/স--ধ্বনির প্রয়োগ রীতি

এ পুথিটির লিখনরীতিতে তিনটি স-এর কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স-বর্ণটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

পুরোহিত বোলে সুন পঞ্চ সহোধর। (বিরাট/ ৬৫)
য়ন্তস্পুরে জত নারি কিবা পৌরজন। (ঐ)
সক্রমিত্র ভাল মন্দ মনে য়াপনার। (ঐ)

তবে কোনও কোনও স্থানে শ এবং ষ -বর্ণদুটি ভুলরূপে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন- ষুনিয়াছ (১২০), সিষু (১২০), সষুর (১০৬), ষুক (১০৬), ষুর (১০৭), সহশ্র (১০৯) ইত্যাদি।

ক-৪) জ / য ধ্বনির প্রয়োগ রীতি

ক-পুথির লিখন পদ্ধতিতে জ এবং য ধ্বনির কোন প্রভেদ রক্ষিত হয়নি। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে জ - ধ্বনি। যেমন :

য়াহ্মি ভিমার্জ্জুন য়ার সকল কনিস্ট। (সভা/ ৫০)
তুহ্মি ধর্ম্ম য়বতার পঞ্চ সহোদর। (ঐ /৫১)
দেখিয়া না লাগে দু:খ হৃদয় তোহ্মার। (ঐ / ৫২)
য়াহ্মার গদার ঘাএ বজ্রসম সর। (ঐ)

ক-১০) অ-কার স্থলে ঐ - কার লিখন পদ্ধতি। যেমন–

মোহা সৈন্য সঙ্গে রাজা সাজে তৈক্ষন।(আদি /৭)

খ-সংখ্যক পুথি

খ-১) এ পুথিটি লিপিকৃত হয়েছে ১৬১০-১১ শকাব্দে। পুথিটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্ট কালিতে লিখিত। তিনশ বছরের পূর্বে লিখিত এরূপ স্পষ্ট এবং অক্ষত পুথি সাধারণত বিরল। পুথিটির লিখনরীতিও নির্ভুল বলা চলে। মধ্যযুগের বাংলা পুথিতে সাধারণত হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য রক্ষিত হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখিত হত হ্রস্ব স্বর। কিন্তু এ পুথিটিতে শুদ্ধ বানান রীতি অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

সৈরিন্দ্রি যোগাইল বাটা তাহাতে অর্পিল। (৮৫)
নৃত্যগীত কৌতুকে আছএ সভা ভরি। (ঐ)
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখিয়া পলাএ দুর্য্যোধন। (৮৪)
শ্রীমহাভারতে পান্ডব বিজয়ে পরিক্ষীত জন্ম। (২১৮)
গজবাজী অশ্ব পড়ে ২ যোদ্ধাগণ। (৮৩)

খ-২) ণ / ন –ধ্বনির প্রয়োগরীতি

খ-সংখ্যক পুথিতে সর্বত্রই ণ এবং ন - ধ্বনির প্রয়োগ অনুসৃত হয়েছে সংস্কৃত বানানরীতি অনুযায়ী। যেমন :

ব্রাহ্মণ না হস যদি মারোম বাণে। (৮৫)
মৎস রাজা বিরাট রুসিল ততক্ষণ। (৮৫)
আকাসেত দেবগণে বাখানন্ত গুণ। (৮৩)
নররূপী নারায়ণ নির্ভয় শরীর। (৮৩)
দ্রোণ কৃপ বিবিংসতি আর দুঃশাসন। (৮৪)
রণে পরাজয় দেখি সৈন্য আপনার। (৮৩)

খ -৩) জ / য -ধ্বনির লিখনরীতি

জ /য বর্ণ লিখনে এ পুথিটিতে সংস্কৃত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। যেমন :

তাহাক করহ যুক্ত ঘোটক রাখিতে ।(২১৮)
কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির এক ছত্র ধর। (৮৫)
তিন দিন গেল যদি শুভ দিন পাই। (৮৫)
গুণবন্ত দয়াবন্ত মর্য্যাদা সাগর। (৮৫)
গজ বাজী অশ্ব পড়ে ২ যোদ্ধাগণ। (৮৩)
কিঙ্কর সমান রাজা খাটে যার দ্বারে। (৮৩)

খ-৪) খ-পুথিতে তিনটি শ,ষ, স -ই ব্যবহৃত হয়েছে তবে স-ধ্বনির প্রয়োগাধিক্য লক্ষণীয়। যেমন :

উত্তরাএ পুতিলা খেলাইতে বিশেষ। (৮৪)
উত্তরাক হাসিয়া কহন্ত মহাশয়। (৮৪)
সমাহিতে সম্বাদ করিল সুনিশ্চয়। (২১৮)
দিব্যবস্ত্র গন্ধ পুষ্প বিবিধ প্রকার। (৮৫)
দ্রৌপদি সহিতে পঞ্চ পুরুষ সুন্দব। (৮৫)

খ-৫) অ / আ ধ্বনির প্রয়োগরীতি

মধ্যযুগের লিখনরীতিতে বিশেষ করে অন্ত্য মধ্য যুগে অ এবং আ স্বরধ্বনির স্থলে য় এবং য়া - ধ্বনির প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ পুথিটিতে এরূপ রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায় না। এ পুথিতে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়েছে অ এবং আ - স্বরধ্বনি। যেমন :

আহ্মার শোনিত বিন্দু জে ভূমিত পড়ে। (৮৫)
অকির্ত্তী না গণি তুহ্মি পালায় জে রণে। (৮৪)
ভীষ্মের ধবল ছত্র কাটিল অর্জ্জুনে ।(৮৩)
আকাসেত দেবগণে বাখানএ তান। (৮৩)

গ-সংখ্যক পুথি

গ-১) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ রীতি

দৌপদীরে পান্ডব করুক অনাদর । (৩৪)
পূজিল দেবতা জেন দ্রোপদ রাজনে ।(৩১)
কুন্তি বোলে বিভাগিয়া খাও পঞ্চজনে । (৩৩)
দাস দাসী গন দিল দিব্ব সিংহাসন । (৩৩)

দীর্ঘ স্বরের ভুল প্রয়োগ

তাত আদী পর্ব্ব সমাপ্ত (৩৩)
ভারতের পূন্য কথা অমৃতের ধার ।(৩৩)
কৌরবী সবে লজ্জা পাইল লোকের জয় । (৩৩)
পঞ্চ ভাই নিবেদীল সাগর গোচর । (৩৩)
পুত্র সনে যাও করো বিবর্ন্ন বদনে । (৩৩)

গ-২) সর্বত্র ন-ধ্বনির ব্যবহার

দুর্যোধনে বোলেন এই মন্ত্রনা আমার । (৩৩)
ধৃতসনে পঞ্চ ভাই তাহাকে প্রনামিল । (৩৫)
কুমন্ত্রনা করেন সকল পাত্র গন । (৩৩)

গ-৩) শ- স- ধ্বনির প্রয়োগ

সত্বরে দ্রোপদ দেসে চলহ নৃপতি । (৩৪)
দেসের বাহির করুক পান্ডবের পতি । (৩৪)
হেন মত ব্যবহার্য্য জানিয় নিশ্চয় । (৩৪)
পৃথিবি হারাইবা পাছে শুন দুর্জ্জোধন । (৩৪)
শুনিয়া বোলেন ভিশ্ম কুরু বংস পতি । (৩৪)

ষ-ধ্বনির ভুল প্রয়োগ

দায দাসী গন দিল দিব্ব সিংহাসন । (৩৩)
ধৃতরাস্ট্র আদেষ সুনিয়া ধর্ম্মরাজে । (৩৫)

উপরোধে ধৃতরাস্ট্র কবিল আদেয। (৩৪)
পঞ্চভাই পান্ডবেরে উপহাষা করি। (ঐ)

গ-৪) জ/য - ধ্বনির প্রয়োগ

জেন তুমি ধৃতরাস্ট্র তেন পান্ডু বির। (৩৪)
জত কিছু আমাব বাক্য প্রমান জে বেদ। (ঐ)

য-ধ্বনির ভুল প্রয়োগ

বার্যোধ অর্দ্ধেক দেও পান্ডুর পুত্ররে।(৩৪)
বার্যা পাইবেক দুর্জ্জধন নিদ। (ঐ)
অর্দ্ধেক না দিলেহ রায্য পাইব ধর্ম্ম নরপতি। (ঐ)

ঘ-সংখ্যক পুথি

ঘ ১) এ পুথিটি লিখিত হয়েছে ১২০৭ সনে। লিপিকর লিখনরীতিতে মধ্যযুগের পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করেছেন লিখনরীতিতে সর্বত্র তিনি ব্যবহাব কবেছেন হ্রস্ব-স্বর। কোন কোন ক্ষেত্রে ী- কারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তা কেবল ভুল প্রয়োগে। অনেক সময় লিপিকর হাত না তুলে একটানে লিখে যেতেন। এ সব ক্ষেত্রে ভুল হত বেশি। যেমন -দেখী । এ শব্দটিতে খ-এর সঙ্গে -ী-কার একটানে লিখিত হয়েছে। এরূপ শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বরেব ভুল প্রয়োগ হয়েছে। যেমন :

চারিভিতে বেড়িলেক ভিস্ম মহাবল। (২৪১)
প্রসন্ন বদনে ভিস্ম আসিব্বাদ দিল। (ঐ)
কৌরব পান্ডব সব দেখী সমোদিত। (ঐ)
দেখীয়া বিশম রন সব হইল ভ্রম। (২৪০)
কুরুবলে দেখীল সকল বিদ্যমান। (ঐ)

ঘ-২) সর্বত্র ন-র ব্যবহার

এ পুথিটিতে ণ-ন ধ্বনিব কোন প্রভেদ রক্ষিত হয় নি। সব ক্ষেত্রেই ন-ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে।

রনেত পড়িল বির উত্তব সিয়র হইয়া। (২৪০)
দক্ষিন অয়নে ভিস্ম কেহ্নে এড় প্রান। (ঐ)
নানা বান বরিসয়ে ভিস্মের উপর। (ঐ)
সহস্র ২ বান মাবে তৈক্ষন। (ঐ)

ঘ-৩) এ পুথিটিতে সাধারণত স- ধ্বনির প্রয়োগই পরিলক্ষিত হয়। তবে কোথাও কোথাও শ-ষ-ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু তা ভুল প্রয়োগে ।

সির্খন্ডির বান নহে অর্জ্জুনেব সব। (২৪০)
গঙ্গার তনয় তুহ্মি সর্ব্ব সাস্ত্র জান। (ঐ)
আকাসের চন্দ্র জেন পড়িল খসিয়া। (ঐ)
হেন কালে ধর্ম্ম বাজা সব আদেসিল। (ঐ)
দেখীয়া বিশম রন সব হইল ভ্রম। (ঐ)
তা ষুনিয়া বোলে ভিস্ম হানে মর্ম্ম স্থান। (ঐ)

ঘ-৪) সর্বত্র জ- ধ্বনির প্রয়োগ

জোদ্ধা সব সহস্র মারিল ভিস্ম বির। (২৪০)
আবর্তন গঙ্গা জেন দেখিএ হিন্দোল। (ঐ)
দেখিলানি দুর্জোধন অর্জ্জুন বিক্রম। (২৪৩)
অগ্নিএ বায়ব্য বান সুর্জ্জ পষুপাত। (ঐ)

ঘ-৫) অ/ আ ধ্বনির প্রয়োগরীতি

ব্রহ্ম অস্ত্র জানে জত ভুবন বিজয়। (২৪৩)
সর সর্জ্জাগত আহ্মি তেজিল সংহারে। (২৪২)
কৌরব পান্ডব আইল ভিস্মের সদন। (ঐ)

উক্ত পুথিসমূহ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে খ- পুথির পাঠ ভিন্ন প্রকৃতির। ক- পুথির পাঠও ব্যতিক্রমধর্মী । কিন্তু গ- এবং ঘ- পুথির পাঠে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। মূলত: এ চারটি পুথির পর্ব মিলিয়েই আঠারটি পর্ব সাজানো হয়েছে। ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ - এ পুথিগুলির কোন পর্বের সম্পূর্ণাংশ মূল পাঠে সংযুক্ত হয়নি। কখনও কখনও পর্ব মাঝে কোনও কোনও পংক্তির সংযোজন ঘটেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতি

ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত ৪১৯৬ সংখ্যক পুথিটি ক পুথিরূপে বিবেচিত। পুথিটি অভিষেক পর্বে সম্পূর্ণ । এতে আদিপর্ব থেকে অভিষেকপর্ব পর্যন্ত আবচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান । পুথিটি ১-২৪৭ পত্রে সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে একজন লিপিকর দ্বারা। লিপিকব শ্রীরাম নাবায়ণ ছিলেন সম্ভবত সুশিক্ষিত। তিনি পুষ্পিকাংশে ৫টি সংস্কৃত শ্লোক লিখেছেন। পুষ্পিকাংশে গাণিতিক সংখ্যায় পুথি লিপিব কালাঙ্ক ১১০৬ সন লিখিত হযেছে। লিপিকরের হস্তাক্ষব মোটামুটি সুন্দব ও পরিচ্ছন্ন। পাঠোদ্ধাবে তেমন জটিলতাব সম্মুখীন হতে হয় না। পুথিটিতে পত্রাঙ্ক লিখিত হযেছে প্রতি পত্রেব দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তিকেব শূন্য স্থানে গাণিতিক সংখ্যার মাধ্যমে। প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে ১০টি করে সারি । প্রতিটি ছত্র লিখিত হয়েছে শব্দে শব্দে ফাঁক না বেখে একাদিক্রমে। লিখন রীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে গতানুগতিক নিয়ম অর্থাৎ ১ম ছত্রে এক দাড়ি এবং দ্বিতীয় ছত্রে দুই দাড়ি। পুথিটি লিখিত হয়েছে ৪১.৩ x ১৩ সেন্টিমিটার পরিমিত কাগজে। উপাদানরূপে ব্যবহৃত হযেছে তুলট কাগজ। প্রাচীনত্বের জন্য ১ম পত্র এবং মাঝে মাঝে কিছু পত্রের কালি ঝাপসা হয়ে গেছে। কয়েকটি পত্রের কিছু কিছু পংক্তি একেবারেই পাঠের যোগ্যতা হারিয়েছে। লিখিত অংশের পবিমাপ প্রস্থে ৬.৭ সেন্টিমিটার এবং দৈর্ঘে ৩৪ সেন্টিমিটাব। প্রতি পর্বের প্রথম পত্রের উপরের উত্তর পাশে কোনাকুনি লিখিত হয়েছে পর্ব নাম। যেমন – অথ আদিপর্ব, অথ ভীষ্মপর্ব ইত্যাদি। পুথিটিতে আদি থেকে অভিষেকপর্ব পর্যন্ত পর্ব বিভাগ রয়েছে। প্রতি পর্ব শেষে গ্রন্থ নাম এবং পর্ব নাম লিখিত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে লেখকের ভণিতা রয়েছে। এ ভণিতায় লিখিত হয়েছে - কবির নাম, কবির কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠপোষক সুলতানের নাম, কাব্য রচনার আদেশ দাতার নাম প্রভৃতি।

প্রথমপাঠ

ওঁ নম: সরস্বত্যৈ নম:
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদিরয়েৎ ॥
প্রণমোহো বাসুদেব পুরুষ প্রধান।
প্রণমোহো ব্যাসদেব গুনের নিধান ॥
রাস্তিখান তনয় বহুল গুন নিধি।
পৃথিবিতে কল্পতরু নিরমিল বিধি ॥
য়স্ত্র সাস্ত্র বিসারদ মহিমা য়পার।
কলি যুগে হরি জেন কৃষ্ণ য়বতার ॥
নৃপতি হোসেনসাহ পঞ্চম গৌড় নাপ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত ॥
সয়ানে পালঙ্গ দিল একসত গোড়া।
সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া ॥
দরিদ্র ববণ করে য়নাথের গতি।
লস্কর পরাগল খান যতি সে সুমতি ॥
কুতুহলে পুছিলেক ভারত কাহিনি।
জেন মতে পান্ডবে হারাইল রাজধানি ॥
জেন মতে বনে ছিল বাচ্স বছর।
কোন কর্ম্ম কৈল গিয়া বনের ভিতর ॥
কোন মতে করিলেক য়জ্ঞাত বসতি।
কোন মতে পান্ডবে পাইল বসুমতি ॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে সুনিতে পারি পাচালি পড়িয়া ॥

মাঝের পাঠ

য়ার রথে চড়ি বির য়াইল ত্বরমান।
জুড়িল পর্ব্বত বাণ বজ্রের সমান ॥
বাইউ বান নিবারিল করি সিলাবৃস্টি।
য়কাল জলধে জেন সংহারএ সৃস্টি ॥

তাহার সম্ভ্রম দেখি বির বৃকোদর।
হাতে গদা করি য়াইসে করিতে সমর ॥
ভিমের য়াক্ষেপ দেখি বৃসকেতু বির।
লজ্জাএ য়াকুল হৈয়া না চাহে সরিব ॥
ক্রোধে মোহশ্চিত বির করে সিংহনাদ।
এড়িল মহন্ত চক্র না গনি প্রমাদ ॥
বিষ্ণু চক্র সম জেন মহা তেজ যার।
খন্ড ২ করি গিরি পড়ে চারি ধাব ॥

শেষের পাঠ

বিদুর সুধর্ম্মা য়াব জুজুৎসু সঞ্জয।
রাজার য়াজ্ঞাএ গেলা জার জে য়ালয়॥
সাত্যকি সহিতে বাসুদেব মহামতি।
যর্জ্জুন ঘরেতে গেলা ত্রিদসের পতি ॥
দ্রৌপদি সহিতে রাজা য়াপনা মন্দিরে।
কুতুহলে রজনি বঞ্চিল জুধিষ্ঠিরে॥
য়ারদিন প্রভাতে - ইল সর্ব্বজন।
একে ২ নৃপতি কারলা সন্তর্পন॥
বাসুদেব পুরস্কাব চিন্তে রাজ কাজ।
জান জত নিযুক্ত কবন্ত সর্ব্বকাজ॥
জুজুৎসুক তুসিলা জে সর্ব্ব সভাজন।
সহসে বিনয় সালি পাণ্ডুর নন্দন॥
ধৃতরাস্ট্র রাজাক পুজিলা জথাবিধি।
গান্ধারিক তুসিলা নৃপতি গুন নিধি॥
ধৃতরাস্ট্র গান্ধারিক রাজ্য সমর্পিল।
একে ২ সভাজন সকল তুষিল॥
দিন কৃত্য নির্ব্বাহিল রাজা জুধিষ্ঠিব।
কৃষ্ণঃ সম্ভাসিতে গেলা য়র্জ্জুন মন্দির॥
মনিরত্নে বিভুসিত উজ্জ্বল য়াসনে।
কৃষ্ণক দেখিল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে॥
ইতি মহাভারতে য়ভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।

খ. তুলট কাগজে অনুলিখিত এ পুথিটিও সংগৃহীত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় । এর ক্রমিক সংখ্যা -২০২৫ । এ পুথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বাংলা পুথির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। পুথিটি খণ্ডিত। এতে সভাপর্বের শেষ অংশ এবং বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐশিক, স্ত্রী,শান্তি, অভিষেক, অশ্বমেধ, অনুশাসন ও স্বর্গারোহণ পর্ব সম্পূর্ণ রয়েছে, অর্থাৎ আদি, সভা, দ্রোণ এ তিনটি পর্ব বিলুপ্ত হয়েছে। এতে ৪৭ থেকে ২৩৬, ৩২৬ -৩৪২ পত্র বিদ্যমান। পত্রাঙ্ক লিখিত হয়েছে প্রতি পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উত্তর এবং দক্ষিণ পাশের শূন্য প্রান্তিকে। প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে ৯/১০ টি করে সারি। প্রতিটি পংক্তি লিখিত হয়েছে শব্দে শব্দে ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে। পংক্তি শেষে ছন্দানুসারে ১ম ছত্রে এক দাঁড়ি এবং ২য় ছত্রে দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে একজন লিপিকব দ্বারা। লিপিকর শ্রীকুমুদ পণ্ডিত সুশিক্ষিত ছিলেন। লিপিকরের হস্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দর । লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। পুষ্পিকাংশ লিখিত হয়েছে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়। পুষ্পিকায় কালাঙ্ক শকাব্দে এবং ভুলুয়া সনে লিখিত হয়েছে। যেমন–শকাব্দা ১৬১০ , ভুলুয়া সন ৪৮৬ তারিখ ২৪ পৌষ মার্গসির্ষে। পুথিটিতে পর্ব বিভাগ রয়েছে। প্রতি পর্ব শেষে রয়েছে কবির ভণিতা। এ ভণিতায কবির নাম, লস্কব পরাগল খানের নাম এবং কাব্যের নাম গ্রন্থিত হয়েছে।

প্রথম পাঠ

পিতা মাতার বচন না সুনি তখন।
সভা হতে উঠিয়া চলিল দুর্জ্জোধন ॥
কর্ন্ন দুশাসন আর শকুনিকে লৈয়া।
মন্ত্রণা করএ রাজা বিরলে বসিয়া ॥
মা বাপে চাহে সদা পান্ডবে রহিত।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ন্ন আর বিদুর সহিত ॥
তাহারা সকলে চাহে পাণ্ডবের কল্যান।
আমা সভা বান্দি দিতে পাণ্ডবের স্থান ॥
সকল লোকের প্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির।
আমরা চারি মাত্র রাজ্যের বাহির ॥

আপনে আপন হিত চিন্তন উচিত।
করিব যেমত যুক্তি জে হয় উচিত ॥
তবে কর্ণ্নে কহে শুন রাজা দুর্জ্জোধন
ভীষ্ম দ্রোন ধৃতরাষ্ট্রেত পুচ কি কারণ ॥
জেখানে ২ দেখ আছএ বিশাল।
বিনে ভাই বিরোধ কথা ঠাকুরাল ॥
সর্প আর গড়ুরে আছিল দুই ভাই।
সর্পকে মারিয়া পক্ষি পাইল বড়াই ॥

মাঝের পাঠ

অশ্বথামা সমে যুদ্ধ আছিল বিস্তর ।
মহাযুদ্ধ করিলেক সংগ্রাম ভিতর ॥
জেন দুই গর্ধবের আছিল ছটছটি।
জেন দুই সিংহের গুহাতে জড়াজড়ি ॥
ছটছটি শব্দ [illegible]এ কেহ নাহি টুটে।
অগ্নিএ দহিলে যেন বাঁশ বন ফুটে ॥
তবে অশ্বথামা বির স[illegible]রে নিপুন।
ধনঞ্জয় বিরের কাটিল ধনুর্গুন ॥
প্রশংসা করএ দেবগন বিদ্যাধর।
অশ্বথামা বিরে কর্ম্ম করিল দুস্কর ॥
হাসে বির ধনঞ্জয় সমরে নিপুন।
অলক্ষিতে ধনুত চড়াইল আর গুন ॥
দুই টোন অক্ষয় অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ।
অশ্বথামা বিরের ফুড়াইল সবশর ॥
তে কারণে অর্জ্জুন অধিক হৈল রন।
হেন সব প্রশংসা করন্ত দেবগণে ॥
তবে কর্ন্ন মহাবির করিল বড় কর্ম্ম।
আজিকার রনে তোর চুর্ন্ন হৈব গর্ব্ব ॥

শেষের পাঠ

ব্যাস কৃষ্ণ আদেশ জে সুনিয়া নিশ্চয়।
সমহীতে সম্বাদ করিল সুনিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ জিনি দণ্ড ধারি খিন পরিধান।
সুবর্ণের মালা কণ্ঠে অগ্নিব সমান ॥
নৃপতি দিক্ষাত হৈল চৈত পৌর্ন্ন মাসি।
প্রজাপ্রান সম রাজা সর্ব্বগুন রাসী ॥
হাতে ধনু ষর করি ধনঞ্জয় বির।
সাবধানে রাখিবেক অশ্বেব সরির ॥
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার ।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল ।
বিজয় পান্ডব শুনি মন কুতুহল ॥
বিজয় পান্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥
ইতি শ্রী মহাভারতে পান্ডব বিজয়ে পরিক্ষিত জন্ম : সমাপ্ত ॥

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত ৪৬৯৩ সংখ্যক পুথিটি গ পুথিরূপে বির্বেচিত। পুথিটি খণ্ডিত । মহাভারতের ১৮ টি পর্বের মধ্যে আদি, সভা, বন ও উদ্যোগ এ চারটি পর্ব বর্তমান রয়েছে। এর মধ্যে আবার সভাপর্বের শেষ এবং বনপর্বের শুরু বিলুপ্ত হয়েছে। আদিপর্বের শেষে লিপিকরের পুষ্পিকা লিপিকৃত হয়েছে। এ পুষ্পিকায় লিখিত হয়েছে লিপিকরের নাম–শ্রী কালি সঙ্কর সিংহ, সাকিম উত্তর সহাবাক পুর, তারিখ ১৮ মাঘ, শকাব্দা ১২৬৪ । লিপিকর সম্ভবত সন বা বঙ্গাব্দ লিখতে ভুলবশত শকাব্দ লিখেছেন। অথবা তিনি শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের পার্থক্য জানতেন না। তিনি যে কালাঙ্ক লিখেছেন ১২৬৪ শকাব্দ এটা কোন প্রকারেই সম্ভব হতে পারে না। কারণ কবীন্দ্র মহাভারত রচিত হয়েছে এর অনেক পরে অর্থাৎ ১৫১৫-২৩ খ্রিস্টাব্দে। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিখিত হয়েছে। লিপিকরের হস্তাক্ষর মোটামুটি। পত্রাঙ্ক লিখিত হয়েছে প্রতি পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান ও বাম পাশের শূন্য স্থানে। প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে দশটি করে সারি। প্রতি পংক্তি লিখিত হয়েছে শব্দে শব্দে ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে। প্রাচীন পুথির সাধারণ নিয়মানুযায়ী এ পুথিতে পত্রের মাঝবরাবর শূন্য স্থান বা ছাড় নেই।

আদি পর্বের শুরুতে কবির ভণিতা রয়েছে। এ ভণিতায় কবির নাম, কাব্যের নাম, কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট, পৃষ্টপোষক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও পরাগল খানের নাম লিখিত হয়েছে। প্রতি পর্বের শেষেও ভণিতা লিখিত হয়েছে। এ ভণিতায় কবির নাম, কাব্যের নাম, লস্কর পবাগলের গুণকীর্ত্তন এবং মহাভারত পাঠের সুফল সম্পর্কিত নানা বাক্য লিখিত হয়েছে। পুথিটি ৩৬ x ১২ সেন্টিমিটার পবিমিত আকারের মোটা তুলট কাগজে লিখিত হযেছে।

প্রথম পাঠ

তিন দিন ভীমিয় না জাইও দক্ষিণেত॥
রাজা বোলে তোমারবাক্য ধরিব নিশ্চিতে।
আচ্যুক মৃগয়া যাইব না চড়িব পথে॥
মুনি তাকে কহে ভাভহ আমারে।
আমি জানি মৃগয়া জাইবা দক্ষিনেব ॥
তথা গিয়া পুরি এক দেখীবা রচিত।
তাহাব মৈধ্যে প্রবেষ না হইও কদাচিত॥
কথা লজ্জিয়া জদি প্রবেষ সেই পুরি।
তান মৈধ্যে কণ্যা এক দেখিবা সুন্দরি ॥
সে কন্যা না আনিও ঘরে কহিল নিশ্চয়।
পরিনাম হিত জদি চাহ তোহ্মা জয়॥
জদিবা আনিবা কন্যা কামদ ভাব করি।
যুগ্য পত্নি না করিও মুখ্য পাটেশ্বরি॥
রাজাএ বোলে তোহ্মার বচন মনগত।

মাঝের পাঠ

পঞ্চ দ্বাদশ বৎসর জজ্ঞ করিল মহারন।
তে কারনে হুতাসন হইল মন্দানন॥
মুসল ধারাএ ঘৃত দুর্ব্বা আহুতিল।
প্রভাহিন হইয়া অগ্নি ব্রাহ্মতে বরিল॥
ব্রহ্মা দিল উপভোগ ধরিল হৃদয়।
কৃষ্ণের অগ্রেতে আইল অগ্নি মহাশয়॥

ভিক্ষা মাগে হুতাসন ব্রাহ্মনের বেস।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় কৈল পুরিত প্রবেষ॥
মোহাবন খাণ্ডব রাখেন পুরন্দর।
মৃগ আদি তাহাত থাকএ বহুতর॥
এই বন দহিতে মোর অভিলাষ।
তুমি প্রভু নারায়ণ পুরাও মোর আষ॥
প্রীতিজ্ঞা করিল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ব্রহ্মা লইয়া চলিলেক দুই মহাশয়॥

শেষের পাঠ

বিজই পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে পাতক খণ্ডে পবোলকে তরি॥
লস্কর পরাগলে গুণের বিধান।
সুনিয়া হাসেন বির পরাগল খান॥
ব্যাসের করিও গিত সুমধুর ভক্ষয়।
লস্কর পরাগলে কহে পাণ্ডব বিজয়॥

ঘ. ২০২৪ সংখ্যক পুথিটি ঘ পুথিরূপে বিবেচিত। এ পুথিটিও সংগৃহীত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায়। মহাভারতের সম্পূর্ণ আঠারটি পর্ব এ পুথিটিতেও অনুপস্থিত। এতে দ্রোণ, গদা, অনুশাসন, শল্য, সৌপ্তিক ও স্বর্গারোহণপর্ব লিখিত হয়নি। পুথিটির প্রতি পর্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ, অর্থাৎ প্রতিটি পুথি পৃথকরূপে নির্দেশিত। প্রতি পর্বের আরম্ভ ও শেষ রয়েছে। আদি পর্বের শুরুতে কবির দীর্ঘ ভণিতা লিখিত হয়েছে। এ ভণিতায়ও পূর্বোক্ত পুথির ন্যায় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, পরাগল খান, কবির নাম, কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রতি পর্ব শেষে লিখিত হয়েছে লিপিকরের পুষ্পিকা। পুষ্পিকায় লিখিত হয়েছে লিপিকরের পরিচিতি। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে একই লিপিকর দ্বারা। লিপিকরের হস্তাক্ষর মোটামুটি সুন্দর। উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। পুথিটি লিখিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। আদিপর্ব থেকে দ্রোণপর্ব পর্যন্ত লিখিত হয়েছে ১২০৭ সনে এবং ঐষীকপর্ব থেকে অভিষেকপর্ব পর্যন্ত লিখিত হয়েছে ১২০৮ সনে। পুথি লিখনে লিপিকর অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। লিখন রীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে অন্ত্য মধ্য যুগের লিখন রীতি। পত্রাঙ্ক লিখিত হয়েছে প্রতি পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান ও বাম পাশের

শূন্য স্থানে এবং মাঝের ছাড় অংশে। প্রতি পৃষ্ঠায় দশটি করে সারি লিখিত হয়েছে । পংক্তিসমূহ লিখিত হয়েছে একাদিক্রমে অর্থাৎ শব্দে শব্দে কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নি। পুথিটির অবয়বের অবস্থা খুবই ভাল। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। পুথিটিতে ১ থেকে ৩২৪, ৩৮৫-৪০১ পত্র বিদ্যমান। পুথিটিতে দুদিকে দুরকম নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে প্রতি পর্বের পৃথক নম্বর লিখিত হয়েছে যেমন–আদি পর্ব ১-১০০, সভাপর্ব ১-৬০ প্রভৃতি। আর উত্তর দিকে লিখিত হয়েছে একাদিক্রমে, যেমন - আদিপর্ব ১-১০০, সভাপর্ব ১০১- ১৬০ প্রভৃতি।

প্রথম পাঠ

ওঁ নম গণেসায়॥
নমো ভাগবত বাসুদেবায নম:॥
শ্রী রাধাকৃষ্ণায় নম:॥
বন্দোম হরি নারায়ণ অনাদি নিধন।
নিত্য স্বরূপিনি ...পনারায়ণ॥
সরস্বতি দেবি বন্দোম চরন দেবতা,
জাহার প্রসাদে হএ সরস কবিতা॥
প্রনামোহ ভগবতি দেব পঞ্চানন।
আজ্ঞা দেবি ভারথির বন্দম চরন॥
রাস্তিখান তনয় বহুল গুননিধি,
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি॥
সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌড় নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত॥
শোনার পালঙ্গ দিল একশত ঘোড়া।
সঞ্জোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া॥
তাহান আদেশ তবে শিরেত ধরিয়া।
কবীন্দ্রে কহিল কথা পাঁচালি রচিয়া॥
একমনে সুনে জেবা ভারত কথন।
জাহারে সুনিলে হএ স্বর্গেত গমন॥

মাঝের পাঠ

ভীষ্মক প্রনাম করি রথেত চড়িল।
দুর্জ্জোধন নিকটেত কর্ন্নবির গেল॥
সপ্তদস অধ্যায় অধিক একশত।
পঞ্চ সহস্র একসত চৌরাসি স্লোকমত॥
ভীষ্মপর্বে এহি স্লোক জান পরিমান।
রচিলেক ব্যাসদেব এহি সমাধান॥
সঞ্জয়ে কহেন্ত কথা ধৃতরাস্ট্রে সুনে।
জয়মুনি কহন্ত কথা জন্মজয় স্থানে॥
ভিষ্ম পর্বে দসদিন যুদ্ধ সমাধান।
সঙ্গিত ভাঙ্গিয়া ভাসা করিল বাখান॥
বিজয় পান্ডব কথা অমৃত লহরি।
ষুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
কবিন্দ্র কহেন কথা ষুন মহামতি।
জেন মতে রন কৈল কৌরবের পতি॥
ইতি শ্রী মহাভারতে পাণ্ডব বিজয় দসম দিবসিয় যুদ্ধ ভিস্মপর্ব্ব সমাপ্ত॥

শেষের পাঠ

তার পাছে কতদিন আছে সেই মতে।
দস মাস পুর্ন্ন হইলেক গর্ভজাতে॥
নির্জান সভাতে আছে গোবিন্দের সনে
আর জত বন্ধুগন বসীছে তখনে॥
হেনকালে সুভদ্রাএ প্রসবে কুমার।
অন্তঃপুর জত নারি আইল চাহিবার॥
চন্দ্র হেন কান্ত জলে পার্থসম মুখ।
সুভদ্রা দেখিয়া পুনি হইল কৌতুক॥
জাতক কর্ম্ম করিলেক পঞ্চদস দিনে।
অভিমৈন্যু নাম হেন থুইল নারায়নে॥
দিন কত অর্জ্জুন আছিল রঙ্গ মনে।
দ্বাদস বৎসর হৈল শেই দিন হোনে॥

কৃষ্ণের আদেসে সেই চলি গেল দেস
হস্তিনা পুরিতে গিয়া করিল প্রবেস॥
জুধিষ্ঠিবে চিন্তা পাএ অজ্জুন কারনে।
হেন কালে দেখা গিয়া করিল অর্জ্জুনে ॥
পরোহিত প্রণমিয়া জুধিষ্ঠির বন্দে।
ভিমেরে প্রনাম তবে কবিল সানন্দে॥
সহদেব নকুলক কৈল আলিঙ্গন।
মাও সমে বন্দে আর মান্য গুরুজন॥
করোজোরে অর্জ্জুনে জে সকল কহিল।
জতেক রহস্য কথা সকল বলিল ॥
ইতি মহাভাবতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তঃ॥

ঙ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ১০২ সংখ্যক পুথিটি ঙ পুথিরূপে বিবেচিত। পুথিটি খণ্ডিত। আদি, সভা বন, বিবাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপব ব্যতীত সবই বিলুপ্ত হয়েছে। এর ভিতরেও অধিকাংশ পত্র খণ্ডিত। পুথিটির অবয়বের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ পত্রই পাঠের অযোগ্য । পুথিটি ১৬৬২ শকাব্দে লিপিকৃত। পুষ্পিকাংশে লিপিকবের নাম নেই। তবে পুস্তকের মালিকের মাম লিখিত হয়েছে, যেমন- রাজারাম নাথ পুস্তিকা। লিপিকরের হস্তাক্ষর মোটামুটি ভাল। লেখা পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। প্রতি পত্রে লিখিত হয়েছে ১০ টি করে সারি। পংক্তিসমূহ লিখিত হয়েছে শব্দে শব্দে ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে। পত্রাঙ্ক নির্দেশিত হয়েছে প্রতি পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান পাশের শূন্য প্রান্তিকে । পুথিটি লিখিত হয়েছে ৪৪ x ১৩ সেন্টিমিটার পরিমিত কাগজে। মধ্য বরাবর ২ x ১.৫ সেন্টিমিটার পরিমিত অংশ ছাড় রয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে মোটা তুলট কাগজে।

প্রথম পাঠ

আদিপর্ব

এত সুনি জন্মজয় হইল বিস্মিত।
করপুটে জিজ্ঞাসিল মুনির বিদিত॥
কোন মতে বিশ্বামিত্রের *
* * * * *
কোন মতে হইল মেনকা গর্ভেতে।

সভাপর্ব

সিসুপাল ক্রোধ হইল ভিস্মের বচনে।
সিসুপাল কৃষ্ণেরে আক্রোসে ক্রোধমনে॥
যুদ্ধ ইচ্ছা থাকে কৃষ্ণ আসুক আপনে।

বনপর্ব

রাজ্যের বাহির হইল দ্রোপদি সহিত।
কাম্যক বনেতে গেল ধম্ম্য পুরোহিত॥
সেই কাম্যক বনেত কহিব কত গুন।
সিংহ বাঘ মহিশ তার নাহি উন॥
রাক্ষস কির্ম্মিক নামে বৈসায়ে তথাএ।
মনুষ্যের গন্ধ পাই আইল সাক্ষাতে॥
ধর্ম্মরাজা জিজ্ঞাসিল তুহ্মি কোন জন।
কহিল রাক্ষসি আহ্মি থাকি এহি বন॥

শেষের পাঠ

আদিপর্ব

বিজয় পান্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
শ্রীযুত লস্কর বির পরাগল খান।
সুনন্ত ভারত পোথা সভা বিদ্যমান॥
ইতি মহাভারতে অষ্টাদশ পর্বে আদিপর্ব সমাপ্ত॥

সভাপর্ব

কুন্তি স্থানে বিদায় কহিয় জজ্ঞসেনি।
জজ্ঞসেনি তুহ্মি পৃথার পদবন্দে।
পরম দুঃক্ষিত কুন্তি উচ্চৈস্বরে কান্দে॥
পৃথার ক্রন্দন ষুনি যত কুরু নারি।
সকলে কান্দিল তারা অনুগ্রহ করি॥

এবম্বিধে যুধিষ্ঠির বনবাসে যায়।
সর্ব্বলোকে দেখিয়া কান্দয়ে উচ্চরায়॥
এহি মতে পঞ্চ ভাই হইল অবশেষ।
ভারতের পুন্যকথা অমৃত সমান॥
ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্ব সমাপ্ত॥

ভীষ্মপর্ব

পান্ডব কৌরব দুই সোমক সহিত।
পৃথিবীর যত বীর হইল সমোদিত॥
কুরুক্ষেত্রে চলি আইল সমবায় কার।
সব মহাবলবন্ত সমর কেশরি ॥

চ. কলিকাতার মোক্ষদা সংগ্রহে সংগৃহীত ৫৩১ সংখ্যক পুথিটি চ পুথি নামে আখ্যায়িত। এতে ভীষ্ম ও দ্রোণ এ দুটি পর্ব বিদ্যমান। দুটি পর্বই খণ্ডিত। ভীষ্মপর্বের আরম্ভ নেই কিন্তু সমাপ্তি আছে । দ্রোণপর্বের আরম্ভ আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই। ভীষ্মপর্বে তৃতীয় দিবসীয় যুদ্ধের শেষ অংশ থেকে দশম দিবস যুদ্ধের সম্পূর্ণাংশই বিদ্যমান। প্রাপ্ত পত্রসমূহের অবয়বের অবস্থা মোটামুটি ভাল । সম্পূর্ণাংশই পাঠোদ্ধারের যোগ্য। ভীষ্মপর্বে ১৯৩ পত্র থেকে ২৫৭ পত্র এবং দ্রোণপর্বে ২৫৭ পত্র থেকে ৩৩৩ পত্র পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে। সম্পূর্ণ অংশটুকুই একই লিপিকর দ্বারা লিখিত। লিপিকরের হস্তাক্ষর মোটামুটি ভাল। লিখনরীতি প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে। পুথিটির আয়তন ৪৮ x ১৯ সেন্টিমিটার । সম্পূর্ণাংশ লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। পত্রের উভয় পাশেই লিথিত হয়েছে। লিখিতাংশের মাঝ বরাবর ২ x ১.৫ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান ছাড় রয়েছে। পত্রাঙ্ক লিখিত হয়েছে প্রতি পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দক্ষিণ পাশের শূন্য স্থানে। প্রতি পত্রে লিখিত হয়েছে ১০ x ১১ টি করে সারি। সারিসমূহ লিখিত হয়েছে শব্দে শব্দে ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে। মোক্ষদা সংগ্রহের এই ভীষ্ম ও দ্রোণ পর্বের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ভীষ্ম ও দ্রোণপর্ব অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রথম পাঠ

ভীষ্মপর্ব

ভিষ্ম দ্রোন আদি জত হস্তি ঘোড়া রথে।
আগে হইলা রাখিবারে অর্জ্জুনের পথে॥
দিব্য অস্ত্র এড়িলেক মহারথিগনে।
অর্জ্জুনে হানিল বান প্রতি জনে জনে॥
সহস্রে সহস্রে রথি রাজাসতে সতে।
অর্জ্জুনের বান ফুটি ধাএ চারিভিতে॥
সরে আচ্ছাদিল বিরে প্রিথিবি গগন।
অর্জ্জুনের বানে মৈল বহুর্রাথ গন॥

শেষের পাঠ

পাণ্ডবের গতি তুহ্মি অভয় ভক্তের ।
তুহ্মি জার হিতকর্ত্তা রক্ষিতা রনের॥
অধিক আশ্চর্য্য নহে ভীষ্মের পরাজয়।
তোহ্মার প্রসাদে প্রভু সর্ব্বত্রে হএ জয়॥
তবে নারায়নে বোলে জয় পাইয়া রনে।
তোহ্মা অন্ন ধর্ম্ম কথা কহিলা আপনে॥
ত্রয়োদশ অধ্যায় কথা দসম দিবসে।
পরাগল খান আজ্ঞাএ কবিন্দ্রে প্রকাশে॥
ইতি ভিষ্মপর্ব্বনি দসমদিবসস্য যুদ্ধে ভিষ্ম বধ সমাপ্ত ॥

প্রথম পাঠ

দ্রোণপর্ব

আরদিন প্রভাতে সুত কহন্ত কথন।
কৌরব পান্ডব আইলা ভিষ্মের সদন॥
সর সজ্জাএ পিতামহ দেখে সর্ব্ববির।
কুরু পান্ডু প্রনমিল ভুমিগত সির॥

শেষের পাঠ

নিরন্তন সর বৃস্টি আবরে গগন॥
দুর্ম্মদেব অশ্বরথ সংহারিল ভিম।
সিংহনাদ করে বির বিক্রমে অসিম ॥
কার রথ কার ধ্বজ কার সরাসন ।
গোপগনে দধি জেন করিল মন্থন॥
দুষ্কর্ণের রথে চড়ে দুর্ম্মুখ কুমার।
এক রথে দুই ভাই যুঝে অনিবার॥

ছ. ৭৪৭ সংখ্যক পুথিটি ছ পুথিরূপে নির্ধারিত। এ পুথিটি সংগৃহীত রয়েছে মোক্ষদা সংগ্রহে। এতে শান্তিপর্ব ব্যতীত অন্যসব পর্ব বিলুপ্ত হয়েছে। এ পর্বটিও সম্পূর্ণ নয়। এর আরম্ভ আছে সমাপ্তি নাই। পুথিটিতে ১-১৫ (১৯০-২০৪) টি পত্র জীর্ণাবস্থায় ক্রমানুসারে রয়েছে। পুথিটি লিখিত হয়েছে ৩৮ /১১ সেন্টিমিটার পরিমিত তুলট কাগজে। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে একজন লিপিকর দ্বারা । লিপিকরের হস্তাক্ষর ভাল। পুথিটির অবয়বের অবস্থা খুব খারাপ। অধিকাংশ পত্রই অস্পষ্ট । লিখিত অংশের কালি প্রায় মুছে গেছে। ফলে বেশির ভাগ ছত্রই পাঠের অযোগ্য। প্রতি পত্রে লিখিত হয়েছে ৮টি করে সারি। শব্দসমূহ লিখিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে।

প্রথম পাঠ

শ্রী শ্রী গনেশায় নমঃ।
অথ শান্তি পর্ব্ব লিখ্যতে।
ভাগীরথীর তিরে কৈল উত্তম আলয়।
তথাতে রহিল তবে ধর্ম্ম মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আর জত নারীগন।
ভিম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর নন্দন॥
নারদ পরশুরাম ব্যাস আদি কবি।
সকলী আইল তপবন পরিহরি॥
গ্যাতি শোকে ধর্ম্মরাজ স্থির নহে মন।
দুর্জ্জধনে বরি জোগে কান্দেন সর্ব্বক্ষন॥

শেষের পাঠ

বৃষ্ণি বংশ নাম তোমার ঘোষিবে সংসার।
এহি বরী স্বর্গ গেল জত দেবগন।
তবে * হইল রাজন॥
বসীষ্টে পুরহিত করিল লংহন।
বিস্যামিত্রেক পুরহিত করিল রাজন॥
তাহা দেখি বসিষ্টের হৈল ক্রোধ ভাব।
আমাকে করিল * * রাজার।
মহাক্রোধে বশীস্ট শাপিল আরবার॥
চন্ডাল হইয়া রাজা কর রাজ্যভার।

জ. ৫৩৫ সংখ্যক পুথিটি জ পুথি নামে আখ্যায়িত। এ পুথিটি সংগৃহীত রয়েছে কলিকাতার মোক্ষদা সংগ্রহে। পুথিটি খণ্ডিত । এতে মহাভারতের আদিপর্বই কেবল বিদ্যমান। আদি পর্বেরও মাত্র ১১ টি পত্র ব্যতীত অন্য সবই বিলুপ্ত হয়েছে। পুথিটির অবয়বের অবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ। অধিকাংশ পত্র জীর্ণতার জন্য পাঠের অযোগ্য। শেষের দিকে খণ্ডিত হেতু লিপিকরের নাম রয়েছে অজ্ঞাত। তবে লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর। উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ। লিখন রীতিতে প্রাচীনত্বের ছাপ বহন করে। পুথিটি লিখিত হয়েছে ৪৬.৫ x ১৪.৫ সেন্টিমিটার পরিমিত কাগজে ।

প্রথম পাঠ

সংকরে বোলেন তুহ্মি ভয় পরিহর।
মনের বাঞ্ছিত জেই মাগ **
পাইআ অভয় বাক্য বোলে কপিপতি।
সুর * * * মতি॥
* * * * *
আনন্দিত হইআ কপি চলিলা অগ্রেতে।
মিলিলেক গঙ্গাতীরে রজনি প্রভাতে॥
* * * * *
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
আদিপর্বে কবিন্দ্রে যে রচিল পয়ার॥

ঝ. মোক্ষদা সংগ্রহে সংগৃহীত ৭৪৫ সংখ্যক পুথিটি ঝ পুথিরূপে গণ্য। মহাভারতের আঠারটি পর্বের মধ্যে শুধুমাত্র স্ত্রীপর্ব এ সংখ্যায় বিদ্যমান। পর্বটি ১- ৯ পত্রে সম্পূর্ণ । পুথিটির অবয়বের অবস্থা মোটামুটি ভাল। তবে কিছু কিছু ছত্রের কালি বিলুপ্ত হয়েছে। প্রতি পত্রে লিখিত হয়েছে ৮ টি করে সারি। পত্রাঙ্ক লিখিত হয়েছে প্রতি পত্রের দ্বিতীয পৃষ্ঠার উত্তর দিকের শূন্য প্রান্তিকে। বিষয়সমূহ লিখিত হয়েছে শব্দে শব্দে ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে। পুথিটি লিখিত হয়েছে ৩৮ x ১১.৫ সেন্টিমিটার পরিমিত তুলট কাগজে। পুথিটিতে পুষ্পিকা আছে কিন্তু লিপিকরের নাম নেই।

প্রথম পাঠ

শ্রী শ্রী গণেশায় নম: ।
অথ স্ত্রীপর্ব লিখ্যতে॥

দীঘ ছন্দ

দুর্য্যোধন বধ যবে সঞ্জএ কহিল তবে
ধৃতরাষ্ট্রে শুনিল প্রভাতে ।
যেন হৈল বজ্রাঘাত আকাশেত চন্দ্রপাত
কর্ণ্ন যেন রুন্ধিল নির্ঘাতে॥
সকল ধরনি পতি অস্ত্রে শাস্ত্রে মহামতী
রণে ইন্দ্র রুদ্র সমশর ।
হেন পুত্র যার মরে সে কেহ্নে পরান ধরে
ধন্য ধন্য পরমাইর বল॥
শুনিল পুত্রের শোক পড়িল অমাত্য লোক
স্তবরূপে আছিল বিশেষ ।
বায়ু ভঙ্গ যেন তরু নৃপতি জগত গুরু
আছাড়ি পড়িল মহিদেশ॥

শেষের পাঠ

ভ্রাতি বন্ধু শোকে মোর দহিল শরির।
তা হৈতে অধিক শোক মারি কর্ণ্ন বির॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে আপনি উঠিল।
আগর চন্দন দিয়া কর্ণ্নক পুড়িল॥
কর্ণ্নেক পুড়িয়া রাজা কৈল গঙ্গাস্নান।
ক্ষেত্রির বিধানে কৈল দশ পিণ্ডদান॥
ভারথের পুণ্যকথা শুন সর্ব্বজন।
সুনিলে পাতক খণ্ডে কাপেল সমান॥
পাণ্ডব বিজয় কথা অমৃতের পুরি।
সুনিলে পরম সুখ জায় স্বর্গ পুরি॥
বৈশাম্পায়নে কহে কথা জনমেজয় স্থানে।
এহি হৈতে স্ত্রীপর্ব হৈল সমাধানে॥
ইতি মহাভারতে মহাপুরাণে কবীন্দ্রে বিরচিত স্ত্রীপর্ব্বাণ সমাপ্ত।

ঞ. মোক্ষদা সংগ্রহের ৬০৪ সংখ্যক পুথিটি ঞ পুথি নামে অভিহিত। এ সংখ্যায় স্বর্গারোহণপর্ব ব্যতীত অন্য ১৭ টি পর্ব অনুপস্থিত। স্বর্গারোহণ পর্বও অসম্পূর্ণ। এর আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নাই । মাঝের চারটি পত্র এবং শেষের কিছু পত্র বিলুপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি অনুপস্থিতির কারণে লিপিকর সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রয়েছে অজ্ঞাত। লিপিকরের হস্তাক্ষর মোটামুটি স্পষ্ট। অনেক ছত্রের কালি প্রাচীনত্বের জন্য ঝাপসা হয়ে গেছে। পুথিটিতে ১-৭, ১২- ১৪ পত্র বিদ্যমান। পত্রাঙ্ক লিখিত হয়েছে প্রতি পত্রের খ সংখ্যক পৃষ্ঠার দক্ষিণ ও উত্তর দিকের শূন্য প্রান্তিকে। পুথি লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ৩৮ x ১১ সেন্টিমিটার পরিমিত তুলট কাগজ। গ্রন্থারম্ভে ভণিতা অনুপস্থিত। পুথিটির অবয়বের অবস্থা মোটামুটি ভাল।

প্রথম পাঠ

শ্রী শ্রী চন্দ্রায়ৈ নম:।
অথ স্বর্গারোহন পর্ব লিখ্যতে॥
স্বর্গারোহন পুন্য কথা ষুন একচিত্তে।
পঞ্চভাই পাণ্ডব স্বর্গে গেল জেন মতে॥

দ্রৌপদি সহিতে আছে পঞ্চ নৃপবর।
নানা দান নানা জুদ্ধ করিল বিস্তর॥
চারি ভাই সহিতে নৃপতি যুধিষ্ঠির ।
কৌববের লাগি ব্যথিত সরির॥
দুর্জ্জধন সোক রাজা হৃদয়ে ভাবিয়া।
বলীলেন বৃকোদর ভাই সম্বোধিয়া॥
ভ্রাতি শোকে আমার পোড়এ সদা মন।
তুমী রাজা হইয়া রাজ্য কবহ অখন॥
বান্ধবের শোক মোব না সহে সবিরে :
বনবাসে জাব আমি সুন বৃকোদরে॥
চারি ভাই বাজা কর দ্রোপদি সহিতে।
ভোগে মোব কাজ নাই কহিলাম নিশ্চিতে॥

শেষের পাঠ

আপনার পুন্য দিয়া পাপি উদ্ধাবিলা ।
পাপীব পাপে যুধিষ্ঠির পুন্য ক্ষয় কৈলা॥
দৃতে কহে সুন তুমি কৃষ্ণের বাহন।
এহি মহা পাপীকে বহিছ কি কারন॥
গোবধ ব্রহ্মবধ সুরা কৈলা পান।
সেহি পাপীক যুধিষ্ঠির পুন্য কৈল দান॥
সেহি পাপে যুধিষ্ঠিরের পুন্য হৈল সঞ্চয়

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহাভারত ও মুসলিম পুথি : লিখনরীতির প্রভেদ

লিপি বিবর্তনে মহাভারতের গুরুত্ব

বাংলা লিপির আদি-পুরুষ ব্রাহ্মীলিপি। এই ব্রাহ্মীলিপি বিবর্তিত-পরিবর্তিত হতে হতে কুটিল লিপির মাধ্যমে বাংলা লিপিতে পর্যবসিত হয়েছে। বাংলা লিপির উদ্ভবের প্রারম্ভে খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে নবম শতক পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে কুটিল লিপি স্বাধীনভাবে প্রসার লাভ করে। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রভাবে কুটিল লিপি কিছুটা পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। এর পরে প্রথম মহীপালের সময় থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং দশম শতকের শেষ পর্বে মূল বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়। এই লিপির অধিক প্রচলন আরম্ভ হয় খ্রিষ্টীয় একাদশ অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে। এর পরে দ্বাদশ শতকের শেষভাগে এই বাংলা বর্ণমালা আরও বিবর্তনের মাধ্যমে প্রায় বর্তমান (আধুনিক) বর্ণমালার স্তরে উন্নীত হয়। এ সময়ে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্ব শুরু হওয়ার পর পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রায় সব বর্ণই আধুনিক বাংলা বর্ণমালার আকারে রূপান্তরিত হয়। পূর্বভারতে মুসলিম বিজয়ের ফলে সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা কিছুকাল (খ্রি. ১৩শ - ১৪শতক) ব্যাহত হয়। সঙ্গত কারণেই লিপির ব্যবহারও যায় স্তিমিত হয়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগের অবসানে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা লিপির অধিকাংশ বর্ণই সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ দ্বাদশ শতকে বাংলা লিপির যে কাঠামো তৈরি হয়েছে পঞ্চদশ শতকে তার কোনো কোনো বর্ণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা বর্ণের আকৃতি ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং সর্বশেষে ঊনবিংশ শতকে এসে সমুদয় বর্ণ ধারণ করেছে আধুনিক বর্ণমালার আকৃতি। কিন্তু বাংলা লিপির উদ্ভব সম্পর্কিত এই ক্রম মূলত বাংলা লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপিতে সাধারণত এই ক্রম রক্ষিত হয় নি। ফলে দ্বার্দশ শতকে বাংলা লিপির যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, দেখা গেছে অষ্টাদশ শতকে লিখিত বাংলা পুথির বর্ণ তার থেকেও অপরিপক্ক। এ কারণে

পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকে বাংলা লিপিতে লিখিত কোনো সংস্কৃত পুথির পাঠ যতটা সহজ অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের বাংলা পুথির পাঠ তার চেয়ে জটিলতর।

তবে বাংলা পুথির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। যে সব বাংলা পুথি সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত বা সংস্কৃত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে– সে সব পুথি লিপির বিবর্তন ধারাকে অনেকটা সঠিকরূপে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আরবি-ফার্সি কাব্যের অনুবাদ বা মুসলমানি কাহিনী অবলম্বনে রচিত পুথিতে লিপির সঠিক বিবর্তন ধারা অনুসৃত হয় নি। যার ফলে লিপি নানারূপ আকৃতি-বিকৃতির শিকার হয়েছে। সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতকের এ জাতীয় বাংলা পুথির অধিকাংশ বর্ণ পূর্বের আকৃতি থেকে লিখিত হয়েছে ভিন্নাকৃতিতে। কোনো কোনো বর্ণ ধারণ করেছে এমন কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি যার সঙ্গে বাংলা লিপির কোনোরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবার কোনো কোনো বর্ণ সামনের দিকে না এগিয়ে বরং পেছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ অনেক বর্ণ ধারণ করেছে ব্রাহ্মীলিপি এবং দেবনাগরী-লিপির আকৃতি।

বাংলা লিপির উদ্ভব সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনার ব্যতিক্রম দেখতে পাই কবীন্দ্র মহাভারতে। কবীন্দ্র মহাভারত রচিত হয়েছে সংস্কৃত কাহিনী অবলম্বনে। ষোড়শ শকের প্রথম দশকে কাব্যটি রচিত হয়েছে বলে জানা যায়। রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সম্ভবত পাণ্ডিত্যের কারণেই তাঁর কাব্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধৃত হয়েছে সংস্কৃতানুগ লিখনরীতি এবং লিপিমালা। কবির স্বহস্ত লিখিত পুথি যদিও পাওয়া যায় নি কিন্তু তার কাছাকাছি সময়ের অনুলিপিকৃত পুথিতে উপর্যুক্ত মন্তব্যের সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। আমরা তার প্রতিলিপি পেয়েছি ১৫৬৮ শকাব্দের। কবীন্দ্র মহাভারতের প্রতিলিপি পাওয়া গেছে ১৫৬৮ শকাব্দ থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ অবধি। অর্থাৎ এ কাব্যটি কবীন্দ্রের সময় থেকে প্রতিশতকে অনুলিপি হয়েছে। সাধারণত পুথি সম্পাদনায় একাধিক পুথিব মধ্যে লেখকের নিকটবর্তী পুথিটির গুরুত্ব থাকে সর্বাধিক। কেননা লিপি পরম্পরায় সৃষ্টি হয় নানারূপ পাঠবিকৃতি। মহাভারতেও লিপি পরম্পরায় কিছুটা পাঠবিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য কবির সময়ের লিখনরীতির পরিচয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছাকাছি সময়ের যেমন - ১৫৬৮ এবং ১৬১০/১১ শকাব্দের পুথি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়েছে। ১৫৬৮ এবং ১৬১০/১১ শকাব্দের পুথিসমূহের লিপি প্রয়োগে সর্বত্রই অনুসৃত হয়েছে আধুনিক বর্ণাকৃতি। অর্থাৎ অ-থেকে ক্ষ বর্ণ অবধি অধিকাংশ বর্ণই বর্তমান বর্ণ সদৃশরূপে দৃষ্ট হয়। কেবল বর্ণই নয় বানান, ফলা প্রায় সবই লিখিত হয়েছে বর্তমান বর্ণের আকৃতিতে।

মহাভারতের পরবর্তী সময়ের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রথম দশক অবধি প্রতিলিপিসমূহ পাঠবিকৃতি দ্বারা কিছুটা আক্রান্ত হলেও লিপি প্রয়োগে অনুসৃত হয়েছে আধুনিক বর্ণ-লিখন পদ্ধতি। মহাভারতের পুথিসমূহের এরূপ শুদ্ধ বর্ণ লিখন পদ্ধতি হেতু পুথিপাঠ হয়েছে সহজতর। যে-কোনো মানুষেব পক্ষে এ পুথি পাঠ করা সম্ভব। অথচ অষ্টাদশ শতকের এমন অনেক পুথি আছে যা এ বিষয়ে অভিজ্ঞজন ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে পাঠোদ্ধার একেবারেই অসম্ভব। এরূপে সপ্তদশ শতকের শেষ দশকের কোনো জটিল পাঠ দেখে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে–সপ্তদশ শতকে অ, ক প্রভৃতি বর্ণের আকৃতি ছিল এরূপ, তাহলে লিপির ইতিহাস হবে বিকৃত। কেননা অ, ক প্রভৃতি বর্ণের পূর্ণাঙ্গ রূপ মহাভারতের ১৫৬৮ শকাব্দের পুথিতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায়, ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দের পুথিতে। লিপিকারভেদে এবং কালের ব্যবধানে লিখনরীতিতে মহাভারতের পুথিসমূহে নানা পরির্তন ঘটেছে, কিন্তু বর্ণ- লিখনে প্রায় দুশো বছরের পুথির মধ্যে তেমন কোনো পরবর্তন দৃষ্ট হয় না। যদিও লিপিকর দেখে দেখে পুথি অনুলিপি করেন তথাপি নিজস্ব এবং যুগের বর্ণ লিখন পদ্ধতির ছাপ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে পুথিমাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মহাভারতের এ বর্ণ লিখিন পদ্ধতি থেকে অনুমিত হয় ষোড়শ শতকেই বাংলা লিপি ২/১ টি বর্ণ ব্যতীত আধুনিক বর্ণ লিপিতে পর্যবসিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে কোনো কোনো লিপিকর লিপির বিবর্তন ধারা সঠিকরূপে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে যাব প্রকৃষ্ট নির্দশন কবীন্দ্র মহাভারত।

সমসাময়িক মুসলিম পুথি ও মহাভারতের পুথি

বাংলা ভাষায় প্রথম যে সাহিত্যাকৃতির পরিচয় পাই তার অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ গ্রন্থ এবং সংস্কৃতের কোনো বিখ্যাত গ্রন্থের বিষয় নিয়ে রচিত। এরূপ সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলা পুথি যেমন - ভগবত, গণ্ডিকাব্য, মনসামঙ্গল রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ছিল তখন ভাঙ্গা গড়ার অবস্থা। সাধারণত লিখনরীতিতে অনুসৃত হয়েছে সংস্কৃতানুগ লিখন পদ্ধতি। বাংলা ভাষায় বর্তমানে যে লিখনরীতি প্রচলিত তার অধিকাংশই সংস্কৃতাশ্রিত বা সংস্কৃতোদ্ভূত। আর সেই ষোড়শ শতকের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃতের চর্চাই চলত সর্বত্র। সংস্কৃত ছিল সংস্কারকৃত শুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত ভাষা। আর বাংলা ভাষার ছিল তখন ভাঙ্গা-গড়ার অবস্থা। সাধারণত দুর্বলের উপর সবলের প্রভাব পড়ে বেশি। সব পুথিই সংস্কৃত ভাষা এবং দেবনাগরী লিপির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। কবীন্দ্র কাব্যও রচিত হয়েছে সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণে। বিশাল বিস্তৃত সংস্কৃত মহাকাব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে মূল ঘটনাবলীকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রথম বাংলা মহাভারতরূপে উপস্থাপন করা অনেক বড়

পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। কাজেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তা নিঃসন্দেহে ভাবা যায়। কবীন্দ্র কাব্যে কবীন্দ্র যুগের লিখনরীতির সঠিক রূপটি যে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বোধগম্য হয়। কবীন্দ্রের লিখনরীতি, লিপি প্রয়োগ, শব্দ প্রয়োগ সবই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিকটবর্তী।

পক্ষান্তরে আরবি, ফার্সি, আওয়াধি হিন্দি প্রভৃতি ভাষাশ্রিত পুথির পাঠ জটিলতাপূর্ণ। কারণ এ সব পুথির লিপি প্রযোগ, লিখনরীতি এবং ভাষা ব্যবহার বিভিন্ন ঔপভাষিক ও আঞ্চলিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। এ কাজটি হয়েছে প্রধানত অল্পশিক্ষিত লিপিকরদের হাতে। সবকিছু মিলিয়ে পাঠোদ্ধারে সৃষ্টি হয়েছে নানারূপ জটিলতার। এই সব কারণে মধ্যযুগের বাংলা পুথির লিখনরীতি ও লিপি প্রয়োগে সৃষ্টি হয়েছে নানারূপ প্রকার ভেদ। এ প্রকার ভেদে কোনো কোনো বর্ণ এমন আকৃতি ধারণ করেছে যা দেখে বাংলা লিপি বলে ভ্রম হয়। মনে হয় এ নতুন কোনো লিপি অথবা বাংলা লিপির সেই আদিম অবস্থা। যেমন—

অ = [illegible] ইত্যাদি

আ = [illegible] ইত্যাদি

ই = [illegible] ইত্যাদি

উ = [illegible] ইত্যাদি

ঋ = [illegible] ইত্যাদি

ক = [illegible] ইত্যাদি

জ = [illegible] ইত্যাদি

ঝ = [illegible] ইত্যাদি।

মধ্যযুগের এ শ্রেণীর পুথির অধিকাংশ বর্ণই লিখিত হয়েছে এরূপ বিভিন্নাকৃতিতে। অথচ এর পূর্ববর্তী সময়ের মহাভারতে অনুসৃত হয়েছে শুদ্ধ বা আধুনিক সময়ের বর্ণ লিখন পদ্ধতি।

মধ্যযুগের আরবি-ফার্সি- হিন্দি ভাষাশ্রিত পুথির লিখরীতিতে কেবল বর্ণের ক্ষেত্রেই নয়— প্রতিটি বানান, ফলা, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি আক্রান্ত হয়েছে নানা প্রকার বিকৃত লিখন পদ্ধতি দ্বারা। যেমন - া- কার, ি-কার, ে-কার লিখিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই আকৃতিতে। ি- কারের উপরের উত্তাল অংশ বিলীন হয়েছে কখনো

কখনো। আবার এই উত্তাল অংশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থান নিয়েছে মাত্রার নিম্নাংশে। ্- (উ) কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার করতে হয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে। ফলা এবং যুক্তবর্ণ লিখনেও ধারণ করেছে নানা প্রকার কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি। পক্ষান্তরে মহাভারতে। বানান, ফলা, যুক্তবর্ণ প্রভৃতির লিখন পদ্ধতি আধুনিক লিখন পদ্ধতির অনুরূপ। মহাভারতের শব্দাদিতে অ এবং আ স্বরধ্বনি ব্যবহারে সর্বত্র অ এবং আ স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের অধিকাংশ পুথিতে শব্দাদিতে অ এবং আ স্বরধ্বনি স্থলে লিখিত হয়েছে 'য়' এবং 'য়া' ব্যঞ্জন ধ্বনি।

মহাভারতের লিখন-রীতিতে তিনটি শ, ষ, স ধ্বনির পার্থক্য সুনির্দিষ্ট ছিল- যে পার্থক্য বর্তমানেও স্পষ্ট। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ দশকের এবং ফার্সি-হিন্দি ভাষাশ্রিত পুথিতে ব্যবহৃত হয়েছে একটি মাত্র 'স'।

মহাভারতে আধুনিক লিখন-রীতির মত 'ণ' এবং 'ন' ধ্বনির পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে। মধ্যযুগের কোনো মুসলিম পুথিতে 'ন' ধ্বনির ব্যবহার রক্ষিত হয়েছে। মধ্যযুগের কোনো মুসলিম পুথিতে 'ণ'-ধ্বনির ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে 'ন' ধ্বনি।

মধ্যযুগের এরূপ আওয়াধি হিন্দি, আরবি, ফার্সি ভাষার লিপিবিকৃতি এবং লিখনরীতির বৈষম্যের কারণ নানাবিধ।

ক. লিপিকরের অজ্ঞতা

বর্তমানে আমরা যে সব পুথি পাচ্ছি বা পেয়েছি তার অধিকাংশই লিপিকৃত। লিপিকর পুথি অনুলিপি করতে গিয়ে অজ্ঞতার জন্য বর্ণের নানারূপ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। সেই পুথি দেখে পরবর্তীতে অন্য কোনো লিপিকর অনুলিপি করতে গিয়ে নতুন রকম বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কিংবা কেউ হয়ত কোনো বর্ণের সঠিক আদলটি লিখতে পারেন নি - বিকৃত করে ফেলেছেন, পরবর্তীতে অজ্ঞ কোনো লিপিকর সঠিক আদলটি কি হতে পারে তা বিবেচনা না করে ভুল আকৃতিটি হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনি করে লিপি পরম্পরায় বর্ণের বিকৃত আদলটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। এরূপ অজ্ঞ লিপিকরদের আধিপত্য দেখা যায় মধ্যযুগের শেষের দিকে।

সে সময়ে পুথি অনুলিপিকরণ জীবিকার্জনের সামগ্রীরূপে পরিণত হয়। তখন অনেক অশিক্ষিত লিপকর অর্থোপার্জন হেতু পুথি লিপি করতেন। অনেক সময় পুথি লিপি করতে গিয়ে দ্রুত লেখা শেষ করার উদ্দেশ্যে একজন পাঠ করতেন অন্যজনে তা শুনে শুনে লিখতেন। যিনি লিখতেন তিনি তার বিদ্যারই নির্দশন রাখতেন পুথির মধ্যে। এমনি করে পুথির লিখনরীতি শিকার হয়েছে নানা বিকৃতির। কবীন্দ্র

মহাভারতের কোনো প্রতিলিপিই এমনি অশিক্ষিত বা অজ্ঞ লিপিকর দ্বারা বিকৃত হয়নি।

খ. দেবনাগরী লিপির প্রভাব

লিপির ইতিহাসে দেখা যায় দেবনাগরী ও বাংলা লিপি প্রায় একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে, এবং দেবনাগরী বারবার বাংলা লিপিকে স্তিমিত করে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে। নবম/দশক শককে বাংলা লিপির পূর্ণ আকৃতি লাভ করার পরে দেবনাগরী লিপির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হতে সময় লেগেছে বহুকাল। পঞ্চদশ শতকে চার পাঁচটি বর্ণ লিখিত হয়েছে দেবনাগরী লিপিতে। ষোড়শ শতকে দেবনাগরীর প্রভাব আরও হ্রাস পেয়ে মাত্র দুটি বর্ণ (উ, ং) লিখনে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবনাগরীর প্রভাব পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে উ, অ, ক, গ, ঘ, ঠ প্রভৃতি বর্ণ অনেকক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপির আকৃতি ধারণ করেছে। যেমন -

অ = अ	ঠ = ठ
উ = उ	গ = ग
ক = क	ঘ = घ
ং = ०	

এরূপ দেবনাগরী অক্ষর অজ্ঞ লিপিকরদের হাতে বিকৃত হতে হতে ধারণ করেছে বিদঘুটে আকৃতি। কবীন্দ্র মহাভারতের কোনো প্রতিলিপিই দেবনাগরী লিপি দ্বারা তেমন আক্রান্ত হয়নি। তবে 'ং' হরফটি উনবিংশ শতক পর্যন্ত সব যুগে সব পুথিতেই দেবনাগরী লিপির আকৃতিতে লিখিত হয়েছে, কবীন্দ্র মহাভারতেও 'ং' বর্ণটি লিখিত হয়েছে দেবনাগরী লিপির আদলে।

গ. ঔপভাষিক প্রভাব ও আঞ্চলিক প্রভাব

মধ্যযুগের লিখন রীতি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে ঔপভাষিক ও আঞ্চলিক প্রভাব দ্বারা। আরবি-ফার্সি ও আওয়াধি হিন্দি ভাষাশ্রিত পুথির লিখনরীতি ঔপভাষিক প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বেশি। কবীন্দ্র মহাভারতে ঔপভাষিক প্রভাব আছে তবে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কবীন্দ্র মহাভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবই সর্বাধিক। সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ কবীন্দ্র কাব্যের সব প্রতিলিপিতেই দৃষ্ট হয়। কবীন্দ্র কাব্যে সর্ব্ব, কার্য্য, কর্ম্ম - প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের যথার্থ ব্যবহার এবং শুদ্ধ প্রয়োগ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সমসাময়িক মুসলিম পুথিতে এর সাদৃশ্যে দ্বিত্ব বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে রেফ চিহ্ন। যেমন - চির্ত্ত, আর্ল্লা, লর্জ্জা, বির্দ্যা, সর্জ্জা প্রভৃতি। কবীন্দ্র মহাভারতে এরূপ অর্থহীন রেফ চিহ্নের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

ষোড়শ অধ্যায়

পুষ্পিকা ও ভণিতা

লিপিকর অধ্যায় শেষে বা গ্রন্থ শেষে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধীয় যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন তা পুষ্পিকা নামে অভিহিত। আর গ্রন্থারম্ভে, অধ্যায় শেষে এবং গ্রন্থশেষে কবির যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ হতো তা ভণিতা নামে পরিচিত। লিপিকর নিজের নাম এবং পুথির নাম লিখে পুথি লিপিকরণের ইতিহাস, কোন মুহূর্তে, কোন লগ্নে, কোন দিকে ফিরে, কতদিন যাবৎ পুথি অনুলিপি করলেন, কার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পুথি অনুলিপি করতে ব্রতী হলেন, পুথির মালিকের নাম-পরিচয়, কত পারিশ্রমিক পেলেন যাবতীয় বিষয় পুষ্পিকায় লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। অনেক সময় পুথির মাহাত্ম্য, পুথিপাঠের উপকারিতা, পুথি-যত্নের পরামর্শ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একাধিক শ্লোক পুষ্পিকায় লিপিকরকর্তৃক লিখিত হত। কবীন্দ্র মহাভারতের প্রতিলিপিতেও লিপিকরের পরিচিতি পুষ্পিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

পুষ্পিকা

খ. ইতি শ্রী মহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে পরিক্ষীত জন্ম ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীরস্তু সর্বযগতাং শ্রীরস্তু লেখক ময়ি।

শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপশাদত ঃ ॥

শুভমস্তু শকাব্দা ১৬১০

পং ভু ন ৪৮৬ তারিখ ১৪ পৌষ মার্গসির্ষে॥

শ্রী কুমুদপন্ডীতস্য স্বাক্ষরমিদং॥

[ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে পরিক্ষীত জন্মঃ]

শ্রীরস্তু সর্বজগতাং শ্রীরস্তু লেখকে ময়ি।

শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ॥

শুভমস্তু শকাব্দা ১৬১০

পং ভু সন ৪৮৬ তারিখ ২৪ পৌষ মার্গশীর্ষে॥

শ্রীকুমুদপণ্ডিতস্য স্বাক্ষরমিদম্॥]

ক. ইতি মহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে অভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।
ভিমস্বামিরণে ভঙ্গ মুনিনঞ্চ মতিভ্রমঃ।
যথা দিষ্টি তথা লিখিতং লিখন নাস্তি দোষেনং॥
ইতি সন ১২০৮।
শ্রী নারায়ন দাস।
রামনারায়নানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেসর কংসারে হরে *
ললাটে লিখিতং জৈষ্ঠ সষ্ঠি জাগর বাসরে
নম হরি সঙ্কর ব্রহ্মণা * * ॥১

* * পুত্র সদাএ নিতং অক্ষরং হৃদয় গুরু
সদেস পুজ্যতে রাজা বিদ্যান সর্ব্বথে পুজ্যতে॥২

মেঘ মাঘ দয়ার মৈধ্যে জদ বহুত মদ্ধ *
সাসিত বিজানিযান চ . ঘ . চ মেঘ॥৩

কথং উৎপতিত ধর্ম্ম কথং ধর্ম্ম প্র বাধ্যতে
কথায়ং স্থাপত ধর্ম্ম কথাং ধর্ম্ম বিনস্বতে॥৪

[কতং তে উৎপত্তি ধর্ম্ম
কথং ধর্ম্মগ প্রবধ্যতে।
কথং বা স্থাপত্যে ধর্ম্ম ঃ
কথং ধর্ম্ম ঃ বিনশ্যতি॥]

সত্য উৎপতি ধর্ম্ম দয়াদান প্রবোধ্যতে
ক্ষেমায়ং স্থাপিত ধর্ম্ম লোভে ধর্ম্ম বিনস্যতে।৫

[সত্যে উৎপত্তিঃ ধর্ম্ম
দয়য়া ধর্ম্মঃ প্রবর্ধতে।

ক্ষমাসু স্থাপিতো ধর্ম্মঃ
লোভে ধর্ম্মঃ বিনশ্যতি॥]

গোবিন্দ ॥ ঃ॥ গোবিন্দ॥ ঃ॥ গোবিন্দ॥ঃ॥
সন ১১০৬
শ্রীকৃষ্ণ নরায়ণ॥

ঘ. ইতি মহাভারতে আদি পর্ব্ব সমাপ্তঃ॥
সন-১২০৮ মাহে
শ্রীরামকান্ত দাষস্য।

চ. ইতি শ্রী মহাভারথে পাণ্ডব বিজয় দশম দিবসিয় যুদ্ধ ভিষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত॥
জথা দিষ্টি তথা লিখিতং লিখকের দোস নাস্তিকং।
পুস্তক কর্ত্তা শ্রীরামধন দাষ।
সাকিম ছন গাও॥
লিখিতং শ্রীরামেশ্বর দেব॥
সাকিম ভুলুয়া।
পঃ-আমিরাবাদ।
ইতি সন ১২০৭
১৬ ভাদ্র।

ছ. ইতি মহাভারথে মহাপুরানে কবিন্দ্রে বিরচিত স্ত্রী পর্ব্বনি সমাপ্ত।
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তি॥

ঙ. ইতি মহাভারথে অষ্টাদস পর্ব্বে আদি পর্ব্ব সমাপ্ত।
ইতি সন ১১৩৬ তাং ২ আষাঢ়
শ্রী রাজারামনাথ পুস্তিকামিদম্।

ঙ. ইতি শ্রী মহাভারতে সভাপর্ব্বঃ সমাপ্তঃ।
সক ১৬৬২

চ ইতি শ্রী মহভারতে বন পর্ব্ব সমাপ্ত।
শ্রী লক্ষণদেব শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদম্।
নিবাস হসনাবাদ।

ভণিতা

১. গ্রন্থারম্ভের ভণিতা

ক. যন্ত্র সস্ত্র বিসারদ মহিমা য়পাব।
কলি যুগে হরি যেন কৃষ্ণ য়বতার॥
রাস্তিখান তনয় বহুল গুণনিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি॥
নৃপতি হোসেন সাহ পঞ্চম গৌড় নাথ
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত॥
শয়ানে পালঙ্গ দিল একশত ঘোড়া।
সঙ্গোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া॥
দরিদ্র বর'' করে য়নাথের গতি।
লস্কর পরাগল খান য়তি সে সুমতি॥
কুতুহলে পুছিলেক ভ:রত কাহিনি।

ঘ. রাস্তিখান ত নয় বহুল গুণনিধি।
পৃথিবিতে কল্পতরু নিরমিল বিপি॥
সুলতান হোসেন পঞ্চ গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত॥
সোনার পালঙ্গে দিল একশত ঘোড়া।
সঙ্গোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া॥
তাহান আদেস তবে সিরেত ধরিয়া॥
কবীন্দ্রে কহিল কথা পাচালি রচিয়া॥
এক মনে সুনে জেবা ভারত কথন।
জাহারে সুনিলে হয়ে স্বর্গেতে গমন॥

ক. বিজয় পাণ্ডব কথা য়মৃত লহরি।
সুনিলে য়ধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
ভারত স্রবনে সর্ব্ব পাপ দূরে জাএ।
য়ায়ুর্জ্জস বাড়ে দুঃক্ষ দারিদ্র পলাএ॥
লস্কর পরাগল ভুবন বিদিত।
করাইল পাচালি লোকের হইল হিত॥

ছ. সুর্য্য তান হুসেন সাহা পঞ্চ গৌর নাথ।
ত্রিপুরাব দ্বারে সমর্পিল জান হাতে হাত॥
সোনার পালঙ্গ দিল আর এক ঘোড়।
রাঙ্গা কথুবা দিল সোনার কাপড়া॥
অদ্ভুত পরাগল খাঁন মহামতি।
দরিদ্র ভুঞ্জন বির অনাথেব গতি॥
কুতুহোল ভারথেব পুছন্তি কাহিনী।
কোন মতে পাণ্ডবেরা হাবাইল রাজধানি॥
বনবাসে ছিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কর্ম্ম করিল তারা বনের ভিতর॥

বৎসরেক আছিল সকলে অজ্ঞাত বসতি
কোন মতে পৌরসে পাইল বসুমতি॥
সব কথা কহ মোকে সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেকে সুনিতে পারি পাঁচালী পড়িয়া॥
তাহার আদেস মালা মস্তকে ধরিল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল॥

২. গ্রন্থ মাঝের ভণিতা

গ. বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
পাদ পদে রসময় সুনহ তাহার॥
রাস্তিখান তনয় জে খান মহাসয়।
তাহান আদসে লভি কবিন্দ্রে রচয়॥

ঘ ভিস্ম পর্ব্বে যুদ্ধ আজু দ্বিতীয় প্রহরে।
কবিন্দ্রের পদবন্ধ সুনন্ত লস্করে॥

চ. বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
পদ পাদ রসময় সুনহ তাহার॥
রাস্তিখান তনয়ের খান মহাসয়ে।
তাহান আদেস পাইয়া কবিন্দ্রে রচয়ে॥

চ. বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
কবিন্দ্রে পয়ার সুরে রচিল পয়ার॥

ঙ. কবিন্দ্রের পদবন্ধ সুনন্ত লস্করে।

৩ পর্বশেষের ভণিতা

ক) ভারথের পুন্য কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে য়ধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
সুনিলে য়ধর্ম্ম ঘোচে মহাপাপ ব্যথা।
এহি মতে সমাপ্ত হইল য়াদি পর্ব্ব কথা॥

ক) সুনিলে য়ধর্ম্ম ক্ষয় সংগ্রামেত হএ জয়
য়াইউ জস বাঢ়এ বিসাল।
বিজয় পাণ্ডব নাম পুন্য কথা য়নুপাম
য়মৃত বরিসে সর্ব্বকাল।
ইতিমহাভারতে সভাপর্ব্ব সমাপ্ত॥

ক) ইহলোকে সুখভোগ পরলোকে স্বর্গলোক
ভারতের পুন্য কথা সুনি।
শ্রীযুত নায়ক বর লস্কর যে পরাগল
কবিন্দ্রেত পুছে পুনি ২॥
বিজয় পাণ্ডব নামে পুন্য কথা অনুপাম
য়মৃত লহরি নিরন্তর।
ইতি শ্রীমহাভারতে কর্ন্নপর্ব্ব দ্বিতীয় দিবস যুদ্দে কর্ন্ন বধ:॥
কর্ন্ন পর্ব্ব সমাপ্ত॥

ক) ভারতের পুন্য কথা সুনে পুন্যবন্ত।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।
লস্কর পরাগল নায়কের গুরু।
মহিমা অপার তান দানে কল্পতরু।
ইতি মহাভারতে বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত॥

ক) সংগ্রামে বিজয় হএ বাড়এ য়ায়ুর্জস।
পুন্য কথা ভারথের মধু সম রস॥
লস্কর পরাগল গুনের নিধান।
ভারতের পাঁচালী করিল অবধান॥
ইতি মহাভারতে ভিস্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।

ক-খ) ভারথের পুন্য কথা অমৃতের ধার।
পদে২ জাহার ধর্ম্ম অবতার॥
বিজয় পাণ্ডব কথা যেবা সুনে গাহে।
আইউ জস বাড়ে দুঃক্ষ দারিদ্র পলাএ॥
শ্রীযুত নাকয লস্কর পরাগল।
কথা সুনি হাসন্ত অনন্ত কুতুহল॥
বিপত্তিব কালে হএ বুদ্ধি বিপরিত।
কি করিব দানে ধ্যানে কি করিব নিত্য॥
ভীষ্ম দ্রোণে পড়ে দেখ কর্ন্ন পডে বনে॥
তভো যুদ্ধজিনিতে না পাবে দুর্যোধনে॥

ক) লস্কর পরাগল গুণের সাগর।
যার গুণ সুনিল পঞ্চম গৌড়েশ্বর॥
ইতি [illegible]পর্ব্ব সমাপ্ত॥

খ) বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
সরসে সুনন্ত সব পরাগল খান।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কবিল বখান॥
ইতি শ্রী ভাগবতে [illegible]গুববিজয়ে শল্য পর্ব্বান
অর্দ্ধ দিবসীয় যুদ্ধে শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত॥

খ) অষ্টম দিবসে যুদ্ধ ভিষ্ম পর্ব্বয়।
লস্কর আজ্ঞা লভি কবিন্দ্রে রচয়॥
ইতি মহাভারতে ভিষ্ম পর্ব্বনি অষ্টম দিবসিয় যুদ্ধ॥

খ) ইহলোকে সুখভোগ   পরলোকে স্বর্গলোক
ভারতের পুন্যকথা শুনি।
শ্রীযুক্ত নায়ক বর   লস্কর যে পরাগল
কবীন্দ্রেত পুছে পুনি ২॥
শ্রবন কলসে ভরি   মহাজনে পান করি
কভো না যাইব যম ঘর।

খ) লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥
শ্রীযুক্ত নায়ক লস্কর পরাগল।
বিজয় পান্ডব শুনি মন কুতুহল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

খ) পুত্রে পৌত্রে ধনে ধ্যান্যে বাঢ়এ কল্যানে॥
নমস্কার পরাগল মহিমা অপার॥
কবীন্দ্রে কহিল পৈদ্দ রচিয়া পয়ার॥

খ) ভিষ্মপর্ব্বে পঞ্চদিন যুদ্ধ অবসান।
সরস হৃদয়ে ষুনে পরাগল খান॥
তাহান আদেস মাত্র কবিন্দ্রে রচন্ত।
পদে ২ পুন্য জত সুন মতিমন্ত॥
ইতি ভিষ্মপর্ব্বে পঞ্চ দিন যুদ্ধ অবসান॥

খ) সপ্ত দিবসের যুদ্ধ অমৃতের ধার।
খান আজ্ঞাএ কবিন্দ্রে রচিল পয়ার॥

খ) অষ্টম দিবস তবে ভিষ্মপৰ্ব্ব হইল।
লস্করের আজ্ঞা পাইয়া কবিন্দ্রে রচিল॥
ইতি ভিষ্ম পর্ব্বনি অষ্টম দিবসিয় যুদ্ধ॥

খ) নবম দিবস যুদ্ধ ভিষ্ম জে পর্ব্বয়ে।
পরাগল খান আজ্ঞা কবিন্দ্রে রচয়ে॥
ইত নবম দির্বসিয় যুদ্ধ॥

খ) ইহলোকে সুখভোগ পরলোক স্বর্গলোক
ভারতের পুন্যকথা সুনি।
শ্রীযুত নায়কবর লস্কর যে পরাগল
কবীন্দ্রেত পুছে পুনি॥
বিজয় পাণ্ডব নাম পুন্যকথ অনুপাম
অমৃত সিঞ্চিল কলেবর।
শ্রবণ কলসে ভরি মহাজনে পান করি
কভো না যাই যম ঘর॥
ইতি শ্রী মহাভারতে কর্ন্নপর্ব সমাপ্ত।

খ) এহি প্রসঙ্গে শল্য পর্ব্ব হৈল অবসান।
তার পাছে দুর্জ্জোধন বধ সমাধান॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সরবে সুনন্ত সব পরাগল খান॥
ইতি শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত॥

গ) বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে পাতকখণ্ডে পরলোকে তরি॥

লস্কর পরাগল গুনের নিধান।
সুনিয়া হাসেন বির পরাগল খান॥
ব্যাসের করিও গিত সুমধুর ভক্ষয়।
লস্কব পরাগলে কহে অর্জুন বিজয়॥
ইতি আদিপর্ব সমাপ্ত॥

গ) লস্কর পরাগল বিনয় যে মতি॥
সুনিয়া বিরাট পর্ব্ব বোলেন ভকতি॥
তান আজ্ঞা শিরে ধরি কবিন্দ্রে কহিল॥
মহাভারতের ইসব পাচালি রচিল॥
ইতি মহাভারতে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত॥

ঘ) সুনিলে না বহে পাপ দূর হইয়া যাএ।
আইউৰ্জ্জস বাড়ে দুঃক্ষ দাবিদ্র পলাএ॥।
শ্রীযুক্ত পরাগল গুনের সাগর।
কবিন্দ্রে কহেন্ত কথা সুনন্ত লস্কর॥
ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডব বিজই বনপর্ব্ব সমাপ্ত

ঘ) অষ্টম দিবসে তবে ভিস্মপর্ব্ব হইল।
লস্করের আজ্ঞা পাইয়া কবিন্দ্রে রচিল॥
ইতি ভিস্ম পর্ব্বনি অষ্টমদিবসিয় যুদ্ধ॥

ঘ) শ্রীযুত নায়ক সে জে পরাগল খান।
করাইল পাঁচালি সে জে গুনের নিধান॥
রাস্তিখান তনয় জে পরম উজ্বল।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল সকল॥

চ) ভিষ্ম পর্ব্বে মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় দিবসে।
খান পরাগলের আজ্ঞায় কবিন্দ্রে প্রকাসে॥
ইতি ভিষ্মপর্ব্বনি দ্বিতীয় দিবসিয় যুদ্ধ॥

চ) ভিষ্ম পর্ব্বে তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন প্রহরে।
কবিন্দ্রের পদবন্ধ সুনন্ত লস্করে॥
ইতি ভিষ্মপর্ব্বে তৃতিয় দিবসে মধ্যাহ্ন যুদ্ধ॥

চ) তৃতীয দিবসে যুদ্ধ ভিষ্ম পর্ব্বয়।
বাস্তিখানেব সুত আজ্ঞাএ কবিন্দ্রে বচয॥
ইতি ভিষ্ম পর্ব্বান তৃতিয দিবাসয যুদ্ধে প্রাচিব বধ॥

চ) সবস হৃদযে সুনে পবাগল খান।
ভাহান আদেসে পদ কবিন্দ্রে বচণ্ড।
নতি পদে বসময় সুন মতিমন্ত॥
ইতি ভিষ্ম পর্ব্বান পৎ-মদিবসস্য যুদ্ধ সমাপ্ত॥

চ) খান আজ্ঞাএ কবিন্দ্রে হো রচিল পয়ার॥
ইতি ষষ্ঠপর্ব্বনি ষষ্টমদিবসিয় যুদ্ধ সমাপ্ত॥

চ) বিজয় পাণ্ডব সুন অমৃত সমসর।
কবিন্দ্রে কহন্তি কথা সুনন্তি লস্কর॥
ইতি ভিষ্ম পর্ব্বনি সপ্তম দিবসিয় যুদ্ধ সমাপ্ত॥

চ) অষ্টম দিবসে যুদ্ধ ভিষ্ম পর্ব্বয়।
লস্কর আজ্ঞা লভি কবিন্দ্রে রচয়॥
ইতি মহাভাবতে ভিষ্ম পর্ব্বনি অষ্টম দিবসিয যুদ্ধ॥

চ) নবম দিবস যুদ্ধ ভিস্ম জে পর্ব্বয়ে।
পরাগল খান আজ্ঞা কবিন্দ্রে রচয়ে॥
ইতি নবস দিবসিয় যুদ্ধ॥

চ) ত্রয়োদস অধ্যা কথা দশম দিবসে।
পবাগল খান আজ্ঞা কবিন্দ্রে প্রকাসে॥
ইতি ভিস্ম পর্ব্বনিয় দসম দির্বসিয় যুদ্ধে ভিস্ম বধ॥

চ) সপ্তদশ অধ্যায় অধিক একশত।
পঞ্চসহস্র একমত চৌবাসি শ্লোকমত॥
ভিস্ম পর্ব্বে এহি শ্লোক জান পরিমাণ।
বচিলেক ব্যাসদেব এহি সমাধান॥
সঞ্জয়ে কহেন্ত কথা ধৃতবাষ্ট্রে সুনে।
জয়মুনি কহন্ত কথা জন্মজয় স্থানে॥
ভিস্মপর্ব্বে দশদিন যুদ্ধ সমাধান।
সঙ্গিত ভাঙ্গিয়া ভাসা করিল বাখান॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহবি।
সুনিলে অধর্ম্ম হবে পরলোকে তরি॥
কবিন্দ্রে কহেন কথা শুন মহামতি।
জেন মতে রণ কৈল কৌববেব পতি॥
ইতি শ্রী মহাভারথে দশম দিবসিয়
যুদ্ধে ভিস্ম পর্ব্ব সমাপ্ত॥

চ) বিজয় পাণ্ডব কথা সুধাসম সর।
কবিন্দ্রে কহন্ত কথা সুনন্ত লস্কর॥

ছ) লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
আদিপর্ব্বে কবিন্দ্রে জে কহিল পআর॥

পরিশিষ্ট

ক. বর্ণানুক্রমে সজ্জিত মূল পুথির পাঠ এবং সংশোধিত রূপ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
অকারন	অকারণ
অকৃতকার্জ্জ	অকৃতকার্য্য
অতিন্দ	অতীন্দ্র
অদৃষ্য অদৃস্য	অদৃশ্য
অধিকারি	অধিকারী
অন্তঃরিক্ষ	অন্তরীক্ষ
অনুক্ষন	অনুক্ষণ
অন্য	অন্ন
অপ্‌ছরা	অপ্সরা
অপুর্ব্ব	অপূর্ব্ব
অবকাস	অবকাশ
অবশাদ	অবসাদ
অবসেস	অবশেষ
অবস্য	অবশ্য
অবিলাস	অভিলাষ
অবিষ্ট	অভীষ্ট
অবৈস্য	অবশ্য
অভিলাস	অভিলাষ
অমুল্য	অমূল্য
অরন্য	অরণ্য
অৰ্দ্দ	অৰ্দ্ধ/অর্ধ
অসুভ	অশুভ
অস্বথামা	অশ্বথামা
অসুভ	অশুভ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
আইউ	আয়ু
আকর্ন্ন	আকর্ণ
আকর্সন	আকর্ষণ
আক্রমন	আক্রমণ
আকাস	আকাশ
আক্রোস	আক্রোশ
আগুবেবী	আগুবেড়ি
আচবীল	আচবিল
আচার্জ্জ	আচার্য্য
আছীল	আছিল
আজিবন	আজীবন
আজী	আজি
আদেস	আদেশ
আলোকীল	আলোকিল
আসা	আশা
আসির্ব্বাদ	আশীর্ব্বাদ
আসী	আসি
আসীযা	আসিযা
আক্ষী	আক্ষি
ইতিহাষ	ইতিহাস
ইসিত	ঈষৎ
উচীত	উচিত
উপজীল	উপজিল
উপদেস	উপদেশ
এহী	এহি
কদাচীত	কদাচি
কন্ট	কণ্ঠ
কপচ	কবচ
করুন	করুণ
করুনা	করুণা

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
কাটাঁয়া	কাটিয়া
কাপুরূস	কাপুরুষ
কার্ত্তাবর্জ্জ	কার্ত্তবীর্য্য
ক্ষন	ক্ষণ
ক্ষনে	ক্ষণে
ক্ষিন	ক্ষীণ
কারন	কারণ
কাহ্নি	কাহিনী
কার্জ্জ	কার্য্য
কিংসুক	কিংশুক
কিট	কীট
কিরন	কিরণ
কির্ত্তি	কীর্ত্তি
কুতুহল	কুতূহল
কুন্তি	কুন্তী
কুম্যার	কুমারী
কুসল	কুশল
কৃড়া	ক্রীড়া
কেলেস	ক্লেশ
কেস	কেশ
কৈন্যা	কন্যা
কৈল্যান	কল্যাণ
কোটা	কোটি
ক্রেপা	কৃপা
ক্রোদ	ক্রোধ
খন্ডন	খণ্ডন
খান্ডব	খাণ্ডব
গন	গণ
গন্দ	গন্ধ
গন্দপ	গন্ধপ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
গনিআ	গণিআ
গনিয়া	গণিযা
গর্দপ	গর্ধভ
গর্ব্ব	গর্ভ
গহিন	গহীন
গীয়া	গিযা
গেবাম	গ্রাম
গ্রহন	গ্রহণ
গ্রেহ	গ্রহ
ঘোসনা	ঘোষণা
ঘোসে	ঘোষে
ঘেবান	ঘ্রাণ
ঘ্রান	ঘ্রাণ
চাহীল	চাহিল
চিবিয়া	চিড়িযা
চুরা	চূড়া
চুর্ন্ন	চূর্ণ
জখন	যখন
জত্তন	যত্তন
জত্ন	যত্ন
জথা	যথা
জদি	যদি
জদুবংস	যদুবংশ
জন্মেজয়	জনমেজয়
জবে	যবে
জম	যম
জরাসিন্ধ	জরাসন্ধ
জস	যশ
জাগরন	জাগরণ
জাত্রা	যাত্রা

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
জাদব	যাদব
জান্ত	যান্ত
জাব	যাব
জাবত	যাবৎ
জাব	যাব্
জালিলেক	জ্বালিলেক
জালিয়া	জ্বালিয়া
জির্তিন্দ্রিয়	জিতেন্দ্রিয়
জিবন	জীবন
জির্ন্ন	জীর্ণ
জুর্কতি	যুক্তি/যুর্কতি
জুকুতি	যুক্তি/যুর্কতি
জুঝে	যুঝে
জুদ্ধ	যুদ্ধ
জুদ্দা	যোদ্ধা
জে	যে
জে থায়	যেথায়
জেন	যেন
জেমন	যেমন
জেস্ট	জ্যেষ্ঠ
জৈজ্ঞ	যজ্ঞ
জোজন	যোজন
জোতি	জ্যোতি
জোদ্ধা	যোদ্ধা
তত্তৈক্ষন	ততক্ষণ
তথাপী	তথাপি
তপৈস্যা	তপস্যা
তর্ক্ক	তরু
তৃর্পন	তর্পণ
তিক্ষ্ন	তীক্ষ্ণ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
তির্থ	তীর্থ
ত্রিপ্তি	তৃপ্তি
ত্রিসুল	ত্রিশূল
তৃন	তৃণ
তৃভুবন	ত্রিভুবন
দক্ষিন	দক্ষিণ
দন্ড	দণ্ড
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
দময়ন্তি	দময়ন্তী
দরসন	দরশন/দর্শন
দস	দশ
দাষ	দাস
দ্বাদস	দ্বাদশ
দিড়	দৃঢ়
দিব্ব	দিব্য
দির্ঘ	দীর্ঘ
দির্ব্ব	দিব্য
দ্বিতিয়	দ্বিতীয়
দুঃক্ষ, দুকখ	দুঃখ
দুর্জ্জোধন	দুর্যোধন
দুর	দূর
দুসাসন	দুঃশাসন
দুঃস্বাসন	দুঃশাসন
দুঃস্বল্লা	দুঃশলা
দৃষ্টী	দৃষ্টি
দেখী	দেখি
দেবকি	দেবকী
দেবি	দেবী
দেস	দেশ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
দৈবকি	দৈবকী
দোস	দোষ
দ্রোন্ন	দ্রোণ
দ্রোনাচার্জ্জ	দ্রোণাচার্য্য
দ্রোপদ	দ্রুপদ
দ্রৌপদি	দ্রৌপদী
ধনি	ধনী
ধন্ন	ধন্য
ধবন	ধরণ
ধরনি	ধরণী
ধুপ	ধূপ
ধুসব	ধূসর
ধৃতরাস্ট	ধৃতরাষ্ট্র
ধৃস্টদ্যুন্ন	ধৃষ্টদ্যুম্ন
ধৈন্য	ধন্য
ধৈর্জ্য	ধৈর্য্য
নদি	নদী
নরপতী	নরপতি
নারি	নারী
নিতি	নীতি
নিমেসে	নিমেষে
নিঝর	নির্ঝর
নির্ঝড	
নির্ব্বান	নির্ব্বাণ
নিভৃতে	নিভৃতে
নির্ম্মান	নির্ম্মাণ
নিসব্দে	নিঃশব্দে
নিসাচর	নিশাচর
নিস্বাস	নিঃশ্বাস
নিসেদ	নিষেধ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
পটাইয়া	পাঠাইয়া
পড়ী	পড়ি
পড়ীল	পড়িল
পন	পণ
পন্ডীত	পণ্ডিত
পদাত্তি	পদাতি
পরসু	পরশু
পরাসর	পরাশর
পবিক্ষা	পরীক্ষা
পবিক্ষিত	পরীক্ষিৎ
পষুপতি পসুপতি	পশুপতি
পসুমৈধ্যে	পশুমধ্যে
পাটেস্ববি	পাটেশ্বরী
পান্ত	পান্থ
পান্ডব	পাণ্ডব
পাশান	পাষাণ
পাষরিল	পাসরিল
পাযা	পাশা
পাসে	পাশে
পিত্রি	পিতৃ
পিড়িত্ত	পীড়িত
পিথিবি	পৃথিবী
পুজা	পূজা
পুজিল	পূজিল
পুরি	পুরী
পুরূস	পুরুষ
পুর্ব	পূর্ব
পূচে	পুছে

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
পৃথিবি পৃথিমি	পৃথিবী
প্রতিবিম্ব	প্রতিবিম্ব
প্রদিপ	প্রদীপ
প্রবৃতি	প্রভৃতি
প্রবেস	প্রবেশ
প্রশাদ	প্রসাদ
প্রান	প্রাণ
প্রিথিবি	পৃথিবী
প্রিথিমিত	পৃথিবীত
বংস	বংশ
বরিসএ	বরিষএ
ববিসন	বরিষণ
বরিসে	বরিষে
বরিসেক	বরিষেক
বর্নন	বর্ণন
বর্ননা	বর্ণনা
বন্ন	বর্ণ
বদ	বধ
বরিশন	বরিষণ
বরিসার	বরিষার
বরিসে	বরিষে
বাল্মিকি বাল্মিখি	বাল্মীকি
বাউ বাউঅ বাইউ	বায়ু
বান	বাণ
বানি	বাণী
বাহিনি	বাহিনী
বিংস	বিংশ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
বিচৈক্ষন	বিচক্ষণ
বিপবিত	বিপরীত
বিবিংসতি	বিবিংশতি
বিভিসিক্ষা	বিভীষিকা
বিমন্ডীত	বিমণ্ডিত
বিব	বীব
বিরন্তান্ত	বৃত্তান্ত
বির্জ্জ	বীর্য্য
বিলৈক্ষন	বিলক্ষণ
বিস্টি	বৃষ্টি
বিসাদিত	বিষাদিত
বিসেস	বিশেষ
বিস্য	ভীষ্ম
বিহা	বিয়া/বিবাহ
বুভিলাম	বুঝিলাম
বৃহদ্দজ	বৃহদ্ধজ
বেথা	ব্যথা
বেবহাব	ব্যবহাব
বৈমাত্রিক	বৈমাতৃক
বৈবি	বৈবী
বৈসাক	বৈশাখ
ব্রের্থ	ব্যর্থ
ব্যাড়িয়া	বেড়িয়া
ব্যস্যা	বেশ্যা
ভস্মসাত	ভস্মসাৎ
ভাঙ্গী	ভাঙ্গি
ভাঙ্গীল	ভাঙ্গিল
ভিম	ভীম
ভুত	ভূত
ভুতেস্বর	ভূতেশ্বর

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
ভুদর	ভূধর
ভুমি	ভূমি
ভুমিত	ভূমিঙ
ভুরিস্রবা	ভূরিশ্রবা
ভুসন	ভূষণ
ভুষিত	ভূষিত
ভুসুন্ডি	ভূষণ্ডি
ভেস	বেশ
মদা	মধ্য
মদ্যদেস	মধ্যদেশ
মন্ডল	মণ্ডল
মনিস্য	মনিষ্য
মরন	মরণ
মম্বেত	মর্ম্মেত
মহারানি	মহারানী
মহাসয়	মহাশয়
মহিনি	মোহিনী
মহিস	মহিষ
মাদ্রি	মাদ্রী
মারী	মারি
মুক	মুখ
মুন্ড	মুণ্ড
মুর্ক	মূর্খ
মুর্ত্তি	মূর্ত্তি
মুড়	মূঢ়
মুসল	মুষল
মেল্লী	মৌলি
মৈদ্ধে	মধ্যে
মর্জ্জাদা	মর্য্যাদা

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
মোহাসয়	মহাশয়
য়ংসুমান	অংশুমান
য়কল্যান	অকল্যাণ
য়জ্ঞতা	অজ্ঞতা
য়ন্যতা	অন্যতা
য়পরাদ	অপরাধ
য়বৈস্য	অবশ্য
য়ভাব	অভাব
য়মুল্য	অমূল্য
য়মান্য	অমান্য
য়াছে	আছে
য়ামার	আমার
য়াক্ষারা	আক্ষ'রা
য়াক্ষি	আক্ষি
রজনি	রজনী
রথি	রথী
রন	রণ
রহীব	রহিব
রহীল	রহিল
রাখীছে	রাখিছে
রাজনন্দিনি	রাজনন্দিনী
রাজলক্ষি	রাজলক্ষ্মী
রাজসালা	রাজশালা
রাজসহি রাজসুই রাজসুহি	রাজসূয়
রাজেস্বর	রাজেশ্বর
রার্জ্জের	রাজ্যের
রিসি	ঋষি
রুধির	রুধির

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
রূপবতি	রূপবতী
বৈক্ষা	বক্ষা
বোস	রোষ
লংহীতে	লংঘিতে
লজ্জাবর্তি	লজ্জাবতী
শঞ্চবন্ত	সঞ্চবন্ত
শাধিতে	সাধিতে
শেসব	সেসব
ষকল	সকল
ষুগন্ধি	সুগন্ধি
ষুত	সুত
ষুদক্ষিন	সুদক্ষিণ
ষুন	শুন
ষুনিত	শোণিত
ষুপকার	সূপকার
ষুললিত	সুললিত
সংখ সঙ্খ	শঙ্খ
সংসয	সংশয
সকতি সক্তি	শক্তি
সকুনি	শকুনি
সকুনে	শকুনে
সঙ্কব	শঙ্কব
সত	শত
সতি	সতী
সক্র	শক্র
সক্রহিন	শক্রহীন
সদৃস	সদৃশ
সন্তোস	সন্তোষ

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
সবংসে	সবংশে
সভ	সত্ত্ব
সমুলে	সমূলে
সমে	সবে
সম্পুর্ন	সম্পূর্ণ
সর	শর
সরনে	স্মরণে
সরিরে	শরীরে
সর্ব্বক্ষন	সর্ব্বক্ষণ
সল্য	শল্য
সসরিরে	স্বশরীরে
সস্ট	ষষ্ঠ
সস্টি	ষষ্ঠি
সর্গে	স্বর্গে
সর্ন্ন	স্বর্ণ
সহমরন	সহমরণ
সহগামি	সহগামী
সহাএ	সহাএ
সহীতে	সহিতে
স্বরির	শরীর
সস্ত্র	শস্ত্র
সান্ত	শান্ত
সান্তনু	শান্তনু
সাপ	শাপ
সারথী	সারথি
সালগাচ	শালগাছ
সাসন	শাসন
সান্তি	শান্তি
সাস্ত্র	শাস্ত্র
সিকাইল	শিখাইল

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
সিখন্ডি	শিখণ্ডী
সিগ্রগতি	শীঘ্রগতি
সিঘ্র	শীঘ্র
সিতল	শীতল
সিদ্দি	সিদ্ধি
সিস্টি	সৃষ্টি
সিসুপাল	শিশুপাল
সিব	শিব
সিবিব	শিবির
সিব	শিব
সিলা	শিলা
সিসু	শিশু
সিস্য	শিষ্য
স্ত্রি	স্ত্রী
স্থীব	স্থির
সুক্র	শুক্র
সুক্ষে	সুখে
সুত	সত
সুন	শুন
সুনি	শুনি
সুবর্ন্ন	সুবর্ণ
সুভক্ষন	শুভক্ষণ
সুর্জ্জ	সূর্য্য
সুললীত	সুললিত
সুসর্জ্জ	সুসজ্জ
সৃঙ্গ	শৃঙ্গ
সৃঙ্গাব	শৃঙ্গার
শৃজিল	সৃজিল
সেস	শেষ
সৈজ্জা	শয্যা

মূল পুথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
সৈত্য	সত্য
সৈত্যর্বাত	সত্যবতী
সৈল্য	শল্য
সোক	শোক
সোড়সি	ষোড়শী
সোনা	শোনা
সোন্দব	সুন্দব
সোভে	শোভে
সোলক	শ্লোক
সৌবিন্দি	সৈবিন্ধ্রী
সৌহার্জ্জ	সৌহার্দ্য
স্রধা	শ্রদ্ধা
স্রবন	শ্রবণ
স্রুতি	শ্রুতি
স্রেস্ট	শ্রেষ্ঠ
স্বর্গাবোহন	স্বর্গাবোহণ
হিন	হীন
হবসিত	হর্ষিত

খ. গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রাচীন শব্দ পরিচিতি

অ

অকাট্য - নিশ্চিত, দৃ . অকাট্য কবিস তুই অপযশি হইব মুই । সভা
অক্ষোভ - দুঃখবিহীন, দৃ . বৃক্ষে বৃক্ষ নিবাবএ অক্ষোভ শবীব । আদি
অখন - এখন, দৃ. দেখিবা অর্জুনে চত্র ভেদিবে অখন । আদি
অখনেহ - এখনও, দৃ . অখনেহ তোহ্মাব নাহিক অবধান । বন

আ

আইসএ - এসো, দৃ .ক্ষত্রিযেব ধর্ম্ম জানি আইসএ বাজন । সভা
আইসে - আসে, দৃ . শবতেব চন্দ্র জেন আইসে তেজময । আদি
আওয়াস - আবাস , দৃ . হেন মতে বিদ্যাপুরি কৈল আওয়াস । আদি
আক্ষেপন - আক্ষেপ, দৃ. শুভকালে ব্যাসমুনি ঋতু আক্ষেপন করে । আদি
আছউক - থাকুক, দৃ . আছউক সঙ্গে মোর নরকী সমাজ । স্বর্গারোহণ
আছিল -ছিল, দৃ. বহুল আছিল তাতে কথোপকথন । আদি
আচুক -হঠাৎ, দৃ. আচুক চড়িমু সে পরস না করিব । আদি
আজু - আজ, দৃ. আজু তাকে সংহার করিমু তে কারণে । দ্রোণ
আজুগার-আজকেব, দৃ . আজুকাব সমরে কৌরব নাহি অন্ত । দ্রোণ
আটোপ - শক্ত / কঠিন, দৃ. ক্রোধ হইয়া ভীষ্ম কৈল আটোপ টঙ্কার । আদি
আবরে - আচ্ছাদন / আড়াল, দৃ. স্বর্গদ্বার যেহেন আবরে হিমালয় । বন
আলযে - গৃহে, দৃ . সৈরিন্ধ্রীক না রাখিও তোহ্মার আলয়ে । বিরাট
আহাকার - হাহাকার, দৃ. আহাকার শব্দ হইল সকল সৈন্য বেড়ি । আদি

ই

ই - এই, দৃ. ই সকলে বান্দিলাম সুমেরু পর্ব্বত । আদি

উ

উঝল - উজ্জ্বল, দৃ. সুবর্নের মালা পৈঢ় মানিক্য উঝল । বিরাট
উন - হীন, দৃ মুই দর্প করম কর্ণ রণে নহে উন । আদি
উফাড়িয়া -তুলে, দৃ বৃক্ষ উফাড়িয়া লৈল বীর বৃকোদর । আদি
উফাড়ে - তুলে, দৃ . উফাড়ে কদলি বন করে দড়মড়ি । বন

এ

এড়ন- মুক্তি, দৃ. তথাপি নাহিক এড়ন । সভা
এড়ি - ছেড়ে, দৃ. বন্দী হোতে সিংহ যেন এড়ি দিল রাজ। সভা
এড়েন্তি- ত্যাগ করা, দৃ. ভূমিত বসিয়া রাজা এড়েন্তি নিশ্বাস। আদি
এড়িল - ত্যাগ করল, দৃ. ব্যাস দেখি নরপতি এড়িল আসন। আদি
এবে- এই সময়ে, দৃ. মনের অভিষ্ট বর এবে লয় মাগি। আদি
এহা- ইহা, দৃ. এহা লৈয়া ঘরে যাইতে না হয়ে উচিত। আদি
এহার- এর, দৃ . মাবিল কীচক বীর এহার কারণ। বিরাট
এহি- এই, দৃ. এহি কন্যা হতে হইবে কৌবব বিনাশ । আদি

ক

কদাচন- কখনও, দৃ. রাজদ্বাবে বাহির না হইয় কদাচন। আদি
কতুকে- কৌতূহলে, দৃ. কতুকে বসিয়া আছে লইয়া সুন্দরী । আদি
কনেস্ট- ছোট, দৃ. পুরোহিত ধৌম্যাচার্য্য দ্রোণের কনেস্ট। আদি
কাত- কাকে, দৃ. রাজা হইয়া না বুঝসি নিবেদিব কাত। বিরাট
কেনে- কেনো, দৃ. আহ্মা ছাড়ি তুহ্মি কৃষ্ণে বর কেনে। আদি
কেহ্নে- কেন, দৃ. তবে কেহ্নে বসিয়াছ মুনি স্তব করি। আদি।
কৈভ- বলব, দৃ. তাহার সহিতে পুনি না কৈভ কথন। বিরাট
কোঙর- পুত্র, দৃ. হনুমন্তে বোলে আহ্মি পবন কোঙর। আদি

খ

খেড়ি- খেলা, দৃ. খেড়ি হেতু বসিল সকল সভাচএ । সভা

গ

গঞিল- শেষ হল, দৃ. গঞিল তোহ্মার দুঃখ শুন নরপতি। বন
গোঞাঁইল -কাটাইল, দৃ. অপমান দুঃখে সুখে দিবস গোঞাঁইল। বিরাট
গোয়ায়িব- কাটাব / থাকিব, দৃ.অজ্ঞাত বরিস এক গোয়াঞিব বাস। সভা
গ্রহিতে- গ্রহণ করতে, দৃ. কোন বুদ্ধি বোল আহ্মি তোহ্মাকে গ্রহিতে। বন

চ

চলিম- চলব, দৃ. তখনে চলিম ভীম হাতে গদা করি। বন

ছ

ছাওয়াল- ছেলে, দৃ. প্রসবিয়া ছাওয়াল থুইল মির্ত্তিকায়। আদি
ছিনু- ছিলাম, দৃ. যুধিষ্ঠির গৃহে পূর্ব্বে ছিনু সুপকার। বিরাট

জ

জতি- যত, দৃ. জল মৈধ্যে প্রবেশিয়া দেখিল অস্ত্র জতি। আদি

জিয়াইব- বাচাব, দৃ. কোন জিয়াইব বাঞ্ছা কর মন। বন

ঝ

ঝাটে- শীঘ্র , দৃ. ঝাটে চল নৃপবর কৌরব সংহার কর
তুহ্মি মুখ্য নৃপতি নন্দন। বিরাট

ট

টুকি- টোকা, দৃ. বুকে টুকি দিয়া বোলে শকুনি দুর্ম্মতি। সভা

ঠ

ঠাই- নিকট, দৃ. তার ঠাই সঙ্কেত সময়ে তবে কৈল। বিরাট

ঠাকুরাল - কর্তৃত্ব / মান্যতা, দৃ. অসুর মারিয়া ইন্দ্র করে ঠাকুরাল। সভা

ঠাকুরালি- কর্তৃত্ব / মান্যতা, দৃ. অসুর মারিয়া রাজা করে ঠাকুরালি। সভা

ড

ডেহিয়া- ডিঙ্গিয়ে, দৃ. আহ্মারে ডেহিয়া তুহ্মি যাও অনায়াসে। বন

প

পাখালি- পা ধোয়া জল ,দৃ. গোবিন্দের পাএক পাখালি লএ জল। ভীষ্ম

পাছাড়- আছাড়, দৃ. পাছাড় খাইয়া বীর অবসাদ পাইল। বিরাট

পাছাড়িয়া- আছাড় খেয়ে, দৃ. পাছাড়িয়া ভূমিত পড়িল কলেবর। বন

পাছু- পিছনে, দৃ. পাছু পাছু দেখিয়া যায়এ যথা তথা। ভীষ্ম

পিন্ধন- পড়া, দৃ তাম্রের কর্পটা করে পিন্ধন বল্কলে। সভা

পুছন্ত- জিজ্ঞাসা করল, দৃ. সবিস্ময় পুছন্ত বিরাট মহামতি। বিরাট

পুছিলেক- জিজ্ঞাসা করলেন (তুলনীয়-হিন্দী 'পুছ' দৃ. কুতূহলে পুছিলেক ভারত
কাহিনী । (আদিমধ্য যুগে এর পর্যাপ্ত ব্যবহার লক্ষণীয়)।

পুসকর্নি- পুষ্করিণি, দৃ. কৈলাসের সমীপে দেখিল পুসকর্নি। বন

ফ

ফাফর- ক্লান্ত, দৃ. চারি অশ্ব কাটি কৃপা হইল ফাফর। বিরাট

ফালাইল- ফেলে দিল, দৃ. মাংস পিণ্ড করিয়া ফালাইল যবে। বিরাট

ফুটে- প্রকাশিত হয়, দৃ. তাকে ডেহি যাইতে মোর বুদ্ধি নাহি ফুটে। বন

ফুৎকার- ফণা তোলা, দৃ. কঠোর বহুল সর্পে করএ ফুৎকার। সভা

ব

বাউ- বায়ু, দৃ. বাউ গিয়া জানাইল সহস্রলোচন। আদি

বাখান- প্রশংসা, দৃ. আপনা বাখান কর বড়হি সুন্দর। বিরাট

বাটি- বাড়ি, দৃ. আগুবাড়ি বাটি আনিবারে পাঠাএ নরপতি। আদি

বাত- কথা (তুলনীয় হিন্দী 'বাত'), জানাইল সঙ্গের যত হইল বাত। আদি

বিচন্ত- খোঁজা, দৃ. অর্জ্জুনে বিচন্ত গায় সহদেবে ধরে পায়। সভা

বিনি- বিনা/ ব্যতীত, দৃ. বিনি অপরাধে আহ্মা শাপ কি কারণ। বন

বিরথি- থেমে যাওয়া, দৃ. বন মধ্যে কর্ণবীর হইল বিরথি। বন

বিহা- বিবাহ, দৃ. উলূপি নাগিনী বিহা কৈল যেন মতে। আদি

বৈসে- বসে, দৃ. গঙ্গার সমীপে বৈসে বহু মুনিগণ। বন

ভ

ভন্ডসি- প্রতারণা, দৃ. ব্যাসের করিও গীত সুমধুর ভক্ষয়। সভা

ভর্শ্চিতে- ভর্ৎসনা করতে, দৃ. ভর্শ্চিতে ২ গেল সভার ভিতর। বিরাট

ম

মজে- মগ্ন হওয়া, (এখানে জলের মধ্যে প্রবেশ বা নিমগ্ন অর্থে) দৃ. পুত্র অভিলাষে রাজা জাহ্নবীতে মজে। আদি

মাও- মার, দৃ. মাও সমে বন্দে আর যত গুরুজন। আদি

মুকাইল- খুলিল, দৃ. দ্রৌপদী মুকাইল কেশ পণ কৈল বিশেষ। সভা

মুঞি- আমি, দৃ. আপনা বিক্রমে মুঞি লজ্ঘিমু সাগর।

মেলিয়া- ছুড়ে, দৃ. মুনি প্রতি মেলিয়া মারিল নরনাথে। আদি

মেলে- মধ্যে, দৃ. অপমানে মুনি মেলে করএ বসতি।

মৈলে- মারা গেল, দৃ. পঞ্চ পুত্র সমে মৈল চণ্ডালের নারী। আদি।

মোগদ- আমাদের, দৃ.তাহার কারণে লজ্জা দিলেক মোগদ। আদি

মোহোর- আমার, দৃ. কহ মুনি মোহোর প্রপিতামহ সবে। আদি

য

যেহেন- যেমন, দৃ. স্বর্গদ্বার যেহেন আবরে হিমালএ। বন

র

রবঞ্চ- থাকব, দৃ. অজ্ঞাতে রবঞ্চ ভাই চিন্তা কর মনে। বন

রাজসুহি- রাজসূয় যজ্ঞ, দৃ. রাজসুহি প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ কৈল। বন

স

সইছাএ- স্বেচ্ছায়, দৃ. সইছাএ বেড়াই আহ্মি এহি সরোবর। বন
সমাইক- সকলকে, দৃ. হেন মতে ভীষ্ম বীরে সমাইকে পালন্ত। আদি
সমাহিত- একত্রিত, দৃ. যুক্তি দেয় তুহ্মি সবে সমাহিত হইয়া। আদি
সাদরিক- দৃ, আদরযুক্ত, দৃ. সত্বরে পুছিল রাজা সাদরিক মনে । বিরাট
সান্ধি-প্রবেশ, দৃ. নানা অস্ত্র সান্ধি মারে দুঃশাসন মাথে। বন
সান্ধাইল- প্রবেশ করাল, দৃ. হস্ত পদ মস্তক শরীরে সান্ধাইল। বিবাট
সাফুটিয়া- জড়িয়ে ধরা, দৃ. ধাইয়া গিয়া সাফুটিয়া ধবে আরবার। বিরাট
সাল্লাদিত- আনন্দিত, দৃ. অবশেষে বর দিব সাল্লাদিত মনে। আদি
সুনেস্ট- নিষ্ঠা অর্থে, দৃ. জিতেন্দ্রীয় ধর্ম্মে কর্ম্মে বড়হি সুনেষ্ঠ। আদি

হ

হউব- হবে, দৃ. ব্যাসে বোলে জনমেজয় কি হউব অখনে। আদি

গ. মহাভারতে উল্লিখিত চরিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অক্রূর : যদুবংশোদ্ভূত। কৃষ্ণের সখা। সম্পর্কে পিতৃব্য। এঁর পিতার নাম শ্বফল্ক, মতান্তরে সুফলক এবং মাতার নাম গান্ধিনী। কংসের দুষ্কর্মের বিরোধিতা করেন। তিনি কংসের অত্যাচারের সংবাদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করেন এবং কৃষ্ণকে কংস নিধনের জন্য উৎসাহিত করেন। এঁরই উৎসাহে কৃষ্ণ কংস ধ্বংসে যাত্রা করেন। অবশেষে কংসকে বধ করেন। আহিড়ের যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংশকালে অক্রূর মৃত্যুবরণ করেন।

অগস্ত্য : বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। যজ্ঞস্থলে উর্বশীর রূপদর্শনে কামমোহিত মিত্রাবরুণের স্খলিত রেতঃ হতে যজ্ঞকুণ্ডে অগস্ত্য মুনির জন্ম হয়। তপঃপ্রভাবে তিনি অত্যন্তক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন এবং উগ্রস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অভিশাপ দিয়ে যে কোন কিছুকে ভস্ম করে ফেলতে পারতেন। একদা তিনি দেখলেন তাঁর পিতৃপুরুষরা অধোমুখে গর্থে লম্বমান হয়ে রয়েছেন। । তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলেন–তাঁর সন্তান না হলে তাঁরা এই দুর্বিসহ দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন না। অতঃপর তিনি সন্তান পবম্পরা বিস্তারের কথা ভাবলেন। কিন্তু কোথাও যোগ্য কন্যা পেলেন না। তখন তিনি যে সব প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় উৎকৃষ্ট, তিনি সে সব সংগ্রহ করে তদ্রূপ একটি অপরূপা কন্যা নির্মাণ হেতু কঠোর তপস্যায় নিবৃত হন। তাঁর তপস্যার ফলে সৌদামিনীর ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্না সেই কন্যা বিদর্ভরাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণগণ কন্যার নামকরণ করেন লোপামুদ্রা। ধীরে ধীরে কন্যা যৌবনে পদার্পণ করেন। অগস্ত্যমুনি রাজাকে পূর্বের সব বিষয় অবগত করে কন্যাকে গ্রহণ কবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা তার এই অপরূপা কন্যাকে এরূপ এক ঋষির নিকট সম্প্রদানে অনিচ্ছুক হলেও মুনির ভয়ে লোপামুদ্রা স্বয়ং মুনির প্রস্তাবে সম্মত হন। লোপামুদ্রার পতিসেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সন্তান প্রার্থনার কথা বলেন। লোপামুদ্রা বলেন -- এক বিদ্বান সাধুপুত্র বহুসংখ্যক অসৎ ও অসাধু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই সহস্র জনের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন একজন বিদ্যান পুত্রই আমি অভিলাষ করি। সে ইচ্ছানুযায়ী - অগস্ত্যের ঔরসে লোপামুদ্রা জন্ম দেন মহাকবি দৃঢ়স্যুকে। অগস্ত্য প্রলহাদবংশজাত বাতাবী দানবকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ বধ নিরত করেছিলেন।

পাণ্ডবগণ বনবাস যাপনকালে অগস্ত্যমুনি তাঁদের নানারূপ সৎপরামর্শ এবং জ্ঞানদান করেছিলেন। মনুষ্যজাতি অগস্ত্যমুনিকে দেবতারূপে জ্ঞান করেন।

অজগর : কালান্তক যমসদৃশ ভুজঙ্গ বিশেষ। পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ আয়ুর পুত্র এবং চন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র নহুষ। নহুষ অহঙ্কারের ফলে অগস্ত্যমুনির অভিশাপে অজগরে পরিণত হন। পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে অবস্থানকালে ভীম একদা বন্যপশু শিকার করতে করতে অজগরের দ্বারা আক্রান্ত হন। অজগর ভীমের সমস্ত শরীর তাঁর শরীর দ্বারা আবৃত করে রাখেন। অসীম পরাক্রমশালী ভীম অজগরের নিকট পরাস্ত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্য এবং পরিচয় জানতে চান। অজগর তখন তাঁর পরিচয় প্রদান করেন এবং বলেন তুমি আমার বংশোজাত হলেও নিয়তির বিধান নিমিত্ত আজ আমার ভক্ষণ বস্তু হলে। এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমের বিলম্ব দেখে অন্বেষণ করতে করতে অজগরের নিকট উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির সব বৃত্তান্ত জেনে অজগরকে বললেন– কোন বস্তু পেলে আমার ভাইকে নিস্কৃতি দিবেন, এবং কিরূপে আপনি অভিশাপ মুক্ত হবেন। অজগর তখন বললেন–আমার দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে তোমার ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করব। অজগর প্রশ্ন করেন--ব্রাহ্মণ কে এবং বেদ্যই বা কি ? যুধিষ্ঠির বলেন--যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ থাকতে পারে, আবার অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় হলেও শূদ্রলক্ষণ থাকতে পারে। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তিতে তা পরিলক্ষিত হয় না তারাই শূদ্র। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন-- যাঁকে প্রাপ্ত হলে আর শোকদুঃখ থাকে না, সেই সুখদুঃখবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য। অনিত্য বস্তুমাত্রেই হয় সুখ না হয় দুঃখ অনুভূত হয়ে থাকে। কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখ বিহীন। অতএব সেই পরমেশ্বরই বেদ্য। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে অজগর পরিতৃপ্ত হন। তিনি ভীমকে মুক্ত করেন এবং অহঙ্কারজনিত ঘোরপাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। অতএব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শ্রবণে অজগরের কলেবর পরিত্যাগ করে নহুষরাজা দিব্য-বিগ্রহ পরিগ্রহ করে দিব্যধামে গমন করেন।

অত্রি : ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও চন্দ্রের পিতা বলে কথিত, কারণ চন্দ্র এঁর নেত্র থেকে উৎপন্ন এরূপ কথা প্রসিদ্ধ আছে। এঁর পত্নী দক্ষসুতা অনসূয়া। ইনি একখানি সংহিতা রচনা করেন, তার নাম অত্রিসংহিতা। তাঁর মতানুসারে বেদ, অগ্নি, লোক ও আশ্রম প্রত্যেকটি ত্রিসংখ্যক বলে নির্দেশিত হয়েছে। পূর্বে বৈন্যনামে এক রাজা

অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলেন। মহর্ষি অত্রি ধন আহরণার্থে বন্য যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে বন্যর ভূয়ষি প্রশংসায় রত হন। এতে মহর্ষি গৌতম রাগান্বিত হয়ে বলেন--প্রতিপালক প্রজাপতি মহেন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। দুই মহর্ষির বাক্-বিতণ্ডা চরমে উপনীত হলে কশ্যপ মুনি দুই মহাতাপের বিবাদ নিরসনে সনৎকুমারের নিকট গমন করেন। সনৎকুমার বলেন--দিবাকর স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্বক দ্যুলোকে দেবগণের অন্ধকার যেমন বিনষ্ট করেন, তেমনি ভূপতি পৃথিবীস্থ সকল লোকের অধর্ম নিরাকরণ করেন। এ দৃষ্টিতে রাজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, অতএব যিনি রাজাকে সর্বপ্রধান বলে নির্দেশ করেছেন তাঁর সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত। অত্রিকর্তৃক বন্যরাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে রাজা অযাচিত ধন দানপূর্বক অত্রিকে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিরূপে আখ্যায়িত করেন।

অধিরথ : কর্ণের পালিত পিতা। অধিরথ চন্দ্রবংশোদ্ভূত। কিন্তু তিনি সর্বদা সারথ্য কার্য করতেন বলে সূত নামেই পরিচিত হন। তাঁর পিতার নাম সত্যকর্মা এবং পত্নীর নাম রাধা। তিনি নি:সন্তান ছিলেন। কুমারীকালে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হলে কুন্তী তাকে জলে ভাসিয়ে দেন। অধিরথ পুত্র অভিলাষে সূর্যের আরাধনা করে স্বপ্নপ্রাপ্ত হয়ে নদী থেকে পুত্র কর্ণকে লাভ করেন। কর্ণকে নিজ পুত্ররূপে লালিত-পালিত করেন।

অনিরুদ্ধ : শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র। ভোজকটরাজ রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রা এঁর প্রথমা পত্নী। শোণিতপুরের দৈত্যরাজবাণের কন্যা উষার সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে তদন্তঃপুরে গমন করেন। তখন বাণরাজের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে নাগপাশবদ্ধ হন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন সসৈন্যে এসে তাঁকে পত্নী উষাসহ উদ্ধার করে দ্বারকায় নিয়ে যান। অবশেষে যদুবংশ ধ্বংসকালে মৃত্যু বরণ করেন।

অনুশাল্য : কৃষ্ণ বিদ্বেষপরায়ণ একজন দৈত্য। এ এক সময়ে কৃষ্ণের নিধন কামনায় এসে হস্তিনা অবরোধ করলে, ভীমার্জুন প্রভৃতি সকলেই এর হস্তে পরাভূত হন, কিন্তু কর্ণসুত বৃষকেতুর হস্তে শেষে এ পরাভূত ও বন্দীকৃত হয়ে কৃষ্ণসকাশে আনীত হয়। অতঃপর কৃষ্ণের সদুপদেশে এর প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় এবং তিনি ব্রতচারী হয়ে অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত করেন।

অর্বাবসু : রৈভ্যের পুত্র। পরাবসুর ভ্রাতা।

অম্বা : কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা। অম্বালিকা ও অম্বিকা তার দুই সহোদরা। ভীষ্ম বিচিত্র বীর্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ম্বর সভা থেকে তাঁদেরকে

হরণ করে এনেছিলেন। ভীষ্মদেবকে অম্বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু ভীষ্ম অম্বার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অপমানিতা অম্বা ভীষ্মকে বধের প্রতিজ্ঞা করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শিবের বর পেয়ে পরজন্মে দ্রুপদের পুত্র হিসেবে শিখণ্ডী নামে যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মলাভ করেন। অতঃপর পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী শিখণ্ডিনী রূপী অম্বা ভীষ্ম বধের কারণ হন। অবশেষে নিদ্রিত অবস্থায় দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের সঙ্গে অশ্বত্থামাকর্তৃক নিহত হন।

অম্বালিকা : কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। বিচিত্রবীর্যের পত্নী। পাণ্ডুর মাতা।

অম্বিকা : কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। বিচিত্রবীর্যের পত্নী। ধৃতরাষ্ট্রের মাতা। শেষ জীবনে অম্বিকা তার কনিষ্ঠা ভগ্নী অম্বালিকার সঙ্গে তপস্বিনীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন।

অর্জুন : পাণ্ডুরাজার তৃতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। ইন্দ্রের ঔরসে ও পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি শৈশবে প্রথমে কৃপাচার্যের ও শেষে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হয়েছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণবেশে দ্রুপদ নন্দিনীর স্বয়ংবর সভায় গমনপূর্বক উর্দ্ধস্থাপিত ঘূর্ণায়মান লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তৎপরে মাতা কুন্তীর আদেশে পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে বিবাহ করেন। এই বিবাহকালে নিয়ম থাকে, ভ্রাতৃগণ মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান করবেন, তখন অন্য কোন ভ্রাতা সেস্থানে উপস্থিত হলে দ্বাদশবর্ষ বনবাসী হতে হবে। অর্জুন সেই নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য দ্বাদশবর্ষের নিমিত্ত বনগমন করেন। এই বনবাসকালে তিনি উলূপী ও হৈলাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে উলূপীর গর্ভে ইরাবান ও হৈলাবতীর গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। এরপরে তিনি দ্বারকায় গমন করে শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার প্রতি অনুরাগ সম্পন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তাঁকে হরণ করেন। অতঃপর বিবাহ করেন। এই সুভদ্রার গর্ভে এঁর বীরপুত্র অভিমন্যু জন্মলাভ করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্মা নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি মদমত্ত গন্ধর্ব নিগৃহীত দুর্যোধনকে গন্ধর্বের হাত থেকে উদ্ধার করেন। ইনি কিরাতরূপী মহাদেবকে শৌর্যে পরিতুষ্ট করে পাশুপাত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। অনন্তর বিরাট রাজগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলারূপী নপুংসক হয়ে বিরাটতনয়ার নৃত্যগীতাদি শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। ইনি দুর্যোধনাদির হাত হতে বিরাটরাজের গোধন রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিরাট কন্যা উত্তরার সঙ্গে স্বীয় পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দেন। ইনি কৌরবদের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পরিচয় রেখেছেন। কর্ণ তাঁর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যদান করে ইনি ভ্রাতৃগণ ও পত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থানকালে পর্বত আরোহণের সময় ক্রমে ক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের দেহপাত ঘটার পরে তাঁরও দেহাবসান ঘটে। ইনি বীরগর্বে গর্বিত ছিলেন, এবং একাদশ দিনে কৌরবদের বিনাশ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি, এই অপরাধে তিনি সশরীরে স্বর্গলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

অলম্বুস : জটাসুরের সন্তান। অলায়ুধ ও বক রাক্ষসের ভ্রাতা। পাণ্ডব বিদ্বেষী। কৌরবপক্ষের একজন শক্তিশালী রাক্ষস যোদ্ধা। করুক্ষেত্রে ভীমসেনের সঙ্গে অলম্বুষের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ভীমসেন নয়টি নিশিতশরে বোষপরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করলেন। কিছুক্ষণ মূর্ছিত থাকার পরে সংজ্ঞালাভ করে নীলকজলসদৃশ নিশাচর ভীমের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অদৃশ্যযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এরূপ মায়াযুদ্ধ অলম্বুষকে নিরস্ত্র করলে ভীম পুত্র ঘটোৎচকে আহ্বান করা হল। ঘটোৎকচ অলম্বুষের প্রতি নিশিতশর নিক্ষেপ করতে থাকেন। দুই অমিত পরাক্রমশালী যোদ্ধার ঘোরতর মায়া যুদ্ধের একপর্যায়ে পাণ্ডবগণের সহযোগিতায় ঘটোকচ অলম্বুষকে নিহত করেন।

অলায়ুধ : বকাসুর রাক্ষসের ভ্রাতা। বনবাসকালে ভীমকর্তৃক বক রাক্ষস ও কির্মীরাক্ষস বধ হয়। অলায়ুধ এদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে কৌরব পক্ষে যোগ যেন। ঘটোৎকচ, ভীম প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে ঘটোৎকচের হতেই নিহত হন।

অশ্বত্থামা: দ্রোণাচার্যের পুত্র। দ্রোণ পত্নী কৃপীর গর্ভে এর জন্ম। ইনি ভুমিষ্ঠ হওয়ামাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করেন, সে জন্য এঁর নাম হয় অশ্বত্থামা। ইনি পিতা দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করে যুদ্ধ বিশারদ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারেন নি। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরবপক্ষের একজন প্রধান সেনাপতি হন, এবং দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের পর পাণ্ডবসংহারে কৃতসঙ্কল্প হয়ে একদা রাত্রিযোগে পাণ্ডবশিবিরে গমনপূর্বক দ্রৌপদীর পাঁচটি শিশুপুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় নিদ্রিত সকল বীরগণের বধসাধন করেন। এই কাপুরুষোচিত কাজ করার পরে তিনি ভীত হয়ে ব্যাসদেবের শরণ গ্রহণ করেন। ভীম এ ঘটনায় অতি ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামার প্রাণসংহারে বহির্গত হন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং যুধিষ্ঠির তাঁর অনুগমন করেন। অতঃপর অশ্বত্থামা অর্জুনকে সমাগত দেখে তাঁর বধার্থ ঐষীক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, অর্জুনও ব্রহ্মাশিরাস্ত্র ত্যাগ করে আত্মরক্ষায়

যত্নপর হন। এই দুই মহাঅস্ত্রে মহাপ্রলয় আশংকায় ব্যাসদেব ও নারদ উভয় অস্ত্রের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে উভয়কে অস্ত্র সংবরণের জন্য অনুরোধ করেন। অশ্বত্থামা অস্ত্র সংবরণে অপারগ হেতু উত্তরার গর্ভ বিনাশে উদ্যত হলে, শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণরক্ষা করেন। এদিকে অশ্বত্থামা ও অর্জুনের অস্ত্র হতে জীবন রক্ষা কল্পে আপন মস্তকস্থিত সহজাত মণি কর্তন করে অর্জুনকে প্রদান করেন। এইরূপে অশ্বত্থামা সপ্ত চিরজীবীর মধ্যে গণ্য হয়ে আছেন।

অশ্বিনীকুমার : স্বর্গবৈদ্যদ্বয়। বিশ্বকর্মার তনয়া সূর্যপত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তাপ সহ্য করতে না পেরে আপনারই সদৃশী ছায়া নামে এক রমণীকে আপন দেহ হতে সৃষ্ট করে তাকে স্বামী সন্বিধানে প্রতিনিধিস্বরূপ রক্ষা করতঃ পিতৃগৃহে প্রস্থান করেন। কিন্তু তাঁর এই আচরণে তাঁর পিতা বিশ্বকর্মা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন তুমি পতিসেবা পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে এসেছ, অতএব আমি তোমার মুখাবলোকন করতে চাই না। সংজ্ঞা পিতার এ কথা শুনে অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করেন, এবং উত্তর কুরুবর্ষে অশ্বিণীরূপ ধারণ করে লুকিয়ে থাকেন। এদিকে সূর্য সংজ্ঞাব পিতৃগৃহে গমনের বিষয় জানতে পেরে তথায় গিয়ে উপস্থিত হন, কিন্তু বিশ্বকর্মার গৃহে তাঁকে দেখতে পান না, অতঃপর তিনি যোগবলে জানতে পারেন সংজ্ঞা উত্তরকুরুবংশে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে বিচরণ করছেন। তথন সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে সেই স্থানে গমন করেন। সেখানে কিছুদিন অশ্বিনীর সঙ্গে অবস্থানের পর তাদের দুই যমজ পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। এঁদের নাম আশ্বিন ও রেবন্ত। এঁরাই অশ্বিনী কুমার বা আশ্বিনীসুত নামে খ্যাত। এঁরা চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্বর্গে চিকিৎসা করতেন বলে স্বর্বৈদ্য এই আখ্যায় আখ্যায়িত হন। মহাভারতের পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে এঁরা নকুল ও সহদেবের জন্ম দিয়েছিলেন।

অষ্টবসু : আপ বা সাবিত্র, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ, প্রভাব বা প্রভাস-এই আটজন স্বর্গবাসী বসু। এঁরা শাপগ্রস্থ হয়ে শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে মর্তে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গা জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে তাঁদের অভিশাপ থেকে নিস্কৃতি দেন।

অষ্টাবক্র : কাহোড় মুনির পুত্র, এঁর মাতার নাম সুজাতা এবং এঁর মাতামহের নাম উদ্দালক। ইনি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে একদা পাঠনিরত পিতাকে বললেন, হে পিতা! আপনি সমস্ত রাত অধ্যয়ন করেন বটে, কিন্তু আপনার এই অধ্যয়ন

সম্পুর্ণ হয় না। আমি এ গর্ভে থেকেই আপনার প্রসাদে সমুদয় সাঙ্গবেদ ও অন্য সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, এই হেতু আমি শ্রবণে বুঝতে পারছি আপনার শাস্ত্রাদি পাঠ সম্যক্ হচ্ছে না। মহর্ষি কাহোড় শিষ্যগণ মধ্যে গর্ভস্থ্ বালককর্তৃক এরূপ অপমানিত হয়ে ক্রোধে তাকে অভিশাপ দিলেন-' তুমি গর্ভে থেকে আমার প্রতি এইরূপ অবমাননা বাক্য প্রয়োগ করছ, অতএব তোমার কলেবরের অষ্টস্থল বক্র হবে। পিতার এই অভিশাপে বালক অষ্টাঙ্গে বক্র হয়েই জন্মগ্রহণ করেন, এবং এব জন্য তাঁর নাম হয় অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্র বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। গর্ভাবস্থাই তিনি বেদজ্ঞ হয়েছিলেন। সুপ্রভার পাণিপ্রার্থী হয়ে অনেক পরীক্ষা দান করেন

অহল্যা : বৃদ্ধাশ্বের কন্যা, গৌতম ঋষির পত্নী। প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল প্রাণীর উৎকৃষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একত্র সমাহার পূর্বক অতুল রূপগুণযুক্তা এই অহল্যার সৃষ্টি করেন। অতঃপর গৌতমের সঙ্গে অহল্যার বিয়ে দেন। গৌতম ঋষি একদা স্নানার্থে গমন করেছেন, এই অবসরে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যার নিকটে আগমন পূর্বক আপন মনোবাসনা পূর্ণ করলেন, গৌতম ঋষি গৃহে ফিরে সব বিষয় অবগত হয়ে ইন্দ্রকে অভিশপ্ত করেন, এবং অহল্যাকে বহুসহস্রবছর প্রস্তরাকারে বিরাজ করার জন্য অভিশাপ প্রদান করেন।

আরুণি : আয়োদধৌম্য ঋষির জনৈক শিষ্য। পাঞ্চালে দেশে এঁর নিবাস ছিল। গুরুর আদেশে ইনি ক্ষেত্র মধ্যস্থিত জল রক্ষা করতে না পেরে শেষে নিজ দেহই আলিরূপে বিন্যাসিত করতঃ জলরোধ করেন। গুরু তাঁর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখে উদ্বিগ্ন ও তথায় উপস্থিত হন, এবং তাঁকে আহ্বান করেন। গুরুর আহ্বানে আরুণি আলিভঙ্গ করে উত্থিত হন এবং তাঁর নিকট গমন করেন। অতঃপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে গুরু তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন ও তাঁকে 'উদ্দালক' অর্থাৎ আলি-বিদারক এই আখ্যা প্রদানপূর্বক সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার আশীর্বাদ করেন। আরুণি বিখ্যাত ঋষিরূপে খ্যাত হন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ আরুণি ঋষির নিকট থেকে নানাপরামর্শ ও জ্ঞান লাভ করেন।

আয়ু : পুরুরবার পুত্র। উর্বশী এঁর মাতা। স্বনামখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজা। ক্ষত্রবৃদ্ধ, নহুষ প্রভৃতির পিতা।

আস্তীক : জরুৎকারু মুনির ছেলে। মাতা মনসাদেবী। বাসুকি তাঁর মাতুল। তিনি স্বনামখ্যাত মুনিদের অন্যতম। ইনি জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে মাতৃশাপে লুপ্তপ্রায় সর্প কুলকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন।

আহুক · ইনি অন্ধকবংশসম্ভূত কংসের পিতামহ। দেবক ও উগ্রসেনের পিতা। এর স্ত্রীর নাম কংখা।

ইন্দ্র . দেবরাজ। ঋকবেদের প্রধান দেবতা। অর্জুনের পিতা। ইনি দেবগণের অধিপতি। সূর্য, সোম, যম, অগ্নি, কালাদি দেবগণ এঁর অধীন। বৈদিক ভারতে সবশ্রেষ্ঠ আদিদেব, যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব হয়, তখন ইন্দ্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হতে হয়েছিল। একবার ইন্দ্র মহাদেবের মায়ায় নিজের মত পাঁচজন ইন্দ্র দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর অভিমান কমে যায়। তার আদিদেবত্ব রইল না বটে, কিন্তু তথাপি উপাসনার সময় তিনি ভক্তের চোখে ঈশ্বর। ইনি পূর্বদিকের অধিপতি। পুলোমদানব কন্যা শচী এর পত্নী। ইন্দ্রের হস্তীর নাম ঐরাবত, অশ্বের নাম উচ্চৈঃশ্রবা, পুরীর নাম অমরাবতী, উদ্যানের নাম নন্দন, রাজপ্রসাদ বৈজয়ন্ত এবং পুত্রের নাম জয়ন্ত। তিনি বানররাজ ঋক্ষ রাজার ক্ষেত্রে বালীকে উৎপন্ন এবং কুন্তীর গর্ভে অর্জুনকে জন্মদান করেন। তিনি দেবমানে শতবর্ষ রাজ্যভোগ করে সিংহাসনভ্রষ্ট হন। ঋষি দুর্বাসার শাপে একবার স্বর্গচ্যুত হন। বৃত্রবধান্তে ব্রহ্মহত্যা পাপে আর একবার তিনি স্বর্গত্যাগ করেন। ইনি গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে গৌতমকর্তৃক অভিশপ্ত হন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন · অবন্তীর সূর্যবংশীয় রাজা। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে একজন দুর্দ্ধর্ষ রাজা ছিলেন। বিষ্ণুর প্রসাদে তিনি পর জন্মে বিষ্ণুকে লাভ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

ইন্দ্রসেন . সূর্যবংশীয় পূর্ণের পুত্র। যুধিষ্ঠিরের সারথি। এর পুত্রের নাম রাতিহোত্র। নল দময়ন্তীর এক পুত্রের নাম ছিল ইন্দ্রসেন। পরীক্ষিতের এক পুত্রের নামও ইন্দ্রসেন।

ইরাবান · অর্জুনের পুত্র। মাতা নাগরাজকন্যা উলূপী। সমুদ্ভূত কৌরব্যের পৌত্র। নাগরাজের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বংশরক্ষার্থে অর্জুনকে অনুরোধ করেন। অর্জুন উলূপীকে বিয়ে করে নাগরাজের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। পুত্র ইরাবানের জন্মগ্রহণের পরে অর্জুন প্রত্যাবর্তন করেন।

ইল্বল · দৈত্য বিশেষ। বাতাপি নামক দানবের ভ্রাতা। এদের পিতার নাম বিপ্রচিত্তি এবং মাতার নাম সিংহিকা। মণিমতীপুরে এরা বাস করতেন। ইল্বল নামধারী অন্য একজন দানব, এ উপর্যুক্ত ঐ ইল্বলের ভাতৃসম্পর্কীয় ও হিরণ্য কশিপুর

সেনাপতি ছিলেন, তাঁর পিতার নাম প্রহলাদ। ইল্বল একদা এক তপপ্রভা ব্রাহ্মণের কাছে সর্বগুণসমন্বিত দেবতুল্য সন্তানের বর চান। কিন্তু ব্রাহ্মণ দৈত্যকে সে বর দিতে চান নি। এতে ইল্বল ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ ধ্বংসে মনোনিবেশ করেন, তার গৃহে কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে ভ্রাতা বাতাবীর মাধ্যমে ছলনায় হত্যা করতেন। অগস্ত্যমুনি বাতাবীকে হত্যা করে ইল্বলের এই ব্রাহ্মণ হত্যা রোধ করেন।

উগ্রসেন : কংসের পিতা। ইনি সাত্বত, বৃষ্ণিভোজ, এ দশানৃগণের অধিপতি ও মথুরাদেশের রাজা ছিলেন। ইনি আহুকের পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম ও উগ্রসেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

উচ্চৈঃশ্রবা : ইন্দ্রদেবের অশ্ব। এই অশ্ব উন্নতকর্ণ ও সমুদ্রমন্থন হতে জাত। এর বর্ণ শ্বেত। এটা সপ্তমুখ বিশিষ্ট।

উতঙ্ক : ইনি মহামুনি গৌতমের শিষ্য জনৈক মহর্ষি। ইনি আচার্যের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন। গুরুপত্নীর প্রেম, ঈর্ষা ও কুণ্ডলের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একদা কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে দ্বারকায় গমনের পথে উতঙ্কের সঙ্গে দর্শন হয়। উতঙ্ক কৃষ্ণকে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের ধ্বংস লীলার কথা জানতে চান। কৃষ্ণ ব্যক্ত করলে-উতঙ্ক কৌরব বংশ ধ্বংসের জন্য কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করেন। এবং কৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। কৃষ্ণ হিততত্ত্ব শ্রবণ দ্বাবা উতঙ্ককে নিবৃত করতে চেষ্টা কবেন। কৃষ্ণ উতঙ্ককে আষ্টাদশ অধ্যাগীতা শ্রবণ করান। তখন উতঙ্ক কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাইলে কৃষ্ণ তার বিশ্বরূপ দর্শন করান। উতঙ্ক কৃষ্ণেব নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রত্যাগমন করেন।

উতথ্য : অঙ্গিবার জ্যেষ্ঠপুত্র। মাতা শ্রদ্ধা। বিখ্যাত মহর্ষি। মহর্ষি বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বৃহস্পতি সর্বদা ভ্রাতা উতথ্যের সম্পদ ও কৃতিত্বে হিংসা করতেন। এতে উতথ্য রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে বিচরণ করতেন। একদা মরুত্ত যজ্ঞ করার নিমিত্তে যজমান রূপে বৃহস্পতিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ইন্দ্রের যজমান ব্যতীত অন্য কারুর যজমান করবেন না বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন। তখন উতথ্যকে যজমান রূপে প্রার্থনা করেন এবং প্রাপ্ত হন। মরুত্তের যজমান করে উতথ্য বিপুল ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হবে ভেবে বৃহস্পতি উতথ্যকে বাঁধা দেন। কিন্তু উতথ্য ক্রোধে ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহস্পতিকে নিরস্ত করেন। বৃহস্পতি তখন সঅহংকারের জন্য অনুতপ্ত হন।

উত্তমৌজা : দশম মন্বন্তরাধিপ মনুর পুত্রবিশেষ। পাণ্ডবপক্ষীয় বীর। বীরত্বের সঙ্গে বহু কৌরব সৈন্য বধের পর রাতে নিদ্রিত অবস্থায় অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন। পাঞ্চালপতি দ্রুপদের অন্যতম পুত্র।

উত্তর : বিরাটরাজের কনিষ্ঠ পুত্র। সুশর্মাসহ কৌরবগণ বিরাটরাজ্যের গোধন হরণ উপলক্ষে যুদ্ধায়োজন করলে উত্তর অর্জুনকে সারথি করে রাজ্য রক্ষা এবং গোধন উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্র দর্শন করে ভীত হওয়াতে অর্জুন উত্তরাকে সারথি করে যুদ্ধ জয় করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রথম দিনেই উত্তর শল্যের হাতে' নিহত হন।

ডত্তরা : বিরাট রাজের কন্যা। উত্তরের ভগ্নী। অভিমন্যুর পত্নী। পরীক্ষিতের মাতা পাণ্ডববগণের অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলাবেশী অর্জুন এঁর শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এঁকে গন্ধর্ব বিদ্যা অথ্যাৎ নৃত্যগীত বাদ্যাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

উদ্দালক : মহর্ষি। আরুণির পরবর্তী নাম। একে উদ্দানকও বলা হয়। মহর্ষি আয়োধধৌম্যের প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ শিষ্য। পুত্রের নাম শ্বেতকেতু।

উদ্ধব : সত্যকের পুত্র। ইনি কৃষ্ণের সখা ছিলেন। সম্পর্কে পিতৃব্য। ইনি মহর্ষি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। তিনি বৃষ্ণিবংশীয় মন্ত্রী ছিলেন। এঁর আর একটি নাম দেবশ্রবা। যদুবংশ ধ্বংসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এঁকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইনি বদরিকা আশ্রমে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন।

উপমন্যু : ইনি বিখ্যাত মুনি আয়োধধৌম্য আচার্যের জনৈক শিষ্য। আরুণির সতীর্থ। এঁর গুরুভক্তি আজও দৃষ্টান্তস্বরূপে উক্ত হয়ে থাকে।

উপরিচরবসু : পুরুবংশজাত। চেদি দেশের রাজা এবং ইন্দ্রের সখা ছিলেন। এর অন্য নাম বসু। ইনি অত্যন্ত ধার্মিক অথচ অতি মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। ইনি ইন্দ্রের পরামর্শে চেদি রাজ্য গ্রহণ করেছিলেন।

উপসুন্দ : দৈত্য বিশেষ। নিশুম্ভের অন্যতম পুত্র। ভ্রাতার নাম সুন্দ। নরকাসুরের সেনাপতি। কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়।

উর্বশী : বিখ্যাত অপ্সরা বা স্বর্গ-বেশ্যা বিশেষ। ইনি নরনারায়ণের উরু হতে উদ্ভুত হয়েছিলেন বলে এরূপ নামকরণ হয়। পুরুরবা ও উর্বশীর মিলনে আয়ুর জন্ম হয়। বনবাসকালে অর্জুন ইন্দ্ররাজ্যে গমন করলে-উর্বশী অর্জুনকে কামনা করেন। কিন্তু অর্জুন তাকে মাতা বলে সম্বোধন করেন। এতে উর্বশী ক্ষিপ্ত হয়ে

অর্জুনকে নপুংশক হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। অজ্ঞাতবাস শেষে উর্বশীর আশীর্বাদে এ অভিশাপ থেকে মুক্ত হন।

উলূক : কৌরবদের মাতুল শকুনির পুত্র। ইনি দুর্যোধনের দূতরূপে প্রেরিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধের একপর্যায়ে সহদেবের বল্লের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।

উলূপী : অর্জুনের স্ত্রী। ইরাবানের মাতা। ইনি ঐরাবতের কুলে জাত কৌরব্যনামা নাগরাজের কন্যা। অর্জুনের বার বছর একাকী বনবাসের সময় তিনি পাতালে প্রবেশ করে এই নাগকন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে উলূপী অর্জুনকে এই বর দেন, জলমধ্যে কেহই তাকে পরাভব করতে পারবে না। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞাশ্ব নিয়ে যাত্রাকালে পুত্র বভ্রুবাহন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হলে উলূপী নাগলোক থেকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা এনে অর্জুনকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

উশীনর : চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। এঁর পিতার নাম মহামনা। ইনি শিবি রাজার পিতা। এই নরপতি অতি ধর্মপরায়ণ ও শরণাগতরক্ষক ছিলেন। যযাতির কন্যা মাধবীকে স্বল্প সময়ের জন্য বিয়ে করেছিলেন।

ঋতুপর্ণ : সূর্যবংশীয় আযোধ্যাধিপতি রাজবিশেষ। তিনি অযুতাশ্বের পুত্র। অক্ষক্রিড়া ও গণনা বিষয়ে এঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নলরাজকে কলির হাত থেকে মুক্ত করতে ইনি সাহায্য করেন।

একলব্য : নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। একলব্য অস্ত্র বিদ্যাশিক্ষার্থে দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে শিষ্য না করে প্রত্যাখ্যান করেন. তাতে সে বনগমনপূর্বক কাষ্ঠময় দ্রোণ নির্মাণ করে তাঁর উপাসনা করে সমগ্র ধনুঃ বিদ্যায় পারদর্শী হন।

ওঘবতী : প্রতীকের পুত্র ওঘবান ভূপতির তনয়া। সুপ্রতীবের পত্নী। অতিথি সৎকারের জন্য তিনি আত্মদানেও বিরত হন নাই।

কংস : উগ্রসেনের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ জননী দেবকীর ভ্রাতা এবং জরাসন্ধের জামাতা। কংসাসুর । মথুরা দেশের স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি যাদবগণকে পরাস্ত করে রাজা জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করেন। ইনি স্বীয় পিতাকে কারাগারে বন্দী করে স্বয়ং রাজা হন। ইনি দৈবজ্ঞ মুখে শ্রুত হন যে এঁর ঐ ভগ্নী দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রের হস্তে তাঁর জীবনান্ত ঘটবে। একথা শুনে

কংস ভগ্নীকে বধ করতে উদ্যত হলেন। দৈবকীর স্বামী বসুদেব অনেক মিনতি করে এঁকে দেবকী প্রসূত সব সন্তান প্রদান করবেন বলে দেবকীর প্রাণরক্ষা করলেন কিন্তু তাদের কারারুদ্ধ হতে হল। কংস দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র বধ করেন। অতঃপর ভাদ্রীয় কৃষ্ণাষ্টমীতে দৈবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব সদ্যোজাত পুত্রকে গোপরাজ নন্দের আলয়ে পাঠিয়ে দেন এবং সেখান থেকে তাঁর সদ্যোজাত কন্যাটি আনিয়ে স্বীয় পত্নীর ক্রোড়ে রক্ষা করেন। কংস প্রাতে উঠেই এই কন্যাকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে কন্যারূপী যোগমায়া সহসা অন্তর্হিত হন, এবং তাঁর সংহারক গোকুলে বর্ধিত হচ্ছেন এই দৈববাণী করে যান। এরপর কংস কেশী, ধেনুক, পূতনা প্রভৃতি অসুর ও রাক্ষসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বধার্থ নিয়োজিত করেন, কিন্তু তারাই কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। অবশেষে কংস শ্রীকৃষ্ণের বিনাশার্থ এক ধর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু কংস তাদেরকে বিনষ্ট করতে পারলেন না বরং স্বয়ং কংসই কৃষ্ণের হাতে নিহত হন।

কচ : মহর্ষি বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। শুক্রাচার্যের শিষ্য সঞ্জীবনী বিদ্যার জন্য গুরুগৃহে আসেন। গুরু কন্যা দেবযানীর সঙ্গে প্রণয়ে আসক্ত হন।

কদ্রু : কশ্যপের স্ত্রী। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। নগাদের মাতা। এঁর ভগ্নী বিনতা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী ছিলেন।

কর্কোটক : মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। কদ্রুর গর্ভে জাত নাগ বিশেষ। এই নাগের নাম কীর্তনে কলিভয়ের নাশ হয়। নলরাজাকে দংশন করে দেহস্থ কলিকে প্রাণহীন করেছিলেন।

কর্ণ . কুন্তীর অবিবাহিতাবস্থায় সূর্যের ঔরসে জাত পুত্র। এঁর মাতা এঁকে লোকলজ্জাভয়ে অশ্বনদীর জলে নিক্ষেপ করেন। ইনি জলে ভাসমান হয়ে অধিরথ নামের সূতরাজার দৃষ্টিগোচর হন। অধিরথ অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং এঁকে পেয়ে স্বীয় পত্নী রাধার সঙ্গে নিজের পুত্রতুল্য পালন করতে লাগলেন। ইনি অর্জুনাদির সঙ্গে দ্রোণচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হন। দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে সখ্যতা করেন, এবং এঁকে অঙ্গ রাজ্যের অধিপতি করেন। কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করেন। একদা পরশুরামের সঙ্গে বনগমনে গুরু কর্ণের উরুদেশে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সে সময়ে অলর্কজাতীয় এক অষ্টাপদ কীট এঁর উরুদেশ ভেদ করতে লাগলো। কর্ণ গুরুর নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে তার সেই ভীষণদংশনযাতনা সহ্য করে রইলেন।

ক্রমে ঐ কীট তাঁর উরুদেশ ভেদ করে অপর পার্শ্বে উপস্থিত হলে পরশুরামের গায়ে রক্ত লাগল ও তাতে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। তখন গুরু কর্ণকে বললেন কীট দংশনে যেরূপ কষ্ট সহ্য করেছ, ব্রাহ্মণ কখনই সেরূপ পারে না, তোমার সত্যপরিচয় প্রদান কর। কর্ণ তাঁর সত্য পরিচয় ব্যক্ত করেন। গুরু ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে অভিশাপ দিলেন যে, আমার কাছ থেকে যে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছ মৃত্যুকালে তা বিস্মৃত হবে। কর্ণের হস্তিনায় প্রত্যাগমন করে পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্রের নাম বৃষকেতু। একদা দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে কর্ণের নিকট কবচকুণ্ডল ভিক্ষা চান, কর্ণ জীবন রক্ষক কবচ কুণ্ডল দেবেন্দ্রকে দান করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পরে কৌরবপক্ষের সেনাপতি হন। কৃষ্ণের কৌশলে অর্জুনহস্তে কর্ণের নিধন ঘটে। কর্ণ যেরূপ জগৎবিখ্যাত ছিলেন, সেই রূপ স্বপ্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর এবং অসাধারণ দাতাও ছিলেন। আজ অবধি লোকে অসামান্য দাতার উদাহরণ দিতে হলে দাতা কর্ণের নাম স্মরণ করেন।

কলি : যুগপ্রবর্তক দেবতা। ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগ্নী হিংসার গর্ভে জন্ম হয়। ইনি অতি জুগুপ্সিত, কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভ্যক্ত, কাকতুল্যোদর, বিকটবদন, লোলজিহ্ব, পূতিগন্ধপূর্ণাঙ্গ ছিলেন। নিজ ভগ্নী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। এঁর ভয় নামে পুত্র ও মৃত্যু নামে কন্যা হয়। ইনি নল ও দয়মন্তীকে অনেক কষ্ট দেন।

কল্মাষপাদ : ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা। ইনি সূর্য বংশীয় রঘুর পুত্র। রামায়ণে এর নাম প্রবৃদ্ধ। বশিষ্ঠপুত্র শক্তির অভিশাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কশ্যপ : সপ্ত ঋষির অন্যতম। মরীচির পুত্র। কলাগর্ভসম্ভূত। ব্রহ্মার পৌত্র ও দেব - দৈত্য প্রভৃতির পিতা। দক্ষের দিতি, অদিতি প্রভৃতি সপ্তদশ কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন। তাঁর পুত্রের নাম বিবস্বত।

কহোড় : মহর্ষি উদ্দালকের শিষ্য এবং উদ্দালকের কন্যা সুজাতার স্বামী। অষ্টাবক্রের পিতা।

কির্মীর : রাক্ষসবিশেষ। বকরাক্ষসের ভ্রাতা। হিড়িম্ব রাক্ষসের বন্ধু। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে কাম্যক বনে নিহত হয়।

কীচক : কেকয়রাজের পুত্র। বিরাট রাজার শ্যালক এবং দুর্ধর্ষ সেনাপতি। দ্রৌপদীরূপী সৈরিন্ধ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে অপমানিত করলে ভীমকর্তৃক

নিহত হন। ভীম দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে কুষ্মাণ্ডাকারে মর্দিত করে নিহত করেন।

কুন্তী : পণ্ডুরাজার পত্নী। যদুবংশোদ্ভূত রঘুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বসুদেবের ভগ্নী। শূরসেনের কন্যা। এঁর প্রকৃত নাম পৃথা। কুন্তীভোজের পালিত কন্যা। একদা দুর্বাসা মুনিকে পরিচর্যায় তুষ্ট করে সম্মোহন মন্ত্র প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রবলে সূর্যদেবকে আহ্বান করে কর্ণের জন্ম দেন। কুমারী অবস্থায় জন্মলাভহেতু কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দেন। এর পরে পাণ্ডুরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পাণ্ডু অভিশপ্ত হয়ে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ হওয়ায় কুন্তীকে মন্ত্র আহবান করে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। পাণ্ডুর নির্দেশে কুন্তী ঋষিপ্রদও মন্ত্রবলে যথাক্রমে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রদেবকে আহবান করতঃ তাঁদের ঔরসে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে আপন গর্ভে পুত্ররূপে লাভ করেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বছর বনবাসে গমন করলে কুন্তী বিদুরের ঘরে বসবাস করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অধার্মিকগণের বিনাশ হলে কিছুকাল হস্তিনায় বসবাসের পরে তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী প্রভৃতির সঙ্গে অরণ্য আশ্রয় করেন, এবং অরণ্যেই জীবনাবসান ঘটে।

কুন্তীভোজ : নাগরজের দৌহিত্র। বসুদেবের পিতা শূরসেনের পিতৃষ্বসার পুত্র। তিনি পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর পালকপিতা ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে থেকে যুদ্ধ করেন।

কুরু : চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে সম্বরণের ঔরসজাত পুত্র : লোকে এখানে দেহত্যাগ করে স্বর্গলাভ করতে পারবে এই আশায় ইনি সমস্ত পঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করতে আরম্ভ করেন এই জন্য ঐ স্থান কুরুক্ষেত্র নামে কথিত হয়। ইনি বিপুল অধ্যবসায় সহকারে বহুদিন এ কাজ করাতে ইন্দ্র এই বর দেন যে, যে ব্যক্তি ঐ স্থানে যুদ্ধে নিহত হবে, সে অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হবে।

কুশিক : মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতা। মুনি বিশেষ।

কৃতবর্মা : ভোজবংশীয় যাদবদের প্রধান। হৃদিকার পুত্র। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের একজন প্রধান বীর। ইনি প্রভাসে সাত্যকির হাতে নিহত হন। হৃদিকের পুত্র বলে এঁর অন্য নাম হার্দিক্য।

কৃপ : কৃপাচার্য। গৌতম বা শরদ্বান্ মুনির পুত্র। শরস্তম্বে এঁর ও এঁর ভগ্নীর জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু এঁদেরকে পালন করেন। ইনি যুদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি কুরু-পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রে দীক্ষিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতযুদ্ধে তিনি নিহত হন নাই। ঐ যুদ্ধাবসানে তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন। পাণ্ডব বংশধর রাজা পরীক্ষিৎ এঁর নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান যাত্রার পূর্বে পরীক্ষিত এবং রাজ্যের ভার যুধিষ্ঠির তাঁর হাতে সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণ : বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। ইনি বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বাপরযুগের শেষে ভাদ্র রোহিণীনক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হন। এই তিথি জন্মাষ্টমী নামে বিখ্যাত। এঁর পিতা বসুদেব কংসের ভয়ে এঁকে নন্দালয়ে রেখে আসেন। ইনিও নন্দালয়ে নন্দ-যশোদার পুত্ররূপে লালিত পালিত হতে লাগলেন। ইনি প্রথমে কংসপ্রেরিত পূতনা রাক্ষসী নামে অসুরকে ও বৎসাসুরকে বিনাশ সাধন করেন। ইনি ধেনুকাসুরের বধ, কালীয় নাগের দমন ও দাবাগ্নির পান দ্বারা বৃন্দাবনকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি গোপীদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ক্রীড়া ও গোবর্দ্ধন গিরিধারণ করতঃ ইন্দ্রের পসন্নতা বিধানপূর্বক তাঁর কোপ হতে গোপসকলকে রক্ষা করেছিলেন। এর পরে গোপীগণের সঙ্গে এঁর রাসক্রীড়া ঘটেছিল। এই উপলক্ষে তিনি শঙ্খচূড় ও অরিষ্টের বিনাশসাধন করেন। তিনি মথুরায় উপস্থিত হয়ে এক রজকের প্রাণবধ, এক মালাকরের সৌভাগ্যবর্দ্ধন, কুব্জাদাসীর কুব্জত্বহরণ ইত্যাদি কাজ করেন। এরপর তিনি চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি অনুচরগণসহ কংসের বিনাশ সাধন করেন এবং তখন তিনি কংসকর্তৃক কারারুদ্ধ মাতামহ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব ও মাতা দৈবকীকে মুক্ত করেন। এই সময়-কৃষ্ণ যে বসুদেবের পুত্র তা গোপরাজ নন্দকে জানিয়ে তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। পাণ্ডবগণের বিশেষতঃ অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের বিশেষ হৃদ্যতা হয়েছিল। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথি হয়ে পাণ্ডবপক্ষকে সমর্থন করেন। তিনি রুক্মিণীকে স্বয়ংবরসভা হতে হরণ করে এনে বিবাহ করেন। প্রদ্যুম্ন তাঁরই গর্ভজ পুত্র। এর পরে স্যমন্তক মণিহরণ উপলক্ষে জাম্ববতী ও সত্যভামার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি ষোড়শসহস্রদশ মহিষীর পাণিগ্রহণ করেন। এঁদের গর্ভজ সন্তান হতে যদুবংশ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়ে উঠে। ইনি বাণের দর্পহরণ ও নৃগের উদ্ধার সাধন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল তাঁর যথেষ্ট নিন্দা ও অপমান করায় তার বিনাশ, পরে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে শাল্বকে সৌভপুরীর সঙ্গে বধ করেন। ভারতযুদ্ধে তিনি সখা অর্জুনের প্রধান সহায় ছিলেন। অর্জুনকে প্রেরণা দান করে অধার্মিকগণকে বিনাশ করান। কৃষ্ণের সহায়তায়ই অর্জুন তাঁর বোন সুভদ্রাকে বিবাহ করতে সমর্থ হন। এর পরে তিনি স্বীয়

বংশীয়দিগের ঘোর পাপাচার দেখে কৌশলময় মৌষলের মাধ্যমে তাদের উচ্ছেদ সমাপ্ত করেন, তিনি স্বয়ং এক ব্যাধের মৌষলকনা দ্বারা নির্মিত শরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। অতঃপর তিনি স্বধাম বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন করেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন : বেদব্যাস, ইনি পরাশর মুনির ঔরসে ও মৎসগন্ধ্যা বা সত্যবতীর গর্ভে জাত। তাঁর সর্বাঙ্গ কাল ছিল এজন্য কৃষ্ণ এবং যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় বলা হয় দ্বৈপায়ন। ইনি বেদবিভাগকর্তা বলে বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হন। এঁর পুত্রের নাম শুকদেব। ইনি কুরুবংশীয় রাজা বিচিত্রবীর্যের পত্নীদ্বয় অম্বিকা ও অম্বলিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের এবং তাঁদেব দাসীর গর্ভে বিদুরের উৎপত্তি করেছিলেন। ইনি মহাভারত রচনা করে প্রথমে তাঁর স্বীয় পুত্র শুকদেবকে শ্রবণ করিয়েছিলেন পরে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, সুমন্ত ও পৈলকে শ্রবণ করিয়েছিলেন।

কৌশিক : এক তপস্বী ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। ইনি ক্রোধে একটি বালককে ভস্মীভূত করেছিলেন। পরে এক পতিব্রতার নিকট ক্রোধ প্রকাশ করে লজ্জা প্রাপ্ত হন।

গঙ্গা : দেবী। শিবের স্ত্রী। শাপগ্রস্থ হয়ে শান্তনুর পত্নী থাকেন বার বছর। মহাভারতের ভীষ্মদেব তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ এবং জন্ম দিয়ে তাঁদের শাপমুক্ত করেন।

গদ : যাদব বীর বিশেষ। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

গরুড় : পক্ষিরাজ। বিষ্ণুর বাহন। বিনতার গর্ভে কশ্যপেব ঔরসে এঁর জন্ম হয়। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।

গান্ধারী : গান্ধার রাজ সুবলের কন্যা। ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী। দুর্যোধনাদির মাতা। শকুনির ভগ্নী। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলে ইনি আজীবন স্বীয় চক্ষু বস্ত্রখণ্ডে সংরুদ্ধ রেখেছিলেন। নাশের অপরাধে কৃষ্ণকে যদুবংশ ধ্বংসের অভিশাপ দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে শেষ জীবন অরণ্যে অতিবাহিত করেন এবং অরণ্য দহনে জীবন ত্যাগ করেন। একদা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ক্ষিধা ও শ্রমে ক্লান্ত হয়ে গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হলে গান্ধারী সেবা যত্ন দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করেন। ব্যাসদেব সন্তুষ্ট চিত্তে গান্ধারীকে স্বামী সদৃশ শতপুত্রের জননী হওয়ার আশীর্বাদ করলেন। এরপরে যথাসময়ে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক গর্ভধারণ করলেন। গর্ভধারণের পর দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেল তথাপিও সন্তান হোল না দেখে গান্ধারী অতিশয় দুঃখিতা হতে লাগলেন। এমন সময়

কুন্তীর সর্বাঙ্গসুন্দর দেবতুল্য তেজস্বী পুত্র জন্ম হয়েছে শ্রবণ করে তিনি স্বীয় গর্ভের স্থিরতা দর্শনে চিন্তান্বিত হয়ে অত্যন্ত মনোব্যথা হেতু ক্ষোভে ও ঈর্ষায় ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে আপন উপরে আঘাত করে গর্ভপাত ঘটালেন। তাতে দুই বছরের সেই গর্ভ হতে লৌহপিণ্ডের ন্যায় মাংসপেশী ভূমিষ্ঠ হল। গান্ধারী তা দেখে দুঃখে-শোকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। এ খবর শ্রবণ করে ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হলে গান্ধারী অভিযোগ করে বললেন- আপনি শতপুত্রলাভের বর দিয়েছিলেন-কিন্তু একি হলো! তখন ব্যাসদেব বললেন, আমার মুখের কথা কখনও অসত্য হতে পারে না। তিনি গান্ধারীকে ঘৃতপূর্ণ একশত কুম্ভ শীঘ্র প্রস্তুত করে নিভৃতস্থানে উত্তমরূপে রক্ষা করতে বললেন, এবং মাংসপিণ্ডকে শীতল জলের মধ্যে সিক্ত করতে বললেন। জলের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে মাংসপেশী বহু খণ্ডে বিদীর্ণ হল। তার প্রত্যেক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব প্রমাণ হয়ে কালক্রমে একশত সংখ্যায় বিভক্ত হল। তখন ঐ মাংসপেশী খণ্ডগুলি একটি একটি করে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপন করে যত্নসহকারে রক্ষিত করল। ব্যাসদেব দুই বছর পরে গান্ধারীকে এই কুম্ভ উন্মোচন করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর যথাসময়ে সেই মাংসখণ্ড থেকে প্রথমে দুর্যোধন উৎপন্ন হল। দুর্যোধন জন্ম লাভ করেই গর্দভের ন্যায় চিৎকার করেছিল এবং নানারূপ অমঙ্গল দৃশ্যিত হচ্ছিল। এতে ভীত হয়ে ভীষ্ম, বিদুর এবং ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রকে এপুত্র বর্জন করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পুত্রবাৎসল্যে ধৃতরাষ্ট্র কুমার পরিত্যাগ থেকে বিরত রইলেন। এরপরে ক্রমান্বয়ে একমাসের মধ্যে এরূপে একশত পুত্র ও এক কন্যা দুঃশলা জন্ম লাভ কবেন। গান্ধারী যখন বর্ধমান গর্ভক্লেশে ক্লিষ্টমান ছিলেন, তখন একজন বৈশ্যা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরচর্যায় নিযুক্ত ছিল। সে সময়ে বৈশ্যাগর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ঔরসে যুযুৎসু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরববংশের এ পুত্রই শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গান্ধারী মহীয়সী সাধ্বী নারীরূপে জগতে খ্যাত রয়েছেন।

গৌতম : বিখ্যাত মহর্ষি। শতানন্দ মুনিরূপে পরিচিত। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক, ন্যায় প্রবর্তক ও মহর্ষি উতঙ্কের গুরু। গৌতম মুনি এঁর পিতা। কৃপ ও কৃপী এঁর শরস্তাম্বজাত সন্তান। ইনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এঁর রচিত সংহিতায় মানুষের আচার-ব্যাবহারাদির রীতিনীতি বিবৃত হয়েছে। ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করে এর নিকটে ন্যাস স্বরূপ রক্ষা করেন, এবং এঁর জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপঃপ্রভাব পরিজ্ঞাত হয়ে অবশেষে এই কন্যা এঁকে দান করেন। এঁর বিখ্যাত পুত্র শতানন্দ এই কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্র

তাঁর রূপ ধারণ করে স্ত্রী অহল্যার সতীধর্ম নষ্ট করলে ইন্দ্রকে সহস্রযোন এবং পত্নীকে পাষাণী হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। এরপর তিনি হিমালয়ে গিয়ে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

গৌতমী : জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। তত্ত্বজ্ঞানী।

ঘটোৎকচ : হিড়িম্বা রাক্ষসী গর্ভে ভীমের ঔবসে জাত পুত্র। যখন পাণ্ডবেরা জতুগৃহদাহ হতে রক্ষা পেয়ে কুন্তীসহ অরণ্যমধ্য দিয়ে পলায়ন করছিলেন, সে সময়ে তাঁরা হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষসের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেন। ঐ রাক্ষসের হিড়িম্বা নামে এক ভগ্নী ছিল। ভীমসেন হিড়িম্বকে মেরে বোন হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। ঘটোৎকচ তাঁরই গর্ভজাত সন্তান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং বহু কুরু সৈন্য নিহত করেন। ইনি যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ত্রাস সৃষ্টি কবলে কর্ণ শক্তিশালী বাণ দ্বারা এঁর মৃত্যু সংঘটিত করেন।

ঘৃতাচী : অপসরা বিশেষ। মুনি ভরদ্বাজ এঁকে স্নানরতা অবস্থায় দেখে কামার্ত হন। সেই রেতঃপাতে দ্রোণের জন্ম হয়। এক সময় এঁকে দেখে ব্যাসদেব কামার্ত হন, তাতে শুকদেব গোস্বামীর জন্ম হয়।

চন্দ্র : ব্রহ্মার মানস পুত্র। অত্রি মুনির পুত্র। সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত। এঁর রথ ত্রিবক্র। দশটি কুন্দধবল অশ্বদ্বারা বাহিত। ইনি অত্রির নয়ন হতে চন্দ্রত্ব লাভ করেন। নক্ষত্র নামে অভিহিতা দক্ষকন্যা। সাতাশটি এর পত্নী।

চার্বাক : ব্রাহ্মণ বিশেষ। মহর্ষি বৃহস্পতির শিষ্য। নাস্তিক প্রকৃতির। ইনি দুর্যোধনেব সখা একজন রাক্ষস। মুনি বেশে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিণাশ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের কোপে দগ্ধ হন। ইনি বিশিষ্ট তার্কিক ছিলেন। একজন খ্যাতনামা দার্শনিকও ছিলেন। ইনি খ্রী: তৃতীয় শতাব্দীতে এক নতুন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থের নাম চার্বাকদর্শন।

চিত্ররথ : জনৈক রাজা। গন্ধর্বরাজ বিশেষ। ইনি দক্ষ কন্যার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রের সারথ্য করে এই চিত্ররথ নামান্তর প্রাপ্ত হয়েছিল। এঁর সঙ্গে অর্জুনের তুমুল সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন এঁকে পরাস্ত করে যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে বন্দিভাবে নিয়ে আসেন। তখন এঁর পত্নী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে মুক্ত কবেন। সে দিন হতে অর্জুনের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনপূর্বক তাঁকে রাক্ষুষী বিদ্যা ও একশত গন্ধর্ব অশ্ব অর্পণ করেন। অর্জুন ও তাঁর প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র দান করেন।

চিত্রাঙ্গদ : হস্তিনার নৃপবিশেষ। শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্র। বিচিত্রবীর্যের ভ্রাতা। ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা। কলিঙ্গদেশের রাজার নামও ছিল চিত্রাঙ্গদ। এঁর রাজধানীর নাম রাজপুর। গন্ধর্ববিশেষ। তাঁর নামের সঙ্গে শান্তনুনন্দনের নামের সাদৃশ্যের নির্মিত্ত যুদ্ধ করে শান্তনুনন্দন বিচিত্রবীর্যকে হত্যা করেন।

চিত্রাঙ্গদা : মনিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা। অর্জুনের স্ত্রী। বভ্রুবাহনের জননী। এঁর অন্য নাম হৈলাবতী। অর্জুনের একাকী বার বছর বনবাসের সময় এঁকে বিবাহ করেন।

চিরজীবী : সাতজন যোদ্ধাকে চিরজীবী বলা হয়। যেমন অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম।

চেকিতান : নৃপবিশেষ। যাদবযোদ্ধা। ভারতযুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেন। অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তিনি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদের প্রতিহত করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দুর্যোধনের হাতে নিহত হন।

জটাসুর : অসুরবিশেষ। দুর্যোধনের সখা। অলম্বুষের পিতা। দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে দ্রৌপদী হরণে উদ্যত হলে ভীমের হাতে নিহত হন।

জনমেজয় : মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র। ইনি বৈশম্পায়ন/জৈমিনি-নিকট স্বীয় পিতামহগণের চরিত ভারত শ্রবণ করেছিলেন। এঁর ভ্রাতৃগণের নাম শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ইনি অভিমন্যুর পৌত্র। ইনি মোহবশতঃ ব্রহ্মহত্যা করেন।

জন্তু : রাজা সোমকের পুত্র। যজ্ঞে একে আহুতি দেয়া হয় এবং পুনরায় পুত্ররূপে লাভ করা হয়।

জয়দ্রথ : সৌবীররাজ। সিন্ধুদেশের রাজা বৃদ্ধক্ষেত্রের পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলার স্বামী। দুর্যোধনাদির ভগ্নিপতি। এঁর পুত্রের নাম সুরথ। ইনি পাণ্ডবগণের বনবাসকালে দ্রৌপদীকে হরণের চেষ্টা করলে ভীম এঁকে মেরে কুণ্ডলাকার করে ধনুকের সঙ্গে বেঁধে দ্রৌপদীর সামনে উপস্থিত করেন। জীবন অবশিষ্ট আছে দেখে যুধিষ্ঠির এঁকে মুক্ত করে দেন। ভারতযুদ্ধে দ্রোণাচার্যের চক্রবূহ্যের পথ আগলে থেকে পাণ্ডবগণকে ব্যূহ প্রবেশে নিরথ রাখেন। এ অপরাধে অর্জুন তাকে পরের দিন সূর্যাস্তের মধ্যে বধ করেন।

জরুৎকারু : নাগরাজ বাসুকির ভগ্নি। জরুৎকারুমুনির স্ত্রী। আস্তিকের মাতা। ইনি স্বীয় পুত্র আস্তিককে প্রেরণ করে জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ করেছিলেন।

জরাসন্ধ : মগধদেশের নৃপবিশেষ। কৃষ্ণশত্রু বৃহদ্রথের পুত্র। কংসের শ্বশুর। এঁর পিতা পুত্র কামনায় ভগবান চণ্ডকৌশিকের আরাধনা করেন; তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি ফল মতান্তরে যজ্ঞের চরু দিয়ে মহিষীকে ভোজন করাতে নির্দেশ দেন। বৃহদ্রথের দুই পত্নী ছিল। তিনি সেই ফল বা চরু দুই ভাগে বিভক্ত করে তাঁদেরকে ভোজনার্থ প্রদান করেন। তাতে তাঁরা উভয়েই একত্রে সন্তান ধারণ করেণ এবং একত্রে যথাসময়ে দুইজনে অর্ধেক অর্ধেক পুত্র প্রসব করেন। রাজা দুঃখে পুত্র খণ্ডদ্বয়কে জঙ্গলে পরিত্যাগ করেন। এই জঙ্গলের জরানাম্নী রাক্ষসী এই দুই খণ্ডকে একত্রিত করে পূর্ণ সন্তানে পরিণত করেন, এজন্য এঁর নাম হয় জরাসন্ধ। জরা রাক্ষসী পুত্রকে রাজাকে প্রদান করেন। জরাসন্ধ অতুল বিক্রমের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর রহস্য কেউ জানত না বলে সব নৃপতিকে সে অনায়াসে পরাজিত করতে পারত। দু'পা ধরে চিড়ে ফেললেই জরাসন্ধের মৃত্যু হবে। এ রহস্য কৃষ্ণের নিকট থেকে ভীম জ্ঞাত হয়ে যুদ্ধে ভীমকর্তৃক জরাসন্ধ নিহত হয়।

জাম্ববতী : শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। জাম্ববানের কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ স্যামন্তক মণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জাম্ববানের গৃহে উপস্থিত হন ও তথায় মণির সন্ধান পেয়ে জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাজিত করে মণির সঙ্গে কন্যাকেও লাভ করেন। এঁর গর্ভে শাম্ব, সুমিত্র, পুরজিৎ , শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিণ ও কেতুর জন্ম হয়।

তক্ষক : সর্পবিশেষ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে এর জন্ম। খাণ্ডবারণ্যে এর আবাস ছিল। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষককর্তৃক দষ্ট হয়ে প্রাণত্যাগ করার অভিশম্পাত করলে ইনি সূক্ষ্মদেহ ধারণপূর্বক এক ফলমধ্যে গিয়ে প্রবিষ্ট হন। রাজা পরীক্ষিৎ তা ভক্ষণ উপলক্ষে ছেদন করা মাত্র দংশনে তাঁর প্রাণনাশ করেন। পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সর্পসত্রে প্রবৃত্ত হন। এই সর্পসত্রে ঋত্বিকেরা তক্ষকের নামোচ্চারণ করে সমন্ত্র আহুতি প্রদান করলে ইনি প্রাণভয়ে ইন্দ্রদেবের উত্তরীয় মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেন, কিন্তু ইন্দ্র তাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময়ে নাগরাজ বাসুকি প্রেরিত আস্তিকমুনি সহসা আবির্ভূত হয়ে রাজা জনমেজয়ের নিকটে এঁর প্রাণভিক্ষা করে নেন এবং ঐ সর্পসত্র নিবারণ করিয়ে দেন।

তপতী : সূর্যকন্যা। কুরুবংশীয় সম্বরণ রাজার পত্নী। কুরু রাজের মাতা। ইনি সাবিত্রীর অনুজা, ইনি অতি তপোনুরক্তা, রূপবতী ছিলেন। আর মহাত্ম

সম্বরণও অতি সূর্যভক্ত ছিলেন। এই কারণে সূর্যদেব সম্বরণের শুশ্রূষায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে তপতীর সঙ্গে বিবাহ দেন।

তৃণাবর্ত : অসুর বিশেষ। কংসরাজের অনুচর।

ত্রিত : গৌতম মুনির পুত্র। এঁর একত ও দ্বিত নামে আরও দুই ভ্রাতা ছিল।

দণ্ডী : নৃপ বিশেষ। ইনি ঘোটকীরূপী উর্বশীকে লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এঁর কাছে এ ঘোটকীটি চাইলে ইনি তাতে অসম্মত হন, এবং তাঁর ভয়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীমগণের শরণ গ্রহণ করেন। এইরূপে তখন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৌরবেরা এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দেবগণ যোগদান করেন। এই সম্মিলনে অষ্টবজ্রের একত্র সমাবেশ হওয়ায় উর্বশীর শাপমোচন ঘটে এবং তিনি স্বর্গে গমন করেন। বিবাদও মিটে যায়, দণ্ডীও নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

দধীচি : অথর্ব মুনির ঔরসে কর্দম প্রজাপতির কন্যা শান্তির গর্ভে উৎপন্ন মুনিবিশেষ। বৃত্রাসুরের বধার্থ এঁর অস্থিতে বজ্র নির্মিত হয়েছিল।

দময়ন্তী : নলরাজার মহিষী। বিদর্ভ দেশীয় ভীমরাজার কন্যা। এর অন্য নাম ভৈমী। ইনি কলিপীড়িত পতির সঙ্গে অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষে সুখী হন। এঁর পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্রাসেন।

দশদিকপাল : ইন্দ্র (পূর্ব দিকের অধিপতি), অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্বের), যম (দক্ষিণের), নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিমের), বরুণ (পশ্চিমের), মরুৎ বা বায়ু (উত্তর-পশ্চিমের), কুবের (উত্তরের), ঈশান (উত্তর-পূর্বের), ব্রহ্মা (উর্দ্ধের), অনন্ত (অধঃদিকের) অধিপতিকে দশদিক পাল বলা হয়।

দারুক : শ্রীকৃষ্ণের সারথি। ইনি অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন।

দীর্ঘতমা : কাশীরাজের পুত্র। ধন্বন্তরির পিতা। উতথ্য তনয়। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে উতথ্যের ঔরসে এঁর জন্ম হয়। প্রদ্বেষীকে বিবাহ করেন।

দীর্ঘরোমা : ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। ভারত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্বাসা : অনসূয়ার গর্ভে শঙ্করের অংশজাত মুনিবিশেষ। অত্রিমুনির পুত্র। ইনি বামদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বামদেবের কঠোর তপস্যার প্রভাবে অতি তেজঃসম্পন্ন হয়েছিলেন। ইনি অতি কোপন স্বভাবা ছিলেন। অতি সামান্য

ক্রটি পেলেই যাকে তাকে কঠিন অভিশাপ দিতেন। এঁর দশসহস্র শিষ্য ছিল। ইনি ঔর্বমুনির কন্যা কন্দলীকে বিবাহ্ করেন। কুন্তীকে ইনি দেবতা বশীকরণ মন্ত্র দিয়েছিলেন।

দুঃশলা : ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা। গান্ধারী গর্ভসম্ভূতা। ইনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিবাহ্ করেন।

দুঃশাসন : দুর্যোধনের মধ্যম ভ্রাতা। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের অতিশয় অনুগত ছিলেন, এবং প্রতিনিয়ত তাঁকে পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। দুর্যোধন কপটপাশা ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব জিতে নিলে, ইনি ভ্রাতার আদেশে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণে রাজসভায় আনায়ন করতঃ বিবস্ত্রা করতে চেষ্টা করেন। এতে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এঁর রক্তপাণ করার প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে ভীম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও ভূপাতিত করে এঁর বক্ষোবিদীর্ণ পূর্বক রক্তপান করে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। এতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

দেবকী : দেবকের কন্যা। বসুদেবের পত্নী। কৃষ্ণের মাতা। কংসের ভগ্নী।

দেবযানী : দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের কন্যা। কচ দবেযানী উপখ্যানের নায়িকা।

দেবরাত : পরীক্ষিতের অন্য নাম। অর্জুনের পৌত্র। রাজা পরীক্ষিত যখন উত্তরার গর্ভস্থ, তখন দেবরূপী কৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হতে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, এই জন্য তিনি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হন।

দেবল : মহর্ষি অসিতের পুত্র। ব্যাস শিষ্য। ধৌম্যের জ্যেষ্টভ্রাতা। ইনি রম্ভাশাপে অষ্টাবক্র হয়েছিলেন। ইনি যখন কঠোর তপস্যা করেন, তখন জৈগীষব্য এঁর আশ্রমে বাস করতেন। জৈগীষব্য অগ্রে সিদ্ধ হন, তা দেখে ইনি শেষে তাঁর শিষ্য হন এবং মুক্তপথে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকেন।

দেবসেনা : ব্রহ্মার কন্যা। সাবিত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অপর নাম ষষ্ঠী বা মহাষষ্ঠী। ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। এঁর ভগ্নীর নাম দৈত্যসেনা। ইনি স্কন্দের পত্নী। একদা কেশী দানব এঁকে হরণ করছিলেন, সে সময়ে ইন্দ্র এঁকে তাঁর হাত হতে উদ্ধার করেন। এরপর কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ্ হয়।

দ্রুপদ : চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। দ্রৌপদীর পিতা। বাল্যকালে ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে সময়ে দ্রুপদ অঙ্গীকার করেন, স্বয়ং রাজা হলে

তাঁর দুঃখ দারিদ্র দূর করে দিবেন। অনন্তর দ্রুপদ রাজা হলে দ্রোণ একটি পয়স্বিনী গাভী সংগ্রহের মানসে বাল্যবন্ধুর সমীপে এসে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ইনি তাঁকে অতিশয় অপমাণিত করেন। অতঃপর দ্রোণ ভীষ্মের নিকটে গিয়ে কুরুবালকগণের শিক্ষকতা গ্রহণ করেণ, এবং তাঁদের শিক্ষাশেষে এই দক্ষিণা প্রার্থনা করেন যে, ছাত্ররা যেন রাজা দ্রুপদকে পরাজয় করে বন্ধন করে তার নিকটে উপস্থিত করেন। অর্জুনই এ কাজে সমর্থ হলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে বললেন - আমি এখন তোমার রাজ্য, ধন, জীবন প্রভৃতি সকলেরই অধিশ্বর। যা হউক তোমাকে বন্ধনমুক্ত করে অর্দ্ধরাজ্য দান করছি, সুতরাং আমাদের উভয়ের পদগৌরব সমান তাই এখন বোধ হয় পূর্ব বন্ধুত্ব স্থাপনে তোমার কোন দ্বিধা হবে না। এই রূপে ইনি লাঞ্ছিত, অপমাণিত ও কৃতার্দ্ধরাজ্য হয়ে দ্রোণবধযোগ্য পুত্র লাভ কামনায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞ প্রবৃত্ত হলেন। এই যজ্ঞের অগ্নি হতে এঁর কৃষ্ণা বা দ্রৌপদী নামে কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁর শিখণ্ডী নামে অন্য এক নপুংসক পুত্রও জন্মলাভ করেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করে দ্রোণের হাতে নিহত হন। আর এর দ্রোণবধার্থ উদ্ভূত পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে দ্রোণেরও শিরশ্ছেদন ঘটে।

দ্রোণ : দ্রোণাচার্য। মহর্ষি ভরদ্বজের পুত্র। ঘৃতাচী নামে অপ্সরাকে দেখে ভরদ্বাজ মুনির রেতঃপাত হয়। তিনি সেই রেতঃএক দ্রোণীমধ্যে স্থাপিত করেছিলেন। সেই দ্রোণীতে জন্ম হয় বলে নাম হয়েছে দ্রোণ। এঁর পত্নীর নাম কৃপী ও পুত্রের নাম অশ্বত্থামা। ইনি পিতার নিকটে অধ্যয়ন করে বেদবেদাঙ্গাদি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হন এবং পিতার মৃত্যুর পর তপস্যা করে প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। এরপর এঁর সঙ্গে গৌতমকন্যা কৃপীর বিবাহ হয়, এবং কিছুকাল পরে তাঁর গর্ভে এঁর চিরজীবী পুত্র অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র অশ্বত্থামার জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী লাভের প্রত্যাশায় রাজা দ্রুপদের নিকট গমন করেন। কিন্তু দ্রুপদ তাকে অপমান করে বিতাড়িত করেন। পরে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অর্জুনের মাধ্যমে এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের পরে একাদশ দিবসে ইনি সেনাপতিত্ব পেয়ে চতুর্দশ দিবসে অন্য ছয়জন রথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বালক অভিমন্যুকে বীরনিন্দিত উপায়ে বধ করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে রাজা দ্রুপদ ও বিরাট এঁর হাতে নিহত হন, এই সময়ে পাণ্ডবপক্ষের অশ্বত্থামা নামে হস্তী নিহত হলে জনরব হয়, এঁর পুত্র অশ্বত্থামাই হত হয়েছেন। তা শুনে ইনি অস্ত্রত্যাগ করলে অর্জুন শর নিক্ষেপ করে এঁর বাণ কেটে ফেলেন। এসময়

দ্রুপদ পুত্র এসে তাঁর শিরচ্ছেদন করেন। এই সময় এঁর বয়স পঁচাশি বছর হয়েছিল।

দ্রৌপদী : পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা। এঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণা হলেও, ইনি দ্রুপদের কন্যা হিসেবে দৌপদী নামেই সমধিক পরিচিত। এছাড়াও ইনি পাঞ্চালী, যাজ্ঞসেনী নামেও খ্যাত। এঁর পিতা দ্রুপদ দ্রোণকৃত অপমানের প্রতিশোধ কল্পে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞ থেকে কৃষ্ণা বা দ্রৌপদীর জন্ম হয়। তাঁর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নও এ যজ্ঞ থেকে জন্মলাভ করেন। দ্রৌপদী ছিলেন শ্যামবর্ণা, এজন্য তাঁর নাম হয়েছিল কৃষ্ণা। ইনি পূর্বজন্মে এক ঋষিকন্যা ছিলেন। তখন তিনি মহাদেবকে তুষ্ট করে সর্বগুণসম্পন্ন পঞ্চপতি বর লাভ করেছিলেন। অর্জুন হরধনুঃ দ্বারা লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। মা কুন্তী অগোচরে লব্ধ বস্তু পঞ্চভাইকে ভাগ করে খেতে বলেন। পরে মায়ের কথা রক্ষাহেতু পঞ্চভাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চস্বামীর ঔরসে এঁর গর্ভে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামে পঞ্চপুত্র জন্মলাভ করে। এই পুত্রগণ সকলেই শিবিরে নিদ্রিত অবস্থায় অশ্বত্থামাকর্তৃক নিহত হয়। এঁর প্রকৃতি অতি সরল, অকপট ও সাধু ছিল। তিনি পতিসেবায় অতুলনীয়া ছিলেন। প্রত্যেক স্বামী তাঁকে আদর্শপত্নী রূপেই জ্ঞান করতেন। পতি অস্নাত, অভুক্ত বা অসুস্থ থাকলে ইনি কদাপি স্নান, ভোজন বা শয়ন করতেন না। যুধিষ্ঠির কপটপাশায় সর্বস্ব হারালে দুঃশাসন তাঁকে কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে যায়, সেখানে তাঁকে বিবস্ত্র করতে চেষ্টা করে কিন্তু পতিব্রতাকে বিবস্ত্র করতে পারে না, দুর্যোধন উরু দেখিয়ে নানারূপ লাঞ্ছনা করে। এতে ভীম দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। দ্রৌপদী তার অপমানের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মাথার কেশ বিন্যাশ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এরপরে যুধিষ্ঠির পুনরায় কপটপাশায় হেরে রাজ্য হারিয়ে বনগমন করেন, দ্রৌপদীও পঞ্চস্বামীর অনুগতা হন। দ্রৌপদী স্পষ্টভাষিণী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্মশীলতার অতিরিক্ত প্রবণতাকে তিনি ভীমের ন্যায় সর্বত্র সমালোচনা করেছেন। দ্রৌপদীর আবদার বেশি ছিল ভীমের প্রতি। ভীমকে তিনি উত্তেজিত করেছেন বহুক্ষেত্রে। ভীমসেনও দ্রৌপদীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন সর্বত্র সর্বাধিক। দ্রৌপদীর প্রেরণাতেই ভীম কীচককে হত্যা করেছেন। দুঃশাসনের রক্তপান করেছেন, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হলেও স্বজন হারানোর শোকে তিনি কাতর হয়েছিলেন। অতঃপর কিছুকাল রাজমহিষীর যোগ্য রাজৈশ্বর্য ও সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করে ইনি

পতিপাণ্ডবগণসহ মহাপ্রস্থানে গমন করেন। কিন্তু তিনি পতিগণ মধ্যে ভীমের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্বের পাপে সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন নি, পথেই মৃত্যুবরণ করেন।

দুমৎসেন : শাল্বদেশের রাজা। শৈব্যার স্বামী। সত্যবাণের পিতা।

ধৃতরাষ্ট্র : বিচিত্রবীর্যের পুত্র। অম্বিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরষে এঁর জন্ম। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। ইনি পাণ্ডুরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জন্মান্ধতাবশতঃ ইনি রাজ্য পান নি। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুই রাজা হয়েছিলেন। এঁর সঙ্গে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর বিবাহ হয়। ব্যাসের বরে গান্ধারীর গর্ভে এঁর একশত ঔরসপুত্র ও এক কন্যা জন্মলাভ করেন। পুত্ররা হলেন—দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুস্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ব, দুরোচনা, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাশন, দুর্মদ, বিবিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবান, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রযুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনুদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্রসন্ধ, সদ, সুবাক, উগ্রস্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুস্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহবাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, ধনুর্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, প্রথম প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী ও বিরজা। এবং কন্যার নাম দুঃশলা। এছাড়া এঁর স্ত্রী বৈশ্যার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তার নাম যুযুৎসু। এই যুযুৎসু ব্যতীত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সকল পুত্রই নিহত হয়। ইনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। এজন্য ক্রোধালিঙ্গনে লৌহভীমও চূর্ণ করতে পেরেছিলেন। ভারত যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবগণ রাজা হয়ে অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করলে, ইনি বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগ বাসনায় গান্ধারী কুন্তীসহ অরণ্য আশ্রয় করেন। অরণ্যে ছয়মাস বসবাসের পর পত্নীসহ দাবানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

ধৃতবর্মা : ত্রিগর্তরাজ কেতুবর্মার পুত্র। সূর্যবর্মার ভ্রাতা। অর্জুনের অশ্বমেধ যাত্রায় এঁর সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়।

ধৃষ্টকেতু : চেদীরাজ শিশুপালের পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করেন। বীরত্বের সঙ্গে অনেক কৌরব যোদ্ধাকে হত করেছেন। অতঃপর দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধের এক পর্যায়ে দ্রোণাচার্যকর্তৃক নিহত হন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন : দ্রুপদের পুত্র। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞ হতে এঁর জন্ম হয়, ইনি দ্রৌপদীর সঙ্গে জন্মলাভ করেছিলেন। দ্রৌপদীর ভ্রাতা। এঁর বর্ণ অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, ইনি সুন্দর কিরীট, ধনুর্বাণ, বর্ম, খড়্গ, চর্ম দ্বারা অলঙ্কৃত অবস্থায় দিব্যরথারোহণে অগ্নিকুণ্ড হতে উত্থিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণ এঁর হাতে নিহত হন। অশ্বত্থামা পিতৃবধ হেতু ক্রোধে ভারতযুদ্ধ অবসানে, যখন ইনি পাণ্ডবশিবিরে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় এঁকে হত্যা করেন।

ধৌম্য : ধুমর্ষির পুত্র। দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাণ্ডবদের পুরোহিত। উৎকোচনামক তীর্থে এর আশ্রম ছিল। তথায় ইনি তপস্যায় কালক্ষেপ করতেন। পাণ্ডবগণ চিত্ররথের উপদেশে এঁকে উপযুক্ত পাত্র বোধে পুরোহিত করেন। ইনি নারদের নিকট সূর্যের এক স্তোত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই স্তোত্র যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেন। তার প্রভাবে যুধিষ্ঠির অক্ষয়স্থালী প্রাপ্ত হন।

নকুল : চতুর্থ পাণ্ডব। সহদেবের সহোদর। ইনি পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জাত যমজ পুত্রের একজন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে ইনিও প্রথমে কৃপাচার্য ও পরে দ্রোণাচার্যের নিকটে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অসিমুষ্টিধারণে সকলের প্রধান হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পঞ্চদশ দিবস ধরে অসীম বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ষোড়শ দিনে কর্ণের নিকট পরাস্ত হন। যুদ্ধ শেষ হলে ভ্রাতৃগণ সহ কিছুকাল রাজ্যভোগ করে, তাঁদের সঙ্গে মহাপ্রস্থানে গমন করেন। নকুলের রূপের অহঙ্কার ছিল। শরীর ছিন্ন ভিন্ন হবে ভেবে একবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটেছেন - এই পাপে তিনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন নি, পথমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

নন্দ : বৃন্দাবন্দের গোপবংশীয় শাসনকর্তা ও শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। ইনি পূর্বজন্মে দ্রোণনামে বসু ছিলেন। তিনি ও তাঁর পত্নী নন্দ ও যশোদা নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরী ত্যাগ করে পিতৃকুলে গ্রহীত ও মাতামহকুলে আদৃত হলে ইনি তাঁরই শোকে দেহ বিসর্জন করেন।

নর : বিষ্ণুর অবতার বা অংশস্বরূপ ঋষিবিশেষ। বিষ্ণু ধর্মের ঔরসে দক্ষ-কন্যা মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মুর্তিদ্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অন্যমতে - মহাদেব সরূপ পরিগ্রহ করে দন্তাগ্রভাগ প্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহমূর্তি দুই

খণ্ড করেন। তার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষির উৎপত্তি করেন।

নল : নিষধরাজ। দময়ন্তীর পতি। নল নামক নরপতি। ইনি চন্দ্রবংশীয় নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র। ইনি অতি ধর্মশীল ও গুণবান ছিলেন। মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপখ্যানের নায়ক।

নহুষ : চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজার পুত্র। আয়ুর পত্নী স্বর্ভাবনীর গর্ভে এর জন্ম হয়, ইনি পুরুরবার পৌত্র। এঁর পত্নীর নাম অশোকসুন্দরী। এর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল- যতি, যযাতি, শর্যাতি বা সংহতি, আযাতি, বিযতি ও কৃতি বা ধ্রুব। ইনি তুণ্ডনামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন। ইনি যজ্ঞ, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রমে বিনা ক্লেশে ত্রৈলোক্যের সমুদয় ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর এই ঐশ্বর্যের দর্পে সর্বদা তিনি দর্পিত ছিলেন। তিনি দ্বিজাতিকে অবমাননা করতেন। দেবলোকে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করতেন। মানবগণকে অবলোকন করা মাত্রই তার তেজ হরণ করতেন। সহস্র সহস্র ব্রহ্মার্ষি দ্বারা শিবিকা-বহন করাতেন। একদিন অগস্ত্যমুনি শিবিকা বহন করছিলেন-তখন ইনি তাঁকে পা দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। সেই পায়ের স্পর্শে রোষাভিভূতচিত্তে সর্প হয়ে পতিত হওয়ার অভিশাপ দেন। অভিশাপ অনুযায়ী ইনি হীনতেজা অজগর হয়ে বনে বিচরণ করেন। পাণ্ডবগণের বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক তাঁর শাপমোচন ঘটে।

নারদ : দেবর্ষি বিশেষ। ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি জন্মকালে বালকদিগকে জ্ঞানদান করেন বলে এঁর নাম হয় নারদ। অন্যমতে-কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হতে বহুসংখ্যক নরের জন্ম হয়, ইনি সেই নরদিগকে ব্রহ্মকণ্ঠ দান করেন, সেজন্য নারদ নামে খ্যাত। অথবা, এঁর প্রভাবে কণ্ঠদেশ হতে কালের জন্ম হয় বলে ব্রহ্মা নারদ নাম প্রদান করেন। ইনি জীবনসকলকে বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কারমিশ্রিত সুস্বরসঙ্গীত ছলে ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করেন। এজন্য এঁর নাম নারদ। অথবা অনাবৃষ্টিকালে এর জন্মমাত্র বৃষ্টি হওয়াতে এঁর নাম হয়েছে নারদ। নারদের কাজই হোল জ্ঞান দান এবং সংবাদ পরিবেশন করা। পাণ্ডবগণকে তিনি অনেক হিতোপদেশ এবং নানারূপ সংবাদ পরিবেশন করে তাঁদের সঠিক পথে চলতে এবং সঠিক কার্যকরণে সহায়তা করেছেন।

পরশুরাম : জমদগ্নি ও রেনুকার পুত্র। অমিত শক্তিশালী বীর। তিনি মাকে হত্যা ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

পরাশর : কলি-ধর্মশাস্ত্র প্রযোজ্যক ঋষিবিশেষ। ইনি ব্যাসদেবের পিতা। বশিষ্টপুত্র শক্তি এঁর পিতা, এবং অদৃশ্যন্তী এঁর মাতা। রাক্ষসেরা এঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন বলে, তিনি তাদের বিনাশহেতু এক রাক্ষসবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এ যজ্ঞে বহু রাক্ষসের বিনাশ সংঘটিত হয়েছিল। পরে পুলস্ত্যমুনির অনুরোধে ঐ যজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন। ধীবর কন্যা মৎসগন্ধা এর বরে পদ্মগন্ধা ও যোজনগন্ধা হয়ে শেষে অপরূপরূপ লাবণ্যবতী সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধা হন। এই সত্যবতীর গর্ভে তাঁর ঔরসে মহর্ষি ব্যাসদেবের জন্ম হয়। পরাশরসংহিতা ইনিই রচনা করেছিলেন।

পরীক্ষিৎ : অর্জুনের পৌত্র। অভিমন্যুর পুত্র ও জনমেজয়ের পিতা। বিরাট রাজতনয়া উত্তরা এর জননী। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ একে শিশুকালেই সিংহাসনস্থ করে মহাপ্রস্থান করেন। একদা ইনি মৃগয়াক্লান্ত হয়ে ধ্যানস্থিমিতলোচন মহর্ষি শমীকের নিকটে গিয়ে আতিথ্যপ্রার্থী হন, কিন্তু বাহ্যজ্ঞানশুন্য মহর্ষি কিছুতেই ভগ্নধ্যান না হওয়ায় ইনি ক্রোধে তাঁর গলায় এক মৃতসর্প বেষ্টন করে দিয়ে প্রস্থান করেন। শমীকপুত্র শৃঙ্গী পিতার এ অবস্থা দেখে অভিশাপ দেন যে, সপ্তাহ মধ্যে তক্ষকদর্শনে যেন তাঁর মৃত্যু হয়। এই অভিশাপের কথা জানতে পেরে ইনি শুকদেবগোস্বামীর মুখে পরমার্থতত্ত্ব শ্রবণে ব্যাপৃত হন, এবং সপ্তমদিবস অপরাহ্নে একটি উপাদেয় ফল পেয়ে আহার নিমিত্তে তা ছেদন করার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষককর্তৃক আক্রান্ত হন। তক্ষক সূক্ষ্মদেহে ফলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তক্ষকের কামড়ে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

পাণ্ডু : কুরুবংশীয় রাজা। বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজপুত্র। ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যপত্নী অম্বালিকার গর্ভে এঁর উৎপাদন করেন। ইনি ও এঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্টতাত ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন ; এহেতু পাণ্ডু রাজ্যের রাজা হন। ইনি কুন্তিভোজকন্যা কুন্তীকে ও মদ্ররাজতনয়া মাদ্রীকে বিবাহ করেন। একদা ইনি মৃগভ্রমে স্ত্রীসঙ্গমরত মৃগরূপী কিমিন্দকনামক ঋষিপুত্রকে বধ করে এই অভিশাপ প্রাপ্ত হন যে, স্ত্রী-সহবাস করলে তৎক্ষণাৎ এঁর প্রাণান্ত ঘটবে। এরপর কুন্তীদেবী পাণ্ডুর নির্দেশে তার কন্যাবস্থায় দুর্বাসা ঋষির নিকট হতে প্রাপ্ত আশ্চর্য সম্মোহনী মন্ত্র বলে ধর্ম, পবন ও ইন্দ্র দেবকে আকর্ষণ করে এনে তাঁদের ঔরসে এবং কুন্তীগর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের জন্ম হয়, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ও মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। একদিন আপন শাপকথা বিস্মৃত হয়ে পত্নী

মাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মশাপফলে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পুরোচন : দুর্যোধনের যবন মন্ত্রী। জতুগৃহ-দাহন সময়ে ইনি ভস্মিভূত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

পুলোমা : ভৃগুরপত্নী। চ্যবন ঋষির মাতা।

পুষ্কর : নিষধ দেশের রাজা। নল রাজার ভ্রাতা।

পৌষ্য : জনৈক রাজা। তাঁর মহিষীর কুণ্ডলের সঙ্গে উতঙ্ক ঋষির উপাখ্যান জড়িত।

প্রতর্দন : কাশীর রাজা দিবোদাসের পুত্র। ইনিই পিতার হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন।

প্রতীপ : চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ভীষ্মের পিতামহ। শান্তনুর পিতা। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান লাভের জন্য কঠোর তপ যপ করেন। একদা এ উদ্দেশ্যে রাজ্য পাত্রের নিকট সমর্পণ করে ঋষিদের সঙ্গে তীর্থ যাত্রা করেন। তীর্থ যাত্রাকালে এক উত্তপ্ত নদী পারাপাররূপে ব্যবহার করেন মৃত বানরকে। দৈববাণীর মাধ্যমে এই বানরের আত্মা থেকে তিনি সন্তান শান্তনুকে লাভ করেন।

প্রদ্যুম্ন : বাসুদেবের চতুর্থাংশ সম্ভূত, ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। রুক্মিনীর গর্ভে এর জন্ম হয়। মহাভারতে ইনি সনৎকুমারের অংশজাত।

প্রমদ্বরা : গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। রুরুর প্রেয়সী পত্নী।

বক : ঋষ্যশৃঙ্গ রাক্ষসের পুত্র। অলম্বুষের ভ্রাতা। একচক্র নগরে পাণ্ডবগণ বসবাসকালে ভীমকর্তৃক নিহত হন।

বন্দী : বরুণের পুত্র। ইনি কাহোড়কে পরাজিত করেন।

বভ্রু : যাদববীর বিশেষ।

বভ্রুবাহন : মনিপুরের রাজা। ইনি অর্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার/হৈলাবতী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অর্জুন একাকী বনবাসকালে মণিপুরে উপস্থিত হন এবং হৈলাবতী/চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তখন বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। অর্জুন অশ্বমেধ যাত্রাকালে পুনরায় এদেশে উপস্থিত হয়ে পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে পরাজিত ও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তখন উলূপী নাগলোক হতে সঞ্জীবনী মণি এনে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

বর্গা : অপ্সরা। কুবেরের প্রিয়াপাত্রী। অর্জুন একে কুমীরের জন্ম হতে উদ্ধার করেন।

বলরাম : কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বলদেব এঁর অন্য নাম। কৃষ্ণের বিমাতা রোহিণী এঁর জননী। পিতা বসুদেব এঁকে ও এঁর মাতাকে কংসভয়ে নন্দালয়ে রক্ষা করেন। হল নামে এঁর অস্ত্র আছে। এজন্য ইনি হলায়ুধ, হলধর প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। গদা যুদ্ধেও ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এঁর পত্নীর নাম রেবতী। যদুবংশ ধ্বংসের পর ইনি যোগবলে দেহবিসর্জন করে স্বধামে গমন করেন।

বশিষ্ঠ : মুনি বিশেষ। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম।

বসুদেব : কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার পিতা। এঁর স্ত্রী রোহিনীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয় এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ইনি শুরের পুত্র।

বসুমনা : মহর্ষি বিশ্বমিত্রের পুত্র।

বাতাপি : দৈত্যবিশেষ। মণিমতীপুরে এর বাস। দৈত্য ইল্বলের ভ্রাতা। ইল্বল বাতাপিকে ছাগরূপী করে ব্রাহ্মণদের আহার করিয়ে ব্রাহ্মণ হত্যা করে পুনরায় বাতাপিকে জীবিত করতেন। একদা অগস্ত্য মুনি এরূপে ছাগরূপী বাতাপিকে আহারান্তে জীর্ণ করে হত্যা করেন।

বাসুকি : সর্পরাজ। মহর্ষি কশ্যপ এঁর পিতা ; এবং কদ্রু এঁর মাতা।

বাহ্লীক রাজ : কুরুবংশীয় রাজা। সোমদত্তের পিতা। ভূরিশ্রবার পিতামহ।

বিকর্ণ : দুর্যোধনের এক ভাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমকর্তৃক নিহত হন।

বিচিত্রবীর্য : শান্তনু রাজার পুত্র। সত্যবতী এঁর মাতা। এঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম চিত্রাঙ্গদ। এঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্মদেব। ভীষ্মদেব কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কন্যাদ্বয়কে হরণ করে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু ইনি আল্পবয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায়ই যক্ষারোগে প্রাণত্যাগ করেন। পরে মাতা সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্ত এঁর পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্ম লাভ করেন। এঁরাই বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র।

বিদুর : ইনি রাজা বিচিত্রবীর্যের দাসীপত্নীর গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শাস্ত্রমতে ধর্মরাজ মুনি অনী মাণ্ডব্যকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেন বলে, তাঁরই অভিশাপে তিনি এই বিদুররূপে মানবজন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন।

ইনি ছিলেন অতি ধর্মশীল, দূরদর্শী, বিজ্ঞ, শান্তস্বভাব এবং বিলাস-বাসনা বর্জিত স্বভাবের।

বিদুলা : ক্ষত্রিয় নারী। ইনি শাশ্বতবংশীয়া জনৈক বীরবালা ও সৌবীরাজের মহিষী ছিলেন। এঁর পুত্রের নাম সঞ্জয়। ইনি পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ পরাজয়ে সাহায্য করেছিলেন।

বিনতা : মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। অরুণ ও গরুড়ের মাতা।

বিরাট : বিরাট দেশের রাজা। এঁর পত্নীর নাম সুদেষ্ণা। তাঁর গর্ভে উত্তর নামে পুত্র এবং উত্তরা নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এঁর শ্যালক কীচক। এই কীচক তাঁর সেনাপতি ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের প্রথমদিনের যুদ্ধে ইনি নিহত হন।

বিরোচন : ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অন্যতম পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বীবত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভীমের হাতে নিহত হন।

বিশ্বামিত্র : মুনিবিশেষ। কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র। কুশিকের পৌত্র। ইনি ক্ষত্রিয় হয়েও তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ইনি গায়ত্রীর রচয়িতা ও ধনুর্বেদ প্রকাশক বলে খ্যাত।

বীতহব্য : বৎসের পুত্র। যোদ্ধা। কাশীরাজ দিবোদাস প্রভৃতি যোদ্ধাকে পরাজিত করেছিলেন।

বৃত্র : অসুরবিশেষ। ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী দানব ছিলেন। ইন্দ্রকে একবার তিনি পরাজিত করেছিলেন। পরে ইন্দ্র এঁর সংহার করেন। এর পুত্র গয়াসুর একজন বিখ্যাত হরিভক্ত হয়েছিলেন।

বৃহৎক্ষেত্র : নিষধরাজ। কেকয় দেশের বড় রাজা।

বৃহৎবল : কোশল দেশের রাজা।

বৃহস্পতি : দেবগুরু, সুরগুরু। ইনি ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক এবং নবগ্রহমধ্যে পঞ্চম গ্রহ এর ভ্রাতা উতথ্য ঋষি। ইনি সর্বদা ভ্রাতাকে হিংসা করতেন। উতথ্য ঋষি ভ্রাতার হিংসার কারণে বনবাসী হন। একবার অহংকারে ইনি ইন্দ্রব্যতীত অন্য কারুর যজমান করবেন না বলে মরুত্তকে ফিরিয়ে দেন। তখন উতথ্য মরুত্তের যজমানি করেন, কিন্তু মরুত্তের ধন সম্পত্তিতে তার ভাই ধনবান হবে এভেবে যজ্ঞে বাধা দেন। পরে উতথ্যের ক্রোধে পরাস্ত হয়ে স্বকৃত ভুল অনুধাবন করতে পেরে অনুতপ্ত হন।

বেদব্যাস : বেদ বিভাগ কর্তা মুনি। সম্পূর্ননাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ব্যাসদেব হিসেবেও খ্যাত। দ্বাপরযুগে এঁর আবির্ভাব। মহর্ষি পরাশর এঁর পিতা। এঁর মাতা মৎস্যগন্ধা পরাশরের দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হলে পরাশর মৎস্যগন্ধার গায়ের আমিষগন্ধ দূরীভূত কবে পদ্মগন্ধায় পরিণত করেন। তখন থেকে তাব নাম হয় যোজনগন্ধা- কারণ তাঁর শবীরের গন্ধ এক যোজন পর্যন্ত বিস্তারিত হত। এঁর অন্য নাম সত্যবতী। পরাশরের ঔরসে এঁর গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হয়। ইনিই বেদের বিভাগ ও যথাযথ বিন্যাস করেন। এজন্য বেদব্যাস নামেই সর্বাধিক পরিচিত। মহাভবত, অষ্টাদশ পুবাণ, পাতঞ্জলদর্শনের টীকা ইত্যাদি বহু গ্রন্থ তিনি বচনা করেন। অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য মৃত্যুবরণ কবলে বংশরক্ষার্থে বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র অম্বালিকাব গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে বিদুব এই তিন ক্ষেত্রজ পুত্র তার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন।

বেন : অঙ্গবাজার পুত্র। পৃথুরাজার পিতা। এঁর মাতার নাম সুনীথা। তিনি ছিলেন অধার্মিক। তা সত্ত্বেও তাঁর ধার্মিক পুত্র পৃথুর কল্যাণে স্বর্গগমন করেছিলেন।

বৈবস্বত : বিবস্বতেব পুত্র। সপ্তম মনু।

বৈশম্পায়ন : ব্যাসশিষ্য মুনি বিশেষ। মহাভারত প্রবক্তা।

ভগদত্ত : প্রাগ্‌জ্যোতিষপুব রাজা। ম্লেচ্ছ ও অসুররূপে পরিচিত। নরক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতৃদণ্ড ও অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্রের অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরবদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁব ভয়ঙ্কব যুদ্ধে অনেক পাণ্ডব সৈন্য বধ হয়। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনকর্তৃক নিহত হন।

ভগীরথ : সূর্যবংশীয় নৃপবিশেষ। দিলীপ রাজার পুত্র। ইনি বাল্যকালে দেহাস্থিবিহীনতায় অতি বিকলশরীর ছিলেন। এরূপ দেহবৈকল্য অবস্থায় একদিন অষ্টাবক্র মুনিকে প্রণাম করতে গিয়ে অঙ্গভঙ্গী করলেন। তখন মুনি এঁকে অভিশাপ দেন-যদি তুমি ইচ্ছা করে ঐরূপ অঙ্গবৈকল্য দেখিয়ে থাক, তবে ঐরূপ বিকলাঙ্গই হও। আর যদি এটা তোমার স্বাভাবিক হয়, তবে তা দূর হয়ে তোমার শরীর উত্তম হোক। এই অভিশাপ এঁর পক্ষে বরই হোল, ইনি উত্তম দেহ লাভ করলেন। এরপর তিনি কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাদের উদ্ধাব সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হতে মর্তে নিয়ে আসেন। গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শে পূর্বপুরুষগণের সদগতি হয়। গঙ্গা এইরূপে ভাগীরথকর্তৃক অনীতা হওয়ায় ভাগীরথী নাম লাভ করেছেন।

ভরত : শকুন্তলার গর্ভজাত দুষ্মন্ত রাজার পুত্র। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ। ইনি বিদর্ভরাজ্যের তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি পরাক্রমসহকারে এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে রাজ্য পালন করেছিলেন। এজন্য এবং তাঁর নামের জন্য তাঁর শাসিত রাজ্য আজ অবধি ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়ে আছে।

ভরদ্বাজ : উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে উৎপন্ন মুনিবিশেষ। ইনি যখন তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করছিলেন, সে সময়ে ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে এঁর রেতঃপাত হয়। তিনি এই রেতঃ এক দ্রোণীর মধ্যে স্খলিত করেণ। তা থেকে দ্রোণাচার্য জন্ম গ্রহণ করেণ।

ভানুমতী : দুর্যোধনের স্ত্রী। এঁর গর্ভে দুর্যোধনের লক্ষ্মণ নামে পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ভীমসেন : মধ্যম পাণ্ডব। বৃকোদর। ইনি রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। কুন্তীদেবীর গর্ভে পবনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন এঁর এরূপ অতুল বলশালিতায় ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে বাল্যকালে খাবারে বিষপ্রয়োগ করে খাইয়ে জলে ফেলে প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃতকার্য হন নি। ইনি অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে একত্রে প্রথমে কৃপাচার্যের নিকট ও শেষে দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। গদা যুদ্ধে এঁর বিশেষ পারদর্শীতা জন্মেছিল। এবিদ্যা তিনি বলরামের শিষ্য হয়েও শিক্ষা করেছিলেন। ইনি রাক্ষসকে বধ করে একচক্রা নগরকে রক্ষা করেছিলেন। যুধিষ্ঠির কপট পাশা-খেলায় সর্বস্ব হারলে, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে রাজসভায় এনে বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করেন, এবং দুর্যোধন আপন উরু দেখিয়ে নানাভাবে লাঞ্ছনা করেন। তখন ভীম ক্রোধে দুঃশাসনের রক্তপান এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি যুদ্ধে দুঃশাসনকে পরাস্ত করে বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান করেন এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে প্রতিজ্ঞা পালন করেন। স্ত্রীকে অপমানের জন্য তিনি বিরাট রাজশ্যালক কীচককেও বধ করেন। ইনি সর্বদা পরাক্রমশীলতার মাধ্যমে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেছেন। তিনি চিরজীবনই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের একান্ত আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। তিনি প্রতিনিয়তই স্ত্রী দ্রৌপদীর অনুরোধ রক্ষা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মানবদেহ বিসর্জনের পর ইনি পত্নী দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভোজনপ্রিয় এবং দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর মধ্যে তাঁকে অধিক ভালবাসতেন। এই অপরাধে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করতে পারেন নি। পথিমধ্যে পর্বতের উপর নিপতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ভীষ্ম : পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পিতার ভ্রাতা। শান্তনু রাজার পুত্র। গাঙ্গেয়। ইনি স্বর্গের অষ্টম বসু। বশিষ্ট মুনির অভিশাপে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে গঙ্গাদেবীর গর্ভে শান্তনুরাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অন্যনাম দেবব্রত। রাজা শান্তনু ধীবর রাজকন্যা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ধীবররাজ বলেন - আমার কোন পুত্র সন্তান নাই। কন্যার ঘরে যে সন্তান জন্ম নিবে সে যদি সিংহাসনের অধিকারী হয় তবেই কন্যাকে সম্প্রদান করব। শান্তনু ভীষ্মদেবের কথা ভেবে এ প্রস্তাবে সম্মত হন না। তখন ভীষ্মদেব ধীবর রাজাকে বললেন - আমি প্রতিজ্ঞা করছি কখনই আমি রাজা হব না। আর এর জন্য আমি কখনও বিবাহ করব না। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হয় ভীষ্ম অর্থাৎ কঠোরব্রতচারী। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছিলেন। যখন কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষে মহাসমর আরম্ভ হয় তখন তিনি কৌরবদের সেনাপতি হয়ে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা অধিক ছিল - তথাপিও নীতি রক্ষার্থে তাঁদের বিপক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন। যুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রলয়ের মত। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে পরাজিত করতে বা হারাতে পারবে না। এ পরাক্রমশালী যোদ্ধা বেঁচে থাকলে কৌরবদের পরাজিত করা সম্ভব নয় ভেবে ভীষ্ম পাণ্ডবপক্ষকে তাঁর বধের কৌশল জ্ঞাপন করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী দশম দিনের যুদ্ধে শিখণ্ডীব মাধ্যমে অর্জুন তাঁকে শরবিদ্ধ করেন। ভীষ্ম চিরকুমার থাকার ব্রতে পিতার নিকট থেকে ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। অর্জুন অসংখ্য বাণবিদ্ধ করে ভীষ্মকে শরশয্যা সদৃশ করে রেখেছিলেন। ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত হন তখন সূর্য ছিল দক্ষিণ অয়নে। তিনি সূর্যের উত্তর অয়নে মৃত্যুবরণ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সূর্যের উত্তর অয়ন আসতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি শরশয্যায় শয়ন করে কুরুবংশ ধ্বংস চিত্র এবং পাণ্ডবদের অনেক প্রিয়জনের মৃত্যু অবলোকন করেছেন। এরূপ চরিত্রবান দৃঢ়সংযমী, অতুল বিক্রমশালী বীর জগতে বিরল। এজন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজ অবধি এই মহাপুরুষের আত্মার তৃপ্তার্থে "ভীষ্মতর্পণ" করে থাকেন।

ভীষ্মক : রুক্মিনীর পিতা। কৃষ্ণের শ্বশুর। ভোজদেশের রাজা।

ভূরিশ্রবা : চন্দ্রবংশীয় রাজা। সোমদত্তের পুত্র। কুরুবংশীয় যোদ্ধা। অতীব বিক্রমশালী যোদ্ধা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের বহু সৈন্যক্ষয় করেছেন। একপর্যায়ে মহাসমরে অর্জুন এঁকে বধ করেণ।

ভৃগু : যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি। ইনি দক্ষকন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে এঁর কন্যা লক্ষ্মী এবং পুত্রদ্বয় ধাতা ও বিধাতা জন্মগ্রহণ করেন। অন্যমতে স্ত্রী পুলোমা এবং পুত্র চ্যবন।

মণিগ্রীব : কুবেরের পুত্র। নারদে অভিশাপে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিলাভ করেন।

মদলসা : বিশ্ববসুর কন্যা। ইনি একজন তত্ত্বজ্ঞানী পরম ধার্মিকা মহিলা ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় প্রবর্তন রাজ এঁর স্বামী ছিলেন। অলর্ক এঁর পুত্র ছিলেন। অন্যমতে পাতালের ঋতধ্বজ একে বিয়ে করেছিলেন।

মনু : সূর্যপুত্র। পৃথিবীর প্রথম রাজা। ভিন্নমতে ব্রহ্মার পুত্র। মানব জাতিব আদি পুরুষ। ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ।

মরুত্ত : চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্তে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতিশয় যাজ্ঞিক ছিলেন। যজ্ঞে মুনিদের অযাচিত ধন প্রদান করতেন। ইনি ইন্দ্রসমতুল্য ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ইন্দ্র পৌরোহিত বৃহস্পতির নিকট ইনি একবার যজ্ঞের যজমানের জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু বৃহস্পতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন - ইন্দ্র ভীন্ন অন্য কোন যজমানি তিনি কবেন না। পরে বৃহস্পতির ভ্রাতা সমূর্ত যজমানে স্বীকৃত হলে বৃহস্পতি তখন মুরুত্তকে অনুরোধ করেন সমূর্তকে বর্জন করে তাকে যজমানি করার জন্য। কেননা মরুত্তের বিপুল ধনসম্পত্তি তাঁর ভ্রাতা প্রাপ্ত হবেন এটা ছিল তাঁর অত্যন্ত হিংসার বিষয়। কিন্তু মরুত্ত সমূর্তকে দিয়েই যজ্ঞ সমাপ্ত করেন এবং সমূর্তকে অজস্র ধনসম্পত্তি প্রদান করেন।

ময়দানব : নমুচির ভ্রাতা। দানববিশেষ। দানবগণের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পাণ্ডব রাজসভা নির্মাতা। অর্জুনের খাণ্ডববন দহনের সময় বনে বসবাসরত ময়দানবকে অগ্নি হতে রক্ষা করেছিলেন। এর প্রতিদান স্বরূপ তিনি পাণ্ডবদের জন্য কিছু করতে চাইলে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য একটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজসভা নির্মাণের নির্দেশ দেন। শিল্পী ময়দানব পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত এক রাজসভা নির্মাণ করেন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য। এই পুরী অনুযায়ী পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থের রাজধানী করেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

মাদ্রী : মদ্ররাজ শল্যের বোন। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী। নকুল ও সহদেবের জননী। ভীষ্মদেব ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সঙ্গে মাদ্রীর বিবাহ দেয়ার জন্য মদ্ররাজকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ ও মণি, মুক্ত, প্রবাল প্রভৃতি বহুল দ্রব্য শুল্কস্বরূপ

প্রদানপূর্বক মাদ্রীকে হস্তিনায় নিয়ে আসেন। পাণ্ডুর নির্দেশে কুন্তী আকর্ষণী মন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমন্ত্রণ করেন। এই কুমারদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রী গর্ভে পাণ্ডব ক্ষেত্রজ দুই পুত্র নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। পাণ্ডু ঋষিকর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে বানপ্রস্থ পালন করতে চাইলে - মাদ্রীও স্বামীর সঙ্গে বানপ্রস্থ পালনে বনে গমন করলেন। একদিন পাণ্ডু ও মাদ্রী বনে বিচরণ করছেন - তখন বসন্তকালের সৌন্দর্য দেখে পাণ্ডু বিমূর্ত হয়ে মাদ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঋষিশাপ অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন। মাদ্রীও স্বামীর সঙ্গে সহমরণ সংকল্পে দেহত্যাগ করেন।

মান্ধাতা : যৌবনাশ্বের পুত্র। সমগ্র পৃথিবী তিনি জয় করেন। পৃথিবী বিজয়ের পরে মধুর পুত্র লবনের হাতে তিনি নিহত হন।

মার্কণ্ডেয় . মৃকণ্ড মুনির পুত্র। ধূমাবতীর স্বামী. এবং বেদশিরার পিতা।

মুদ্গল : ধর্মাত্মা মুনি। দুর্বাসার আশীর্বাদে সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

মৈত্রেয় : কাম্যক বনের ঋষি। দুর্যোধন এর দ্বারা অভিশপ্ত হন। এঁর অভিশাপের ফলে দুর্যোধন গদাযুদ্ধে উরুভঙ্গে নিহত হন।

মৈত্রেয়ী : যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। অন্য নাম কাত্যায়নী। ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী।

যবক্রীত : ভরদ্বাজের পুত্র। গুরুছাড়া বেদজ্ঞানের চেষ্টা করেন। রৈভ্য পত্নীর প্রতি আসক্ত বশত নিহত হন।

যযাতি : চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র। স্ত্রী দেবযানী। পুত্র পুরু।

যাজ্ঞবল্ক : মুনি বিশেষ। ব্যাসদেবের শিষ্য। মৈত্রেয়ীর স্বামী। ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। যজুর্বেদ প্রবক্তা।

যুধিষ্ঠির : জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। ইনি পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। পাণ্ডুর প্রথম ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি অতি ধর্মশীল ছিলেন বলে ধর্মরাজ, ধর্ম, ধর্মপুত্র নামেও খ্যাত ছিলেন। দুর্যোধনের কপটপাশায় সর্বস্ব হারিয়ে স্ত্রীভ্রাতাগণসহ বনে গমন করেছিলেন। তিনি সর্বদা নীতি ধর্মে অটুট ছিলেন। এমনি করে কাপুরুষের মত বীরপুরুষ ভাইদের নিয়ে বনবাসে দুঃখ কষ্ট ভোগ করার জন্য দ্রৌপদী, ভীমসেন তাকে অনেক তিরস্কার করেছেন কিন্তু তিনি কখনই নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি। বীরত্বের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিবস পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন। কুরু-পাণ্ডব উভয়পক্ষের স্বজন হারিয়ে তিনি শোকে

বিহ্বল হয়েছেন। কৌরব ভ্রাতাদের হত্যার জন্য ধৃতরাষ্ট-গান্ধারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং কৃষ্ণের মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার সমর্পন করে মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে স্ত্রী ও ভ্রাতাগণ সঙ্গী হয়। পথিমধ্যে এক এক করে স্ত্রী ও ভ্রাতাগণকে হারিয়ে এক সঙ্গী কুকুরকে নিয়ে মহাপ্রস্থান যাত্রা করেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম পরীক্ষা হেতু স্বয়ং ধর্মরাজ, কুকুর হিসেবে এঁর সঙ্গী হয়। স্বর্গে যাওয়ার শেষ পর্যায়ে ইন্দ্ররাজ কুকুর ত্যাগ করে পুষ্ট রথে আরোহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুতেই তার পথের সঙ্গীকে ত্যাগ করতে সম্মত হন না। অবশেষে কুকুররূপী ধর্মদেব আত্মপ্রকাশ অন্তে ইনি স্বর্গে গমন করেন।

যুযুৎসু : ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেন। কৌরব সন্তানদের মধ্যে ইনিই বেঁচে থাকেন।

রুরু : জনৈক ব্রাহ্মণ। চ্যবনপুত্র প্রমিত এঁর পিতা এবং অপ্সরা ঘৃতাচী এঁর মাতা। প্রণয়িনী প্রমদ্বরার জন্য অর্ধায়ু দান করেন।

রৈভ্য : দুর্যোধনের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হাতে নিহত হয়।

লোপামুদ্রা : আসাধারণ রূপসী। অগস্ত্য ঋষির পত্নী। ইধ্মবাহের জননী। অগস্ত্য পুত্র জন্ম দেয়ার মানসে পৃথিবীর সব কিছুর শ্রেষ্ট বস্তু একত্র করে তপের মাধ্যমে লোপামুদ্রার জন্ম লাভ করান। এহেতু তিনি অতুলনীয়া রূপের এবং গুণের অধিকারিণী হন। অগস্ত্যঋষি পত্নীর সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শতপুত্রের গুণ সম্বলিত একজন শেষ্ঠ বিদ্যান পুত্র ইধ্মবাহের জন্ম দান করেন। লোপমুদ্রা নিজেও বিদুষী ছিলেন। তিনি বেদের অনেক সূক্ত `নির্মাণ করেছিলেন।

শকুনী : দুর্যোধনাদির মাতুল। গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র। কৌরবদের কুমন্ত্রণা দাতা। ইনি অতি অসৎপ্রকৃতির ও দ্যূতনিপুন ছিলেন। ইনি দুর্যোধনের পক্ষে কপট পাশা খেলে যুধিষ্ঠিরকে সর্বসান্ত করেছিলেন। অবশেষে রাজ্যহারা করে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই পুনঃ পুনঃ পরামর্শে কৌরববংশ ধ্বংস হয়েছে। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে সহদেবকর্তৃক শোচনীয়ভাবে নিহত হন।

শকুন্তলা : দুষ্মন্ত রাজার মহিষী। ভরতরাজার মাতা। ইনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

শক্তি : বশিষ্ট মুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র । এঁর মায়ের নাম অরুন্ধতী। এঁর পত্নীর নাম অদ্রশ্যন্তী। পুত্রের নাম পরাশর।

শঙ্খ : বিরাটরাজের বড় পুত্র। কুবেরের নিধিবিশেষ। ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ। রণবাদ্য যন্ত্র বিশেষ। কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য। যুধিষ্ঠিরের অনন্ত বিজয়। ভীমের পৌণ্ড্র। অর্জুনের দেবদত্ত। নকুলের সুঘোষ ও সহদেবের মণিপুষ্পক।

শতানীক : বিরাটের ভ্রাতা । সুদাসরাজপুত্র। ব্যাসের শিষ্য। নকুলের ঔরসে দ্রৌপদীগর্ভে জাত পুত্র। জনমেজয়ের পুত্র। মুনি বিশেষ।

শমীক : মুনি বিশেষ। শৃঙ্গীর পিতা । রাজা পরীক্ষিৎ এঁর গলদেশে একটি মৃত সর্প বেষ্টিত করায় এঁব পুত্র শৃঙ্গীকর্তৃক শাপগ্রস্ত হন। এবং এই অভিশাপ অনুযায়ীই তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিৎ মৃত্যুবরণ করেণ।

শল : ইক্ষ্বাকু রাজা পরীক্ষিৎ ও সুশোভনার পুত্র। বামদেবের অভিশাপে নিহত হন।

শল্য : বাল্হীক বংশীয়। মদ্রদেশের অধিশ্বর। নকুল-সহদেবের মাতুল। এঁর ভগ্নী মাদ্রী পাণ্ডুরাজার কনিষ্ঠা পত্নী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনে হস্তিনায় আগমনের পথে দুর্যোধন ছলনা অবলম্বনে শল্যকে তাঁর পক্ষে গ্রহণ করেণ। শল্য কুরু-পাণ্ডবের কলহের কথা জানতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনে ভেবেছিলেন অন্যকোন পক্ষের সঙ্গে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হবে। তাই দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে কথা দেন। পরে তিনি সব ঘটনা অবগত হয়ে কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু কথা রক্ষার জন্য কৌরবপক্ষেই তিনি পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের হাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শর্মিষ্ঠা : অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা। মহাভারতের দেবযানী ও যযাতি উপাখ্যানের উপনায়িকা।

শান্তনু : চন্দবংশীয় নৃপবিশেষ। প্রতীপের লব্ধপুত্র। এঁর প্রথমা পত্নী গঙ্গাদেবী। এঁর গর্ভে ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। এর দ্বিতীয় পত্নী সত্যবতী। তাঁর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্যই রাজ সিংহাসনে উপবেশন কবেন।

শাম্ব : শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। জাম্ববতী এঁর মাতা। ইনি জ্যেষ্ঠ তাত বলরামের শিক্ষাগুণে বীর সমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

শিখণ্ডী : দ্রুপদ রাজার পুত্র। পূর্বজন্মে কাশীরাজের কন্যা অম্বা। ভীষ্ম হত্যাকারী। দ্রুপদ রাজা দ্রোণাচার্যকে হত্যার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছিলেন। এই যজ্ঞের

অগ্নি থেকে শিখণ্ডীর জন্ম হয়। পূর্ব জন্মে ভীষ্মদেব অম্বাকে হরণ করে আনলে অম্বা ভীষ্মদেবকে তাঁকে বিবাহ করতে বলেন। ভীষ্মদেব তাঁর পূর্ব "চিরকুমারব্রত" প্রতিজ্ঞার জন্য অম্বার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বা অপমানিত হয়ে পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞাপূর্বক অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেণ এবং পরজন্মে ভীষ্মবধার্থ শিখণ্ডী নামে দ্রুপদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শিবি : রাজর্ষি। শরণাগত রক্ষক স্বনাম প্রসিদ্ধ নৃপবিশেষ। এঁর পিতার নাম উশীনর। পিতাও রাজা ছিলেন।

শিশুপাল : চেদিদেশের রাজা। অমিত বিক্রমশালী ও যোদ্ধা। দমঘোষের পুত্র। কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই । এঁব মাতা শ্রুতশ্রবা বাসুদেবের ভগ্নী। খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে সকল রাজাদের সঙ্গে শিশুপালও উপস্থিত ছিলেন। মুনি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মাল্যদান কার্যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে মালা পরিয়ে দিলে শিশুপাল প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন - এজন্য তিনি কৃষ্ণকে নানারূপ অকথ্য ভাষায় বিদ্রুপ করলেন। এই বিদ্রুপে কৃষ্ণে রাগান্বিত হয়ে শিশুপালের শিরোচ্ছেদন করেন।

শুকদেব : ব্যাসদেবের পুত্র। ব্যাসদেব মহাভারত বচনা করে প্রথমে পুত্র শুকদেবকে শ্রবণ করান।

শুক্রাচার্য : দৈত্যগুরু। দেবযানির পিতা। ভৃগুমুনির পুত্র। মতান্তরে, - ইনি মহেশ্বরের উপস্থ দ্বার হতে বহির্গত হয়েছিলেন, এজন্য এর নাম 'শুক্র' হয়। এঁর দুই পুত্রের নাম ষণ্ড ও অমর্ক এবং কন্যার নাম দেবযানী।

শূর : যাদববিশেষ। কৃষ্ণের পিতামহ। বসুদেবের পিতা।

শৌনক : নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষি। পুরাণবক্তা।

শ্রুতায়ু : কলিঙ্গরাজ। যোদ্ধা। সুর্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। বরুণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছেন। মাতা ভগবতী। ভগবতী বরুণের সাধনা করে পুত্রকে অমোঘ অস্ত্র লাভ করান। এ অস্ত্রের গুণ ছিল অবধ্য কারুর শরীরে আঘাত করলে সে অস্ত্র প্রত্যাবর্তন করে নিজেকেই ধ্বংস করে। বরুণের বরে শ্রুতায়ু শ্রেষ্ঠরূপে পরিণত হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দীর্ঘসময় ধরে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের এক পর্যায়ে শ্রুতায়ু সেই অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণ তা দেখে এবং এ অস্ত্রের মহিমা জ্ঞাত হয়ে অর্জুনকে সরিয়ে নিজেই সে অস্ত্রের সামনে উপস্থিত হন।

ফলে অস্ত্র অবধ্য কৃষ্ণের শরীরকে আঘাত না করে প্রত্যাবর্তন করে শ্রুতায়ুকেই বিনাশ করল।

শ্বেত : বিরাট রাজার মধ্যম পুত্র।

শ্বেতকেতু : মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র।

সুধামন্যু : পাণ্ডব বীর বিশেষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

সগর : ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা। এর ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনির অভিশাপে ভস্মিভূত হয়। পরে ভগীরথ তাদেরকে পুনরায় উদ্ধার করেন।

সঞ্জয় : ধৃতরাষ্ট্রের সারথি এবং মন্ত্রী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবক্তা। ব্যাসকর্তৃক দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হয়ে হস্তিনায় বসে ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন।

সত্যজিৎ : দ্রুপদের ভ্রাতা।

সত্যবতী : মৎস্যগন্ধা। মৎসগর্ভে জাত। সমস্ত শরীরে মাছের গন্ধযুক্ত থাকার দরুণ এরূপ নাম হয়েছে। একদা পরাশর মুনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর দিয়ে তাঁর শরীরের মৎস গন্ধের বিনিময়ে পদ্মগন্ধ সৃষ্টি করেন এবং এগন্ধ এক যোজন পথ পর্যন্ত বিস্তারিত হত এজন্য এঁর অন্য নাম যোজনগন্ধা। উপরিচর বসুর ঔরসজাত। পরাশরের ঔরসে কুমারীকালে তাঁর গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। পরে শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হয়। তখন চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

সত্যবান : শাল্বদেশের রাজা। পিতা দ্যুমৎসেন। সাবিত্রী ও সত্যবান উপখ্যানের নায়ক।

সব্যসাচী : অর্জুন। দুই হাতে এক সঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে।

সহদেব : পাণ্ডব। পঞ্চপাণ্ডবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জাত। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র।

সহদেব : মগধরাজ। জরাসন্ধের পুত্র।

সংবর্ত : মহর্ষি। অঙ্গিরার পুত্র।

সপ্তরথী : দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনী, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন।

সংবরণ : পুরুবংশীয়। ঋক্ষের পুত্র। সূর্য কন্যা তপতীকে বিবাহ করেন।

সপ্তদ্বীপ : জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সাত্যকি : বৃষ্ণি বংশীয় যাদববীর। সত্যকের পুত্র। শিনির পৌত্র।

সারণ : কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা। সুভদ্রার সহোদর।

সুদর্শন : ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।

সুদেষ্ণা : বিরাটের সম্রাজ্ঞী। উত্তর ও উত্তরার মাতা। কেকয় রাজকন্যা।

সুধন্বা : মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র।

সুন্দ : নিকুম্ভের পুত্র।

সুপর্ণ : গরুড়। এক যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করে তাঁর সম্মানে একটি পর্ণ ত্যাগ করেন।

সুবল : গান্ধাররাজ। গান্ধারী ও শকুনির পিতা।

সুভদ্রা : কৃষ্ণের বৈমাত্র ভগিনী। অর্জুনের স্ত্রী। অভিমন্যুর জননী।

সুযোধন : দুর্যোধনের অন্য নাম। যুধিষ্ঠির এ নামে সম্বোধন করতেন।

সুলতা : ব্রহ্মচারিণী। রাজা জনককে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করেন।

সুশর্মা : ত্রিগর্ত দেশের রাজা। দুর্যোধনের মিত্র।

সুহোত্র : কুরুবংশীয় রাজা। উদারতায় শিবিকেও অতিক্রম করেন।

সেনজিৎ : জনৈক রাজা। পুত্রশোকে কাতর হয়ে এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

সৈরিন্ধ্রী : অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামকরণে বিরাট অন্তঃপুরে বসবাস করেন।

সোমক : পুরু বংশীয় রাজা। জন্তুর পিতা।

সোমদত্ত : বাহ্লীক রাজপুত্র। ভুরিশ্রবার পিতা। ঋষিদের মহাভারত শুনিয়েছিলেন।

সৌবল : শকুনির অন্য নাম। সুবলের পুত্র বলে শকুনিকে সৌবল বলা হয়।

হনুমান : পবনপুত্র। চিরজীবী বীর। অঞ্জনার পুত্র।

হস্তী : অষ্ট দিক্-গজের নামে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক প্রভৃতি নামে মহাভারতে হস্তী রয়েছে।

হিড়িম্ব : রাক্ষস । হিড়িম্বার ভাই ।

হিড়িম্বা : ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী। ঘটোৎকচের জননী।

ঘ. পুথির উৎস

কোন বিখ্যাত গ্রন্থের প্রতিলিপি ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। কবীন্দ্র মহাভারতের পুথিও ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত রয়েছে এর অসংখ্য প্রতিলিপি। কোনো কোনো পুথি অক্ষতরূপে (সম্পূর্ণ পাঠের উপযুক্তরূপে) বর্তমান রয়েছে, আবার কোনো কোনটি প্রাচীনত্ব ও অযত্নের কারণে কেবল অস্তিত্বই বজায় রেখেছে– ভিতরের সম্পদ হয়েছে পাঠের অযোগ্য। কবীন্দ্রের আঠারটি পর্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কয়েকটি পর্বের নাম জানা যায়। এরূপ পর্বসমূহ মূল আঠারটি পর্বের ভিতর থেকেই লিখিত। কোনটি সংক্ষিপ্ত করে, কোনটি লিপিকরের কল্পিত ব্যাখ্যাসম্বলিত ভিন্ননামে লিখিত হয়েছে। এর অধিকাংশগুলিই বিচ্ছিন্ন। ভবিষ্যতে এই অতিরিক্ত পর্বসমূহের উপর দৃষ্টি নিবন্ধের আশা রাখছি। বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত কবীন্দ্র পুথির তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

আদিপর্ব

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংখ্যা= ২০২৪ (১২০৮ বঙ্গাব্দ), ২০২৫ (১৬১০-১১ শকাব্দ), ২০২৪ঙ, ১০২ঙ, ৪১৯৬ (১১৮৬)।
রামমালা গ্রন্থগার, কুমিল্লা, সংখ্যা, ১১৫৭ ১০২ক।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, কলিকাতা, সংখ্যা = ১৬৯ (১১১৭) [১৬৩২ শক] [পরাগলী মহাভারত- আদি হতে অশ্বমেধের প্রথমাংশ] ।
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, কলিকাতা, সংখ্যা = ৫৩৫, ৫৩৮।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সংখ্যা = ১৩০৫

সভাপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা = ২০২৪খ
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমল্লিা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৭০০
মোক্ষদা সংগ্রহে বাংলা পুথি, কলিকাতা, সংখ্যা = ৫৩৫৪
প্রাচীন পুথির বিবরণ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ, বাংলাদেশ, সংখ্যা = ২৬৭।

বনপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা = ২০২৪গ
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭)
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুঁথি, কলিকাতা = ১৩২৮
প্রাচীন পুথির বিবরণ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ, বাংলাদেশ, সংখ্যা = ২৬৭।

বিরাট পর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা = ২০২৪ঘ, ২১০৭ ড, ২০২৫
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭), ১১৬৭(১২২২)[১২২৫]
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, কলিকাতা = ১৩২২
প্রাচীন পুথির বিবরণ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৬৭।

উদ্যোগপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা = ২০২৪ঙ,২০২৫, ১০২৬
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭), ১১৬৭ (১২২২) [১২২৫]
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৭০১
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, শান্তিনিকেতন, সংখ্যা = ৯২০(১২৩০)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২২১৩ (১১৯১)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৩০৫/ ৪র্থ, ৬ [উদ্যোগপর্ব হতে কর্ণপর্ব শেষ]।

ভীষ্মপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪চ, ১০২, ২০২৫
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭), ১১৬৭ (১২২২) [১২২৫]
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২২১৩ (১১৯১)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৭০১
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ৫৩১, ১৩২৬।

দ্রোণপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা = ২০২৪ছ

রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭), ১১৬৭ (১২২২) । ১২২৫]
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৩২৩, ৫৩১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২২১৩ (১১৯১)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত রায় সংগ্রহ, সংখ্যা = ৫৮
রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৩১৪/২য়, ৪৪ [দ্রোণ হতে অশ্বমেধপর্ব পর্যন্ত] ।

কর্ণপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪জ, ২০২৫,৭৪৮ (১২৩৬), ৭৪৯
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭) ।

শল্যপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪ঝ, ২০২৫, ৩১৬৫
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৭১ (১২৫৩)
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি কলিকাতা, সংখ্যা = ১৩২৫ ।

গদাপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪ঞ, ২০২৫জ,
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭)
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৩২৪ ।

সৌপ্তিকপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪, ২০২৫ঝ,
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা সংগ্রহ, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭) ।

ঐষীকপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা = ২০২৪, ২০২৫,
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ৩৭২
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৯২৯
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংখ্যা = ৬০৪
কলমী পুথির বিবরণ, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১৫/১১ (১২০৮), ৩০০

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৯২০(১২৩০)।

শান্তিপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪, ২০২৫ঠ
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১১৫৭ (১১৫৭)
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ৭৪৭
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৯২০।

অনুশাসনপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৫,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৭০২।

অভিষেকপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪ট, ২০২৫ড
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৯২০
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংখ্যা = ৫১৭।

স্ত্রীপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৪, ২০২৫ট
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি সংখ্যা = ৭৪৫।

অশ্বমেধপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৫, ৪১৯৬ (১১৮৬)
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, সংখ্যা = ১৩২১, ৬০৪
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৯২০(১২৩০)
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংগ্রহ, সংখ্যা =১১৭২ (১২০৩) , ৮৮৭
বরন্দ্রে অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগার রাজশাহী, শরৎকুমার রায় সংগ্রহ, সংখ্যা = ৪১১।

পরীক্ষিৎপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৫ঢ, [১৬১০ শকাব্দ]।

আশ্রমিকপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৫।

মহাপ্রস্থানপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৫।

স্বর্গারোহণপর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২০২৫ (১০৯৬), [১৬১১ শকাব্দ] ৪১৯৬ (১১৮৬)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৫৭৩ (১২০১), ২৫১৯ (১১৪৭), ২৩৮৭
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৯২০(১২৩০)
মোক্ষদা সংগ্রহেব বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ৬০৪
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৪২৫৬ (১১৩৪)।

পাণ্ডব বিজয়

কবীন্দ্রপরমেশ্বর : এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহ, সংখ্যা = ৪৯৭৭(১০৫৩) [১৫৬৮]
রামমালা গ্রন্থাগার কুমিল্লা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৪৩৫।

পাণ্ডব বিজয় কথা-কবীন্দ্রপরমেশ্বর

রংপুর সাহিত্য পরিষৎ, রংপুর, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৬২ (১২২৬)
বীরভূম সিউড়ির শিবরতন মিত্রের গ্রন্থাগার, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৪৭।

পরাগলী মহাভারত : কবীন্দ্র পরমেশ্বর

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৯ (১১৪৪-১১৮২)
এশিয়াটিক সোসাইটি, সংগ্রহ, কলিকাতা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৪০৪৪
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগার রাজশাহী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ, সংখ্যা = ৬৬, ৬৭
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র বাংলা পুথি সংগ্রহ, সংখ্যা = ২৮৬৮
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সংগ্রহ সংখ্যা = ১৩০৪/৪র্থ, ১২৭।

ভারত পাঁচালী - কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বর্ধমান সাহিত্য সভা সংগ্রহ, বর্ধমান সংখ্যা = ৫৩৪
অষ্টাদশপর্ব- কবীন্দ্র পরমেশ্বর :
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৩৭২ (১১৮০)

রংপুব সাহিত্য পরিষৎ, বংপুন, সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৩১৪/১ম, ৯ (১১৮৭)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৭২ (১২২৩)।

অশ্বত্থামাপর্ব

মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, কলিকাতা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৭৪৬।

আচার্যপর্ব

মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, কলিকাতা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৬০৪।

দণ্ডীপর্ব

বরন্দ্রে অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগাব বাজশাহী, শরৎকুমার বায় সংগ্রহ. সংখ্যা = ৪১৫।

যোগপর্ব

মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, সংগ্রহ. সংখ্যা = ১৩২১।

মৌষলপর্ব

কলমী পুথিব বিববণ, কুমিল্লা, সংখ্যা = ১৫/১১(১২০৮), ৩৩৬ ণ, ৩০০
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. শান্তিনিকেতন. সংগ্রহ. সংখ্যা = ৯২০ (১২৩০)
রামমালা গ্রন্থাগাব, কুমিল্লা, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৩৭২থ,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংগ্রহ, সংখ্যা = ১৯২৯
মোক্ষদা সংগ্রহের বাংলা পুথি, সংগ্রহ, সংখ্যা = ৬০৪।

সুসাঙ্গপর্ব

রামামালা গ্রন্থাগার কুমল্লিা. সংগ্রহ, সংখ্যা = ৮২০

কবীন্দ্র মহাভারত

ববন্দ্রে অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগার রাজশাহী, শরৎ কুমার রায় সংগ্রহ, সংখ্যা ৪১৩ (১২৮২), ৪১৪।

ঙ. গ্রন্থে বর্ণিত স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অঙ্গদেশ	:	মুঙ্গের ও ভাগলপুর অঞ্চল, রাজধানী, চম্পানগরী।
অন্ধ্রদেশ	:	মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ ও হায়দারাবাদের কিছু অংশ।
অবন্তী	:	মালবদেশ।
অহিচ্ছত্র দেশ	:	যুক্ত প্রদেশের বেরেলি জেলা অঞ্চল।
ইন্দ্রপ্রস্থ	:	দিল্লীর নিকটবর্তী নগর, পবণ্ডবদের নির্মিত।
উত্তর কুরু	:	তিব্বতের উত্তর পশ্চিমস্থ দেশ।
উপপাব্য	:	মৎস্যরাজ্যের একটি নগর।
একচক্রা নগরী	:	সম্ভবত বিহারের অন্তর্গত আরা অঞ্চল।
কম্বোজ	:	কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ।
কলিঙ্গ	:	মহানদী হতে গোদাবারী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর তীরস্থ দেশ।
কাম্যক বন	:	কচ্ছ উপসাগরেব নিকট সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বন।
কুরুক্ষেত্র	:	পাঞ্জাবের আম্বালা ও কর্ণাল জেলায়। মহাভারতের প্রধান যুদ্ধের স্থান।
কুরুজাঙ্গল	:	কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান।
কেকয়	:	শতদ্রু ও বিপাশা মধ্যবর্তী দেশ, মতান্তরে সিন্ধু-নদের উত্তর পশ্চিম ভাগে।
কেরল	:	দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে মালাবর ও কানাড়া অঞ্চল।
কোশল	:	উত্তর প্রদেশে অযোধ্যার নিকটবর্তী ফয়জাবাদ গণ্ডা ও বরৈচ জেলান্তর্গত ভূভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ কোশল নামে দুই ভাগে বিভক্ত।
কৌশকী নদী	:	আধুনিক কুশী নদী।
খাণ্ডববন	:	যমুনা-তীরস্থ বন, কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নি এ বন দাহ করেন।
গান্ধার	:	সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দেশ। ভিন্ন মতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।
গিরিব্রজ	:	জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগিরি।
চর্মন্বতী নদী	:	আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে।
চেদি	:	নর্মদা-গোদাবরীর মধ্যস্থ দেশ।
চোল	:	কাবেরী নদীর উভয় তীরস্থ দেশ।
জতুগ্রহ	:	বারণাবতে লাক্ষা গৃহ, পাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করবার জন্য দুর্যোধনের চক্রান্তে নির্মিত।
তক্ষশিলা নগরী	:	রাওয়ালপিণ্ড অঞ্চলে, জনমেজয় এ অঞ্চলে সর্পযজ্ঞ করেন।

ত্রিগর্তদেশ	পাঞ্জাবে জলন্ধব জেলায কাংড়া উপত্যকা অঞ্চল। মতান্তবে শতদ্রুব পূর্ববর্তী মরু প্রদেশ।
ত্রিপুব	তাবকাসুবেব পুত্রত্রয তাবকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালিব নগব।
দবদ	কাশ্মীবেব নিকটস্থ দেশ, দর্দিস্তান।
দশার্ন দেশ	মধ্যভাবতে চম্বল ও বেত্রোযা নদীব মধ্যবর্তী অঞ্চল।
দ্রাবিড়	ভাবতেব দক্ষিণ পূর্ববর্তী অঞ্চল।
দ্বৈতবণ	পাঞ্জাবে সবস্বতী নদীব তীববর্তী অঞ্চল।
নিষধ দেশ	মধ্যপ্রদেশে জব্বালপুবেব পূর্বে অবস্থিত। মতান্তবে কুমাযুন অঞ্চলে।
নৈমিষাবণ্য	উত্তব প্রদেশে সীতাপুব জেলায, আধুনিক নিমসাব।
পাণ্ড্যদেশ	মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুবা ও তিনেভেলি, জেলা অঞ্চল
পুন্ড্রদেশ	উত্তববঙ্গ।
প্রভাস	কাথিযবাবে সমুদ্রতীববর্তী তীর্থস্থান মতান্তবে সবস্বতী নদীতীবে লোক বিশ্রুত তীর্থস্থান।
প্রাগজ্যোতিষপুব	কামৰূপ।
প্রাচ্য	সবস্বতী নদীব পর্বস্থ দেশ।
বঙ্গদেশ	পর্ববঙ্গ।
বৎস দেশ	প্রযাগেব পশ্চিমে যমুনাব উত্তব তীবস্থ অঞ্চল।
বাবণাবত	প্রযাগেব নিকটবর্তী স্থান।
বাহীক বা বাহ্বীক দেশ	সিন্ধু ও পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ।
বিদর্ভ দেশ	আধুনিক বেরাব।

চ. গ্রন্থে বর্ণিত অস্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অঞ্জলিক বাণ : বাণ বিশেষ। অর্জুন এর দ্বারা ভীষ্মের উপাধান প্রদান করেন।

অর্ধচন্দ্র বাণ : বাণ বিশেষ। এর দ্বারা অর্জুন ভগদত্তের বক্ষ বিদীর্ণ করেন।

অঞ্জলিক বাণ : অস্ত্র বিশেষ। এর দ্বারা অর্জ্জুন কর্ণের মস্তক বিচ্ছিন্ন করেন।

আগ্নেয় অস্ত্র : ভরদ্বাজ প্রদত্ত এই অস্ত্র অগ্নিবেশ দ্রোণকে প্রদান করেন।

একাঘ্নী : বাণ। কর্ণ অর্জুনকে মারবার জন্য এ বাণ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে কর্ণ তা ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

ঐন্দ্র অস্ত্র : ইন্দ্রের অস্ত্র। এক সঙ্গে অনেক বাণ নির্গত হয়।

কবচ : বর্ম। বিভিন্ন কবচের মধ্যে নিবাত কবচ বিখ্যাত। তিন কোটি দৈত্য এই কবচ ধারণ করেছিল। ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন তাদেরকে বধ করেছিলেন।

কৌমদকী : অগ্নি-প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের গদা।

কৌস্তুভ : সমুদ্র-তলে প্রাপ্তমণি, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিধৃত।

খড়্গ : শাণিত যুদ্ধাস্ত্র ঘন, বৃহৎ ও ভারী অসিবিশেষ।

ক্ষুদ্রক : বাণ বিশেষ।

ক্ষুরপ্র : খুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র।

গদা : মুদগর তুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

গরুড়াস্ত্র : নাগাপাশ বন্ধন নিষ্ফলের নিমিত্ত বাণ।

গন্ডি : অর্জুনের ধনু। ব্রহ্মা নির্মাণ করে প্রজাপতিকে প্রদান করেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র সোমকে, সোম বরুণকে এবং অগ্নি বরুনের নিকট প্রার্থনা করে অর্জুনকে দেন

চক্র : তীক্ষ্ণধার চক্রাকার ক্ষেপনীয় অস্ত্র বিশেষ।

চক্রব্যূহ : চক্রাকারে সেনা সন্নিবেশ, দ্রোণাচার্য কর্তৃক নির্মিত।

চর্ম : ঢাল।

তাম্রস্থালী : যুধিষ্ঠির, সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী, সাধনায় প্রাপ্ত হন। বনবাসে অন্নভাবমোচনে সূর্য ইহা বর দেন।

তোমর : শাবলতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

নাগপাশ : মন্ত্রসিদ্ধ অস্ত্র। সর্পের রজ্জু বন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নারচ : লৌহময় বাণ।

নারায়নের চতুর্ভুজ	:	পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমদকী গদা ও পদ্মা পুষ্প।
নালীক	:	বাণ বিশেষ।
পট্টিশ	:	তরবারী। প্রচণ্ড খুরধাব ও খড়গাকার অগ্রভাগ সূতীক্ষ্ণ।
পরশু	:	অস্ত্র বিশেষ। লাঠির মাথায় অর্ধ-চন্দ্রাকার লৌহ ফলক। কুঠার।
পরিঘ	:	লৌহমুখ বা লৌহকন্টকযুক্ত মুদগর বিশেষ।
পাশা	:	রজ্জু বিশেষ। এ পাশ- গুণ রজ্জু, কাপাশা বজ্জু, মঞ্চ রজ্জু, পশুস্নায়ু, আকন্দ ত্বকের তন্তু প্রভৃতি দ্বারা তৈরি কবা নিক্ষিপ্ত ও আকর্ষিত করবার জন্য ব্যবহৃত।
পাশুপাত	:	অমোঘ অস্ত্র।
প্রাস	:	ছোট বর্শা। ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষ।
বজ্র	:	ইন্দ্রেব অস্ত্র।
বিজয় ধনু	:	কর্ণেব ধনু, ইন্দ্র এবং পবশুবামের ব্যবহৃত ধনু।
বৈষ্ণবাস্ত্র	:	শ্রীকৃষ্ণনরককে এই অস্ত্র দান করেন। ভগদত্ত এই অস্ত্র ব্যাবহার করলে কৃষ্ণেব বুকে বৈজয়ন্তী মালারূপে বিস্তৃত হয।
ব্যূহ	:	সৈন্য সমাবেশ।
ব্রহ্মশির	:	ব্রহ্মতেজ পূর্ণ অস্ত্র। অশ্বত্থামা ও অর্জুন ইহা ব্যবহার করেন। উভয়েই ইহা নিক্ষেপ করলে নারদ ও ব্যাস তা সংবরণ করতে বলেন। অর্জুন সংবরণ কবেন কিন্তু অশ্বত্থামা পাবেননি। এবং তা উত্তবার গর্ভে পতিত হয়েছিল।
ভল্ল	:	বর্শাফলকেব ন্যায় অস্ত্র বিশেষ।
ভূষণ্ডী	:	পাষাণ প্রক্ষেপক চর্মরজ্জুময় অস্ত্র বিশেষ।
শঙ্খ	:	রণবাদ্য যন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জুনের দেবত্ত, নকুলের সুঘোষ ও সহদেবের মনিপুষ্পক।
সীর	:	লাঙ্গলসদৃশ যুদ্ধাস বিশেষ। আকর্ষণ ও নিপাতন কাজে ব্যবহৃত।
বিদ্রেহ দেশ	:	উত্তর বিহার বা মিথিলা অঞ্চল।
ব্রহ্মর্ষি দেশ	:	কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল ও শূরসেন সম্মলিত দেশ।
ব্রহ্মাবর্ত	:	সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যেস্থ দেশ।
ভোজ	:	মালিব ও বিদর্ভের নিকটবর্তী দেশ।
মগধ দেশ	:	পাটনা ও গয়ার নিকট জরাসন্ধের রাজ্য।
মনিপুর	:	চিত্রবাহনের রাজ্য।

মৎস্য দেশ	:	রাজপুতনার ঢোলপুর রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। মতান্তরে আধুনিক জয়পুর।
মদ্রদেশ	:	পাঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও ইরাবতি নদীর মধ্যে অবস্থিত।
মধ্যদেশ	.	হিমালয় বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়োগের পশ্চিমে ও কুরুক্ষেত্রের পূর্বে অবস্থিত ভূভাগ।
মহেন্দ্র পর্বত	:	পূর্বঘাট পর্বত মালা।
মানসতীর্থ	:	হিমালয়ের উত্তরে পবিত্র তীর্থ।
মালবদেশ	:	মধ্যভারতে, আধুনিক মালোয়া।
মহিষ্মতী পুরী	.	মধ্যেপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতীরের ভূভাগ।
মেকল দেশ	:	নর্মদার উৎপত্তিস্থান, অমরকণ্টকের নিকট।
মেরু, সুমেরু	:	চীন ও তুর্কিস্থান, সম্ভবত হিন্দুকুশ পর্বত।
রৈবতক	:	কাথিয়াবার, আধুনিক গিণার পর্বত।
লৌহিত্য	:	ব্রহ্মপুত্র নদ।
শাল্বদেশ	:	রাজাপুতনায়। সেজায়গায় শাল্ব নামে কয়েকজন রাজা ছিলেন।
শূরসেন	.	মথুরার নিকটবর্তী প্রদেশ।
সৌবীর দেশ	.	রাজাপুতানার দক্ষিণে অবস্থিত, মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশ।
হস্তিনাপুর	:	দিল্লীর পূর্বে, মিরাটের নিকট গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

ছ. নমুনা চিত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-২০১৫, প ২১৮(খ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা ২০১২. ক ৮৩।ঙ)
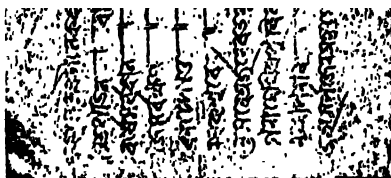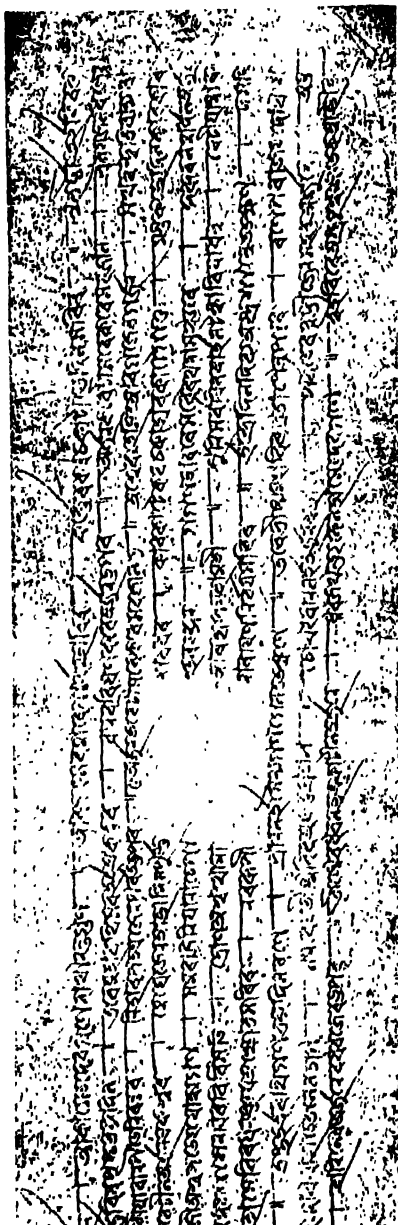
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-২০২৫, প. ৮৩(খ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-২০২৫, প. ৮৪(ক)

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলিকাতা, সংগ্রহ সংখ্যা-৮৪৬৭৭ প. ১(খ)

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলিকাতা, সংগ্রহ সংখ্যা-৮৪৪৭ প. ২২০(ব

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলিকাতা, সংগ্রহ সংখ্যা-৮৪৬৭৭ প. ২১০(খ)

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলিকাতা, সংগ্রহ সংখ্যা-৮৪৬৭৭ প. ২১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-৪৬৯৭, প ৩৬(ক)

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলিকাতা, সংগ্রহ সংখ্যা-৮৪৬৭৭ প. ১(ক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-২০২৪, প. ২৪৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-১০২৪. প সংখ্যা ২২৪(ক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা ৪১৯৬, প ৮(ক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-৪১৯৬, প ৭(ক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-১০২. প. ১৩২(খ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা ৪৬৩১, ক ১৭ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা-৪৬৬১. প. ১১(ক)

জ. কবীন্দ্র মহাভারত সম্পর্কে বিদগ্ধজনের অভিমত

ব'ংলা ভাষায় মহাভারত রচনার অবদান কোনো একজন কবির নয়। বহু কবি সংস্কৃত মহাভাবতের বর্ণিত বিষয়-ঘটনাবলি নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন নানা কাব্য-মহাকাব্য। কোনো কোনো সুধীজন বাংলায় সংস্কৃত মহাভারতের সুবিস্তীর্ণ কলেবরকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে নতুন ধারায় রচনা করেছেন, কেউ হুবহু অনুবাদ করেছেন, কেউ বিস্তৃত বর্ণনায় মহাভারতের কলেবর পূর্ণ করেছেন, আবার কেউ কেবল একটি পর্ব নিয়ে রচনা করেছেন কাব্যগ্রন্থ। অনেকে আবার মহাভারতকে পদ্যের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে গদ্যাকারে রূপ দিয়েছেন। কেউ কেউ লিখেছন কবিতা, নাটক, গল্প। এখনও অনেকে লিখছেন। কিন্তু কে প্রথম বাংলায় মহাভারত রচনার গৌরবে অধিষ্ঠিত? সে বিষষ নিয়ে সেই প্রথম থেকে আলোচকদের মধ্যে চলছে নানা তর্ক-বিতর্ক। মধ্যযুগে বাংলায় সম্পূর্ণ মহাভারত লিখেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও সঞ্জয় । কাশীরাম দাস মহাভারতের আঠারটি পর্ব রচনা করেন নি। তিনি আদি, সভা ও বিরাটপর্বের কিছু অংশ লিখে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম অবশিষ্ট পর্বগুলো রচনা করেছেন।

আদি সভা বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশী দাস গেল স্বর্গপুর॥

মহাভারত রচনা আরম্ভ করেছিলেন কাশীরাম দাস তাই তাঁর নামেই কাব্যটি প্রসিদ্ধ। মহাভারতের আঠারটি পর্বের কোনো কোনো পর্ব নিয়ে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করে মহাভারত রচনার গৌরব অর্জন করেছেন। যেমন :

অকিঞ্চন দাস—সৌপ্তিকপর্ব

অনন্ত মিশ্র—অশ্বমেধপর্ব, বিরাটপর্ব, কুশলব উপাখ্যান

অনন্তরাম দ্বিজ—বনপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব

অভিরাম দ্বিজ—অশ্বমেধপর্ব, জৈমিনি ভারত, ভারত-সংহিতা

অম্বরীষ কবি—ঐষীকপর্ব, ভীষ্মপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব

অম্বষ্ঠ বল্লভ—আদিপর্ব, স্বর্গারোহণ পর্ব, ব্যাসদেবজন্ম,

আদিত্যরাম—স্যমন্তক মনিহরণ

কবিকঙ্কন চক্রবর্তী— বিরাটপর্ব

গোপীনাথ দত্ত— দ্রোণপর্ব, স্ত্রীপর্ব, অভিমুন্যবধ, ইতিহাস পুস্তক, জৈমিনি ভাবত, দ্রৌপদী যুদ্ধ, ধৃতবাষ্ট্র ও সঞ্জয় কথা, পাণ্ডব বিজয়, রুক্মিনী নারদ সংবাদ।

গোপীনাথ দ্বিজ—সভাপর্ব

গোপীনাথ পাঠক— ভীষ্মপর্ব

গোবর্ধন দ্বিজ—গদাপর্ব

গোবিন্দ চরণ—মৌষল পর্ব

গোবিন্দ দাস —পাণ্ডব পাঁচালী

ঘনশ্যাম দাস—জৈর্মিনি ভারত

চণ্ডীশীল সুত—পাণ্ডব গীতা

চন্দন দাস—অশ্বমেধপর্ব

জগদানন্দ—যুধিষ্ঠিব স্বর্গাবোহণ

জগন্নাথ কবিপল্লব— দ্রোণপর্ব, বনপর্ব

জয়কৃষ্ণ নন্দ—দ্রোণপর্ব

জয়দেব—সভাপর্ব

জয়ন্ত—স্বর্গাবোহণপর্ব

জয়ন্তীদেব— যুধিষ্ঠিব স্বর্গাবোহণপর্ব

জয়মুনি— স্ত্রীপর্ব

জিতঘটক—বনপর্ব

তনয় শেখর— বনপর্ব

তীরদাস—নারীপর্ব

ত্রিলোচন চক্রবর্তী— আদিপর্ব

দৈবকীনন্দন— কর্ণপর্ব

দ্বারিকানাথ—শল্যপর্ব

দ্বৈপায়ন—পাণ্ডব গীতা

দ্বৈপায়ন দাস— আশ্চর্যপর্ব, গদাপর্ব, দ্রোণপর্ব, বনপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব

নন্দরামদাস—উদ্যোগপর্ব, বৃহৎ শান্তিপর্ব

নিত্যানন্দ ঘোষ— আদিপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, কর্ণপর্ব ভীষ্মপর্ব, শল্যপর্ব, শান্তিপর্ব, স্ত্রীপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব, পাণ্ডববিজয়, বিজয়পাণ্ডব কথা।

নিত্যানন্দ দাস— নারীপর্ব, ভীষ্মপর্ব, শান্তিপর্ব, সভাপর্ব, স্ত্রীপর্ব
নিমাইপণ্ডিত—কর্ণপর্ব
পঞ্চানন বৈদ্য—কর্ণপর্ব
পরমানন্দ দ্বিজ—বনপর্ব
পার্বতী নাথ—নৈষধপর্ব
পুরুষোত্তম দাস— কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ
প্রেমানন্দদাস— সাবিত্রী চরিত্র
প্রেমানন্দ দ্বিজ—জৈমিনি ভারত
বলরাম দ্বিজ—বনপর্ব
বাগেশ্বরী প্রসাদ — বিরাটপর্ব, উত্তর গোগৃহ
বালিনাথ সুত—বনপর্ব
বাসুবেদ—মহাপ্রস্থানপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব
বিজয় পণ্ডিত— বনপর্ব, নলদময়ন্তী সংবাদ
বিশ্বনাথ সুত— আদিপর্ব
বিশ্বেশ্বর ধর— অনুশাসনপর্ব, ভীষ্মপর্ব, শান্তিপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব
বৈদ্যনাথ দ্বিজ—বনপর্ব, মৌষলপর্ব, শান্তিপর্ব
ব্রজসুন্দর দ্বিজ—বিরাটপর্ব
ভবানন্দ দীন—আদিপর্ব, ব্যাসদেবের জন্ম কথা
ভবানীদাস—অশ্বমেধপর্ব, বিরাটপর্ব, যুধিষ্ঠির-অশ্বমেধ, ব্যাসপাণ্ডব সংবাদ।
ভানুনারায়ণ—দ্রোণপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, শান্তিপর্ব, সভাপর্ব,
মধুসূদন বৈদ্য— বনপর্ব, নৈষধ চরিত্র
মনোহর দাস— কর্ণপর্ব
মহীনাথ দ্বিজ—অশ্বমেধপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, প্রস্থানিকপর্ব
মহীন্দ্র কবি—দণ্ডীপর্ব
মাধবচন্দ্র—স্বর্গারোহণপর্ব
মাধব দ্বিজ—বিরাটপর্ব
মুকুন্দদাস—কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ
মোহন পালিত—আদিপর্ব
যদুচন্দ্র—শান্তিপর্ব
রঘুরাম দত্ত— বিরাটপর্ব, মৌষলপর্ব

রঘুরাম দ্বিজ---আদিপর্ব, বনপর্ব, ভীষ্মপর্ব, শান্তিপর্ব

রাজমোহন দাস --- সৌপ্তিকপর্ব

রাজারাম দত্ত --দণ্ডীপর্ব, অশ্বিনীউদ্ধার, দণ্ডী রাজা উপাখ্যান

রাজারাম দাস - দণ্ডীপর্ব

রাজীব সেন - উদ্যোগপর্ব

রাজেন্দ্র দাস আদিপর্ব বিজয়পাণ্ডব কথা, শকুন্তলা উপাখ্যান

রাধাকান্তদাস --শল্যপর্ব, সৌ[illegible]

রাম কবিরাজ - ভীষ্মপর্ব

রামকৃষ্ণ—অশ্বমেধপর্ব, [illegible]

রামচন্দ্র খান - অশ্বমেধপর্ব

রামচন্দ্র দ্বিজ - অশ্বমেধপর্ব, [illegible]

রামচন্দ্র ভানুনারায়ণ দ্বিজ উদ্যোগপর্ব, [illegible], [illegible], বিরাটপর্ব, ভীষ্মপর্ব

রামচরণ ঘোষ পাণ্ডববিজয়

রামচরণ চক্রবর্তী অশ্বমেধপর্ব

রামদ্বিজ —ভীষ্মপর্ব

রামনন্দন দ্বিজ -- গদাপর্ব, শল্যপর্ব

রামনাথ —বনপর্ব

রামনারায়ণ — বনপর্ব নল-দময়ন্তী উপাখ্যান

রামানারায়ণ ঘোষ— আদিপর্ব নৈষধপর্ব, বনপর্ব নলোপাখ্যান

রামানারায়ন দত্ত --দ্রোণপর্ব

রামপ্রসাদ---যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণপর্ব

রামরত্ন দ্বিজ—- বনপর্ব

রামরাম দাস— সভাপর্ব

রামলোচন —নারীপর্ব

রামসুর দাস— আদিপর্ব

রামানাথ—সাবিত্রীপালা

রামেশ্বরদাস—আদিপর্ব, দণ্ডীপর্ব, দণ্ডবয় প্রস্থান

রামেশ্বর নন্দী—আদিপর্ব, বিরাটপর্ব

রুদ্রদেব দ্বিজ—আদিপর্ব

লক্ষ্মীরাম দ্বিজ—কর্ণপর্ব

লোকনাথ দত্ত—বনপর্ব, নলদময়ন্তী, নৈষধ বিজয়, পাণ্ডববিজয়

শম্ভুদাস—উদ্যোগপর্ব

শিব কর—যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ

শিব রাম—যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ

শিবানন্দ দত্ত— শান্তিপর্ব

শ্রীকরনন্দী---অশ্বমেধপর্ব

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ— আদিপর্ব, দ্রোণপর্ব, বিরাটপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, বিজয় পাণ্ডবকথা।

যষ্ঠিধর-- যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ

ষষ্ঠিবর সেন- পাণ্ডববিজয়।

সাগর বসু -[illegible] সাবিত্রী, [illegible]

সারণ কবি—বিরাটপর্ব, [illegible] যুদ্ধ পালা।

সুবুদ্ধিরাম দাস— [illegible]

সুবুদ্ধিরায় -অশ্বমেধপর্ব, জৈমিনি [illegible]

হরিরাম দ্বিজ—উদ্যোগপর্ব

হরেন্দ্র নারায়ণ মহারাজা-- [illegible], [illegible]পর্ব, সভাপর্ব

এঁদের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সঞ্জয়, শ্রীকরনন্দী ও বিজয়পাণ্ডতের কাব্য নিয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে। বহুকাল পূর্ব থেকে বিশেষ করে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে নিয়েই নানা পর্যালোচনা করেছেন বহু মনিষী, বাংলা সাহিত্যে নিয়ে যাঁরাই চর্চা করেছেন তাঁরাই কবীন্দ্র মহাভারত ও কবির পরিচিতি সম্পর্কে কোন না কোনো মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথম বাংলা মহাভারত রচয়িতা, কেউ বলেছেন সঞ্জয় এ গৌরবের অধিকারী। আবার কেউ কেউ বলেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী অভিন্ন, কেউ বলেনে ভিন্ন। বিজয় পণ্ডিত ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে নিয়েও নানা মত ব্যক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এরূপ ভিন্নমুখী পর্যালোচনা চলছে বহুকাল যাবৎ। আমিও সকলের মতামতকে সামনে রেখে আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছি। ইতোপূর্বে মুনীন্দ্র বাবুকর্তৃক সঞ্জয় মহাভারত মুদ্রিত হয়েছে। কবীন্দ্র মহাভারতও বর্তমানে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা মহাভারত নিয়ে গবেষণায় **কবীন্দ্র মহাভারত** অনেক গুরুত্ব বহন করবে বলে আশা পোষণ করছি। নিম্নে কবীন্দ্র মহাভারত সম্পর্কে পূর্ববর্তী সুধীজনের মূল্যবান বক্তব্যসমূহ উপস্থাপন করছি।

১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের অন্যান্য পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাঁহার আবির্ভাবকাল বা গ্রন্থ অনুবাদ কাল সম্বন্ধে একটা স্থূল ধরনের সন তারিখের নিরিখ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নহে। গৌড়ের প্রসিদ্ধ সুলতান হুসেন শাহ্ এবং তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহের সমকালের চট্টগ্রামে বসিয়া ব্যাস-মহাভারতের সমস্ত পর্বগুলি কবীন্দ্র সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ইতিহাসেব পটে কোনও প্রকাব স্থাপন কবা যাইতে পাবে। হুসেন শাহ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত প্রায় ছাব্বিশ বৎসর গৌড়েব মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র নুসবৎ শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯ হইতে ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দ—অর্থাৎ প্রায় তের বৎসব বিস্তৃত। কবীন্দ্র পবমেশ্বর তাঁহার 'পাণ্ডব-বিজয়ে' হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহেব নাম উল্লেখ কবিয়াছেন

(ক) সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌড়নাথ।

ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাথ। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪)

(খ) শ্রীযুত নায়ক সে নসরত খান।

বরাইল পাঞ্চল্য যে গুণের নিদান। (প্রতিভা, ১৩৩১)

অতএব অনুমান করিতে হয় যে, কবীন্দ্র পবমেশ্বর হুসেন শাহেব রাজ্যপ্রাপ্তিব (১৪৯৩) হইতে নুসরৎ শাহের সমাপ্তিকালের (১৫৩২) মধ্যে বর্তমান ছিলেন, এবং এই পর্বের মধ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এহি সব কথা সংক্ষেপ করিয়া।

একদিনে শুনিতে পারি পাচালি রচিয়া।

মহাভারত পুরাণকে এমন সংক্ষেপে পাঁচালীর আকার দিতে হইবে যে, যেন লস্কর একদিনের মধ্যেই সবটা শুনিতে পারেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষেপে এই ভারত পাঁচালী রচনা করিলেন– ইহাই বিজয়পাণ্ডব বা পাণ্ডববিজয় নামে পরিচিত হইয়াছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ভারত পাঁচালীতে গৌড়েশ্বর শুসেন শাহ্ ও পরাগলের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিলেও নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, শুধু কাব্যে কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর– এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহার নাম 'পরমেশ্বর', 'কবীন্দ্র' উপাধি। আবার কেহ বলেন, আসলে কবির নাম শ্রীকরনন্দী, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বোধহয় পরাগল খান প্রদত্ত উপাধি– যেমন মালাধর

* বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭-৫৮৩

বসু গৌড়ের সুলতানের নিকট গুণরাজ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর একই ব্যক্তির নাম, এরূপ কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কারণ কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী একই কবি হলে অশ্বমেধ পর্বের দুইটি পৃথক পালা মিলিত না। কিন্তু দুইজনের দুইটি আলাদা অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

... পরাগলের আদেশ ও তাঁহার প্রীত্যর্থে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ব্যাস মহাভারতের সমস্ত পূর্বেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র জৈমিনি মহাভারত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা কদাপি সত্য নহে। কারণ জৈমিনির নামে শুধু অশ্বমেধপর্ব পাওয়া যায়, তিনি মহাভারতের অন্যান্য পর্ব লিখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না ; লিখিলে সারা ভারতের কোথাও না কোথাও তাহার পুঁথি মিলিত। কবীন্দ্রের পর শ্রীকরনন্দী জৈমিনি ভারত অবলম্বনে শুধু অশ্বমেধপর্ব রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, কবীন্দ্র অশ্বমেধপর্বের কোনো কোনো স্থলে জৈমিনির অনুসরণ করিলেও অন্যান্য পর্বে ব্যাসদেবের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২. আজহারুল ইলসাম*

বাংলা রামায়ণের আদি রচয়িতা কৃত্তিবাস ; তিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি।
বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর। কবীন্দ্রের মহাভারত রচিত হয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম -নোয়াখালির সীমান্তে অবস্থিত ফেনী নদীর উপকূলে। এই সময় হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ছিলেন গৌড়ের সম্রাট। সঞ্জয় এবং কবীন্দ্রের গ্রন্থের চেয়ে পুরনো কোনো বই অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয় নি।

মহাভারতের কবিবৃন্দ

সঞ্জয়

ডক্টর দীনেশ সেনের মতে বাংলায় মহাভারতের আদি অনুবাদক সঞ্জয়। তাঁকে তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বররের পূর্ব বলে মনে করেন। হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) তাঁর রাজসভায় মহাভারতের কাহিনী পাঠ করা হতো। কবীন্দ্র রমেশ্বর একথা উল্লেখ করেছেন। ডক্টর দীনেশ সেন অনুমান করেন উক্ত ভারত কাহিনী সম্ভবতঃ সঞ্জয়কৃত মহাভারতই হবে। সঞ্জয় তাঁর অনুবাদে জৈমিনি মহাভারতকেই আশ্রয় করে থাকবেন। কেননা তাঁর কাব্যে জৈমিনির কথা বলা হয়েছে। যেমন –

---

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ : আজহারুল ইসলাম, আইডিয়াল লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৮-১৯২

জএমনি কহিল কথা ভাবত-তন্তর।
যুনিআ রাজার বোগ খণ্ডিলেক সব॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

মহাভাবতের বিচ্ছিন্ন কাহিনী জনগণেব মধ্যে সর্বযুগেই প্রচাবিত ও প্রচলিত ছিলো। কিন্তু অনুবাদকমূলক কাহিনীব প্রচলন সম্পর্কে অনেকে অনুমান করেন--আযার্তেব অন্য কোনো প্রাদেশিক সাহিত্যে মহাভাবত অলম্বনে লেখা এত পুবনো কাব্য আব পাওয়া যায় না।

মহাভারত অনুবাদ হয় হুসেন শাহের আমলে। পবাগল খাঁ নামে হুসেন শাহের এক লস্কর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্য এক জনশ্রুতি আছে যে হুসেন শাহের সেনাপতি হিসেবে তিনি ত্রিপুরা অভিযান পবিচালনা করেছিলেন পরাগল খাঁব আদেশ ও উৎসাহে কবীন্দ্র পবমেশ্বব মহাভাবত বচনায় মনোনিবেশ কবেন। এই মহাভারতই পবাগলী মহাভারত নামে খ্যাত। কবীন্দ্র সম্ভবতঃ সমগ্র মহাভারতখানি রচনা কবেন নি, তাব অন্তর্নিহিত যুদ্ধ কাহিনীটুকুই লিখেছিলেন। তাঁব এই মহাভারতের নাম ছিলো পাণ্ডব বিজয়। কবীন্দ্রেব গ্রন্থে বাববাব হুসেন শাহ এবং তৎপুত্র নুসবৎ শাহেব মহানুভবতাব কথা বলা হয়েছে। হুসেন শাহেব লস্কব পরাগল খাঁ ও পুত্র নুসরৎ শাহ কবীন্দ্রেব গ্রন্থ শোনবার জন্য আগ্রহান্বিত হতেন। রামায়ণ-কাহিনী এবং ভারতকাহিনী শ্রবণ সম্ভবত এই সব উদারচেতা মুসলমান শাসকদেব একরূপ অভ্যাসে পবিণত হয়েছিলো। তাই পবাগল খাঁ সভাকবি কবীন্দ্র পবমেশ্বরকে মহাভারতের কাহিনী শোনাবার জন্য আদেশ করেন এবং কবি তা শিরোধার্য করে ভারত গাথা রচনা করেছিলেন--

তাঁহার আদেশে মালা মস্তকে ধরিল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল॥

হুসেন শাহ এবং পরাগল খাঁর মহানুভবতার কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন--

লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান॥
দানে কল্পতরু সে যে মহা গুণশালী।
কুতূহলে করাইল ভারত পাঁচালী॥

কবীন্দ্র তাঁর মহাভারতে জৈমিনির আদর্শ গ্রহণ করেছেন। কবিত্ব হিসাবে যাই থাক, মোটামুটিভাবে কবি সরল ভাষায় ভারত-কাহিনী ব্যক্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

৩. আহমদ শরীফ*

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী যে একই লস্কর দরবারে দুজন সমকালীন কবি, তা উভয়ের গ্রন্থ দুটোর পরাগলী ও ছুটিখানী' বিশেষণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থেকেও বোঝা যায়। লোকপ্রচলিত এ নাম দুটোও তথ্যপ্রমাণ হিসেবে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। কাব্যসূত্রে প্রমাণ দুই কবির আদেষ্টাও অভিন্ন নন। পরাগল খানের আগ্রহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পুরো মহাভারতে এবং ছুটি খানের [নসরত খানের] আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন।

সেকালে বিভিন্ন কবি রচিত একই বিষয়ক পাঁচালী বা গীতাবলী থেকে শ্রেষ্ঠ বা সুলিখিত অংশ নিয়ে সংকলন তৈরি করতেন গায়ক কথক পাঠক লিপিকরেরা। গাথাসপ্তসতী সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, দোঁহাকোষ, চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদাবলী বাইশ কবির মনসামঙ্গল এবং মধ্যযুগের রাগতাল গ্রন্থ প্রভৃতি তার প্রমাণ। একারণেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে মঙ্গলবাক্য অবধি যে কোন জনপ্রিয় কাব্যে বিভিন্ন কবির রচনার মিশ্রণ মেলে। এছাড়াও পুথির জগতের সন্ধানীরা জানেন,-- গায়েন-কথক-লিপিকরেরা ইচ্ছে করে, অজ্ঞতাবশে কিংবা অনবধানতাবশে ভণিতা বদল করতেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের ও শ্রীকর নন্দীর রচনার এবং ভণিতার মিশ্রণ ঘটেছে এভাবেই এবং একারণেই। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে দুইজনই মহাভারতের আদি অনুবাদক। অন্য অনুবাদের অভাবে এদুটোই জিজ্ঞাসুর অবলম্বন ছিল। একারণেই কবীন্দ্রের পাণ্ডববিজয়কথা বা ভারতকথা এক সময়ে বাঙলার, উড়িষ্যার ও আসামের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল।

আজকাল অবশ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে বিভ্রান্তির অনেক কুয়াশা কেটে গেছে। এখন কেউ যদি দুজনের গ্রন্থের শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে সব সংশয়-সন্দেহ নির্মূল হইবে।

উভয় কবিই যে হোসেন শাহর জীবিতকালেই নব বিজিত চট্টগ্রামের সীমান্তে সামরিক শাসনকেন্দ্র পরাগলপুরে (সৈয়দ সুলতান-লস্করের পুরখানি ইলম বসতি/কবীন্দ্র ভারত কথা রচিল বিচারি ইত্যাদি) বলেই পরাগল খানের অভিপ্রায় ক্রমে কাব্য দুটো রচনা করেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ পাঁচালী দুটোতেই রয়েছে। অতএব কাব্য দুটো ১৫১৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

---

* বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯

... কবীন্দ্র পরমেশ্বব দাস সংস্কৃতজ্ঞ কবি। কবিত্ব তেমন উঁচু শ্রেণীর না হলেও সুবিন্যস্ত ভাষায় প্রাঞ্জল করে বক্তব্য প্রকাশে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দগতি।

৪. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ*

মহাভাবতেব প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পবমেশ্বর। তিনি চট্টগ্রামেব অধিপতি পরাগল খানেব আদেশে ব্যাসদেবেব অষ্টাদশ সর্গের মহাকাব্য মহাভাবত 'সংক্ষেপে' অনুবাদ কবেন। তাঁরই অব্যবহিত পরে শ্রীকবনন্দী পবাগল তনয় ছুটি খানেব নির্দেশে জৈমিনিকৃত মহাভাবতেব অনুবাদকার্য সমাপ্ত কবেন। পবাগল খান ও ছুটি খান গৌড়েশ্বর হুসেন শাহেব (১৪৯৩-১৫১৯) ও নসবত শহের (১৫১৯-৩২) সামন্ত প্রতিনিধি ছিলেন। ক্ষমতালিপ্সু, যুদ্ধবিজয়ী সামন্তপতিবা শৌর্যবীর্য ও গৌববেব কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন। কবীন্দ্র 'স্ত্রীপর্ব' এবং স্ত্রীকব নন্দী 'অশ্বমেধপর্বে'র উপব প্রাধান্য দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ কবলেন সামন্ত নৃপতি বীবরসেব মহাকাব্য আস্বাদন কবলেন, তার সাথে সমগ্র দেশবাসীও ঐতিহ্যের মর্মোপলব্ধি করল। মুসলমান নৃপতিবা যে স্রোতমুখ খুলে দিলেন, তাব ধারা বয়ে চলল আপামর বাঙালীর প্রাণে প্রাণে। মহাভারতের আবও অনুবাদ হলো। এসব প্রেবণা ও প্রচেষ্টা চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'কাশীদাসী মহাভাবতে'। 'পবাগলী মহাভাবত'ও'ছুটিখানী মহাভারত' সূচনাপর্বের সমস্ত গৌরব ও মর্যাদা পাবে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ এবং উন্নত সহিত্যকর্ম হিসেবে 'কাশীদাসী মহাভাবত' বাঙালীব কাছে অধিক চিত্তাকর্ষী হয়েছে।

৫. কনক বন্দ্যোপাধ্যায়*

সংস্কৃত মহাভারতের প্রাচীন বা প্রথম অনুবাদকর্তা খুব সম্ভবত পরমেশ্বর দাস নামক এক কবি। কবি তাঁহাব কাব্যে 'কবীন্দ্র' এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কবির কাব্যের নাম 'পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা'। কাব্যখানি বাঙ্গালার শাসনকর্তা হুসেন শাহেব রাজত্বকালে রচিত হয়। হুসেন শাহের এক সেনাপতি- চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আদেশে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। এইজন্য এই মহাভারতখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামেও আখ্যায়িত হইয়া থাকে। পরাগল খান ভারত-পুরাণ শুনিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে পরমেশ্বর দাস যে তাঁহার পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা রচনায় প্রবৃত্ত হন, একথা কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে বলিয়াছেন–

---

* বাংলা সাহিত্যের পুনবাবৃত্ত, ড ওয়াকিল আহমদ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৩-১৩৪

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩-১১৫

পুত্রপৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥
... ...
কুতুহল বহুল ভারথ কথা শুনি॥

বিশাল মহাভারত কাব্যের বিচিত্র কাহিনী জানিবার জন্য পরাগল খানের মনে কৌতূহল জাগিয়াছিল। এইজন্য তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন :

কোনমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর॥
কোন কর্ম করিল তারা বনের ভিতর।
বৎসরেক আছিল সভে অজ্ঞাত বসতি।
কোনমতে পৌরুষে পাইল বসুমতী॥
এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া।
দিনকে শুনিতে পারি পাচালী রচিয়া॥

ইহাই কবি পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা রচনার কারণ। এই কাব্যটি আঠারো পর্বে সমাপ্ত। বর্ণনাগুণে কাব্যখানি উৎকৃষ্ট। মাঝে মাঝে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ কবীন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায়।

৬. গোপাল হালদার*

পরাগলী মহাভারত : কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের সাধারণ পরিচয় 'পরাগলী মহাভারতে' বলে। গ্রন্থে বারবার উল্লেখ আছে হুসেন শাহের ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের মহানুভবতার কথা। হুসেন শাহের লস্করপরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ এই মহাভারতের কাহিনী বাঙলায় শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরাগল খাঁ সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতিরূপে ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, সুলতানের 'লস্কর' বা প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি সে অঞ্চলেই বসবাস করেন–চট্টগ্রামের জনশ্রুতিতে তিনি চট্টগ্রাম বিজেতা বলেও বিখ্যাত। ফেনী নদীর তীরে পরাগলপুরে এখনো তাঁর বংশধরগণ পদস্থ পরিবার। পুরাণ মহাভারতের এবং নিশ্চয়ই রামায়ণের উপাখ্যানসমূহ শ্রবণ ইতিপূর্বেই এই শাসকবর্গের মুসলমানের পক্ষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল - সে কাহিনী তাঁদের হৃদয় মন স্পর্শ করত। পরাগল খাঁর মনেও নেশা

---

* বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড, গোপাল হালদার, মুক্তধারা, ১৯৭৪, পৃ. ১৪৪

লাগে। তিনি সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ভারত কথা বাঙলায় বলবার জন্য অনুরোধ করলেন:

তাঁহার আদেশে মালা মস্তকে ধরিল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল॥

পরমেশ্বর কোথাও এইরূপে, কোথাও 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বলে, কোথাও শুধু কবীন্দ্র' বলে নিজের উল্লেখ করেছেন। মুক্তকণ্ঠে কবি প্রশংসা করেছেন হুসেন শাহের ও পরাগল খাঁর।

লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান॥
দানে কল্পতরু সে যে মহা গুণশালা।
কুতূহলে করাইল ভারথ পাঁচালী॥

কবিতা হিসাবে এ রচনা সামান্য জিনিস, তত বিরাট নয়। কিন্তু মোটের উপর আঠারো পর্বেই সরল ভাষায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের কাহিনী বলে উঠতে পেরেছেন—এটাই যথেষ্ট। কাহিনীর গুণেই তা সে যুগে আকর্ষণীয় হয়েছিল, এখনো অপাঠ্য নয়।

৭. দীনেশ চন্দ্র সেন*

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হয়, সুতরাং ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন ;– শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান"। বে. গ. পুথি, ৮৮ পত্র। সুতরাং কবীন্দ্র রচিত মহাভারতাপেক্ষাও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্র রচিত মহাভারতের সঙ্গে এত বেশি মিলিয়া যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাহার উল্লেখ নিস্প্রোয়োজন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়াও সঞ্জয় রচিত মহাভারত, নিঃত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী ভারতানুবাদগুলো রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্ব্বপেক্ষা প্রাচীন

---

*বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, ৫ম সং ১৯২৬, পৃ. ১৩৮-১৩৯, ১৪১. ১৪৯. ১৫০

ভারতানুবাদক কবি কে? কোনো আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মাদিগকে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন এ বিষয়ের খাঁটি সত্য অবধারণের দ্বিতীয় পন্থা নাই ; তবে আর একটি অনুমানও আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়, মাগধ ভাটগণ প্রাচীনকাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতিপ্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন। এখন শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন। যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবত প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদের ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হইতে একখানি অতি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয় রচিত। ইহার ঐতিহাসিক কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না : কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। কবীন্দ্র রচিত প্রাচীন পুথি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুথির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষর যুক্ত দুই চারিখানা সঞ্জয় ভারতের পৃষ্ঠাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের প্রচার অনেক বেশি; সঞ্জয় রচিত মহাভারতে বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজশাহী প্রভৃতি সর্ব্বস্থলেই পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে।

অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্তৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন– কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই।

... পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছ্বলিত কৃতজ্ঞতারসে পয়ারের বাঁধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাড়াইয়াছে দেখুন ; –

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতি বারণ
পুর্ণকীর্তি গুণাস্বাদী পরাগল খান।" বে-গ. পুথি, ৮৮ পত্র॥

কোনো কোনো স্থলে "শ্রীযুত পরাগল পদ্মিনী-ভাস্কর। এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়।
পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এ পুস্তকখানা উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক : শুনিয়াছি পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান এবং তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক. ইহা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য।
... কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষবে অনুবাদ করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ গ্রন্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

৮. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান*

পঞ্চদশ শত খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে (১৪৯৩) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁকে চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগল পুর দান করেন। পরাগল খা সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া হোসেন শাহের অধীনে শাসন কার্য চালাইতে থাকেন। হোসেন শাহের সেনাপতি, পরাগলের আদেশে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদি পর্ব্ব হইতে স্ত্রী পর্ব্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই মহাভারতের পরমেশ্বর লিখিয়াছেন :

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ু গতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটি গ্রামে চলিয়া গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥

পরমেশ্বরের এই মহাভারতে তাঁহার পূর্ব্বে অনূদিত আর একটি মহাভারতের উল্লেখ আছে।

'শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥'

---

* বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, ছায়াবিথি প্রকাশনা ঢাকা, পৃ. ৩৩- ৪০

পাণ্ডবালী রচনা করাইয়াছিলেন সে কোন নসরত খান? হোসেন শাহের পুত্রের নাম নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ—তিনিও হোসেন শাহের মত বাংলা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেন। সেই কারণে কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের কথাই বলিয়াছেন ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। দীনেশ চন্দ্র লিখিয়াছেন নাসির খাঁ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন ; কিন্তু নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ ষোড়শ শতকের লোক। অন্য দিকে ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে নসরৎ খান বলিয়া কেহ ছিলেন না। সুতরাং কবীন্দ্র যে হোসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের কথাই বলিয়াছেন ইহাই ধরিয়া লইযা সুনীতি কুমার লিখিযাছেন "১২০০ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধবিয়া বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য বা বিদ্যা চর্চ্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।' সুকুমার সেনও ইহারই প্রতিধ্বনি কবিযাছেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর গৌড় বাজ্যের প্রধানগণ তাঁহার পুত্র নাসিবউদ্দীন নসরৎ শাহকে গৌড় সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরমেশ্বর যখন মহাভারত লেখেন তখন হোসেন শাহ জীবিত। তাহা তাঁহার নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর' এই কথাতেই প্রকাশ। এই নৃপতির লস্কর পরাগল খানের আদেশেই পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করেন। সে সময় নসরৎ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হন নাই। সুলতান হইবার পূর্বেই 'শ্রীযুক্ত নাযক সে যে নসরত খান একথা বলিবাব কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া পরমেশ্বরের অনুবাদ প্রায় ১৮/১৯ বৎসর পরে নবসৎ শাহ সুলতান হন। তাঁহারই আদেশে অনূদিত মহাভারতের কথা, ১৮/১৯ বৎসরেব পূর্ব্বেব রচনায় উল্লিখিত হওয়া শুধু যে সম্ভব নয় তাহা নয় হাস্যকর। পূর্ব্ববর্ত্তীর কাছে ঋণ স্বীকার করিবার জন্য কবীন্দ্র পবমেশ্বর তাঁহার পূর্ব্বেরচিত মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের লেখার পরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অলৌকিক ক্ষমতা না থাকিলে কবীন্দ্রের জানিবার কথা নয়। কবীন্দ্রের লিখিবার সময় কাল পর্যন্ত যাহা লেখা হয় নাই তাহা তিনি উল্লেখ করিবেন কি প্রকারে এ প্রশ্ন সুনীতি কুমার বা সুকুমার সেন কাহাকেও বিশেষ ভাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

৯. ভূদেব চৌধুরী*

বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মহাভারত-অনুবাদক কবির পরিচিতি-সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে নানারকম মত-বিরোধ রয়েছে। যে প্রাচীনতম কবির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেছে, তিনি 'পরাগলী' মহাভারতের লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ত্রয়োদশ

* বাংলা সাহিত্যের কথা, শ্রী শ্রীভূদেবে চৌধুরী, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ. ৩৪৫-৩৪৯

শতাব্দীর বাংলার বহিরাগত তুর্কী আক্রমণকারীগণ তখন এদেশে শাসনকর্তা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ; একদিনকার 'ভক্ষক'গণ নবরূপ পরিগ্রহ করেছেন রক্ষক হিসেবে। এই সব বিদেশি শাসককর্তারা সুশাসন বলে দেশের ধন-প্রাণ মান রক্ষায়ই কেবল তৎপর ছিলেন না, দেশের সংস্কৃতি-সাহিত্যের পুনর্বিকাশের সহায়তায়ও হয়েছিলেন যত্নশীল। আগেই বলেছি, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পুনরাভ্যুদয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী বদান্য নবাব হুসেনশাহ (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীঃ)। হুসেনশাহের জনৈক 'লস্কর' পরাগলখা চাটিগ্রাম, অর্থাৎ বর্তমান চট্টগ্রাম অধিকারের পর সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মহাভারতের কৌতূহলাবহ গল্প শুনে পরাগল মুগ্ধ হন, এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাশকে 'দিনেকে' শুনে শেষ করতে পারার মত একখানি মহাভারত রচনার নির্দেশ দেন। বলা বাহুল্য, 'দিনেকে' শ্রোতব্য মহাভাবত-কাহিনীব মধ্যে পরাগলখাঁ মহাভাবতীয় কাব্য রসাস্বাদনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। তাঁব কৌতূহল উদ্রেক করেছিল মূল যুদ্ধ-কাহিনীর উত্তেজক উপাদান। সংহতিগতভাবে সেই উত্তেজনাকেই তীব্রতম করে পাওয়ার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আকাঙ্ক্ষার মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ গরাগলের আলোচ্য নির্দেশ। এই কাহিনী থেকে রাজ-চেতনার পরে রাজবৃত্তের-ইতিহাস মহাভারতের প্রভাব-স্বরূপ নির্ণীত হতে পারবে বলে মনে করি।

১০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন*

পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক এক কবি স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগলী মহাভারতের শোভন ও বিশ্বাস্য সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। বাজারেও উহার প্রচলন নাই।

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ। তাঁহার পুত্রের নাম ছুটি খাঁ। কেহ পরাগল শব্দটার অর্থ ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই।

> * পরাগল নাম ইতিহাসে নাই, অন্যত্রও পাওয়া যায় নাই। আরবি বা ফার্সি ভাষা মতে নামটির অর্থ বা ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। নামটি যদি অন-অনার্যও ভাষার শব্দ না হয় তবে কষ্ট কল্পনায় ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে,– পরাক্রম অগ্রগণ্য। পৃ. ২৫৪ (ডাঃ সুকুমার সেন ঃ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম)

---

* বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, (১ম খণ্ড), মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, রতন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ৩১-৩৪

১১. মমতাজুর রহমান তরফদার**

Of the translators of the Mahabharat into Bengali, the names of Kavindra Parameshvara and Shrikara Nandi stand out predominantly. The former was patronized by Paragal Khan and the latter by his son Chhuti Khan, both father and son being the governors of Chittagong under Hussain Shah. Both of the poets have profusely eulogised their patrons in the introductory sections of their works.

The story of the Mahabharat which appeared in bengali language through the Sanskrit version of Jaimini seems to have enjoyed much popularity among the people of Bengal. When Paragal Khan and Chhuti Khan ordered the epic to be translated into the vernacular language they simply gave expression to the intellectual demand of the people. Before the composition of opems by Saiyid Sultan on the legends of Islam as embodied in the Navi vamsha the Mahabharat of Kavindra had captured the minds of the Muslims population so much so that the former clearly states that he has written on Islamic themes with a view to diverting the Muslim mind from the bharat katha of the latter. Thus the Muslim poet wanted to present his Navi vamsha to the society as a counterpart of the Paragali Mahabharat.

Sometimes Shrikara Nandi's Ashvamedha Parva is attributed to Kavindra Parameshvara. But this is done on a very weak ground. Out of the numerous bhanitas apearing in the Ashvamedha Parva published from the Vangiya Sahitya Parisad, only two or three contain the name of Kavindra and the rest uniformly mention Shrikara Nandi (op cit pp 63, 139 and 140). In these two or three bhanitas also the name of Kavindra has been mentioned together with that of paragal Khan. It seems that Shrikara Nandi has thus reasonably referred to his contemporary poet, Kavindra and his patron, Paragal Khan, for he was following the footsteps of kavindra by translating the Ashvamedha Parva into Bengali. One may confuse Shrikara Nandi with Kavindra but Chhuti Khan, the patron of Shrikara Nandi, can hardly be confused with Paragal who was Kavindra's patron. Shrikara Nandi has repeatedly mentioned that Chuti Khan was his patron, but he has never said so about Paragal Khan. Thus it seems fairly well-established that kavindra and Shrikara

---

** Husain Shahi Bengal, by Momtazur Rahman Tarafdar, published by Asiatic Society of Pakistan Publication, 1965 p 248-249

Nandi were two different persons who composed two different works in the regin of Husain Shah Had they been identical with each other, the name of Shrikara Nandi would have appeared also in the Paragali Mahabharat which was written by Kavindra

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়*

হোসেন শাহ পরাগল খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে চট্টগ্রাম প্রদেশে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব হইতে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥

....

পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পরাল শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥ ...

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পরে গৌড়রাজ্যের প্রধানগণ তাঁহার অন্যতম পুত্র নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহকে গৌড় সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন।
নসরৎ শাহের আদেশে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের ইহার উল্লেখ আছে :

"নস্‌রত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান॥"

হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। সম্ভবত: নসরৎ শাহের রাজত্বকালের প্রারম্ভে এই অনুবাদ আরব্ধ হইয়াছিল।

১২. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ*

পঞ্চদশ শতকের শেষে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের রাজ তখ্‌তে বিরাজ করিতেছিলেন। হুসেন শাহ্ বাংলা সাহিত্যের উৎসদাতা ছিলেন। ... তাঁহার সময়েই তাঁহার সেনাপতি পরাগল খান ও ছুটি খানের আশ্রয়ে মহাভারত ও জৈমিনি ভারত

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, মার্চ, ১৯৭১, পৃ. ২০৬, ২০৮ ও ২১৭

* বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাস প্রিন্টার্স ফাল্গুন, ১৩৭১, পৃ. ৯৭-১০১

বাংলায় তর্জমা হয়। ছুটি খানী ভারত বিশেষরূপে পড়িয়া আমাদের মনে হইতেছে, উভয়েই এক ব্যক্তি।

... এখন প্রশ্ন উঠিতেছে ছুটিখানী জৈমিনি ভারত কাহার রচিত? কবীন্দ্র পরমেশ্বরের না শ্রীকর নন্দীর বা শ্রীকরণ নন্দীর? শ্রীকর নন্দীই যে শ্রীকরণ নন্দী তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই 'শ্রীকবণ নন্দী' লিপি কর প্রমাদে হইয়াছে। যাহা হউক যদি আমরা শ্রীকর নন্দীকে ইহার রচয়িতা মনে করি, তবে দুই স্থানে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নাম কোথা হইতে আসিল? যদি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ইহার রচয়িতা মনে কবি, তবে শ্রীকর নন্দীরই বা নাম কোথা হইতে আসে? পুঁথি লেখকের পক্ষে এইরূপ গোলমাল করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে শ্রীকর নন্দীরই উপাধি 'কবীন্দ্রপরমেশ্বর'। কবীন্দ্রপরমেশ্বর' উপাধির মত শুনায়ও বটে। ইহা নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে কবির নাম শ্রীকব, পদবী নন্দী আর বাদশাহী খেতাব কবীন্দ্রপরমেশ্বর'।

এখন একটি খটকা লাগিতেছে যে পরাগলী মহাভারতে 'কবীন্দ্রপরমেশ্বর' এই ভণিতা দেখিতে পাই, তাহাতে 'শ্রীকর নন্দী' এই নাম পাওয়া যায় না। ইহার সমাধান দুইরূপে হইতে পারে যে প্রথমে ছুটিখান শ্রীকর নন্দীকে জৈমিনি ভারত অনুবাদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে কবীন্দ্রপরমেশ্বর' উপাধি দেন। তারপর পরাগল খা তাঁহাকে মহাভারতের অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। সেই সময় কবির উপাধি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে তাঁহার নিজের নাম ব্যবহারেব কোনও প্রয়োজন ছিল না। পরাগলী মহাভারতে দেখিতে পাই –

শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিধান॥

এই নসরত খান খুব সম্ভব হুসেন শাহের পুত্র। বোধ হয় তিনি প্রথমে অন্য কোনও কবি দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই কবি সম্ভবতঃ সঞ্জয় হইবেন। তৎপরে পরাগল খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্রপরমেশ্বর' মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই জন্যই সঞ্জয় রচিত মহাভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রপরমেশ্বরের মহাভারতে দৃষ্ট হয়। এই মহাভারত রচনার সময়েও কবি নিজের সাবেক প্রভুকে ভুলিতে পারেন নাই–

প্রিয় পাত্র তাহান বিখ্যাত ছুটি খান।
পঞ্চম গৌড়েতে যার নামের বাখান॥

অন্যত্র

তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল
কবীন্দ্রপরমেশ্বর' রচিলা সকল॥

পরাগলী মহাভারতের পর যদি কবি ছুটিখানি ভারত রচনা করিতেন, তবে তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না। অধিকন্তু অসম্পূর্ণ মহাভারত রাখিয়া কবি জৈমিনি ভারতের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিতেন না। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু বলেন "তথাকথিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বস্তুত কবীন্দ্রপরমেশ্বরেরই রচিত মহাভারত। লিপিকর প্রমাদে ভণিতায় বিজয় পাণ্ডব কথা' স্থানে বিজয় পণ্ডিত কথা হইয়া গিয়াছিল। আমরা এস্থলে তাঁহার সহিত একমত।

১৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

বাংলা মহাভারত রচিত হইয়াছিল রামায়ণের পরে। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর কাছে অবিদিত ছিল না। মোটামুটি মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কাহিনীও হয়ত জনসাধারণের পরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু অনুবাদ কার্যের স্থির প্রমাণ কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পূর্বে আর পাওয়া যায় না। অবশ্য আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয় নামক কবিকে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পূর্ববর্তী বলিযা স্থান দিয়াছেন। মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হয় ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে। হুসেনের পরাগল খাঁ নামে একজন লস্কর চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই উৎসাহে ও আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এই জন্য এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারতও বলা হইযা থাকে। বোধ হয় কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই, মুখ্যতঃ যুদ্ধকাহিনীই বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল পাণ্ডব বিজয়।

১৪. শ্রীসুকুমার সেন*

হোসেন শাহের এক সেনাপতি ('লস্কর') চট্টগ্রাম জয় করিয়া এই অঞ্চল জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন এবং তথায় শাসনকর্তারূপে বসতি করেন। ইঁহার নাম পরাগল খান। ইনিই স্বীয় সভাসদ কবীন্দ্রের দ্বারা বাঙ্গালায় "ভারত-পাঁচালী" অর্থাৎ মহাভারত কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন। কাব্যটির নাম পাণ্ডববিজয় বা বিজয়পাণ্ডব কথা। লস্কর পরাগল খান মহাভারত-কথায় এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, কবীন্দ্রের কাব্য তাঁহার সভায় প্রত্যহ পঠিত হইত। এইটিই বাঙ্গালায় রচিত সর্ব্বপ্রাচীন মহাভারত কাব্য। কবির নাম

সত্যসত্যই কবীন্দ্র ছিল, কি ইহা তাঁহার উপাধি ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্বর। কবীন্দ্রের কাব্য ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। কোনো সময়ে রচিত হইয়া থাকবে।

১৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়**

বাংলা ভাষায় লেখা মহাভারতের মধ্যে পরাগলী মহাভারত রচিত হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের লস্কর (সামরিক শাসককর্তা) পরাগল খানের আজ্ঞায়। এই মহাভারতে লেখকের ভণিতা পাওয়া যায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস' কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং কবীন্দ্র' নামে। এতে আঠারোটি পর্বই পাওয়া যায়। এর রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত। এতে লেখক ব্যাস-রচিত মূল মহাভারতকে অনুসরণ করলেও বাংলা দেশেব নিজস্ব মহাভারত ঐতিহ্যের প্রভাবও এর মধ্যে দেখা যায়।

... পরাগলী মহাভারতের উপক্রম থেকে জানা যায় যে সুলতান হোসেন শাহ্ তাঁর সেনাপতি পরাগল খানকে "লস্কর" (সামবিক শাসনকর্তা) নিযুক্ত কবে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। পরাগল খান চট্টগ্রামে অনেক দিন বাস করবার পরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত রচনা করতে অনুরোধ করেন। সমস্ত মিলে ৭/৮ বছরের কম সময় লাগতে পারে না। হোসেন শাহ্ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সতরাং ১৫০০ খৃষ্টাব্দে পরাগলী মহাভারতের রচনা কালের উর্ধ্বর্তন সীমা। হোসেন শাহের রাজত্বের অবসান হয় ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে ; তার অল্প আগে ছুটিখানী মহাভারত রচিত হয়েছিল। পরাগলী মহাভারত তার কয়েকবছর আগেই রচিত হয়েছিল। সুতরাং ১৫০০ থেকে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরাগলী মহাভারত রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে পারি।

S. M. Katre – *Introduction to Indian Textual Criticism* , Second Edition , poona , 1954.

Vhshnu S. Sukthankar and S.K Belvalkar-The Mahabharata, First edition, Poona, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1925-1949

খ) পুথি

১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা : ৪১৯৬ (১৫ টি পর্ব)
২) ,, : ২০২৫ (১৫ টি পর্ব)
৩) ,, : ২০২৪ (১১টি পর্ব)
৪) ,, : ৪৬৯৩ (৫ টি পর্ব)
৫) ,, : ১০২ (৮ টি পর্ব)
৬) কলিকাতা মোক্ষদা সংগ্রহ সংখ্যা : ৭৩১, ৭৩৫, ৭৪৫, ৭৪৭, ৫৩৪, ৬০৪,
৭) কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহ সংখ্যা : ৪৯৭৭
৮) রামমালা গ্রন্থাগার কুমিল্লা সংগ্রহ সংখ্যা : ১১৫৭ (১২ টি পর্ব)
: ১১৬৭ (১২২২) (৩ টি পর্ব)
: ১১৭২(১২০৩)
: ৩৭২থ
: ৮২০
: ৩৭২(১১৮০) (১৮ টি পর্ব)
৯) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগার রাজশাহী,
শরৎ কুমার রায় সংগ্রহ সংখ্যা, বাংলাদেশ : ৪১১, ৪১২, ৪১৫, ৪২৯
১০) রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩১৪ (দ্রোণ হতে অশ্বমেধ পর্ব)

শব্দসূচি

অ
অক্ষর– ১২৬
অক্ষক্রীড়া – ৮২২
অকম্পন নৃপতি – ১৯
অকল্যাণ – ৮০৮
অকীর্ত্তি– ৭৪৭
অকৃতকার্য্য – ৭৯১
অক্রূর– ৮১২
অজগর – ৮১২
অজ্ঞতা – ৮০২
অঞ্জন – ৩৭
অঞ্জলিক – ৭৭৩
অগর – ৫৪৪
অগস্ত্য – ১৪৬, ৮১১
অগ্নিকুণ্ড – ১৫৮
অগ্নিতীর্থ – ৭২
অগ্নিহোত্র – ৬২০
অর্ঘ্য – ৬০৬
অচল – ২, ১৬
অচ্যুতায়ু – ২৫
অঙ্গ – ৭৩৮
অঙ্গদেশ – ৫২
অঙ্গনাথ – ৪৩১
অঙ্গরাজ্য – ২১
অঙ্গিরা – ২৬৮
অর্জুন –২, ৩, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৭৪৭
অনল – ৮১৭
অনন্ত – ৪১৮
অনসূয়া – ৮১৩
অন্তরঙ্গ – ৭৪০
অন্তর্যাগ –১৩৮
অনাদিনিধন – ৭৫৯
অণু – ১১৫
অনুশাসনপর্ব – ৭, ১০
অনুশাল্য – ৮১৪
অনুবিন্দ– ২৬
অনুলিখন – ৭৩৮
অনুলিপি –৭৭৬
অনিত্য – ৮১৩
অনিরুদ্ধ – ১৩২, ৮১৪
অনিল – ৮১৭
অন্ত্যমিল – ৭৩৬
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া –৪২
অপরিপক্ক – ৭৭০
অপরাধ – ৮০২
অপ্সরা – ৭৯১, ৮২১
অবতার – ১১৩
অবদান – ৭৩৬
অবন্তী– ৮১৯
অর্বাবসু – ৮১৪
অভিষেক – ৫
অভিষেকপর্ব – ৬, ১০, ৭৫১
অভিকারিভেদ – ১১৬
অভয় – ৩১
অভিধান – ৭৪১
অভিমন্যু – ২, ১৭, ১৮, ২০০, ২০৩, ২৩৪, ২০৬, ২০৭, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২২, ২৩৯
অভিপ্রেত – ৭৩৬
অভিলাষ – ৭৯১
অমাত্য – ৭৬৭
অমাত্যগণ – ৪
অমৃত – ৪৭০, ৭৪৮, ৭৬০
অমোঘা –১২৯
অন্নদান – ১৪৬
অম্বরীষ – ২১, ৯৭
অমৃত – ৪৭০
অম্বিকা – ৬১৭, ৮১৪
অম্বরবাজ – ২৪
অমূল্য – ৭৯১, ৮০২
অম্বালিকা – ৮১৪
অরণ্য – ৭৯১

অরুণ –৪৩২
অলম্বুষ – ৩৩, ৪০, ১৫৯, ৮১৬
অলায়ুধ – ৪০, ৮১৬
অশ্ব – ১৮৫,৭৪৭
অশ্বত্থ ৩৯৩
অশ্বত্থামা – ২, ১৭, ৩৭, ৩৮
অশ্বত্থামাহত – ১৫৯
অশ্বগজ – ৭৩৯
অশ্বরথ – ৭৬৫
অশ্বিনীকুমার – ৮১৬
অশ্বমেধপর্ব – ৭, ১০
অসি – ১০৬, ২০৪
অসিযুদ্ধ – ৪৯
অস্থি – ৫, ৭২
অসুর – ১১২, ৮০৯
অহল্যা – ৮১৮

আ
আওয়াধি – ৭৭২
আকর্ণ – ৭৯২
আক্রমণ – ৭৯২
আকাশ – ১০৯
আগম – ৭৪৫
আগুবেড়ি – ৭৯২
আঙ্গরিষ্ঠ – ৯৯
আচার্য্য – ২০০
আদিত্য – ৬৮৫
আদিপুরুষ – ৭৭০
আদিপর্ব – ৯
আদিত্যতীর্থ – ৫, ৭২
আত্মা – ১০৯
আত্মবিবরণী – ৭৭৬
আত্মাহুতি – ৮১৫
আপ – ৮১৭
আমিরাবাদ – ৭৭৮
আধুনিক – ৭৭০
আরবি – ৭৭২
আরণ্যক – ১৪৯
আরুণি – ৮১৮
অলঙ্গ – ৭৩৮
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ – ৭৫৭
আলি – ৮১৮
আশীর্বাদ – ৭৯২
আশ্রমিকপর্ব – ৮, ১০, ১৪৭
আহিড় – ৮১১
আহুক – ৮১৮
আয়ু – ৭৮২, ৭৯২, ৮১৩
আয়োদধৌম্য – ৮১৮
আয়ুধ – ১৫

ই
ইক্ষ্বাকু – ১১০
ইতিহাস – ৭৯২
ইন্দ্র – ৩, ৭২, ১০০, ১১৪, ৮১৮
ইন্দ্রতীর্থ – ৭২
ইন্দ্রদ্যুম্ন –৮১৯
ইন্দ্রসম – ৫৫০
ইন্দ্রসেন – ৫৪৪, ৮১৯
ইবাবান – ৮১৫
ইল্বল – ৮১৯
ইষিকা – ৫১৬

ঈ
ঈর্ষা – ৮২০
ঈশ্বর – ৮১৯

উ
উচ্চৈঃশ্রবা – ৮১৬
উঞ্ছন – ৬০৫
উঞ্ছবৃত্তি – ৬০৫
উগ্রসেন – ১১৫, ৮১৯, ৮২২
উতঙ্ক – ৫৮৫
উতথ্য – ৯৬, ৮২০
উত্তমৌজা – ৭৬, ২৪২, ২৪৩, ৮২১
উত্তর – ৭৫০, ১৬৪, ৮২১
উত্তরা – ১৬৫, ৭৪৭, ৮২১
উত্তরকুরুবংশ – ৮১৭
উত্তরভারত – ৭৭০
উদ্দালক –৮১৮, ৮২১
উদ্ধব – ৮২১

উদ্যান – ৮১৯
উদ্যোগপর্ব – ৯
উন্নতকর্ণ – ৮২০
উপজিল – ৭৯২
উপমন্যু – ৮২১
উপরিচর – ১৩০
উপরিচরবসু – ৮২১
উপসুন্দ – ৮২১
উপাদান – ৭৫১
উপাসনা – ৮১৮
উর্বশী – ৮১১, ৮১৮, ৮২১
উলূক – ৪৮, ৮২২
উলূপী – ৮১০, ৮১৫, ৮২২
উশীনর– ৮২২
উষা – ৮১৪
উষ্ট্র – ৯৮
উল্কা – ৪০৩

এ
একলব্য– ৮২২
একাদশ – ৭৭০

ঐ
ঐন্দ্রজালিক – ৮১৪
ঐরাবত – ১৯২, ৪৬৩
ঐষীকপর্ব –৬, ৭৮

ও
ওঘবতী – ৮২২
ওঘবান – ৮২২

ঔ
ঔরস – ৬১৪, ৮১৫
ঔর্দ্ধদেহিক – ৮৯
ঔশনস – ৫, ৭০

ঋ
ঋক্‌বেদ – ৮১৩
ঋতুপর্ণ – ৮২২
ঋষি –৮১৩
ঋক্ষ – ৬৪৭
ঋচীক – ১৩৮
ঋষভ – ১০০
ঋষাতি – ৭০

ক
কচ – ৮২৩
কদলীতরু – ৫২৯
কন্যা – ৭৯৩
কপট – ৫০৩
কপালতীর্থ – ৫
কপালমোচনাদিতীর্থ – ৭০
কপিল – ১২০
কপোতী – ১০২
কলিকাতা – ১৩১
কল্পতরু – ৭৫২
কল্পবৃক্ষ – ৬৬২
কবচ – ৪৭৬, ৭৩৯, ৭৯২
কবন্ধার – ৫৭০
কবীন্দ্র – ৭৪১
কমণ্ডলু – ৬২৫
কবীন্দ্র – ২, ৩, ৪, ১৪, ১৫, ১৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৬৩, ৭৪১
কবীন্দ্রপরমেশ্বর দাস – ১, ২
করুণা – ৭৯২
কর্কশ – ১৯৪
কর্ণ – ১৮, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৫, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০
কর্ণপর্ব – ৩
কর্পোত – ১০২
কর্মুক – ৪৩০
কলম – ৭৪০
কলস – ৭৮৪
কলিকাতা – ১৩১, ৭৬৬
কলিযুগ – ৭৫২
কল্যাণ – ৭৯৩
কাঠামো – ৭৮৩

কান্ত – ৭৬০
কামগীতা – ১৩৬
কামধেনু – ৬০৯
কামন্দক – ৯৯
কাম্যকবন – ৭৬২
কার্তবীর্য্য– ৭৯৩
কার্ত্তিকেয় – ৭১
কার্য্য – ৭৯৩
কাল – ১১০, ১১৪
কালকবৃক্ষীয় ঋষি – ৯৫
কালদেব – ৮১৯
কালাঙ্ক– ৭৫১
কালান্তক – ৮১২
কালিকব্যবধান – ৭৪৩
কালিকেয় – ১৯
কালীশঙ্করসিংহ – ৭৫৬
কাশীরামদাস – ৪
কাশীরাজ – ৮১৪
কাহিনী – ৭৯৩
কাহোড় – ৮১৮
কাঞ্চনপর্বত – ৬৬২
কাঞ্চন – ৬২৫
কাশ্যপ – ১০৮
কাষ্ঠ – ৫৪৪
কিন্নর – ৪০৯, ৬২৭
কিরাত – ১৫৩, ৪০১
কিরাতপর্বাধ্যায় – ৯
কিরিট – ৪৩২
কিরীটি – ১৬
কিংশুক – ৭৯৩
কিঙ্কর – ৭৪৭
কিম্ভূতকিমাকার – ৭৭৪
কিরণ – ৭৯৩
কির্মিক – ৭৬২
কীট– ৭৯৩
কীর্ত্তি – ৭৯৩
কীর্মিরাক্ষস – ৮১৬
কুক্কুর – ৯৯
কুঞ্জর – ২১৫, ৪৬০
কুটির – ৬০৬
কুটুম্ব – ৬৩১
কুণ্ডধার – ১২০
কুণ্ডল – ২০৪, ৪০০, ৮২০
ক্রীড়া – ৭৯৩
কুটিললিপি – ৭৭০
কুতূহল – ৭৯৩
কুনক – ৪০৩
কুন্তী – ২, ২৩, ১৪৮, ৫৩৭, ৭৪৭, ৭৯৩, ৮২৫
কুন্তীভোজ – ১৫৭, ৮২৫
কুবের – ৭২, ৯৪
কুমুদ –৬৬২
কুমুদপণ্ডিত – ৭৭৬
কুম্ভকাবচক্র – ৫৫৩
কুরু – ৪৪, ৮২৫
কুরুক্ষেত্র – ৫, ৬৯, ৭৩, ৭৬৩
কুরুবল – ৭৪৯
কুরুবংশ– ৭৪৮
কুরুরাজ – ৭৩
কুরুরাজ্য – ৫১৭
কুল – ৪৭৮
কুলাঙ্গার – ৪৮২
কুহরি – ৪৮৯
কুহরে – ৪৮৯
কৃতঘ্ন – ১০৭
কৃতবর্মা – ২৫, ২৭, ১৮৬, ২১০, ২১৩, ২১৫, ৮২৫
কৃপ – ৭৪৬, ৮২৫
কৃপা – ৭৯৩
কৃপী – ৮১৬
কৃষ্ণ –২, ৩, ১২, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৮৯, ৮২৬
কৃষ্ণপ্রসাদ – ৭৭৬
কলাশ –৪৮২, ৬৬২
কৃপাচার্য – ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৯
কৃষ্ণাষ্টমী –৮২২
কেতকী – ৬৫৭
কেশ – ৭৯৩
কেশরী –২০৫, ৭৬৩
কেশী – ৮২২

কোটি – ৭৯৩
কৌরব – ৪, ১৮, ৩৫, ৭৩৯
কৌতুক – ৭৪৬
ক্রোধ –৭৯৩
ক্রূরনৃপতি – ৯৩
ক্রৌঞ্চবন – ৬৬২
ক্রৌঞ্চপদমুণি – ৬৬৩
ক্লেশ – ৭৯৩

ক্ষ
ক্ষত্রবৃদ্ধ – ৮১৮
ক্ষত্রিয় – ২২, ৯০. ৯৭
ক্ষর – ১২৬
ক্ষিতি – ১০৯, ১১৮
ক্ষেত্র – ৮১৮
ক্ষেত্রজ – ৮১৫
ক্ষেত্রবর্মা – ৩০
ক্ষেমধূর্তি – ২৭, ৬৬
ক্ষীণপূণ্য – ১৩১
ক্ষুরবাণ – ৪৬১

খ
খঞ্জন – ২২২
খড়গ – ৪৬৭
খণ্ডন – ৭৯৩
খাণ্ডব – ৭৯৩
খাণ্ডবপ্রস্থ – ২০০
খাণ্ডববন – ৪৩১
খ্রিষ্টাব্দ – ৭৩৩

গ
গঙ্গা – ১৫০, ৮১৭, ৮২৭
গজ – ১৮৫, ৭৪৭
গজপতি – ১৮৫
গজেন্দ্র – ১৯২
গণ্ডক– ৬৪৭
গদা–১৯২
গদাপর্ব –৫
দগাযুদ্ধ – ৬৯
গনেশ – ৭৫৯, ৭৬৭

গন্ধ – ৭৯৩
গন্ধন – ৭৯৩
গন্ধর্ব – ৮১৫
গযনৃপতি – ২২
গর্দভ –৭৯৪
গর্ভ – ৭৬১
গর্ভবাস – ৫২৯
গবেষণা - ৭৪০
গহীন – ৭৯৪
গাড় – ৫২৯
গাণ্ডিব – ৭১৬
গান্ধাব - ১৪৪, ১৯৯
গান্ধাবী – ৪. ৬, ৬২, ৮১, ৫২৮, ৫৩৩,
৫৩৭. ৭৫৩. ৮২৭
গান্ধিনী - ৮১১
গার্হস্থ্য–আশ্রম - ১০৯
গীত – ৮১৫
গীতা – ৭, ১৩৭
গুরুগৃহ – ৮২৩
গৃধ্র – ১০৩
গোকুল – ৮২৩
গোঞাইল – ৬০৫
গোধন - ৮১৫
গোপগণ - ৭৬৪
গোবধ – ৭৬৮
গোবিন্দ –৪৩১. ৫১৭, ৭৭৮
গৌড় – ৭৫২
গৌড়রাজ্য – ৭৮৩
গৌড়েশ্বর – ৭৮৩
গৌতম – ১০৬, ৮১৪, ৮১৮, ৮২৮
গৌতমী – ১০৬, ১৩২, ৮২৮
গৌরিক – ৪৩১
গৌরী –৪৩১
গ্রন্থাগার – ৭৩৩
গ্রহ– ৭৯৪
গ্রাম – ৭৯৪
গ্রীবা – ৪৩১

ঘ
ঘটোৎকচ – ২, ৩৬, ৩৯. ৪০,
১৮৬,৮২৮

ঘূর্ণায়মান – ৮১৫
ঘোড়া – ৭৫৯, ৭৬৪
ঘৃত – ৫৪৪

চ
চণ্ডাল – ১০২, ৭৭২
চণ্ডীকাব্য – ৭৭২
চতুর্দশ – ৭৭০
চন্দন – ৭৬৮
চন্দ্র – ৫, ৬৯, ৪৬০, ৭৬৮, ৮১৩, ৮২৯
চন্দ্রবংশোদ্ভূত – ৮১৪
চক্রবাক – ৬৫৯
চক্রব্যূহ – ১৭, ১৯৯, ২০০, ২০১
চণ্ডাল – ১০২
চতুর্বেদ – ৬২২
চন্দন – ৫৪৪
চতুরাশ্রম –৯৩
চন্দ্রকান্ত – ১৭৭
চন্দ্রকান্তগিরি – ৬৬৯
চন্দ্রকেতু – ১৯, ৪৬০
চন্দ্রবংশ – ৪৭৫
চরগণ – ৪৭৫
চারুদেষ্ণ– ৫৯২
চার্বাক – ৮৯, ৮২৯
চিত্র – ৩২
চিত্রউধ –৩৪৪
চিত্রসেন – ৫৮
চিকিৎসাবিদ্যা – ৮১৭
চিরঞ্জীবী – ৮১৭
চেদিরাজ্য – ৮২১
চিরকারী – ১১৯
চেকিতান – ৬৫, ৮৩০
চেদি – ১৪৪
চেদিবীর – ৩০
চৈতন্য – ১১১
চ্যবন – ১৩৩

ছ
ছন্দ–৭৩৫
ছত্রসমূহ – ৭৩৭
ছত্রাবলি – ৭৩৭

জ
জগৎ –৭৬৭
জগতগুরু – ৭৬৭
জগন্নাথ – ৭৪৩
জটা –৬২৪
জটাসুর – ৮১৬, ৪৮২, ৮৩০
জনক – ১২১
জনদেব – ১১৩
জনমেজয় – ৩, ৫, ১৯, ৫২৫, ৮৩০
জম্বুক– ১০৩
জয়দ্রথ –২, ১৩, ২৩, ৩৪, ৩৫, ৮২, ২০৫, ২০৭, ২১০, ২১১, ৮৩০
জযন্ত – ২১১
জয়মুণি (জৈমিনি) – ৩, ৫২৫, ৭৮৮
জরামৃত্যু – ৬৫৫
জরাসন্ধ – ৪১, ৭৯৪, ৮৩১
জলধ – ৭৫২
জলাসন্ধ – ২৮
জিতেন্দ্রীয় – ৭৯৫
জিষ্ণু – ৫৪
জাজলিরাক্ষস – ১১৯
জাপক – ১১০
জাপকদ্বিজ – ১১০
জামদগ্নি – ৬০৯
জ্ঞানযোগ্য – ১১২
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস – ৭৪১
জাহ্নবী – ৮১০
জীবন – ৭৯৫
জীবাত্মা –১০৮, ১১৩
জুজুৎসু– ৭৫৩
জৈগীষব্য – ৭২
জৈষ্ঠ্য – ৭৭৭
জ্যোতি – ৭৯৫
জ্যোতির্বেদ – ৬৬৭

ঝ
ঝাঝারি – ৫৫৯

ঠ
ঠাকুরাল –৮০৯

ঠাকুরালি – ৮০৯

ত
তৎসমশব্দ – ৭৪০
তথ্যপঞ্জি –৭৩৬
তপস্যা – ৭৯৫
তপস্বিনী – ৬০৯, ৮১৪
তপস্বী – ৭০
তপবন – ৭৬৫
তপশ্বরণ – ১৪৯
তরু – ৭৬৭, ৭৯৫
তমোগুণ – ১৩৯
তর্পণ – ৬০৮, ৭৯৫
তাম্র –৮০৯
তারকাক্ষ – ৪, ৪৭
তীক্ষ্ণ – ৭৯৫
তীর্থ – ৭৯৬
তুলাধার – ১১৯
তৃণ–৭৯৬
তৃপ্তি – ৭৯৬
তৈজসতীর্থ – ৭২
তোমর – ১৯২
ত্রয়োদশ – ৭৮৮
ত্রিগর্ত – ১৪, ১৯৪, ৫৪৪
ত্রিতঋষি – ৫, ৭০
ত্রিনেত্র – ৪০৭
ত্রিপুর – ৫০, ৭৫২
ত্রিপুরাসুর – ৪, ৫০
ত্রিবর্গ – ৩০
ত্রিভুবন – ৭৯৬
ত্রিশূল – ৪০৮, ৭৯৬

দ
দক্ষ – ৫,৪৫, ৬৯
দক্ষযজ্ঞ – ৪৫
দক্ষসুতা – ৮১৩
দক্ষিণ – ৭৫০, ৭৯৬
দণ্ড – ৪৮, ৭৯৬
দময়ন্তী – ৭৯৬, ৮১৯
দরশন –৭৯৬
দর্শন – ৭৯৬
দধীচি – ৫
দধীচ – ৭২
দহ – ১০৪
দশ – ৭৯৬
দশরথ – ২১
দাক্ষিণাত্য –২, ২৫
দামোদর – ৪৮২
দানব – ৮১১
দ্বিজ – ১১১
দিবাকর – ৮১৪
দিব্য – ৭৯৬
দিব্যবস্ত্র – ৭৪৭
দিলীপ – ২১, ২১৮
দীর্ঘআয়ু – ২৪৬
দীর্ঘস্বর – ৭৪৮
দুর্গা – ৯৫
দুর্ভিক্ষ – ৬০৫
দূত – ৭৬৮
দুর্মদেব – ৭৬৫
দুন্দুভি – ৪৬০, ৫৫৭
দুর্মুখ – ১৪, ৩২
দুর্মদ – ২, ৩৭
দুর্মসেন –২,৬৭, ১৫৮
দুর্বল – ৭৭২
দুর্বাসা – ৮১৯
দুমর্ষণ – ৩২
দ্যমৎস – ১২০
দুষ্কর্ণ – ৩৭, ১৫৮
দুষ্কর্ম – ৮১১
দুর্যোধন – ৪, ৫, ১৭, ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৬,
১৯৮, ২০০, ২০১, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৬, ৫৩৭
দুষ্মন্ত – ১, ২২
দুঃশলা –১৪৩, ৭৯৬
দুঃশাসন – ১৮, ২৫,২০০, ২০৫, ২০৭, ৭৪৬, ৭৯৬
দুহিতা – ৭৪৪, ৮১৪
দেবক – ৮১৯

দেবকী – ৭৯৬, ৮২২
দেবল – ৭২, ১১৫
দেবর্ষি – ১০৪, ১৫৫
দেবদত্ত – ৭৩৮
দেবনাগরী – ৭৭৫
দেবযানী – ৮২৩
দেবাসুর – ১৮৭
দেবরাজ – ১৪৬
দেবশ্রবা – ৮২১
দেবেন্দ্র – ৪৮৮
দেবগণ – ৭৪৬
দেহপাত – ৮১৬
দেহাবসান – ৮১৬
দেহাত্মবাদ – ১১৩
দেবী – ৭৯৬
দেশ – ৭৯৬
দৈবকী – ২২৭
দ্বৈতবন – ৮১৩
দৈত্যরাজবাণ – ৮১৪
দ্বৈপায়নহ্রদ – ৫
দোষ – ৭৯৭
দ্বন্দ্ব – ৭৯৬
দ্বাদশ – ৭৭০
দ্বারপাল – ৯৫
দ্বারকা – ৫, ১৩৭, ৬৪১
দ্বিতীয় – ৭৯৬
দ্রোণ – ১, ১২, ১৪, ২৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬. ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২১১, ২৩০, ২৩৮, ২৪২, ২৫৮, ২৯০, ২৯৯, ৩৪০, ৩৬১
দ্রোণপর্ব – ২, ৩, ১০
দ্রোপদ – ৭৪৪
দ্রুপদ – ৩৭, ৪১, ১৭৭
দ্রৌপদী– ৬, ৭৭, ১৫২, ৫৩৩, ৭৪৫, ৭৪৭
দৃঢ় – ৭৯৬
দৃঢ়স্যু – ৮১১
দৃঢ়সেন –১৪
দ্রুমসেন – ৩৯

ধ
ধনঞ্জয়– ১৯৭, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২২৫, ২২৭, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫
ধনী – ৭৯৭
ধন্য – ৭৯৭
ধর – ৮১৭
ধরণী – ৭৯৭
ধর্মরাজ – ২০৯, ৩৯৯, ৭৪৮
ধবলছত্র – ৭৪৭
ধবলপর্বত – ৬৬৫
ধূপ – ৭৯৭
ধূর্ত – ১০৪
ধূসর – ৭৯৭
ধৃতরাষ্ট্র – ২,৩, ১৭, ৫৩৩, ৭৪৮
ধেনুক – ৮২৩
ধৈর্য্য – ৭৯৭
ধৌম্য – ২. ২৩, ৭৬২
ধ্রুব – ৮১৭
ধ্বনিতত্ত্ব – ৭৪০

ন
নকুল – ৩,৪, ৪৮
নপুংসক – ৫৫২, ৮১৫
নবম – ৭৮৫
নমুচি – ১১৪
নরকাসুর – ৮২১
নরনারায়ণ – ১৯৩
নরপতি – ৭৯৭
নল – ৮১৯
নহুষ – ৮১৩, ৮১৮
নাগঅস্ত্র – ৪৩১
নাগপাশ – ৮১৪
নাগরাজ – ৮১৯
নাগাস্ত্র – ৬০
নাগিনী– ৮১০
নাড়িজন্তু – ১০৬
নায়ক – ৭৮২
নারদ – ৫, ২০, ১০০, ১০৪, ৫১৬, ৭৬৫

নারাচ – ৩২৬
নারায়ণ – ১৩১,৭৪৬
নারায়ণঅস্ত্র –৪১, ৪৪
নারায়ণ দাস– ৭৭৭
নারী – ৭৯৭
নিমতাক্ষ– ২৪৬
নিমেষে – ৭৯৭
নিরমিত্র – ৩৫৬
নিরকরণ – ৮১৪
নির্ঝর – ৭৯৭
নির্মাণ – ৭৯৭
নির্বাচন – ৪
নির্ব্বাণ –৭৯৭
নিশাচর– ৬৫৬, ৭৯৭, ৮১৬
নিশিতশর –৮১৬
নিশুম্ভ – ৮২১
নিষঙ্গি – ৩
নিষাদরাজ – ৮২০
নিষ্কাম – ১১৯
নিষ্কামধর্ম –১০৬
নিষিঙ্গি – ৫৯
নীতি – ৭৯৭
নীল – ১৭
নীলকজল – ৮১৬
নৃত্যগীত – ৮১৫
নেত্র – ৮১৩

প
পঞ্চক – ৪৮২
পঞ্চকমুণি – ৫৪৫
পঞ্চদশ – ৭৭০
পঞ্চভূত – ১০৮, ১১৮
পঞ্চাশিখ – ১১৩
পট্টহ – ৬৫৭
পণ – ৭৯৮
পণ্ডিত – ৭৪০, ৭৯৮
পদবন্দ –৭৮১
পদাতি – ৭৯৮
পদ্ধতি – ৭৩৩
পদ্ম – ১২২, ৪৪৮
পদ্মনাগ – ১৩২
পদ্মরাগ – ৬৬৯
পন্থ– ৭৯৮
পবন – ১০৪
পয়ার – ৭৮৪
পরমাত্মা – ১১৬
পরমেশ্বর – ৭৮৪, ৮১৩
পরলোক – ৭৮৪
পরশু – ৭৯৮
পরশুরাম – ৪, ২২, ৪৭, ৫২, ৭৬৫
পরাগল খান – ৭৫৭
পরাবসু – ৮১৪
পরাশর– ৭৯৮
পবিখ – ১৯২
পরিঘ –৩৯৪
পরিশুদ্ধ – ৭৩৯
পরীক্ষা – ৭৯
পরীক্ষিৎ – ১০, ১৩৬, ৭৪৬
পশু – ৭৯৮
পশুপতি – ২২৩, ৭৯৮
পশ্চিমাঞ্চলীয় – ৭৭০
পাঁচালী – ৭৫২
পাঞ্চজন্য – ২২৭
পাঞ্চাল –২, ১৩, ২৩
পাঞ্চাল নগর – ২
পাটেশ্বরী – ৭৫৭, ৭১৮
পাঠক – ৭৪০
পাঠোদ্ধার – ৭৭৩
পাণ্ডব –৪, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৭৪৫
পাণ্ডিত্য – ৭৩৭, ৭৭৩
পাণ্ডব বিজয় – ৭৪৬
পাণ্ডুলিপি – ৭৫৫
পাণ্ড্য – ৪৮
পাতক – ৭৮৫
পাতাল – ৪৩১
পাপী – ৭৬৮
পারণ– ৯, ১৫৫
পারিজাত – ৬৬২
পারিশ্রমিক – ৭৭৬
পার্থ – ৪১, ১৯৪, ৭৬১

পালঙ্ক – ৭৫৯
পাশা – ৭৯৮
পাশুপত – ১২৪
পিঙ্গলা – ১০৭
পিতৃপুরুষ – ৮১১
পিতৃব্য – ৮১১
পিতৃশ্রাদ্ধ – ৬০৯
পিতৃস্বশা– ৫৯২
পিশাচ – ৪৪১
পুণ্য – ৭৮৫
পুণ্ড্র – ৪৮
পুথি – ৭৩৩, ৭৪১
পুরন্দর– ১৯৭, ২০১, ৫৭৭. ৬৮২
পুরনারী – ৪
পুরাণ – ৮১৯
পুরী – ৭৯৮
পুরূত – ৫৫৩
পুরুরবা – ৮১৮
পুরোহিত – ৫৯২, ৭৪৪
পুলোমদানব –৮১৮
পুষ্করিণী – ৮০৯
পুষ্পিকা – ৭৫১
পুস্তিকা– ৭৬১
পূজা – ৭৯৮
পুতনারাক্ষসী – ৮২৩
পূর্ণচন্দ্র – ৪৫৯
পূর্বাঞ্চলীয় – ৭৭০
পৌত্রী – ৮১৪
পৌরজন – ৭৪৪
পৌর্ণমাসী – ৬২০ , ৬০১
প্রজ্ঞা – ১০৮
পৃথা – ৭৬২
পৃথিবী – ৭৩৮, ৭৯৮
পৃথুনৃপতি – ২২
পৃষ্ঠগোপ – ৪৫৯
পৃষ্ঠপোষক – ৭৫১, ৭৫৭
প্রণব – ১২০
প্রজাপতি – ২১৮, ৮১৪
প্রজাপতি বিবরণ – ১১২
প্রতিজ্ঞাপর্ব – ২২
প্রতিপালক – ৮১৪
প্রতিবিন্দ – ৩৯০
প্রতিবিম্ব – ৭৯৯
প্রতিলিপি – ৭৩৭
প্রতীক – ৮২২
প্রত্যূষ – ৮১৭
প্রদীপ – ৭৯৯
প্রদ্যুম্ন – ৮১৪
প্রপিতামহ – ৮১০
প্রফুল্ল – ৬৬৩
প্রবল – ১০৪
প্রবীর – ৪৮
প্রভাস – ৮১৭
প্রভাব – ৮১৭
প্রহলাদ– ৮১৯
প্রহ্লাদবংশজাত –৮১১
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর – ১৪২
প্রাচীনত্ব – ৭৬৬
প্রায়শ্চিত্ত – ৪১৯
প্রেক্ষাপট – ৭৫১, ৭৫৭

ব

বক – ১০৬
বকরাক্ষস – ৮১৬
বঙ্গাব্দ – ৭৫৬
বজ্র – ৫০
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ –৭৩৩
বকঋষি – ৭০
বটবৃক্ষ – ৫০২
বধ – ৭৯৯
বর্ণমালা – ৭৭০
বদরিকা – ৮২১
বদর – ৭২
বনপর্ব – ৯
বনবাস – ৭৬৯
বভ্রুবাহন – ১৪৩, ৮১৫
বরিষণ – ৭৯৯
বরিষে – ৭৯৯
বরুণ – ৭২, ১৯৪
বলরাম – ৫, ৮১৪

বলিরাজ – ১১৪
বর্তমান – ৭৭০
বল্কল – ৬২৪, ৮০৯
বলভদ্র – ৪৮৫
বশিষ্ঠ– ৭০
বসন্ত – ১৮২
বসতী – ১৯
বসুদেব – ১৪১
বসুমনা – ৯৩
বসুমতী – ৩৯৯, ৭৮০
বসুন্ধরা – ৬০
বসুহোম – ৯৯
বহিরঙ্গ – ৭৪০
বাংলা মহাভারত – ১
বাংলাদেশ – ৭৩৩
বাক্‌বিতণ্ডা – ৮১৪
বাঙ্গালা – ৭৪১
বাজী – ৭৪৭
বাণরাজ – ৭১
বাতাবী দানব – ৮১১
বানান – ৭৭৪
বানানরীতি – ৭৪০
বাতাপি – ৮১৯
বাণী – ৭৯৯
বাণপ্রস্থ – ১০৯
বাণপ্রস্থধর্ম – ১৪৭
বাণরাজ – ৮১৪
বানররাজ – ৮১৯
বায়ু – ১০৮, ৭৯৯
বাল্মীকি – ৭৯৯
বাসুকি – ৪৩১, ৮১৮
বাসুদেব – ৪১৯, ৭৫২
বাহিনী – ৭৯৯
বিগ্রহ – ৮১৩
বিচক্ষণ – ৮০০
বিজয় – ৩৯৭
বিজয়পাণ্ডব – ৬০১
বিদর্ভরাজ – ৮১১
বিদুর – ২, ২৩
বিনতা – ৮২৩
বিনয় – ১০৫
বিন্দ – ২৫
বিনশনাদি তীর্থ – ৭০
বিরাট – ৪১, ৮১৪
বিরাটপর্ব – ৯
বিরাটরাজ – ৮১৫
বিরূপাক্ষ – ১০৬
বিপ্রচিত্তি – ৮১৯
বিধাতা – ২১৮
বিধি – ৪৬৯
বিবর্তন – ৭৭০
বিবাহ – ৮০০
বিবিৎসু – ৫২
বিবিংশতি – ৭৪৬
বিভূতি – ৭৬
বিভিষণ – ৬১
বিভিষিকা – ৮০০
বিভ্রান্তিকর –৭৩৬
বিমল – ৪০০
বিষ্ণু – ৪৪, ১১২, ২০৯, ২১১, ২১৪, ২১৬, ৭৫৩, ৮১৯
বিষ্ণুচক্র – ৭৫৩
বিষ্ণুপুর – ৬৫২
বিশুদ্ধ – ৭৩৫
বিশিখ – ১৯২
বিশ্বকর্মা – ৩৯৭, ৮১৬
বিশ্বভারতী – ৭৩৩
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় – ৭৩৩
বিশ্ববিদ্যালয় – ৭৩৩
বিশ্বামিত্র – ৪২, ৭৭, ৭৬১, ৯০২
বিশোক – ৫৮
বিংশ – ৭৯৯
বীর – ৮০০
বীরকেতু – ৩০
বীরেন্দ্র– ১২৩
বীররস – ৪০৮
বৃক – ১৯০
বৃকোদর – ৭৫৩, ৭৬৯
বৃক্ষারক – ১৯
বৃষক – ২, ১৬

বৃদ্ধকণ্যাক – ৫, ৭৩
বৃদ্ধক্ষেত্র – ৩৪
বৃদ্ধাশ্ব – ৮১৮
বৃত্র – ১২২
বৃহদ্বল– ১৯, ২০৫
বৃহদ্বজ – ৮০০
বৃহন্নলা –৮১৫
বৃহস্পতি - ১৩৬
বৃহৎক্ষেত্র – ৩০
বৃহস্পতি – ৯৩, ১০৩, ৮২০
বৃষ – ৪৫৫
বৃষকেতু– ৭৪৩, ৭৫৩, ৮১৪
বৃষসেন– ৩, ১৩, ৩৫, ৫৯
বৃষ্টি – ৮০০
বৃষ্ণিবংশ – ৮, ১০, ৩৪, ৫৯৩
বেত্রনদী – ৯৮
বেদ – ১৩১
বেশ – ৮০১
বৈকুণ্ঠ –২২৯, ৫৫৪
বৈজয়ন্তি – ৮১৯
বৈদিক – ৮১৯
বৈদূর্য – ৬৫৭
বৈতরণী – ১৭৭
বৈমাতৃক – ৮০০
বৈরী – ৮০০
বৈরাগ্য – ১২১
বৈন্য – ৮১৩
বৈশম্পায়ন–৩
বৈশাখ – ৮০০
বৈশিষ্ট্য – ৭৩৫
বৈশ্য – ১০৮
বৈশ্যবৃত্তি – ৯৪
ব্যঞ্জনধ্বনি – ৭৭৪
ব্যাঘ্র – ৯৮
ব্যাধ – ৪৭৬
ব্যাসদেব – ২, ২০, ৭৫২
ব্রতধর্ম – ৪০৮
ব্রতচারী – ৮১৪
ব্রহ্মা – ২০, ৫০, ৭৫৮
ব্রহ্মাচর্য – ১১৩, ৪০৮
ব্রহ্মাবধ – ৭৬৮
ব্রাহ্মীলিপি – ৭৭০
ব্রহ্মজ্ঞান – ১১৮
ব্রহ্মশিরা – ৫১৬
ব্রহ্মাশিরাস্ত্র – ৮১৬
ব্রহ্মাস্ত্র – ৬০
ব্রাহ্মণ – ৭৪৬, ৭৪৮

ভ
ভগদত্ত – ২, ১৩,১৫, ১৯২, ১৯৫
ভগবান – ১১২
ভগীরথ – ২১
ভণিতা– ৭৫২
ভদ্রকালী–৬৫৬
ভবনদী – ১১৭
ভয়ঙ্কব – ৭৩৭
ভরত– ২২
ভরদ্বাজ – ১০২, ১০৮
ভস্ম – ৮০০
ভাগবত – ৭৫৯
ভাগীরথী – ১৬৫
ভানুসেন – ৫৩, ৪০৩
ভানুলেখাদি –৫৩
ভারত– ৭৫৯, ৮১৯
ভার্গব – ১০২
ভার্যা – ৬০৫
ভাষাতত্ত্ব –৭৪০
ভাষারীতি – ৭৪০
ভিক্ষুআশ্রম – ১০৯
ভিক্ষুক – ৪০৬
ভীম – ৫৭, ৭৩
ভীমসেন– ২, ৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১
ভীষ্ম – ৭৪৬
ভীষণারাক্ষসী –৬৫৬
ভীষ্মপর্ব – ২, ৩, ৯
ভুজঙ্গ – ৮১২
ভুতেশ্বর – ৭৪৩
ভুবন– ১০৮
ভুলুয়া – ৭৭৮
ভূজঙ্গ – ৫০৫

ভূত – ৮০০
ভূতনাথ – ৭৪৩
ভূতপ্রেত –৬৫৬
ভূতেশ্বর – ৮০০
ভূধর – ৮০১
ভূমি – ৮০১
ভূরি – ১৫৯, ২০৫
ভূরিশ্রবা – ৩৩, ২০৫
ভূশণ্ডি – ১৯২
ভূষণ – ৮০১
ভূষণ্ডি– ৮০১
ভৃগু - ১০৮
ভৃঙ্গার – ৫৯২
ভোগী – ৯৬
ভোজ – ১৮৬
ভোজকটরাজ – ৮১৪
ভোজনবপতি – ১৮৬
ভোজবংশ – ৪৬৭
ভোজরাজ – ৪৬৭

ম
মকরব্যূহ – ১৫৭, ৩৮৫
মকরাক্ষ – ৪, ৪৭
মগধ – ১৯
মগধরাজ – ৪৮
মঙ্কনক –৫, ৭০
মঙ্কিমহর্ষি –১০৮
মণি – ৫২০, ৭৫৩
মণিপুর – ১৪১
মণিমতীপুর – ৮১৯
মণ্ডল – ৮০১
মৎসরাজা – ৭৪৬
মথুরা – ৮২২
মদ্রক – ৬৫
মদ্রদেশ – ৫২
মদ্রবংশ – ৫১
মদ্ররাজ – ৪৩০
মধুকৈটভ ১৩১
মধুদানব–১১২
মধ্যযুগ – ৭৭৩
মনসা – ১৮১
মনসামঙ্গল – ৭৭২
মনু – ১০৩, ১১২, ৮২১
মনোরথ –৭৩৬
মন্দাকিনী–৬৬৩
মন্দার – ১৯৩
মন্ত্রদ্রষ্টা – ৮১২, ৮১৩
মন্ত্রী – ৮২১
মন্বন্তর – ৮২১
মরণ – ৮০১
মরুত্ত - ২১, ৫৭১
মর্য্যাদা – ৮০১
মস্তকমণি – ৬
মহন্ত – ৭৫৩
মহর্ষি - ৮১৪
মহাকাব্য – ১২১
মহাদেব – ৫, ২৪,৫০, ৭০
মহাপ্রস্থানিক – ৮, ১০, ১৫২
মহাপ্রস্থানযাত্রা – ৮১৬
মহাবলবন্ত – ৭৩৩
মহাভারত – ১, ২, ৩, ৪, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৭০
মহামনা – ৮২২
মহারথ – ৫৪
মহারাণী – ৮০১
মহাযোষ – ৭৩৬
মহাশয় – ৭৫৮, ৮০১
মহিমা – ৭২
মহিষ – ৬৩২, ৮০১
মহী – ৭৬৭
মহীদেশ – ৭৬৭
মহীপাল – ১৯৩, ৭৭০
মহেন্দ্র – ৮১৪
মহেশ্বর – ৭৪৩
মাণ্ডব্য – ১২১
মাতুল – ৮১৮
মাদ্রী – ৮০১
মাধবী – ৮২২
মায়াযুদ্ধ – ৮১৬

মায়ারথ – ৪১৫
মারকণ্ডয় – ৫৫৪
মার্গশিষ্য – ৭৭৬
মালব – ১৪
মালাধরগিরি – ৮, ১৫২
মালিক – ৭৬১
মাহাত্ম্য – ৭৭৬
মিত্রঘাতী – ১০৭
মিত্রদেব – ১০৭
মিত্রাবরুণ – ৮১১
মুচুকুন্দ – ৯৪, ১০২
মুণ্ড – ৮০১
মুদ্গার – ১২৯
মুমুক্ষু – ১১০
মুষল ১৯২
মুষিক – ১০১
মুসলিম পুথি – ৭৭০
মুসলিম বিজয – ৭৭০
মূঢ় – ৮০১
মুর্খ – ৮০১
মূলানুগ – ৭৩৫
মূষল – ৮০১
মৃগ – ৪৬৩
মৃগেন্দ – ১৮৬
মৃগয়া – ৭৫৭
মৃদঙ্গ – ১৮৫
মেঘনাদ – ৮, ৬৪৯
মেঘমালাগিরি – ৬৫৬
মেনকা – ৭৬১
স্নেহ – ৪৭২
মোক্ষ – ৯৯
মোক্ষপর্ব – ৪২
মোক্ষদাসংগ্রহ – ৭৩৩, ৭৬৩
মোক্ষধর্ম – ৭২, ১০৭
মোক্ষপদ – ১২৩
মোচনাদিতীর্থ - ১০৫
মোহদধি – ১৯৩
মোহিনী – ৮০১
মৌষলপর্ব – ৮, ১০

য

যক্ষ্মারোগ – ৫
যজমান – ৮২০
যজ্ঞ – ৭৯৫
যজ্ঞকুণ্ড – ৮১১
যজ্ঞদীক্ষা – ৭
যজ্ঞসেনী – ৭৬২
যদুবংশ – ৭৯৪, ৮১১
যবন – ২৯
যম – ৭৯৪
যমরাজ – ৮১৯
যযাতি – ২১. ১০৩
যশ – ৭৯৪
যাগ – ৭
যাজ্ঞবল্ক্য –১২৬
যাদব – ৭৯৫
যাত্রা – ৭৯৪
যুক্তবর্ণ – ৭৭৩
যুগান্ত– ৪১২, ৪৫৭
যুধিষ্ঠিব – ৪, ২৬, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ২১৫, ২১৫. ২১৭
যুযুধান– ৫৯২
যুযুৎসু – ৪, ৪৮, ৫৭, ৫৯০, ৬২১
যোগ – ৪৩, ১২৫
যোগজ্ঞান – ১২৪
যোগধর্ম – ১২৪
যোগবল – ৪৩১, ৮১৬
যোগবিজ্ঞান – ১২৪
যোগমায়া – ৩৪, ৮২৩
যোগসিদ্ধি – ১২৭
যোগিচর্যা – ১১৩
যোগিনী – ১২৩
যোগী – ১২৫
যোজন – ৭৯৫
যোদ্ধা – ৭৯৫
যৌগিক– ১২৬

র

রক্ষক – ৬০৬
রজত – ৬৫৫
রজনী – ৪৪৯, ৮০২
রত্ন – ৭৫৩

শর – ৮০৪
শরত – ৮৬৩
শরভ – ৯৮
শরীর –৮০৪
শল্য – ৪৯, ৬৫, ৮০৫
শল্যপর্ব – ৩, ৪, ৫, ১০
শশলোমবাজা – ৬২২
শর্শাবিন্দু –২১
শশী – ১৮১
শস্ত্র – ৮০৪
শান্ত – ৮০৪
শান্তনু – ৮০৪
শান্তিপর্ব – ৬, ১০
শাপ – ৭৬৬, ৮০৪
শালগাছ – ৮০৪
শাল্বরাজ – ৬৬
শাল্মলী – ১০৪
শাসন – ৮০৪
শাস্ত্র – ৮০৪
শিকার – ৭৭১
শিখণ্ডী – ২৮, ৪৯
শিব – ১৯
শিবির – ৪৯, ২১৭, ৮০৫
শিবিবাজা – ২১, ৩৭
শির – ৮০৫
শিলা – ৮০৫
শিশুপাল – ৭৬২, ৮০৫,৮৫০
শিষ্য – ৮০৫
শীঘ্রগতি – ৮০৫
শীতল – ৮০৫
শীল – ১১৪
শুক – ১১৬
শুকব – ৬৩১
শুক্র – ৮০৫
শুক্রাচার্য – ৮২৩
শূদ্র – ৮১৩
শূলপানি – ২২৩
শৃগাল – ৯৮, ৫০৬
শৃঙ্গ – ৮০৫
শৃঙ্গগিরি – ১৮৬
শৃঙ্গার – ৮০৫
শেখর – ৬৩১
শোণিতপুর – ৮১৪
শ্যেণজিৎ – ১০৭
শ্মশান – ১০৪
শ্বকল্ক- ৮১১
শ্বেতছত্র – ৪৫১
শ্বেতদ্বীপ – ১২৯
শ্লোক – ৭৩৭
শ্রদ্ধা – ৮০৫, ৮২০
শ্রবণ – ৭৮৪ ৮৫০
শ্রাদ্ধ – ২
শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায – ৮২
শ্রুতকর্মা – ৮১৫
শ্রুতকীর্তি – ৩৮৯, ৭৩৮
শ্রুতাউধ – ২৪২, ২৪৩, ২৪৪
শ্রুতায়ু – ২৫, ৮৫০
শ্রুতি – ৮০৫
শ্রী্ৎমাধুযমণ্ডিত – ৭৩৮
শ্রুবার্তা – ৭২
শ্রেষ্ঠ – ৮০?

ষ
ষষ্ঠ – ৮০৪
ষষ্ঠি – ৮০৪
ষোড়শ – ৭৭০

স
সংজ্ঞা – ৮১৬
সংবর্ত – ১৩৬
সংশপ্তক – ২, ১৩, ৪৬, ১৫৮, ২০০, ২০১
সংস্কৃতমহাভাবত – ১, ২, ৩,৪,১১
সংযমী – ১০৫
সকাল – ১১৯
সগর – ১২৪
সঙ্কুলযুদ্ধ – ৪৭, ৪৯
সঞ্জয় – ৩, ২৯, ৭৪৩
সঞ্জিবনী – ৮২৩
সজ্ঞোগ – ৭৫৯

সতী – ৮০৩
সতীর্থ – ৮২১
সন্তোষ – ৮০৩
সত্যক – ৮২১
সত্যকর্মা – ৬৭, ৮১৪
সত্যজিৎ – ১৯০
সত্যবতী – ৮০৬
সত্ত্বগুণ – ১৩৯
সত্যবান – ১০৩
সনৎকুমার – ১১২
সপ্তদশ – ৭৭০
সপ্তরথী ১৫১
সপ্তর্ষিমণ্ডল – ১১২
স্বপ্নতত্ত্ব – ১১৩
ভাপন – ৯
সমন ৭৬৩
সমরক্ষেত্র – ৭৩
সমসাময়িক – ৭৭১
সমুদ্র ১২৮
সমুদ্রমন্থন – ৮২০
সম্পাদক ৭৩৯
সম্পাদনা ৩৩, ৭৩৫, ৭৩৯
সরস্বতী – ৫ ৭৫২
সরস্বতীনদী ৭০
স্বর্ণ ৮০৪
সহজোতর্মণি – ৮১৬
সাঙ্খ্যমত – ১২৫
সাঙ্গবেদ – ৮১৮
সামন্ত – ৯৫
সাবিত্রী – ১১০, ৮১৭
সারথি – ৮০৪
সিংহ – ৯৮
সিংহাসনভ্রষ্ট – ৮১৯
সিংহিকা – ৮১৯
সিন্ধু – ১৪৩
সিন্ধুদ্বীপ – ৭০
সুকেতু – ৫৪
সুগতি – ১০৫
সুতসোম – ৪৯
সুপ্রতীব – ৮২২
সুপ্রভা – ৮১৮
সুকন্দক – ৮১১
সুবর্ণ – ৪৮১, ৮০৫
সুভদ্রা – ২৪, ২০৪, ২০৫, ২১৫, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ৮১৪
সুমিত্র – ১০০
সুরথ – ৪, ৩৭, ৬৫ ১৫৯
সুলভা ১২৭
সুষেণ ৫৭
সূর্যপত্নী – ৮১৬
সৌশিক্রী ৮০৬
সোম ৮১৭
সোমনাথ – ৭২
সৌদামিনী ৮১১
সৌদাস – ১৪১
স্বরধান ৭৪৫
স্বর্ণশিল্পা – ৭৫৯
স্বর্ণ – ৪৪৭ ৭৫৯
স্বর্গলঙ্কা ১৭৭
স্বর্গারোহণ ১, ১০
স্বর্ণ – ৭৫২

হ

হংসবাযস ৫১
হর – ৪৫
হরণ – ৮১৫
হরফ ৭৭৫
হরি – ৭৫২
হরিণ – ৪৬৭
হরিনারায়ণ – ৭৭৯
হয়গ্রীব – ১৩১
হস্তী – ৪৬৭, ৭৬৪
হস্তিনা – ৪, ১৫১, ৭৪৩
হস্তিবাহন – ১৬, ১৯৯
হার্দিক্য – ১৩, ৪৯
হাসনাবাদ – ৭৭৯
হিড়িম্ব – ৩২৭
হিড়িম্বা – ৩২৭
হিন্দী – ৭৭৩
হিরণ্যকশিপুর – ৮১৯
হৈলাবতী – ৮১৫
হোসেন শাহ – ৭৫১
হ্রস্বস্বর – ৭৪৮